এইতিনঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ তিনে মোর নাথ ॥ ১৯ ॥

স্বকৃত মঙ্গলাচরণ-ব্যাখ্যা—

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥ ২০ ॥

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ২১ ॥

সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ॥ ২২ ॥

প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেব-নমস্কার।
সামান্য-বিশেষ-রূপে দুই ত' প্রকার ॥২৩॥

তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হৈতে হয় পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥ ২৪ ॥

চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীগোপীনাথ এই তিন ঠাকুর বৃন্দাবনের অধিদেব; গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ নিজ সেবায় অধিকার দান করিয়া আপনার নিজ-জন করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য

যা। রাধামদনমোহনৌ (তদভিধদেবৌ) জয়তাং (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তেতাম্) ॥ ১৫ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ (দিব্যতি পরমোৎকৃষ্টে মনোহরে বৃন্দাবিপিনে কল্পবৃক্ষস্য অধোমূলে) শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ (পরমশোভাময়রত্নালয়াভ্যন্তরে রত্নসিংহাসনাবস্থিতৌ) প্রেষ্ঠালীভিঃ (সেবাপরাভিঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি-পরিবৃতশ্রীললিতাদিপ্রিয়নর্ম্মসখীভিঃ) সেব্যমানৌ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দদেবৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥

শ্রীমান্ (পরমশোভাময়বিগ্রহঃ) রাসরসারম্ভী (রাসরসপ্রবর্ত্তকঃ) বেণুস্বনৈঃ (বংশীধ্বনিভিঃ) গোপীঃ (ব্রজগোপবধূঃ) কর্ষন্ (কৃষ্ণেতরবাসনাঃ শিথিলীকুর্ব্বন্) গৃহাৎ বংশীনিনাদরূপপ্রেমরজ্জুবলেন আনয়ন্) বংশীবটতটস্থিতঃ (বংশীবটতরোর্মূলে অবস্থিতঃ সন্) গোপীনাথঃ (স্বচ্ছন্দং বিহরতি সঃ) নঃ (অস্মাকং) শ্রিয়ে (প্রেমসম্পত্ত্যৈ) অস্তু (ভবতু) ॥ ১৭ ॥

গৌড়ীয়বৈষ্ণবের সেব্য অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণই মদনমোহন, গোবিন্দই গোবিন্দ এবং গোপীজন-বল্লভই গোপীনাথ। মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই সম্বন্ধ।

অনুভাষ্য

গোবিন্দসেবাই অভিধেয় এবং গোপীজন বল্লভকর্ত্তৃক আকৃষ্টিই প্রয়োজন। শ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয়াশ্রয় ভগবদ্বিগ্রহ এই তিন ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব।

গৌড়ীয়-শব্দে গৌড়দেশীয়। হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যের উত্তরাংশ ভারতবর্ষকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলে। তথায় পঞ্চ গৌড়দেশ—যথা, সারস্বত, কান্যকুব্জ, (লক্ষ্মণাবতী) মধ্যগৌড় মৈথিল ও উৎকল প্রদেশ। বঙ্গদেশকে অনেকে গৌড়দেশ বলেন; বিশেষতঃ বঙ্গদেশের রাজধানীর গৌড় আখ্যা ছিল। উৎকলদেশীয় ভক্তগণকে যে স্থলে 'উড়িয়া ভক্ত' বলা হয় সেস্থলে বঙ্গদেশীয়গণ 'গৌড়ীয় ভক্ত' বলিয়া সংজ্ঞিত হন। আবার দাক্ষিণাত্য, পঞ্চদ্রবিড়-সংজ্ঞায় পরিচিত। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ চারিজনেই দ্রবিড়দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহাদের আশ্রিত দ্রাবিড়-বৈষ্ণবগণের সহিত পার্থক্যবাসনায় গৌড়ীয়-শব্দ প্রচলিত হইবার অসম্ভাবনা নাই। শ্রীরামানুজাচার্য্য দক্ষিণাঙ্ক প্রদেশে মহাভূতপুরীতে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ম্যাঙ্গালোর জিলার পরশুরামক্ষেত্রে উড়ুপী গ্রামে, শ্রীনিম্বাদিত্য দক্ষিণাপথের মুঙ্গেরপত্তন গ্রামে এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী পাণ্ড্যদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদিও শ্রীমাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি মাধ্বমতস্থ তত্ত্ববাদশাখাবলম্বী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দ্রাবিড়ীয়। তজ্জন্য শ্রীগৌরপদাশ্রিত সম্প্রদায়ে গৌড়ীয় আখ্যা। বিশেষতঃ শ্রীআনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের অপর নাম শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ। মাধ্ব বা গৌড়ীয়-শব্দে সেজন্য শ্রীগৌরভক্তগণ সংজ্ঞিত হইতেও পারেন ॥ ১৯ ॥

সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার-কারণ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন ॥ ২৬ ॥
এই ছয় শ্লোকে কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥ ২৭ ॥
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত-তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ২৮ ॥
এই চৌদ্দশ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তহি মধ্যে কহি সব বস্তুনিরূপণ ॥ ২৯ ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার ॥ ৩০ ॥
সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন।
চৈতন্য-কৃষ্ণের শাস্ত্র যে মত নিরূপণ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বোক্ত চৌদ্দ শ্লোকের ব্যাখ্যারম্ভ

প্রথমশ্লোক-ব্যাখ্যা—

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি, এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥ ৩২ ॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ৩৩ ॥

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥৩৪

লীলাভেদে গুরু—

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ৩৫ ॥

গ্রন্থকারের শিক্ষা-গুরুবর্গ—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ ৩৬ ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁসবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ৩৭ ॥

ঈশভক্ত—

ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
তাঁহার চরণপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥ ৩৮ ॥

ঈশাবতার—

অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ৩৯ ॥

ঈশপ্রকাশ—

নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্মে বন্দো যাঁর মুঞি দাস ॥ ৪০ ॥

ঈশশক্তি—

গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥ ৪১ ॥

ঈশ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্র যে মত নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

দীক্ষা-শিক্ষা ভেদে গুরুদ্বয়কে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈত প্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশসকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩৪ ॥

"তাঁহার"—উভয়বিধ গুরু একতত্ত্ব-বিচারে একবচন-ব্যবহার। পাঠান্তরে 'তাঁ-সবার' ॥ ৩৫ ॥

অনুভাষ্য

গুরুদ্বয়-শব্দে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুকে বুঝায়। উভয়েই অভিন্ন গুরুতত্ত্ব। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর লীলাভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকট উভয়েই সমতত্ত্ব ও সমভাবে পূজ্য ॥ ৩২ ॥

(গ্রন্থকারঃ কৃষ্ণদাসোঽহং) গুরূন (বস্তুপ্রদর্শকমন্ত্র-দাতৃ-শিক্ষাদাতৃন্ গুরুগণান্ শ্রীনিত্যানন্দরঘুনাথরূপা-দীন্) ঈশভক্তান্ (গৌরকৃষ্ণসেবকান্ শ্রীবাসাদীন্) কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ঈশং (ভগবন্তম্) ঈশাবতারকান্ (শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদীন্) তৎপ্রকাশান্ (তস্য চৈতন্যকৃষ্ণস্য প্রকাশান্ শ্রীনিত্যানন্দাদীন্ নিজগুরূন্) তচ্ছক্তীঃ (তস্য

সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
এই ছয় তেঁহো যৈছে করিয়ে বিচার ॥ ৪৩ ॥

গুরুতত্ত্ব—(১) দীক্ষাগুরু

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আবরণ—চতুর্দ্দিকবর্ত্তী ভক্তগণ প্রভুর আবরণ। সেই আবরণের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। সেই ছয়তত্ত্ব—গুরু, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তি ও ঈশস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্য যেরূপে তাঁহার স্বরূপ তাহা এক্ষণে বিচার করিতেছি ॥ ৪৩ ॥

যদিও সকল জীবই কৃষ্ণদাস, সুতরাং আমার গুরুও বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস, তথাপি আমি আমার গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া জানিব। শিষ্যের পক্ষে গুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ। কিন্তু নিত্যানন্দ-বলদেব বস্তুতঃ বিলাসস্বরূপ প্রকাশতত্ত্ব ॥ ৪৪ ॥

অনুভাষ্য

গৌরকৃষ্ণস্য শক্তীঃ শ্রীগদাধরদামোদরজগদানন্দাদীন্) (অভিন্নাবরণাত্মক-তত্ত্বষট্কান্) (অহং) বন্দে ॥ ৩৪ ॥

ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবপ্রভু—(২০২ সংখ্যা) যদ্যপি অকিঞ্চনা ভক্তিরভিধেয়েতি তৎকারণত্বেন মহৎসঙ্গ এবাভিধেয়ে সতি ভক্তোঽপি স এব লক্ষিতব্যঃ। তত্র প্রথমং তাবৎ তত্তৎসঙ্গাজ্জাতেন তত্তচ্ছ্রদ্ধা-তত্তৎপরম্পরা-কথারুচ্যাদিনা জাতভগবৎসাম্মুখ্যস্য তত্তদনুষঙ্গেনৈব তত্তদ্ভজনীয়ে ভগবদাবির্ভাববিশেষে তদ্ভজনমার্গবিশেষে চ রুচির্জায়তে। ততশ্চ বিশেষবুভুৎসায়াং সত্যাং তেষ্বেকতোঽনেকতো বা শ্রীগুরুত্বেনাশ্রিতাৎ শ্রবণং ক্রিয়তে। প্রীতিলক্ষণ-ভক্তীচ্ছূনাং তু রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্ নাজাতরুচিনামিব বিচারপ্রধানঃ। তদেতদুভয়স্মিন্নপি তত্তদ্ভজন-বিধিশিক্ষাগুরুঃ প্রাক্তনঃ শ্রবণগুরুরেব ভবতি। মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব নিষেৎস্যমানত্বাদ্বহূনাম্। (২০৬ সংখ্যা) শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি। শিক্ষাগুর্ব্বোর্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ম্। (২০৮ সংখ্যা) তত্র শ্রবণগুরুসংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ৪৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ১৭ অ, ২২ শ্লোক)

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৪৬ ॥

অমৃত প্রবাহভাষ্য

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য নরবুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ অনাদর করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময় ॥ ৪৬ ॥

অনুভাষ্য

অনুগ্রহঃ মন্ত্রদীক্ষারূপঃ। (২০৯ সংখ্যা) যে গুরোশ্চরণং সমবহায় ভগবদন্তমুখীকর্ত্তুং প্রযতন্তে তে তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে; অতো ব্যসনশতান্বিতা ভবন্তি, অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব, অকৃতকর্ণধারা জলধৌ যথা, তদ্বৎ। "গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥" (২১০ সংখ্যা) পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।

অকিঞ্চনা ভক্তি অভিধেয় হইলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গই লক্ষিতব্য হয়। আদৌ কৃষ্ণভক্তসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা লাভ করিলে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। তৎসঙ্গফলে সেব্য ভগবানের আবির্ভাব-বিশেষে এবং ভজনমার্গবিশেষে রুচি জন্মে। কৃষ্ণবিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা হইলে সুকৃতিসম্পন্ন জীব এক অথবা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ করেন। প্রীতিলক্ষণা ভক্তিপ্রার্থীগণের রুচিপ্রধান-পথই প্রশস্ত; অজাতরুচিগণের ন্যায় বিচারপ্রধান পথ নহে। এতদুভয়েরই প্রাক্তন শ্রবণ-গুরুই সেই সেই ভজনবিধি-শিক্ষা-গুরু হন। মন্ত্রগুরু এক; অনেক গ্রহণের নিষেধ আছে। শ্রবণ-গুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। এবিষয়ে শ্রবণগুরু-সঙ্গ হইতেই শাস্ত্রীয়-জ্ঞানলাভ ঘটে, মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ। যাঁহারা গুরু-পাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্যপ্রার্থী তাঁহারা সেই সেই উপায়ে খিন্ন হন। সুতরাং শত শত ব্যসন আসিয়া গুরুভক্তি-রহিত জীবকে ভক্তসজ্জায় কেবল সংসারেই বাধ

(২) শিক্ষাগুরু—(ক) চৈত্ত্যগুরু, (খ) মহান্তগুরু

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য

করায়। সমুদ্রে কর্ণধাররহিত নৌকার ন্যায় তাহার সংসার হইতে উদ্ধার হয় না। গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। ভক্তগণ স্মরণাদিদ্বারা তাঁহার সেবা করেন। 'আমি অধিক বুঝি' আর অন্য গুরুতে কি অধিক উপদেশ দিবেন, এইরূপ অহঙ্কারে অপরাধবশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুব্রুবের পরিবর্ত্তে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় করিবে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব—আদি ১০ম পঃ ৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট—আদি ১০ম পঃ ১৫৩-১৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীরঘুনাথ দাস—আদি ১০ম পঃ ৯১সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীগোপাল ভট্ট—আদি ১০ম পঃ ১০৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবাস—আদি ১০ম পঃ ৮সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮ ॥

শ্রীঅদ্বৈত—আদি ৬ষ্ঠ পঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ—আদি ৫ম পঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরে অনন্ত প্রণতি, শ্রীঅদ্বৈতে ও শিক্ষাগুরুতে কোটি প্রণতি, শক্তি ও ভক্ততত্ত্বে সহস্র প্রণতির সংখ্যাগত তারতম্য-দর্শনে মায়িক ভেদবুদ্ধি উদ্দিষ্ট হয় নাই।

গুরুদ্বয়, ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বর, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—এই ছয় তত্ত্বরূপেই কৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিলাস এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞায় কথিত।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ব্যতীত সকলেই তাঁহার দাস, সুতরাং গুরুদেবে চৈতন্যদাস্য ব্যতীত অপর প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া সেবক। সেবাপ্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেব সেব্যের সেবা ব্যতীত অন্যভাবে প্রকাশিত নহেন। প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেবে বিষয়বিগ্রহ-বুদ্ধির অবকাশ নাই। আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া তিনি কৃষ্ণরূপে শাস্ত্রে কথিত ॥ ৪৪-৪৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১স্ক, ২৯ অ, ৬ শ্লোক)

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হে ঈশ, ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুলব্ধ কবিসকলও তোমার স্মৃতিজনিত আনন্দ দ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হন না; যেহেতু, তুমি অপার-কৃপা-বশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছ ॥ ৪৮ ॥

অনুভাষ্য

বর্ণাশ্রমচারী ও তদিতরগণের কৃষ্ণভক্তি-লক্ষণরূপ স্বধর্ম্ম শুনিয়া উদ্ধব সেই ভক্তির অনুষ্ঠানবিষয়ে ভগবানের নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি বর্ণিগণের স্বভাব বর্ণনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাসপ্রসঙ্গে গুরুর প্রতি ব্যবহার বলিতেছেন।

আচার্য্যং (গুরুং) মাং (মদীয়শ্রেষ্ঠং) বিজানীয়াৎ। কর্হিচিৎ (কদাপি) ন অবমন্যেত (কারণোদয়েঽপি ন গর্হয়েৎ)। (যতঃ) গুরুঃ সর্ব্বদেবময়ঃ (তং) মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা (ঔপাধিকজড়দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্নধিয়া) ন অসূয়েত (নিজ-প্রাকৃতজাড্যেন মৎসরো ভূত্বা আত্মসমং ন ভাবয়েৎ)।

"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সকল্পং স-রহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥"—(মনু ২।১৪০)। "আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥"—বায়ুপুরাণ।

শ্রীভগবানই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীমদাচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ নাই। তিনি সাক্ষাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ। যদি কেহ হরিসেবাবিমুখ হইয়া আচার্য্যাভিমান করেন তাহা হইলে তাঁহার দুরাচারকে কেহই সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন না। আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১০ অ, ১০ শ্লোক)

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ৪৯ ॥

যথা ভগবান্ ব্রহ্মণে স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্ ॥ ৫০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্ক, ৯ অ, ৩০-৩৫ শ্লোক)

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিত্য-ভক্তিযোগ দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমল-প্রেমযোগ দান করি। তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দধামকে লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

অনুভাষ্য

ঈর্ষা করেন। আচার্য্যদেব সেব্যের অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান্ ও তৎপরিকর-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।

গুরুদেব বস্তুতঃ কৃষ্ণচৈতন্যদাস হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবিশেষ জানিবেন। গুরু কৃষ্ণসহ প্রকৃতপক্ষে নিত্য সেব্য-সেবকভাবরহিত হইয়া কোন অংশেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত লীলাবৈচিত্র্যে ভিন্ন নন, এরূপ নহে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে অপ্রাকৃতানুভূতিতে স্বগতসজাতীয়বিজাতীয় বিশেষত্ব না থাকায় তাঁহাদের দৃষ্টির অনুগমনে কোন ভক্তিমান্ বৈষ্ণবাচার্য্যই গুরু ও কৃষ্ণে কোন অংশে ভেদ নাই বলেন না, পরন্তু অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বই উপদেশ করেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু গুরুদেবসম্বন্ধে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর' এরূপ বলেন। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২১৬ সংখ্যা) লিখিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে"। তদনুগ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেবস্তোত্রে বলিয়াছেন—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥" অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব 'হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু যিনি সদা প্রকাশস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয় সেবাধিকারী সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশ দ্বারা অনুভব করাইয়াছিলেন। বিজ্ঞানসমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত আমার পরম গুহ্যজ্ঞান তোমাকে কৃপা করিয়া আমি বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর ॥ ৫০-৫১ ॥

অনুভাষ্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণেরই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'তদীয়' জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনাপদ্ধতি-সমূহে ও শুদ্ধভজনগীতিগুলিতে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৪৬ ॥

যিনি ভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষা-গুরু। ভজনহীন দুরাচার গুরু বা আচার্য্য নহেন। ভজনানন্দ মহান্তগুরু ও ভজনানুকূল বিবেকদাতা চৈত্তগুরু ভেদে শিক্ষক দ্বিবিধ। সাধ্যসাধন-ভেদে ভজনশিক্ষা-ভেদ। কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া স্বীয় সেবানুভূতি উন্মেষিত করেন। সেই দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার সুষ্ঠুভাবে বিষ্ণুসেবনশিক্ষা অভিধেয় নামে কথিত। আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু অভিধেয়-বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়-বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচ-ভাব-প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে। কৃষ্ণ-"রূপ ও স্বরূপে" ভাষাগত বৈষম্য নাই। দীক্ষাগুরু সনাতন মদনমোহন-পাদপদ্মদাতা। ব্রজে বিচরণে অসমর্থ ভগবদ্বিস্মৃত জীবকে তিনি ভগবৎপাদ-সর্ব্বস্বানুভূতি প্রদান করেন। শিক্ষা-গুরু রূপ গোবিন্দ ও তৎপ্রেষ্ঠ পাদ-সেবাধিকার-দাতা ॥ ৪৭ ॥

সবিস্তার যোগশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া উদ্ধব যোগপন্থাকে বহ্বায়াসযুক্ত জানিয়া সংক্ষেপে ভগবানের নিকট ভক্তিযোগ কথা শুনিবার উদ্দেশে তাঁহাকে বলিতেছেন।

হে ঈশ, তব কৃতং (ত্বৎকৃতমুপকারং) স্মরন্তঃ (চিন্তয়ন্তঃ)

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আমার স্বরূপ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ব-বিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও ॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য

ঋদ্ধমুদঃ (বর্দ্ধিতপরমানন্দাঃ) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) ব্রহ্মায়ুষোঽপি (ব্রহ্মতুল্যমায়ুঃ প্রাপ্য ভজন্তোঽপি) অপচিতিং (প্রত্যুপকারং আনৃণ্যং) নৈব উপযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। (যতঃ) যঃ (ভবান্) বহিঃ আচার্য্যবপুষা (মন্ত্রগুরুরূপেণ শিক্ষাগুরুরূপেণ বা) অন্তশ্চৈত্ত্যবপুষা (অন্তর্যামিরূপেণ) তনুভৃতাং (শরীরধারিণাং জীবানাং) অশুভং (কৃষ্ণেতর-বিষয়াভিনিবেশং) বিধুন্বন্ (নিরস্যন্) স্বগতিং (আত্মস্বরূপং পার্ষদত্বলক্ষণাং গতিং) ব্যনক্তি (প্রকাশয়তি) ॥ ৪৮ ॥

নিশ্চল ভক্তিযোগে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ হইতে সকল উৎপত্তি ও প্রবৃত্তি হয় জানিয়া যে সকল ভজনশীল পণ্ডিত কৃষ্ণচিত্ত ও কৃষ্ণপ্রাণ হইয়া পরস্পর ভাব বিনিময় ও হরিবিষয়ক কথোপকথন করিয়া কৃষ্ণকে তোষণ ও রমণ করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন।

তেষাং সততযুক্তানাং (নিত্যমেব মৎসেবাযোগাকাঙ্ক্ষিণাং) প্রীতিপূর্ব্বকং (আদরেণ) ভজতাং (ত্যক্তান্যাভিলাষকর্ম্ম-জ্ঞানানাং হরিসেবারতানাং) তং বুদ্ধিযোগং দদামি (তেষাং হৃদ্‌বৃত্তিষু অহমেব উদ্ভাবয়ামি) যেন তে মাং উপযান্তি (লভন্তে)। (সবুদ্ধিযোগঃ স্বতোঽন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপ্যধিগন্তুং অশক্যঃ, কিন্তু মদেকদেয়স্তদেকগ্রাহ্য ইতি ভাবঃ) ॥ ৪৯ ॥

সৃষ্টি করিতে মানস করিয়া ব্রহ্মা অত্যধিক চিন্তা করিতেছিলেন। 'তপ' এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নিষ্কপট তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বিষ্ণুর প্রসন্নতাক্রমে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন। সেখানে নির্ম্মদ হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে ভগবান্ ছয়টী শ্লোক বলিলেন। ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্য ৫৭৭-৬২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

যে (মম ভগবতঃ) জ্ঞানং পরমগুহ্যং (নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাদেরপি শ্রেষ্ঠতমং) বিজ্ঞানসমন্বিতং (ন কেবলং মদ্রূপস্য জ্ঞানং এব তুভ্যং দদাম্যপি তু কাষ্ণ'কৃষ্ণবিজ্ঞানেনানু-

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এসমুদয়স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব ॥ ৫৩ ॥

অনুভাষ্য

ভবেন যুক্তং) সরহস্যং (তত্রাপি রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতং প্রেমভক্তিরূপং) তদঙ্গঞ্চ (তস্য রহস্যস্য অঙ্গং শ্রবণাদিভক্তিরূপং সাধনভক্তিযোগং সম্বন্ধজ্ঞানস্য সহায়ং) ময়া গদিতং (ত্বয়া অপৃষ্টমপি এতত্রয়ং কৃপয়ৈব ময়া, ন ত্বন্যেন কথিতং) সং গৃহাণ ॥ ৫১ ॥

যাবান্ (যৎপ্রমাণাকারঃ যাদৃশস্থৌল্যকার্শ্যদৈর্ঘ্যতুঙ্গতা-বৃত্ততাদ্যৌচিত্যসংনিবেশবিশিষ্টাবয়বঃ স্বরূপতো যৎপরি-মাণকঃ), অহং যথাভাবঃ (সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণঃ), অহং যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ (যানি রূপাণি শ্যামত্বচতুর্ভুজত্বদ্বিভুজত্বগৌরত্ব-কৃষ্ণত্বরামত্বনৃসিংহত্বাদীনি, যে গুণাঃ ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ, যানি কর্ম্মাণি লক্ষ্মীপরিগ্রহ-গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি যস্য সঃ) অহং, তথৈব (তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণৈব) তত্ত্ববিজ্ঞানং (যাথার্থ্যানুভবঃ) মদনুগ্রহাৎ তে (তব) অস্তু। (সাধন-ভক্তিপ্রেমভক্ত্যোর্বর্দ্ধিতারতম্যেনৈব মদ্রূপগুণলীলামাধুর্য্যানু-ভবতারতম্যে মৎস্বরূপাদধিকতম-মাধুর্য্যং পরমদুর্লভং কৃষ্ণ-স্বরূপং মাং ব্রজভূমৌ ত্বং সাক্ষাদনুভবিষ্যসি। এতেন চতুঃশ্লোক্যর্থস্য নির্ব্বিশেষপরত্বং স্বয়মেব পরাস্তম্) ॥ ৫২ ॥

অহং (অহং-শব্দেন তদ্বক্তা মূর্ত্ত এবোচ্যতে ন, তু নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম তদবিষয়ত্বাৎ। আত্মজ্ঞানত্বাৎ পর্য্যবসানত্বে তু তত্ত্বমসীতিবৎ ত্বমেবাসীরিত্যেব বক্তুমুপযুক্তত্বাৎ। সম্প্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরমমনোহরশ্রীবিগ্রহোঽহম্) এব অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং মহাপ্রলয়কালেঽপি) আসম্; অন্যৎ ন (ন কিঞ্চিৎ আসীৎ, "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ", "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। বৈকুণ্ঠতৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহং-

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ ৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পূর্ব্বশ্লোকে পরমতত্ত্বের স্বরূপজ্ঞান নির্ণীত • হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপ হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা স্বরূপ-তত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করে ততক্ষণ বিজ্ঞান হয় না। স্বরূপতত্ত্ব হইতে ইতর তত্ত্বের নাম 'মায়া'। সেই মায়াতত্ত্বের জ্ঞান এই শ্লোকে বিস্তৃত হইতেছে। স্বরূপতত্ত্বই অর্থ, অর্থাৎ যথার্থতত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই তাহাকেই আত্ম-তত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দুটী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতরতত্ত্ব দুইরূপে প্রতীত হয়—একরূপ আভাস; অন্যরূপ তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্য স্থানে পতিত হয়, তাহাকে 'আভাস' বলে। সূর্য্যের প্রভাব যেদিকে দৃশ্য না হয় তাহাকে 'তমঃ' অর্থাৎ 'অন্ধকার' বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎস্বরূপের কিরণস্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাসরূপ মায়াবৈভব ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব; এইটী দ্বিতীয় উদাহরণ।

অনুভাষ্য

পদেনৈব গ্রহণং রাজাহংসৌ প্রযাতীতিবৎ) সদসৎপরং (সৎ কার্য্যং অসৎ কারণং তয়োঃ পরং) যৎ (যদ্ব্রহ্ম) তৎ অন্যৎ ন (তস্ম মত্তোঽন্যৎ; যদ্বা, তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাকারেণ, বৈকুণ্ঠে তু সবিশেষভগবদ্রূপেণ) পশ্চাৎ (সৃষ্টেরনন্তরমপি) অহম্ (এবাস্মি, বৈকুণ্ঠে তু ভগবদা-দ্যাকারেণ, প্রপঞ্চেষু অন্তর্যাম্যাকারেণ) যদেতৎ (বিশ্বং) তদপ্যহমেবাস্মি (মদনন্যত্বান্মদাত্মকমেব) (তথা প্রলয়ে) যোঽবশিষ্যেত সোঽহমেবাস্মি (কালাব্যবচ্ছিন্ন-নিত্যলীলা-বিগ্রহস্য কৃষ্ণস্য সর্ব্বকালে প্রকটতাস্তীত্যর্থঃ) ॥ ৫৩ ॥

অর্থং (পরমার্থভূতং) মাং ঋতে (বিনা) যৎ প্রতীয়েত (মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ), যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত, (যস্য) চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তীত্যর্থঃ), তৎ (তথা

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তাৎপর্য্য এই, আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুই প্রকার সম্বন্ধ; প্রথম সম্বন্ধ এই যে, আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতরস্বরূপ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা 'মায়া'; এবং আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম অজ্ঞানও মায়া ॥ ৫৪ ॥

যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্রভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপে আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথগ্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান ও ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাৎপর্য্য, ক্ষিতি-জল-তেজো-বায়ু ও আকাশরূপ মহাভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমন স্থূল-জগৎকে প্রকাশ করতঃ তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়াও মহাভূতাবস্থায় স্বতন্ত্র আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়শক্তি ও জীবশক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া একাংশে জগতে সর্ব্বব্যাপী থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিদ্ধামে পূর্ণচিদ্বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান। আবার চিদ্বিগ্রহের কিরণপরমাণুস্বরূপ জীবগণ শুদ্ধপ্রেমমার্গে তাঁহার বিমলপ্রেম আস্বাদন করেন—ইহাই রহস্য ॥ ৫৫ ॥

অনুভাষ্য

লক্ষণং বস্তু) আত্মনো (মম পরমেশ্বরস্য) যথাভাসঃ (আভাসো জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয়প্রকাশাদ্ব্যবহিতপ্রদেশে কথঞ্চিদুচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবি-বিশেষঃ; স যথা তস্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে, ন চ তং বিনা তস্য প্রতীতিস্তথা সা) যথাতমঃ ('তমঃ-শব্দেন তমঃপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে' তদ্ যথা তন্মূল-জ্যোতিষ্যসদপি তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদিয়ং) মায়াং (জীবমায়া-গুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ) ॥ ৫৪ ॥

যথা মহান্তি ভূতানি (আকাশাদীনি) উচ্চাবচেষু ভূতেষু (দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিষু) অপ্রবিষ্টানি (বহিঃস্থিতান্যপি) অনুপ্রবিষ্টানি (অন্তঃস্থিতানি ভান্তি), তথা (লোকাতীত-বৈকুণ্ঠস্থিতত্বেন) অপ্রবিষ্টোঽপি অহং তেষু (তত্ত্বদ্গুণবিধ্যাত্বেষু) নতেষু (প্রণতজনেষু) প্রবিষ্টো (হৃদি স্থিতঃ)

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথম শ্লোক)

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ৫৭ ॥

শিক্ষাগুরুরূপে দয়া —

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥ ৫৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ২৬ অ, ২৬ শ্লোক)

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু তিনি অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য, প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয় তাহার নাম সাধনভক্তি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্গুরুচরণ হইতে অন্বয়ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধি-নিষেধ শিক্ষাপূর্ব্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভুচৈতন্যদেবের মত সম্পূর্ণরূপে আছে। ভাগবতগ্রন্থ ১৮০০০ শ্লোক। সেই আঠারহাজার শ্লোকে যাহা কিছু আছে, তাহার মূল এই চারিশ্লোকে। 'অহমেব' শ্লোকে ভগবত্তত্ত্ব, ভগবৎস্বরূপ, তাঁহার গুণ ও লীলা সংক্ষেপে বর্ণিত। 'ঋতেঽর্থং' শ্লোকে ভগবৎস্বরূপতত্ত্ব হইতে পৃথগ্রূপে প্রতিভাত মায়াতত্ত্ব এবং সেই মায়াতত্ত্বের সম্বন্ধজনিত মায়াশক্তির বশযোগ্য জীবতত্ত্ব এবং জীবের ভোগায়তন জড়তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। এই দুইটী শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতব্য। 'যথা মহান্তি' শ্লোকে জীব ও জড় হইতে ভগবত্তত্ত্বের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সত্ত্বেও ভগবানের নিত্যস্বরূপের পৃথগবস্থান এবং জীবগণের তাঁহার চরণাশ্রয়ক্রমে মহাপ্রেমসম্পত্তিলাভরূপ পরম-প্রয়োজন কথিত হইয়াছে। 'এতাবদেব' শ্লোকে সেই পরম প্রয়োজনলাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ সাধনভক্তি উল্লিখিত হইয়াছে। সাধনভক্তির অন্তর্গত প্রাপ্তিসাধক বিধিসকলকে আনুকূল্যভাবে 'অন্বয়' বলিয়া উক্তি করা গিয়াছে। তৎপ্রাপ্তির বাধকরূপ প্রাতিকূল্যজনক ক্রিয়া-সকলকে নিষেধমধ্যে পরিগণিত করিয়া ব্যতিরেক-শব্দে উক্তি করা গিয়াছে। সাধনতত্ত্বের নাম 'অভিধেয়' অর্থাৎ শাস্ত্রের অভিধাবৃত্তিক্রমে যে উপদেশ লব্ধ হয়, তাহাই অভিধেয়।

চিন্তামণিস্বরূপ সোমগিরি-নামা যিনি আমার গুরু, তিনি জয়যুক্ত হউন্। ময়ূরপুচ্ছধারী সৎশিক্ষাগুরু ভগবান্ও জয়যুক্ত হউন্। তাঁহার পদকল্পতরুপল্লবরূপ নখাগ্রের শোভাতে আকৃষ্ট হইয়া জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ম্বরজনিতসুখ লাভ করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

অন্তর্যামী গুরু চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ চিত্তমধ্যে অবস্থিত। সুতরাং তাহার সম্মুখ সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব কৃষ্ণ মহান্ত অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু ॥ ৫৮ ॥

অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সাধু উপদেশ দ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তি-প্রতিকূল বাসনা-বন্ধন ছেদন করিবেন ॥ ৫৯ ॥

অনুভাষ্য

অহং (স্বামি) (অন্তঃকরণেষু) দর্শনং দাতুং তথা অপ্রবিষ্টঃ বহিঃ স্থিতশ্চ তেষাং নয়নেষু সসৌন্দর্য্যমর্পয়িতুং নাসাসু স্বসৌরভ্যং প্রবেশয়িতুং তৈঃ সহোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্ব্বন্ তেষাং কর্ণেষু স্বসৌস্বর্য্যামৃতং পূরয়িতুং স্পর্শনালিঙ্গনাদিদানৈস্তেষা-মঙ্গেষু স্বীয়সৌকুমার্য্যমাধুর্য্যাদিকং চানুভাবয়িতুমিতি তেষু গুণাতীতভক্তেষু অন্তর্বহির্ময়া ত্যক্তুমশক্যেষু আসঙ্গসহিতৈব মম ক্রীড়া। তদেবং তেষাং তাদৃগাত্মবশকারিণী প্রেমভক্তি-র্নামরহস্যমিতি সূচিতম্) ॥ ৫৫ ॥

আত্মনঃ (মম ভগবতঃ) তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (স্বস্য শ্রেয়ঃ-সাধনে যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা) যৎ (একমেব বস্তু) অন্বয়ব্যতি-রেকাভ্যাং (বিধিনিষেধাভ্যাং) সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্যাৎ কিং তৎ ইতি) এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং (শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ং)

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্ক, ২৫ অ, ২২ শ্লোক)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সাধুসঙ্গক্রমে আমার সূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথাসকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গ-পথস্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয় ॥ ৬০ ॥

অনুভাষ্য

(স্বর্গাপবর্গপ্রেমসু মধ্যে আত্মনঃ শ্রেয়ঃ কিমিতি প্রশ্নে প্রেমা তু স্বস্যৈবান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সিদ্ধ্যতি স্বর্গাপবর্গৌ তাভ্যাং তাবৎ ন সিদ্ধ্যতঃ ; যথা—জিজ্ঞাস্যেষু মধ্যে এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং ; কিং তৎ ? অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যোগা-যোগাভ্যাং সম্ভোগবিপ্রলম্ভাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বব্রহ্মাণ্ড-বর্ত্তিনি শ্রীবৃন্দাবনাদৌ দাস-সখি-গুরু-প্রেয়সীষু সর্ব্বদা নিত্যমেব মহাপ্রলয়সময়েঽপীতি দাস্যসখ্যবাৎসল্যশৃঙ্গাররসানাং আস্বাদনং ব্যঞ্জিতম্) ॥ ৫৬ ॥

লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গলঠাকুর অপ্রাকৃত বৃন্দাবনীয় লীলায় প্রবেশলালসায় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতগীতের আদিতে ত্রিবিধ গুরুবর্গের জয় উল্লেখ করিয়াছেন। 'শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়গ্রন্থে' অষ্টম শকশতাব্দীতে দ্রাবিড় যতিরাজ ত্রিদণ্ডি-শ্রীবিল্ব-মঙ্গলের উদয়কালে নির্ণীত হইয়াছে। বিল্বমঙ্গল দ্বারকাধীশ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা রাজবিষ্ণুস্বামীর প্রধান শিষ্য বলিয়া উল্লিখিত হন। বিল্বমঙ্গলের শিষ্য দেবমঙ্গল প্রভৃতি। বিল্বমঙ্গল সাতশতবর্ষকাল বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডে ভজন করেন। বল্লভভট্টের সহ সাক্ষাতের পর তাঁহার শ্রীবিগ্রহের পূজাভার হরি ব্রহ্মচারীর উপর ন্যস্ত হয়। শঙ্কর সম্প্রদায়ের দ্বারকা মঠতালিকায়ও চিৎসুখাচার্য্য (কল্যব্দ ২৭১৫) বিল্বমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়।

মে (মম) গুরুঃ (বর্ত্মপ্রদর্শকশ্রবণগুরুঃ) চিন্তামণিঃ জয়তি। মন্ত্রগুরুঃ সোমগিরিঃ জয়তি। (চৈত্ত্য)-শিক্ষাগুরুঃ

ঈশভক্তের তত্ত্ব ও প্রকার-ভেদ—

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ ৬১

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্ক, ৪ অ, ৫১ শ্লোক)

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দস্বরূপে যাঁহার ভক্তি, তিনিই অর্থাৎ তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের অবস্থিতি-স্থান ॥ ৬১ ॥

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিই সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না ॥ ৬২ ॥

অনুভাষ্য

শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ (শিখিপিঞ্ছেরেব মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য সঃ) ভগবান্ (বৃন্দাবনচন্দ্রো) জয়তি। যৎপাদকল্পতরু-পল্লব শেখরেষু (যৎ যস্য ভগবতঃ পাদৌ এব কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু পদনখাগ্রেষু) জয়শ্রীঃ (জয়া চাসৌ শ্রিয়শ্চেতি মহালক্ষ্মী বৃন্দাবনেশ্বরীত্যর্থঃ) লীলাস্বয়ম্বররসং (লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ যঃ স্বয়ম্বরস্তদ্রসং সুখং) লভতে ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণের সহিত বদ্ধজীবের সাক্ষাৎকার হয় না। তজ্জন্য কৃষ্ণ জীবের চিত্তে কৃষ্ণভক্তির বিবেক উদয় করাইয়া চৈত্ত-শিক্ষাগুরু এবং মহান্তস্বরূপ হইয়া শিক্ষাগুরু হন ॥ ৫৮ ॥

উর্ব্বশী পুরূরবার সঙ্গত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তিনি শোকে অধীর হইয়া বর্ষকালব্যাপী অনুতাপ করেন, পরে বিবেক লাভ করিয়া সঙ্গদোষের ফল উপলব্ধি করেন। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই আখ্যায়িকা বলেন।

ততঃ দুঃসঙ্গং (যোষিৎসঙ্গং যোষিৎসঙ্গিসঙ্গং চ) (দূরে) উৎসৃজ্য (বিহায়) বুদ্ধিমান্ (সদসৎবিবেকী) সৎসু (বিরক্তানাং হরিজনানাং) সজ্জেত (সঙ্গং সর্ব্বাত্মনা কুর্য্যাৎ)। (যতঃ) সন্তঃ (সাধবঃ) অস্য (বিষয়াভিনিবিষ্টস্য) মনোব্যাসঙ্গং (বিরুদ্ধামাসক্তিম্) উক্তিভিঃ (সদুপদেশৈঃ) ছিন্দন্তি (নাশং কুর্ব্বন্তি) ॥ ৫৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ১৩ অ, ৮ শ্লোক)

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৬৩ ॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদ্গণ এক, সাধকগণ আর ॥ ৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতা-বলে পাপিগণের পাপ-মলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করেন ॥ ৬৩ ॥

ভক্ত দ্বিবিধ অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদ ও সাধক। ভগবৎ-পার্ষদগণ সিদ্ধসেবকমণ্ডলী। তন্মধ্যে কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যপর হইয়া পরব্যোমে অবস্থিত, কেহ কেহ মাধুর্য্যপর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত। যাঁহারা সেবাসিদ্ধিলাভের জন্য বৈধ বা রাগানুগা সাধনভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা সাধক ॥ ৬৪ ॥

অনুভাষ্য

দেবহূতি নিজপুত্র কপিলদেবের নিকট নিজশ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে কপিলের উক্তি—

সতাং (হরিজনানাং) প্রসঙ্গাৎ (প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ) মম বীর্য্যসংবিদঃ (বীর্য্যস্য সম্যগ্‌বেদনং যাসু তাঃ) হৃৎকর্ণরসায়নাঃ (হৃৎকর্ণয়োঃ রসায়নাঃ শ্রোত্রমনোঽভিরামাঃ সুখদাঃ) কথা ভবন্তি। তজ্জোষণাৎ (তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ) অপবর্গবর্ত্মনি (অপবর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ এব বর্ত্ম যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌ) (প্রথমং) শ্রদ্ধা (ততঃ) রতিঃ (ভাবঃ, ততঃ) ভক্তিঃ (প্রেমা) আশু (শীঘ্রং) অনুক্রমিষ্যতি (অনুক্রমেণ ভবিষ্যতি)। (প্রথমং শ্রদ্ধা, ততঃ সৎসঙ্গঃ, সঙ্গাৎ তৎকথাশ্রবণে তৎসেবনপ্রবৃত্তিঃ ভজনক্রিয়াতঃ প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ অনর্থনিবর্ত্তিকাঃ কথাঃ ততস্তা এব কথা নিষ্ঠামুৎপাদয়ন্ত্যো মন্মাহাত্ম্যবেদনং যতস্তথাভূতা ভবন্তি, ততো রুচিমুৎপাদয়ন্ত্যো হৃৎকর্ণরসায়না ভবন্তি। তাসাং কথানাং জোষণাৎ প্রীত্যাস্বাদনাৎ ভগবতি শ্রদ্ধা আসক্তির্ভাবঃ প্রেমা অনুক্রমিষ্যতি)॥৬০॥

একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তুই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরবস্তু সর্ব্বশক্তিমান্। ভক্ত তাঁহার শক্তিজাতীয়স্বরূপ; শক্তিমজ্জাতীয় বস্তু নহেন। কৃষ্ণের সম্বন্ধে সেবাবুদ্ধি, ভজনশীল ভক্তে অবস্থিত সুতরাং কৃষ্ণের ভক্তরূপ আধারে স্থিতি ॥ ৬১ ॥

পরম ভাগবত অম্বরীষ মহারাজের চরণে দুর্ব্বাসা ঋষি অপরাধ করায় বিষ্ণুচক্র দুর্ব্বাসার প্রাণসংহারে উদ্যত হইলে তিনি সকল দেবতার সাহায্যপ্রার্থী হন। অবশেষে ভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষিকে অম্বরীষের পাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকে ভাগবতসাধুগণের পরম মহত্ত্ব জানাইয়াছেন।

সাধবঃ মহ্যং (মম) হৃদয়ং (মমপ্রাণতুল্যাঃ) সাধূনাং তু অহং হৃদয়ম্। তে (সাধবঃ) মদন্যৎ (মত্তঃ অন্যৎ) ন জানন্তি, অহম্ (অপি) তেভ্যঃ (সকাশাৎ) মনাক্ (ঈষৎ) অন্যৎ ন (জানামি, ভক্তানামহমেব সর্ব্বাত্মনা সদা চিন্তনীয়ঃ, মমাপি মদনুশীলনৈকপরাঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদা ভক্তাঃ সদা ধ্যেয়াঃ) ॥৬২॥

বিদুর মহাশয় নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলে যুধিষ্ঠির মহারাজ এই শ্লোক দ্বারা অভিবন্দন করিলেন।

হে প্রভো, ভবাদৃশাঃ তীর্থভূতাঃ ভাগবতাঃ (সন্তঃ) স্বান্তঃস্থেন (স্বস্য অন্তঃস্থিতেন) গদাভৃতা (ভগবতা বিষ্ণুনা) তীর্থানি (মলিনজনসম্পর্কেন অতীর্থানি সন্তি পুনঃ) তীর্থীকুর্ব্বন্তি (মহাতীর্থীকুর্ব্বন্তি) (ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং তীর্থানামেব ভাগ্যেন)।

ঈশ্বরের—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের। লঘুভাগবতামৃতের পূর্ব্বখণ্ডে উপাস্য ও অবতারপ্রসঙ্গ এবং চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ॥ ৬৫-৬৭ ॥

ঈশাবতারের প্রকার—

ঈশ্বরের অবতার এতিন প্রকার।
অংশ অবতার, আর গুণ অবতার ॥ ৬৫ ॥
শক্ত্যাবেশ অবতার—তৃতীয় এমত।
অংশ অবতার—পুরুষ-মৎস্যাদিক যত ॥ ৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অংশাবতারগণ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার,—মায়াধীশ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটী গুণে প্রতিভাত ভগবদবতার গুণাবতার। যে সকল মহজ্জীবে কৃষ্ণশক্তিবিশেষের আবেশ হয় তাঁহারা শক্ত্যাবেশ অবতার ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশাবতার—পৃথু ব্যাসমুনি ॥ ৬৭ ॥

ঈশপ্রকাশের লীলাভেদ—

দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।
একে ত' প্রকাশ হয়, আরে ত, বিলাস ॥ ৬৮ ॥

ঈশপ্রকাশ—

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত' ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥ ৬৯ ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥ ৭০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩৩ অ, ৩-৫ শ্লোক)

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৭১ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভবত্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্ ॥ ৭২ ॥
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্।
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৬৯ অ, ৩ শ্লোক)

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৭৪ ॥

(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশকথনে ৯ম শ্লোক)

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ৭৫ ॥

ঈশবিলাস—

একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম ॥ ৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দুইরূপে ভগবানের প্রকাশ, অর্থাৎ প্রকাশ ও বিলাস। যে স্থলে দ্বারকায় মহিষী-বিবাহ ও শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলায় কৃষ্ণ যুগপৎ বহুমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আকারভেদ ছিল না। একই বিগ্রহ বহুরূপ হইয়াছিলেন। তাহাই কৃষ্ণের মুখ্যপ্রকাশ। যেখানে স্বরূপের অন্যাকার হইয়া পড়ে ও আত্মসাদৃশ্য প্রকাশ পায়, সেই প্রকাশস্থলে 'বিলাস' নাম হয়। বৃন্দাবনে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ-বাসুদেব-প্রদ্যুম্ন-সংকর্ষণ ইত্যাদি ভগবৎস্বরূপের বিলাসমূর্ত্তি।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে দুই দুইটী গোপীর মধ্যে এক একটী মূর্ত্তি প্রকাশ করত গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইলে, গোপীগণ অনুভব করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই সময় সস্ত্রীক দেবগণ ঔৎসুক্যসহকারে শত শত রথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে পরিদৃশ্য হইলেন। তৎপরে দুন্দুভি-নাদ ও পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৭১-৭৩ ॥

অনুভাষ্য

ভগবানের, স্বয়ংরূপের। চৈঃ চঃ মধ্য, ২০শ পঃ দ্রষ্টব্য ॥৬৮॥

"প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্" (লঘুভাঃ পূর্ব্বঃ) ॥ ৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একই কৃষ্ণ এক একটী স্বরূপে গৃহে গৃহে যুগপৎ ষোল হাজার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

একরূপে অনেক অবিকল যুগপৎ প্রকাশকে প্রকাশ বলে।

অনুভাষ্য

'এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে'। "মহিষী বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি। 'প্রাভববিলাস' এই শাস্ত্র পরসিদ্ধি॥" (মধ্য, ২০ পরিচ্ছেদ) ॥ ৭০ ॥

তাসাং (মণ্ডলরূপেণ অবস্থিতানাং) দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে (একৈকরূপেণ) প্রবিষ্টেন যং (শ্রীকৃষ্ণং) স্বনিকটং (স্বনিকটস্থং) (মামেব আশ্লিষ্টবান্ ইতি) মন্যেরন্, (তেন) যোগেশ্বরেণ (কৃষ্ণেন) কণ্ঠে গৃহীতানাং (উভয়তঃ আলিঙ্গিতানাং) গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ (গোপীমণ্ডলৈঃ শোভমানঃ) রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ। তাবৎ (তৎক্ষণমেব) অত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং (দর্শনৌৎসুক্যেন অতিব্যাকুলমনসাং) সদারাণাং (সস্ত্রীকাণাং) দিবৌকসাং (দেবানাং) বিমানশতসঙ্কুলং (বিমানশতৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তং সঙ্কীর্ণং) (নভঃ) অভবৎ (বভূব)। ততো দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ, পুষ্পবৃষ্টয়ঃ নিপেতুঃ ॥ ৭১-৭৩ ॥

বত (অহো) এতৎ চিত্রম্। একঃ (কৃষ্ণঃ) একেন

(লঘুভাগবতামৃতে তদেকাত্মস্বরূপকথনে ৫ম শ্লোক)

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥ ৭৭ ॥

যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥ ৭৮ ॥

ঈশশক্তি—

ঈশ্বরের শক্তি হয় ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৭৯ ॥
ব্রজে গোপীগণ আর সবাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৮০ ॥
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ তাঁর সম।
ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ ॥ ৮১ ॥
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন।
এসবার বন্দন সর্ব্ব শুভের কারণ ॥ ৮২ ॥
প্রথম শ্লোকে সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥ ৮৩ ॥

দ্বিতীয় শ্লোক-ব্যাখ্যা

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

সূর্য্যচন্দ্রের সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের উপমার সার্থকতা

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটিসূর্য্যচন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম ॥ ৮৫ ॥

'গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ'—

সেই দুই জগতের হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয় ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অচিন্ত্যশক্তিবিলাসক্রমে তাঁহার স্বরূপ যখন আত্মসদৃশ প্রায় অন্যরূপে প্রকাশিত, তখন তাহাকে বিলাস বলা যায়।

লক্ষ্মীগণ বৈকুণ্ঠে, মহিষীগণ পুরে অর্থাৎ দ্বারকাপুরে। ব্রজে গোপীগণ তৃতীয় প্রকার শক্তি। সবাতে, সকলের মধ্যে। যাতে—যেহেতু, ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার ব্রজসঙ্গিনীগণ স্বয়ং স্বরূপশক্তি ॥ ৭৯-৮০ ॥

'যদ্যপি আমার গুরু' (৪৪-৬৪) হইতে 'পারিষদ এক সাধকগণ আর' পর্য্যন্ত গুরু ও ভক্ত দুইতত্ত্বের বিচার। "ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার" (৬৫-৬৭) হইতে 'শক্ত্যাবেশ অবতার—পৃথু ব্যাস মুনি' পর্য্যন্ত ঈশ ও তদবতার-বিচার। "দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ" (৬৮-৭৮) হইতে "যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সংকর্ষণ" পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকাশ-বিচার। তৎপরে 'ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্' (৭৯-৮০) পর্য্যন্ত তাঁহার শক্তি বিচার ॥ ৪৪-৮০ ॥

'স্বয়ংরূপ' 'তদেকাত্ম' ইত্যাদি ভাগবতামৃত-শ্লোক-বিচারে দ্বিভুজ কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। তাঁহার কায়ব্যূহ, তাঁহার সমান। কায়ব্যূহ অর্থাৎ স্বীয় কায়বিস্তার। সেই স্বরূপের পার্শ্ববর্ত্তী ভক্তগণ লইয়া তাঁহার আবরণ। আবরণ ও বেষ্টিততত্ত্ব একত্র বিচারে পূর্ব্বোক্ত ছয়তত্ত্বের একত্ব-নির্ণয়। এইরূপ নির্ণয় কেবল অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ববিচারে সিদ্ধ হইল ॥ ৮১ ॥

উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ দিবাকর-নিশাকর-স্বরূপ আশ্চর্য্যরূপে উদিত, মঙ্গলদাতা, জীবের অন্ধকারনাশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি ॥ ৮৪ ॥

নিজধাম, জ্যোতিঃ ॥ ৮৫ ॥

পূর্ব্বশৈলে, গৌড়রূপ উদয়াচলে গঙ্গার পূর্ব্বতটে ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য

বপুষা যুগপৎ পৃথক্ গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং (ষোড়শসহস্রং) স্ত্রিয়ঃ (মহিষীঃ) উদাবহৎ (উপযেমে) ॥৭৪॥

একদা (একস্মিন্‌কালে) একস্য রূপস্য যা অনেকত্র প্রকটতা সর্ব্বথা তৎস্বরূপা আকৃত্যা (গুণৈর্লীলাভিশ্চৈকস্বরূপা এব) স প্রকাশ ইর্য্যতে ॥ ৭৫ ॥

তস্য (মূলরূপস্য) যৎ স্বরূপং অন্যাকারং (বিলক্ষণাঙ্গ-সন্নিবেশং) বিলাসতঃ (লীলাবিশেষাৎ) প্রায়েণ (কৈশ্চিদ্‌গুণৈ-রূনাধিকং) আত্মসমং (নিজমূলরূপতুল্যং) শক্ত্যা ভাতি, স বিলাসঃ নিগদ্যতে ॥ ৭৭ ॥

বলদেব—স্বয়ংপ্রকাশ। নারায়ণ—প্রাভব-বিলাস ॥ ৭৮ ॥

গৌড়োদয়ে (গৌড়দেশঃ এব উদয়াচলঃ তস্মিন্) সহোদিতৌ (এককালে উদয়ং প্রাপ্তৌ) পুষ্পবন্তৌ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ ॥ ৮৭ ॥

'তমোনুদৌ'—

সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥ ৮৮ ॥

অহৈতুকী দয়ার নিদর্শন—

এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি করে বস্তুতত্ত্বজ্ঞান ॥ ৮৯ ॥

অজ্ঞান-তমঃ কৈতবের সংজ্ঞা—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥ ৯০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১স্ক, ১ অ, ২ শ্লোক)

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৯১ ॥

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥ ৯২ ॥

(উক্ত শ্লোকে শ্রীধরস্বামিচরণের ব্যাখ্যায়)

প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবং নিরস্তমিতি ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম ॥ ৯৪ ॥

নিতাই-গৌরের কৃপার ফল—

তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥

তত্ত্ববস্তুর পরিচয়—

তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নামসংকীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ ॥ ৯৬ ॥

সূর্য্যচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহাদের উপাদেয়তা—

সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে ॥ ৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ-কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য, পরম ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানপ্রদ। ইহার শ্রবণেচ্ছুক ব্যক্তিগণ ইচ্ছামত ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন কি ? ॥ ৯১ ॥

অনুভাষ্য

(যুগপৎ দিবাকরনিশাকরৌ, অতঃ) চিত্রৌ (আশ্চর্য্যৌ) শন্দৌ (কল্যাণপ্রদৌ) তমোনুদৌ (অন্ধকারবিনাশকৌ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ অহং বন্দে ॥ ৮৪ ॥

মহামুনিকৃতে (শ্রীনারায়ণমহামুনিরচিতে) অত্র শ্রীমদ্ভাগবতে (শ্রীমতি শোভাময় ভাগবতে) প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ (প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং নিরস্তং কৈতবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাত্মকং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ কেবলভগবৎসেবা-লক্ষণঃ) সতাং (হরিজনানাং) নির্ম্মৎসরাণাং কাম-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তারমধ্যে মুক্তিবাঞ্ছাই প্রধান কৈতব। স্বামিপাদ তজ্জন্যই প্র-শব্দে মোক্ষের অভিসন্ধিরূপ কৈতবরাহিত্য উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৯২-৯৩ ॥

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ দুই ভাই সূর্য্যচন্দ্রস্বরূপ। তাঁহারা উদিত হইয়া জীবের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করেন। এই পদ্যগুলির তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিৎস্বরূপ তত্ত্ব। জীবের স্বধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম। শুভকর্ম্ম (পুণ্য) ও অশুভকর্ম্ম (পাপ) এবং মোক্ষাভিসন্ধি—সকলই জীবের স্বধর্ম্মরূপে প্রবেশ করতঃ তাহাকে তমোধর্ম্মময় করিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রতিপাদক সমস্ত উপদেশই কৈতব অর্থাৎ ছল, অতএব তমোধর্ম্মের অনুগত। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের উদয়ের পূর্ব্বে সেই তমোধর্ম্ম জীবের হৃদয়কে দূষিত করিতে-ছিল। দুই ভাই উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে সেই তমোধর্ম্মকে দূরীকৃত করতঃ বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন ॥৯৪

অনুভাষ্য

(ক্রোধলোভমোহমদমৎসরশূন্যানাং) পরমঃ (শ্রেষ্ঠঃ, কর্ম্ম-জ্ঞানশাস্ত্রনিরাসপরত্বাৎ) ধর্ম্মঃ বর্ণিতঃ। অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে)

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ ৯৮ ॥
এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র ॥ ৯৯ ॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥ ১০০ ॥

'চিত্রৌ'

এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ ॥ ১০১ ॥
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয় ॥ ১০২ ॥

'শন্দৌ'

সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥ ১০৩ ॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন ॥ ১০৪ ॥

বক্তব্য বাহুল্য গ্রন্থ বিস্তারের ভরে।
বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥ ১০৫ ॥

(অনাদি-ব্যবহারসিদ্ধপ্রাচীনের স্বশাস্ত্রে উক্তি)

মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতেতি ॥ ১০৬ ॥

শন্দৌ

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ ॥১০৭॥

গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত ভক্তি নাম প্রেমরসতত্ত্ব ॥১০৮॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্বসার ॥১০৯॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দুই ভাগবত, অর্থাৎ ভাগবত শাস্ত্র ও ভক্তিরসের পাত্র ভক্ত ভাগবত। এই দুয়ের সাক্ষাৎকার করাইয়া ভক্তিরস প্রদান পূর্ব্বক জীবের প্রেমে বশ হইয়াছেন ॥ ৯৯ ॥

জগতের ভাগ্যে, সেই দুই ভাই প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম ক্রমশঃ এই জগতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে ইহাই জগতের ভাগ্য।

গৌড়ে,—মল্লদহজেলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড়নগর হইতে সেনবংশীয়ভূপতিগণ সাম্রাজ্যসিংহাসন শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে আনিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলকে গৌড়ভূমি বলা যায়। সেই গৌড়ে গঙ্গার পূর্ব্বতটে মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় নিত্যানন্দপ্রভু আসিয়া মিলিত হইয়া উদিত হন ॥ ১০২ ॥

অনুভাষ্য

তাপত্রয়োন্মূলনং (আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিক-তাপ-বিনাশকং) শিবদং (মঙ্গলপ্রদং) বাস্তবং (শশ্বৎ পারমার্থিকং অদ্বয়ং) বস্তু বেদ্যম্। অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) শুশ্রূষুভিঃ (শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিঃ) কৃতিভিঃ (পারঙ্গতৈঃ) হৃদি তৎক্ষণাৎ সদ্যঃ (কালব্যবধানরহিতঃ) ঈশ্বরঃ অবরুধ্যতে ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পরিমিত সারবাক্যের উক্তিকে বাগ্মিতা বলে ॥ ১০৬ ॥

"কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে" এই স্থলে পাঠান্তরে "সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান হইবে" পাওয়া যায় ॥১০৭॥

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

মিতঞ্চ (প্রজল্পরহিতং প্রয়োজনমাত্রং) সারঞ্চ (উদ্দেশকং) বচঃ হি বাগ্মিতা (বাক্‌পটুতা) ॥ ১০৬ ॥

মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪৩ অধ্যায় ১৬ শ্লোকে দ্বাদশ প্রকার দোষের উল্লেখ এবং বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশ প্রকার দোষ লিখিত আছে। স্বরূপের দুর্জ্ঞেয়তা—১। অজ্ঞান, জড়দেহে আমি বুদ্ধি ২। বিপর্য্যাস, জড়ভোক্তাভিমান ৩। ভেদ, দ্বিতীয়াভিনিবেশ ৪। ভয় ও বিরূপ গ্রহণ ৫। শোক—এই পাঁচটী অজ্ঞান ॥ ১০৭ ॥

ইতি অনুভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একতত্ত্ব প্রকাশ করতঃ ব্রহ্মকে তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ এবং পরমাত্মাকে তাঁহার অংশ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আবার পুরুষাবতার ও জীবসমূহের পরম আশ্রয় যে শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রমাণ করিয়া তাহার মূল নারায়ণত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণের স্বরূপের প্রাভব বৈভব ভেদে দ্বিবিধ প্রকাশ, অংশ শক্ত্যাবেশভেদে দ্বিবিধাবতার এবং বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মভেদে দুই প্রকার আত্মলীলা দেখাইয়া কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণের স্বয়ং অবতারীত্ব স্থাপন করিয়াছেন। চিচ্ছক্তি-বৈভব বৈকুণ্ঠাদি, মায়াশক্তিবৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও জীবশক্তি বৈভব অনন্ত জীব, ইহাও দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণ চৈতন্যই সকলকারণের কারণ, সকলের আদি, স্বয়ং অনাদি নিত্যসচ্চিদানন্দবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ইহা স্থির করিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞান, শক্তিত্রয় জ্ঞান, বিলাসজ্ঞান-রূপ সম্বন্ধ জ্ঞান, সকল ভক্তের জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তিসিদ্ধান্তবিচারমুখে গৌরবন্দনা—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যের দয়া ভিক্ষা—

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনি ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নানামতবাদরূপ কুম্ভীরাদি পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সমুদ্র যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞব্যক্তিও অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

হে দয়াসমুদ্র চৈতন্যদেব, কৃষ্ণবিষয়ক উচ্চকীর্ত্তন-গীত-নর্ত্তনাদি অম্বুজ শোভিত এবং হংস চক্রবাক ভ্রমররূপ সাধুভক্তসকলের বিহার স্থান, তথা সকলের কর্ণানন্দজনক স্রোতের অস্ফুট মধুরধ্বনিরূপ তোমার দীপ্তিমতী লীলামৃত-ভাগীরথী আমার মরুপ্রাঙ্গণস্বরূপ জিহ্বাক্ষেত্রে নিরন্তর বহিতে থাকুক ॥ ২ ॥

অনুভাষ্য

যদনুগ্রহাৎ (যৎ যস্য অনুগ্রহাৎ কৃপয়া) বালোঽপি (অনভিজ্ঞোঽর্ভকোঽপি) নানামতগ্রাহব্যাপ্তং (ঔলুক্যজিন-বুদ্ধজৈমিনীপতঞ্জলীগোতমকণাদকপিলশঙ্করদত্তাত্রেয়-কথিতমিথো বিবদমান-নক্রমকর-প্রতিম-জড়-স্বার্থ-সঙ্কুলমতবাদপূর্ণং) সিদ্ধান্ত-সাগরং (বিচারসমুদ্রং) তরেৎ (তেষাং বিষম্মিণাং সঙ্কীর্ণ-মতবাদানি তৃণীকৃত্য অমলং কৃষ্ণচরণং জানাতি) (তং) শ্রীচৈতন্যপ্রভুং অহং বন্দে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৩ ॥

তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা—বস্তুনির্দ্দেশ

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥ ৪ ॥

যদদ্বৈত ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উপনিষদ্গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন তিনি আমার প্রভুর অংশ স্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশী স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান বলেন আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য

তত্ত্ব-বস্তুবিচার—

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন ॥ ৬ ॥
অনুবাদ আগে পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্রবিবরণ ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ ও চৈতন্য-তত্ত্ব—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু-পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥ ৮ ॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অলঙ্কার শাস্ত্রমতে প্রথমেই অনুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় চিহ্নিত করিবে। বেদাদি শাস্ত্রে স্থানে স্থানে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী বিষয়ের উক্তি থাকায় তাহা পরিজ্ঞাত তত্ত্ব; সুতরাং তাহাকেই অনুবাদরূপে স্থির করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গপ্রভা যে ব্রহ্ম ও অংশ যে পরমাত্মা ও স্বরূপ যে ভগবান্ একথা এখনও অপরিজ্ঞাত। অতএব এই তিনটী অনুবাদ সর্ব্বাগ্রে বলিয়া শাস্ত্রার্থপূর্ব্বক বিধেয় স্থাপন করিবে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে বিষ্ণুতত্ত্বের পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। ভাগবতে নন্দসুত বলিয়া যাঁহার গান শুনা যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। অতএব আমি কৃষ্ণ ও চৈতন্য একান্ত অভেদপূর্ব্বক বিচার স্থলে উক্তি করিব। সুতরাং সেই পরতত্ত্ব বস্তুর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া যে প্রকাশত্রয় কথিত আছে সে সকলই শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিশেষ বলিয়া বলিতে পারি ॥ ৬-৯॥

অনুভাষ্য

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা (কৃষ্ণস্য নামরূপগুণলীলাদীনাং উৎকীর্ত্তনম্ উচ্চৈর্ভাষণং গানং নর্ত্তনঞ্চ তদ্রূপাঃ কলাঃ তাএব পাথোজনীনি পদ্মানি তৈর্ভ্রাজিতা শোভিতা) সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদং (হংসচক্রবাকভ্রমরশ্রেণীভেদপ্রতিমানাং ভাবভেদাবস্থিতানাং সদ্ভক্তাবলীনাং শুদ্ধভক্তবৃন্দানাং বিহারাস্পদং বিলাসক্ষেত্রং, যস্যাং লীলায়াং শুদ্ধভক্তবৃন্দানাং পরমামোদো ভবতীতি ভাবঃ) কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ (কর্ণানন্দী ভক্তানাং কর্ণরসায়নঃ কলধ্বনিঃ হংসচক্রবাক্ ভ্রমরোপমহরিজনৈঃ হরিলীলাপ্রবাহানামস্ফুটমধুরনিনাদঃ) এবম্ভূতা তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী (লসতী দিব্যতী গৌরলীলারূপামৃতময়ী

অনুভাষ্য

স্বর্ধুনী স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনী) মে (মম) জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে (গৌরলীলারসাস্বাদবঞ্চিতে রসবর্জ্জিতে জিহ্বারূপে) বহতু ॥২॥

উপনিষদি (ব্রহ্মবিদ্যাভিধানসর্ব্বোন্নত-বেদশাখাবিশেষে উপ-নি-পূর্ব্বকস্য বিশরণগত্যাবসাদনার্থস্য ষদ্ ৯ধাতোঃ ক্বিপ প্রত্যয়ান্তস্যেদং তত্র উপ-উপগম্য গুরূপদেশাল্লব্ধেতি যাবৎ। উপস্থিতত্বাদ্ব্রহ্মবিদ্যাং নিশ্চয়েন তন্নিষ্ঠতয়া যে দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ তেষাং সংসারবীজস্য সদ্ বিশরণকর্ত্রী শিথিলয়িত্রী অবসাদয়িত্রী বিনাশয়িত্রী ব্রহ্ম গময়িত্রীতি) যদ্ অদ্বৈতং (দ্বিতীয়রহিতং) ব্রহ্ম (অভিধীয়তে) তদপি অস্য (গৌরকৃষ্ণস্য) তনুভা (অপ্রাকৃতদেহস্য কান্তিঃ); যঃ আত্মা (পরমাত্মা সর্ব্বজীবাদিনিয়ন্তা) অন্তর্যামী পুরুষঃ সোঽস্য অংশবিভবঃ (ঐশ্বর্য্যস্যান্যতমঃ বিভুত্ববিশেষঃ) যঃ ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ (ষড়্ভিঃ সমগ্রৈশ্বর্য্যবীর্য্যযশশ্রীজ্ঞানবৈরাগ্যৈঃ ঐশ্বর্য্যৈঃ প্রভুত্বৈঃ) পূর্ণঃ (অপেক্ষাশূন্যঃ পরিপূর্ণঃ) স্বয়ং ভগবান্ অয়ং সঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। ইহ জগতি চৈতন্যাৎকৃষ্ণাৎ (কৃষ্ণচৈতন্যাৎ) পরং (অন্যৎ) পরতত্ত্বং (শ্রেষ্ঠাশ্রয়ং) ন (নাস্তীত্যর্থঃ)। (জ্ঞানশাস্ত্রপ্রয়োজনং ব্রহ্মবস্তু তথা যোগশাস্ত্রলক্ষ্যঃ পরমাত্মা ভগবতা সহ তত্ত্বসাম্যেঽপি অধিকারোচিতদৃষ্টিভেদেন ভগবদ্বিগ্রহস্য চিৎপ্রভাংশরূপপুটদ্বয়মাত্রম্ ন তু সম্পূর্ণসবিশেষশক্তিমৎ স্বয়ং বস্তু যথা ভগবান্)। এই শ্লোকটীর সঙ্গে শ্রীজীব প্রভুকৃত তত্ত্বসন্দর্ভে ৮ম সংখ্যার নিম্নলিখিত শ্লোকটী বিচার্য্য—"যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তাপ্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥"

সচ্চিদানন্দ ভগবানের সদানন্দ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবলসম্বিৎবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তুর

ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবদ্বিচার

প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক ২ অ ১১ শ্লোক)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১১ ॥

অনুভাষ্য

অনুধাবন-ফলে ব্রহ্ম এবং সচ্চিদানন্দ ভগবানের আনন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সচ্চিৎবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলা-যুক্ত তত্ত্ববস্তুর অনুধাবনফলে পরমাত্ম দর্শন ঘটে। সুতরাং সচ্চিদানন্দলীলাবিগ্রহ ভগবানের চিন্ময় অঙ্গপ্রভাই চিদ্বিলাস-হীন অতস্মায়ারহিত ব্রহ্ম ও ঐশ্বর্য্যাংশ-সত্তাই পরমাত্মা ॥ ৫ ॥

প্রভু শ্রীজীবগোস্বামী ভগবৎসন্দর্ভে (৩য় সংখ্যা) "তথা-চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্। ব্রহ্ম তু অপ্রকটিতবৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগা-বির্ভাবঃ সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে॥ বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি। স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ। সংভর্ত্তা স্বভক্তানাং পোষকঃ। ভর্ত্তা ধারকঃ স্থাপকঃ। নেতা স্বভক্তিফলস্য প্রেম্নঃ প্রাপকঃ। গময়িতা স্বলোকপ্রাপকঃ। স্রষ্টা স্বভক্তিষু তত্তদ্‌গুণস্যোদ্‌গময়িতা। (৪র্থ সংখ্যা) স্বয়মহেতুঃ স্বরূপশক্ত্যেকবিলাসময়ত্বেন তত্রো-দাসীনমপি প্রকৃতিজীবপ্রবর্ত্তকাবস্থপরমাত্মাপরপর্য্যায়স্বাংশ-লক্ষণপুরুষদ্বারা যদস্য সর্গস্থিত্যাদিহেতুর্ভবতি তদ্‌ভগবদ্রূপং বিদ্ধি। * * যেন হেতুকর্ত্রা আত্মাংশভূতজীবপ্রবেশনদ্বারা সংজীবিতানি সন্তি দেহাদীনি তদুপলক্ষণানি প্রধানাদি-সর্ব্বাণ্যেব তত্ত্বানি যেনৈব প্রেরিতয়ৈব চরন্তি স্বস্বকার্য্যে প্রবর্ত্তন্তে তৎপরমাত্মরূপং বিদ্ধি। জীবস্য আত্মত্বং তদ-পেক্ষয়া তস্য পরমত্বং ইত্যতঃ পরমাত্মশব্দেন তৎসহযোগী স এব ব্যজ্যতে। যদেব তত্তত্ত্বং স্বপ্নাদৌ অন্বয়েন স্থিতং যচ্চ তত্ত্বহিঃ শুদ্ধায়াং জীবাখ্যশক্তৌ তথা স্থিতং চকারাৎ ততঃ পর-ত্রাপি ব্যতিরেকেণ স্থিতং স্বয়ং অবশিষ্টং তদ্‌ব্রহ্মরূপং বিদ্ধি।

সমস্তশক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাববশতঃ ভগবান্ অখণ্ডতত্ত্বরূপ। আর ব্রহ্মে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাকারত্বের অপ্রকাশ হেতু ব্রহ্ম, ভগবানের খণ্ড অসম্যক্ আবির্ভাবমাত্র। হে মুনে, ভগবৎ শব্দের আদ্যক্ষর ভকারের সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা এই দুই অর্থ, গকারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। প্রাণীগণ অখিলাত্মা ভূতাত্মায় বাস করেন আর সেই অব্যয়পুরুষ ও অশেষ প্রাণীতে বাস করেন ইহাই বকারের অর্থ। অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ হেয়গুণসমূহ বর্জ্জিত হইয়া ভগবচ্ছব্দ-বাচ্য। সংভর্ত্তা শব্দে স্বভক্তগণের পোষক। ভর্ত্তা অর্থে ধারক ও স্থাপক নেতা অর্থে নিজভক্তিফলের অর্থাৎ প্রেমের প্রাপক। নিজলোকপ্রাপক গময়িতা। স্রষ্টা শব্দে নিজভক্তসমূহে তত্তদ্‌গুণের উদ্গম-কারী। যিনি স্বয়ং অহেতু, স্বরূপশক্তিদ্বারা একমাত্র বিলাসবিশিষ্ট, সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও প্রকৃতি ও জীবের প্রবর্ত্তক-অবস্থা-বিশিষ্ট স্বাংশলক্ষণান্বিত পুরুষদ্বারা সংসারের জন্ম, স্থিতি প্রভৃতির হেতু সেইতত্ত্বকেই ভগবত্তত্ত্ব জানিবে। যে হেতুকর্ত্তা, জগতে আত্মাংশভূত জীবগণকে প্রবেশ করাইয়া জগৎকে সংজীবিত করেন, দেহাদি উপ-লক্ষণপ্রধানাদি তত্ত্বসমূহ যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। জীব স্বরূপতঃ আত্মা, জীবাপেক্ষা যাহার পরমত্ব; একারণে পরমাত্মা শব্দে তিনি জীবের নিত্য সহযোগীরূপে ব্যক্ত হইতেছেন। যেতত্ত্ব স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তিতে অন্বয়ভাবে স্থিত যাহা সমাধিতে শুদ্ধাজীবশক্তি হইয়া অবস্থিত হইলেও পরে পরত্র ও ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত হইয়া স্বয়ং অবশিষ্ট তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি ভগবান্ ॥ ১১ ॥

অনুভাষ্য

শৌনকাদি ঋষিগণ শুকদেবের শিষ্য সূতকে ছয়টী প্রশ্ন করেন। 'শাস্ত্রের সারতত্ত্ব কি'? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক।

তত্ত্ববিদঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) তৎ (এব) তত্ত্বম্ অদ্বয়ং জ্ঞানং

(১) ব্রহ্ম বিচার—

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥ ১২॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ॥ ১৩॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অ ৪০ শ্লোক)

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১৪॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেইব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥ ১৫॥
সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেহোঁ মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি॥ ১৬॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ৬ অ, ৩২ শ্লোক)

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥ ১৭॥

(২) পরমাত্মবিচার—

আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥ ১৮॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নির্ব্বিশেষ—যে লক্ষণ দ্বারা কোন বস্তু পরিচিত হয়, তাহাকে বিশেষ বলে, তদ্রহিত নির্ব্বিশেষ॥ ১৩॥

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥ ১৪॥

অনুভাষ্য

চিদেকরূপং বদন্তি। যৎ (অদ্বয়জ্ঞানং ক্বচিৎ) ব্রহ্ম (ইতি), (ক্বচিৎ) পরমাত্মা (ইতি), (ক্বচিৎ) ভগবান্ ইতি চ শব্দ্যতে (অভিধীয়তে)। (কেবলজ্ঞানবৃত্ত্যা অদ্বয়জ্ঞান-রূপং ব্রহ্ম, সচ্চিদ্বৃত্ত্যা অদ্বয়জ্ঞানরূপঃ পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ-বৃত্ত্যা তদদ্বয়জ্ঞানরূপো ভগবান্)।

ভগবদ্ভক্তগণ ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ জানেন। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ করেন না। অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলার সহিত কৃষ্ণে পার্থক্য-বুদ্ধি করিলে বিষ্ণুকলেবরে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়, উহাই অদ্বয়জ্ঞানের অভাব। কৃষ্ণেতর অবিষ্ণুবস্তুতে অদ্বয়-জ্ঞানের অভাববশতঃ কৃষ্ণেতর বস্তু কৃষ্ণ হইতে অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান হইতে মায়া বা অজ্ঞানদ্বারা স্বতন্ত্র হইয়া মায়িক-বশযোগ্যতা লাভ করায় মায়াবশ বা দ্বৈতজ্ঞানের অধীন। কৃষ্ণবস্তুর যাবতীয় প্রকাশ ও বিলাসমূর্ত্তিসকলে দ্বিতীয়জ্ঞান নাই সুতরাং তাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া মায়াধীশ। যোগিগণ অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ পরমাত্মার সহিত শুদ্ধাত্মার অবিমিশ্র কেবল-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দিগ্বসন, শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসী সকল ব্রহ্মধাম লাভ করেন॥ ১৭॥

অনুভাষ্য

যোগকেই দ্বিতীয়জ্ঞান-রহিত অবস্থা জানেন। জ্ঞানিগণ স্বগতসজাতীয়বিজাতীয়-ভেদহীন নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানকেই অদ্বয়-জ্ঞান ব্রহ্ম জানেন। ভাষ্যকারকৃত ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্য ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য॥ ১১॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, দ্বিতীয়মুণ্ডক, দ্বিতীয়খণ্ড ৯-১১ মন্ত্র—"হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্মপশ্চাদ্ ব্রহ্মদক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্"॥ ১২॥

শ্রীব্রহ্মকৃত শ্রীগোবিন্দের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য স্তবাকারে ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে লিখিত আছে।

জগদণ্ডকোটি-কোটিষু (অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডেষু) অশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভিন্ন (অনন্তব্রহ্মাণ্ডাদিভিরাকারাভিবির্ভূতিভির্ভিন্নং লব্ধপার্থক্যং) (যৎ) (নিষ্কলং নিরংশম্ অখণ্ডং পরিপূর্ণং) অনন্তং (খণ্ডজ্ঞানাতীতং) অশেষভূতং (সীমারহিতং) তদ্‌ব্রহ্ম প্রভবতঃ (প্রভাব-বিশিষ্টস্য) (যস্য) (গোবিন্দস্য) প্রভা (অঙ্গকান্তিঃ) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি॥ ১৪॥

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥১৯॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১০ অ, ৪২ শ্লোক)

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥২০॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ৯ অ, ৪২ শ্লোক)

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥২১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অনন্ত স্ফটিক খণ্ডে এক সূর্য্য প্রতিভাত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি প্রকাশ করে, সেইরূপ অনন্ত সংখ্যক জীবে গোবিন্দের অংশ যে পরমাত্মা তিনি প্রকাশ পান॥ ১৯॥

হে অর্জ্জুন, অধিক কি বলিব আমি এক অংশে পরমাত্মরূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত॥ ২০॥

অনুভাষ্য

আমি—ব্রহ্মা॥ ১৬॥

উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের সত্বর অন্তর্দ্ধান হইবে জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনাকালে ভক্তগণের কৃষ্ণচরণ-লাভ সুলভ ও ক্লেশপর-সন্ন্যাসিগণের পরিশ্রমলব্ধ-সাধনফলে কেবলমাত্র ব্রহ্মলোকাপ্তি জানাইলেন।

বাতবসনাঃ (দিগম্বরাঃ বসনহীনাঃ) শ্রমণাঃ (শরীরকর্ষণকারিণঃ ভিক্ষবঃ) ঊর্দ্ধমন্থিনঃ (ঊর্দ্ধরেতসঃ) শান্তাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠৈকধিয়ঃ) অমলাঃ (বিষয়মলবর্জ্জিতাঃ সন্ন্যাসিনঃ তে ব্রহ্মাখ্যং (নির্ব্বিশেষরূপং) ধাম যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি)॥ ১৭॥

ভগবান্ চিদ্বিলাসময়-বিগ্রহ; তিনি তুরীয়-বিগ্রহ বলিয়া দেবীধামের কোন ব্যাপারেই স্বয়ং আসক্ত না হইয়া পুরুষাবতার দ্বারা 'প্রধান' ও জীবের নিয়ন্তা। ত্রিবিধ পুরুষাবতারের তত্ত্ববোধ হইলেই জীব চতুর্ব্বিংশ মায়িকতত্ত্বোপলব্ধি হইতে মুক্ত হন। প্রতিজীবের অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি-জীবের অন্তর্যামিরূপে গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী অন্তর্যামী মহাবিষ্ণু পুরুষাবতারত্রয় দেবীধামের সৃষ্টির কর্ত্তাস্বরূপ আংশিক কার্য্যের নিয়ন্তা। চতুর্ব্বিংশ মায়িকতত্ত্ব অতিক্রম উদ্দেশে পরমাত্মার সহ যোগবিধান যোগশাস্ত্রে কথিত আছে। সুতরাং অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা, গোবিন্দের অংশ-বিভূতিমাত্র॥ ১৮॥

একমাত্র সূর্য্য যে প্রকার নিজস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভীষ্ম কহিলেন হে কৃষ্ণ, একই সূর্য্য যেরূপ প্রতি চক্ষুর বিষয়ীভূত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ তোমার এক অংশরূপ পরমাত্মা প্রতি দেহীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পৃথক্ তত্ত্বরূপে অনুমিত হন। কিন্তু যখন তাহারা তোমার আত্মকল্পিত হয় অর্থাৎ তোমার দাসরূপে আপনাদিগকে জানে তখন আর সে ভেদমোহ থাকে না। পরমাত্মাকে তোমার অংশ জানিয়া সেইরূপ বিগত-ভেদমোহ হইয়া আমিও তোমার অজ স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিলাম॥ ২১॥

অনুভাষ্য

অনন্ত স্ফটিকখণ্ডে অনন্তমূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন, সেই প্রকার একমাত্র শ্রীগোবিন্দ গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য প্রকট থাকিয়া অনন্তজীবহৃদয়ে জীবের সেব্যপুরুষ অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে প্রকাশিত হন। "দ্বা সপর্ণা সযুজা" প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে একবৃক্ষে সেব্যসেবকভাবে অবস্থিত জীবাত্মা ও পরমাত্মরূপ পক্ষিদ্বয়ের উল্লেখ আছে। পরমাত্মা জীবাত্মাকে কর্ম্মফল ভোগ করান, কিন্তু তাদৃশ ফলভোক্তা হন না। যেকালে জীব কর্ম্মফল-ভোক্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া সেব্য পরমাত্মার মহিমা জানিতে পারেন, তখন নিরঞ্জন হইয়া পরম সমতা বৈকুণ্ঠ লাভ করেন॥ ১৯॥

ভগবান্ অর্জ্জুনকে নানাপ্রকারে নিজ সম্বন্ধতত্ত্ব বুঝাইয়া তাহার সংক্ষেপার্থ এইশ্লোকে প্রকাশ করিতেছেন।

অথবা, হে অর্জ্জুন, বহুনা (বাহুল্যেন পৃথক্ পৃথগুপদিশ্যমানেন) জ্ঞাতেন কিং (তব প্রয়োজনম্—অলমিত্যর্থঃ) ইদং (চিদচিদাত্মকং) কৃৎস্নং (সমগ্রং) জগৎ একাংশেন (প্রকৃত্যাদ্যন্তর্যামিনা পুরুষাখ্যেন অংশেন) বিষ্টভ্য (অধিষ্ঠানত্বাৎ বিধৃত্য অধিষ্ঠাতৃত্বাদধিষ্ঠায়, নিয়ন্তৃত্বান্নিয়ম্য, ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্য) অহং (ভগবান্) স্থিতঃ॥ ২০॥

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-বাসনায় যাত্রা করিলে

(৩) ভগবদ্‌বিচার

সেইত গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥২২॥

পরব্যোমপতি নারায়ণই সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত—

পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্‌ ॥ ২৩ ॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ্‌ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম ॥ ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এস্থলে সাক্ষাৎ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত রিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং গোবিন্দ অর্থাৎ গোবিন্দের কাশ বা বিলাস নন ॥ ২২ ॥

অনুভাষ্য

র্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুগমন করেন। অন্যান্য র্ষি ব্রহ্মর্ষিগণ ভীষ্মের দর্শন জন্য তথায় উপস্থিত হইলে ধিষ্ঠিরের কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দিবার পর ভীষ্মের নির্য্যাণ-ল উপস্থিত হইলে তিনি সম্মুখস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে অনেকগুলি কে স্তব করেন; তন্মধ্যে ইহা একটী।

(নানাদেশাবস্থিতানাং প্রাণিনাং দৃশং অবলোকনং প্রতি এক এব অর্কঃ অধিষ্ঠানভেদাৎ অনেকধা দৃশ্যতে তথা) স্বকল্পিতানাং (আত্মনা স্বয়মেব কল্পিতানাং) শরীরভাজাং হৃদি প্রতিহৃদয়ং ধিষ্ঠিতম্ (অধিষ্ঠিতং তম্ ইমং অজং কৃষ্ণং বিধূতভেদমোহঃ বিধূতো দূরীকৃতো ভেদরূপো মোহঃ বিতঃ নামরূপগুণলীলাভেদরূপঃ ভগবদ্বিগ্রহস্য প্রকাশ-সমূর্ত্তিভেদে ব্যাপকত্বসম্ভাবনাজনিত-নানাত্বপ্রতীতিলক্ষণঃ হঃ যস্য তথাভূতঃ) অহং সমধিগতঃ (সম্যগধিগতঃ প্তোঽস্মি) ॥ ২১ ॥

চৈতন্যোপনিষদি—"গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা যোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি" তাশ্বতরে—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং মঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম ং ভুবনেশমীড্যম্।" "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ বর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥" া পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্"।

দৃগ্‌ভেদে দর্শনভেদ এবং উপায়ভেদে উপেয়প্রতীতিভেদ—

ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ২৫ ॥
জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব ॥ ২৬ ॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা ॥ ২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভগবানের যে নিত্যবিগ্রহ তাহা জড়েন্দ্রিয় বা জ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিযোগে অর্থাৎ ভক্তিবৃত্তি দ্বারা ভক্তগণই কেবল তাহা দর্শন করিতে যোগ্য হন। উদাহরণ স্থল এই যে সূর্য্য বিগ্রহবিশিষ্ট বস্তু। সামান্য চর্ম্মচক্ষে বা আসুরিক চক্ষে সে বিগ্রহের দর্শন হয় না। দেবগণের দিব্যচক্ষু সূর্য্যের রশ্মিজাল ভেদ করতঃ তাহা দর্শন করে। যে মানবগণ জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে তাঁহার অনুসন্ধান করেন তাঁহারা নিত্যবিগ্রহের রশ্মিজালরূপ ব্রহ্ম এবং অংশরূপ পরমাত্মাকেই অনুসরণ করিতে পারেন। চিন্ময় নিত্যবিগ্রহ দেখিতে যোগ্য হন না ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুভাষ্য

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্। ভৃত্যার্ত্তিহন্ প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিতরাজ্য-লক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্। মায়ামৃগং দয়িতেপ্সিতমন্বধাবৎ" ইতি। "ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তশ্ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্বম্" ইতি প্রহ্লাদ-বচনম্। এখানে চরিতামৃতে উদ্ধৃত প্রমাণাবলীর উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণযামলে—"পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।" ব্রহ্মযামলে—"অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্। মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাগমে ॥" বায়ু-পুরাণে—"কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ"। অনন্তসংহিতায়—"য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ। সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি ॥" ইত্যাদি ॥২২॥

কৃষ্ণ ও নারায়ণের অভেদত্ব ও লীলাগতভেদ—

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ॥ ২৮ ॥
ইঁহো ত দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইঁহো বেণু ধরে তেঁহো চক্রাদিক সাথ ॥ ২৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ১৪ অ, ১৪ শ্লোক)

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৩০ ॥

শ্লোকব্যাখ্যা—

শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥ ৩১ ॥

মূল নারায়ণত্বহেতু কৃষ্ণে সর্ব্বপুরুষাবতারত্ব অন্তর্ভুক্ত

তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়।
তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয় ॥ ৩২ ॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম মোরে, করহ প্রসাদ ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণ কহেন, ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥ ৩৪ ॥

প্রথম প্রমাণ—

ব্রহ্মা বলেন, তুমি কিনা হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ ॥ ৩৫ ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্ট্যে যত জীব রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হে অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নরজাত জলশব্দে নার, তাহাতে যাঁহার অয়ন তিনিই নারায়ণ। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশরূপ কারণাব্ধিশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও গর্ভোদশায়ী কেহই মায়ার অধীন নন। তাঁহারা মায়াধীশ, মায়াতীত পরমসত্য ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

ঋক্‌সংহিতায়—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্" ইত্যাদি। (ভাঃ ১১।৩।৩৪-৩৫) নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ স্থিত্যুদ্ভব-প্রলয়হেতুরহেতুরস্য যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ। দেহেন্দ্রিয়াসু হৃদয়ানি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥" নারায়ণাথর্ব্বশির উপনিষদে—"নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। অথ নিত্যো নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ।" নারায়ণোপনিষদে—"যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতা হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—"পরমাত্মা হরির্দেবঃ" ॥ ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রাকৃত সৃষ্টি মায়া প্রকৃতির অন্তর্গত। "ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। অপরেয়ং" ইতি এই গীতা-বাক্যে মনো বুদ্ধি অহঙ্কাররূপ লিঙ্গজগৎ ভূম্যাদি পঞ্চমহাভূতরূপ সকল মায়িক অথবা প্রাকৃত। শুদ্ধজীব ও চিজ্জগৎ অপ্রাকৃত। সেই প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগৎদ্বয়ে বদ্ধ ও শুদ্ধ উভয় প্রকার জীবের তুমি আত্মা, অতএব মূলস্বরূপ। ঘটসমূহের পৃথিবী যেমত কারণ ও আশ্রয়, তদ্রূপ জীবের তুমি একমাত্র নিদান অর্থাৎ কারণ এবং আশ্রয় ॥ ৩৬।৩৭ ॥

অনুভাষ্য

ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইয়া যে স্তুতি করেন, তন্মধ্যে ইহা একটি শ্লোক।

হে অধীশ, (পুরুষাবতারত্রয়াদধিকৈশ্বর্য্যসম্পন্ন,) ত্বং নারায়ণঃ (নারস্য অয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ সঃ) সর্ব্বদেহিনাং (সর্ব্বপ্রাণিনাম্) আত্মা অপি ত্বং নারায়ণঃ (নারং জীবসমূহঃ অয়নং আশ্রয়ো যস্য সঃ তৃতীয়পুরুষাবতারঃ ক্ষীরোদকস্থঃ) ত্বং অসি (ভবসি) ন হি কিম্? অখিললোকসাক্ষী (সমষ্ট্যন্তর্য্যামী ত্বং নারায়ণঃ (নারং অয়সে জানাসি দ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ গর্ভোদকস্থঃ)। নরভূজলায়নাৎ (নরাৎ পরমাত্মনঃ উদ্ভূতাঃ যে অর্থাঃ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাৎ জাতং যৎ জলং

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥ ৩৭ ॥
নার-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
অয়ন-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ ৩৮ ॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ ॥ ৩৯ ॥
দ্বিতীয় প্রমাণ—
জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার।
তাঁহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥ ৪০॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তাঁরা জগৎ-রক্ষিতা ॥ ৪১ ॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল-নারায়ণ ॥ ৪২ ॥
তৃতীয় প্রমাণ—
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৪৩ ॥
ইথে যত জীব, তার ত্রিকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পুরুষাদি অবতার—কারণাব্ধিশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও গর্ভোদকশায়ী—এই তিন পুরুষাদি অবতার ॥ ৪০ ॥

অনুভাষ্য

তদয়নাৎ) (যঃ প্রসিদ্ধঃ আদিপুরুষাবতারঃ কারণোদকস্থঃ) নারায়ণঃ সঃ অপি তব অঙ্গং (অংশঃ), তচ্চ অপি সত্যম্ এব, ন তু মায়া (ন মায়িকবদনিত্যম্)। (অবতারেঽপি ত্বয়ি তব চিন্ময়কলেবরস্ত স্পর্শনে মায়া অসমর্থা। হে কৃষ্ণ, ত্বং মূল-নারায়ণঃ পুরুষাদ্যবতারাস্তে অংশাঃ। ত্বমেব অংশীতি। তেঽবতারা অঙ্গাঃ ত্বমেবাঙ্গীতি মে মতিঃ) ॥ ৩০ ॥

প্রকৃতি হইতে গুণদ্বারা উৎপন্ন যে সব বিভিন্ন বস্তু,—সকলই প্রাকৃত। গুণদ্বারা ক্ষোভের অযোগ্য যে সকল নিত্য চিদ্বিলাস-বিচিত্রতা বর্ত্তমান, উহাই অপ্রাকৃত সৃষ্টি। অপ্রাকৃত-প্রকাশের অন্তর্গত মুক্তজীবকুল কৃষ্ণসেবাপর। কালের অধীন ত্রিগুণান্তর্গত বদ্ধজীব প্রাকৃত-সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। অপ্রাকৃত-প্রকাশ মুক্তজীব নিরন্তর কৃষ্ণসেবানিরত, প্রাকৃত জীব সর্ব্বদা সুখদুঃখভোগাধীন। সঙ্কর্ষণই মুক্ত এবং বদ্ধজীবের মূলস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহার তটস্থশক্তি হইতে বিবিধ জীব সেবোন্মুখ ও সেবাবিমুখ অবস্থায় নানারূপে অবস্থিত। মুক্ত হইয়া জীব অপ্রাকৃত রাজ্যে পাঁচপ্রকার বিভিন্ন রসে আশ্রয়াধীন হইয়া ভগবৎসেবা-নিরত। আবার, ভোগময় রাজ্যে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া আপনাকে বিষয়ী বলিয়া অভিমান করিয়া অপর বস্তুতে যোষিদ্বুদ্ধি করে। এই উভয়বিধ তটস্থশক্তিপরিণামপ্রকাশ জীব শক্তিমৎ-তত্ত্বের আশ্রিত ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ইথে—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডনিচয় এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদি-ধামে। বদ্ধ ও শুদ্ধ জীবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সকল কর্ম্মের তুমি একমাত্র সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা ॥ ৪৪ ॥

অনুভাষ্য

যেরূপ ব্যাপক মৃত্তিকা ব্যাপ্য বিবিধ ঘটের উপাদান-কারণ, তদ্রূপ অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্বস্তু হইতে নিখিল জীবকুল ঘটের ন্যায় নিত্যপ্রকটিত। জীবের কারণরূপে সেই সর্ব্ব-কারণ-কারণ ভগবান্ সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" এই শ্রুতি পরতত্ত্বকেই সকল বস্তুর আশ্রয়রূপে নির্দ্দেশ করে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তপ্রতিপাদ্য-নিরূপণে বলেন যে, যেরূপ সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহের দেহী জীব দ্বিবিধ অবস্থানে পরিদৃষ্ট, তদ্রূপ ভগবৎস্বরূপ হইতে স্বতন্ত্রভাবে চিৎ ও অচিৎ জগৎ—দ্বিবিধ অবস্থানে প্রকাশিত হইয়া তাঁহারই অদ্বয়বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিতেছে। চিজ্জগৎ ভগবৎপরিকরে পূর্ণ, আর অচিজ্জগৎ ভগবদ্বিমুখ বদ্ধজীবের ভোগ্যভূমি। ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি পরিকরবৈশিষ্ট্যের কারণ; ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি প্রাকৃত-গুণজাত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাকৃত জগৎ ভগবানের স্থূল বাহ্যাঙ্গ, আর জীবজগৎ ভগবানের সূক্ষ্মাঙ্গ। ভগবান্ এই উভয়বিধ অঙ্গের অঙ্গী। গৌড়ীয়দর্শন স্বরূপশক্তিমৎ-তত্ত্ব, চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তি-পরিণত জগৎদ্বয়ের যুগপৎ কারণ-কার্য্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্থাপন করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতি-গতি ॥ ৪৫ ॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪৬ ॥
কৃষ্ণ কহেন, ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীব-হৃদি, জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥ ৪৭ ॥
ব্রহ্মা কহে, জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ,—এ সত্য বচন ॥ ৪৮ ॥

পুরুষাবতারত্রয়ের লক্ষণ—

কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারা সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী ॥ ৪৯ ॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী ॥ ৫০ ॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥ ৫১ ॥
এ সবার দর্শনেত আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৫২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক ১৫ অ ১৬ শ্লোকে শ্রীধরটীকায় ধৃত)

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৫৩ ॥

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া পার ॥ ৫৪ ॥

প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চাতীত থাকাই ভগবত্তা—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ১১ অ, ৩৮ শ্লোক)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৫৫ ॥

সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূলনারায়ণ—ইথে কি সংশয় ॥ ৫৬ ॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ তোমার প্রকাশ, তুমি মূল-নারায়ণ ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাতে অর্থাৎ যেহেতু জীবের দ্রষ্টা, অতএব নারের অয়ন-রূপ নারায়ণ। ব্রহ্মা তিনটী যুক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে মূলনারায়ণ স্থির করিতেছেন। ১ম, সর্ব্বজীবের নিদান ও আশ্রয়প্রযুক্ত কৃষ্ণই মূল-নারায়ণ। ২য়, সর্ব্ব জীবের ঈশ্বর কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ, সমষ্টি-জীবের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী আত্মা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। এই তিন পুরুষের ও তদবতারদিগের মূল শক্তিদাতারূপ নারের অয়ন হইয়া কৃষ্ণই মূল-নারায়ণ। ৩য়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠাদিতে বদ্ধ ও শুদ্ধ জীবসমূহের ত্রিকালিক কর্ম্মের সাক্ষিরূপ নারের অয়ন বলিয়া কৃষ্ণই মূল-নারায়ণ ॥ ৪৬ ॥

জীব-হৃদি—ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবের অন্তরে।

জলে—কারণাব্ধিতে, গর্ভোদকে ও ক্ষীরোদকে ॥ ৪৭ ॥

তাতে সব মায়ী—মায়া দ্বারা সৃষ্টি করেন বলিয়া সেই তিন পুরুষ মায়ী অর্থাৎ মায়া সম্বন্ধে অধীশ্বর ॥ ৪৯ ॥

যে পুরুষ নামী—যাঁহাদের নাম পুরুষ ॥ ৫০ ॥

হিরণ্যগর্ভ—সমষ্টি-জীব। তদন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী। ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবের অন্তর্যামী পুরুষ—ক্ষীরোদক-শায়ী। এই তিনপুরুষের অতীত পুরুষ তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমনাথ নারায়ণ—নিতান্ত মায়াগন্ধশূন্য ॥ ৫১ ॥

বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—এই সকল মায়া-সম্বন্ধীয় উপাধি। উপাধিশূন্য তত্ত্বই তুরীয় (চতুর্থ) ॥ ৫৩ ॥

হিরণ্যগর্ভাদি সমষ্টি ও ব্যষ্টি-জীব মায়াবশ। উক্ত তিন পুরুষের মায়া লইয়া ব্যবহার থাকিলেও তাঁহারা মায়া-পার। তাঁহারা মায়াধীশ-তত্ত্ব, মায়াতে ঈক্ষণ করেন, কিন্তু মায়া সংস্পর্শ করেন না ॥ ৫৪ ॥

প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়া-বদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া-সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না ॥ ৫৫ ॥

অংশী—যাঁহার অংশ, তিনি অংশী। পরব্যোম-নারায়ণ—পুরুষাবতারদিগের অংশী। তিনি তোমার বিলাসরূপ গৌণপ্রকাশ ॥ ৫৭ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীধরস্বামী স্ব-টীকায় 'তুরীয়' ব্যাখ্যা করিতে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

বিরাট্ (স্থূলং) হিরণ্যগর্ভঃ (সূক্ষ্মং) কারণং (অবিদ্যা,

অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের প্রকাশ—এই তত্ত্ব-বিবরণ॥ ৫৮॥
এই শ্লোকতত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবত-সার।
পরিভাষা রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার॥ ৫৯॥
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি' মূর্খ অর্থ করে আর॥ ৬০॥

কৃষ্ণকে অংশী নারায়ণের অংশরূপে স্থাপন-খণ্ডন—

অবতারী নারায়ণ, কৃষ্ণ অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ, ইঁহ মনুষ্য-আকার॥ ৬১॥
এইমতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবত-পদ্য দক্ষ॥ ৬২॥

(১) কৃষ্ণ ও নারায়ণের ভেদবিচার-খণ্ডন—
(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ২ অ, ১১ শ্লোক)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ৬৩॥

শুন ভাই, এ শ্লোকার্থ করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার॥ ৬৪॥
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তার রূপ॥ ৬৫॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন।
আর এক শুন ভাগবতের বচন॥ ৬৬॥

কৃষ্ণের অবতারত্ব বা অংশত্ব-খণ্ডন—
(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ৩ অ, ২৮ শ্লোক)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ৬৭॥

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥ ৬৮॥
তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয়।
যাঁর যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥ ৬৯॥
অবতার সব—পুরুষের কলা-অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥ ৭০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পরিভাষা—সূত্র। সর্ব্বত্রাধিকার—ভাগবতের সর্ব্বত্র এই লক্ষণ পাইবে॥ ৫৯॥

বিহার—প্রকাশরূপ বিহার। মূর্খগণ এরূপ অর্থ না বুঝিয়া অন্যান্য অর্থ করেন, যথা—অবতারী নারায়ণ, কৃষ্ণ অবতার। এইরূপ সিদ্ধান্তসকল পূর্ব্বপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইলে ভাগবত-পদ্য তাঁহাকে নির্জ্জিত করিতে বিশেষ দক্ষ হন॥ ৬০-৬২॥

অনুভাষ্য

প্রকৃতির্বা) ইতি (এতে) ঈশস্য (মহৎস্রষ্টুঃ পুরুষাবতারস্য) উপাধয়ঃ (প্রকাশবিশেষাঃ)। যৎ ত্রিভিঃ (এতৈঃ উপাধিভিঃ) হীনং (তৎসম্বন্ধবর্জ্জিতং) তৎ (পদং) তুরীয়ং (চতুর্থং, পুরুষত্রয়াতীতং বৈকুণ্ঠং) প্রচক্ষতে॥ ৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকানগরীতে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহিষীগণের সহিত কালযাপন-প্রসঙ্গে তাঁহার মায়া-গন্ধশূন্য ব্যবহারে শ্রীসূতকর্ত্তৃক এতাদৃশ উল্লেখ।

তদাশ্রয়া (শ্রীভগবদাশ্রয়া পরমভাগবতানাং) বুদ্ধিঃ যথা প্রকৃতিস্থা (কথঞ্চিত্তত্র পতিতাপি) ন যুজ্যতে তথা, (যদ্বা, ব্যতিরেকেণ) তদাশ্রয়া (প্রকৃত্যাশ্রয়া) বুদ্ধিঃ (জীবজ্ঞানং) যথা যুজ্যতে তথা ন। প্রকৃতিস্থোঽপি (ত্রিগুণময়ে প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্নপি) সদা আত্মস্থৈঃ গুণৈঃ ন যুজ্যতে (প্রাকৃত-গুণেষ্বাসক্তো ন ভবতি)—এতৎ (এব) ঈশস্য (সমর্থস্য মায়াতীতস্য ভগবতঃ) ঈশনম্ (ঐশ্বর্য্যম্)॥ ৫৫॥

সেই তিনজনের অর্থাৎ ক্ষীরোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর তুমি পরমাশ্রয়। তোমার বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ মূল। কারণজলে সঙ্কর্ষণ হইতে আদিপুরুষাবতার, মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী, প্রদ্যুম্ন হইতে দ্বিতীয়পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী ও অনিরুদ্ধ হইতে তৃতীয়পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়িরূপে প্রকাশ পাইয়া নারায়ণেরই আশ্রিত॥ ৫৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

এই পদ্যে অদ্বয়জ্ঞান-শব্দ কৃষ্ণস্বরূপস্থলীয় মূলতত্ত্ববস্তু॥৬৫॥

রাম-নৃসিংহাদি, পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; দৈত্যনিপীড়িত লোককে যুগে যুগে ইহাঁরা রক্ষা করেন॥ ৬৭॥

পূর্ব্বপক্ষ কহে,—তোমার ভাল ত' ব্যাখ্যান।
পরব্যোমে নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৭১ ॥
তেঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার ॥ ৭২ ॥

(৩) আলঙ্কারিক-বিচারে কৃষ্ণের নারায়ণাংশ-খণ্ডন—

তারে কহে, কেনে কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৭৩ ॥

(আলঙ্কারিক-ন্যায় একাদশীতত্ত্বে ১৩ অঙ্ক)

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ ও বিধেয়-প্রয়োগ-বিধি—

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাদ্বিধেয় ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ ও বিধেয়ের সংজ্ঞা—

বিধেয় কহিয়ে তারে, যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে, যেই হয় জ্ঞাত ॥ ৭৬ ॥

দৃষ্টান্ত—

যৈছে কহি,—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র—অনুবাদ, ইহার বিধেয়—পাণ্ডিত্য ॥৭৭॥
বিপ্র বলি' জানি, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ ও বিধেয়-বিচারে "এতে চাংশকলাঃ" শ্লোক বা কৃষ্ণের অবতারিত্ব-ব্যাখ্যা—

তৈছে ইঁহ অবতার, সব তাঁর জ্ঞাত।
কার অবতার—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ ৭৯ ॥
এতে-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আলঙ্কারিক-বিচারমতে অপরিজ্ঞাত বিষয়কে 'বিধেয়' ও পরিজ্ঞাত বস্তুকে 'অনুবাদ' বলে। 'এই বিপ্র পণ্ডিত' এই উক্তিতে 'এই ব্যক্তি বিপ্র' ইহা সকলেই জানেন, অতএব ইহা অনুবাদ। 'বিপ্র যে পণ্ডিত' ইহা সকলে জানে না, অতএব তাহা বিধেয়। অনুবাদ না বলিয়া যিনি বিধেয় অগ্রে বলেন, তাঁহার বাক্যের আশ্রয় না থাকায় তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না ॥ ৭৪ ॥

অনুভাষ্য

এই শ্লোক—পূর্ব্বোক্ত ৩০শ সংখ্যাধৃত "নারায়ণস্ত্বং" শ্লোক। আদি ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অবতারসমূহ গণনা করিয়া অবশেষে শ্রীসূত এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। এতে (পূর্ব্বকথিতাঃ অবতারাদয়ঃ) পুংসঃ (পুরুষাবতারস্য) অংশঃ কলাশ্চ (অংশস্য অংশাঃ)। কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্। (তে অংশাবতারাঃ) ইন্দ্রারিব্যাকুলং (অসুরোপদ্রুতং) লোকং (বিশ্বং) যুগে যুগে (প্রতিযুগং যথাকালে) মৃড়য়ন্তি (সুখিনং কুর্ব্বন্তি) ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদং (উদ্দেশ্যং জ্ঞাতং বস্তু) অনুক্ত্বা (ন কথয়িত্বা) বিধেয়ং (অজ্ঞাতং বস্তু) ন উদীরয়েৎ (ন কথয়েৎ) হি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ইঁহ—ইনি। "তাঁহার অবতারসকল" পরিজ্ঞাত বিষয়। ঐ অবতারসকল যাঁহার অবতার, সেই বস্তু এখন অবিজ্ঞাত ॥ ৭৯ ॥

"এতে চাংশকলা"দিতে এতে-শব্দে অবতারগণ তাহার অনুবাদ হইয়াছে। তাঁহারা যে পুরুষাবতারের অংশ, তাহাই পূর্ব্ব অপরিজ্ঞাত বিধেয়-সংবাদরূপে পরে বলা হইল। ঐ পদ্যে কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে জানা গেল। কিন্তু কৃষ্ণের বিশেষ জ্ঞান অবিজ্ঞাত থাকায় বিধেয়-সংবাদ উপস্থিত হইল। এই জন্যই কৃষ্ণ-শব্দ আগে অনুবাদ কহিয়া, কৃষ্ণ যে 'স্বয়ং ভগবান্' ইহাই তাঁহার বিধেয়। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্—ইহাই এ স্থলের সাধ্য সংবাদ অর্থাৎ বিচারদ্বারা ইহা সাধিত হইবে। সুতরাং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই কথায় 'কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্' এই অর্থ বাধ্য হইল, অর্থাৎ এই অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ হইতে পারে না। যদি নারায়ণ অংশী এবং কৃষ্ণ অংশ হইতেন, তাহা হইলে সূতবাক্য বিপরীত হইত। অর্থাৎ "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ" এইরূপ বিপরীত হইত; কিন্তু আর্ষ অর্থাৎ ঋষিকৃত বিজ্ঞবাক্যে ভ্রম,প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটী দোষ না থাকায় 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' লিখিয়াছেন। ভ্রম—মিথ্যাজ্ঞান; প্রমাদ—অনবধানতা;

তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাঁহার বিশেষ-জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥ ৮১ ॥
অতএব কৃষ্ণ-শব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্তা পিছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৮২ ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা—ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥ ৮৩ ॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূত্রের বচন ॥ ৮৪ ॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করি তা ব্যাখ্যান ॥ ৮৫ ॥

দোষচতুষ্টয়রাহিত্যই মুক্তবাক্যের লক্ষণ ও বিশেষত্ব—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ৮৬ ॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ ॥ ৮৭ ॥

'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা—

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ৮৮ ॥

অবতারী ও অবতারের দৃষ্টান্ত—

দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥ ৮৯ ॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন, কুব্যাখ্যা-খণ্ডন ॥ ৯০ ॥

(৪) পুরাণ-লক্ষণ বিচারেও নারায়ণের পরিবর্তে কৃষ্ণের মূলাশ্রয়ত্ব—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্ক, ১০ অ, ১-২ শ্লোক)

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা-নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ৯১ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ৯২ ॥

আশ্রয় জানিতে কহি এনব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি-হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥ ৯৩ ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥ ৯৪ ॥

(ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধরস্বামী)

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিপ্রলিপ্সা—চিত্তের অন্যত্রবিক্ষেপ; করণাপাটব—ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা ॥ ৮০-৮৬ ॥

অবিমৃষ্টবিধেয়াংশদোষ,—অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় অগ্রে বলিলে ঐ দোষ হয়। অবিমৃষ্ট—অবিচারিত ॥ ৮৭ ॥

অনুভাষ্য

অলব্ধাস্পদং (ন লব্ধং প্রাপ্তং আস্পদং স্থানং যেন তথাভূতং) কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ (অপি) প্রতিষ্ঠাং ন লভতে ॥ ৭৪ ॥

ভ্রম—যে বস্তু যাহা নহে, তৎসম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান; যথা—রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম; প্রমাদ—অনবধানতা, এককথা অন্যপ্রকারে উপলব্ধি করা বা শ্রবণ করা বা বলা; বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা; করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা যথা—চক্ষুর দূরদর্শনরাহিত্য, ক্ষুদ্রবস্তুদর্শনরাহিত্য, কামলাদি-রোগে বর্ণ(রূপ)জ্ঞানের বিপর্য্যয়, সুদূরস্থিত শব্দশ্রবণে অক্ষমতা ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই ভাগবত-শাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, উতি, পোষণ, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দশম তত্ত্ব যে আশ্রয়, তাহার বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নয়টী লক্ষণ মহাত্মাগণ কোন স্থলে স্তুতি ও আখ্যানচ্ছলে এবং কোন স্থলে সাক্ষাৎ বিচারদ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৯১ ॥

দশমস্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয় বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি। তাৎপর্য্য এই যে, জগতে দুইটী তত্ত্ব আছে অর্থাৎ আশ্রয় ও আশ্রিত। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিততত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূলতত্ত্বই আশ্রয়। সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে সকল তত্ত্ব আছেন, তাঁহারা সকলেই আশ্রিততত্ত্ব। সর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব সুতরাং পুরুষাবতার ও তদনুগত সমস্ত অবতার, সমস্ত

কৃষ্ণজ্ঞানের মূলকথা—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান।
যাঁর হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ ৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শক্তি, তদনুগত জৈব ও জড় জগৎ সকলেই সেই কৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। ভাগবতে স্তব ও আখ্যানচ্ছলে কিঞ্চিদ্ গৌণরূপে এবং সাক্ষাৎ উপদেশস্থলে সাক্ষাৎ আশ্রয়-তত্ত্বেরই বিচার করিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয়জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ॥ ৯২ ॥

শক্তিত্রয়—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি ॥ ৯৬ ॥

অনুভাষ্য

অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ—বিধেয়াংশ অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তু যে স্থলে প্রাধান্যভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই, তথায় অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ হয়। ইহার সংজ্ঞান্তর 'বিধেয়াবিমর্শ' ॥ ৮৭ ॥

ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায় ৪৬ শ্লোক—"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চরিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" বিষ্ণুতত্ত্ব সর্ব্বত্রই দীপসদৃশ আলোকময় ও মূল-নারায়ণের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট। তাহা হইলেও তাঁহারা মূল দীপ হইতেই প্রকাশমান। বিষ্ণুতত্ত্ব যেরূপ গোবিন্দের সহ জ্যোতি-রূপস্বাংশে সম, বিরিঞ্চ বা শম্ভুতত্ত্ব গুণাবতার হইলেও তাদৃশ নহে। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন "শম্ভোস্তু তমোধিষ্ঠান-ত্বাৎ কজ্জলময়সূক্ষ্মদীপশিখাস্থানীয়স্য ন তথা সাম্যম্" ॥ ৮৯ ॥

বৈরাজ পুরুষ হইতে কি প্রকার রাজসসৃষ্টিসমূহ উদিত হইয়াছে, পরীক্ষিতের এই প্রশ্নোত্তরে শুকদেব চতুঃশ্লোকী-ব্যাখ্যার আদিতে এই শ্লোক বলেন।

অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) সর্গঃ (ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম), বিসর্গঃ (ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যং), স্থানং (ভগবতঃ বিজয়ঃ সৃষ্টানাং তত্তন্মর্য্যাদাপালনেন উৎকর্ষঃ স্থিতিঃ), পোষণং (স্বভক্তেষু তস্য অনুগ্রহঃ), উতয়ঃ (কর্ম্মবাসনাঃ), মন্বন্তরে-শানুকথাঃ (মন্বন্তরাণি সাত্ত্বিকধর্ম্মাণি, ঈশানুকথাঃ হরেঃ অবতারকথাঃ),নিরোধঃ (অস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ) মুক্তিঃ (শুদ্ধাবস্থিতিঃ), আশ্রয়ঃ (জন্মস্থিতিলয়কারণং পরব্রহ্ম প রমাত্মা) (ইতি দশ অর্থাঃ) ॥ ৯১ ॥

কৃষ্ণের ছয়প্রকার বিলাস ; দ্বিবিধ প্রকাশ—

কৃষ্ণের স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রাভব ও বৈভব—যাঁহাদের হরিতুল্য সচ্চিদানন্দময়-মূর্ত্তি এবং যাঁহারা পরাবস্থ হইতে কিঞ্চিদূন। শক্তির তার-তম্যে প্রভুতার প্রাবল্যে প্রাভব, ও বিভুতার প্রাবল্যে বৈভব-সংজ্ঞা হয়। প্রাভব দুই প্রকার,—এক প্রকার প্রাভব চিরকালস্থায়ী নয় ; তাহার উদাহরণ,—মোহিনী হংস, শুক্ল প্রভৃতি অচিরস্থায়ী অবতার ; ইঁহারা যুগানুগত। দ্বিতীয় প্রাভবের কীর্ত্তির অতিশয় বিস্তার হয় না ; তাঁহার উদাহরণ—ধন্বন্তরী, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয়, কপিল ইত্যাদি। কূর্ম্ম, মৎস্য, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, বলদেব, যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন,সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু,—এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাদি বৈভবাবতার ॥ ৯৭ ॥

অনুভাষ্য

মহাত্মানঃ (বিদুরাদয়ঃ) ইহ (শ্রীমদ্ভাগবতে পুরাণে) দশমস্য (আশ্রয়স্য) বিশুদ্ধ্যর্থং (তত্ত্বজ্ঞানার্থং) নবানাং লক্ষণং (স্বরূপং) শ্রুতেন (তদ্বাচকশব্দেন) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) অর্থেন (তাৎপর্য্যেণ) বর্ণয়ন্তি।

১। সর্গ—পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা, দশেন্দ্রিয়, মন, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার এ সকলের বিরাট্‌রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি।

২। বিসর্গ—ব্রহ্মা হইতে চরাচর সৃষ্টি।

৩। স্থিতি—ভগবানের বিজয়, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও সংহার-কারী শিব হইতে উৎকর্ষ।

৪। পোষণ—নিজভক্তগণের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ।

৫। উতি—কর্ম্মবাসনা।

৬। মন্বন্তর—সাত্ত্বিকজীবগণের আচরণীয় ধর্ম্ম।

৭। ঈশকথা—হরির অবতারকথা ও ভাগবতদিগের কথা।

৮। নিরোধ—হরির যোগনিদ্রাকালে স্বোপাধিশক্তিসহ শয়ন।

৯। মুক্তি—স্থূল-সূক্ষ্মরূপ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা পার্ষদরূপে অবস্থিত।

(২) দ্বিবিধাবতার, (৩) দ্বিবিধ বয়োধর্ম্ম—

অংশশক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্ম দুই ত' প্রকার ॥ ৯৮ ॥

কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি' ॥ ৯৯ ॥

বিলাসে লীলাভেদ হইলেও তত্ত্বতঃ অভেদ—

এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥ ১০০ ॥

চিচ্ছক্তি ও তদ্বৈভব—

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অংশাবেশ ও শক্ত্যাবেশ-অবতার অন্যত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইঁহারাও প্রাভববৈভবের মধ্যে গণিত হইয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে গুণাবতারদিগেরও সেই অবস্থা ॥ ৯৮ ॥

নিত্যকিশোরস্বরূপ কৃষ্ণের বাল্য ও পৌগণ্ড-বয়সে দ্বিবিধ লীলা। অতএব কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণই স্বয়ং অবতারী ॥ ৯৯ ॥

অনুভাষ্য

১০। আশ্রয়—যাঁহা হইতে সৃষ্টি ও লয় হয়, যাঁহাতে বিশ্ব প্রকাশিত হয় সেই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা ॥ ৯২ ॥

দশমে (শ্রীমদ্ভাগবতদশমস্কন্ধে) আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং (আশ্রিতানাং প্রপন্নানাম্ আশ্রয়বিগ্রহং) দশমম্ (আশ্রয়তত্ত্বং) লক্ষ্যম্। তৎ পরং ধাম (শ্রেষ্ঠাশ্রয়ং) জগদ্ধাম (সর্ব্বাশ্রয়ং) শ্রীকৃষ্ণাখ্যং নমামি ॥ ৯৫ ॥

শ্রীজীবপ্রভু ভগবৎসন্দর্ভে—(১৬ সংখ্যা) "একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থ-তেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। দুর্ঘট-ঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়-চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয়তদীয়বহিরঙ্গবৈভবজড়াত্মপ্রধান-রূপেণ চেতি চতুর্দ্ধাত্বম্। অতএব তদাত্মকত্বেন জীবস্যৈব তটস্থশক্তিত্বং প্রধানস্য চ মায়ান্তর্ভুক্তত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং বিষ্ণুপুরাণে গণিতম্। অবিদ্যা কর্ম্ম কার্য্যং যস্যাঃ সা তৎ-সংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তি-ময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীতি। তারতম্যেন তৎকৃতা-বরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু দেহেষু লঘুগুরুভাবেন বর্ত্ততে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কৃষ্ণের স্বরূপের ছয়প্রকার বিলাস—প্রাভব ও বৈভব-রূপে দুইপ্রকার প্রকাশ; অংশ ও শক্ত্যাবেশরূপে দুই-প্রকার অবতার; বাল্য ও পৌগণ্ডরূপে দুইপ্রকার ধর্ম্ম—এই ছয়প্রকার। কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ এই ছয়প্রকার স্বরূপ বিলাসে বিশ্ব ভরিয়া লীলা করিয়াছেন। ইহাতে এই ছয় রূপের অনন্তবিভেদ অনন্ত হইয়াও কৃষ্ণ এক অখণ্ড-তত্ত্ব ॥ ৯৭-১০০ ॥

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তির নামান্তর অন্তরঙ্গা-শক্তি; তাহা হইতে বৈকুণ্ঠাদিধামে বৈভবানন্ত-প্রকাশ। তটস্থাখ্য জীবশক্তি হইতে বদ্ধ মুক্ত অনন্ত জীব। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডগণের অনন্ত বৈভব ॥ ১০১-১০৩ ॥

অনুভাষ্য

যদ্যৈব; অচিন্ত্যমায়য়া চিদ্রূপতা নির্ব্বিকারতাদি-গুণরহিতস্য প্রধানস্য জড়ত্বং বিকারিত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। অত্রান্তরঙ্গত্ব-তটস্থত্ব-বহিরঙ্গত্বাদিনাং তেষামেকাত্মকানাং তত্তৎসাম্যং, ন তু সর্ব্বাত্মনেতি তত্তৎস্থানীয়ত্বমেবোক্তং, ন তু তত্তদ্রূপত্বং ততস্তত্তদ্দোষা অপি নাবকাশং লভন্তে।"

সেই একমাত্র পরমতত্ত্ব, স্বাভাবিক, মানবজ্ঞানাতীতশক্তি-বলে সকল সময়েই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান রূপে চারি প্রকারে অবস্থিত। সূর্য্য, অন্তর্মণ্ডলস্থিত তেজঃ সদৃশ মণ্ডল, মণ্ডল-বহির্গত কিরণ ও তাহার প্রতি-চ্ছবি, এই চারিরূপ। দুর্ঘটঘটকত্বই অচিন্তনীয়। শক্তিও ত্রিবিধা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গা-স্বরূপ-শক্তিপ্রভাবে পূর্ণস্বরূপবিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠ গোলোক প্রভৃতি স্বরূপবৈভব, তটস্থা-শক্তিপ্রভাবে কিরণস্থানীয় চিন্ময়শুদ্ধ-জীববিগ্রহ এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তিপ্রভাবে প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় তৎসম্বন্ধীয় বহিরঙ্গবৈভব জড়প্রধানরূপ এই

মায়াশক্তি ও তদ্বৈভব—

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরগণ ॥ ১০২ ॥

জীবশক্তি—

জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥ ১০৩ ॥

স্বরূপ ও শক্তিবর্গের অবস্থান—

এই ত' স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥ ১০৪ ॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেহ পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥ ১০৫ ॥

কৃষ্ণের পরিচয়—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১০৬ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায় ৫ম অ, ১ শ্লোক)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১০৭ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥ ১০৮ ॥

শ্রীচৈতন্যই স্বয়ং অবতারী কৃষ্ণ—

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥ ১০৯ ॥

অবতারি-শ্রীচৈতন্যে সর্ব্ব অবতার অন্তর্ভুক্ত—

অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ॥১১০॥

তাঁহাকে যে কোন বিষ্ণুনামে অভিধানও দোষাবহ নহে—

সেই ত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাঁতে অবতারী ॥ ১১১ ॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমত কহে, যেমন যার মতি ॥১১২॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১১৩ ॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ ॥ ১০৭ ॥

অনুভাষ্য

চারি প্রকার। অতএব তদাত্মক বলিয়া জীবের তটস্থশক্তিত্ব এবং প্রধানের মায়ার অন্তর্ভুক্তত্ব জ্ঞান করিয়া বিষ্ণুপুরাণে তিনটীশক্তির গণনা দেখা যায়। যাহার অবিদ্যা-কর্ম্ম করিতে হয় তাহার সংজ্ঞাই মায়া। যদিও এই শক্তি বহিরঙ্গা, তাহা হইলেও তটস্থ-শক্তিময়জীবের আবরণ করিবার ক্ষমতা এই শক্তিতেই ন্যস্ত আছে। মায়াকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া জীব, লঘু ও গুরু-তারতম্যে স্থাবর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত দেহে বর্ত্তমান থাকে। গুণরহিত প্রধানের চিদ্রূপত্ব ও বিকার-রাহিত্য ধর্ম্ম, জড়ত্ব ও বিকারবিশিষ্ট হয়, তাহা অচিন্ত্যমায়াদ্বারাই ঘটে, জানিতে হইবে। একাত্মক অন্তরঙ্গ, তটস্থ ও বহিরঙ্গ, শক্তিত্বে সাম্য হইলেও সর্ব্বতোভাবে পরস্পর সদৃশ নহে, তত্তৎস্থানীয়ত্ব উদ্দেশে কথিত; তত্তদ্রূপত্বে নহে সুতরাং তটস্থত্বে বহিরঙ্গত্বে যে দোষসমূহ অবস্থিত, তাহা অন্তরঙ্গত্বে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

চালাইতে—বৃথা উদ্বেগ দিবার জন্য ॥ ১০৮ ॥

কোন কোন গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ক্ষীরোদশায়ী বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণ-রূপে বর্ণিত হয় নাই কিন্তু সেই সকল ভক্তের বাক্য মিথ্যা নয়; যেহেতু কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং অবতারী, সুতরাং সকল অবতারই তাঁহাতে বর্ত্তমান ॥ ১১০-১১২ ॥

অনুভাষ্য

থাকিবার অবকাশ নাই। আবার বহিরঙ্গত্বের দোষ তটস্থত্বে, তটস্থের দোষ বহিরঙ্গত্বে থাকিবার অবকাশ নাই ॥ ৯৬ ॥

শ্বেতাশ্বতরে ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৮ম মন্ত্র—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥" ১০৩ ॥

কৃষ্ণঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ) পরমঃ ঈশ্বরঃ (বলদেব-নারায়ণ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-কারণগর্ভক্ষীরার্ণবত্রয়শায়ি-পরমাত্ম-পুরুষাবতার-মৎস্যকূর্ম্মবরাহ-রাম-নৃসিংহাদি-নৈমিত্তিকাবতার-ব্রহ্মশিবাদিগুণাবতার-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মমহেন্দ্রাদি-বিভূত্যা-

কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী ॥ ১১৫ ॥

বৈধ ও রাগানুগ, সকল ভক্তেরই ভক্তিসিদ্ধান্ত জানা একান্ত আবশ্যক—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন, করি' এক মন ॥ ১১৬ ॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ ১১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কোন কোন ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি এই সকল সিদ্ধান্তকে ভক্তির অঙ্গ না বলিয়া ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে আলস্য প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহা মঙ্গলের বিষয় নয়; কেন না কৃষ্ণের সম্বন্ধজ্ঞান জানিতে পারিলে, তাঁহার পাদপদ্মে চিত্ত দৃঢ়রূপে লগ্ন হয়। অতএব এরূপ সংসিদ্ধান্ত শুদ্ধভক্তির মূল ॥১১৭॥

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

বতারাণাং সর্ব্বেষাং পতিঃ) সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ (সন্ধিনী-সম্বিৎহ্লাদিনীশক্তিত্রয়সমন্বিতঃ) অনাদিঃ (আদিরহিতঃ—অহমেবাসমেবাগ্র ইতি পদবাচ্যঃ) আদিঃ (সর্ব্বেষাং মূলরূপঃ) সর্ব্বকারণকারণং (সর্ব্বকারণানাং কারণং মূলং) গোবিন্দঃ॥১০৭॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য,৬ষ্ঠ অঃ ৯৫ সংখ্যা "শুতিয়া আছিনু মুই ক্ষীরোদসাগরে। নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর নাড়ার হুঙ্কারে॥"১১১॥

লঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণের অবতারিত্ববর্ণনপ্রসঙ্গে—"অতএব পুরাণাদৌ কেচিন্নরসখাত্মতান্। মহেন্দ্রানুজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্ধিশায়িতাম্॥ সহস্রশীর্ষতাং কেচিৎ কেচিৎ বৈকুণ্ঠনাথতাম্। ব্রূয়ুঃ কৃষ্ণস্য মুনয়স্তত্তদ্বৃত্ত্যনুগামিনঃ॥"১১৪॥

অনেকে, জাতরুচি ভক্তগণের আদর্শ-দর্শনে মনে করেন যে, সিদ্ধান্তবিষয়ে তাদৃশ প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ আলস্য হইতে অনেকে ভজনবিষয়ে অভাবগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন ও ভক্তির বিরোধী জড়ভাবসমূহকে ভক্তি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হন। বিচারপ্রধান মার্গ যদিও অজাতরুচিগণের পক্ষে উপযোগী, তথাপি জাতরুচিভ্রমে

ভক্তিসিদ্ধান্তেই ভজনানুরাগ—

চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে ॥ ১১৮ ॥

চৈতন্যে নিষ্ঠা করাইবার জন্যই কৃষ্ণতত্ত্ব-বর্ণন—

চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥ ১১৯ ॥

যেই কৃষ্ণ, সেই চৈতন্য—

চৈতন্য-গোসাঞির এই তত্ত্ব-নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১২০ ॥

অনুভাষ্য

স্বল্পরুচিবিশিষ্টজনের শ্রবণাঙ্গ বিশেষ আবশ্যক। কৃষ্ণবিষয়ক-সিদ্ধান্ত শ্রবণ না করিলে রুচিবৃদ্ধি হয় না। নবধা-ভক্তির প্রারম্ভেই কীর্ত্তিত বাক্যের পূর্ব্বে শ্রবণের ব্যবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলেই সিঞ্চিত হইলে ভক্তিলতা সম্বর্দ্ধিতা হন। ব্রহ্মা যে কালে ত্যক্তজ্ঞানপ্রয়াস ভক্তগণের অবস্থা বলিয়া কৃষ্ণের স্তব করিলেন, তথায়ও "সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং শ্রুতিগতাং" বলিয়াছেন। পারমহংস্য অমলজ্ঞানপ্রদ ভাগবতের বিচারপর হইয়া পঠনশ্রবণাদি করিলেই জীবের মহাভাগবতাধিকার হয়। শ্রীমহাপ্রভুর সনাতন শিক্ষামধ্যেই আমরা শুনি "শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী তিঁহ তারয়ে সংসার॥" শ্রীরূপগোস্বামিপাদও বলিয়াছেন, আলস্য ত্যাগ করিয়া "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎসতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি॥" সিদ্ধান্ত-হীন ভক্তাভিমানিগণ মূর্খতাবশতঃ অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিকবিকারসমূহ অভ্যাস করিয়া লোকচক্ষে বৈষ্ণবপদবীকে খর্ব্ব করেন। তাহাদের তাদৃশ অসৎ অভ্যাস গর্হণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত "যদশ্মসারং" শ্লোক লিখিয়াছেন। তাহার টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বলেন, "বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি। কনিষ্ঠাধিকারিণাম্ এব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপি অশ্মসারহৃদয়তয়া নির্দ্দেশঃ।" সিদ্ধান্তকে অনাদর করিলে যে কৃত্রিম ভক্তি দেখা যায় তাহার চিত্র শ্রীরূপপ্রভু এরূপ লিখিয়াছেন—"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাস-পরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ কাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥" মিছাভক্তদল সিদ্ধান্তাভাবপ্রযুক্ত কিরূপ মায়িক বিকারকে

শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশ-
মঙ্গলাচরণে চৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং
নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে, তাহাও ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। অনেকে শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যনিম্বার্কবিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থের পাঠকেও ভক্তিবিরোধী অদ্বৈতবাদিগণের গ্রন্থালোচনার ন্যায় গর্হণ করে। শ্রীজীবপাদ ইঁহাদের সুসিদ্ধান্তগুলিই ষট্‌সন্দর্ভে বৈষ্ণবগণের মঙ্গলের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যেরূপ ভক্ত্যঙ্গগুলিকে ভ্রমবশতঃ কর্ম্মাঙ্গ জ্ঞান করেন, তদ্রূপ সিদ্ধান্তহীন বৈষ্ণবাখ্য জীব, ভক্তির অনুকূল সিদ্ধান্তগুলিকেও প্রতিকূল-শ্রেণীস্থ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইতে বিচ্যুত হন ॥ ১১৭ ॥

ইতি অনুভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যাবতারের হেতু বিচারিত হইয়াছে। কৃষ্ণলীলার অন্তে সেই লীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গাররূপ চারিরসের যে প্রাকট্য, তাহা জগতে আস্বাদনের বিষয় কিরূপে হয়, এই চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রেমভক্তিবিষয়ক রসসমূহের আস্বাদন-প্রক্রিয়া জগৎকে দেখাইবার জন্য স্বয়ং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। নামসংকীর্ত্তন কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম, তাহা যুগাবতারই প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চারিরসের প্রেমভক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত কোন অংশাদি অবতারেরই দান করিবার ক্ষমতা নাই। এই জন্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে জন্মগ্রহন করেন। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যে জন্মগ্রহন করিবেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ ভাগবত-বচনাদি উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপুরুষের লক্ষণ দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ ভগবত্তা স্থাপন করিয়াছেন। আরও দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য অঙ্গোপাঙ্গ অর্থাৎ অদ্বৈতনিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের সহিত অবতীর্ণ হইয়া জগতে হরিভক্তি প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্যাবতার জগতে সর্ব্বাবতার অপেক্ষা উপাদেয়, অতএব গূঢ়। তিনি একমাত্র ভক্তিব্যঙ্গ্য অর্থাৎ ভক্ত তাঁহাকে ভক্তিদর্শনে দেখিবার যোগ্য হন। তাঁহার সেই উপাদেয় তত্ত্ব গোপনে রাখিবার জন্য তিনি অনেক যত্ন করেন, কিন্তু পরম ভক্তদিগের নিকট তিনি প্রকাশিত হইয়া পড়েন। বেদপুরাণাদি-শাস্ত্রে তাঁহাকে গোপন রাখিবার জন্য কেবল ইঙ্গিতবাক্য দ্বারা তাঁহার ভাবী উদয়ের উল্লেখ আছে। তাহাতে তাঁহার ছন্নাবতারের গূঢ়তা ও বিশেষ উপাদেয়তাই স্পষ্টীকৃত হয়। অদ্বৈতাচার্য্য গুরুবর্গের সহিত প্রকট হইয়া দেখিলেন যে, জগৎ অতিশয় কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়াছে, এ অবস্থায় কোন অংশাবতার অবতীর্ণ হইয়া জগন্মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন না, সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে পারিলে জগতের কল্যাণ হইবে। এই বিচারে জলতুলসী কৃষ্ণপাদপদ্মে দিয়া তিনি নিরুপাধিক কৃষ্ণতত্ত্বকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ সরল ভক্তের প্রার্থনায় কৃষ্ণ তাঁহার ধ্যেয় পরমস্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন, সুতরাং শুদ্ধভক্ত অদ্বৈত আচার্য্যের প্রেমহুঙ্কারে জগৎকে প্রেমদান করিবার জন্য গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

ভক্তিসিদ্ধান্ত-সঙ্কলনের নিমিত্ত মহাপ্রভুর বন্দনা—

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

চতুর্থশ্লোক ব্যাখ্যা—

(বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয় শ্লোক)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

অবতারকাল-বর্ণন—

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥ ৬ ॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥ ৭ ॥

একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাঁহার পাদাশ্রয়-শক্তি-বলে অজ্ঞব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ আকর সমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণিসংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন্। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

যে ব্রজেন্দ্রকুমার কৃষ্ণকে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া সংস্থাপন করা হইয়াছে, তিনি গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে ব্রজরসের সমস্ত উপকরণ সহ নিত্য বিহার করেন। ইহারই নাম অপ্রকট-বিহার। জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিকল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার এক এক দিনে তিনি একবার প্রকট বিহার করেন ॥ ৫-৬ ॥

অনুভাষ্য

অজ্ঞঃ (মূর্খোঽপি) যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ (যস্য শ্রীচৈতন্যস্য পাদাশ্রয়প্রভাবাৎ) আকরব্রাতাৎ (ধাতূৎপত্তিস্থানসমূহাৎ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ (মীমাংসারূপ-সদ্রত্নান্) সংগৃহ্লাতি (সম্যগ্ গ্রহণে সমর্থো ভবতি) (তং) শ্রীচৈতন্যপ্রভুম্ (অহং) বন্দে ॥১॥

শ্রীরূপগোস্বামী বিদগ্ধমাধব-নাটকের প্রারম্ভে এই শ্লোক-দ্বারা জগতে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। তদনুগ গ্রন্থকারও নিজাভীষ্টগুরুপাদানুসরণ করিলেন।

চিরাৎ (চিরকালং ব্যাপ্য) অনর্পিতচরীং (অদত্তপূর্ব্বাং) উন্নতোজ্জ্বলরসাং (উন্নতঃ সম্বর্দ্ধিতঃ উজ্জ্বলঃ শৃঙ্গাররসো যস্যাং তাং) স্বভক্তিশ্রিয়ং (নিজপ্রেমশোভাং সমর্পয়িতুং (সম্যক্ দাতুং) কলৌ করুণয়াবতীর্ণঃ (কৃপয়া প্রপঞ্চাগতঃ) পুরট-সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ (সুবর্ণোত্থসৌন্দর্য্যকান্তিপুঞ্জেন সম্যক্ প্রকাশিতঃ যঃ সঃ) শচীনন্দনঃ হরিঃ বঃ (যুষ্মাকং) হৃদয়-কন্দরে (চিত্তগুহায়াং) সদা (সর্ব্বস্মিন্ কালে অহর্নিশং) স্ফুরতু (প্রকাশয়তু) ॥ ৪ ॥

৪৩২০০০ সৌরবর্ষে কলিযুগ। কলিযুগের পরিমাণের দ্বিগুণবর্ষ-সংখ্যা—দ্বাপর, তিনগুণ—ত্রেতা এবং চতুর্গুণ—সত্য। সুতরাং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ। এই মহাযুগকে দিব্যযুগ-সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাদৃশ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর; চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টী সত্যযুগকালপরিমিত সন্ধিসহ সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক দিবস বা কল্প।

"* * * চতুর্যুগমুদাহৃতম্। সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রিসাগরৈ-রযুতাহতৈঃ। যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥ সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ। কৃতপ্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ ॥ ইত্থং যুগসহস্রেণ ভূতসংহারকারকঃ। কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্ব্বরী তস্য তাবতী ॥" সূর্য্যসিদ্ধান্তে মধ্যমাধিকারঃ ॥ ৭-৮ ॥

বৈবস্বত-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর ॥ ৯ ॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ১০ ॥

শান্ত ব্যতীত চতুর্ব্বিধ মুখ্যরস—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার—চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥ ১১ ॥
দাস-সখা-পিতামাতা-প্রেয়সীগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১২ ॥

ঔদার্য্যপ্রধান গৌরাবতারের সূচনা—

যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি' মনে করে অনুমান ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ নিজের ব্রজতত্ত্বের সমস্ত উপকরণ লইয়া প্রকাশ পান॥১০॥

রসই কৃষ্ণলীলার প্রকরণ। রস পঞ্চপ্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার। তন্মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার—এই চারি প্রকার রসের ভক্তগণের নিকট কৃষ্ণ একান্ত বশ ॥ ১১ ॥

অনুভাষ্য

বৈবস্বত-নামক সপ্তম মনুর মন্বন্তরে মহাপ্রভুর উদয়কাল। "স্বায়ম্ভুবাখ্যো মনুরাদ্য আসীৎ স্বারোচিষশ্চোত্তম-তামসাখ্যৌ। জাতৌ ততো রৈবতচাক্ষুষৌ চ বৈবস্বতঃ সম্প্রতি সপ্তমোঽয়ম্। সাবর্ণির্দক্ষসাবর্ণির্ব্রহ্মসাবর্ণিকস্ততঃ। ধর্ম্মসাবর্ণিকো রুদ্রপুত্রো রৌচ্যশ্চ ভৌত্যকঃ॥" ১। স্বায়ম্ভুব, ২। স্বারোচিষ, ৩। উত্তম, ৪। তামস, ৫। রৈবত, ৬। চাক্ষুষ, ৭। বৈবস্বত, ৮। সাবর্ণি, ৯। দক্ষসাবর্ণি, ১০। ব্রহ্মসাবর্ণি, ১১। ধর্ম্মসাবর্ণি, ১২। রুদ্রপুত্র (সাবর্ণি), ১৩। রৌচ্য (দেবসাবর্ণি), ১৪। ভৌত্যক (ইন্দ্রসাবর্ণি)—এই চতুর্দ্দশ মনু। প্রত্যেকের ভোগকাল ৭১ মহাযুগ ॥ ৯ ॥

বৈবস্বত মন্বন্তরের ৭১ যুগের মধ্যে ২৭ যুগ গত হইলে পর অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে সত্য ও ত্রেতা অতীত হইয়া দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণের প্রকট-কাল। দ্বাপরাবসান পর্য্যন্ত ব্রহ্মদিন প্রারম্ভ হইতে সসন্ধি ছয়মনু। বৈবস্বত মনুর ২৭ যুগ সত্য,

চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১৪ ॥

জগৎ বৈধীভক্তিচালিত, সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমে অনভিজ্ঞ—

সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥১৫॥

গৌরবভাবে শুদ্ধরাগ-লভ্য কৃষ্ণপ্রেম সুদুর্লভ—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥১৬॥

গৌরবভাবময়ী বৈধীভক্তি-ফলে চতুর্ব্বিধ মুক্তি ও বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-প্রাপ্তি—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এযাবৎ আমি প্রেমভক্তি জগৎকে দান করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, জগতে লোকে বিধিভক্তিতে আমাকে ভজনা করে। কিন্তু আমার পরমভাব যে ব্রজভাব, তাহা বিধিভক্তিতে পায় না। বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল। ঐশ্বর্য্যভাবে প্রেম শিথিল হয়, অর্থাৎ প্রেমে গাঢ়তা থাকে না। সুতরাং ঐরূপ প্রেমে আমি প্রীত হই না ॥ ১৪-১৬ ॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্যরূপ মুক্তিচতুষ্টয় লাভ করতঃ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ সাযুজ্যমুক্তি বিধিভক্তগণও প্রার্থনা করেন না। কিন্তু প্রেমভক্তি পাইলে উক্ত চারি প্রকার মুক্তিকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগণ আমার সেবাসুখ লইয়া থাকেন। সেই প্রকার বিধিভক্তির অতীত প্রেমভক্তি জগতে প্রচার করা আমার অভীষ্ট। আমি, কলিযুগের ধর্ম্ম যে নামসঙ্কীর্ত্তন, তাহা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গাররসের সহিত জগৎকে দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইব ; আপনিও ভক্তভাব গ্রহণ করতঃ স্বীয় আচার দ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষাপ্রদান করিব ॥১৭-২০॥

অনুভাষ্য

ত্রেতা ও দ্বাপরযুগকাল একত্র সমষ্টি করিয়া সৃষ্টিকাল হীন করিলে সৌরবর্ষ-সংখ্যায় ১৯৭৫৩২০০০০ অতীত হয় ॥ ১০ ॥

এস্থলে 'শান্ত' রসের অনুল্লেখের কারণ এই যে, যদিও

সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥ ১৮ ॥

নিজ ভজন শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণের ইচ্ছা—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নামসংকীর্ত্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন ॥ ১৯ ॥

তজ্জন্য ভক্ত ও গুরুরূপে অবতার, প্রচার ও আচার—

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে ॥ ২০ ॥

আচার বিনা প্রচার নিরর্থক—

আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ ২১ ॥

অবতারকাল—

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪ অ, ৭-৮ শ্লোক)

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অবতারের কার্য্য—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২৩ ॥

আচার বিনা প্রচারের ব্যর্থতা ও বিষময় ফল—

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৩ অ, ২৪ শ্লোক)

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

আচার্য্যের আচরণ ইতর লোকের আদর্শ—

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৩ অ, ২১ শ্লোক)

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

যুগধর্ম্ম-প্রচার—বিষ্ণুর কার্য্য, কিন্তু কৃষ্ণ বিনা অপর অংশ-বিষ্ণুতত্ত্বের কৃষ্ণপ্রেমদান অসম্ভব—

যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥২৬॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সার্ষ্টি—বিষ্ণুর সহিত সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি; সারূপ্য—বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজাদি অঙ্গবর্ণপ্রাপ্তি; সামীপ্য—বিষ্ণুর সমীপে অবস্থিতি; সালোক্য—বিষ্ণুলোকে বাস ॥ ১৮ ॥

হে অর্জ্জুন, যখন যখন ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয়, এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন আমি আপনাকে প্রকট করি ॥ ২২ ॥

অনুভাষ্য

জড়জগতে শান্তরস সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানে অবস্থিত, চিজ্জগতে অত্যন্ত নিম্নভাগে শান্তরস অবস্থিত এবং শান্তরস অপ্রাকৃত হইলেও রসের আলম্বন বিষয় ও আশ্রয়গণের পরস্পরের মধ্যে, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃ-ভাবের বিনিময় নাই। এজন্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে যথাক্রমে কৃষ্ণপ্রীতির উৎকর্ষ-তারতম্য বিদ্যমান ॥ ১১ ॥

"সালোক্য সার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" (ভা ৩।২৯।১৩); (ভা ৯।৭।৬৭) দ্রষ্টব্য ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বকালের কথা উল্লেখ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সূর্য্যকে কথিত যোগপন্থা কালে নষ্ট হওয়ায় অর্জ্জুনকে পুনরায়

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি প্রতিযুগে প্রকাশিত হই ॥ ২৩ ॥

যদি আমি কর্ম্মাচরণ দ্বারা কর্ম্ম ব্যবস্থা না রক্ষা করি, তবে এই লোক উৎসন্ন হয় এবং সাঙ্কর্য্যের কারণ হইয়া আমিই প্রজাবিনাশক হইয়া পড়ি ॥ ২৪ ॥

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, তাহাই অপর ব্যক্তি অনুকরণ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ যাহাকে 'প্রমাণ' বলেন, সকলেই তাহাতে অনুবর্ত্তমান (অনুরত) হন ॥ ২৫ ॥

নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম—এই দুইটি প্রচার করিবার জন্য আমি প্রকট হইতে ইচ্ছা করিতেছি। যদিও যুগধর্ম্ম প্রচার-কার্য্য অংশাবতার দ্বারা হইতে পারে, তথাপি পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি ব্যতীত ব্রজপ্রেমপ্রচার, আর কেহই করিতে পারেন না ॥ ২৬ ॥

অনুভাষ্য

বলা হইল, এরূপ বলিলেন। অর্জ্জুনের প্রত্যয়ের জন্য ভগবান্ স্বীয় আবির্ভাবকথা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন।

হে ভারত, যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ (হানিঃ) অধর্ম্মস্য

(লঘুভাগবতামৃতে দ্বিতীয়াঙ্কধৃত ৯৪ শ্লোক বিল্বমঙ্গলকৃত)

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ ২৭ ॥

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে ॥ ২৮ ॥
এত ভাবি' কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ ২৯ ॥
চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার ॥ ৩০ ॥
সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে ॥ ৩১ ॥

অভিধেয়াধিদেবতা 'বিশ্বম্ভর' নাম—

প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম ॥ ৩২ ॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ পোষণ, ধারণ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥ ৩৩ ॥

সম্বন্ধাধিদেবতা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম—

শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভগবান্ পঙ্কজনাভের অনেক মঙ্গলময় অবতার হউন্ না কেন, কৃষ্ণব্যতীত লতা অর্থাৎ আশ্রিতজনের প্রেমদাতা আর কে আছে? ২৭ ॥

অনুভাষ্য

অভ্যুত্থানং (বৃদ্ধিঃ) ভবতি, তদা অহং দ্বে সোঢ়ুমশক্নুবন্ তয়োর্বৈপরীত্যং কর্ত্তুম্ আত্মানং সৃজামি ॥ ২২ ॥

সাধূনাং (মদনুশীলনপরাণাং) পরিত্রাণায় (সেবনবিঘ্ন-নিবৃত্ত্যৈ) দুষ্কৃতাং (ভক্তদ্রোহিণাং মদন্যৈরবধ্যানাং রাবণ-কংসকেশ্যাদীনাং) বিনাশায় ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (পরিচর্য্যা-সংকীর্ত্তনলক্ষণ-ভগবৎসেবনপর-নির্ম্মৎসরধর্ম্মস্য সম্যক্ আচরণার্থায় প্রচারার্থায় চ) যুগে যুগে (তত্তৎকালে) সম্ভবামি ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুনের কর্ম্মবিষয়ক সন্দেহাত্মক প্রশ্নে জড়ভোগবাসনা-রহিত ভগবানের কর্ম্ম (আচার) করিবার উদ্দেশ্য বলিতেছেন।

চেৎ (যদি) অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্, ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ভ্রংশ্যেয়ুঃ), সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্, ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাং (মলিনাঃ কুর্য্যাম্) ॥ ২৪ ॥

শ্রেষ্ঠঃ (মহাজন) যৎ যৎ যথা আচরতি, তৎ তৎ কর্ম্ম ইব ইতরঃ (অশ্রেষ্ঠঃ) জনঃ (আচরতি); সঃ (শ্রেষ্ঠঃ) যৎ প্রমাণং কুরুতে,লোকঃ ইতরঃ তৎ অনুবর্ত্ততে (অনুসরতি) ॥২৫॥

পঙ্কজনাভস্য (পদ্মনাভস্য ভগবতঃ) সর্ব্বতোভদ্রাঃ (মঙ্গল-প্রদাঃ) বহবঃ অবতারাঃ সন্তু। অপি কৃষ্ণাৎ অন্যঃ কো বা লতাসু (তদাশ্রিতাসু) প্রেমদো (প্রেমভক্তিদাতা) ভবতি॥২৭॥

প্রথম সন্ধ্যায়—যুগারম্ভকালে আদিতে এবং যুগান্তকালে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কল্মষ—পাপ; দ্বিরদ—হস্তী ॥ ৩১ ॥

ভূতগ্রাম—জীবসমূহ ॥ ৩২ ॥

'বিশ্বম্ভর' শব্দ ডুভৃঞ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। সেই ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ; প্রেম দিয়া ত্রিভুবনকে পোষণ ও ধারণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য

শেষে যুগের ষষ্ঠভাগপরিমিত-কাল সন্ধ্যা। যুগের প্রথম সন্ধ্যা দ্বাদশভাগ ও শেষ সন্ধ্যা দ্বাদশভাগ। সুতরাং কলিকালের প্রথম সন্ধ্যা ৩৬০০০ সৌরবর্ষ। শ্রীগৌরসুন্দর কলিকালের ৪৫৮৬বর্ষ গত হইলে প্রকটিত হওয়ায় প্রথম সন্ধ্যায় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। "ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং ষষ্ঠাংশঃ সন্ধ্যয়োঃ স্বকঃ, শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে মধ্যমাধিকারে ১৭ শ্লোকঃ ॥ ২৯ ॥

শেষলীলায় অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণের পর চতুর্ব্বিংশ বর্ষকাল। যদিও শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে দশনামী ও অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ডিবৈদিকসন্ন্যাসিগণ শ্রীশঙ্করপাদের বহুপূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিলেন তথাপি নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারপ্রিয় বৈদান্তিক শঙ্করের অভ্যুদয়ে সমন্বয়প্রথায় ভারতে পঞ্চোপাসক-সমাজ পুনর্গঠিত হওয়ায় শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীশঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের দশনামী দণ্ডিন্যাসিগণের প্রথামত বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিকাভাস অর্থাৎ বেদানুগব্রুব আর্য্যসমাজ অনেকেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী এবং শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের শাসনানুসারে পঞ্চোপাসক।

তাঁর যুগাবতার জানি' গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥ ৩৫ ॥

চারিযুগে চারিবর্ণ অবতার—
(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৮ অ, ৯ শ্লোক)
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥ ৩৭ ॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগমপুরাণের মর্ম্ম ॥ ৩৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ৫ অ, ২৫ শ্লোক)
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গর্গ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগাবতার জানিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিয়াছেন।

তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিনযুগে ধারণ করেন; অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৩৬॥

অনুভাষ্য

দশনামী সন্ন্যাসী, যথা—"তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বত-সাগরাঃ। সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ ॥" প্রত্যেকের সন্ন্যাসের, স্থানের ও ব্রহ্মচারীর উপাধি যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। (মঞ্জুষা-২য় সংখ্যা ১০৪-১০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তীর্থ ও আশ্রম—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—দ্বারকা, ব্রহ্মচারিনাম—স্বরূপ। বন ও অরণ্য—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—পুরুষোত্তম, ব্রহ্মচারিনাম—প্রকাশ। গিরি, পর্ব্বত ও সাগর—সন্ন্যাসের উপাধি, স্থান—বদরিকাশ্রম, ব্রহ্মচারিনাম—আনন্দ। সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—সন্ন্যাসের উপাধি, স্থান—শৃঙ্গেরী, ব্রহ্মচারিনাম—চৈতন্য।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য সমগ্র ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার চারিটী শিষ্যকে মঠাধিপ করেন। এই চারিটী মূলমঠের অধীন অসংখ্য শাখামঠ ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে। দেশভেদে মঠের সাম্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। এই চারিমঠে আনন্দবার, ভোগবার, কীটবার, ভূমিবার-ভেদে চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায়। কালে এই সম্প্রদায়ের ধারণাও বিপর্য্যস্ত দেখা যায়। চারিটী মহাবাক্যেরও মঠ-ভেদে বিভাগ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ব্বে মঠাধীশ সন্ন্যাসিগুরুর নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মচারী হইতে হয়। তিনি যে প্রকার সন্ন্যাসী, তদনুসারে 'ব্রহ্মচারী' নাম দিয়া থাকেন। এ প্রথা আজও এই সম্প্রদায়ে বিশিষ্টভাবে চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীমহাপ্রভু কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে গেলে তাঁহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' হইয়াছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরও ভগবান্ নিজ ব্রহ্মচারিনামই প্রচার করেন। 'ভারতী' সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পরিচয় দিবার কথা তাঁহার লীলালেখকগণ কেহই বলেন না। সন্ন্যাস-নামের সহিত ঈশ্বরাভিমান সংশ্লিষ্ট থাকায় বোধ করি তাদৃশ ব্যবহার শ্রীমন্মহাপ্রভু আদর করেন নাই। 'ব্রহ্মচারী' নামে গুরুদাস্যাভিমান অনুস্যূত, ভক্তির প্রতিকূল নহে। মহাপ্রভু দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি সন্ন্যাসের চিহ্নসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে ॥ ৩৪ ॥

গর্গমহাশয় নন্দমহারাজকে কৃষ্ণের নামকরণ উদ্দেশে বলিতেছেন।

অনুযুগং (যুগোচিতং) তনুর্গৃহ্নতঃ অস্য (তব পুত্রস্য) শুক্লঃ রক্তঃ তথা (ইতি ভবিষ্যন্নির্দ্দেশবাক্যেন বৈবস্বতমন্বন্তরস্যাষ্টাবিংশমহাযুগীয়কলিযুগস্য আদিসন্ধ্যায়াং পীতঃ (পীতবর্ণঃ ভবিষ্যতি) ত্রয়ো বর্ণাঃ আসন্। ইদানীং হি কৃষ্ণতাং গতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৩৬ ॥

ভগবদবতার ভিন্ন মঙ্গল নাই শ্রবণপূর্ব্বক কোন্ কালে কি ভাবে ভগবানের অবতার হয়, সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজন সত্য ও ত্রেতার অবতার বর্ণন করিয়া দ্বাপর-সম্বন্ধে বলিতেছেন।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসাঃ (পীতং বাসো যস্য সঃ) নিজায়ুধঃ (নিজানি আয়ুধানি গদাচক্রাদীনি যস্য সঃ)

কলিযুগাবতারের লক্ষণ—

কলিযুগে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥ ৪০ ॥
তপ্তহেম-সম কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর ॥ ৪১ ॥
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাত।
চারি হস্ত হয় 'মহাপুরুষ' বিখ্যাত ॥ ৪২ ॥
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তাঁর নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥ ৪৩ ॥
আজানুলম্বিত-ভুজ কমললোচন।
তিলফুল-জিনি নাসা, সুধাংশু-বদন ॥ ৪৪ ॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম ॥ ৪৫ ॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি' করেন কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ॥ ৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবাস, বংশী ইত্যাদি নিজায়ুধধারী, শ্রীবৎসাদি অঙ্কযুক্ত, এইরূপে উপলক্ষিত হন।

যিনি নিজ হস্তের দৈর্ঘ্যবিস্তারের পরিমাণে চারিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ হন, তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ও তাঁহার নাম 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীবৎসাদিভিঃ অঙ্কৈঃ (আঙ্গিকৈশ্চিহ্নৈঃ) লক্ষণৈঃ (বাহ্যৈঃ কৌস্তুভাদিভিশ্চ) উপলক্ষিতঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীমধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীনারায়ণ-সংহিতা হইতে প্রমাণ লিখিয়াছেন—"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥" কলিসন্তরণোপনিষদেও লিখিয়াছেন—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥ ৪০ ॥"

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল—যিনি নিজ বাহু-পরিমাণে চারিহাত দীর্ঘে ও চারিহস্ত বিস্তৃত অর্থাৎ পরিধিবিশিষ্ট, গোলাকার

এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নাম গণন ॥ ৪৭ ॥
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি আর শেষ।
দুই লীলার চারি চারি নাম বিশেষ ॥ ৪৮ ॥

(মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ অ, সহস্রনামে ৯২ ও ৭৫ সংখ্যা)

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্যক্ত করি' ভাগবতে কহে বার বার।
কলিযুগে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন সার ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ৫ অ, ২৯ শ্লোক)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৫১ ॥

শুন, ভাই, এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সুবর্ণবর্ণ, গলিত-হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দন মালা-শোভিত—এই চারিটি গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসাশ্রম, হরি-রহস্যালোচনরূপ শমগুণবিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠতারূপ কেবলাদ্বৈতবাদি অভক্ত-নিবৃত্তিকারিণী শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ ॥ ৪৯ ॥

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

শ্রীজীব (ক্রমসন্দর্ভে) "ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" ইত্যত্র পারিশেষ্যপ্রমাণ-লব্ধম্। 'ইদানীম্' এতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে "কৃষ্ণতাং গতঃ" ইত্যুক্তেঃ শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতম্। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্যুগাবতারত্বং তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং

'কৃষ্ণবর্ণং' শ্লোকব্যাখ্যা—

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥৫৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্য-লব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি,তদব্যভিচারাৎ। তদেব তদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণ-দ্বারা ব্যনক্তি। 'কৃষ্ণবর্ণং'— কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ চ যত্র। যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি-বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে 'সমাহূতা' ইত্যাদি পদ্যে 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন' ইত্যত্র টীকায়াং—"শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ, শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে," যদ্বা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্বপরমানন্দবিলাস-স্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্, অথবা, স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ, যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ, কিম্বা সর্ব্বলোকদ্রষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ 'ত্বিষা' প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং, তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি—"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্" অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি, মহাপ্রভাবত্বাৎ তান্যেবাস্ত্রাণি, সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়বরেন্দ্র-বঙ্গোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ, যদ্বা, অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমহানুভাবচরণপ্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্। তদেবভূতং কৈর্যজন্তি ? যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ, "ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ" ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ তথা সঙ্কীর্ত্তনপ্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি—"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ" ইত্যেতানি। দর্শিতঞ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ—"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥" ইতি 'সর্ব্বসংবাদিন্যাম্' ॥ ৫১ ॥

অনুভাষ্য

মহাপুরুষ ; যিনি সকল প্রাণীকে অহঙ্কার করিয়া নিজ মায়ার দ্বারা রোধ করিয়াছেন, এরূপ পূর্ণ চতুর্ব্যূহবিশিষ্ট বিষ্ণু ॥৪২॥

সহস্রনাম—বিষ্ণুর সহস্রনাম অর্থাৎ মহাভারতে দানধর্ম্ম ১৪৯ অধ্যায়। এই গ্রন্থের শঙ্করাচার্য্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভাষ্য লিখিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

আদি—গার্হস্থ্যলীলা (প্রথম ২৪ বৎসর , শেষ—সন্ন্যাসলীলা (শেষ ২৪ বৎসর) ৩২-৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। চারি চারিনাম—পরবর্ত্তী ৪৯ সংখ্যায় উল্লিখিত ॥৪৮ ॥

সুবর্ণবর্ণঃ (স্বর্ণবর্ণবৎ পীতবর্ণঃ যস্য সঃ) হেমাঙ্গঃ (হেমবৎ অঙ্গং যস্য সঃ) বরাঙ্গঃ (মহাপুরুষবোধকম্ অঙ্গং যস্য সঃ) চন্দনাঙ্গদী (চন্দনাঙ্কিতে অঙ্গদে বিদ্যেতে যস্য সঃ) (আদিলীলায়াং ভগবতো গৌরচন্দ্রস্য এতানি চত্বারি নামানি)। সন্ন্যাসকৃৎ (যতিধর্ম্মপরঃ) শমঃ (নির্বিষয়ঃ) শান্তঃ (কৃষ্ণৈকনিষ্ঠচিত্তঃ) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (নিষ্ঠা চিত্তৈকাগ্রং শান্তি চ নিষ্ঠাশান্তী পরম্ অয়নং আশ্রয়ো যস্য সঃ) (শেষলীলায়াং ভগবতো গৌরহরের্নামানি চতুঃসংখ্যকানি সহস্রনাম্নি উদাহৃতানি)।

বিষ্ণুসহস্রনামের শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণকৃত 'নামার্থসুধাভিধ' ভাষ্যে—"সুবর্ণস্যেব বর্ণো রূপমস্যেতি সুবর্ণবর্ণঃ—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" ইতি শ্রুতেঃ। হেমবৎ স্পৃহণীয়ানি বর্ণাধিষ্ঠানান্যঙ্গানি যস্য সঃ হেমাঙ্গঃ। বরাণি সৌন্দর্য্যবন্ত্যঙ্গানি অস্যেতি বরাঙ্গঃ। চন্দনে ভক্তচিত্তাহ্লাদকে অঙ্গদে অস্যেতি চন্দনাঙ্গদী। সুবর্ণবর্ণাদি চতুষ্টয়ং কেচিৎ কৃষ্ণচৈতন্যতায়াং যোজয়ন্তি। অথ কৃষ্ণচৈতন্যতাং দ্যোতয়ন্নাহ ষড়্ভিঃ। সন্ন্যাসং পরিব্রজ্যং

কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ।
আর বিশেষণে তারে করে নিবারণ ॥ ৫৫ ॥
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণবরণে তাঁর কহে পীতবরণ ॥ ৫৬ ॥

(স্তবমালায় শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়স্তবে ১ম শ্লোক)

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫৭॥

ব্রহ্মজ্যোতিতে তমোনাশ—

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি।
যাঁহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্তুতি ॥ ৫৮ ॥

জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥ ৫৯ ॥

তমঃ বা কল্মষের সংজ্ঞা—

ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার 'কল্মষ' নাম, সেই মহাতমঃ ॥ ৬০ ॥
বাহু তুলি' হরি বলি' প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ ৬১ ॥

(স্তবমালায়ায় শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়স্তবে ৮ম শ্লোক)

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মূল শ্লোকে কেহ যদি 'কৃষ্ণবর্ণ' এই শব্দ হইতে কলির উপাস্য পুরুষকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া বলেন, "ত্বিষাঽকৃষ্ণং" এই অপর বিশেষণ দ্বারা সে অর্থ হইতে পারে না ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরাধিকার ভাবরূপ দ্যুতির আতিশয্যক্রমে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে কীর্ত্তনময় যজ্ঞ দ্বারা পণ্ডিত-সকল কলিকালে স্পষ্টরূপে অভিযজন করেন। তিনি সন্ন্যাসান্তর্গত পারমহংস্যরূপ চতুর্থাশ্রমসেবিগণের একমাত্র উপাস্যতত্ত্ব। সেই চৈতন্যাকৃতি পরমপুরুষ শীঘ্র আমাদের প্রতি কৃপা করুন্ ॥ ৫৭ ॥

তমস্তুতি—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নিস্তৃতি ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য

করোতীতি সন্ন্যাসকৃৎ। শময়ত্যালোচয়তি রহস্যং হরেরিতি শমঃ। শম আলোচনে চুরাদিমৎ। সাম্যত্যুপরমতি কৃষ্ণান্য-বিষয়াদিতি শান্তঃ। নিতিষ্ঠন্ত্যস্যাং হরিকীর্ত্তনপ্রধানা ভক্তি-যজ্ঞা ইতি নিষ্ঠা—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" ইতি স্মরণাৎ। শাম্য-ন্ত্যনয়া ভক্তিবিরোধিনঃ কেবলাদ্বৈতপ্রমুখাঃ ইতি শান্তঃ। মহাভাবান্তাং ভাবভেদানাং পরমময়নমিতি পরায়ণম্ ॥ ৪৯ ॥

নিমিরাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজন কলিকালের অবতার-কথা বর্ণন করিতেছেন—

সুমেধসঃ (বুদ্ধিমমন্তঃ) ত্বিষা (কান্ত্যা) অকৃষ্ণং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ধর্ম্মই হউক্ বা অধর্ম্মই হউক্, যেস্থলে কোন কর্ম্ম ভক্তির বিরোধী হয়, সেস্থলে তাহার নাম 'কল্মষ'—তাহাই মহান্ধকার ॥ ৬০ ॥

যাঁহার হাঁসিমাখা দৃষ্টি জগতের শোক সম্পূর্ণরূপে দূর করে, যাঁহার বাক্যারম্ভ, কুশলসমূহের বল্লীরূপ ভক্তিলতাকে পল্লবিত করে ও যাঁহার চরণাশ্রয় সমস্ত প্রেমরহস্য প্রণয়ন করে, সেই চৈতন্যাকৃতি আমাদের প্রতি কৃপা করুন্ ॥৬২॥

অনুভাষ্য

(বিদ্যুদ্গৌরং শুক্লরক্তবর্ণদ্বয়াবশেষং তৃতীয়ং পীতবর্ণং) কৃষ্ণ-বর্ণং (কৃষ্ণং বর্ণয়তি গায়তি যঃ তং, যদ্বা, কৃষ্ণেতি এতৌ বর্ণৌ চ যস্মিন্ তং) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ (অঙ্গে নিত্যা-নন্দাদ্বৈতৌ উপাঙ্গানি শ্রীবাসাদি-ভক্তাঃ অস্ত্রাণি হরিনামা-দীনি পার্ষদাঃ গদাধরদামোদরস্বরূপাদয়ঃ তৈঃ সহিতং সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (বহুভির্মিলিত্বা হরিকথা-নামগানৈঃ) যজ্ঞৈঃ যজন্তি ॥ ৫১ ॥

বিদ্বাংসঃ (পণ্ডিতাঃ) স্ফুটং (স্পষ্টং) দ্যুতিভরাৎ (কান্ত্যাধিক্যাৎ) অকৃষ্ণাঙ্গং (গৌরং পীতবর্ণং) কৃষ্ণং উৎকীর্ত্তনময়ৈঃ (উচ্চৈঃ কীর্ত্তনাখ্যভক্ত্যবলম্বনৈঃ) মখ-বিধিভিঃ (নামযজ্ঞবিধানৈঃ কলৌ অভিযজন্তে, যং চ অখিল-চতুর্থাশ্রমজুষাং (সকলভিক্ষুণাম্) উপাস্যং (পূজ্যং) প্রাহুঃ,

গৌরদর্শনে পাপক্ষয় ও প্রেমপ্রাপ্তি—

শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ ৬৩ ॥

অন্যান্য অবতারে অস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত, কিন্তু গৌরাবতারে ভক্ত ও সঙ্কীর্ত্তন—

অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ ৬৪ ॥

(শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম স্তবে প্রথম শ্লোক)

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মানবশরীরধারী শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রণয়গৃহীতা শ্রীচৈতন্যদেব সকলজীবের সর্ব্বদা উপাস্য। স্বীয় ভক্তদিগকে বিশুদ্ধ স্বভজনমুদ্রা উপদেশ করিতে করিতে সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন? ৬৫ ॥

অনুভাষ্য

সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ নঃ (অস্মান্) অতিতরাং (অতিশয়েন কৃপয়তু) ॥ ৫৭ ॥

যস্য (চৈতন্যদেবস্য) স্মিতালোকঃ (মন্দহাসকটাক্ষঃ) জগতাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং) পরিতঃ (সর্ব্বতোভাবেন) শোকম্ (অভাবং) হরতি (বিনাশয়তি), গিরাং প্রারম্ভঃ (বাক্যোপক্রমঃ) তু কুশলপটলীং (কল্যাণমালাং) পল্লবয়তী (বিস্তারয়তি), পদালম্ভঃ (চরণাশ্রয়ঃ) কং বা প্রেমনিবহং (প্রেমসকলং) ন হি প্রণয়তি (প্রাপয়তি) সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ নঃ (অস্মান্) অতিতরাং কৃপয়তু ॥ ৬২ ॥

প্রণয়িতাং বহদ্ভিঃ (স্বানুরাগপোষণপরৈঃ) ধৃতমনুজকায়ৈঃ (গৃহীতনরশরীরৈঃ) গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ (শিব-চতুর্ম্মুখাদিভিঃ) গীর্ব্বাণৈঃ (দেবৈঃ) সদা (নিত্যং) উপাস্যঃ (পূজ্যঃ) স্বভক্তেভ্যঃ (স্বরূপ-রামানন্দাদি-নিজজনেভ্যঃ) শুদ্ধাং (নির্ম্মলাম্ অন্যাভিলাষিতাহীনাং কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃতাং) নিজভজনমুদ্রাং (স্বভজনপরিপাটিং) উপদিশন্ স চৈতন্যঃ

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন।
'অঙ্গ' শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥ ৬৬ ॥
'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ-ব্যাখ্যান ॥ ৬৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ১৪অ, ১৪ শ্লোক)

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৬৮ ॥

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৬৯ ॥
'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয়।
মায়াকার্য্য নহে—সব চিদানন্দময় ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অঙ্গ-শব্দের পূর্ব্বকৃত অর্থ ব্যতীত আর একটী অর্থ আছে; যথা,—অঙ্গ-শব্দে অংশ। পরমাণ—প্রমাণ। অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ॥ ৬৭ ॥

অঙ্গ-শব্দে অংশরূপ কারণাব্ধিশায়ী প্রভৃতি পুরুষত্রয়। তাঁহারা চিদানন্দময়, সত্য ঈশ্বর—মায়ানির্ম্মিত তত্ত্ব ন'ন। অতএব অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ—ইঁহারা প্রভুর দুই অঙ্গ ॥ ৭০ ॥

অনুভাষ্য

কিং পুনঃ অপি মে (মম) দৃশোঃ পদং যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

আদি ২য় পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৬৮ ॥

যেরূপ মায়ারাজ্যে মায়াকর্ত্তৃক বস্তু খণ্ডিত হইয়া অংশ হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুতত্ত্বে মায়াবশযোগ্যতা না থাকায় তিনি অংশ হইলেও বিষ্ণুত্বে বা বস্তুত্বে খণ্ড হন না। দীপের উদাহরণে দেখা যায় যে, মূলদীপ হইতে অন্য দীপ উদিত হইলেও যেমন বস্তুত্বে পার্থক্য নাই, তদ্রূপ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ বা বিলাস বলদেব হইতে যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের আবির্ভাব—পরস্পরের লীলাভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ অভেদ। পরন্তু মায়াবশযোগ্যতাক্রমে বিভিন্নাংশ ব্রহ্মা ও শিব বিকারযোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। সেই চিদানন্দময় বিষ্ণুগণ সবই মায়াধীশ—তাঁহাদের উপর মায়ার কার্য্যকারিতা নাই।

দুই সেনাপতি—

অদ্বৈত-নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥ ৭১ ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণঅস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥ ৭২ ॥

দুই বিষ্ণুই দুই সেনাপতি—

নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥৭৩॥

ভক্তগণই সৈন্য, আর কৃষ্ণকীর্ত্তনই ভীষণ অস্ত্র—

শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলেন কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৭৪ ॥
পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন-পিতাই গৌরসুন্দর—

সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥ ৭৬ ॥

পুত্রের আদরে পিতৃতোষণের ন্যায় কৃষ্ণকীর্ত্তনে গৌরপ্রীতি—

সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥ ৭৭ ॥

জড়কর্ম্মের সহিত শ্রীনামপ্রভুর সাম্যজ্ঞান পাষণ্ডতা—

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥৭৮॥
'ভাগবতসন্দর্ভ' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এ শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছে ব্যাখ্যান॥৭৯॥

(তত্ত্বসন্দর্ভে ২য় শ্লোক)

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৮০ ॥

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন।
কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন ॥ ৮১ ॥

(উপপুরাণে)

অহমেব কচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ ৮২ ॥

গৌরসুন্দরের স্বয়ং ভগবত্তাবিষয়ে শব্দপ্রমাণ—

ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম, পুরাণ।
চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতার-প্রকট প্রমাণ ॥ ৮৩ ॥

ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ—

প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট-প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব ॥ ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার ॥ ৭৩ ॥

বানা—চিহ্ন, তুরীভেরীর ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র, যদ্দ্বারা পাষণ্ডদলন-চিহ্ন প্রকাশ পায় ॥ ৭৫ ॥

যিনি সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কৃষ্ণচৈতন্যকে ভজন করেন, তিনিই সুমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধিমান্, আর এই সংসারে যাহারা তাঁহাকে সেইরূপ ভজন করে না, তাহারা নিতান্ত মন্দবুদ্ধি। কৃষ্ণনামযজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞের সার। কোটী অশ্বমেধ-যজ্ঞের সহিত এক কৃষ্ণনামের তুলনা হইতে পারে না। যিনি সমান মনে করেন, তিনি পাষণ্ডী এবং যম তাঁহাকে দণ্ড দেন ॥ ৭৭ ॥

অনুভাষ্য

তদিতর-তত্ত্বে মায়ার ক্রিয়া আছে। দুগ্ধের পরিণতি যেরূপ দধি, শম্ভু-তত্ত্বাদিও তদ্রূপ ॥ ৭০ ॥

পাষণ্ড—যাহারা মায়াধীশ বিষ্ণুতত্ত্বের সহ মায়াবশ শিবাদিতত্ত্বের সাম্য কল্পনা করে। ভগবল্লীলার নিত্যত্ব

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত, ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহ্যে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগে সংকীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি ॥ ৮০ ॥

হে ব্রহ্মন্, কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়-পূর্ব্বক, পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব ॥৮২॥

ভাগবত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং", "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো" "ছন্নঃ কলৌ" ইত্যাদি বাক্যে, ভারতে "সম্ভবামি যুগে যুগে" "সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তঃ" ইত্যাদি বচনে, "মহান্ প্রভুর্বৈ-পুরুষঃ" "যদা পশ্যঃ পশ্যতি রুক্মবর্ণং" ইত্যাদি বেদবাক্যে, "মায়াপুরে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ" ইত্যাদি আগমানুগত বহুতর তন্ত্রবাক্যে এবং "অহমেব" ইত্যাদি উপপুরাণবাক্যে চৈতন্যকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতারত্ব প্রমাণিত হইয়াছে ॥ ৮৩ ॥

অনুভাষ্য

উপলব্ধি না করিয়া নিত্যভক্তিতত্ত্বকেও কাল দ্বারা খণ্ডিত ও

অধোক্ষজ ভোগচক্ষুর দৃশ্য নহে—

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥ ৮৫ ॥

(যামুনাচার্য্য বা আলবন্দারুকৃত স্তোত্রে ১৫ শ্লোক)

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ৮৬ ॥

কিন্তু ভক্তের প্রেমে অজিত জিত, বৈকুণ্ঠ পরিমেয়—

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥ ৮৭ ॥

(আলবন্দারু-স্তোত্ররত্নে অষ্টাদশ শ্লোক)

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উলূক—দিবান্ধপেচকবিশেষ। সূর্য্যের কিরণ দেখিতে না পাইয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে না ॥ ৮৫ ॥

হে ভগবন্, তোমার অবতারতত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিকশাস্ত্র দ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারে, কিন্তু রাজস ও তামস-গুণবিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ৮৬॥

অনুভাষ্য

অনিত্য কর্ম্মমাত্র মনে করে। এতাদৃশ পাষণ্ডিগণের দুর্বুদ্ধির অপনোদন করিতে বিষ্ণু ও তদীয়গণের প্রয়াস ॥ ৭২ ॥

"ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।" এই অষ্টম নামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। "গোকোটি-দানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগ-গঙ্গোদক-কল্পবাসঃ। যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥" ৭৮ ॥

শ্রীজীবগোস্বামী "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোকটী 'ভাগবত-সন্দর্ভ' বা ষট্‌সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন। ইহার অনুরূপ তাঁহার নিজ শ্লোক—"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং"। এই শ্লোক ঐ মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোক এবং ভাগবতস্থ করভাজনের শ্লোকের ব্যাখ্যান মাত্র। ষট্‌সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা 'সর্ব্বসম্বাদিনী' গ্রন্থের আদিতে ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অন্তঃকৃষ্ণং (অন্তর্মধ্যে চিত্তাভ্যন্তরে কৃষ্ণো যস্য তং, রাধাহৃদয়ভাবেন আবৃতকৃষ্ণহৃদ্গতনাগরভাবং) বহির্গৌরং (দেহকান্তিকিরণৈঃ পীতবর্ণবিগ্রহং) দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং (দর্শিতং প্রকটিতং অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদবৈভবং যেন তং)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হে ভগবন্, দেশ, কাল, চিন্তা—এই তিনটী সীমা দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ কিন্তু তোমার গূঢ়স্বভাব সম ও অতিশয়-শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াবলদ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন ॥ ৮৮ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণচৈতন্যং কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ (নামকীর্ত্তনযজ্ঞাদ্যৈঃ) বয়ম্ আশ্রিতাঃ স্ম ॥ ৮০ ॥

হে ব্রহ্মন্, অহং (ভগবান্) এব ক্বচিৎ কলৌ (বৈবস্বত-মন্বন্তরে অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়কলিযুগে প্রথমসন্ধ্যায়াং) সন্ন্যাসাশ্রমং (তুর্য্যাশ্রমং) আশ্রিতঃ সন্ (অবলম্ব্য) পাপহতান্ নরান্ হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি (দাস্যামি) ॥ ৮২ ॥

আদি, ২য়পঃ ২২ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৮৩ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর লীলাসামর্থ্য, তাঁহার লোকাতীত আচরণ ও লোকাতীত মহিমাপ্রভাব-বৈচিত্র্য স্বয়ং নিজেন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিলেও শাস্ত্রের লক্ষ্য গৌরের কৃষ্ণত্ব বুঝিতে পারা যায় ॥ ৮৪ ॥

শ্রীরামানুজাচার্য্যের গুরু এবং পরমগুরু শ্রীযামুনাচার্য্য, যাঁহার অপর নাম আলবন্দারু, স্ব-কৃত স্তোত্ররত্নের পঞ্চদশ শ্লোকে লিখিয়াছেন।

হে ভগবন্, পরমপ্রকৃষ্টৈঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্টতমৈঃ) শীলরূপ-চরিতৈঃ (শীলং রূপাণি চ চরিতানি চ তৈঃ) সত্ত্বেন (অলৌকিকপ্রভাবেণ) সাত্ত্বিকতয়া (সত্ত্বপ্রধানতয়া) প্রবলৈঃ শাস্ত্রৈঃ প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং (প্রসিদ্ধং দৈবং পরমার্থঞ্চ বিদন্তি

অধোক্ষজ—ভক্তিলভ্য, অক্ষজজ্ঞানগম্য নহে—

অসুরস্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥ ৮৯ ॥

(তথাহি পাদ্মে)

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ ৯০ ॥

ভক্তাবতার বলিয়াই আচার্য্যের গৌরাবতারণ-সামর্থ্য—

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার॥ ৯১ ॥

স্বয়ংরূপাবতারের পূর্ব্বে গুরুবর্গরূপ সেবকগণের প্রাকট্য—

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার॥ ৯২ ॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম॥ ৯৩ ॥
মাধব-ঈশ্বর-পুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ॥৯৪॥

অবতরণের পূর্ব্বে তাৎকালিক সমাজের অবস্থা—

প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার॥ ৯৫ ॥

পুণ্যবান্ ও পাপাত্মা, উভয়েই বিষয়ভোগী বা ভবরোগী—

কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ॥ ৯৬ ॥

আচার্য্যের জীবে দয়া-বিষয়ক চিন্তা—

লোকগতি দেখি' আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন, লোকের কৈছে হিত হয়॥৯৭॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি' ভক্তি করেন প্রচার॥ ৯৮ ॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার॥ ৯৯ ॥

শুদ্ধসেবাপ্রভাবেই কৃষ্ণের অবতরণ—

শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥ ১০০ ॥

বিষ্ণুদ্বারাই বিষ্ণুর অবতারণ, এ জন্য তাঁহার অদ্বৈতাখ্যা—

আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার॥ ১০১ ॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে॥১০২

ভক্তের আত্মনিবেদনেই অজিতের পরাজয়—

হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ১১০ শ্লোকে গৌতমীয়-তন্ত্রে নারদ-বাক্য—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥ ১০৩ ॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন॥ ১০৪ ॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥ ১০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই লোকে 'দৈব' ও 'আসুর' ভেদে দুই প্রকার ভূত-সৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ 'দৈব' এবং যাহারা বিষ্ণুভক্ত নয়, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব॥ ৯০ ॥

সাক্ষাৎ ভগবান্ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই গুরুবর্গের সঞ্চার অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করান। অন্যান্য গুরু-বর্গের সঙ্গে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীশচী, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রকট হইয়া দেখিলেন, সকল সংসারই পাপপুণ্যে জড়িত ও কৃষ্ণভক্তিহীন। জীবসকল বিষয় ভোগ করিতেছে, কিন্তু যাহাতে ভবরোগ দূর হয়, এমত কৃষ্ণভক্তিকে তাহার সহ মিশ্রিত করে না॥ ৯৪-৯৬ ॥

অনুভাষ্য

যে তেষাং) মতৈশ্চ আসুরপ্রকৃতয়ঃ (দুর্বৃত্তাঃ ভক্তদ্রোহিণঃ) ত্বাং বোদ্ধুং (জ্ঞাতুং) ন সমর্থাঃ ভবন্তি॥ ৮৬ ॥

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-সম্ভাবনং (উল্লঙ্ঘিতা অতিক্রান্তা ত্রিবিধানাং দেশকালদ্রব্যানাং সীমা সমা অতি-শায়িনী চ সম্ভাবনা চ যেন তং) ভবতা মায়াবলেন (স্বযোগ-মায়াসামর্থ্যেন) নিগুহ্যমানং অপি তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং (পরিব্রঢ়িমঃ প্রভুত্বস্য স্বভাবং স্বরূপং) কেচিৎ ত্বদনন্যভাবাঃ

তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি' আচার্য্য করেন আরাধন॥ ১০৬॥
গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ॥ ১০৭॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণের করাইল অবতার॥ ১০৮॥

কৃষ্ণপ্রেমবিতরণরূপ ভক্তেচ্ছাপূরণার্থই স্বয়ংকৃষ্ণের গৌরলীলা—

চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু॥ ১০৯॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্ক, ৯অ, ১১ শ্লোক)

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আসসে শ্রুতেক্ষিতপথো নম্বু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ১১০॥

এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার॥ ১১১॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে॥ ১১২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১১৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
আশীর্ব্বাদমঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্যকারণং
নাম তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তুলসীদল ও গণ্ডূষমাত্রজল তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন

কোন কোন পাঠে এই দুইটী শ্লোক দৃষ্ট হয়—

সাগ্রজং তুলসীপত্রং দ্বিদলং ক্ষুদ্রমেব চ।
মঞ্জরী সা তু বিখ্যাতা প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে॥
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তথা চ মঞ্জরী হরেঃ।
তস্মাদস্যাৎ প্রযত্নেন চন্দনেন তু মিশ্রিতাম্॥

কৃষ্ণকে যিনি জল তুলসী দেন, তাঁহার ঋণ শোধন করিতে না পারিয়া আপনার স্বরূপকে তদ্বিনিময়ে দিয়া ঋণ শোধন করেন। অতএব অদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণের সাক্ষাৎস্বরূপকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরীর সহিত কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিতে থাকিলেন॥১০৭॥

ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ কৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছায় অবতীর্ণ হন। পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনায় চৈতন্যের অবতার॥১০৯॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নাথ, তুমি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়ন-পথে সর্ব্বদা বিহার কর। ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায়, ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক॥ ১১০॥

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ত্বয়ি অনন্যভাবাঃ (একান্তভক্তাঃ) অনিশং (নিরন্তরং) পশ্যন্তি॥

অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরশ্চ এব দ্বৌ ভূতসর্গৌ (প্রাণিসৃষ্টী)—বিষ্ণুভক্তঃ (হরিজনঃ) দৈবঃ স্মৃতঃ, তদ্বি-পর্য্যয়ঃ (মায়াভোগনিরতঃ) আসুরঃ (প্রকৃতিজনঃ) এব॥৯০॥

অনুভাষ্য

ভক্তবৎসলঃ (নিজজনরতঃ ভগবান্) তুলসীদলমাত্রেণ (চন্দন-মন্ত্রাদিকং বিনা কেবলতুলসীপত্রেণ) জলস্য চুলুকেন (গণ্ডূষেণ) বা ভক্তেভ্যঃ আত্মানং বিক্রীণীতে (তদায়ত্তং করোতি)॥১০৩॥

ব্রহ্মা তপস্যাদ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া সৃষ্টিমানসে যে স্তব করেন, তন্মধ্যে ইহা একটী।

নম্বু নাথ, (প্রভো,) শ্রুতেক্ষিতপথঃ (শ্রুতং শাস্ত্র-সিদ্ধান্তশ্রবণং তেন ঈক্ষিতঃ দৃষ্টঃ পন্থাঃ যস্য সঃ) ত্বং পুংসাং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে (ভক্তিযোগেন প্রেম্না পরি-ভাবিতং যোগ্যতাং আপাদিতং যৎ হৃৎসরোজং তস্মিন্) আসসে (তিষ্ঠসি)। ধিয়া যদ্ যদ্ বিভাবয়ন্তি (চিন্তয়ন্তি) হে উরুগায়, (উরুধা এব গীয়সে ইতি উরুক্রম,) সদনুগ্রহায় (সতাং ভক্তানাং অনুগ্রহায়) তৎ তৎ বপুঃ (শরীরং) প্রণয়সে (প্রকর্ষেণ তৎসমীপে নয়সি প্রকটয়সি)॥ ১১০॥

ইতি অনুভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদের কথাসার

এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইহাই দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন যে, তিনটী গূঢ় প্রয়োজন-সাধনের জন্য শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম তাৎপর্য্য এই, আমার প্রেমের আশ্রয়ই রাধিকা; আমি সেই প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়-জাতীয় সুখকে অনুভব করিতে পারি না, সুতরাং আশ্রয়-স্বরূপ রাধিকার ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা আস্বাদন করিব। দ্বিতীয় প্রয়োজন এই, আমার নিজ মাধুরী শ্রীমতী রাধিকা আস্বাদন করেন, তাহা জগদাকর্ষক হইলেও আমি তাহা আস্বাদন করিতে পারি না; সুতরাং রাধিকার ভাবকান্তি স্বীকার না করিলে আমার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। তৃতীয় প্রয়োজন এই, শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখ আমি যাহা লাভ করি, তদপেক্ষা রাধিকা আমার সঙ্গে অধিক সুখলাভ করেন। তবেই আমাতে এমন এক অপূর্ব্ব রস আছে, যাহা ভোগ করিয়া রাধিকার সুখ অধিক হইয়াছে। আমার পক্ষে বিজাতীয়ভাবে সে সুখ অনুভব করা সম্ভব হয় না। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া রাধিকার স্বজাতীয়ভাবে আস্বাদন করিতে পারিব; এই তিনটী গূঢ়বাঞ্ছা পূরণ করিবার ইচ্ছায় চৈতন্যের অবতার। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাদি এবং অদ্বৈতাদি-ভক্তগণের আরাধন—অবতারের বাহ্যকারণ মাত্র। শ্রীস্বরূপগোস্বামী মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্তদিগের মধ্যে প্রধান; তাঁহার কড়চা-শ্লোকেই এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায়। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোকদ্বারা সেই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে কাম ও প্রেমের তাত্ত্বিকভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-কামনাকে কামতত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়াছেন (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

গৌর-কৃপায় কৃষ্ণস্বরূপ-নির্ণয়—

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৩ ॥
মূল-শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥ ৪ ॥

চতুর্থশ্লোক-তাৎপর্য্য—নামপ্রেম-প্রচারই গৌরাবতারের বাহ্য কারণ—

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৫ ॥
সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু, শুন, আছে অন্তরঙ্গ ॥ ৬ ॥

গৌরাবতারের গুহ্যকারণ-বর্ণনমুখে প্রথমে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুলীলার বৈচিত্র্য-বর্ণন—

পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অজ্ঞব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যপ্রসাদে শাস্ত্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রজ-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বস্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন ॥ ১ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকের সারার্থ এইরূপ নিরূপিত করা হইয়াছে—প্রেম অর্থাৎ প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনাম প্রচার করিবার জন্য গৌরাঙ্গের অবতার; সেই সিদ্ধান্তে যে হেতু উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহাও বহিরঙ্গ অর্থাৎ বাহ্য, গূঢ় নয়; একটী অন্তরঙ্গ অর্থাৎ গূঢ় হেতু আছে, বলিতেছি ॥ ৪-৬ ॥

অনুভাষ্য

বালঃ (অর্ভকঃ) অপি শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন (গৌরকৃপয়া শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য) তদ্রূপস্য (রাধা-কৃষ্ণাভিন্নগৌররূপস্য বিনির্ণয়ং (তত্ত্বনির্দ্দেশং) কুরুতে ॥ ১

বিষ্ণুর কার্য্য—সাধু-পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ,
স্বয়ং কৃষ্ণের তাহা নহে—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন ॥ ৮ ॥

অবতারি-কৃষ্ণের অবতরণ-কালে তাঁহার সহিত
অবতার বিষ্ণুর মিলন—

কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল ॥ ৯ ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥ ১০ ॥
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর ॥ ১১ ॥
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥ ১২ ॥

দেহস্থিত অংশ-বিষ্ণুদ্বারা জগতের ভারহরণ ও
পালন-লীলা—

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে ॥ ১৩ ॥
আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥ ১৪ ॥

বিবিভক্তি-প্রচারার্থ বিষ্ণুর অবতার, রাগভক্তির
প্রচারার্থ কৃষ্ণের গৌরাবতার—

প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তিলোকে করিতে প্রচারণ ॥ ১৫ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥ ১৬ ॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৭ ॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১৮ ॥
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে ॥১৯॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪ অ, ১১ শ্লোক)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২০ ॥

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥ ২১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যে সময় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন জগতের ভারহরণের কালও উপস্থিত হইয়ছিল। স্থিতি-কর্ত্তা বিষ্ণু জগতের ভারহরণের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা; ভারহরণ স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নয়। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার সময় ভারহরণের কাল উপস্থিত হইলে পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণে সুতরাং নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ, মৎস্যাদি অংশাবতারসকল, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার—সকলই কৃষ্ণের অঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ণ ভগবানে তাঁহার অঙ্গ ও অংশাদি-খণ্ডরূপ ভগবদবতারসকল অবশ্যই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন পালনকর্ত্তা বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপে ছিলেন। বিষ্ণুদ্বারাই কৃষ্ণ অসুরসকল সংহার করেন। অসুর-মারণ কেবল কৃষ্ণাবতারের আনুষঙ্গ কর্ম্মমাত্র, কিন্তু কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ এই যে, প্রেমরসের নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য, এবং রাগ ও ভক্তিকে জগতে প্রচার করিবার জন্য পরম-রসিক ও পরম-কারুণিক কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়ছিলেন। কৃষ্ণের মনের ভাব এই যে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে জগৎ পরিপূরিত; সেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে শিথিল প্রেম উদিত হয়, তাহাতে আমার প্রীতি নাই; যে ভক্ত আপনাকে হীন জানিয়া আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহার প্রেম ঐশ্বর্য্যগত, আমি কখনই সে প্রেমের অধীন হই না; আমাকে যে যেভাবে ভজন করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভজন করি,—ইহাই আমার স্বভাব ॥ ৭-১৯ ॥

হে পার্থ, যিনি আমাকে যেভাবে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার নিকট সেইভাবে প্রাপ্য হই; সকল মানবই আমার বর্ত্ম অর্থাৎ মৎপ্রদর্শিত পথের অনুগামী ॥ ২০ ॥

'কৃষ্ণ আমার পুত্র' এইরূপ বাৎসল্য, 'কৃষ্ণ আমার সখা'

অনুভাষ্য

আদি, ৩য় পঃ ১৬ সংখ্যায় এই পদ্য দ্রষ্টব্য ॥ ১৭ ॥

আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ ২২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৮২ অ, ৩১ শ্লোক)
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এইরূপ সখ্য, 'কৃষ্ণ আমার প্রাণপতি' এইরূপ মধুরভাবে শুদ্ধ-ভক্তি করেন, রসভেদে আমাকে হীন জানিয়া আপনাকে বড় মনে করেন, সেইভাবে আমি তাঁর অধীন হই। শুদ্ধভক্তি জ্ঞানকর্ম্ম-আবরণ-হীন, অন্যাভিলাষিতাশূন্য, আনুকূল্যসঙ্কল্প-যুক্ত কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তি ॥ ২১-২২ ॥

আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপী-গণ, আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু ॥ ২৩ ॥

অনুভাষ্য

পূর্ব্বে সূর্য্যকে ভগবান্ যে যোগবিষয়ক উপদেশ দেন, তাহা পারম্পর্য্যক্রমে আগত হইয়া বিপর্য্যয় লাভ করিলে পুনরায় অর্জ্জুনকে তাহাই উপদেশ করেন। এই শ্লোকটি প্রকটলীলা-কারণ-প্রসঙ্গে কথিত।

হে পার্থ (অর্জ্জুন), যে (ভক্তাঃ) যথা (যেন ভাবেন) মাং কৃষ্ণং প্রপদ্যন্তে, অহং তথৈব তান্ ভজামি (অনুগৃহ্ণামি)। মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেণ এব) মম বর্ত্ম (সিদ্ধমার্গং) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরন্তি) ॥ ২০ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা 'ভক্তি' ও 'শুদ্ধভক্তি' কথার সঙ্গে সঙ্গে 'বিদ্ধভক্তি' কথারও উল্লেখ দেখিয়া ভক্তির ত্রিবিধ বিভাগ লক্ষ্য করি। অন্যাভিলাষিতাযুক্ত, জ্ঞান-কর্ম্মযোগাদি দ্বারা আবৃত, কৃষ্ণেতর-ভোগানুশীলনের সহিত হরিসেবার সজ্জাকে 'বিদ্ধভক্তি' বলে। কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞান-মিশ্রা, যোগমিশ্রা ও ভোগময়-ব্রতমিশ্রা প্রভৃতি আবৃত সেবা-চেষ্টা বিদ্ধভক্তির অন্তর্গত। উহাতে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যরূপ চেষ্টা বর্ত্তমান। অবিদ্ধা-সেবাময়ী বিধির অনুগমনে 'ভক্তি' হইয়া থাকে। এই ভক্তি বিদ্ধভক্তি হইতে স্বতন্ত্রা ও বিষ্ণুর অনুকূল চেষ্টাময়ী। রাগাত্মিক-জনের অহৈতুকী,

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন পালন ॥ ২৪ ॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক,—তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ ২৬ ॥

অনুভাষ্য

নিত্যা হরিসেবার অনুগমনে যে লোভোদিত প্রেম
তাহাই শুদ্ধভক্তি; তাহা কেবলমাত্র বিধিচালিত ন
'বৈধীভক্তি' বা 'ভক্তি' বা 'অবিদ্ধা ভক্তি' শুদ্ধভক্তির সাহ
কারিণী হইলেও 'শুদ্ধভক্তি' শব্দে রাগানুগা সেবাকেই
করে। শুদ্ধভক্তিকে ভক্তি-পর্য্যায়ে 'পরাকাষ্ঠা' বলা য
ইহা গোলোকস্থিতা রাগময়ী ভক্তি, আর বৈধীভ
পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠস্থিতা গৌরবময়ী ভক্তি ॥ ২১ ॥

স্যমন্তপঞ্চকে গ্রহণ উপলক্ষে দেশবিদেশ হইতে অনে
উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোকুলবাসিনী ব্রজগোপীস
সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলন হইলে গোপীগণের
শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

ময়ি ভূতানাং (প্রাণিনাং) ভক্তিঃ (শ্রবণকীর্ত্তনা
অমৃতত্বায় (নিত্যপার্ষদত্বায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি
ভবতীনাং (গোপীনাং) মদাপনঃ (মৎসাক্ষাৎকারঃ) মৎ
যৎ আসীৎ, তৎ দিষ্ট্যা (তৎ তু মদ্ভাগ্যেনৈব) ॥ ২৩ ॥

শুদ্ধ অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া পরমাত্মীয়-জ্ঞানে অ
য়ের বিষয়ের প্রতি যে শাসন-প্রতিম দুর্ব্বচন, উহা অ
ন্তিক ও ঐকান্তিক প্রীতিরই পরিচায়ক। যে
বিষয়কে পূজ্য ও গুরুবুদ্ধি হয়, তথায় স্বাভাবিকী প্রী
শৈথিল্য ন্যূনাধিক বর্ত্তমান। প্রীতিরহিত অজ্ঞজনগ
যে বিধি ও নিষেধসমূহ বেদশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়
তাদৃশ বিধিবাধ্য-জনোচিত গৌরব-বাক্যসমূহের স
প্রীতিমূলক বাক্যের তারতম্য-বিচারে উহাতে গৌরব-পূ
অভাব থাকিলেও তাহার ঔৎকর্ষ বৈধস্তুতি অপেক্ষা
কৃষ্ণেতর-বিষয়মুক্ত শুদ্ধভক্তের ভগবত্তার সহিত ঘনি
সম্বন্ধ। তাদৃশ সম্বন্ধ-জ্ঞানে যে নিত্যবৃত্তির উদয়

।ই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার।
রিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার ॥ ২৭ ॥
কুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
দ সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥২৮
া-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
াগমায়া করিবেক আপনপ্রভাবে ॥ ২৯ ॥
ামিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ।
ঁহার রূপ-গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন ॥৩০॥
র্ম ছাড়ি' রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
ভু মিলে, কভু না মিলে,—দৈবের ঘটন ॥ ৩১
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥ ৩২ ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম ॥৩৩ ॥

রাগানুগ সাধনসিদ্ধ মুক্তপুরুষেরই অপ্রাকৃত রাসলীলা-শ্রবণে অধিকার—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩৩ অ, ৩৫ শ্লোক)

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কুণ্ঠাদ্যে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগোলোকাদিতে যে সে লীলার নাই, সেই সেই লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার। সেই লীলাতে আমিও স্বয়ং চমৎকৃত হইব। যোগমায়া স্বরূপ-শক্তি অবিচিন্ত্য-প্রভাবক্রমে আমার আমার নিত্যপ্রিয়া গোপীদিগের হৃদয়ে উপপতির ঞ্চার করিবেন। আমিও তখন রসপুষ্টির জন্য তাহা ত পারিব না, অর্থাৎ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি আমার াকে গোপন করিয়া তাহাতে একপ্রকার অদ্ভুত রস করিবে এবং সেই স্বরূপশক্তিস্বরূপ হইয়াও গোপীগণও জানিতে পারিবেন না। আমার ও আমার গোপী- অদ্ভুতরূপগুণে পরস্পরের মন হরণ করিলে সামান্য

অনুভাষ্য

গাহা ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈধ গৌরব অপেক্ষা সর্ব্বতো- উপাদেয় ॥ ২৬ ॥

কুণ্ঠ প্রভৃতি মায়াতীত রাজ্যে ভগবানের যে সমস্ত চিত্র্য প্রকটিত আছে, তাহাতে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের রিতা নব-নবায়মান হয় না। তদুপরি স্থিত অর্থাৎ কের, যেখানে স্বয়ংরূপের নিজসুখতাৎপর্য্যপর প্রকটিত, তাদৃশী লীলার উৎকর্ষ ঐশ্বর্য্যপ্রধান ার নিকট প্রদর্শন করিবার জন্য প্রপঞ্চে প্রকটিত ইচ্ছা। আশ্রয়ের নিজবিচারে বিষয়ের প্রতি গৌরব অপেক্ষা আশ্রয়ের যাঁহার প্রতি বৈধ গৌরব , তাঁহাকে বঞ্চনা ও পরিহার করিয়া কৃষ্ণানুরাগবশে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধরাগমার্গে আমাদের পরস্পরের মিলনসুখ উদিত হইবে; কখনও মিলন, কখনও বিচ্ছেদ, দৈব ঘটনার ন্যায় উদিত হইবে। এই সমস্ত রসের নির্য্যাস আমি আস্বাদন করিব এবং ভক্তদিগকে প্রসন্ন হইয়া দান করিব। সর্ব্বভক্তকে সেই রস দান করিবার প্রক্রিয়া এই যে, আমি ব্রজে যে নির্ম্মল রাগ প্রকট করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করতঃ আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবে ॥ ২৮-৩৩ ॥

ভক্তদিগের অনুগ্রহের জন্য ভগবান্ নরদেহ প্রকটপূর্ব্বক যে রাসলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণকরতঃ তদধিকারী ভক্তজন সেই লীলাপর হইয়া সেই ক্রীড়া ভজন করিবেন ॥ ৩৪

অনুভাষ্য

ঐশ্বর্য্যব্যতিরিক্ত মাধুর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যে চেষ্টা দেখা যায়, সেই পারকীয়া সেবাপ্রবৃত্তি যোগমায়া হইতে সম্পন্ন হয়। তাদৃশ চিন্ময়ী মায়া-প্রভাব বিষয়েরও অজ্ঞেয় বিষয়, তাহা তাঁহার কৃপাস্বরূপা যোগমায়া-কর্ত্তৃকই সম্ভবপর।

ঈশ্বরের বশ্যের প্রতি যে ভাব বর্ত্তমান, সেই ভাবের অনুভূতিতে আশ্রয়ের বিষয়ের চমৎকারিতাউৎপাদনের চেষ্টার উপলব্ধি হয় না। এজন্যই যোগমায়ার বিশেষত্ববর্ণনে আশ্রয়-জাতীয়ের সহায়িনী বলিয়া উল্লেখ। বিষয় ও আশ্রয়, উভয়ের নিজ নিজ ভাবের অনুভূতিতে একে অপরের ভাবের প্রতীতিতে অবস্থিত হইতে আকৃষ্ট হন। এই লীলাবৈচিত্র্য

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥ ৩৫ ॥

রাগময়ী ভক্তি-প্রচারেচ্ছাই গৌরাবতারের মুখ্য কারণ—
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণপ্রাকট্য-কারণ।
অসুরসংহার—আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥ ৩৬ ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনাদি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ বা গৌরের মুখ্য কার্য্য নহে—
এই মত চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥ ৩৭ ॥

স্বাংশ যুগাবতারের সহিত অবতারীর মিলন—
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উক্ত শ্লোক "ভবেৎ" পদরূপ ক্রিয়ায় বিধিলিঙ্ ব্যবহার করা হইয়াছে ; অতএব ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত ; অন্যথা অর্থাৎ না করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ দোষ আছে ॥৩৫॥

কৃষ্ণাবতারে যেরূপ উক্ত বাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছিলেন, অসুর-সংহার মূলপ্রয়োজন ছিল না, কেবল আনুষঙ্গিক প্রয়োজন ছিল, সেইরূপ গৌরাবতারে কৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণতম ভগবান্। নামকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন তাঁহার নিজ কার্য্য ছিলনা, পরন্তু কোন গূঢ় কারণের জন্য যখন পূর্ণ ভগবান্ অবতীর্ণ হইতে মনন করিলেন, ঘটনাক্রমে সেই সময় যুগধর্ম্মকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং গৌরাঙ্গের গূঢ় অন্তরঙ্গ প্রয়োজন এবং যুগধর্ম্ম-প্রচাররূপ বাহ্য প্রয়োজন—এই দুই হেতুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া, তিনি প্রেম ও নামসঙ্কীর্ত্তন ভক্তগণের সহিত আস্বাদন করিয়াছেন ॥৩৬॥

অনুভাষ্য

সম্বন্ধে বাহ্যজগতে ভ্রমণশীল জনগণ প্রবেশ করিতে পারেন না। তত্ত্বদবস্থ না হইলে, অথবা তাহাতে রুচি বিশিষ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবের এই অভিজ্ঞতা-লাভের সৌভাগ্য উদিত হয় না ॥ ৩০ ॥

মর্য্যাদাময় বৈধ-ধর্ম্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণ ও গোপী পরস্পর আকর্ষণক্রমে বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক মিলিত হন। তাঁহাদেরর পরস্পরের বৈধ কর্ত্তব্য তৎকালে স্তব্ধ হয় ও পরস্পরের উদ্দীপনাক্রমে মিলিত হইতে বাধ্য হন। মিলনোৎকর্ষের সমৃদ্ধির জন্য কোন সময় বিপ্রলম্ভ-রস দ্বারা উহাই পুষ্ট হয়। প্রাকৃত জড়জগতে অনুপাদেয়তা প্রভৃতি ধর্ম্মের অবস্থানহেতু বিপ্রলম্ভের অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যে বিয়োগ-কালে সমাবেশজনিত চমৎকারিতা সমৃদ্ধ হয়। মিলনে প্রার্থনীয় বস্তুর অস্মিতাবগতির কিঞ্চিৎ শিথিলতা, পরন্তু বিরহে তত্তদ্ভাবের সংযোগস্পৃহার প্রাবল্যহেতু উহাও অধিকতর চমৎকারিতা উদয় করায় ॥ ৩১ ॥

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তৎকৃত "মনঃশিক্ষায়" "ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু," এবং শ্রীকুলশেখর সম্রাট্ তৎকৃত 'মুকুন্দমালা'-স্তোত্রে "নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥" ইত্যাদি শ্লোকে স্বধর্ম্মাতীত রাগভক্তির কথা লিখিয়াছেন ; ভা ১১।১১।৩২—"আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥"৩৩ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট কৃষ্ণের পারকীয়-বিহারের যাথার্থ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে শুকদেবের উক্তি।

ভক্তানাং (রসভেদাবস্থিতানাং হরিজনানাং) অনুগ্রহায় (কৃপা-বিতরণায়) মানুষং দেহং (নরোচিতং পরম্ অপ্রাকৃত-শরীরম্ আশ্রিতঃ দধৎ তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে (করোতি) যাঃ (ক্রীড়াঃ লীলাঃ) শ্রুত্বা (অন্যেঽপি জনঃ ভগবতি শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা) তৎপরঃ (কৃষ্ণসেবাপরায়ণঃ) ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

অনন্তলীলাময় ভগবানের বিবিধ প্রকাশ-মূর্ত্তি নিত্য বিরাজমান। সেই গোলোক-বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলন-রূপ দেবীধাম। প্রপঞ্চান্তর্গত বিচিত্রতা গোলোক-বৈকুণ্ঠের অনুরূপ হইলেও তাহাতে পরিচ্ছেদ, অবরতা, হেয়তা বা অনুপাদেয়তা ও কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম অবস্থিত। বিষয়-বিগ্রহের বিবিধ প্রকাশসমূহ আশ্রিত জীবকুলের যথোপযোগী সেব্য-সেবন-ধর্ম্মে নিত্যস্থিতিবান। বৈকুণ্ঠে বিশুদ্ধ-

গুহ্য ও বাহ্য কারণবশতঃ অবতীর্ণ হইয়া
স্বয়ং আচার ও প্রচার—

দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ৩৯ ॥

সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তনসঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে ॥ ৪০ ॥

এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য

সত্ত্ব এবং প্রপঞ্চে মিশ্র ও গুণময় সত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়। বিষয় ও আশ্রয়ে নিত্যানুভূতিতে বিবিধ লীলাবৈচিত্র্য নিত্য বর্ত্তমান থাকায় আশ্রয়ের উপযোগিতা-বিচারে "নরতনু ভজনের মূল" এই বাক্যের সার্থকতা আছে। প্রপঞ্চে মানব-জাতি সৃষ্টিপর্য্যায়ে উন্নতস্তরে অবস্থিত। আশ্রয়-জাতীয় জীবকুল প্রপঞ্চে অবস্থান-কালে তাঁহার উপযোগী বিষয়বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করেন। ভগবানের মানুষরূপ ব্যতীত অমানুষিক বিবিধ রূপ আছে। জীবের স্বরূপ-বৃত্তির উন্মেষণে ভজনীয় বস্তুর প্রকাশ ভেদে লীলার বৈচিত্র্য। সেই লীলাবৈচিত্র্যের উপযোগিতা-বিচারে তারতম্য-কথনে মানুষদেহেই নিত্যলীলাশ্রিত ভক্তগণে অধিক কৃপা বিতরিত হয়। সেইরূপ লীলা প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে সর্ব্বোত্তম মানবগণ সেব্যবস্তুর তত্তৎ সেবায় উৎসাহিত হন। ভজনপরাকাষ্ঠায় ভজনীয় বস্তুর অনুভূতি-বর্ণন শ্রবণ করিয়া স্বরূপোন্মেষের বিপুল সহায়তা করে। পঞ্চবিধ স্থায়িভাব রতির মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট মধুর রতি সামগ্রীযোগে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসের প্রকাশ করে, তাহাতে লব্ধরুচি ভক্তেরই একমাত্র অধিকার। রুচিলাভের সুবিধার জন্য ভগবান্ মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদি-লীলার বিনিময়ে রামাদি-লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন। আবার, রামাদি মানুষী লীলায় যে রসের চমৎকারিতা প্রবল নহে, তাহা নিতান্ত জীববুদ্ধির গম্য না হইলেও বা নিতান্ত দুর্লভ হইলেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যবিচার-তারতম্যে পারকীয়া মধুর রতি অতুলনীয় নবনবায়মান চমৎকারিতা প্রকাশ করে।

প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট সাহজিকগণ অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের কথা বুঝিতে না পারিয়া যে ব্যভিচার আনয়ন করে, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্বময় গোলোকের বৈচিত্র্য উদ্দিষ্ট হয় না, উহা মলিনচিত্তকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় অধঃপাতিত করায় মাত্র। অপ্রাকৃত লীলায় অধোক্ষজ-সেবা বর্ত্তমান।

অনুভাষ্য

প্রাকৃত-সাহজিকগণ সেই কথা বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণ-সেবাকে ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-জ্ঞানে ভ্রান্ত হন। প্রপঞ্চা-গত ভগবল্লীলা কিছু প্রাকৃত-সাহজিকগণের বিচরণ-ভূমিকা নহে। যোগমায়া-নির্ম্মিত কৃষ্ণরাসাদি প্রাকৃত-বিচারে সুষ্ঠুভাবে পরিলক্ষিত হয় না। সহজিয়া-সম্প্রদায় কৃষ্ণলীলাকে নশ্বর ভোগান্তর্গত মনে করে। তাহারা "তৎ-পরত্বেন নির্ম্মলম্" ও "তৎপরো ভবেৎ" পদের বিকৃতার্থ করিয়া অপ্রাকৃতত্বে প্রাকৃতত্বের আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে মাত্র। "তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ" শব্দের অর্থভ্রমে ইন্দ্রিয়তর্পণে নিমগ্ন হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অপ্রাকৃত রতিই "তাদৃশী" শব্দের মুখ্যার্থ। অবিদ্যাগ্রস্ত হরিবিমুখ জীব অপ্রাকৃত ক্রীড়া পরিহার করিয়া অক্ষজ-জ্ঞানে জড়ভোগোন্মত্ত হইয়া এই শ্লোকের কদর্থ করে। সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত্ত উপস্থিত হইলেই জীব প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়ে।

বিধিলিঙের "ভবেৎ" পদ দেখিয়া কেহ এই রুচিলভ্য রাগানুগ পথকে অধিকারনির্ব্বিশেষে অনর্থযুক্ত ভোগীরও বৈধ পথ মনে না করেন। প্রপঞ্চে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচার আছে। গোলোক-বৃন্দাবনে তাদৃশ অবরতাময় বিধি অবস্থিত হইতে পারে না। সেখানে অনুরাগের পথেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সকল আশ্রিত-তত্ত্ব কৃষ্ণ-প্রীতিরূপ উপাদেয়তার অনুসন্ধান করেন।

যদি কেহ জীবাত্মার নিত্য ও অবশ্য সেব্য প্রপঞ্চাগত পরমশ্রেষ্ঠ মধুরভাবে উদাসীন হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভগবৎসেবা ছাড়িয়া নশ্বর জৈব-লম্পটে অধঃপাতিত হইবেন। মধুররতিতে তৎপর না হইলে জীবের মধুর রতির বিপরীত হেয় জড়ভোগবাদ প্রবল হইয়া যাইবে। এইরূপ বৎসলরতিতে কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইলে ভোগ প্রবৃত্তি তাঁহাকে নশ্বর পুত্রবাৎসল্যে অধঃপাতিত করিবে। এইরূপ কৃষ্ণকে একমাত্র বন্ধুজ্ঞান না করিলে ইন্দ্রিয়-

শান্ত ব্যতীত চারি রসের আশ্রয়বর্গের কৃষ্ণপ্রীতিই কাম্য—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি প্রেম চতুর্বিধ ভক্তই আধার ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণের সুখবিধানে তাঁহাদের নিজ নিজ রসের শ্রেষ্ঠতা-মানন—

নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি' মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে ॥ ৪৩ ॥

নিরপেক্ষ-বিচারে অপ্রাকৃত মধুর-রসে অন্যান্য রস অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কৃষ্ণপ্রীতিচেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—

তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ৪৪ ॥

দাস্য, সখ্য, বৎসল ও মধুর রসে উত্তরোত্তর কৃষ্ণসুখাস্বাদনের আধিক্য—

(ভঃরঃসিঃ, দঃবিঃ, স্থায়িভাবলহরী ২২ শ্লোক)

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৪৫ ॥

মধুর-রসে দ্বিবিধা স্থিতি, স্বকীয়া ও পরকীয়া—

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ ৪৬ ॥

তন্মধ্যে পরকীয়-ভাবের কৃষ্ণপ্রীতির সর্ব্বাধিক্য এবং কেবলমাত্র ব্রজেই অধিষ্ঠান—

পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ ৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর,—এই চারি প্রকার রসের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভক্তদিগের নিকট কৃষ্ণাসুখাস্বাদনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তটস্থ হইয়া অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে দেখিলে মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসের মাধুরী আর তিন রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির হইবে ॥ ৪২-৪৪ ॥

উল্লাসময়ী রতি উত্তরোত্তর আস্বাদনবিশেষ প্রতীত হয়। সেই রতি স্থলবিশেষে বাসনাক্রমে পরমাস্বাদন-বিশেষ হইয়া মধুর-রসরূপে প্রকাশ পায় ॥ ৪৫ ॥

আর তিন রস অপেক্ষা শৃঙ্গাররসের মাধুরী অধিক হওয়ায় তাহাকে 'মধুর রস' কহা যায়। সেই মধুর রসের দ্বিবিধ স্থিতি—স্বকীয় ও পারকীয়। কৃষ্ণের বিবাহিত-পতিজ্ঞানে মধুর রস উদিত হইলে, তাহাকে স্বকীয়-মধুররস বলি; কৃষ্ণকে উপপতি-জ্ঞানে মধুররস উপস্থিত হইলে তাহাকে পারকীয় মধুর রস বলি। মধুররস-বিচারকেরা ইহা একবাক্যে সিদ্ধান্ত-করিয়াছেন যে, পারকীয়-ভাবে মধুররসে উল্লাস অধিক, ব্রজ বিনা এই রসের অন্যত্র স্থিতি নাই। অনেকে মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিত্যগোলোকবিহারী—স্বল্পকালের জন্য

অনুভাষ্য

পরায়ণ নশ্বর বন্ধুগণ আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করাইবে। এইরূপ ভগবদ্বিমুখতা উপস্থিত হইলে জীব কৃষ্ণসেবায় উদাসীন হইয়া ভোগপর ইন্দ্রিয়সেবী নশ্বরদেহের ভৃত্যবৃত্তি করিতে করিতে স্বরূপবিভ্রান্ত হইবে। এইরূপ কৃষ্ণে নিরপেক্ষ-বুদ্ধি না হইলে জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া জড়বস্তুতে নিরপেক্ষ অর্থাৎ প্রস্তরতা-নামক মোক্ষ বা নির্ব্বাণের দাস হইয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িবে। কৃষ্ণলীলা-প্রবেশে যাহার ঔদাসীন্য হইবে, তাহারই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ভোগবুদ্ধি এবং তন্নিবন্ধন সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মে ঔপাধিক অস্মিতা সমৃদ্ধ হইয়া তাহাকে চরম কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করিবে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

কৃষ্ণ ঔদার্য্যলীলারপ্রাকট্য বাসনায় তাঁহার নিত্য গৌর-লীলা প্রপঞ্চে প্রকাশিত করিয়াছেন। নিত্য গৌরলীলায় কৃষ্ণের ভক্তভাব তাঁহার নিত্যলীলার চমৎকারিতা। স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণ নিত্যগৌরলীলা প্রপঞ্চে অবতারণ করাইয়া

অনুভাষ্য

সেব্য কৃষ্ণের সেবা জীবের সুলভ করিয়াছেন। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে প্রাকৃত-সাহজিকলম্পট-সম্প্রদায় যে শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তভাব অঙ্গীকার বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগ-বিগ্রহ বলিয়া অবৈধভাবে সাজাইতে চাহে এবং আপনাদিগকে "নদীয়া-নাগরী" বা "গৌর-নাগরী" প্রভৃতি কাল্পনিক অভিধানে ভূষিত করিয়া নিত্য-বিপ্রলম্ভ-রসের ভক্ত বা আশ্রয়-জাতীয় ভাবের বিলোপ সাধন করিয়া যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহাতে স্বয়ংরূপ

ব্রজললনায় পারকীয়-ভাবের নিত্যাবস্থান এবং
শ্রীরাধায় উহার পরাকাষ্ঠা—

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ ৪৮ ॥
প্রৌঢ়-নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস-আস্বাদ কারণ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক গৌররূপে
নিজবাঞ্ছাত্রয়-পূরণ—

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি'।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ব্রজে উদিত হইয়া এই পারকীয়-ভাবে লীলা করিয়াছিলেন। ইহা গোস্বামিপাদদিগের মত নয়। শ্রীগোস্বামিপাদদিগের মতে ব্রজবিহারও নিত্য। নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোকের নিতান্ত অন্তরঙ্গ-প্রকোষ্ঠের নামই 'ব্রজ'। যেরূপ প্রপঞ্চাবতারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা হইয়াছে, নিত্যধাম ব্রজেও সেইরূপ লীলা নিত্য বিরাজমান। ব্রজে পারকীয়-রসের নিত্যাবস্থান। কবিরাজ-গোস্বামী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কহিয়াছেন "অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥" "ব্রজের সহিতে" এই শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ব্রজ' বলিয়া একটী চিন্ময়ধামে অচিন্ত্য পীঠ আছে; সেই পীঠের সহিত কৃষ্ণ নিজ-চিচ্ছক্তি-বলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোলোকান্তঃপুর সেই নিত্য ব্রজ ব্যতীত পারকীয় রসের অন্যত্র স্থিতি নাই; কেন না, তথায় গোলোকাপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট রসের অবস্থান। প্রকট-ব্রজে অপ্রকটব্রজের বিচিত্রতা জীবের চক্ষে লক্ষিত হইয়াছে, এই মাত্র। এই ব্রজবধূর ভাবের অবধি অর্থাৎ অত্যন্ত সীমা শ্রীরাধায় আছে। পরিপক্ক-বিমলভাবরূপ শ্রীরাধার ব্রজগত-প্রেমই সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসের যতদূর আস্বাদন সম্ভব, তৎপ্রাপ্তিই ইহার কারণ। অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি নিজবাঞ্ছা সাধন করিয়াছেন ॥ ৪৬-৫০ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন না। স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরবিগ্রহ সেই সকল প্রাকৃত ভোগপরায়ণ সাহজিকগণকে কৃপা করিবার পরিবর্ত্তে সুদূরে পরিবর্জ্জন করেন। কৃষ্ণলীলার সম্ভোগ-বিচার বিপ্রলম্ভ-রস-লীলাময়ের কৃষ্ণভক্তিবিনাশ-চেষ্টা; উহা শ্রীগৌরবিদ্বেষ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ॥ ৪১ ॥

অসৌ রতিঃ যথোত্তরম্ (উক্তক্রমেণ) স্বাদুবিশেষোল্লাসময়ী (মধুরবিশেষস্য আধিক্যবতী) অপি বাসনয়া (বাসনাভেদেন) কা অপি কস্যচিৎ (ভক্তস্য) স্বাদ্বী ভাসতে ॥ ৪৫ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে—স্বকীয়া কৃষ্ণবল্লভা,—"করগ্রাহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ ॥" যথাবিধি শাস্ত্রানুসারে যাঁহাদের পাণিগ্রহণ হইয়াছে, পতির আদেশ-পালনে যাঁহারা তৎপর এবং পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম হইতে যাঁহারা অবিচলা, তাঁহারা 'স্বকীয়া' নারী। পরকীয়া কৃষ্ণবল্লভা,—"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোক-

(স্তবমালায় শ্রীচৈতন্যদেবের স্তবে ২ শ্লোক)

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৫১ ॥

(দ্বিতীয়স্তবে তৃতীয় শ্লোক)

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দেবতাদিগের পক্ষে দুর্গম, উপনিষদ্গণের কষ্টগম্য, মুনিগণের সর্ব্বস্ব, প্রণতপটলীভক্তগণের মধুরিমা, ব্রজযুবতীগণের নয়নগত প্রেমের নির্য্যাস-বস্তুস্বরূপ, সেই চৈতন্যচন্দ্র কি পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন? ৫১ ॥

যে কৌতুকী কৃষ্ণ প্রণয়িজনের রসসমূহ আস্বাদন করতঃ অপার (অসীম) কোন এক প্রকার মধুর-রসবিশেষ ভোগ করিবার আশয়ে নিজবর্ণ গোপন করতঃ শ্রীরাধার দ্যুতি স্বীকারপূর্ব্বক যিনি চৈতন্যাকৃতিতে প্রকট হইয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বিশেষ কৃপা করুন্ ॥ ৫২ ॥

ভাবগ্রহণের হেতু কৈল ধর্ম্ম স্থাপন।
তার মুখ্য হেতু কহি, শুন সর্ব্বজন ॥ ৫৩ ॥
মূল হেতু আগে শ্লোকের কৈল আভাস।
এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়)
রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৫৫ ॥

পঞ্চমশ্লোক-ব্যাখ্যারম্ভ ; গৌরাবতারের গূঢ় কারণ,
প্রথমে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি' ॥৫৬॥

রাধাগোবিন্দমিলিত-তনু গৌর—

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই ॥৫৭॥

গৌরতত্ত্বমহিমা-বর্ণনের নিমিত্ত রাধাগোবিন্দের প্রণয়-ব্যাখ্যা—

ইথি লাগি আগে কহি তাহার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা-কথন ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীরাধার ভাবগ্রহণের আশয়ে ধর্ম্মস্থাপন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই কার্য্যের যে মুখ্য প্রয়োজন, তাহা বলিতেছি। মূল হেতু বলিবার জন্য শ্লোকের আভাস এ পর্য্যন্ত বলিলাম ॥ ৫৩-৫৪ ॥

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হ্লাদিনীশক্তিক্রমে রাধা-কৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্য-তত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করি ॥ ৫৫ ॥

অনুভাষ্য

যুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ॥ পরপুরুষের অনুরাগাকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন, এবং এতাদৃশ যৌনসম্বন্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবিধির স্বীকৃত নয় জানিয়া ইহলোক ও পরলোকের কোন প্রকার অসুবিধা গ্রাহ্য করেন না, তাঁহারা 'পরকীয়া' রমণী ॥ ৪৬ ॥

সুরেশানাং (মহেন্দ্রাদীনাং) দুর্গং (দুরধিগম্যং) আশ্রয়ঃ উপনিষদাং (বেদশিরোভাগানাম্) অতিশয়েন গতিঃ (লক্ষ্যং) মুনীনাং সর্ব্বস্বং (জড়নির্ব্বিণ্ণানাং একমাত্রধনং) প্রণত-পটলীনাং (ভক্তসমূহানাং) মধুরিমা (সৌন্দর্য্যাশ্রয়ঃ) নিখিল-পশুপালাম্বুজদৃশাং (সমস্তব্রজবনিতানাং) প্রেম্নঃ বিনির্যাসঃ (সারঃ) স চৈতন্যঃ পুনঃ অপি কিং মে দৃশোঃ পদং যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি) ? ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অন্যোন্যে—পরস্পরে। এই পদ্যগুলির বাক্যার্থ স্পষ্ট, কিন্তু ভাবার্থ গূঢ়। রাধা—শক্তি, কৃষ্ণ—শক্তিমান্ তত্ত্ব। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এই বেদান্তবাক্যের অর্থ এই যে, কোন বিচারে শক্তির আধার হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না ; কিন্তু অবিচিন্ত্য-শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিলাসরসাস্বাদন করিতে নিত্য পৃথক্, অথচ যুগপৎ এক।

অনুভাষ্য

কুতুকী (ভাবাস্বাদনানন্দঃ) যঃ কস্য অপি প্রণয়িজন-বৃন্দস্য (নিজপ্রীতিবিগ্রহস্য) কমপি (অনির্ব্বচনীয়ম্) অপারং মধুরং রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুং (স্বয়ং তদ্ভাব-গ্রহণেন আস্বাদয়িতুং) তদীয়াং (তৎপ্রণয়িজনসম্বন্ধিনীং) দ্যুতিং (শোভাং) প্রকটয়ন্ (প্রকাশয়ন্) স্বাং (স্বকীয়াং ঘনশ্যাম-রূপাং) দ্যুতিঃ আবব্রে (আবৃতবান্) সঃ চৈতন্যাকৃতির্দেবঃ (গোপীজনবল্লভঃ) নঃ (অস্মান্) অতিতরাং কৃপয়তু ॥ ৫২ ॥

এই চারি লাইনের পরিবর্ত্তে কোন কোন পাঠে ছয় লাইন দেখা যায় ; যথা—"ভাবগ্রহণের হেতু করিল ধর্ম্ম স্থাপন। মূলহেতু আগে শ্লোকের করিব বিবরণ ॥ ভাব-গ্রহণের এই শুনহ প্রকার। তাহা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিয়ে বিচার ॥ এইত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস। এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ পরকাশ ॥" ৫৩-৫৪॥

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ (কৃষ্ণস্য প্রণয়বিকৃতিঃ প্রেম-বিলাসরূপা হ্লাদিনী শক্তিঃ) ; একাত্মানৌ (অভিন্নাত্মানৌ) পুরা (অনাদিকালতঃ) তৌ (রাধাকৃষ্ণৌ) ভুবি দেহভেদং

শ্রীরাধার তত্ত্ব ও কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার ॥ ৫৯ ॥

হ্লাদিনী-শক্তির লক্ষণ—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥ ৬০ ॥

শক্তিমান্ ও শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ—

সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥ ৬১ ॥

একই শক্তিমানের একই শক্তির তিনটী রূপ, (১) আনন্দ বা রসাস্বাদ-দান, (২) কর্ত্তৃত্ব-পরিচালন বা ভোক্তৃত্ব-সম্পাদন এবং (৩) সত্তা-প্রকাশন বা অস্তিত্ব-বিধান—

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি ॥৬২॥

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১ অং, ১২ অ, ৪৮ শ্লোকে ধ্রুবের উক্তি)

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

রাধা প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী; কৃষ্ণকে পরমানন্দে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। আবার, তিনি কৃষ্ণের চিদ্বিভিন্নাংশরূপ জীবের স্বরূপগত প্রেমপুষ্টিক্রিয়াদ্বারা লক্ষিতা। পূর্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেই একই চিচ্ছক্তি প্রথমে

অনুভাষ্য

(বিষয়াশ্রয়গতবিগ্রহদ্বয়ভেদং) গতৌ (প্রাপ্তৌ)। অধুনা (ইদানীং) তদ্দ্বয়ং (তয়োর্দ্বয়ং) ঐক্যম্ আপ্তম্। রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিতং (ভাবশ্চ দ্যুতিশ্চ ভাবদ্যুতী, রাধায়াঃ ভাবদ্যুতী, তাভ্যাং সুবলিতং যুক্তম্, অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং) কৃষ্ণস্বরূপং চৈতন্যাখ্যং প্রকটং (প্রকটিতবিগ্রহং) নৌমি (প্রণমামি) ॥ ৫৫ ॥

শ্রীজীবপ্রভু 'প্রীতিসন্দর্ভে' (৬৫ সংখ্যায়)—"অথ শ্রুতৌ চ—'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী' ইতি শ্রূয়তে। তস্মাদেবং বিবিচ্যতে। যা চৈবং ভগবন্তং স্বানন্দেন মদয়তি, সা কিংলক্ষণা স্যাৎ? ইতি। ন তাবৎ সাংখ্যানামিব প্রাকৃতসত্ত্বময়-মায়িকানন্দরূপা, ভগবতো মায়ানভিভাব্যত্ব-শ্রুতেঃ, স্বতস্তৃপ্তত্বাচ্চ। ন চ নির্ব্বিশেষবাদিনামিব ভগবৎ-স্বরূপানন্দরূপা, অতিশয়ানুপপত্তেঃ। অতো নতরাং জীবস্য স্বরূপানন্দরূপা, অত্যন্তক্ষুদ্রত্বাৎ তস্য। ততো 'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেণ হ্লাদিন্যাখ্য-তদীয়স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপৈবেত্যবশিষ্যতে—যয়া খলু

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী, চিদংশে পূর্ণজ্ঞানরূপ সম্বিত্তত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব, আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপতত্ত্বের আহ্লাদ-দায়িনী ॥ ৫৬-৬২ ॥

হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ত্রিবিধব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় করতঃ যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি 'হ্লাদকরী', 'তাপকরী' ও 'মিশ্রা'—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণস্বরূপে একাকারা ॥ ৬৩ ॥

অনুভাষ্য

ভগবান্ স্বরূপানন্দবিশেষী ভবতি, যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তীতি। অথ তস্যা অপি ভগবতি সদৈব বর্ত্তমানতয়াতিশয়ানুপপত্তেস্ত্বেবং বিবেচনীয়ং, শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ। তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনীবৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমাণা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি।"

বেদেও কথিত হইয়াছে যে, ভক্তিই ভগবানের নিকট ভক্তকে লইয়া যান, ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করান, ভগবান্ ভক্তিবশ, এবং ভক্তিরই বাহুল্য তথায় কথিত হইয়াছে। অতএব এইরূপ বিবেচিত হইতেছে—যে বস্তুশক্তি ভগবান্‌কে নিজ আনন্দ দ্বারা উন্মত্ত করান, তাহার লক্ষণ কি? তদুত্তর এই,—শ্রুতিতে মায়া ভগবানকে অতিক্রম

শুদ্ধসত্ত্বেই ভগবান্ অধিষ্ঠিত বা প্রকটিত অর্থাৎ সন্ধিনীর ভগবৎপ্রাকট্য-বিধানরূপ সেবা—

সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ৬৪ ॥

অনুভাষ্য

করিতে পারে না কথিত হওয়ায়, এবং ভগবান্ স্বতন্ত্র বলিয়া সাংখ্যমতবাদিগণের সিদ্ধান্তানুসারে সেই বস্তুশক্তিকে প্রাকৃত সত্তাবিশিষ্ট মায়িক আনন্দরূপা বলা যায় না। সেই বস্তুশক্তিকে নির্ব্বিশেষবাদিগণের ন্যায় ভগবৎস্বরূপানন্দ-রূপাও বলা যায় না, যেহেতু এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাপর বিচারে বিশেষরূপে অসিদ্ধ। অতএব উহা জীবের স্বরূপানন্দরূপাও নহে, যেহেতু নিত্য হইলেও জীব অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তজ্জন্য "সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানেই কেবল একমাত্র 'হ্লাদিনী' 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' শক্তিত্রয় অবস্থিত। হে ভগবন্, গুণবর্জ্জিত তোমাতে আহ্লাদ ও ক্লেশমিশ্র ভাব নাই"—এই বিষ্ণুপুরাণ-বাক্যে তদীয় হ্লাদিনী-নাম্নী স্বরূপশক্তিই আনন্দরূপা, যেহেতু এই শক্তিদ্বারাই ভগবৎস্বরূপে আনন্দ-বিশেষ লক্ষিত হয়, এবং ভগবান্ এই শক্তি দ্বারাই তত্তৎ আনন্দ অন্য ভক্তগণকে প্রদান করেন, ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত। ভগবানে হ্লাদিনীশক্তি নিত্য বর্ত্তমান থাকায় নির্ব্বিশেষ-বাদীর উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে পরিত্যাজ্য—ইহাই জানিতে হইবে, যেহেতু শ্রুত্যর্থসমূহের অন্যরূপ অসঙ্গতি হইলে ফলাস্তবের আশঙ্কা হয় অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণীয় উক্ত প্রমাণ বেদার্থসহ একরূপে সিদ্ধ বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদিগণের ঐরূপ উক্তি বেদার্থের বিপর্য্যয়জনক এবং বেদার্থ-তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত নহে। এই জন্য সেই হ্লাদিনীরই সর্ব্বানন্দাতি-শায়িনী নিত্যবৃত্তি ভক্তবৃন্দে প্রদত্ত হইলে উহা 'ভগবৎ-প্রীতি' আখ্যা লাভ করে। শ্রীভগবান্ও সেই প্রীতি ভক্তে অনুভব করিয়া ভক্তের প্রীতি গ্রহণ করেন।

শ্রীভগবানে তিন প্রকার শক্তি বিষ্ণুপুরাণে কথিত থাকায় যে শক্তি ভগবানকে আনন্দ বিধান করেন, তাহা সাংখ্যের জড়ানন্দ বা নির্ব্বিশেষবাদীর শক্তি-শক্তিমত্তত্ত্বের পার্থক্যের অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন কেবল চিদেকানন্দ, এইরূপ নহে। হ্লাদিনীশক্তিই ভগবানকে আনন্দ প্রদান করেন

কৃষ্ণ সন্ধিনীর অধীশ্বর হইলেও তাঁহার যাবতীয় ভোগ্য-বস্তুই সন্ধিনীর পরিণতি—

মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥ ৬৫ ॥

অনুভাষ্য

এবং ভগবান্ হ্লাদিনীশক্তি দ্বারা জীবকে তাঁহার নিজের প্রতি প্রীতিধর্ম্ম প্রদান করেন, আবার ভক্তের ভগবৎ-প্রীতিতে বাধ্য হইয়া প্রীতি পুষ্ট করেন ॥ ৬০ ॥

শ্রীজীবপ্রভু ভগবৎসন্দর্ভে (১১৭ সংখ্যায়)—"যয়া সত্তাং দধতি ধারয়তি চ, সা সর্ব্বদেশকালদ্রব্যাদিপ্রাপ্তিকরী সন্ধিনী; তথা সম্বিদ্রূপোঽপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ, সা সম্বিৎ; তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সম্বিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ, সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্। তদেবং তস্যা মূলশক্তেস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্ব্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। তচ্চান্যনিরপেক্ষস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপনজ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব। অস্য মায়য়া স্পর্শা-ভাবাৎ বিশুদ্ধত্বম্। * * * যতশ্চ সত্ত্বাৎ লোকো বৈকু-ণ্ঠাখ্যঃ প্রকাশতে। সত্ত্ব-শব্দেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ-স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিবিশেষ উচ্যতে। প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্বমিত্যশুদ্ধসত্ত্ব-লক্ষণপ্রসিদ্ধ্যনুসারেণ তথাভূতশ্চিচ্ছক্তিবিশেষঃ সত্ত্বমিতি সঙ্গতিলাভাৎ। ততশ্চ তস্য স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন স্বরূপাত্ম-কৈবেত্যুক্তম্। প্রাকৃতা সত্ত্বাদয়ো গুণা জীবস্যৈব ন ত্বীশস্যেতি শ্রূয়তে। যথৈকাদশে—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে" ইতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র ন প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥" অত্র প্রাকৃতা ইতি বিশিষ্যাপ্রাকৃতা-স্বত্বে গুণাস্তস্মিন্ সন্ত্যেবেতি ব্যঞ্জিতম্। তথা চ দশমে দেবেন্দ্রেণোক্তম্—"বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্। মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো ন বিদ্যতে তে গ্রহণানুবন্ধঃ॥" প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্বং, গোচরস্য বহুরূপত্বে রজঃ, বহুরূপস্য তিরোহিতত্বে তমঃ। তথা পরস্পরস্যো-দাসীনত্বে সত্ত্বম্; উপকারিত্বে রজঃ; অপকারিত্বে তমঃ।

তত্র চেদমেব বিশুদ্ধসত্ত্বং সন্ধিন্যংশপ্রধানং চেদাধার-

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৪ স্ক, ৩ অ, ২৩ শ্লোক)

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ॥ ৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সত্তাবিস্তারিণী সন্ধিনীশক্তির সারাংশের নাম 'শুদ্ধসত্ত্ব'। সত্ত্ব দুই প্রকার—মিশ্রসত্ত্ব ও শুদ্ধসত্ত্ব। বস্তুসত্তারই নাম 'সত্ত্ব'। সন্ধিনী-ক্রিয়া ব্যতীত কোন সত্ত্বই হইত না। ভগবানের সত্তাপ্রকাশও সেই সন্ধিনীর কার্য্য। শুদ্ধ-চিত্তত্ত্বে সন্ধিনীর যে ক্রিয়া, তাহারই নাম 'শুদ্ধসত্ত্ব'। ভগবানের মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার অর্থাৎ বিশেষরূপ কার্য্য। এই স্থলে এই তত্ত্ব স্পষ্ট বুঝিবার জন্য আরও জানা উচিত যে, স্বরূপ অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত-সন্ধিনী চিজ্জগতের সমস্ত সত্তা অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ, ভগবানের দাস, দাসী, সঙ্গিনী, পিতা মাতা, প্রভৃতি সমস্ত চিন্ময় স্বরূপের সত্তা প্রকাশ করিয়াছেন; মায়াশক্তিগত-সন্ধিনী জড়জগতের সমস্ত ভৌতিক সত্তা বিস্তার করিয়াছেন এবং জীবশক্তিগত সন্ধিনী জীবের চিৎকণরূপ সত্তা বিস্তার করিয়াছেন ॥৬৪-৬৫

শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন,—ভগবানের স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনী-প্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ যে নিত্যতত্ত্ব আছে, তাহারই নাম 'বসুদেব'। সেই শুদ্ধসত্ত্বে চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ নিত্যপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন; তাঁহারই নাম 'বাসুদেব'। তিনি জড়ীয় ও মায়িক, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত। ভক্তি-পূতচিত্তে আমি তাঁহাতে প্রণাম বিধান করি। তাৎপর্য্য এই, কৃষ্ণস্বরূপ ইত্যাদি তাঁহার স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনীর নিত্যকার্য্য ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য

শক্তিঃ। সম্বিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্যা। হ্লাদিনীসারাংশ-প্রধানং গুহ্যবিদ্যা। যুগপৎ শক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্রা-ধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে।"

ভগবান্ যে শক্তিদ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও করান, তাহা সকল দেশকালদ্রব্যাদি-প্রকাশিকা 'সন্ধিনী'; যে

সম্বিচ্ছক্তি দ্বারা ভগবানের অনুভব-কর্তৃত্ব বা আনন্দের ভোক্তৃত্বোপলব্ধি এবং অদ্বয়জ্ঞানে ভগবজ্জ্ঞান—

কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সম্বিৎক্রিয়ার নাম 'জ্ঞান'। দ্রষ্টা দুই জন—কৃষ্ণ ও জীব। কৃষ্ণের দর্শন পূর্ণজ্ঞান-মূলক বলিয়া তাঁহার সম্বেদন-কার্য্যে অন্তর নাই, অতএব তাঁহার জ্ঞানকে 'ঈক্ষণ-মাত্র' বলা যায়; জীবের দর্শনে অনেক অন্তর আছে, অতএব তাহার দর্শনকে 'সম্বেদনস্বরূপজ্ঞান' বলি। সেই জ্ঞান ত্রিবিধ—সাক্ষাজ্জ্ঞান, ব্যতিরেক-জ্ঞান ও বিকৃত-জ্ঞান। জড়বিষয়ে জীবের জড়েন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান, তাহা কখনই নির্ম্মল নয়, সুতরাং বিকৃত; তাহা মায়া-শক্তিগত সম্বিতের বিকৃতিময়-ক্রিয়া। জড়ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষজ্ঞান জড়জ্ঞানের সম্বন্ধাশ্রিত হওয়ায় তাহা ক্ষুদ্র, তাহা কেবল জীবগত-সম্বি-চ্ছক্তির কার্য্য, অতএব অসম্পূর্ণ। এই সকল জ্ঞানের নাম 'ব্রহ্মজ্ঞান', 'আত্মজ্ঞান', 'নির্ব্বিশেষজ্ঞান', 'অভেদজ্ঞান' ইত্যাদি। চিদ্গত-সম্বিচ্ছক্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া জীবে কৃপা করেন, তখন কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান জন্মে; অতএব তাহাই সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান তাহার পরিবার অর্থাৎ অবস্থা-ভেদে আবরণমাত্র ॥ ৬৭ ॥

অনুভাষ্য

শক্তিদ্বারা স্বয়ং জানিতে এবং জানাইতে সমর্থ হন, তাহা 'সম্বিৎ'; চিৎপ্রধানা যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আনন্দকে জানেন এবং অপরকে আনন্দ জানাইতে সমর্থ হন, তাহাকে 'হ্লাদিনী' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

সেই মূল পরাশক্তির ত্রিরূপত্ব সিদ্ধ হইল; উহার স্বতঃ-প্রকাশ-লক্ষণময় যে বৃত্তিবিশেষদ্বারা ভগবান্ স্বয়ং, তাঁহার স্বরূপশক্তি অথবা চিদ্বৈশিষ্ট্যাদির আবির্ভাব হয়, তাহাই 'বিশুদ্ধসত্ত্ব'। উহা অন্য-নিরপেক্ষ ও ভগবৎপ্রকাশরূপা। স্বয়ং অনুভব ও অন্যকে অনুভব করাইবার বৃত্তিদ্বয়ের বর্ত্ত-মানতাহেতু উহা সম্বিৎও বটে। মায়াস্পর্শ না থাকায় উহার বিশুদ্ধতা। এই বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতে 'বৈকুণ্ঠ' নামক

হ্লাদিনীর বিভাগ—

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব' ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হ্লাদিনীর ক্রিয়ার নাম 'প্রেম'। সেই প্রেম দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধপ্রেম ও মিশ্রপ্রেম। কৃষ্ণগত হ্লাদিনীশক্তি কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করিয়া যখন শুদ্ধ-সম্বিতের সহিত একত্রে জীবকে কৃপা করেন, তখনই জীবের 'কৃষ্ণপ্রেম' হয়। হ্লাদিনীর বিকার যখন মায়াশক্তি-দ্বারা জীবকে আকর্ষণ করে, তখনই জীব বিষয়-প্রেমে মত্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত হয়, সুতরাং সুখ-দুঃখের বশীভূত হইয়া পড়ে। জীবগণের প্রেমাদর্শ ব্রজের গোপীমণ্ডলী; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা। চিৎস্বরূপগত-হ্লাদিনীর সার যে 'প্রেম' এবং প্রেমের সার যে 'ভাব', আবার সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা যে 'মহাভাব', তাহাই শ্রীমতী রাধিকা ঠাকুরাণী। তিনিই সর্ব্বগুণের আকর, আর কৃষ্ণকান্তা-দিগের শিরোমণি ॥ ৬৮-৬৯ ॥

অনুভাষ্য

ধাম প্রকাশ পায়। এই 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' শব্দে স্বতঃপ্রকাশলক্ষণ-ময় ভগবৎস্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে বলা হয়। প্রাকৃত অশুদ্ধতা-লক্ষণের প্রসিদ্ধি সঙ্গত হওয়ায় শুদ্ধসত্ত্ব বা সন্ধিনী চিচ্ছক্তিবিশেষ। এই শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া ইহাও স্বরূপশক্ত্যাত্মক। প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণসমূহ যে জীবেরই, ঈশ্বরের নহে, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত আছে; যথা একাদশ স্কন্ধে ভগবদুক্তি—"সত্ত্বরজস্তম-এই গুণত্রয় মদ্‌বিমুখ জীবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কখনই আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে।" বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে—'যাঁহাতে অপ্রাকৃত গুণসমূহ বিরাজমান, সেই ঈশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ থাকে না, থাকিতে পারে না; সেই নিখিল শুদ্ধবস্তু-সমূহের মধ্যে অবিমিশ্র শুদ্ধবস্তু আদ্যপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হউন্।' এস্থলে "প্রাকৃত" এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষ করিয়া তাঁহাতে (ভগবানে) যে তদিতর অপ্রাকৃত গুণসমূহ বর্ত্তমান, তাহা ব্যক্ত হইতেছে। দশম স্কন্ধে দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তি—'হে ভগবন্, তোমার ধাম বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, উহা শান্ত, তপস্যারূপী সেবাময় এবং রজস্তমোবিহীন; এই মায়াময় গুণপ্রবাহ ও প্রাকৃত গুণের সংস্পর্শ বা গ্রহণাদি তোমার নাই।' 'অব্যক্তাবস্থায় সত্ত্বগুণ, বাহ্য অভিব্যক্তি ও উৎপত্তিশীল বহুপ্রকাশে রজোগুণ, বহুপ্রকাশের অভাবে তমোগুণ অর্থাৎ গুণত্রয় যেস্থানে পরস্পর শিথিল বা উদাসীন, তথায় সত্ত্বগুণ, যেস্থলে কার্য্যকারিতা বা ক্রিয়া-শীলতা এবং যে স্থলে ধ্বংস বা বিনাশভাব, তথায় তমোগুণ বর্ত্তমান।

এইস্থলে এই বিশুদ্ধসত্ত্বই সন্ধিন্যংশপ্রধান আধারশক্তি; সম্বিদংশপ্রধান আত্মবিদ্যা; হ্লাদিনীশক্তি সারাংশ প্রধান গুহ্যবিদ্যা (প্রেমভক্তি)। যুগপৎ ত্রিশক্তিপ্রধান মূর্ত্তি বা বিগ্রহ। ঐ আধার-শক্তিদ্বারা ভগবদ্ধাম প্রকাশ পায়।

পরতত্ত্ব বাস্তব-বস্তুস্বরূপ এবং ত্রিশক্তিতে নিত্যপ্রকটিত। শক্তিত্রয়ময়ী এক পরা অচিন্ত্যশক্তি হইতে বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব, তটাস্থাখ্য চিদেকাত্ম শুদ্ধজীবরূপে, বহিরঙ্গ-বৈভব জড়াত্মপ্রধানরূপে ও পূর্ণস্বরূপের সহিত চারিপ্রকারে নিত্য অবস্থান করেন। স্বরূপ এবং তদ্রূপবৈভব-শক্তি অন্তরঙ্গা-শক্তির স্বয়ংরূপ ও বৈভব-প্রকাশভেদে দুইপ্রকারে অবস্থিত। অঙ্গীর অন্তঃ অঙ্গে যে শক্তি বিরাজমানা, তাহাই 'অন্তরঙ্গা'। অন্তরঙ্গা-শক্তির শক্তিমৎতত্ত্ব স্বয়ংরূপ ভগবান্ স্বীয় বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব প্রকাশ করেন। ভগবানের বাহ্য অঙ্গ—'প্রধান' ও প্রাকৃত দ্রব্যসমূহ। এই বহিরঙ্গা-শক্তি প্রাকৃত জগতে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাণুপ্রস্তরাদি দেহে তটস্থাশক্তি-পরিণত জীবকে আবৃত করিয়া লঘু-গুরু ভাবে বর্ত্তমান থাকে।

স্বরূপ-শক্তি ত্রিবিধ বিভাগে পরিলক্ষিত হন। সেই গুলিকে অংশিনী (স্বরূপ) শক্তির অংশ বলা হইয়াছে। শক্তির নিত্য বর্ত্তমানতা বা সদংশ অর্থাৎ কালাদিদ্বারা ক্ষোভ্য হইবার অযোগ্যতা 'সন্ধিনী' নামে পরিচিত। জ্ঞাতৃত্ব বা চিদংশ নিত্যানন্দ হইতে বিশেষত্বযুক্ত হইয়া অদ্বয়জ্ঞান,

মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণপ্রীতি-পরাকাষ্ঠাই শ্রীরাধিকা—

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ ৬৯ ॥

(উজ্জ্বলনীলমণির দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্য)

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ব্রজবিলাসিনী গোপীগণের মধ্যে চন্দ্রাবলী ও রাধিকা শ্রেষ্ঠা; আবার, সেই দুয়ের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাবস্বরূপা, তাঁহার তুল্য গুণ আর কোন গোপিকারই নাই ॥ ৭০ ॥

অনুভাষ্য

'সম্বিদ্' নামে পরিচিত অর্থাৎ যাহাতে কৃষ্ণের স্বতঃকর্তৃত্ব পূর্ণ চিদ্ধর্ম্মে পরিচিত, তাহাই 'সম্বিৎশক্তি' নামে প্রসিদ্ধ। অংশিনীর যে অংশ সচ্চিৎ হইতে বিশেষত্ব রক্ষা করেন, উহাই আনন্দময়ী শক্তি। বিশেষত্ব-বর্ণনে ত্রিবিধশক্তির বিভিন্ন পরিচয় থাকিলেও এই অংশত্রয় স্বরূপশক্তিতেই অবস্থিত, আবার তটস্থা ও বহিরঙ্গা-শক্তিতে এই শক্তিত্রয়ের বিভিন্ন অধিষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। বহিরঙ্গা-শক্তিতে ত্রিগুণ এবং তটস্থাখ্য শক্তির বদ্ধজীবাংশে ঐ ত্রিগুণের ক্রিয়া ও মুক্তাংশে সচ্চিদানন্দের আশ্রয়জাতীয়ত্বে সেবন-বৃত্তিতে সেব্যের উপযোগী শক্ত্যংশ বিরাজমান ॥ ৬২ ॥

হে ভগবন্, একা (মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা শক্তিঃ) হ্লাদিনী (আহ্লাদকরী) সন্ধিনী (সন্ততা) সম্বিৎ (বিদ্যাশক্তিঃ) সর্ব্ব-সংস্থিতৌ (সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে) ত্বয়ি এব (ন তু জীবেষু, তত্র চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি) ; হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা (হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী, বিষয়-বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী, তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী) গুণবর্জ্জিতে (সত্ত্বাদিগুণৈর্বর্জ্জিতে) ত্বয়ি (ভগবতি, পরন্তু ন জীবেষু) এব (অত্র ক্রমাদুৎকর্ষেণ সন্ধিনীসম্বিৎ-হ্লাদিন্যো জ্ঞেয়াঃ)।

এই শ্লোকের এবং ভা ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী শ্রীবিষ্ণুস্বামিকর্তৃক কথিত এই শ্লোককে 'সর্ব্বজ্ঞ সূক্ত'-বচন বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন—'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥'৬৩

তাঁহার ভিতরে ও বাহিরে প্রত্যেক অঙ্গে
কৃষ্ণপ্রেমের রূপ প্রকটিত—

কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীমতী রাধিকা চিন্ময়ী—জড়গত জীবের ন্যায় তাঁহার জড়েন্দ্রিয়, জড়দেহ ও লিঙ্গদেহরূপ চিত্ত নাই। তাঁহার চিন্ময়-স্বরূপে শুদ্ধ-চিন্ময়চিত্ত, চিন্ময়-ইন্দ্রিয় ও চিন্ময়-শরীর আছে। তাঁহার চিত্তেন্দ্রিয়কায় কৃষ্ণপ্রেম কর্তৃক পরি-ভাবিত। তিনি কৃষ্ণের নিজ-শক্তি, অতএব তাঁহার একমাত্র ক্রীড়ার সহায়। শক্তিমৎতত্ত্ব কৃষ্ণ, শক্তি হইতে পৃথক্ হইলে কোন ক্রীড়া করিতে পারেন না। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় কলেবরকে প্রকট করিয়াছেন। সেই কলেবরে যখন কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন, তখন শ্রীমতীর সহায়তা ব্যতীত আর কি করিবেন? অতএব রাধিকাই কৃষ্ণের ক্রীড়ার একমাত্র সহায় ॥ ৭১ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণের মাতাপিতা, স্থান-গৃহাদি শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি। পরিণত শুদ্ধসত্ত্বে ভগবানের স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণের আকরস্থল যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাতে কৃষ্ণোৎপত্তির স্বরূপ দেখা গেলেও কৃষ্ণ বসুদেবাত্মক শুদ্ধসত্ত্বমাত্র নহেন, তিনি অদ্বয়জ্ঞান সম্বিৎসার ভগবজ্জ্ঞানের নিত্যাধিষ্ঠাতৃ-দেব। আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণসম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুগুলি শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বলিয়া তাহাতে কৃষ্ণের সম্বন্ধ সেবোন্মুখচিত্তে তাহারা দেখিতে পান; বস্তুতঃ ভগবান্ চিৎস্বরূপ ॥ ৬৪ ॥

পিতা দক্ষের গৃহে যজ্ঞদর্শনার্থ গমনোন্মুখী সতীর প্রতি কর্ম্মজড় দক্ষকে বিষ্ণুবিমুখ জানিয়া মহাদেবের উক্তি।

বিশুদ্ধং (স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাৎ জাড্যাংশেন রহিতং) সত্ত্বং (চিচ্ছক্তিবৃত্তিময়ম্ অপ্রাকৃতং) বসুদেবশব্দিতং (বসত্য-স্মিন্নিতি বসুঃ, তথা দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবঃ, স চাসৌ স চেতি ; যৎ (যস্মাৎ) তত্র (সত্ত্বে) পুমান্ (পুরুষঃ) অপাবৃতঃ (আবরণশূন্যঃ সন্) ঈয়তে (প্রকাশতে)। তস্মিন্ সত্ত্বে অধোক্ষজঃ (অধঃকৃতম্ অতিক্রান্তম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানং

গোলোকে গোপীর সহিত নিত্য রসবিলাসী গোবিন্দ—

(ব্রহ্মসংহিতা ৫ অ, ৩৩ শ্লোক)

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে, শুন বিবরণ ॥ ৭৩ ॥

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভাগবতে মধুর রতিতে ত্রিবিধা কৃষ্ণকান্তা—

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৭৪ ॥

ব্রজাঙ্গনা-রূপ, আর কান্তাগণ-সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ ৭৫ ॥

সব কৃষ্ণকান্তাই অংশিনী রাধার অংশ—

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥৭৬॥
বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ-বিভুতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপ মহিষীর ততি ॥ ৭৭ ॥

দ্বারকায় মহিষীগণ এবং নারায়ণ-বাসুদেবাদির লক্ষ্মীগণ—

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশস্বরূপ ॥ ৭৮ ॥

ললিতাদি ব্রজাঙ্গনাগণ কায়ব্যূহ—

আকার-স্বরূপ-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥ ৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আনন্দচিন্ময়রস দ্বারা প্রতিভাবিত যে গোপীসকল, তাঁহাদের সহিত স্ব-স্বরূপে অখিলাত্মভূত আদিপুরুষ গোবিন্দ গোলোকে নিত্য নিবাস করেন,তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

অনুভাষ্য

যেন সঃ) ভগবান্ বাসুদেবঃ (বসুদেবে ভবতি প্রতীয়তে ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ, বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা) মে (ময়া) মনসা বিধীয়তে (বিশেষেণ চিন্ত্যতে)।

শ্রীজীবপ্রভুকৃত ভগবৎসন্দর্ভে (১১৭ সংখ্যা)— "অথ মূর্ত্ত্যা পরতত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে ; ইয়মেব বসুদেবাখ্যা।" ও পরবর্ত্তী শেষাংশে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের গৌড়ীয় ভাষ্য ১১৭২-৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥ ৬৬ ॥

তয়োঃ (শ্রীরাধাচন্দ্রবাল্যাঃ) উভয়োঃ অপি মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা (সর্ব্বপ্রকারেণ অধিকা শ্রেষ্ঠা)। ইয়ং (শ্রীরাধিকা) মহাভাবস্বরূপা (মাদনাখ্যমহাভাব-বিশিষ্টা অষ্টভাবসমন্বিতবিগ্রহা) গুণৈঃ (পঞ্চবিংশতি-সংখ্যকৈঃ) অতি বরীয়সী (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা) ॥ ৭০ ॥

অখিলাত্মভূতঃ (গোকুলবাসিনাং প্রিয়বর্গাণাম্ আত্ম-ভূতঃ) সঃ এব আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ (আনন্দ-চিন্ময়াত্মকেন রসেন প্রতিক্ষণং ভাবিতাভিঃ নিজরূপতয়া স্ব-স্বরূপতয়া প্রসিদ্ধাভিঃ) কলাভিঃ (হ্লাদিনীশক্তিরূপাভিঃ) তাভিঃ (ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ) গোলোকে এব নিবসতি, তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামি ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আর—অন্যপ্রকার। তৃতীয়প্রকার অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনা-গণ ; ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার কান্তাগণের সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা ॥৭৫॥

অবতারিস্বরূপ কৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি-অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ শ্রীমতী রাধিকা সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী অর্থাৎ তাঁহার অংশ হইতে লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণ বিস্তৃত হইয়াছেন। সেই সকল কান্তাগণ তাঁহার অঙ্গবিভূতিরূপে বৈভবগণমধ্যে পরিগণিত। বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপে মহিষীগণের বিস্তৃতি। ইহার মধ্যে বিচার এই যে, লক্ষ্মীগণ রাধিকার বৈভব-বিলাসাংশরূপ এবং মহিষীগণ তাঁহার প্রাভবপ্রকাশস্বরূপ। ব্রজদেবীগণ তাঁহার নিজের কায়ব্যূহ-রূপ আকার ও স্বরূপ-প্রভেদে রসের কারণ হইয়াছেন। বহু কান্তা বিনা রসের উল্লাস হয় না, এই জন্য লীলার সহায়স্বরূপ এইরূপ অনেক 'প্রকাশ' তাঁহার দেখা যায় ; তন্মধ্যে ব্রজরস সর্ব্বাধিক। নানাভাব-রসভেদে কৃষ্ণকে তথায় তিনি রাসাদি-লীলার আস্বাদন করান ॥ ৭৬-৮১ ॥

অনুভাষ্য

রসের বর্দ্ধন ও চমৎকারিতার জন্য একই হ্লাদিনীর বহু প্রকাশ—

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ ৮০ ॥

তন্মধ্যে ব্রজবিলাসই কৃষ্ণপ্রীতির শ্রেষ্ঠ চমৎকারিতা—

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস-ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥ ৮১ ॥

শ্রীরাধিকার পঞ্চনাম—

গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥ ৮২ ॥

(বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে)

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ—(১) সৌন্দর্য্য বা বিলাসের আধার—

'দেবী' কহি দ্যোতমানা, পরমা সুন্দরী।
কিম্বা, কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥ ৮৪ ॥

(২) কৃষ্ণে একান্ত তন্ময়তা—

কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥৮৫॥

কৃষ্ণ-সহ অভেদাত্মতা—

কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূরণরূপ কৃষ্ণারাধনহেতু 'রাধা' সংজ্ঞা—

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে ॥৮৭॥

ভাগবতে রাধানামের সঙ্কেত—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩০ অ, ২৪ শ্লোক)

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ৮৮ ॥

(৩) কৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সমগ্র ভক্ত ও ভক্তির পোষিকা ও মূল আকর—

অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্ব জগতের মাতা ॥ ৮৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পরদেবতা রাধিকাদেবী 'সাক্ষাৎকৃষ্ণময়ী', 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্ব্বকান্তি', 'কৃষ্ণসম্মোহিনী' ও 'পরাশক্তি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

দ্যুতিবিশিষ্ট পরমাসুন্দরী বলিয়া, কিম্বা কৃষ্ণপূজারূপ যে ক্রীড়া, তাহার বসতি-স্থান বলিয়া তিনি 'দেবী'।

অনুভাষ্য

'বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ বিভূতি'র পরিবর্ত্তে 'লক্ষ্মীগণ হন তাঁর অংশবিভূতি' এই পাঠও দেখা যায় ॥ ৭৭ ॥

'স্বরূপ' শব্দের পরিবর্ত্তে পাঠান্তরে 'স্বভাব' শব্দ আছে ॥৭৯॥

ইহাই শ্রীরাধার পঞ্চনাম ॥ ৮২ ॥

রাধিকা (আরাধয়তি যা সা), দেবী (দ্যোততে ইতি) কৃষ্ণময়ী (কৃষ্ণাভিন্না কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিমতী), পরদেবতা (পরম-পূজ্যা), সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী (লক্ষ্মীগণানাং মূলাধিষ্ঠাত্রী), সর্ব্বকান্তিঃ (সর্ব্বাঃ কান্তয়ঃ শোভাঃ যস্যাং সা), সম্মোহিনী (শ্রীকৃষ্ণং সম্মোহয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা) পরা প্রোক্তা (কথিতা) ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'কৃষ্ণময়ী' শব্দের দুই অর্থ—এক অর্থ এই, যাঁহার ভিতরে-বাহিরে কৃষ্ণ, এবং যেখানে যেখানে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, সেই-খানেই তাঁহার স্ফূর্ত্তি হয় ; অথবা কৃষ্ণের স্বরূপ প্রেমরসময়, তাঁহার শক্তি তাঁহার সহিত একই তত্ত্ব—ইহাই 'কৃষ্ণময়ী' অর্থের দ্বিতীয় অর্থ। কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণরূপ আরাধন-কার্য্য হইতে তাঁহার 'রাধিকা' নাম উক্ত হইয়াছে ॥ ৮৪-৮৭ ॥

হে সহচরি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর-হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম 'রাধিকা' হইয়াছে ॥ ৮৮ ॥

অনুভাষ্য

রাসলীলাস্থলী হইতে শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ, উভয়ে চলিয়া গেলে পর গোপীগণের উক্তি।

অনয়া (রাধয়া) নূনং (নিশ্চিতং) ঈশ্বরঃ (ভক্তাভীষ্টপ্রদাতা) ভগবান্ হরিঃ আরাধিতঃ (আরাধ্য বশীকৃতঃ,

(৪) যাবতীয় কৃষ্ণকান্তার অংশিনী—

'সর্ব্বলক্ষ্মী' শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান॥ ৯০॥

কৃষ্ণের যাবতীয় ঐশ্বরী শক্তির মূল-আশ্রয়স্বরূপা—

কিম্বা, 'সর্ব্বলক্ষ্মী'—কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য॥ ৯১॥

(৫) সকল শোভার মূল আকরস্বরূপা—

সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥৯২॥

কৃষ্ণেচ্ছা-পূর্ত্তিময়ী

কিম্বা 'কান্তি'শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥ ৯৩॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
'সর্ব্বকান্তি' শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥ ৯৪॥

(৬) ভুবনমোহন-মনোমোহিনী—

জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥ ৯৫॥

পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণী—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥ ৯৬॥

কস্তূরীর সহিত মৃগের অথবা শিখার সহিত অগ্নির সম্বন্ধের ন্যায় রাধাকৃষ্ণের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—

মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ॥ ৯৭॥

একস্বরূপ হইয়াও আস্বাদক ও আস্বাদিত-রূপে দুই দেহ—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥ ৯৮॥

শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম বিলাইতে রাধার ভাব-রূপ লইয়া কৃষ্ণের গৌরাবতার—

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতার।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি'॥ ৯৯॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত' পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার॥ ১০০॥

ষষ্ঠশ্লোক-ব্যাখ্যারম্ভ—

ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস॥১০১॥

পূর্ব্বাভাস; নামসংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন গৌরাবতারের বাহ্য হেতু—

অবতরি' প্রভু প্রচারিল সংকীর্ত্তন।
এহো বাহ্য হেতু, পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন॥১০২॥

মুখ্য ও গূঢ় কারণ—উহা স্বয়ংকৃষ্ণের নিজকার্য্য—একমাত্র গৌরের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীদামোদর-স্বরূপের বিজ্ঞাত—

অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥ ১০৩॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদরস্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥ ১০৪॥
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥ ১০৫॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সর্ব্বলক্ষ্মীগণের রাধিকা আশ্রয়স্বরূপা; অথবা 'সর্ব্বলক্ষ্মী' শব্দে কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য; তিনিই কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি॥৯০॥

'অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী' এই পর্য্যন্ত 'দেবী কৃষ্ণময়ী' শ্লোকের প্রত্যেকপদের অর্থ বিচারিত হইল॥ ৯৫॥

মৃগমদ ও তাহার গন্ধ পৃথক্ দুইবস্তু হইয়াও তাহারা যেরূপ অবিচ্ছেদ্য, অগ্নি ও অগ্নিজ্বালা পৃথগ্‌বস্তু হইয়াও যেরূপ অবিচ্ছেদ্য, তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণের রূপ ও লীলা রসাস্বাদনে নিত্য পৃথক হইয়াও একই স্বরূপ॥ ৯৭॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

রাধিকার ভাব ও কান্তি অর্থাৎ বর্ণ-সৌন্দর্য্য নিজে গ্রহণ করিয়া॥ ৯৮॥

কৃষ্ণাবতারের মুখ্য-কারণ অতিশয় গূঢ়, সেই কারণ তিন প্রকার; পরে মূলে কথিত হইয়াছে॥ ১০৪॥

অনুভাষ্য

ন তু অস্মাভিঃ ব্রজবধূভিঃ); যৎ (যস্মাৎ) গোবিন্দঃ প্রীতঃ প্রীতিযুক্তঃ সন্) নঃ (অস্মান্) বিহায় (বিশেষেণ ত্যক্ত্বা যাং (রাধাং) রহঃ (নির্জ্জনে প্রদেশে) অনয়ৎ॥৮৮॥

শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপবাসী। তিনি মহাপ্রভুর

রাধার মহাভাবে মগ্ন গৌরসুন্দর—

রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ ১০৬ ॥
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময়-বাদ ॥ ১০৭ ॥

অনুভাষ্য

সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই স্বয়ং সন্ন্যাসগ্রহণের অভিলাষে বারাণসীতে গিয়া দশনামী দণ্ডিদলের মধ্যে ব্রহ্মচারী হন। তাহাতে তাঁহার নাম 'শ্রীদামোদরস্বরূপ' হয়, পরে সন্ন্যাসের পূর্ণাঙ্গতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর পদকমলে আজীবন নীলাচলে অবস্থান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সর্ব্বকাল থাকিয়া তাঁহার উপদিষ্ট ভজনাদি গান করিয়া তাঁহাকে অনুক্ষণ পরমপ্রীতি প্রদান করিতেন। শ্রীপ্রভুর হৃদয়ের গূঢ়ভাবসমূহ তাঁহার প্রসাদেই ভক্তগণের উপলব্ধি হইয়াছে। ব্রজলীলায় এই মহাত্মা ললিতাদেবী, সুতরাং রাধিকার দ্বিতীয় স্বরূপিণী। কবিকর্ণপূরকৃত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র মতে—ইনি বিশাখাদেবী। "কলামশিক্ষয়দ্ রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা। সাদ্য স্বরূপ-গোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্॥" শ্রীগৌরলীলায় রাধাভাব-মূর্ত্তি গৌরহরির দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীদামোদরস্বরূপ ॥ ১০৫ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয় শ্রীমতী রাধিকার ভাবময় আকার-বিশিষ্ট। 'ভাবমূর্ত্তি' শব্দে স্থূলবুদ্ধি জড়তর্পণরত জনগণ ভাবময়ী মূর্ত্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। অনর্থমুক্ত জাতরতি ভক্তগণ আশ্রিত-তত্ত্ববিচারে পঞ্চপ্রকারে দৃষ্ট হন। রাধিকার ভাব—মাধুর্য্যের পরমোন্নত এবং সম্পূর্ণ অবস্থা। সেইভাব রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে দ্বিবিধ—মহিষী-গীতিতে ও গোপীগীতিতে 'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়' ভাবদ্বয়ের অভিব্যক্তি। শ্রীগৌরসুন্দরে অধিরূঢ় মহাভাবের কথাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বিধির অপগমে, লৌল্যবিচারে দ্বারকার অধিরূঢ় ভাব গোকুলভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-সুন্দরের অন্তরে কৃষ্ণবিরহরূপ বিপ্রলম্ভ-দুঃখাভাস ও কৃষ্ণ-লাভরূপ সম্ভোগ-সুখ সর্ব্বক্ষণ উদিত হইয়া ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক মধুর রস আস্বাদিত হয়। যাহারা ভাব ও অভাবের বিশেষত্ব বুঝিতে না পারিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-

রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর হৃদয়ভাব-প্রকাশ ও স্বরূপের আনন্দ-দান—

রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি'।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি' ॥ ১০৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে উদ্ধবকে স্বীয় কুশল-সম্বাদ দিবার জন্য গোপীদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধিকা উদ্ধবকে দেখিয়া কোন বিচিত্র ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য

মূলে 'অধিরূঢ়' মহাভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাদেরই নিজস্বরূপে আশ্রিত-তত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে না। স্বরূপের উন্মেষ না হইলে দুর্গত জীব গৌরসুন্দরকে ব্রজনাগরীর ভাবোন্মত্ত না জানিয়া নিজ-জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়জ্ঞানে 'নাগর' মনে করিয়া রসাভাস-দোষদুষ্ট হন ॥ ১০৬ ॥

শ্রীগৌরহরি, সিদ্ধের চেষ্টায় বিপ্রলম্ভ-রসের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করেন। তাহাতে অক্ষজজ্ঞানবাদী তাঁহার সাক্ষাৎ অনুভূতিকে প্রলপিত বাক্য ও ভ্রমময় উদ্যম বলিয়া মনে করে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ মূঢ় জনগণ সর্ব্বদা বাহ্য জগতের সংক্লেশে পাশবদ্ধ থাকায়, সেব্যবস্তু চিন্ময়ী স্ফূর্ত্তিতে তাহাদের নিকট আকৃষ্ট হন না। তাহারা মনে করে যে, প্রত্যক্ষ জগৎ যেমন তাহাদিগের ভোগের কেন্দ্র, শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত চেষ্টাসমূহও বুঝি তদন্তর্ভুক্ত! আনুগত্যে বিকৃত 'নদীয়া-নাগরী' বাদ নামক অসৎ মতের ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুগজনের প্রদর্শিত পথ নহে—ঐ মত-বাদিগণ জড়-ভোগবাদী, সুতরাং বিষ্ণুবিদ্বেষী ॥ ১০৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ও পিতামাতার উৎকণ্ঠা কিয়ৎ-পরিমাণে লাঘব করিবার মানসে নিজ সুহৃৎ উদ্ধবকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুহৃৎ উদ্ধবকে দেখিয়া শ্রীমতী রাধিকা নিজের সুতীব্র অন্তিম উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক প্রচুর ভাবময় গূঢ়রোষ বিবিধভাষায় প্রকাশ করেন, সেই মাথুর-ভাবে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাতন্ময়তা লাভ করিয়া অহর্নিশ মত্ত ছিলেন—ইহাই চিত্রজল্পভাব। উজ্জ্বলনীলমণৌ—'প্রেষ্ঠস্য

যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ ১১০ ॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এসব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥ ১১১ ॥

ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম—

পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতিমর্ম্ম ॥১১২॥

কৃষ্ণের বয়োভেদে লীলাভেদ—

বাৎসল্য-আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল ॥ ১১৩ ॥

কিশোর-লীলায় সকলের সার্থকতা-সম্পাদন—

রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি' আস্বাদিল রসের নির্যাস ॥ ১১৪ ॥
কৈশোর-বয়সে কাম জগৎসকল।
রাসাদি-লীলায় তিন করিল সফল ॥ ১১৫ ॥

(বিষ্ণুপুরাণে ৫অং, ১৩অ, ৫৫ শ্লোক)

সোঽপি কৈশোরক-বয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ১১৬ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ—১লঃ-১২৫ শ্লোক)

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারংগতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥১১৭॥

(বিদগ্ধমাধবে সপ্তমাঙ্কে পঞ্চম শ্লোক)

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি-রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥১১৮॥

কৃষ্ণলীলায় ত্রিবিধ বাঞ্ছার অপূরণ—

এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্যাস-চর্ব্বণ ॥ ১১৯ ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত-পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥ ১২০ ॥

তাঁহার (১) প্রথম বাঞ্ছা—

তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে,—'আমি হই রসের নিদান ॥ ১২১ ॥

রাধা-প্রেমের সামর্থ্য ও গাঢ়ত্ব-বিচার—

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ ১২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পাচ বৎসর পর্য্যন্ত 'কৌমার'; দশ বৎসর পর্য্যন্ত 'পৌগণ্ড'; একাদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত 'কৈশোর'; তৎপরে 'যৌবন'। কৌমারে বাৎসল্য, পৌগণ্ডে সখ্য এবং কৈশোরে শৃঙ্গার-রস।

কাম অর্থাৎ সাক্ষাৎমন্মথস্বরূপ স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণ কৈশোর-বয়সে রাসাদিলীলা করিয়া সকল জগৎকে, এবং বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, এই তিন বয়সকে সফল করিয়াছিলেন।

অমঙ্গল-শূন্য শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর-বয়সে রজনীযোগে স্ত্রীগণ-মধ্যস্থিত হইয়া বিহার করতঃ কৈশোর-বয়সকে বিশেষ সম্মান করিয়াছেন। মহাভাবময়ী রাধা ও ভাবময়ী গোপীগণের মধ্যস্থিত পরমচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণই কূটস্থ তত্ত্ব ॥১১৬॥

এই কৃষ্ণ প্রগল্ভতা-সহকারে পূর্ব্বরজনীর রতিকলা-সম্বন্ধীয় বাক্য দ্বারা শ্রীরাধিকার নয়নদ্বয়কে লজ্জার দ্বারা আবৃতপ্রায় করিয়া, তাঁহার স্তনযুগলে চিত্রকেলিভ্রমরাদি চিত্রিত করতঃ সখীদিগের মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবম্ভূত রসক্রীড়া দ্বারা কুঞ্জে বিহার করতঃ হরি কৈশোর-বয়স সফল করিয়া থাকেন ॥ ১১৭ ॥

হে সখি, যদি মথুরায় হরি ও মথুরনয়নী রাধিকা প্রকট না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত সৃষ্টি, বিশেষতঃ কন্দর্পসর্গ, বিফল হইত ॥ ১১৮ ॥

রসের নিদান—রসের মূল কারণ। পাঠান্তরে, 'রসের নিধান'—রসের ভাণ্ডার ॥ ১২১ ॥

অনুভাষ্য

সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরি ভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ ॥' শ্রীগৌরপদাশ্রিত জনে এই সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভই কৃষ্ণভজন। বিপ্রলম্ভাতিশয্যই সম্ভোগের কারণ—

অনুভাষ্য

ইহা না বুঝিয়া অনেকে সম্ভোগ-স্বরূপজ্ঞানে সাধক ও সিদ্ধ,

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥১২৩॥
রাধিকা প্রেমগুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১২৪ ॥

(গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সঃ, ৭৭ শ্লোক)

কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বম্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥ ১২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'হে প্রিয়সখি বৃন্দে, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' 'রাধে, কৃষ্ণপাদমূল হইতে আসিতেছি।' 'কৃষ্ণ কোথায়?' 'কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ড-কাননে)।' 'তিনি কি করিতেছেন?' 'নৃত্যশিক্ষা করিতেছেন।' 'নৃত্য শিক্ষার গুরু কে?' 'তোমার মূর্ত্তি দিগ্বিদিগে তরুলতাসকলকে মূর্ত্তি করিয়া শৈলূষী অর্থাৎ বাজিকরের ন্যায় আপনার পাছে পাছে নৃত্য করিতেছে; তাহারই পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন।' এইটী প্রশ্নোত্তরময় শ্লোক ॥ ১২৫ ॥

অনুভাষ্য

উভয় জীবনে বিপ্রলম্ভরসোদ্দীপ্তির একমাত্র আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না ॥ ১০৮॥

ক্ষপিতাহিতঃ (ক্ষপিতং বিনাশিতং অহিতম্ অকল্যাণং যেন সঃ) সোঽপি মধুসূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ অপি) কৈশোরকবয়ঃ মানয়ন্ (সফলীকুর্ব্বন্) স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ (স্ত্রীরত্নানাং গোপীনাং কূটেষু সমূহেষু স্থিতং সন্) ক্ষপাসু (শারদীয়নিশাসু) রেমে॥১১৬॥

ধীরললিত নায়কের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ধীরললিত-নায়কত্ব দেখাইতেছেন।

সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া (সূচিতং প্রকাশীকৃতং শর্ব্বর্য্যাঃ যামিন্যাঃ রতেঃ কলায়াঃ কৌশলস্য প্রাগল্ভ্যং ঔদ্ধত্যং যয়া সা তয়া) বাচা সখীনাং অগ্রে রাধিকাং ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং (ব্রীড়য়া লজ্জয়া কুঞ্চিতে লোচনে যস্যাঃ সা তথাবিধাং) বিরচয়ন্ (কুর্ব্বন্) তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলীমকরীপাণ্ডিত্যপারঙ্গতঃ (তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ বক্ষোরুহয়োঃ কুচয়োঃ চিত্রকেলিমকরীনির্ম্মাণে যৎ পাণ্ডিত্যং তস্য পারং

কৃষ্ণের ও রাধার পরস্পরের প্রীতির তুলনা ও বৈশিষ্ট্য—

নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ ॥ ১২৬ ॥

রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পরের প্রেমের ব্যাখ্যা—

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময় ॥ ১২৭ ॥

রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধধর্ম্মময়তার দৃষ্টান্ত—

রাধা-প্রেমা বিভু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ ১২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আমি কৃষ্ণ যেরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্মসকলের আশ্রয়, যথা,—নির্ব্বিকার ও স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বব্যাপী ও সুন্দরমূর্ত্তিমান্, নিরপেক্ষ ও ভক্তপক্ষপাতী, আত্মারাম ও ভক্তপ্রেমাকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি, রাধাপ্রেমও সেইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মে পরিপূর্ণ; যথা—

অনুভাষ্য

গতঃ ইতি সোপহাসোক্তিঃ, তন্নির্ম্মাণকালে করকম্পনেন চিত্রস্য বক্রত্বাৎ; অত্র পুনঃ পুনঃ বক্রাঙ্কনং সুষ্ঠুং কর্ত্তুং ঋজুরেখানির্ম্মাণব্যাজেন পুনঃ পুনঃ বক্ষস্পর্শাৎ রহসি দ্বিবিধ-সম্ভোগ-ভেদস্যান্যতমঃ সম্প্রয়োগাবসরঃ) অসৌ হরিঃ (ব্রজ-বিলাসী) কুঞ্জে বিহারং কলয়ন্ (কুর্ব্বন্) কৈশোরং (বয়ঃ) সফলীকরোতি ॥ ১১৭ ॥

শ্রীবৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন।

হে মধুরাক্ষি, মধুরায়াম্ এষঃ হরিঃ রাধিকা চ চেৎ (যদি) ন অবাতরিষ্যৎ, তদা অত্র বিশ্বসৃষ্টিঃ (জগৎসৃষ্টিঃ) বৃথা অভবিষ্যৎ; বিশেষতঃ মকরাঙ্কস্য (কন্দর্পসর্গস্য) তু বিশ্বসৃষ্টিঃ বৃথা অভবিষ্যৎ) ॥ ১১৮ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধ্যাহ্নিক লীলার অভ্যন্তরে শ্রীরাধা ও বৃন্দার পরস্পর উক্তি ও প্রত্যুক্তি।

হে প্রিয়সখি বৃন্দে, ত্বং কস্মাৎ? (আগতা) (ইতি শ্রীরাধিকায়াঃ প্রশ্নস্যোত্তরে বৃন্দা বদতি,) হরেঃ (ভগবতো যশোদানন্দনস্য) পাদমূলাৎ; অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ কুতঃ? (কুত্র ইতি শ্রীরাধায়াঃ পুনঃ প্রশ্নে, বৃন্দায়াঃ উত্তরং)—কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ডসমীপস্থকাননে)। (শ্রীরাধা পুনঃ পৃচ্ছতি), ইহ (সঃ) কিং কুরুতে? (বৃন্দাহ,) নৃত্যশিক্ষাম্; (রাধাহ,)

যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত ॥ ১২৯ ॥
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য, বক্র ব্যবহার ॥ ১৩০ ॥

(দানকেলিকৌমুদীতে ২য় শ্লোক)
বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ ১৩১ ॥

সেই একই প্রেমের 'বিষয়' কৃষ্ণ, ও 'আশ্রয়' রাধিকা—

সেই প্রেমার রাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়' ॥১৩২॥

বিষয় ও আশ্রয়ের পরস্পরের সুখের তারতম্য—

বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥১৩৩॥

আশ্রয়ের সুখ অধিক দেখিয়া বিষয়ের আশ্রয় হইবার সাধ—

আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥১৩৪॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ ১৩৫ ॥
এত চিন্তি' রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি ॥ ১৩৬ ॥

(২) দ্বিতীয় বাঞ্ছা—

এই এক, শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি' কৃষ্ণ করেন বিচার ॥ ১৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

চরম মহাভাবময় অথচ সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, প্রেমগৌরবে পূর্ণ অথচ গৌরব-বিহীন, নির্ম্মল অথচ বাম্যাদি-পূর্ণ ॥ ১২৭-১৩০

রাধিকার অনুরাগ বিভু অর্থাৎ শেষ-সীমাবিশিষ্ট হইয়াও সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল, অত্যন্ত গুরু হইয়াও গৌরবাচরণ-বিহীন, শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়াও মুহুর্মুহুঃ বক্রগতিবিশিষ্টা; এইরূপ কৃষ্ণে যে রাধিকার অনুরাগ, তাহা জয়যুক্ত হউক্ ॥ ১৩১ ॥

যিনি প্রেম করেন, তিনি প্রেমের 'আশ্রয়'; যাঁহাকে প্রেম করা যায়, তিনি প্রেমের 'বিষয়'। রসতত্ত্বে 'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারি'—এই চারি প্রকার সামগ্রী আছে। বিভাবরূপ সামগ্রী দুই প্রকার—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন পুনরায় দুই প্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। রাধার প্রেমের 'আশ্রয়'—রাধিকা, ও প্রেমের একমাত্র 'বিষয়'—কৃষ্ণ। 'আমি কৃষ্ণ, আমাতে যে সুখ আস্বাদিত হয়, তাহা বিষয়জাতীয় সুখ; কিন্তু আশ্রয়ে যে আহ্লাদ বা সুখ আছে, তাহা আমার বিষয়জাতীয় সুখ হইতে কোটিগুণ (অধিক)। আশ্রয়জাতীয় সুখ রাধিকাই ভোগ করেন, আমি কৃষ্ণরূপে তাহা ভোগ করিতে পারি না। যদি কখনও সেই প্রেমের 'আশ্রয়' হইতে পারি, তবেই আশ্রয়-জাতীয় সুখরূপ পরমানন্দ অনুভব করিব। এই আশ্রয়গত প্রেমাস্বাদের লোভই আমার বাঞ্ছা' ॥ ১৩২-১৩৫ ॥

দ্বিতীয় বাঞ্ছা এই—কৃষ্ণের মাধুর্য্য অদ্ভুত, অনন্ত ও অসীম। এই মাধুর্য্য একা রাধিকা স্বীয় আশ্রয়গত প্রেমদ্বারা আস্বাদন করেন। রাধিকার শুদ্ধপ্রেমদর্পণ অত্যন্ত নির্ম্মল হইলেও তাহার স্বচ্ছতা ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পায়। আমার মাধুর্য্য অসীম বলিয়া বৃদ্ধির অযোগ্য হইলেও বর্দ্ধনশীল এবং স্বচ্ছতাপূর্ণ রাধিকার প্রেমদর্পণের অগ্রে তাহা নব-নব-রূপে ভাসমান; সুতরাং মদীয় মাধুর্য্য ও রাধার প্রেম,—দুইই পরস্পর সমস্পর্দ্ধী হইয়া পরস্পরকে

অনুভাষ্য

গুরুঃ কঃ ? (বৃন্দোবাচ,) প্রতিতরুলতাং (তরুলতাঃ প্রতি) দিগ্‌বিদিক্ষু (দশদিশি) শৈলূষী উৎকৃষ্টনটী ইব স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্ত্তিঃ তং (কৃষ্ণং) স্বপশ্চাৎ পরিতো নর্ত্তয়ন্তী ভ্রমতি ॥ ১২৫ ॥

বিভুঃ (ব্যাপকঃ) অপি সদা অভিবৃদ্ধিম্ (অভিতো বৃদ্ধিং) কলয়ন্ (ধারয়ন্) গুরুঃ অপি (শ্রেষ্ঠোঽপি) গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ (দাক্ষিণ্যসেবয়া হীনঃ) (মদীয়তাময়-মধুস্নেহোত্থত্বাৎ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) উপচিতবক্রিমা (উপচিতঃ বর্দ্ধিতঃ বক্রিমা কৌটিল্যঃ পর্য্যায়ঃ বাম্যলক্ষণো যস্মিন্ তথাভূতঃ) অপি শুদ্ধঃ (নিরুপাধিকঃ) রাধিকানুরাগঃ (শ্রীরাধিকায়াঃ অনুরাগঃ) মুরদ্বিষি (মুরারৌ শ্রীকৃষ্ণে) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে) ॥ ১৩১ ॥

নিজ-মাধুর্য্যে নিজেরই চমৎকার ও আকর্ষণ—

অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ ১৩৮ ॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ ১৩৯ ॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ ১৪০ ॥
আমার মাধুর্য্য নাহি বাড়িতে অবকাশে ॥
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥ ১৪১ ॥
মন্মাধুর্য্য, রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি'।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে, কেহ নাহি হারি ॥১৪২॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ ১৪৩ ॥
দর্পণাদ্যে দেখি' যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি ॥ ১৪৪ ॥

নিজ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত তদাস্বাদ-
কারিণীর রূপগ্রহণে লোভ—

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥ ১৪৫ ॥

(ললিতমাধবে ৮অ, ২৮ শ্লোক)

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৪৬ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের বল ও তদাস্বাদন-নিমিত্ত কৃষ্ণের চেষ্টা—

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণআদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ ১৪৭ ॥
শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥ ১৪৮॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যে জড়ীয় তৃপ্তির অভাব, কেবল লোভবৃদ্ধি—

এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণাশান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥১৪৯॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥ ১৫০ ॥
কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ,—কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥১৫১॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৮২ অ, ২৭ শ্লোক)

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্ভির্হ্রদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥ ১৫২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৩১ অ, ১৫ শ্লোক)

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥১৫৩॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বাড়িয়া যাইতে চায়, কেহ হারিতে চায় না। সেই স্বীয় মাধুরী রাধিকার প্রেমদর্পণাদিতে দেখিয়া আস্বাদন করিতে আমার লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে রাধিকার স্বরূপ অঙ্গীকার করিবার জন্য আমার চিত্ত ধাবিত হয়॥১৩৭

কৃষ্ণ কহিলেন,—আহা! এই প্রগাঢ়-মাধুর্য্য-চমৎকার-কারী অবিচারিত-পূর্ব্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটী কে? ইহাকে দৃষ্টি করিয়া আমি ক্ষুব্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১৪৬ ॥

গোপীগণ বহুদিনের বাঞ্ছনীয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্দর্শনসময়ে, চক্ষের নিমেষসৃষ্টিকারী বিধাতাকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন এবং দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা হৃদয়ে সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট আলিঙ্গন করতঃ পরমভাব লাভ করিয়াছিলেন, সেই ভাব ব্রহ্মধ্যাতা যোগিদিগেরও অপ্রাপ্য ॥ ১৫২॥

গোপীগণ কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, তুমি দিবাভাগে যখন বনে গমন কর, তখন তোমার কুটীল-কুন্তলযুক্ত শ্রীমুখ না দেখিয়া আমাদের এক এক ত্রুটি-কাল ও যুগস্বরূপ হইয়া পড়ে। তোমার মুখদর্শক যে আমাদের চক্ষু, তাহাতে যে বিধাতা পলক সৃষ্টি করিয়াছেন,তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া স্থির করি।

অনুভাষ্য

হোড় করি'—স্পর্দ্ধা করিয়া ॥ ১৪২ ॥

দ্বারকায় নববৃন্দাবনে মণিভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রতিকৃতিতে স্বসৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া বলিতেছেন।

কৃষ্ণরূপ-দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা ; তিনিই চক্ষুর চক্ষু—

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ১৫৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ২১ অ, ৭ শ্লোক)

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্ব্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গোপীগণ কহিলেন,—হে সখিগণ, গাভিগণসহ বয়স্যগণ-বেষ্টিত হইয়া নন্দনন্দনদ্বয় যখন বনে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের বেণুগীতযুক্ত এবং অনুরক্ত-জনের প্রতি কটাক্ষকারী বদন যাঁহারা চক্ষের দ্বারা সেবন করেন, তাঁহারাই ধন্য। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর দেখা যায় না ॥ ১৫৫ ॥

অনুভাষ্য

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ (অননুভূতপূর্ব্বঃ) চমৎকারকারী (বিস্ময়োৎপাদকঃ) এষঃ গরীয়ান্ মম কঃ (অনির্ব্বচনীয়ঃ) মাধুর্য্যপূরঃ (সৌন্দর্য্যপুঞ্জঃ) স্ফুরতি (প্রকাশয়তি)। অয়ম্ অহং (কৃষ্ণঃ) অপি যং (প্রতিবিম্বরূপং) প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) রাধিকা ইব লুব্ধচেতাঃ সন্ সরভসং (সোৎসুকঃ) উপভোক্তুং কাময়ে (অভিলষামি) ॥ ১৪৬ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া গোপী, বলদেব, নারায়ণ, লক্ষ্মী, অন্যান্য প্রাণী—সকলকেই, কৃষ্ণমাধুর্য্য চঞ্চল করিতে স্বাভাবিক সমর্থবিশিষ্ট ॥ ১৪৭ ॥

কুরুক্ষেত্রে বৃষ্ণিগণের সহিত গোপগণের মিলনের পর শুকদেবের কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের মনোভাববর্ণন।

যৎপ্রেক্ষণে (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনে) দৃশিষু (নেত্রেষু) পক্ষ্মকৃতং (ব্যবধানকারক-নেত্রলোমকৃতং বিধাতারং) শপন্তি ভর্ৎসয়ন্তি)। (সর্ব্বাঃ) গোপ্যঃ (তম্) অভীষ্টং (কৃষ্ণং) চিরাৎ (কুরুক্ষেত্রে) উপলভ্য দৃগ্‌ভিঃ (নেত্রদ্বারৈঃ) হৃদীকৃতং (হৃদয়ে প্রবেশিতং) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) নিত্যযুজাং (আরূঢ়যোগিনাম্) অপি দুরাপং (দুর্লভং) তদ্ভাবং (পরমানন্দঘনতাম্) আপুঃ (প্রাপুঃ) ॥ ১৫২ ॥

গোপীসৌভাগ্যে মথুরাবাসিনীগণের বিস্ময়—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৪৪ অ, ১৩ শ্লোক)

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১৫৬ ॥

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মথুরাবাসিনীগণ কহিলেন,—আহা! গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছেন! শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও যশসমূহের একান্ত আশ্রয়, দুর্ল্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, সমানাধিক-রহিত, লাবণ্য-সার-রূপ এই শ্রীকৃষ্ণবদনামৃত তাঁহারা নয়নদ্বারা নিরন্তর পান করেন ॥ ১৫৬ ॥

অনুভাষ্য

রাসকালে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ায় তদুদ্দেশে গোপীগণের বিলাপগীতি—

যৎ (যদা) অহ্নি (দিবাভাগে) ভবান্ কাননং (বৃন্দাবনম্) অটতি (গচ্ছতি), তদা ত্বাম্ অপশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটিঃ (ক্ষণার্দ্ধমপি কালঃ) যুগায়তে (যুগমিতকালপ্রতীতির্ভবতি)। তে (তব) কুটিলকুন্তলং (কুটিলাঃ বক্রাঃ কুন্তলাঃ কেশাঃ যস্মিন্ তং) শ্রীমুখম্ উদীক্ষতাম্ (উচ্চৈঃ ঈক্ষমাণানাং) চ দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ (নিমেষস্রষ্টা) বিধাতা জড়ঃ (মূর্খঃ) এব ॥ ১৫৩ ॥

শরৎসমাগমে কৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীগোপীগণের গীতিবাক্য—

হে সখ্যঃ, বয়স্যৈঃ (সখিভিঃ) পশূন্ অনুবিবেশয়তোঃ (বনাৎ বনান্তর-প্রবেশয়তোঃ) ব্রজেশসুতয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) অনুবেণুজুষ্টং (বেণুং বাদয়ৎ) অনুরক্ত-কটাক্ষমোক্ষং (স্নিগ্ধকটাক্ষবিসর্গং বক্ত্রং যৈঃ নিপীতং তৈর্যৎ জুষ্টং সেবিতং তৎ) ইদং বৈ অক্ষণ্বতাং (চক্ষুষ্মতাং) ফলং পরম্ অন্যৎ ন বিদামঃ (বিদ্মঃ) ॥ ১৫৫ ॥

মথুরায় কংসের রঙ্গভূমিতে তাহার মল্লদ্বয় মুষ্টিক ও চাণুরের সহিত মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত রামকৃষ্ণকে দেখিয়া সমবেত নারীগণের উক্তি।

কৃষ্ণের মাধুর্য্যে কৃষ্ণে উপজয় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ॥১৫৮॥

তৃতীয় বাঞ্ছা—

এই ত' দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৫৯ ॥

একমাত্র দামোদর-স্বরূপই ভক্তিরসামৃতের মূল মহাজন—

অত্যন্তনিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৬০ ॥
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥১৬১॥

গোপীপ্রেমের সংজ্ঞা—

গোপীগণের প্রেমের 'রূঢ়ভাব' নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম ॥ ১৬২ ॥

গোপীর কাম ও প্রেম একই বস্তু—
(গৌতমীয়তন্ত্রে)

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ১৬৩ ॥

কাম ও প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ ও ভেদ—

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥১৬৪॥

কাম ও প্রেমের সংজ্ঞা—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥১৬৫॥

কাম ও প্রেমের উদ্দেশ্য—

কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল ॥১৬৬॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আশ্রয়জাতীয় প্রেমদ্বারা কৃষ্ণমাধুরী সম্যক্ আস্বাদন করিবার লোভ হইলেও কৃষ্ণ তাহা আস্বাদন করিতে না পারিয়া ক্ষুভিত হইলেন। রাধিকার ভাবগ্রহণ করিবার দ্বিতীয় গূঢ়হেতু এই ॥ ১৫৯ ॥

প্রেমের 'রূঢ়ভাব' নাম—প্রেমের নাম 'রূঢ়ভাব'; বস্তুতঃ নির্ম্মলপ্রেম কাম-শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না ॥ ১৬২ ॥

অনুভাষ্য

গোপ্যঃ কিং তপঃ অচরন্, যৎ (যস্মাৎ) অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) লাবণ্যসারং (লাবণ্যেন সারং শ্রেষ্ঠম্) অসমোর্দ্ধং (ন বিদ্যতে সমং ঊর্দ্ধম্ অধিকঞ্চ যস্য তৎ) অনন্যসিদ্ধং (ন অন্যেন অলঙ্কারাদিনা সিদ্ধং কিন্তু স্বতঃ এব) অনুসবাভিনবং (প্রতি-ক্ষণমভিনবং) দুরাপং (দুর্লভং) যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য একান্ত-ধামরূপং দৃগ্ভিঃ পিবন্তি ॥ ১৫৬ ॥

গোপীগণের মহাভাবে সাত্ত্বিকভাবসকল উদ্দীপ্ত, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রেম 'রূঢ়ভাব' সংজ্ঞায় কথিত হয়। "উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।" কেবল কৃষ্ণসুখতাৎ-পর্য্যময় বলিয়া তাঁহাদের প্রেম নির্ম্মল,—কৃষ্ণেতর-ভোগময় ঘৃণিত 'কাম' শব্দবাচ্য নয় ॥ ১৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গোপরামাদিগের শুদ্ধপ্রেমকেই 'কাম' বলিয়া আখ্যা দেওয়া প্রথা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবাদিও ঐ প্রেমের পিপাসু ॥ ১৬৩ ॥

লৌহ ও যেরূপ স্বর্ণের স্বরূপ পরস্পর বিলক্ষণ, কাম ও প্রেম একজাতীয়প্রায় হইলেও তাহাদিগের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬৪ ॥

নিজসুখসম্ভোগ-তাৎপর্য্যযুক্ত বাঞ্ছার নাম 'কাম'। বেদে লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যে কামনা উক্ত হইয়াছে, তাহাই লোকধর্ম্ম, দেবধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, মুক্ত্যাদিরূপ আত্মসুখ, আর্য্যপথ, নিজ-পরিজনপ্রীতি, স্বজনতাড়ন, ভর্ৎসন ও ভয়

অনুভাষ্য

গোপরামাণাং (ব্রজললনানাং) প্রেমা এব ইতি প্রথাং খ্যাতিম্) অগমৎ; ইতি হেতোঃ উদ্ধবাদয়ঃ অপি ভগবৎ-প্রিয়াঃ অপর-রস-রসিকভক্তাঃ এতং (প্রেমাণং বাঞ্ছন্তি॥১৬৩॥

"সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাব-বন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥" ধ্বংসের কারণ উদিত হইলেও দম্পতিদ্বয়ের যে সুদৃঢ় ভাববন্ধন কোন প্রকারেই ধ্বংস হয় না, তাহাই 'প্রেম' বলিয়া কথিত হয়। একান্তভাবে সর্ব্বাত্মদ্বারা

কৃষ্ণপ্রেমার লক্ষণ ও পরিচয়—

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥ ১৬৭ ॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥ ১৬৮ ॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ১৬৯ ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥১৭০॥

কাম ও প্রেমের পার্থক্য—

অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ॥ ১৭১ ॥

কাম ও গোপীর কৃষ্ণপ্রেম—

অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥ ১৭২ ॥

গোপীর গাঢ় কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয়—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩১ অ, ১৯ শ্লোক)

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৭৩ ॥

গোপীর শুদ্ধকৃষ্ণপ্রেম—

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার ॥ ১৭৪ ॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৭৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩২ অ, ২০ শ্লোক)

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ১৭৬ ॥

শুদ্ধভক্তিপ্রকার-ভেদে কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥১৭৭॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪অ, ১১ শ্লোক)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১৭৮ ॥

গোপীপ্রেমের নিকট কৃষ্ণের ঋণ—

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে ॥ ১৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

—এসমস্তই কামরূপ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির বাঞ্ছা; এ সমস্ত কার্য্যে স্বীয় ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই প্রবর্ত্তক। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধির অনুগত যে সমস্ত বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা হইতে পারে; 'আমি ফলভোক্তা' এই বুদ্ধি হইতে যে সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে সমস্ত কামবাঞ্ছা ॥ ১৬৫-১৬৮ ॥

এই সর্ব্বত্যাগের দ্বারা দেহকার্য্য-মনঃকার্য্যাদি-পরিত্যাগের পরামর্শ হয় নাই। দেহকার্য্য-মনঃকার্য্যসকলেও যদি 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধিজনিত প্রবর্ত্তকপ্রবৃত্তি থাকে, তাহাও কাম নয় ॥ ১৬৯ ॥

গোপীগণ কহিলেন,—হে প্রিয়, তোমার সুকোমল চরণকমল আমাদের কর্কশস্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করি, সেই চরণদ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ করিতেছ, তাহা সূক্ষ্মপাষাণাদি দ্বারা ক্ষত হওয়ায় অবশ্য ব্যথিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের জীবনস্বরূপ তুমি, তোমার সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত অস্থির হইতেছে ॥ ১৭৩ ॥

হে গোপীগণ, আমার জন্য তোমরা লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও বান্ধবসকল পরিত্যাগ করিয়াছ; তথাপি আমাতে তোমাদের অধিকতর অনুবৃত্তি হইবে বলিয়া আমি তিরোহিত হইয়াছিলাম। হে প্রিয়াগণ, তোমাদের প্রিয়সাধনে প্রবৃত্ত যে আমি, আমার প্রতি দোষারোপ করিও না ॥ ১৭৬ ॥

অনুভাষ্য

আশ্রয়জাতীয় গোপীগণ কৃষ্ণবিষয়ে ভাববন্ধনে সুদৃঢ় আবদ্ধ। তাঁহারা কামরূপ আত্মসুখত্যাগের আদর্শ হইয়া কৃষ্ণানন্দ-

সেই ঋণ কৃষ্ণের অপরিশোধ্য—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩২ অ, ২১ শ্লোক)

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১৮০ ॥

গোপীর আত্মসুখ-সম্পাদনের মূলেও কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য—

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত ॥১৮১॥
'এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ ॥ ১৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহুজীবনেও আমি নিজ-সৎকার দ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না; যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসারশৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজ কার্য্য দ্বারাই পরিতুষ্ট হও॥১৮০॥

অনুভাষ্য

বিধান-সেবাকার্য্যেই তৎপরা, সুতরাং কৃষ্ণোদ্দেশে আত্মসুখ-ধ্বংসে তাঁহাদের প্রচুর আনন্দ ও ভাববন্ধনের সুদৃঢ়তাই লক্ষিত হয় ॥ ১৬৫ ॥

রাসকালে কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে তদুদ্দেশে গোপীগণের বিলাপগীতি।

হে প্রিয়, তে (তব) যৎ সুজাতচরণাম্বুরুহং (সুজাতং সুকুমারং চরণাম্বুরুহং পদকমলং) কর্কশেষু (কঠিনেষু) স্তনেষু ভীতাঃ (স্পর্শনদুঃখাশঙ্কিতাঃ) সত্যঃ (বয়ং) শনৈঃ (সাবধানাঃ) দধীমহি (ধারয়ামঃ) তেন (চরণেন) অটবীং (বনস্থলীম্) অটসি (বিচরসি), তদা (ত্বৎচরণকমলং) কূর্পাদিভিঃ (সূক্ষ্মপাষাণখণ্ডৈঃ) কিং স্বিৎ ন ব্যথতে ইতি ভবদায়ুষাং (ভবান্ এব আয়ুঃ জীবনং যাসাং তাসাং) নঃ (অস্মাকং) ধীঃ ভ্রমতি (চঞ্চলতাং গচ্ছতি) ॥ ১৭৩ ॥

রাসস্থলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গোপীগণের বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণের উক্তি।

এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ ॥ ১৮৩॥

নিজদেহ-সজ্জাও কৃষ্ণপ্রীতি-তাৎপর্য্যময়ী—

(লঘুভাগবতামৃত-ধৃত আদিপুরাণবচন)

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥ ১৮৪ ॥

গোপীর সেবাসুখ কৃষ্ণসুখ অপেক্ষা কোটীগুণ বেশী—

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৮৫ ॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥ ১৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যে গোপীসকল তাঁহাদের নিজশরীর কৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া তাহাতে যত্ন প্রকাশ করেন, হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেহই নাই ॥ ১৮৪ ॥

গোপীদিগের সুখ-বাঞ্ছা নাই, তথাপি গোপী-দর্শনে

অনুভাষ্য

হে প্রিয়াঃ অবলাঃ, এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং (মদর্থং মৎপ্রাপ্তিনিমিত্তং উজ্ঝিতাঃ ত্যক্তাঃ লোকাঃ সংসার-ধর্ম্মাদয়ঃ বেদাঃ পারলৌকিক-ধর্ম্মাঃ স্বাঃ চ নিজসম্বন্ধিপরি-জনাশ্চ যাভিঃ কৃষ্ণৈকপ্রাণাভিঃ তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং) ময়ি অনুবৃত্তয়ে (উক্তলক্ষণানামন্যেষাং ভক্তানামিবানু-বৃত্তিবৃদ্ধ্যৈ) পরোক্ষম্ (অদর্শনং যথা ভবতি তথা) ভজতা (উপকুর্ব্বতা) ময়া তিরোহিতম্ (অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং) হি তৎ (তস্মাৎ) প্রিয়ং মা (মাম্) অসূয়িতুং (দোষদৃষ্ট্যা দ্রষ্টুং) ন অর্হথ ॥ ১৭৬ ॥

আদি ৪র্থ পঃ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৭৮ ॥

কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, সুতরাং অদর্শনহেতু গোপীগণের বিলাপগীতি-শ্রবণে কৃষ্ণের আবির্ভাব ও তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা-প্রদান—

নিরবদ্যসংযুজাং (নিরবদ্যা নিষ্কপটা সংযুক্ সম্যক্‌মিলনং যাসাং তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং) স্বসাধুকৃত্যং (স্বীয়ম্ অসাধারণং যৎ সাধুকৃত্যং সাধুকর্ম্ম তৎ) অহং বিবুধায়ুষাপি (বিবুধানাং আয়ুস্তৎকালমিতেনাপি) ন পারয়ে (শক্নোমি)। যাঃ

গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥১৮৭॥
তাঁ সবার নাহি নিজসুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥১৮৮॥
এ বিরোধের এক মাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ-পর্য্যবসান ॥১৮৯॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে, যার নাহিক সমতা ॥ ১৯০ ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ ॥ ১৯১ ॥
গোপী-শোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি' গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥ ১৯৩ ॥

কৃষ্ণের সুখে গোপীর সুখ—

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে ॥ ১৯৪ ॥

কৃষ্ণের সুখবৃদ্ধিহেতু গোপীপ্রেম 'কাম' নহে—

অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম-দোষে ॥১৯৫॥

(স্তবমালায় কেশবাষ্টকে অষ্টম শ্লোক)

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥১৯৬॥

গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক লক্ষণ—

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥ ১৯৭ ॥

গোপীপ্রেমে কৃষ্ণমাধুর্য্য-বৃদ্ধি—

গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥ ১৯৮ ॥

সেব্য 'বিষয়ে'র প্রীতিতেই সেবক 'আশ্রয়ের' শুদ্ধপ্রীতি—

প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ১৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কৃষ্ণের যে সুখ হয়, কৃষ্ণদর্শনে গোপীর তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ সুখাস্বাদন উপস্থিত হয় ॥ ১৮৬-১৮৭ ॥

যদিও কৃষ্ণ-দর্শনে গোপীর যে সুখ হয়, তাহাকে কেহ কেহ 'কাম' বলিয়া দোষ দিতে পারেন, তথাপি যখন গোপীদিগের মনের ভাব এই যে, 'কৃষ্ণ-দর্শনে আমরা সুখী হইয়াছি, এই ভাব গ্রহণ করিলে কৃষ্ণের সুখ অধিকতর পুষ্ট হইবে' তখন কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই গোপীর সুখ-প্রাপ্তির চরম হেতু। অতএব তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছারূপ কাম-দোষ নাই ॥ ১৯৪-১৯৫ ॥

বন হইতে ব্রজে আসিতেছে যে কেশব, তাঁহাকে আমি ভজনা করি। তিনি মৃদুহাস্যযুক্তনটনশীল-ভঙ্গীশত-দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে অর্চ্চিত হইয়াছেন। সেই গোপীগণের স্তনস্তবকে ভ্রমরতুল্য তাঁহার নয়নের প্রান্তভাগ বিচরণ করিতেছে ॥ ১৯৬ ॥

প্রীতির বিষয় কৃষ্ণ ; তাঁহার যে আনন্দ, তাহাই প্রীতির আশ্রয় গোপীর আনন্দ। এরূপ আনন্দসমৃদ্ধিতে গোপীর

অনুভাষ্য

(ভবত্যঃ) দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ (দুর্জ্জয়াঃ অনভিভব্যাঃ যাঃ গেহরূপাঃ শৃঙ্খলাস্তাঃ) সংবৃশ্চ্য (নিঃশেষং ছিত্বা) মা (মাম্) অভজন্, তাসাং বঃ (যুষ্মাকম্) এব সাধুনা (সাধুকৃত্যেন) তৎ (যুষ্মৎসাধুকৃতং) প্রতিযাতু (প্রতিকৃতং ভবতু) ॥ ১৮০ ॥

হে পার্থ, যা গোপ্যঃ নিজাঙ্গং অপি মম (ইতি কান্তার্পিতমিদং শরীরং ভগবতঃ ইতি) সমুপাসতে (ভূষণাদিভিরলঙ্করোতি) তাভ্যঃ (গোপীভ্যঃ) পরম্ অন্যৎ মে (মম) নিগূঢ়প্রেমভাজনং (নিগূঢ়প্রেমপাত্রং) নাস্তি ॥ ১৮৪ ॥

আভিঃ সুন্দরীততিভিঃ (ব্রজবিলাসিনীশ্রেণীভিঃ) উপেত্য (অট্টালিকামারুহ্য) পথি (মার্গে) স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈঃ (মন্দহাস্যাঙ্কুরং তেন করম্বিতাঃ যুক্তাস্তৈঃ) নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ (নটৎ অপাঙ্গং নয়নকটাক্ষং যস্য তস্য ভঙ্গীশতানি তৈঃ) অভ্যর্চ্চিতং (সর্ব্বতোভাবেন পূজিতং, স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং (স্তনস্তবকাঃ গুচ্ছাঃ ইব তেষু সঞ্চরন্ নয়নয়োঃ

ভগবৎপ্রীতিতেই ভক্তপ্রীতি, উহা শুদ্ধ ও নির্ম্মল—

নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥ ২০০ ॥

কৃষ্ণসেবা-কালে নিজেন্দ্রিয়প্রীতি ঘৃণ্য ও দূরে পরিত্যাজ্য—

নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥২০১॥

(ভঃ রঃ সিঃ, পঃ বিঃ—২য় লহরী, ২৩ শ্লোক)

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥

(ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ—৩য় লহরী, ৩২ শ্লোক)

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥ ২০৩ ॥

শুদ্ধভক্তের কৃষ্ণভক্তি বিনা মুক্তিতেও ঘৃণা—

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥ ২০৪ ॥

কৃষ্ণে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তিই নির্গুণা—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কঃ, ২৯ অ, ১০-১২ শ্লোক)

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ২০৫ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ২০৬ ॥
সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ নাই। যেখানে নিরুপাধিক প্রেম, সেইস্থলে এই রীতি দেখিবে অর্থাৎ প্রীতির বিষয়ের সুখেই প্রীতির আশ্রয়-সুখ। তবে এক কথা বলিতে পার যে, যেখানে নিজের প্রেমানন্দ হয়, সেখানে কৃষ্ণসেবানন্দের বাধা অবশ্য হইবে। এই জন্যই যে স্থলে সেবানন্দের বাধকরূপ আনন্দের উদয় হয়, সেস্থলে ভক্তের মহাক্রোধ উপস্থিত হয় ॥ ১৯৯-২০১ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিবার সময় প্রেমানন্দজনিত দেহের জড়তাকে সেবার বাধাকর জানিয়া দারুক অভিনন্দন করিলেন না ॥ ২০২ ॥

পদ্মলোচনী কৃষ্ণভামিনী কৃষ্ণদর্শনের বাধাকর নেত্রজল-বর্ষণশীল আনন্দকে অতিশয় নিন্দা করিলেন ॥ ২০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আরও দেখ, কৃষ্ণপ্রেমসেবা ব্যতীত স্বসুখযুক্ত সালোক্যাদি মুক্তিও শুদ্ধভক্ত কদাচ গ্রহণ করেন না ॥ ২০৪ ॥

আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্ন অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তম-স্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা; অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অবান্তর-ফলানুসন্ধান-রহিতা ॥ ২০৫-২০৬ ॥

সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃতসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই ॥ ২০৭ ॥

অনুভাষ্য

চঞ্চরীকয়োঃ ভৃঙ্গয়োঃ ইব অঞ্চলং প্রান্তভাগং যস্য সঃ তং) বিপিনদেশতঃ (অপরাহ্ণে গোচারণাৎ) ব্রজে (নন্দীশ্বরে) বিজয়িনং কেশবং (কৃষ্ণং) ভজে ॥ ১৯৬ ॥

যেন (প্রেমানন্দেন) কংসারাতেঃ (কৃষ্ণস্য) বীজনে (চামরসেবনে) সাক্ষাৎ অক্ষোদীয়ান্ অন্তরায়ঃ (বাধকঃ) ব্যধায়ি, দারুকঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য সারথিঃ) অঙ্গস্তম্ভারম্ভম্ (অঙ্গানাং স্তম্ভারম্ভং জড়ীভাবম্) উত্তুঙ্গয়ন্তং (প্রাপয়ন্তং)

অনুভাষ্য

তং প্রেমানন্দং (নিজানুভবার্হানন্দং) নাভ্যনন্দৎ (আনুকূল্যকরত্বে নৈব অভিলষিতবান্) ॥ ২০২ ॥

অরবিন্দবিলোচনা (কমলনেত্রা, রাধিকা গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণং (গোবিন্দস্য প্রেক্ষণং তস্য আক্ষেপী বাধকো যো বাষ্পপূরাশ্রুবৃন্দং তম্ অভিবর্ষিতুং স্বভাবো যস্য তম্) আনন্দম্ উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) অনিন্দৎ (নিনিন্দ ॥২০৩

নশ্বর ভোগ দূরের কথা, মোক্ষাদিও ভক্তের কাম্য নহে—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্ক, ৪ অ, ৪৯ শ্লোক)

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥ ২০৮ ॥

গোপীপ্রেমের বর্ণন—

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥ ২০৯ ॥

কৃষ্ণের সহিত গোপীর সম্পর্ক—

কৃষ্ণের সহায় গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা, সখী, দাসী ॥২১০॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা-পরিপাটি, ইষ্টসমীহিত ॥ ২১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি-মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং আগত হইলেও আমার সেবাতে পূর্ণমনা হইয়া শুদ্ধভক্ত যখন সে সমুদয় গ্রহণ করেন না, তখন মায়িকভোগ ও সাযুজ্যমুক্তি, —যাহা কালের দ্বারা অতি সত্বরে নষ্ট হয়, তাহা—কেন ইচ্ছা করিবেন? সাযুজ্যমুক্তি দ্বারা জীবের সত্তাকাল অপরাধ-কবলে পতিত হয়, অতএব ভুক্তি ও সাযুজ্য-মুক্তি, ইহাদের স্থায়িত্ব নাই ॥ ২০৮ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন—

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ (মম গুণশ্রবণমাত্রেণ) সর্ব্বগুহাশয়ে (সর্ব্বান্তঃকরণবর্ত্তিন্যে) ময়ি, অম্বুধৌ (সমুদ্রে) গঙ্গাম্ভসঃ যথা, (তথা) অবিচ্ছিন্না (অপ্রতিরুদ্ধা, বিষয়ান্তরেণ ছেত্তুমশক্যা যা মনোগতিঃ, পুরুষোত্তমে যা অহৈতুকী (ফলানুসন্ধানরহিতা) অব্যবহিতা (দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডত্বাদিব্যবধান-বিবর্জ্জিতা) ভক্তিঃ, সা নির্গুণস্য (ত্রিগুণাতীতস্য ভগবতঃ) ভক্তিযোগস্য লক্ষণম্ উদাহৃতং কথিতং) হি ॥ ২০৫-২০৬ ॥

জনাঃ (হরিজনাঃ) মৎসেবনং বিনা (মদ্ভজনং ত্যক্ত্বা) দীয়মানং সালোক্যং (ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং) সার্ষ্টিং (সমানৈশ্বর্য্যং) সামীপ্যং (নিকটবর্ত্তিত্বং) সারূপ্যং (সমানরূপতাম্) একত্বম্ উত (সাযুজ্যমপি) ন গৃহ্নন্তি (নাভিনন্দন্তি) ॥ ২০৭ ॥

কৃষ্ণের নিজের সহিত গোপীর সম্বন্ধ-বর্ণন—

(লঘুভাগবতামৃতধৃত আদিপুরাণবচন)

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥২১২॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ২১৩ ॥

শ্রীরাধিকাই গোপীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা—

সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥২১৪॥

(পদ্মপুরাণে)

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ইষ্ট-সমীহিত—অভিলষিত চেষ্টা ॥ ২১১ ॥

গোপীসকল আমার সর্ব্বস্ব—তাঁহারা আমার সহায় অর্থাৎ প্রিয়া, গুরুস্বরূপ স্নেহ করেন, শিষ্যের ন্যায় সেবা করেন, উপভোগযোগ্যা, বন্ধুর ন্যায় প্রেমাচরণ করেন এবং বিবাহিতস্বরূপে ব্যবহার করেন ॥ ২১২ ॥

আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব কেবল গোপীগণই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐসমস্ত আর কেহই জানেন না ॥ ২১৩ ॥

অনুভাষ্য

অম্বরীষের ন্যায় ভক্তের গুণবর্ণনকালে দুর্ব্বাসার প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য—

সেবয়া পূর্ণাস্তে ভক্তাঃ মৎসেবয়া প্রতীতং (প্রাপ্তম্)অপি সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং ন ইচ্ছন্তি (নাভিলষন্তি), অন্যৎ (স্বর্গাদিকং) কালবিপ্লুতং (কালে নষ্টযোগ্যং) কুতঃ ॥ ২০৮ ॥

হে পার্থ, তে (তুভ্যম্) অহং সত্যং (স-শপথং নিশ্চিতং) বদামি, মে (মম) সহায়াঃ (রাসক্রীড়াদৌ সহায়াঃ) গুরবঃ (প্রেমশিক্ষাদৌ উপদেষ্টারঃ) শিষ্যাঃ (মদাজ্ঞাপালনপরাঃ) ভুজিষ্যাঃ (দাসীবৎ মৎসেবাপরা চ) বান্ধবাঃ (বন্ধুবৎ প্রীত্যাচরণশীলাঃ) স্ত্রিয়ঃ (স্বপত্নীবৎ ভোগ্যাঃ)--(অতঃ) গোপ্যো মে কিং ন ভবন্তি? (অপি তু মৎসর্ব্বস্বা এবেত্যর্থঃ) ॥২১২॥

হে পার্থ, গোপিকাঃ মন্মাহাত্ম্যং (মম মহিমানং) মৎ-

স্থানের মধ্যে বৃন্দাবন ও ভক্তের মধ্যে শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা—

(আদিপুরাণে)

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তথাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥ ২১৬ ॥

মধুর-রসে শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস,
অন্য সব বস্তু তদুপকরণ—

রাধাসহ ক্রীড়া রস-বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ ২১৭ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়তমা রাধা—

কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥ ২১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়স্থান; সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা ॥ ২১৫ ॥

বৃন্দাবনধাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ায় ত্রৈলোক্য ধন্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে গোপিকাসকল ধন্য, যেহেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয় 'রাধা' নাম্নী গোপী বর্ত্তমানা ॥

রাধিকা বিনা অন্য গোপীসকল কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারেন না ॥ ২১৮ ॥

অনুভাষ্য

সপর্য্যাং (মম সেবাং) মৎশ্রদ্ধাং (মম স্পৃহণীয়ং) মন্মনোগতং (মম মনোঽভিপ্রায়ং) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) জানন্তি, অন্যে ভক্তাঃ ন জানন্তি ॥ ২১৩ ॥

বিষ্ণোঃ (কৃষ্ণস্য) রাধা যথা প্রিয়া, তস্যাঃ (রাধায়াঃ) কুণ্ডং তথা প্রিয়ম্। সর্ব্বগোপীষু সা (শ্রীরাধিকা) একা এব বিষ্ণোঃ অত্যন্তবল্লভা (পরা প্রিয়তমা) ॥ ২১৫ ॥

হে পার্থ, ত্রৈলোক্যে (ভূর্ভুবঃস্বর্লোকত্রয়মধ্যে) পৃথিবী ধন্যা, যত্র (পৃথিব্যাং) বৃন্দাবনং নাম পুরী অস্তি। তত্র (বৃন্দাবনে) অপি গোপিকাঃ ধন্যাঃ, যত্র মম রাধাভিধা (গোপী বর্ত্ততে) ॥ ২১৬ ॥

শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব, অন্যান্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রাধাসহ ক্রীড়ারসের বৃদ্ধির উদ্দেশে রসোপকরণ মাত্র।

(শ্রীগীতগোবিন্দে ৩য় সঃ, ১ শ্লোক)

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ২১৯ ॥

মুখ্যরূপে রাধাভাবে বাঞ্ছাত্রয়-পূরণ,
গৌণরূপে নামপ্রেম-প্রচার—

সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥ ২২০ ॥
সেই ভাবে নিজবাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল-কারণ ॥ ২২১ ॥

সম্ভোগরস-বিগ্রহ নন্দনন্দনই বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহ গৌর—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ ২২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণসাররূপ রাসলীলা-বাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া গেলেন ॥ ২১৯ ॥

অনুভাষ্য

"সমস্তান্মাধরাকর্ম্মিবিভ্রমাঃ সন্তি সুভ্রুবঃ। তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সখ্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ॥ সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন। প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥ * * * আসাং সুষ্ঠু দ্বয়োরেব প্রেম্নঃ পরমকাষ্ঠয়া। ক্বচিজ্জাতু ক্বচিজ্জাতু তদাধিক্যমিবেক্ষ্যতে ॥ * * প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী ॥"

কামোৎসুক্যকৃত চেষ্টাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ-সমর্থা, সুভ্রূ গোপীগণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকারই পঞ্চপ্রকার সখী, যথা—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী। পরমপ্রেষ্ঠ অষ্টসখীগণ প্রেমের পরাকাষ্ঠাবশতঃ কখনও মানকালে শ্রীকৃষ্ণের, কখনও বা খণ্ডিতাবস্থায় শ্রীরাধার, পক্ষ অবলম্বন করিয়া একের প্রতি অনুরাগ ও অপরের প্রতি বিপক্ষভাব প্রদর্শন করিয়া রসবৃদ্ধি করেন ॥ ২১৭ ॥

শ্রীরাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণের রাসের মূলাশ্রয় রাধার উদ্দেশে গমনোপলক্ষে শ্রীজয়দেবের বাক্য—

কংসারিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং

আস্বাদিতের ভাবকান্তি লইয়া আস্বাদকের অবতার—

সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ ২২৩ ॥

ব্রজললনার সহিত কৃষ্ণের নিত্যবিলাস—

(শ্রীগীতগোবিন্দ ১ সঃ, ১১ শ্লোক)

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ।
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥২২৪॥

গৌরাবতারে রসনিধান কৃষ্ণের নানাভাবে
গোপীপ্রেম-রসাস্বাদন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ২২৫ ॥

চৈতন্যদাসই চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে গৌরাবতার-রহস্যের জ্ঞাতা—

সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ-ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥ ২২৬ ॥

গৌরভক্ত-বন্দনা—

অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস।
গদাধর, দামোদর, মুরারি, হরিদাস ॥ ২২৭ ॥
আর যত চৈতন্য-কৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥ ২২৮ ॥

এপর্য্যন্ত আভাস-বর্ণন, এক্ষণে বিস্তৃত ব্যাখ্যা—

ষষ্ঠশ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন, করিয়ে প্রকাশ ॥২২৯॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়)

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ২৩০ ॥

গূঢ় হইলেও রসিক ভক্তের জন্য বর্ণন—

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়,—কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে, কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥২৩১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হে সখি, অঙ্গসৌন্দর্য্য দ্বারা জগতে আনন্দ জন্মাইয়া এবং ইন্দীবরসদৃশ সুন্দর, কোমল করচরণাদি দ্বারা ব্রজাঙ্গনা-দিগের হৃদয়ে কন্দর্পোৎসব উদয় করতঃ ব্রজসুন্দরীগণকে লইয়া স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গনমূর্ত্তিবিশিষ্ট শৃঙ্গারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২২৪ ॥

অনুভাষ্য

(সম্যক্ সারভূতা রাসলীলা-বাসনা তয়া আবদ্ধা বন্ধনং দৃঢ়ী-করণায় সংযুক্তা শৃঙ্খলা নিগড়রূপা তাং রাসক্রীড়া-পরমা-শ্রয়াং) রাধাং হৃদয়ে আধায় (আ-সম্যক্ প্রকারেণ ধৃত্বা) ব্রজসুন্দরীঃ (সর্ব্বাঃ গোপবধূঃ) তত্যাজ ॥ ২১৯ ॥

সেই রাধার ভাব অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব, প্রীতির আশ্রয়স্বরূপ শ্রীমতী গান্ধর্ব্বিকা; তাহার ভাব অর্থাৎ ঐকান্তিকী-কৃষ্ণৈকসেবাপরা চিত্তবৃত্তি ॥ ২২০ ॥

হে সখি, অনুরঞ্জনেন (প্রীণনেন) বিশ্বেষাং (সর্ব্বাসাং গোপরামাণাং) আনন্দং জনয়ন্ ইন্দীবরশ্রেণীশ্যামলকোমলৈঃ (হরিদ্বর্ণবিবিধ-সুকুমার-নীলপদ্মপ্রতিমৈঃ) অঙ্গৈঃ অনঙ্গোৎ-সবং উপনয়ন্ (প্রাপয়ন্) স্বচ্ছন্দম্ (অসঙ্কোচং যথা স্যাৎ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুতমধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ২৩০ ॥

অনুভাষ্য

তথা) ব্রজসুন্দরীভিঃ অভিতঃ প্রত্যঙ্গং আলিঙ্গিতঃ মুগ্ধঃ হরিঃ মধৌ (বসন্তসময়ে) মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারঃ ইব ক্রীড়তি ॥২২৪॥

শ্রীরাধায়াঃ (বার্ষভানব্যাঃ) প্রণয়মহিমা (প্রণয়-মাহাত্ম্যঃ) বা কীদৃশঃ, অনয়া (রাধয়া) মদীয়ং অদ্ভুতমধুরিমা (অপূর্ব্বমাধুর্য্যাতিশয়ঃ) যেন (প্রণয়েন) কীদৃশঃ বা আস্বাদ্যঃ, মদনুভবতঃ (মদনুভবাৎ) অস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) সৌখ্যং কীদৃশং বা ইতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ (তস্যাঃ ভাবেন আঢ্যঃ সমন্বিতঃ সন্) শচীগর্ভসিন্ধৌ (শচ্যাঃ মাতুঃ গর্ভ-সমুদ্রে) হরীন্দুঃ (কৃষ্ণচন্দ্রঃ) সমজনি (প্রাদুরাসীৎ) ॥২৩০॥

শ্রীগৌরাবতারের এই গূঢ় সিদ্ধান্ত—শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়গত বাসনা জগতে প্রকাশ করিতে যদিও যোগ্য হয় না, বা

অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ় ॥ ২৩২ ॥

গুরু-গৌরাঙ্গ-দাসেরই রসসিদ্ধান্তে অধিকার—

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥২৩৩॥
এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥ ২৩৪ ॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ ॥ ২৩৫ ॥

অভক্তের দুর্ব্বুদ্ধিকে ভয়, কিন্তু তাহার অজ্ঞতায় সুখ—

যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥ ২৩৬ ॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তার হউক্ চমৎকার ॥২৩৭॥

কৃষ্ণের গৌরাবতার-চিন্তা, হ্লাদিনী-শক্তির মাহাত্ম্য—

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ-রসস্বরূপ সবে কহে মোরে ॥ ২৩৮ ॥

হ্লাদিনী-মাধুর্য্যে কৃষ্ণমাধুর্য্যের হীনতা ও পরাভব—

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে—ঐছে কোন্ জন ॥২৩৯॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥২৪০॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥ ২৪১ ॥
কোটিকাম-জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য—সাম্য নাহি যার ॥ ২৪২ ॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর যুড়ায় নয়ন ॥ ২৪৩ ॥
মোর বংশী-গীত আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২৪৪ ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ ॥ ৪২৫ ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস।
রাধার অধর-রসে আমা করে বশ ॥ ২৪৬ ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ ২৪৭ ॥

রাধিকার রূপগুণই কৃষ্ণের জীবন-সর্ব্বস্ব—

এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ॥ ২৪৮ ॥

কৃষ্ণের রাধাপ্রীতি অপেক্ষা রাধিকার কৃষ্ণপ্রীতির আধিক্য-বিচার—

এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি' দেখিয়ে যদি, সব বিপরীত ॥ ২৪৯ ॥
রাধার দর্শনে মোর যুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥ ২৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তথাপি আমার চিত্তে এই আনন্দ হইতেছে যে, যে সব অভক্তের ভয় করা যায়, তাহাদের এই গ্রন্থে প্রবেশ-সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাহারা পড়িবে না (বুঝিবে না), ইহা অপেক্ষা আর কি সুখ আছে? ॥ ২৩৫-২৩৬ ॥

অনুভাষ্য

জগতে শ্রোতৃবর্গের অধিকারোচিত নয়, তথাপি এই কথা প্রকাশিত না হইলে জীব নিজচেষ্টা দ্বারা ইহার সীমা উপলব্ধি করিতে পারিবে না ॥ ২৩১ ॥

এ সকল কথা গৌরনিত্যানন্দের ভক্তেরই আনন্দ-বিধায়ক। গৌরভক্তগণ কোকিলসদৃশ। সিদ্ধান্ত—আম্র

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জীবাতু—জীবন ॥ ২৪৮ ॥

আমি মনে করি, আমার রাধিকার প্রতি প্রীতি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার বিপরীত জ্ঞান হয়, অর্থাৎ রাধিকার আমার প্রতি প্রীতি আমা-অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয় ॥ ২৪৯ ॥

অনুভাষ্য

পল্লবোপম; কোকিল যেরূপ আম্রপল্লবের সমাদর করে, তদ্রূপ ভক্তগণ ইহাতে পরমপ্রীতি লাভ করেন। পক্ষান্তরে, উষ্ট্র যেরূপ কণ্টকাদি দ্বারা জিহ্বাকে ক্ষতবিক্ষত না করাইয়া আম্রপল্লবাদি খাইতে বাসনা করে না, তদ্রূপ অভক্ত জ্ঞানী,

পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥২৫১॥

রাধিকার সম্পূর্ণ কৃষ্ণময়তা, সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনে আনন্দ-বিহ্বলতা—

কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে।
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি' কোলে ॥২৫২॥
অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হয় অন্ধ ॥২৫৩॥
তাম্বূলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।

রাধার কৃষ্ণসেবা-সুখ কৃষ্ণেরও দুর্জ্ঞেয়—

আনন্দসমুদ্রে ডুবে, কিছুই না জানে ॥ ২৫৪ ॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে বলি, তবু না পাই তার অন্ত ॥২৫৫॥
লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার অঙ্গের মাধুরী।
তাহা দেখি' সুখে আমি আপনা পাশরি ॥২৫৬॥

প্রপঞ্চে কান্ত-কান্তার তুল্য রস হইলেও চিদ্রাজ্যে কান্তরস অপেক্ষা কান্তা-রসের আধিক্য—

দোঁহার যে সম-রস, ভরত-মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥ ২৫৭ ॥

রাধাসঙ্গে কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ—

অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখে শত অধিকাই ॥২৫৮॥

(ললিতমাধবে ৯ অ, ৫ শ্লোক)

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহরিতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গশ্চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে ॥ ২৫৯ ॥

(শ্রীরূপগোস্বামীর উক্তি)

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাম্।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ ॥২৬০॥

কৃষ্ণের স্ব-মাধুর্য্য-বলের বিচার—

তাতে জানি, মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা, তারে কর বশ ॥ ২৬১ ॥

রাধাসুখ আস্বাদিতে কৃষ্ণের ব্যগ্রতা—

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥২৬২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আমার বেণুধ্বনিতে রাধিকার চেতন হরণ করে এবং রাধিকার কোমল গীত আমার চেতন হরণ করে। রাধিকার যখন চেতন-হরণ হয়, তখন তিনি তমালকে কৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করিয়া মহাসুখ লাভ করেন ॥ ২৫১ ॥

ভরতমুনির মতে,—স্ত্রীপুরুষের রস সমান, কিন্তু তিনি মুনি হইয়াও আমার ব্রজরসের তত্ত্ব জানেন না; কেন না, রাধিকার রস স্বরূপতঃ অধিক ॥ ২৫৭ ॥

অনুভাষ্য

কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষী মিছাভক্তরূপ উষ্ট্রগণ এ সকল সিদ্ধান্তে কুতর্ক নির্ম্মাণ করে ॥ ২৩৪-২৩৫ ॥

কামের আদর্শদেব—মদন; কৃষ্ণ—মদনমোহন; কোটি গোপরামাণাং) অসামান্য সৌন্দর্য্যকে কৃষ্ণমাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ করিতে (হরিন্বর্ণবিবিধ-সুকুমার-ন্ন এবং তদধিক মাধুর্য্য কোনও বস্তুতে সবঃ উপনয়ন্ (প্রাপয়ন্) অন্য কোন রূপবানের তুলনা নাই ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

হে কল্যাণি, অমৃতমাধুরীপরিমলবিজয়ী তোমার বিম্বাধর, পদ্মগন্ধযুক্ত তোমার মুখ, কোকিলধ্বনি-তিরস্কারী তোমার বাক্যসকল, চন্দনের ন্যায় শীতল অঙ্গ ও সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ তোমার শরীর,—এতাদৃশ রূপগুণলীলাময়ী তোমাকে লাভ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ পুনঃ পুনঃ মহামোদ লাভ করিতেছে ॥ ২৫৯ ॥

কংসারি-শ্রীকৃষ্ণের রূপে লোভযুক্ত শ্রীরাধার নয়নযুগল, কৃষ্ণস্পর্শে অতি হর্ষান্বিত তাঁহার ত্বগিন্দ্রিয়, বাক্যশ্রবণে উৎকণ্ঠিতা শ্রুতি, কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে প্রফুল্ল নাসাপুট, কৃষ্ণের অধরামৃতবশীকৃত রসনা, সর্ব্বদা প্রফুল্লমুখাব্জ, নম্রীভূত ধৈর্য্য-নাশক উৎকট রোমাঞ্চাদি-বিকারসমূহে ব্যস্ত অঙ্গসমূহ লক্ষিত হইল ॥ ২৬০ ॥

অনুভাষ্য

অধিকাই—অধিক পাই ॥ ২৫৮ ॥

নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখমাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥২৬৩॥

নানাভাবে রাধাপ্রেম-রস আস্বাদিতে গৌরাবতার—

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার ॥ ২৬৪ ॥

রাগভজনবিধির প্রচার ও আচার—

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা-আচরণদ্বারে ॥ ২৬৫ ॥

আশ্রয়জাতীয়-ভাব বিনা বিষয়জাতীয়-ভাবে সেবা-সুখ অনাস্বাদ্য—

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ ২৬৬ ॥
রাধিকার ভাবকান্তি-অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ ২৬৭ ॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি' তার বর্ণ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ ২৬৮ ॥

গৌররূপে অবতরণ-কালে যুগাবতার-কাল ও অদ্বৈতের আকর্ষণের সম্মিলন—

সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার-সময় ॥ ২৬৯ ॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণে আকর্ষণ ॥ ২৭০ ॥

পূর্ব্বে গুরুবর্গের অবতার, পশ্চাৎ স্বয়ংরূপ গৌরের অবতার—

পিতামাতা, গুরুগণ, আগে অবতরি'।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি' ॥ ২৭১ ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥ ২৭২ ॥
এই ত' ষষ্ঠশ্লোকের করিল ব্যাখ্যান।
শ্রীরূপ-গোসাঞির পাদপদ্ম করি' ধ্যান ॥২৭৩॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।
শ্রীরূপ-গোসাঞির শ্লোক প্রমাণ সমর্থ ॥২৭৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিজাতীয়—বিষয়জাতীয় ॥ ২৬৬ ॥

অনুভাষ্য

হে কল্যাণি, আনন্দবিগ্রহে, তে (তব) বিম্বাধরঃ (রক্তবর্ণাধরঃ) নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ (নির্ধূতৌ পরাজিতৌ অমৃতস্য মাধুরীপরিমলৌ যেন তাদৃশঃ) বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং (পঙ্কজস্য কমলস্য সৌরভং ইব সৌরভং যস্য তৎ) গিরঃ (বাচঃ) কুহুরিতশ্লাঘাভিদঃ (কুহুরিতানাং কোকিলধ্বনীনাং শ্লাঘাভিদঃ তিরস্কারিণ্যঃ) অঙ্গম্ (অবয়বঃ) চন্দনশীতলং (চন্দনবৎ শীতলং) ইয়ং তনুঃ (মূর্ত্তিঃ) সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্ (সৌন্দর্য্যানাং সর্ব্বস্বং ভজতে যা সা) হে রাধে, ত্বাম্ আসাদ্য মম ইদম্ ইন্দ্রিয়কুলং (ইন্দ্রিয়গণঃ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) মোদতে (হ্লাদযুক্তো ভবতি) ॥ ২৫৯ ॥

কংসহরস্য (কংসান্তকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) রূপে (রূপদর্শনে) লুব্ধনয়নাং (লুব্ধে ক্ষোভযুক্তে নয়নে যস্যাঃ তাং কৃষ্ণরূপাকৃষ্ট-নেত্রাং) স্পর্শে (অঙ্গসঙ্গে) অতিহৃষ্যত্ত্বচং (অতিহৃষ্যন্তী পুলকিতা ত্বক্ যস্যাঃ তাং, কৃষ্ণস্পর্শাত্যানন্দিতগাত্রাং) বাণ্যাং (বাচি) উৎকলিতশ্রুতিং (উৎকলিতে উৎসুকে শ্রুতী

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার বাঞ্ছাপূরণ, ভক্তগণকে রাগমার্গীয় ভক্তির আচরণের দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিব, এই সকল ভাবে যে সময়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার জন্য নিশ্চয় করিলেন, সেই সময় যুগাবতারকাল উপস্থিত হইল এবং সেই সময়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণকে আরাধন করিলেন। এতৎপ্রযুক্ত রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে শচীগর্ভে কৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গস্বরূপে উদিত হইলেন। স্বরূপগোস্বামীর দুইশ্লোকে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা শ্রীরূপগোস্বামীর শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিতেছি ॥ ২৬৯-২৭৪ ॥

অনুভাষ্য

কর্ণৌ) যস্যাঃ তাং, কৃষ্ণশব্দশ্রবণোৎকর্ণাং) পরিমলে (অঙ্গসৌরভে) সংহৃষ্টনাসাপুটাং (সংহৃষ্টে নাসাপুটে যস্যাঃ তাং, কৃষ্ণসুগন্ধঘ্রাণাদ্ভুতমোদাম্) অধরপুটে (অধরামৃতপানে) আরজ্যদ্রসনাং (আরজ্যন্তী অনুরাগভরা রসনা জিহ্বা যস্যাঃ তাং, কৃষ্ণাধরানুরক্তরসনাং) ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং (ন্যঞ্চৎ পূজিতং মুখং এব অম্ভোরুহং যস্যাঃ তাম্, অবনতবদনকমলং) বহিঃ অপি কিল দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং (দম্ভেন কপটেন

(স্তবমালায় শ্রীরূপগোস্বামীর উক্তি)

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২৭৫ ॥

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্‌কৈর্নিরূপিতম্ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতার-মূলপ্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মঙ্গলাচরণ, কৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বলক্ষণ এবং চৈতন্যাবতারের প্রয়োজন,—এই তিনটী বিষয় ছয়টী শ্লোক দ্বারা নিরূপিত হইল ॥ ২৭৬ ॥

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

উদ্গীর্ণা প্রকাশিতা মহতী ধৃতিঃ ধৈর্য্যং যস্যাঃ তাং বহির্বাহ্য-চেষ্টাবতীং) প্রোদ্যৎবিকারাকুলাং (প্রোদ্যতা প্রকর্ষেণ উদ্ভূতেন বিকারেণ আকুলাম্ অন্তঃক্রীড়ৌৎসুক্যপরাং) রাধামহং স্মরামি

অবতরি—অবতরণ করাইয়া ॥ ২৭১ ॥

আদি ৪র্থপঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৭৫ ॥

কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণং (গৌরতত্ত্বনিরূপণাত্মকং) মঙ্গলাচরণম্ অবতারে (গৌরাবতারবিষয়ে) প্রয়োজনং শ্লোকষট্‌কৈঃ (বন্দে-গুরূনিত্যারভ্য গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুরিত্যন্তৈঃ শ্লোকৈঃ ষট্-সংখ্যকৈঃ) নিরূপিতম্ ॥ ২৭৬ ॥

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদের কথাসার

পঞ্চমপরিচ্ছেদে পঞ্চমশ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম। প্রকৃতির অতীত 'পরব্যোম' নামে একটি চিন্ময়ধাম আছে, সেই চিন্ময়ধামের সর্ব্বোপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক'। কৃষ্ণলোকে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল; তথায় আদিচতুর্ব্যূহ কৃষ্ণ, বলদেব, প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ কামদেব ও অনিরুদ্ধ। সেই কৃষ্ণলোকে 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া বৃন্দাবনস্থ ধাম। কৃষ্ণলোকের অধোভাগে 'পরব্যোম' নামক বৈকুণ্ঠ; তথায় কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজমান। কৃষ্ণলোকে যিনি বলদেব, তিনি মূল-সঙ্কর্ষণ। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। সেই মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তিক্রমে পরব্যোমস্থ সমস্ত শুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশ; জীবশক্তিক্রমে শুদ্ধজীব-সকল তথায় বর্ত্তমান, মায়াশক্তির তথায় অবস্থিতি নাই। নারায়ণধামে দ্বিতীয় কায়ব্যূহ। সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময়ধামরূপ 'ব্রহ্মলোক'। তাহার বাহিরে চিন্ময়-জলবিশিষ্ট কারণসমুদ্র। কারণ-সমুদ্রের অপর পারে অ-সংস্পৃষ্টরূপে মায়ার অবস্থিতি। কারণ-সমুদ্রে মূল-সংকর্ষণের অংশরূপ আদিপুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। তিনিই দূর হইতে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন; এক অঙ্গাভাসে, (অর্থাৎ তাহা অঙ্গের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু অঙ্গ নয়), মায়ার উপাদান-কারণে মিলিত হন। মায়াই উপাদান-কারণরূপে 'প্রধান' ও নিমিত্ত-কারণরূপে 'প্রকৃতি'। মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণই

জড়রূপা প্রকৃতির মূল-নিমিত্তকারণ, সুতরাং প্রকৃতি গৌণ-নিমিত্তকারণ মাত্র। সেই কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুই সমষ্টিজগতে প্রবিষ্টরূপে গর্ভোদশায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে, প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদশায়ী। সেই ক্ষীরোদশায়িপুরুষ প্রতিব্রহ্মাণ্ডে একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণু-পরমাত্মা-ঈশ্বরাদি-রূপে বিরাজমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের জলাংশে শেষশয্যায় শয়ন করেন; তিনিই ব্রহ্মার পিতা; তাঁহারই এক অংশকে বিরাট্‌রূপে কল্পনা করা যায়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে এক একটী 'শ্বেতদ্বীপ' প্রকট হইয়াছে, তাহাতে বিষ্ণু অবস্থান করেন। সুতরাং শ্বেতদ্বীপ দুইটী প্রকট—একটী কৃষ্ণলোকে, আর একটী প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরোদসমুদ্রে। কৃষ্ণলোকের 'শ্বেতদ্বীপ' তত্রস্থ বৃন্দাবন হইতে অভিন্নরূপে কৃষ্ণের কোন পরিশিষ্ট-লীলার ভূমি। ব্রহ্মাণ্ডগত 'শেষ' মূর্ত্তি বিষ্ণুকে ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ইত্যাদি-রূপে সেবা করেন। কৃষ্ণলোকস্থ বলদেবই প্রভুনিত্যানন্দ, অতএব তিনি মূল-সঙ্কর্ষণ; পরব্যোমের মহাসংকর্ষণ এবং তাঁহার পুরুষাবতারগণ সুতরাং নিত্যানন্দপ্রভুর অংশকলা। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজের বৃন্দাবনযাত্রা ও তথায় তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধিসম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন। তাহাতে পাওয়া যায়, তাঁহার পূর্ব্বনিবাস কাটোয়া-প্রদেশে নৈহাটীর নিকট 'ঝামটপুর' গ্রামে। তাঁহারা দুইভাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পারিষদ শ্রীমীনকেতনরামদাস তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া পূজারি গুণার্ণবমিশ্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতা তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন নাই। রামদাস নিজের বংশী ভাঙ্গিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া যান, তাহাতে কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতার তৎক্ষণাৎ সর্ব্বনাশ হয়। সেই-রাত্রে কবিরাজগোস্বামী স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রসন্নতা ও আদেশ লাভ করিয়া পর দিবসেই বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

নিত্যানন্দ-কৃপাবলে নিত্যানন্দস্বরূপ-জ্ঞান—

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

ছয়শ্লোকে গৌরতত্ত্ব, পাঁচ শ্লোকে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব—

এই ষট্‌শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা।
পঞ্চশ্লোকে কহি নিত্যানন্দতত্ত্ব-সীমা ॥ ৩ ॥

বলদেব-তত্ত্ব—

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥ ৪ ॥

একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ—গৌর, বলরাম—নিতাই,

সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৬ ॥

সঙ্কর্ষণ ও কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-বারিশায়িগণ এবং শেষের অংশী নিত্যানন্দ বা বলদেব—

(শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায় শ্লোক)

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥৭॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অনন্ত-অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বর নিত্যানন্দকে বন্দনা করি। মূর্খলোকেও তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ ॥ ১ ॥

তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-দেহ ॥ ৪ ॥

অনুভাষ্য

যস্য (নিত্যানন্দস্য) ইচ্ছয়া (অনুকম্পয়া) অজ্ঞেন (শাস্ত্র-জ্ঞানানভিজ্ঞেন) অপি (ময়া) তৎস্বরূপং (নিত্যানন্দ-তত্ত্বং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীবলদেবই কৃষ্ণের আদ্যকায়ব্যূহ অর্থাৎ কায়বিস্তৃতি, তিনিই কৃষ্ণলীলার সহায়। সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং আদ্যকায়ব্যূহ সেই শ্রীবলরাম তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৫-৬ ॥

সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণস্বরূপ হউন্ ॥ ৭ ॥

মূল-সংকর্ষণ বলদেবের পঞ্চরূপে কৃষ্ণসেবা—

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৮ ॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায় ॥ ৯ ॥

চিদচিৎসর্গ, স্থিতি ও অনুপ্রবেশাদি-কার্য্যে চারিরূপ, এবং শেষ-রূপে দশদেহে সেবা—

সৃষ্ট্যাদিক সেবা, তাঁর আজ্ঞার পালন।
'শেষ'রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥১০॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ১১ ॥

নিত্যানন্দতত্ত্ব-বর্ণনমুখে চারিশ্লোকে সপ্তমশ্লোক-ব্যাখ্যা—

সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারিশ্লোক।
যাতে নিত্যানন্দতত্ত্ব জানে সর্ব্বলোক ॥ ১২ ॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায় শ্লোক)

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১৩ ॥

অপ্রাকৃত-ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত 'পরব্যোম'—

প্রকৃতির পার 'পরব্যোম'-নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি-গুণবান্ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্ম ও তদূর্দ্ধলোক এবং কৃষ্ণ ও তদবতারাবলীর ধাম—

সর্ব্বগ, অনন্ত ব্রহ্ম-বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥ ১৫ ॥

পরব্যোমের ঊর্দ্ধলোকে ত্রিবিধ কৃষ্ণলোক—

তাহার উপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক' খ্যাতি।
দ্বারকা-মথুরা-গোকুল, ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥১৬॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আদ্যকায়ব্যূহ শ্রীবলরামকে মূল-সঙ্কর্ষণ বলা যাইতে পারে; যেহেতু, তিনি তদীয় দ্বিতীয়স্বরূপগত অংশরূপে 'মহাসঙ্কর্ষণ' এবং কলাস্বরূপে 'কারণাব্ধিশায়ী', 'গর্ভোদশায়ী', 'পয়োব্ধিশায়ী' ও 'শেষ'—এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ী—এই চারিরূপে সৃষ্টিলীলাদি কার্য্য করেন। 'শেষ'-সংজ্ঞক 'অনন্ত'রূপে কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করেন। এই সর্ব্বরূপে সেই বলরাম কৃষ্ণসেবানন্দ আস্বাদন করেন ॥ ৮-১১ ॥

সপ্তমশ্লোকের অর্থ—৭ম শ্লোকে যাহা কথিত হইয়াছে, ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ শ্লোকে তাহার অর্থ করিতেছি ॥১২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্যরূপ বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই ॥ ১৩ ॥

চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব প্রকৃতির উপরে 'পরব্যোম' নামে একটী চিন্ময় ধাম আছে। সেই ধাম শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ন্যায় সমস্ত বিভূত্যাদি-গুণযুক্ত। সেই ধামে সর্ব্বগত, অনন্ত ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠাদি-ধাম বিরাজমান। সেই সমস্ত ধামে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার অবতার বিশ্রাম করেন। সেই ধামের উপরি তৃতীয়-ভাগে যে সর্ব্বোত্তম চিন্ময়লোক, তাহার নাম 'কৃষ্ণলোক'—সেই কৃষ্ণলোক দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুল-ভেদে তিনরূপে বিচিত্র ॥১৪-১৬॥

অনুভাষ্য

নিরূপ্যতে (বর্ণ্যতে) তম্ অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যম্ (অনন্তম্ অদ্ভুতম্ ঐশ্বর্য্যং যস্য তং দেশকালপাত্রাতীতৈশ্বর্য্যসম্পন্নম্) ঈশ্বরং (দেবদেবং) শ্রীনিত্যানন্দম্ অহং বন্দে ॥ ১ ॥

সঙ্কর্ষণঃ (পরব্যোমস্থো মহাসঙ্কর্ষণঃ), কারণতোয়শায়ী (আদিপুরুষাবতারঃ), গর্ভোদশায়ী (দ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ হিরণ্যগর্ভঃ সমষ্টিবিষ্ণুঃ), পয়োব্ধিশায়ী (তৃতীয়পুরুষাবতারঃ ক্ষীরশায়ী ব্যষ্টিবিষ্ণুঃ), শেষঃ (অনন্তদেবঃ)—যস্যাংশকলাঃ, সঃ নিত্যানন্দাখ্যরামঃ (বলদেবঃ) মম শরণম্ অস্তু ॥ ৭ ॥

শ্রীবলরামের পঞ্চরূপ—১। মহাসঙ্কর্ষণ, ২। কারণোদশায়ী, ৩। গর্ভোদশায়ী ও ৪। ক্ষীরোদশায়ী ॥ ৮ ॥

মায়াতীতে (গুণময়দেশবহির্ভাগে) ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে (মায়ারহিতাসঙ্কুচিতাখণ্ডাধারে) পূর্ণৈশ্বর্য্যে (পরিপূর্ণশক্তি-

সর্ব্বোর্দ্ধস্তরে ব্রজ, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ—

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেই পরব্যোম ধামের সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল অর্থাৎ ব্রজলোক-ধাম, শ্রীগোলোক অর্থাৎ স্বকীয়ভাবযুক্ত কৃষ্ণধাম, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন ॥ ১৭ ॥

অনুভাষ্য

সমন্বিতে) শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে (বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধবিষ্ণু-চতুষ্টয়ানাং মধ্যে যস্য) (নিত্যানন্দরামস্য) সঙ্কর্ষণাখ্যং রূপম্ উদ্ভাতি (বিরাজতে) তং নিত্যানন্দরামম্ অহং প্রপদ্যে ॥১৩॥

শ্রীজীবঃ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১০৬ সংখ্যা)—অথ কতমত্তৎ-পদং যত্রাসৌ বিহরতি তত্রোচ্যতে—যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থ-মাদৃতাঃ" ইতি স্কান্দবচনানুসারেণ বৈকুণ্ঠে যৎস্থানং বর্ত্ততে তত্তদেবেতি মন্তব্যম্। তচ্চাখিলবৈকুণ্ঠোপরিভাগ এব। *** স্বায়ম্ভুবাগমে চ স্বতন্ত্রতয়ৈব সর্ব্বোপরি তৎস্থানমুক্তম্; যথা ঈশ্বরদেবীসংবাদে চতুর্দ্দশাক্ষরধ্যানপ্রসঙ্গে পঞ্চাশীতিতমে পটলে—'নানাকল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ। অধঃ-সাম্যং গুণানাঞ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বকারণম্॥' *** তস্মাদ্ যা যথা ভুবি বর্ত্তন্ত ইতি ন্যায়াচ্চ স্বতন্ত্র এব দ্বারকামথুরা-গোকুলাত্মকঃ শ্রীকৃষ্ণলোকঃ। স্বয়ং ভগবতো বিহারাস্পদত্বেন ভবতি সর্ব্বোপরীতি সিদ্ধম্। অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব সর্ব্বোপরি বিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিদ্ধম্। ব্রহ্মসংহি-তায়াং—'সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্। * * * চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্'। * * * তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম নন্দযশোদাদিভিঃ সহ বাসযোগ্যম্ মহান্তঃপুরম্। তস্য স্বরূপমাহ—অনন্তস্য শ্রীবলদেবস্যাংশাৎ সম্ভবো নিত্যা-বির্ভাবো যস্য তৎ। তথা তন্ত্রেণ তদপি বোধ্যতে—অনন্তোঽংশো যস্য তস্য শ্রীবলদেবস্যাপি সম্ভবো নিবাসো যত্র তদিতি। * * * অথ গোকুলাবরণান্যাহ—তদ্বহিশ্চতুরস্রং তস্য গোকুলস্য বহিঃ সর্ব্বতশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণাত্মকং স্থলং শ্বেতদ্বীপাখ্যং ইতি তদংশে গোকুলমিতি নামবিশেষাভাবাৎ। কিন্তু চতুরস্রাভ্যন্তরমণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং বহির্মণ্ডলং কেবলং

গোলোক-বৃন্দাবন সম্পূর্ণ কৃষ্ণাভিন্ন ধাম—

সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক নিয়ম ॥ ১৮ ॥

অনুভাষ্য

শ্বেতদ্বীপাখ্যং জ্ঞেয়ং গোলোক ইতি যৎপর্য্যায়ঃ। * * ব্রহ্মলোকঃ বৈকুণ্ঠাখ্যঃ। * * নারদ-পঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যানে—'তৎ সর্ব্বোপরি গোলোকে শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ম্। বিহরেৎ পরমানন্দী গোপীগোকুলনায়কঃ॥' ইতি। তদেবং সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণলোকোঽস্তীতি সিদ্ধম্। স চ লোকস্তত্ত-ল্লীলাপরিকরভেদেনাংশভেদাৎ দ্বারকামথুরাগোকুলাখ্যস্থান-ত্রয়াত্মক ইতি নির্ণীতম্। অন্যত্র তু ভুবি প্রসিদ্ধান্যেব তত্তদাখ্যানি স্থানানি তদ্রূপত্বেন শ্রূয়ন্তে, তেষামপি বৈকুণ্ঠান্তর-বৎ প্রপঞ্চাতীতত্ব-নিত্যত্বালৌকিকরূপত্ব-ভগবন্নিত্যাস্পদত্ব-কথনাৎ।

কিপ্রকার ধামে এই ভগবান্ বিচরণ করেন, তদ্বিষয়ে উক্ত হইতেছে—'এই প্রপঞ্চে ভগবানের যেরূপ প্রিয় পুরী-সমূহের অবস্থিতি আছে, সেই প্রকার পুরীত্রয় তাঁহার লীলার উদ্দেশে বৈকুণ্ঠেও বিরাজিত'—এই স্কন্দপুরাণের বাক্যানুসারে বৈকুণ্ঠে যে সকল স্থান বর্ত্তমান, সেই সেই স্থানই প্রপঞ্চে, এরূপ জানিতে হইবে। প্রাকৃতসৃষ্টির উপরিভাগে অখিল বৈকুণ্ঠের স্থান। স্বায়ম্ভুবতন্ত্রে, স্বতন্ত্রভাবেই সকলের উপরে বৈকুণ্ঠের স্থান, কথিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে চতুর্দ্দশাক্ষরধ্যান-প্রসঙ্গে ৮৫ পটলে দেবী-মহেশ্বর-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, 'নানা কল্পলতাকীর্ণ, ব্যাপক, অখণ্ড বৈকুণ্ঠ স্মরণ করিবে। তাহার অধোভাগে গুণসাম্যাবস্থা সর্ব্বজড়কারণের কারণ প্রকৃতি অবস্থিত'। সেজন্য 'যে প্রকারে পৃথিবীতে হরি-ধামসমূহ বর্ত্তমান, তথায়ও সেই প্রকার', এই ন্যায় হইতে দ্বারকা এবং গোকুলাত্মক কৃষ্ণলোকের স্বতন্ত্রতারই উপলব্ধি হয়। স্বয়ং ভগবানের বিহারক্ষেত্র বলিয়া ঐ ধামসমূহ যে সর্ব্বোপরি—ইহাই সিদ্ধ হয়। অতএব বৃন্দাবন-গোকুলই সর্ব্বোপরি বিরাজমান 'গোলোক' বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম-সংহিতায়—'সহস্রপত্রবিশিষ্ট, পদ্মাত্মক, মহৎপদ 'গোকুল' বলিয়া খ্যাত; তাহার চতুরস্র অর্থাৎ চারিঋজুরেখাদ্বারা বেষ্টিত অদ্ভুত ক্ষেত্র 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া সংজ্ঞিত।' সেই

উহা স্বপ্রকাশ—কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ—

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায় ॥ ১৯ ॥

ভোগনেত্রে প্রপঞ্চসদৃশ হইলেও ভক্তিনেত্রে কৃষ্ণবিলাস-ক্ষেত্র চিন্ময়ী চিন্তামণি-ভূমি—

চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম ॥ ২০ ॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥ ২১ ॥

গোলোকে গোবিন্দ—

(ব্রহ্মসংহিতায় ৫ অ, ২৫ শ্লোক)

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২২ ॥

'আদি চতুর্ব্যূহ'—

মথুরা-দ্বারকায় নিজ-রূপ প্রকাশিয়া।
নানা-রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেই চিন্ময় ব্রজধাম কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইয়াও একই স্বরূপে বিরাজমান। কেহ কেহ মনে করেন যে, পরব্যোমস্থ গোলোকাদি-ধাম প্রপঞ্চে প্রকাশিত ব্রজধাম হইতে পৃথক্, কিন্তু তাহা নয় অর্থাৎ একই স্বরূপ, একই সময়ে পরব্যোমে ও প্রপঞ্চে প্রকাশিত থাকেন, এই মাত্র। প্রপঞ্চে প্রকাশিত ব্রজেও ভূমি চিন্তামণি, বন কল্পবৃক্ষময়, তাহার স্বরূপ-প্রকাশ প্রেম-নেত্রে দৃষ্ট হয়, চর্ম্মচক্ষে তাহা প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হয় ॥ ১৯-২১ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণের ধামে নন্দ-যশোদাদির সহিত বাসযোগ্য কৃষ্ণের মহা-অন্তঃপুর আছে। তাহার স্বরূপ এরূপ কথিত হইয়াছে—বলদেবপ্রভুর অনন্তাংশ হইতে সেই ধাম নিত্য উদ্ভূত। তন্ত্রশাস্ত্রেও সেই প্রকার বুঝা যায়—বলদেবের অংশ অনন্ত-দেবের যথায় সম্ভব ও নিবাস, তাহাই ভগবদ্ধাম। গোকুলের আবরণসমূহ এরূপ কথিত হয়। সেই গোকুলের বহির্ভাগে সর্ব্বদিক্‌স্থিত চতুরস্র স্থল চতুষ্কোণাত্মক ক্ষেত্র 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্বেতদ্বীপাংশে 'গোকুল' এই নাম নাই, কিন্তু চতুষ্কোণের অভ্যন্তর-মণ্ডল 'বৃন্দাবন' নামে খ্যাত; কেবল বাহিরের বৃত্ত 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া জানিতে হইবে; ইহার অপর নাম 'গোলোক'। 'ব্রহ্মলোক' শব্দে 'বৈকুণ্ঠ'কে বুঝায়। নারদ-পঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যান-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, সেই ধাম সকলের উপরিভাগে গোলোকে সর্ব্বদা স্বয়ং গোপীনাথ গোকুলাধিপতি গোবিন্দদেব পরমানন্দে বিহার করেন। তাহাহইলে সর্ব্বলোকোপরি কৃষ্ণলোকের স্থিতিই সিদ্ধ হয়। সেই কৃষ্ণলোকই যে সেই লীলা ও পরিকরভেদে এবং অংশভেদে বিভিন্নপ্রকোষ্ঠাত্মক 'দ্বারকা', 'মথুরা' ও 'গোকুল' নামক স্থানত্রয়—তাহাই নির্ণীত হইল। অন্যত্র প্রপঞ্চাগত পৃথিবীতে সেই নামবিশিষ্ট স্থানসমূহও তদ্রূপই শুনা যায়; যেহেতু, অন্য বৈকুণ্ঠের ন্যায় প্রপঞ্চের অতীত, নিত্য অলৌকিকরূপবিশিষ্ট ভগবানের নিত্যাস্পদ বলিয়া কথিত হওয়ায়, তাহাদিগকেও অভিন্ন জানিতে হইবে ॥ ১৪-১৮ ॥

কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু (কল্পবৃক্ষাণাং প্রার্থনোচিতাভীষ্টফল-প্রদবৃক্ষাণাং লক্ষৈঃ অসংখ্যৈঃ আবৃতেষু মণ্ডিতেষু) চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসু (চিন্তামণীনাম্ অভীষ্টফলদানসমর্থরত্নানাং প্রকরণে সমূহেন রচিতা সদ্মানি হর্ম্ম্যাণি তেষু) সুরভীঃ (কামধেনূঃ) অভিপালয়ন্তম্ (অভি সর্ব্বতোভাবেন গোপোচিত-গোপরি-চর্য্যাপ্রকারেণ পালয়ন্তং) লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং (লক্ষ্ম্যঃ গোপরামাঃ তাসাং সহস্রাণাং শতৈঃ সম্ভ্রমেণ সেব্যমানং) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বারা আবৃত, চিন্তামণিসমূহ-নির্ম্মিত স্থানে, (কামদুঘ)-গোসমূহ-পালনকারী শতসহস্র লক্ষ্মীগণ-কর্ত্তৃক সম্ভ্রমদ্বারা সেবিত সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ২২ ॥

সেই কৃষ্ণধামের মথুরা-দ্বারকাখণ্ডে কৃষ্ণ, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ—এই আদিচতুর্ব্যূহ প্রকাশ করতঃ নানারূপে বিলাস করেন। দ্বারকাগত চতুর্ব্যূহ অন্য সমস্ত চতুর্ব্যূহের অংশী ও বিশুদ্ধ-চিন্ময় ॥ ২৩ ॥

সকল চতুর্ব্যূহের অংশী—

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥ ২৪ ॥

গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় দ্বিভুজরূপে লীলা—

এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল-লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥ ২৫ ॥

পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ-নারায়ণরূপে আধিপত্য—

পরব্যোম-মধ্যে করি' স্বরূপপ্রকাশ।
নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥ ২৬ ॥

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—দ্বিভুজ, ঐশ্বর্য্যবিলাস নারায়ণ—চতুর্ভুজ,

স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥ ২৭ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী-ভূ-নীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥ ২৮ ॥

কেবল-লীলাময় হইলেও জীবে অহৈতুকী-কৃপাময়—

যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥ ২৯ ॥

চতুর্ব্বিধ মুক্তিদ্বারা জীবের উদ্ধার-সাধন বা বৈকুণ্ঠে আনয়ন—

সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবেরে নিস্তার ॥ ৩০ ॥

নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানীর বৈকুণ্ঠের বাহিরে স্থিতি—

ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে হয় তা-সবার স্থিতি ॥ ৩১ ॥

পরব্যোমের বাহিরে চিন্ময় ব্রহ্মলোক—

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কৃষ্ণের স্বরূপবিগ্রহ সর্ব্বদা দ্বিভুজ। পরব্যোমে তাঁহার স্বরূপ-প্রকাশ নারায়ণরূপে চতুর্ভুজ, এবং শ্রী, ভূ ও নীলা-শক্তিসেবিত। শ্রীসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে এই ত্রিবিধ শক্তির বিশেষ বর্ণন আছে ॥ ২৭-২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'বৈকুণ্ঠ'-শব্দে 'কৃষ্ণধাম' ও 'পরব্যোম' বুঝিতে হয়। সেই পরব্যোমের বাহিরে কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা বিস্তীর্ণ হইয়া

অনুভাষ্য

তিন লোকে—গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় ॥ ২৫ ॥

শ্রী-ভূ-নীলা—নীলাকে. বঙ্গীয়পাঠে কেহ কেহ 'লীলা শক্তি' বলেন। এই তিন শক্তি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট বিরাজমানা। যেকালে ভূতযোগী, সরযোগী ও ভ্রান্তযোগী (আল্‌বারগণ) নিশীথে গেহলীগ্রামে ব্রাহ্মণালয়ে আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালে নারায়ণ তাঁহাদের গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিজরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। 'প্রপন্নামৃত'—৭৭ অধ্যায়, ৬১-৬২ শ্লোক—

"তার্ক্ষ্যাধিরূঢ়ং তড়িদম্বুদাভং লক্ষ্মীধরং বক্ষসি পঙ্কজাক্ষম্।
হস্তদ্বয়ে শোভিতশঙ্খচক্রং বিষ্ণুং দদৃশুর্ভগবন্তমাদ্যম্ ॥
আজানুবাহুং কমনীয়গাত্রং পার্শ্বদ্বয়ে শোভিতভূমিনীলম্।
পীতাম্বরং ভূষণভূষিতাঙ্গং চতুর্ভুজং চন্দনরুষিতাঙ্গম্ ॥"

সীতোপনিষদি—"মহালক্ষ্মীর্দেবেশস্য ভিন্নাভিন্নরূপা চেতনাচেতনাত্মিকা। সা দেবী ত্রিবিধা ভবতি শক্ত্যাত্মনা—ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ সাক্ষাচ্ছক্তিরিতি। ইচ্ছাশক্তিস্ত্রিবিধা ভবতি—শ্রী-ভূমি-নীলাত্মিকা।"

শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বকৃত গীতা-টীকায় ৪র্থ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ শ্লোকে শাস্ত্রোদ্ধার করিয়াছেন—"মহদাদেস্তু মাতা যা শ্রী-ভূ-নীলেতি কল্পিতা। বিমোহিকা চ দুর্গাখ্যা তাভির্বিষ্ণুরজোঽপি হি। জাতবৎ প্রথতে হ্যাত্মচিদ্বিলাসমূঢ়-চেতসাম্ ॥" * * "শ্রীভূ-দুর্গেতি যা ভিন্না মহামায়া তু বৈষ্ণবী। তচ্ছক্ত্যনন্তাংশহীনাথাপি তস্যাশ্রয়াৎ প্রভোঃ ॥ অনন্তব্রহ্মরুদ্রাদের্নাস্যাঃ শক্তিকলাপি হি। তেষাং দুরত্যয়াপ্যেষা বিনা বিষ্ণুপ্রসাদতঃ ॥" —ব্যাসযোগে, ৭ম অধ্যায়, ১৪ সংখ্যা। গীতার ১৪ অধ্যায়, ৩য় শ্লোকের মাধ্বভাষ্য—"মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ। সা চ শ্রী-ভূ-দুর্গেতি ভিন্না। উমা সরস্বত্যাদ্যাস্তু তদংশযুতা অন্যজীবাঃ ॥" তথা চ কার্ষায়ণশ্রুতিঃ—"শ্রীর্ভূর্দুর্গা মহতী তু মায়া, সা লোকসৃতির্জগতো বন্ধিকা চ। উমা বাগাদ্যা অন্যজীবাস্তদংশাস্তদাত্মনা সর্ব্ববেদেষু গীতাঃ" ইতি।

মায়াতীত হইলেও উহা চিদ্বিলাসহীন, কেবল চিন্মাত্র—

'সিদ্ধলোক' নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মধামের দৃষ্টান্ত—

সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥ ৩৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্ক, ১ অ, ২৯ শ্লোক)

কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

একটী জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল করিয়াছে। তাহাকে 'সিদ্ধলোক', 'ব্রহ্মলোক' ইত্যাদি বলে। ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তির তাহাই একমাত্র স্থান। ঐ ধাম চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু তাহাতে চিচ্ছক্তিগত-বিকার অর্থাৎ বিচিত্রতা নাই। সূর্য্যমণ্ডল যেমন বাহিরে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ বিচিত্রতারহিত—জ্যোতির্ম্ময় মাত্র, কিন্তু মণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যের রথাদি সবিশেষ অর্থাৎ অনেক বিচিত্রতা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। সূর্য্যমণ্ডলের বহিরংশ ব্রহ্মধামের সদৃশ ॥ ৩২-৩৪ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীজীবপ্রভু, "ভগবৎসন্দর্ভে (৮০ সংখ্যায়) যথা পাদ্মে—

'নিত্যং তদ্রূপমীশস্য পরং ধাম্নি স্থিতং শুভম্। নিত্যং সম্ভোগ্যমৈশ্বর্য্যা শ্রিয়া ভূম্যা চ সংবৃতম্ ॥' নামস্বরূপয়োর্নিরূপণেন মহাসংহিতায়ামপি বিবিক্তং তৎত্রিশক্তিঃ—'শ্রীভূ্র্দুর্গেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাত্মনঃ। আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ গুণমায়া জড়াত্মিকা'। (ঐ ২২ সংখ্যায়)—'শ্রীরত্র জগৎপালনশক্তিঃ, ভূস্তৎসৃষ্টিশক্তিঃ, দুর্গা তৎপ্রলয়শক্তিঃ। তত্তদ্রূপেণ যা ভেদং প্রাপ্তা, সা জীববিষয়া তচ্ছক্তির্জীবমায়েত্যুচ্যতে। পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামাসংবাদে—'অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রৈবিধৈর্গুণৈঃ' ইত্যেতদ্বাক্যানন্তরং 'ততঃ সর্ব্বেঽপি দেবাঃ শ্রুত্বা তদ্বাক্যচোদিতাঃ। গৌরীং লক্ষ্মীং ধরাঞ্চৈব প্রণেমুর্ভক্তিতৎপরাঃ ॥' ইতি" ॥ ২৮ ॥

শিশুপাল কৃষ্ণবিদ্বেষফলে কেন সাযুজ্য-মুক্তি-যোগ্য, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনারদ বলিলেন।

যথা (বিহিতয়া) ভক্ত্যা (সেবনেন) ঈশ্বরে মনঃ আবেশ্য তদ্গতিং গচ্ছন্তি, তথা তদঘং (কামাদিনিমিত্তং পাপং) হিত্বা কামাদ্ যথা গোপ্যঃ, দ্বেষাৎ যথা দন্তবক্র-শিশুপালাদয়ঃ, ভয়াৎ যথা কংসাদ্যাঃ, স্নেহাৎ যথা পাণ্ডবাঃ, (এতাদৃশাঃ) বহবঃ তদ্গতিং (মোক্ষপ্রকার-ভেদং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ)।

শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন ও তদুত্তরে শ্রীনারদের উক্তি ২২-৪৬ শ্লোক এবং ৩।৩০, ৩২, ৩৪ শ্লোকের গৌড়ীয়ভাষ্যের তথ্যে বিভিন্ন টীকা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৫ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ সাধনভক্তিলহরীতে ১০৮ শ্লোক)

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধে চিদ্বিলাসময় পরব্যোম—

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥৩৭॥

নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর চিন্মাত্র-ব্রহ্মলোকই প্রাপ্য—

নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥ ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

অনেকেই ভক্তির ন্যায় কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহক্রমে তাঁহাতে মন আবিষ্ট করিয়া তাঁহার গতি লাভ করেন

পাঠান্তরে এই অধিক শ্লোকটী দৃষ্ট হয়—

কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৩৫ ॥

শাস্ত্রে যে যে স্থলে ভগবৎশত্রু ও প্রিয়ব্যক্তিদিগের একতত্ত্ব-প্রাপ্তির কথার উল্লেখ আছে, সে সকল, কিরণস্থলীয় ব্রহ্ম ও সূর্য্যস্থলীয় কৃষ্ণের একত্ববিচার-স্থলে কথিত হইয়াছে মাত্র। ফলকথা,—ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য এবং ভগবৎশত্রুগণ বিলাসশূন্য 'সিদ্ধলোক' প্রাপ্ত হন ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য

যৎ (যস্মিন্শাস্ত্রে) অরীণাং (ভগবদ্বিদ্বেষিণাং) প্রিয়াণাঞ্চ (ভগবদ্ভক্তানাং) একং প্রাপ্যম্ উদিতঃ (কথিতং), তৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ ব্রহ্মকৃষ্ণয়োঃ ঐক্যাৎ (অনয়োঃ প্রভা-স্থানীয়-নির্ব্বিশেষব্রহ্মণঃ, অর্কস্থানীয়-কৃষ্ণস্য চ তত্ত্বতোঽভেদাৎ বোদ্ধব্যম্)।

জ্ঞানী ও যোগী এবং হরিদ্বেষীর গতি—
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে)
সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তমঃ অর্থাৎ মায়িকজগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ 'সিদ্ধলোক'। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদিগণ ও ভগবৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন; পাতঞ্জলযোগিগণ কৈবল্য লাভ করিয়াও সেই লোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।৩২ শ্লোকে—
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরংপদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

শ্রীরূপপ্রভু লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণমহিমার বর্ণন-প্রসঙ্গে (২৫-৩৭) "তত্র মৈত্রেয়প্রশ্নঃ, চতুর্থেঽংশে (বিঃ পুঃ ৪।১৫।১—১০)—"হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা। অবাপ নিহতো ভোগান্ অপ্রাপ্যান্ অমরৈরপি। নালভৎ তত্র চৈবেহ সাযুজ্যং স কথং পুনঃ। সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে হরৌ ॥" শ্রীপরাশরোত্তরং—"দৈত্যেশ্বরস্য বধায়াখিললোকোৎপত্তিস্থিতিবিনাশকারিণা অপূর্ব্বতনুগ্রহণং কুর্ব্বতা নৃসিংহরূপমাবিষ্কৃতম্। তত্র হিরণ্যকশিপোর্বিষ্ণুরয়মিত্যেতৎ ন মনস্যভূৎ। নিরতিশয়-পুণ্যজাত-সমুদ্ভূতমেতৎ সত্ত্বমিতি রজোদ্রেক-প্রেরিতৈকাগ্রমতিস্তদ্ভাবনাযোগাৎ ততোঽবাপ্তবধহৈতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিলত্রৈলোক্যাধিক্যধারিণীং দশাননত্বে ভোগসম্পদমবাপ ॥ নাতস্মিন্ননাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্যনালম্বনীকৃতে মনসস্তল্লয়ম্ ॥ দশাননত্বেঽপ্যনঙ্গপরাধীনতয়া জানকীসমাসক্তচেতসো দাশরথিরূপধারিণস্তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ। নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তির্বিপদ্যতোঽন্তঃকরণে মানুষবুদ্ধিরেব কেবলম্ অস্যাভূৎ। পুনরপ্যচ্যুতবিনিপাতনমাত্রফলম্ অখিলভূমণ্ডলশ্লাঘ্যং চেদিরাজকুলে জন্ম অব্যাহতঞ্চৈশ্বর্য্যং শিশুপালত্বে চাবাপ ॥ তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্। ততশ্চ তৎকারণকৃতানাং তেষামশেষাণামেবাচ্যুতনাম্নামনবরতানেকজন্মসম্বর্দ্ধি-তদ্বিদ্বেষানুবন্ধিচিত্তো বিনিন্দনসন্তর্জ্জনাদিষূচ্চারণমকরোৎ। তচ্চ-

পরব্যোমস্থ দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহ দ্বারকার আদি-চতুর্ব্যূহেরই প্রকাশ—
সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে।
দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয় প্রকাশে ॥ ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দ্বারকায় যে কৃষ্ণ-বলদেবাদি চতুর্ব্যূহ, তাঁহারই দ্বিতীয় প্রকাশ পরব্যোমে। এই চতুর্ব্যূহের নাম 'দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ';

অনুভাষ্য

রূপমতিপ্ররূঢ়বৈরানুভাবাদটন-ভোজন-স্নানাসন-শয়নাদিষ্বশেষাবস্থান্তরেষু নৈবাপযযাবস্যাত্মচেতসঃ ॥ ততস্তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়েনাবধারয়ন্ আত্মবিনাশায় ভগবদস্তচক্রাংশুমালোজ্জ্বলম্ অক্ষয়তেজঃস্বরূপং পরমব্রহ্মভূতম্ অপগতদ্বেষাদিদোষো ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ ॥ তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশু ব্যাপাদিতস্তৎস্মরণদগ্ধাখিলাঘসঞ্চয়ো ভগবতা তেনান্তমুপনীতস্তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ ॥ এতচ্চ তবাখিলং ময়াভিহিতম্। অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ ॥" ইতি। নোক্তং পরাশরেণাত্র স্থিতৌ তৌ পার্ষদাবিতি। কিন্তূভয়োস্তয়োরাসীজ্জন্মত্রয়মিতীরিতম্ ॥ অতঃ সর্ব্বেষু কল্পেষু ন তৌ পার্ষদজৌ মতৌ। অন্যথা ন তয়োঃ পাতঃ প্রতিকল্পং সমঞ্জসঃ ॥ নৃসিংহরূপং হরিণা যদাবিষ্কৃতমদ্ভুতম্। হিরণ্যকশিপোরস্মিন্ বিষ্ণুবুদ্ধির্ন নিশ্চিতা ॥ কিন্ত্বেষ পুণ্যসম্পন্নঃ কোঽপীতি কৃতনিশ্চয়ঃ। রজ-উদ্রিক্ততা-সুন্ন-মতিস্তদ্ভাবয়যোগতঃ ॥ ততোঽবাপ্তবিনাশৈকহেতুকাম্ অখিলোত্তমাম্। অবাপ ভোগসম্পত্তিং রাবণত্বে সুদুর্ল্লভাম্ ॥ বিষ্ণুত্বানিশ্চয়ান্নাতিদ্বেষান্নাবেশসন্ততিঃ। তাং বিনা চ ভবেদ্দ্বেষো নরকায়ৈব বেণবৎ ॥ কিন্ত্বস্য সম্পৎসম্প্রাপ্তৎকরেণ মৃতেঃ পরম্। এবমাহৈবশব্দেন তৎসাদৃশ্যমনুস্মরন্ ॥ আবেশাভাবতো দোষানাশাচ্চুদ্ধমপশ্যতঃ। প্রকটেঽপি পরব্রহ্মরূপে তত্রাস্য নো লয়ঃ ॥ রাবণত্বে মহাকাম-পরাধীনীকৃতাত্মনঃ। তত্ত্বমনুষ্যধীরস্য শ্রীরামেঽভূন্নতাবপি ॥ অতোঽসৌ চেদিরাজত্বে পুনরাপোত্তমাং শ্রিয়ম্ ॥ তত্র কৃষ্ণে সমস্তানামেব নাম্নাং রমাপতেঃ। কারণানি প্রবৃত্তেস্তু নিমিত্তান্যভবংস্তদা ॥ তেন নিশ্চিত্য তং বিষ্ণুং স্বস্য ত্বির্মরণং যতঃ। অতিদ্বেষান্মহাবেশাৎ

ইঁহারা তুরীয়—বিরাট্‌, গর্ভ ও কারণাতীত—

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ।
'দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ' এই—তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥ ৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ইহাও চিন্ময়-বিশুদ্ধ। তথায় বলরামের স্বরূপ মহাসঙ্কর্ষণ।

অনুভাষ্য

তানি নামানি সর্ব্বশঃ। জজল্প সততং শশ্বন্নিন্দা-সন্তর্জ্জনাদিষু॥ রূপঞ্চ তাদৃশং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুরেবেতি নিশ্চয়াৎ। নামবৎ তচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা চৈব সংস্মরন্ ॥ দগ্ধ-তদ্দ্বেষজাঘৌঘঃ ক্ষিপ্তে চক্রে চ তদ্রুচা। অপেতদৈত্যভাবোঽস্তে তথা সংস্কৃতদৃষ্টিকঃ। তদা তুজ্জ্বলমদ্রাক্ষীৎ পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ॥ তদৈব চক্রঘাতেন দৈত্যদেহে বিনাশিতে। তদেব ব্রহ্ম পরমমনুলীনত্বমাযযৌ॥ ইত্যুক্ত্বাপ্যত্র বক্যাদের্মোক্ষমপ্যর্ভলীলয়া। অমোক্ষং কাল-নেম্যাদেরন্যত্রাপীশচেষ্টয়া। মুনিঃ স্মৃতা পুনঃ প্রাখ্যৎ 'অয়ং হি ভগবান্' ইতি ॥ 'হি' প্রসিদ্ধম্ অয়ং কৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়মেব যৎ। প্রীণতাং দ্বিষতাং চাতশ্চেতাংস্যাকর্ষতি দ্রুতম্। তস্মাৎ কীর্ত্তিত ইত্যাদি মাহাত্ম্যং চিত্রমত্র ন॥"

মর্ম্মানুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থ অংশে পরাশরের প্রতি মৈত্রেয়-প্রশ্ন—'হিরণ্যকশিপু ও রাবণের দেহ ধারণপূর্ব্বক যে দৈত্য অমরগণেরও দুষ্প্রাপ্য ভোগসমূহ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মুক্তি লাভ করে নাই, সেই দৈত্য আবার শিশুপাল-দেহে কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য লাভ করিল? পরাশরের উত্তর—শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলে হিরণ্যকশিপু নৃসিংহ-দেবকে 'ইনি বিষ্ণু' এই বুদ্ধি না করিয়া কোন পুণ্যরাশি-সমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া মনে করিয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেকহেতু মরণ-কালে তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার হস্তে নিধনফলে রাবণদেহে ত্রৈলোক্যা-ধিকারিণী নিরতিশয় ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। এই কারণে ভগবানকে আলম্বন অর্থাৎ সেব্য বিষয়বিগ্রহ বুদ্ধি না করায় তাহার মন ভগবানে বিলীন হয় নাই। সে রাবণ-দেহে কামপরবশত্বহেতু জানকীতে আসক্তচিত্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শনমাত্র করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে শ্রীরামে বিষ্ণুবুদ্ধি না হইয়া, তাহার অন্তঃকরণে কেবল তৎপ্রতি মনুষ্যবুদ্ধিই হইয়াছিল। পুনরায় শ্রীরামহস্তে পতন-

দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহগত মহাসঙ্কর্ষণই জীবশক্তির মূল-আশ্রয়—

তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ ।
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিঁহো, কারণের কারণ ॥৪২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেই পরব্যোমে 'শুদ্ধসত্ত্ব' নামে চিচ্ছক্তির সন্ধিনী-বিলাস,

অনুভাষ্য

ফলে শিশুপাল-দেহে শ্লাঘ্য চেদিরাজ-বংশে জন্ম এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু-জ্ঞানে বহুজন্মপর্য্যন্ত বিদ্বেষ-ফলে তাহার চিত্তে সেই বিদ্বেষ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকায় নিন্দন-তর্জ্জ-নাদিতেও সে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিত। আর বদ্ধমূল-বিদ্বেষপ্রভাবে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি কোন অবস্থায়ই কিছুতেই সেই সুন্দর ভগবদ্রূপ শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্ট চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই। আক্রোশাদিতে সেই নামের উচ্চারণ এবং হৃদয়ে সেই রূপের অবধারণ করিতে করিতে অন্তিমকালে দ্বেষাদি অপরাধ দূর হওয়ায় নিজবিনাশ-নিমিত্ত আগত সুদর্শন চক্রের কিরণ-ছটায় পরমব্রহ্ম ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছিল। (প্রতিকূল হইলেও) ভগবৎস্মরণপ্রভাবে অভদ্ররাশি দগ্ধ হওয়ায় শিশুপাল ভগবচ্চক্রে নিহত হইয়া ভগবৎসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে মৈত্রেয়, ইহাই তোমার প্রশ্নের উত্তর। প্রতিকূল-অনুশীলন ফলে কৃষ্ণ-দ্বেষিগণ যখন বৈরানুবন্ধদ্বারাও সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে, তখন অনুকূল অনুশীলন-ফলে শুদ্ধভক্তগণ যে সর্ব্বা-পেক্ষা উত্তমগতি কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই দুই দৈত্য পূর্ব্বে ভগবৎ-পার্ষদ জয় ও বিজয় ছিলেন, পরাশর এই কথা না বলিয়া তাহারা তিনবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল, এইমাত্র বলিয়াছেন, অতএব এই ভগবৎপার্ষদদ্বয় যে, সকলকল্পেই অসুররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা পরাশরের অভিপ্রায় নহে, তাহা না হইলে প্রতিকল্পেই ভগবৎপার্ষদের পতন হয়, একথা বড়ই অসঙ্গত (অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুতে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা-শক্তির ন্যায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা-শক্তিও নিত্য বর্ত্তমান। ক্রীড়ামোদী মহারাজ যেমন প্রতিকূল-বৃত্তিবিশিষ্ট ক্রীড়ক-

চিচ্ছক্তি-সন্ধিনী-পরিণত তদ্রূপবৈভব—

চিচ্ছক্তিবিলাস এক—'শুদ্ধসত্ত্ব'নাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি-ধাম ॥ ৪৩ ॥

ষড়ৈশ্বর্য্যাদি সমস্তই সঙ্কর্ষণের চিদ্বৈভব—

ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব, জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যদ্দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি শুদ্ধসত্ত্বময় ধাম ও ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য। এ সমস্তই মহাসঙ্কর্ষণের বিভূতি। মহাসঙ্কর্ষণই সকল জীবের আশ্রয়, সুতরাং তটস্থাখ্য জীব-শক্তির আশ্রয়। চিৎকণ-জীবসত্তা জীবশক্তিসম্ভূত হইয়াও মায়াশক্তির অভিভাব্যরূপে

অনুভাষ্য

গণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, আবার ক্রীড়ক-গণের অনুপস্থিতি হইলে স্বীয় পারিষদ বা অনুচরগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ামোদ করেন, এবং সেই অনুচরগণও প্রতিকূল-ভাবের সহিত ক্রীড়া করিয়া প্রভুর সন্তোষ বিধান করে, তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণুও প্রতিকূলভাবাপন্ন অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব, অথবা স্বীয় কোন পার্ষদকে প্রতিকূলভাবযুক্ত করিয়া, এবং তাহারাও প্রতি-কূলভাববিশিষ্ট হইয়া, পরস্পরের যুদ্ধক্রীড়াবৃত্তি চরিতার্থ করেন, (এজন্য প্রতিকল্পে ভগবৎপার্ষদের পতন অসঙ্গত)।

ভগবান্ যে অলৌকিক নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন, তাহাতে হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুবুদ্ধি হয় নাই, কিন্তু কোন পুণ্যরাশি-জাত প্রাণিমাত্র মনে হইয়াছিল। রজো-গুণের উদ্রেকহেতু বুদ্ধি বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, নৃসিংহকে 'ইহা একটী তেজস্বী প্রাণী' এইরূপ ভাবনা করায়, সে অন্তিম-কালে তাঁহার রূপের ভাবনা করিতে পারে নাই। সুতরাং কেবল নৃসিংহ-হস্তে বিনাশহেতু রাবণ-দেহে সুদুর্লভ ভোগ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় ধারণার অভাবে এবং অতিদ্বেষের অভাবে ভগবানে আবেশ-বুদ্ধি হয় না; বেণ-রাজার ন্যায়, ভগবানে এই আবেশ-বুদ্ধি ব্যতীত যে দ্বেষ, তাহা কেবল নরকের কারণ। অত্যন্ত আবেশ না হইলে নিন্দাদিজনিত অপরাধের বিনাশ হইতে পারে না।

অপরাধ-নাশের প্রভাবে ভগবানের শুদ্ধস্বরূপ দর্শন না করায় পরব্রহ্ম নৃসিংহদেব প্রকট থাকিতেও হিরণ্যকশিপু তাঁহাতে লীন হইতে পারে নাই। রাবণদেহেও তাহার চিত্ত অত্যন্ত কামপরতন্ত্র হওয়ায় শ্রীরামে তাহার হিরণ্য-কশিপুর ন্যায় মনুষ্যবুদ্ধি ছিল। এই কারণে সেই দৈত্য শিশুপালরূপে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় উত্তম ভোগ-সম্পদ্ লাভ করিল। শ্রীকৃষ্ণে বাসুদেবত্ব থাকায় সেই নামযোগ-হেতু সে তৎকালে তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মদ্বয়ের মৃত্যুর কারণ নিশ্চয় করিয়া অত্যন্ত দ্বেষ ও পরম আবেশবশতঃ সতত নিন্দা-তর্জ্জনাদিতেও সেই সকল নাম কীর্ত্তন করিত এবং তাঁহাতে চতুর্ভুজাদিরূপ দর্শন করিয়া ও বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায় নামকীর্ত্তনের ন্যায় সেইরূপেরও অনুক্ষণ চিন্তা করিত। তজ্জন্য দ্বেষজনিত পাপরাশি দগ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-নিক্ষিপ্ত চক্রের দীপ্তিদ্বারা তাহার দৈত্যভাব দূর হইয়াছিল এবং শুদ্ধ-সংস্কৃত দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া তাঁহার পরমব্রহ্ম নরাকৃতি দর্শন করে। তৎকালে সুদর্শন-চক্রাঘাতে তাহার দৈত্য-দেহ বিনষ্ট হইলে সে পরব্রহ্মে লীন হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষজনিত অতিশয় আবেশহেতু শিশুপাল তাঁহাতে সাযুজ্য-লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই কথা বলিয়া ও নিজের বাল্যলীলায় নিহত পূতনাদির মোক্ষ, কিন্তু অন্যাবতারে এবং ঈশ্বরচেষ্টাক্রমে নিহত কালনেমি প্রভৃতির মোক্ষাভাব আলোচনা করিয়া এই গল্প কীর্ত্তন করিলেন। 'হি'—প্রসিদ্ধি অর্থে। অন্যান্য অবতার অপেক্ষা অবতারীকে বিদ্বেষ অর্থাৎ প্রতিকূল-ভাবেও কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে তাদৃশ অসুরেরও সদ্গতি লাভ হয়। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্যও দ্রষ্টব্য।

শ্রীসনাতন প্রভু 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' (গোলোক-মাহাত্ম্য-নামক ২য় খণ্ড ৩০-৩১ সংখ্যা)—'অহো শ্লাঘ্যঃ কথং মোক্ষো দৈত্যানামপি দৃশ্যতে। তৈরেব শাস্ত্রৈর্নিন্দ্যন্তে যো গোবি-প্রাদিঘাতিনঃ॥ সর্ব্বথা প্রতিযোগিত্বং যৎ সাধুত্বাসুরত্বয়োঃ। তৎসাধনেষু সাধ্যে চ বৈপরীত্যং কিলোচিতম্॥'

শ্রীসজ্জনতোষণী-১০ম খণ্ডে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ—যে সকল দৈত্যগণকে শাস্ত্রে গোবিপ্রাদিঘাতী

সঙ্কর্ষণই জীবশক্তির আশ্রয়—

'জীব'-নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয় ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নির্ম্মিত হওয়ায়, 'মায়া' ও 'চিৎ' এই উভয়তটস্থ-ধর্ম্মজনিত 'তটস্থ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪০-৪৫ ॥

অনুভাষ্য

বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য মোক্ষলাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায়? ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষিগণই অসুর। সাধুত্ব ও অসুরত্বে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য-ধর্ম্ম আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্য-বিষয়েও সেইরূপ বৈপরীত্য-ভাব থাকা আবশ্যক। অসুরদের সাধুবিদ্বেষ ও গোবিপ্র-হননই সাধন এবং মোক্ষই সাধ্য; ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন ও প্রেমই সাধ্য। যাহারা সেই মোক্ষপ্রয়াসী, তাঁহারা সুতরাং অসাধুদিগের ন্যায় কেবল-জ্ঞানচেষ্টারূপ অসাধু সাধন আশ্রয় করেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

তমসঃ পারে (ত্রিগুণাতীতে প্রদেশে) তু সিদ্ধলোকঃ বর্ত্ততে, যত্র সিদ্ধাঃ (নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধাঃ, কৈবল্যযোগ-সিদ্ধাশ্চ) হরিণা (কৃষ্ণেন) হতাঃ দৈত্যাঃ চ, ব্রহ্মসুখে (নির্ব্বিশেষব্রহ্মেশ্বরসাযুজ্যে) মগ্নাঃ (সন্তঃ) বসন্তি হি।

পূর্ব্বোল্লিখিত ৩৫-৩৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥৩৯॥

শ্রীরূপপ্রভু লঘুভাগবতামৃতে (চতুর্ব্যূহবর্ণন-প্রসঙ্গে ৮৩-৮৪ সংখ্যায়)—"পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্ব্বাদ্যে দিক্-চতুষ্টয়ে। বাসুদেবাদয়ো ব্যূহশ্চত্বারঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ ॥ তথা পাদবিভূতৌ চ নিবসন্তি ক্রমাদিমে। জলাবৃতিস্থ-বৈকুণ্ঠ-স্থিত বেদবতীপুরে ॥ সত্যোর্দ্ধে বৈষ্ণবে লোকে নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে। শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে। ক্ষীরাম্বুধিস্থিতানন্ত-ক্রোড়-পর্য্যঙ্কধামনি ॥"

পরব্যোমের পূর্ব্বাদি-দিক্‌চতুষ্টয়ে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ ক্রমান্বয়ে অবস্থান করেন, ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে। আর, একপাদবিভূতিতে অর্থাৎ প্রপঞ্চমধ্যে ক্রমে চারি স্থানে এই বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি বাস করিতেছেন। জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্যলোকের উপরিভাগে

সঙ্কর্ষণেরই অংশ—কারণশায়ী বিষ্ণু

যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥ ৪৬ ॥

অনুভাষ্য

বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, নিত্যাখ্য দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্ন, এবং শুদ্ধজলনিধির উত্তরতীরস্থিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপস্থ ঐরাবতীপুরে অনন্তশয্যায় অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

সঙ্কর্ষণ—অপর নাম 'মহাসঙ্কর্ষণ' (পরবর্ত্তী ৪২-৪৮ সংখ্যায় বর্ণিত) ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মসূত্রের ২য় পাদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের "উৎপত্ত্যসম্ভবা-ধিকরণে" শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যমধ্যে চতুর্ব্যূহের বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ বিচার উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা-স্বরূপে গ্রন্থকার ৪১-৪৭ সংখ্যায় উক্ত মতবাদ নিরাস করিয়া দেখাইয়াছেন। অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুবস্তুকে দৃশ্যজগতের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে শ্রীপাদের যে ভ্রান্তি, তাহা পঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ স্বয়ং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বদ্ধ ও আসুরপ্রকৃতি জীবের মোহের জন্য তাঁহাকে যে বিপ্রলিপ্সা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তৎফলেই অদ্বৈতপন্থী অপ্পয়দীক্ষিতাদি ভ্রান্তির চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছেন। বদ্ধজীবগণের যোগ্যতায় চতুর্ব্যূহ-জ্ঞান সম্ভবপর নহে। তাহাদের নিবু-দ্ধিতা-বর্দ্ধনের জন্য আচার্য্যের এই প্রকার দুরুক্তি। চতুর্ব্যূহ শুদ্ধসত্ত্বময়, চিচ্ছক্তিবিলাসী ও ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। তাঁহা-দিগকে দরিদ্র ও নিঃশক্তিক বলা ও বোধ করা—মূঢ়জীবের ধর্ম্ম। তাদৃশ জীব মায়া-মোহিত হইবারই যোগ্য। বৈকুণ্ঠ ও মায়িক-দেশকে বুঝিতে না পারিলে এই প্রকার ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা। শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের ৪২-৪৫ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে এই 'চতুর্ব্যূহ-বাদ' নিরাস করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করা-চার্য্যের ভাষ্য হইতে 'চতুর্ব্যূহ' সম্বন্ধে তাঁহার বিকৃত ধারণামূলক বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে।

"উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" (৪২)—(শঃ ভাঃ)—*** 'তত্র ভাগবতা মন্যন্তে ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনো জ্ঞানস্বরূপঃ পর-মার্থ-তত্ত্বম্। স চতুর্ধাত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিতো বাসুদেব-ব্যূহরূপেণ সঙ্কর্ষণব্যূহরূপেণ প্রদ্যুম্নব্যূহরূপেণাঽনিরুদ্ধব্যূহরূপেণ

সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাদ্ভুত, ঐশ্বর্য্য অপার।
'অনন্ত' কহিতে নারে মহিমা যাঁহার ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য

চ বাসুদেবো নাম পরমাত্মোচ্যতে, সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, প্রদ্যুম্নো নাম মনঃ, অনিরুদ্ধো নামাহঙ্কারঃ। তেষাং বাসুদেবঃ পরা প্রকৃতিঃ, ইতরে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ কার্য্যম্। তত্র যত্তাবদুচ্যতে, যোঽসৌ নারায়ণঃ পরঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা স আত্মনাত্মানমনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে। যৎ পুনরিদমুচ্যতে,—বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণ উৎপদ্যতে, সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নঃ, প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধ ইতি, অত্র ব্রূমঃ। ন বাসুদেবসংজ্ঞকাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকস্য জীবস্যোৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বে হি জীবস্যানিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্, ততশ্চ নৈবাস্য ভগবৎপ্রাপ্তির্মোক্ষঃ স্যাৎ, কারণাপ্রাপ্তৌ কার্য্যস্য প্রবিলয়প্রসঙ্গাৎ। প্রতিষেধিষ্যতে চাচার্য্যো জীবস্যোৎপত্তিং 'নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ' ইতি। তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনা।'

ভাষ্যার্থ এই—'ভাগবতগণ মনে করেন যে, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে চতুর্দ্ধা বিভাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই চারি প্রকার ব্যূহ এই, ১ম বাসুদেব-ব্যূহ, ২য় সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ, ৩য় প্রদ্যুম্ন-ব্যূহ, ৪র্থ অনিরুদ্ধ-ব্যূহ, এইচারি প্রকার ব্যূহই তাঁহার শরীর। বাসুদেবের অপর নাম 'পরমাত্মা', সঙ্কর্ষণের অন্যনাম 'জীব', প্রদ্যুম্নের নামান্তর 'মন', এবং অনিরুদ্ধের আর একটী নাম 'অহঙ্কার'। এই ব্যূহচতুষ্টয়-মধ্যে বাসুদেব-ব্যূহই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বাসুদেব-ব্যূহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন; সুতরাং সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, সেই পরা প্রকৃতির কার্য্য। জীব দীর্ঘকাল ভগবৎ-গৃহে গমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায়, ও যোগসাধনে রত থাকিয়া নিষ্পাপ হয়, এবং পুণ্যশরীরী হইয়া পরা প্রকৃতি ভগবানকে লাভ করে। মহাত্মা ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্ম-নামে প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাত্মা, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে আপনা আপনি অনেক প্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা স্বীকার করি। অতএব ভাগবত-মতের ঐ অংশ এই সূত্রের নিরাকরণীয় নহে। ভাগবতগণ যে বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, এতদংশের নিষেধার্থই আচার্য্য এই সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন।

অনিত্যত্বাদিদোষগ্রস্ত বলিয়া বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব। জীব যদি উৎপত্তিমান্ হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি-দোষ অপরিহার্য্য হইবে। জীব নশ্বর-স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতেই পারে না। কারণবিনাশে কার্য্যবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য বেদব্যাস জীবের উৎপত্তি ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের "নাত্মশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" এই সূত্রদ্বারা নিষেধ করিয়াছেন, এবং উৎপত্তিনিষেধদ্বারা নিত্যতা প্রমাণিত করিবেন। অতএব এই কল্পনা অসঙ্গত।'

"ন চ কর্ত্তুঃ করণম্" (৪৩)—(শঃ ভাঃ)—'ইতশ্চাসঙ্গতৈষাং কল্পনা, যস্মান্ন হি লোকে কর্ত্তুর্দেবদত্তাদেঃ করণং পরশ্বাদ্যুৎপদ্যমানং দৃশ্যতে। বর্ণয়ন্তি চ ভাগবতাঃ—কর্ত্তুর্জীবাৎ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকাৎ করণং মনঃ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকমুৎপদ্যতে, কর্ত্তৃজাচ্চ তস্মাদনিরুদ্ধ-সংজ্ঞকোঽহঙ্কার উৎপদ্যত ইতি। ন চৈতদদৃষ্টান্তমন্তরেণাধ্যবসিতুং শক্নুমঃ। ন চৈবম্ভূতাং শ্রুতিমুপলভামহে।'

ভাষ্যার্থ এই—'এতাদৃশী কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহার কারণ আছে। লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে দাত্রাদিকরণের উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না; অথচ ভাগবতগণ বর্ণনা করেন, সঙ্কর্ষণ-নামক কর্ত্তা-জীব হইতে প্রদ্যুম্ন-নামক করণ-মন জন্মিয়াছে, আবার সেই কর্ত্তৃজাত প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ-অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভাগবতেরা এই কথা দৃষ্টান্ত

তুরীয়, বিশুদ্ধসত্ত্ব 'সঙ্কর্ষণ' নাম।
তিঁহো যাঁর অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রাম ॥৪৮॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মহাসঙ্কর্ষণ—চিন্ময়বিশুদ্ধসত্ত্ব; তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-রামের অঙ্গ অর্থাৎ 'প্রকাশ' ॥ ৪৮ ॥

অনুভাষ্য

অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপ বিবরণ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥ ৪৯॥

নবমশ্লোকের অর্থ—

(শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায় শ্লোক)

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ৫০॥

কারণ-বারি-বর্ণন—

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে 'কারণার্ণব' নাম॥ ৫১॥

অনুভাষ্য

দ্বারা বুঝাইতে না পারিলে কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই তত্ত্বের অববোধক শ্রুতি-বাক্যও শুনা যায় না।'

"বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ" (৪৪ —(শঃ ভাঃ)— 'অথাপি স্যান্ন চৈতে সঙ্কর্ষণাদয়ো জীবাদিভাবেনাভিপ্রায়ন্তে, কিং তর্হি, ঈশ্বরা এবৈতে সর্ব্বে জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবল-বীর্য্যতেজোভিরৈশ্বর্য্যধর্ম্মৈরন্বিতা অভ্যুপগম্যন্তে, বাসুদেবা এবৈতে সর্ব্বে নির্দ্দোষা নিরধিষ্ঠানা নিরবদ্যাশ্চেতি, তস্মান্নায়ং যথাবর্ণিত উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রাপ্নোতীতি, অত্রোচ্যতে। এবমপি তদপ্রতিষেধ উৎপত্ত্যসম্ভবস্যাপ্রতিষেধঃ প্রাপ্নোত্যেব। অয়মুৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রকারান্তরেণেত্যভিপ্রায়ঃ। কথম্? যদি তাবদয়মভিপ্রায়ঃ পরস্পরভিন্না এবৈতে বাসুদেবাদয়শ্চত্বার ঈশ্বরাস্তুল্যধর্ম্মাণো নৈষামেকাত্মকত্বমস্তীতি, ততোঽনেকেশ্বরকল্পনানর্থক্যং, একেনৈবেশ্বরেণেশ্বরকার্য্যসিদ্ধেঃ। সিদ্ধান্তহানিশ্চ ভগবানেকো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বমিত্যভ্যুপগমাৎ। অথায়মভিপ্রায় একস্যৈব ভগবত এতে চত্বারো ব্যূহাস্তুল্যধর্ম্মাণ ইতি, তথাপি তদবস্থ এবোৎপত্ত্যসম্ভবঃ। ন হি বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণস্যোৎপত্তিঃ সম্ভবতি, সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নস্য, প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধস্য, অতিশয়াভাবাৎ। ভবিতব্যং হি কার্য্যকারণয়োরতিশয়েন যথা মৃদ্ঘটয়োঃ। ন হ্যসত্যতিশয়ে কার্য্যং কারণমিত্যবকল্পতে। ন চ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিভির্বাসুদেবাদিষ্বেকৈকস্মিন্ সর্ব্বেষু বা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিতারতম্যকৃতঃ কশ্চিদ্ভেদোঽভ্যুপগম্যতে। বাসুদেবা এব হি সর্ব্বে ব্যূহা নির্ব্বিশেষা ইষ্যন্তে। ন চৈতে ভগবদ্ব্যূহাশ্চতুঃসংখ্যায়ামেবাবতিষ্ঠেরন্, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতো ভগবদ্ব্যূহত্বাবগমাৎ।'

ভাষ্যার্থ এই—'ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, উক্ত সঙ্কর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহেন, তাঁহারা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাঁহার একটী অংশস্বরূপ মায়াভর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়রূপ কারণাব্ধিশায়ী, আদিদেব পুরুষাবতার, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি॥ ৫০॥

পরব্যোমধামের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় 'ব্রহ্মধাম', তাহার বাহিরে 'কারণ-সমুদ্র'। চিন্ময় জগৎটী কারণ-শূন্য;

অনুভাষ্য

সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্য্যশক্তিযুক্ত, বল, বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন, সকলেই বাসুদেব, সকলেই নির্দ্দোষ, নিরধিষ্ঠিত, নিরবদ্য। সুতরাং, তাঁহাদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ নাই। এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, এই প্রকার অভিপ্রায় থাকিলে উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ নিবারিত হয় না, অন্য প্রকারে এই দোষ থাকিয়া যায়। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন; অথচ সকলেই সমধর্ম্মী ও ঈশ্বর। এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে, অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন; কেননা, এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। আরও, ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও পরমার্থতত্ত্ব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানি-দোষও প্রসক্ত হইতেছে। এই চতুর্ব্যূহ ভগবানেরই এবং তাঁহারা সকলেই সমধর্ম্মী, এইরূপ হইলেও উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ পরিহার করা যায় না; কেননা, কোনওরূপ আতিশয্য (ন্যূনতাধিক্য) না থাকিলে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্য্যকারণ-মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অতিশয় না থাকিলে কোন্‌টী কার্য্য, কোন্‌টী কারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। আরও দেখ,

পরব্যোম-সীমায় কারণ-সাগর—

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত, অপার—তার নাহিক অবধি ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মায়া কারণময়ী। এই 'দু'এর' মধ্যবর্ত্তি স্থলকে চিন্ময়জল-নিধিভাবে 'কারণ-সমুদ্র' বলা হইয়াছে; কেন না, সেই জলশায়ি-ভগবদীক্ষণই, তাহার বাহিরে মায়াকে লক্ষ্য করিয়া

অনুভাষ্য

পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তীরা বাসুদেবাদির জ্ঞানাদিতারতম্যকৃত ভেদ বলিয়া মানেন না, প্রত্যুত ব্যূহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাসুদেব মান্যকরেন। ভগবানের ব্যূহ কি চতুঃসংখ্যায় পর্য্যাপ্ত? অবশ্যই তাহা নহে। ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ভগবৎ-ব্যূহ—ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, উভয়ত্র প্রমাণিত হইয়াছে ॥

"বিপ্রতিষেধাচ্চ" (৪৫)—(শঃ ভাঃ)—'বিপ্রতিষেধশ্চাস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধ উপলভ্যতে গুণগুণিত্বকল্পনাদি-লক্ষণঃ। জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজাংসি গুণাঃ, আত্মান এবৈতে ভগবন্তো বাসুদেবা ইত্যাদিদর্শনাৎ।'

ভাষ্যার্থ এই—'ভাগবতদিগের পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রে গুণ-গুণিভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা দেখা যায়। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা কোনও প্রকারে সম্ভাব্য নহে। ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ এই সকল গুণ, এবং প্রদ্যুম্নাদি ভিন্ন হইলেও আত্মা এবং ভগবান্ বাসুদেব।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এই মতবাদের উত্তরে শ্রীরূপ প্রভু লঘুভাগবতামৃতে (চতুর্ব্যূহ বর্ণনপ্রসঙ্গে ৮০-৮৩ শ্লোকে)—"মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতং যদ্‌ব্যূহানাং চতুষ্টয়ম্। তস্যাদ্যোঽয়ং তথোপাস্যশ্চিত্তে তদধিদৈবতম্। তথা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে ॥ নিজাংশো যস্য ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ ইষ্যতে। যস্তু সঙ্কর্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ। জীবশ্চ স্যাৎ সর্ব্বজীবপ্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ ॥ পূর্ণশারদশুভ্রাংশুপরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ। উপাস্যোঽয়মহঙ্কারে শেষস্যস্তনিজাংশকঃ ॥ স্মরারাতেরধর্ম্মস্য সর্পান্তকসুরদ্বিষাম্। অন্তর্যামিত্বমাস্থায় জগৎসংহারকারকঃ ॥ ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নো বিলাসো যস্য বিশ্রুতঃ। যঃ প্রদ্যুম্নো বুদ্ধিতত্ত্বে বুদ্ধি-মদ্ভিরু-

বৈকুণ্ঠস্থ মহাভূতাদি মায়াতীত—

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া করে। সৃষ্ট্যাদি-ক্রিয়াশূন্য কৃষ্ণ ও পরব্যোম-নাথের স্বরূপে কোন মায়া-সম্বন্ধিনী ক্রিয়া হয় না। মহা-

অনুভাষ্য

পাস্যতে ॥ স্তবত্যা চ শ্রিয়া দেব্যা নিষেব্যত ইলাবৃতে। শুদ্ধজাম্বূনদপ্রখ্যঃ ক্বচিন্নীলঘনচ্ছবিঃ ॥ নিদানং বিশ্বসর্গস্য কামন্যস্তনিজাংশকঃ। বিধেঃ প্রজাপতীনাঞ্চ রাগিণাঞ্চ স্মরস্য চ। অন্তর্যামিত্বমাপন্নঃ সর্গং সম্যক্ করোত্যসৌ ॥ ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধাখ্যো বিলাসো যস্য শস্যতে। যোঽনিরুদ্ধো মনস্তত্ত্বে মনীষিভিরুপাস্যতে ॥ নীলজীমূতসঙ্কাশো বিশ্বরক্ষণ-তৎপরঃ। ধর্ম্মস্যায়ং মনূনাঞ্চ দেবানাং ভূভুজাং তথা। অন্তর্যামিত্বমাস্থায় কুরুতে জগতঃ স্থিতিম্ ॥ মোক্ষধর্ম্মে তু মনসঃ স্যাৎ প্রদ্যুম্নোঽধিদৈবতম্। অনিরুদ্ধস্ত্বহঙ্কারস্যেতি তত্রৈব কীর্ত্তিতম্ ॥ সর্ব্বেষাং পঞ্চরাত্রাণামপ্যেষা প্রক্রিয়া মতা। পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্ব্বাদ্যে দিক্‌চতুষ্টয়ে। বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাশ্চত্বারঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ ॥"

পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থ'-নামক বিখ্যাত ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে এই বাসুদেব আদিব্যূহ এবং চিত্তে উপাস্য; যেহেতু ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত। (ভা ৪।৩।২৩) শ্রীসঙ্কর্ষণ ইঁহার স্বাংশ অর্থাৎ বিলাস; সঙ্কর্ষণকে দ্বিতীয়ব্যূহ এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ বলিয়া 'জীব'ও বলিয়া থাকে। অসংখ্য শারদীয় পূর্ণ শশধরের শুভ্র কিরণ অপেক্ষাও তাঁহার অঙ্গকান্তি সুমধুর। তিনি অহঙ্কারতত্ত্বে উপাস্য; তিনি অনন্তদেবে স্বীয় আধারশক্তি নিধান করিয়াছেন, এবং তিনি স্মরারাতি রুদ্র এবং অধর্ম্ম, অহি, অন্তক ও অসুরদিগের অন্তর্যামিরূপে জগতের সংহারকার্য্য সম্পাদন করেন। সেই সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি তৃতীয়-ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিতত্ত্বে এই প্রদ্যুম্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী ইলাবৃতবর্ষে তাঁহার গুণগান করিতে করিতে পরিচর্য্যা করিতেছেন। কোন স্থানে তপ্তজাম্বূনদের (সুবর্ণের) ন্যায়, কোন

কারণ-বারির চিন্ময়তা—

চিন্ময়-জল সেই পরম-কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন ॥ ৫৪ ॥

অনুভাষ্য

স্থানে বা নবীন-নীল-জলধরের ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং স্বীয় স্রষ্টৃত্ব-শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি বিধাতা, সমস্ত প্রজাপতি, বিষয়ানুরক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্যামিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ-ব্যূহ অনিরুদ্ধ ইঁহার বিলাসমূর্ত্তি। মনীষিগণ মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীল-নীরদের সদৃশ। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম্ম, মনু, দেবতা এবং নরপতিগণের অন্তর্যামিরূপে জগতের পালন করেন। মোক্ষধর্ম্মে, প্রদ্যুম্নকে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া (অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন যে বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ যে মনের অধিদেবতা, ইহা) সর্ব্ববিধ পঞ্চরাত্রের সম্মত। ভগবানের বিলাস ও অচিন্ত্যশক্তি-সম্বন্ধে লঘু-ভাগবতামৃতে (৪৪-৬৬ সংখ্যা)—

"নন্বিদং শ্রূয়তে শাস্ত্রে মহাবারাহবাক্যতঃ। "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদান-রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥ পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥" ইতি। কিঞ্চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—"মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ॥" ইতি। তস্মাৎ কথং তারতম্যং তেষাং ব্যাখ্যায়তে ত্বয়া॥ অত্রোচ্যতে—'একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা। তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তম্ অচিন্ত্যানন্ত-শক্তিতঃ॥' তত্রৈকত্বেঽপি পৃথক্প্রকাশিতা, যথা (ভা• ১০।৬৯।২)—"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥" ইতি। পৃথক্ত্বেঽপ্যেকরূপতাপত্তিঃ, যথা পাদ্মে—"স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ। একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দ্দোষো হরিরাদিকৃৎ॥" ইতি। একস্যৈব অংশাংশিত্বং বিরুদ্ধশক্তি-

পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণই একাংশে কারণার্ণবশায়ী—

সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সঙ্কর্ষণ স্বীয় সুদূর ঈক্ষণাংশে সেই অর্ণবে শায়িতভাবে

অনুভাষ্য

ত্বঞ্চ, যথা (ভা• ১০।৪০।৭)—"যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥" ইতি। কৌর্ম্মে চ—"অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ। ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে॥ তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন। গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ॥" ইতি। শ্রীষষ্ঠস্কন্ধে মিথোবিরুদ্ধাদিস্ত্যশক্তিত্বং যথা গদ্যেষু (ভা• ৬।৯।৩৪-৩৭)—"দুরববোধ ইবায়ং তব বিহার-যোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি হরসি পাসি॥ অথ তত্রভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃত-কুশলাকুশলং ফলমুপাদদাতি? আহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্তে? ইতি হ বাব ন বিদামঃ॥ ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিগণিতগুণগণে ঈশ্বরে অনবগাহ্যমাহাত্ম্যেঽর্ব্বাচীন-বিকল্প-বিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাসকুতর্ক-শাস্ত্রকলিতান্তঃকরণাশয়দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসরে॥ উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্দ্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ সম-বিষমমতীনাং মতমনু-সরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্॥" ইতি। অত্র কারিকাঃ—বিনা শরীরচেষ্টত্বং বিনা ভূম্যাদিসংশ্রয়ম্। বিনা সহায়াংস্তে কর্ম্মাবিক্রিয়স্য সুদুর্গমম্॥ উক্তো গুণবিসর্গেণ দেবাসুররণাদিকঃ। তস্মিন্ পতিত আসক্তঃ পারতন্ত্র্যাস্তু তদ্ভবেৎ। যদাশ্রিতেষু দেবেষু পারবশ্যং কৃপাকৃতম্॥ তেন স্বকৃতমাত্মীয়কৃতং শুভ-শুভেতরৎ। সুখদুঃখাদিরূপং কিং ফলং স্বীকুরুতে ভবান্॥ আত্মারামতয়া কিংবা তত্রোদাস্তেতরামিতি। ন বিদ্মঃ কিন্তু নৈবেদং বিরুদ্ধমুভয়ং ত্বয়ি॥ তত্র হেতুর্ভগবতীত্যাদি প্রোক্তং পদ-দ্বয়ম্। তথৈবেশ্বর-ইত্যাদিপদানাং পঞ্চকং মতম্॥ ভগবত্ত্বেন সার্ব্বজ্ঞং সদ্গুণত্বং তথান্ততঃ। ব্রহ্মত্বং কেবলত্বেন

তিনিই আদি পুরুষাবতার ও মায়ার ঈক্ষণ-কর্ত্তা—

মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ।
আদ্য-অবতার করে মায়ার দরশন ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন, ইনি আদ্যাবতার।

অনুভাষ্য

াভাতে তত্র চ স্ফুটম্ ॥ যদ্যপি ব্রহ্মতাহেতোঃ সর্ব্বত্র স্যাৎ তট-ত্ব্য। তথাপ্যাদিগুণদ্বয্যা ভবেদ্ভক্তানুকূলতা॥ নন্বেকস্য স্বরূ-স্য দ্বৈরূপ্যং কথমেকদা। তত্রাহ অর্ব্বাচীনেতি তাদৃশানাং ঃ বাদিনাম্। বিবাদস্থানবসরে তস্য তাবদগোচরে॥ অতোঽ-চিন্ত্যাত্মশক্তিং তাং মধ্যেকৃত্যাত্র দুর্ঘটঃ। কো ন্বর্থঃ স্যাদ্-বিরুদ্ধোঽপি তথৈবাস্যা হ্যচিন্ত্যতা। সা চ নানাবিরুদ্ধানাং ধর্ম্যাণামাশ্রয়াত্মতা॥ 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইতি চ ব্রহ্ম-সূত্রকৃৎ। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" ইতি স্কান্দবচনস্তচ্চ মণ্যাদিষ্বপি দৃশ্যতে॥ তাদৃশীঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিধ্যেৎ পরমেশতা। যতশ্চানবগাহ্যত্বেনাস্য মাহাত্ম্য-মুচ্যতে॥ অজ্ঞানমিন্দ্রজালং বা বীক্ষ্যাতে যত্র-কুত্রচিৎ। ততো ন পারমৈশ্বর্য্যং তেন তস্য প্রসিধ্যতি॥ তচ্চ ন হীত্যাহ ত্রুটিক্ষোপরতেত্যাদঃ॥ তথা ভগবতীত্যাদিপদানাং ষট্‌তয়স্য । ভবেৎ প্রয়োগতাৎপর্য্যমত্র নিষ্ফলমেব হি॥ তস্মান্ন শব্দ-যুক্তিভ্যাম্ উভয়ং তদ্বিরুধ্যতে॥ তথাপ্যুচ্চাবচধিয়াম্ মনেবংতত্ত্ববেদিনাম্। মতানুসারতো ভাসি রজ্জুবৎ ত্বং তথা তথা॥ নন্থ ভোঃ কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্ম স্যাদ্ভগবান্ পুনঃ। নানাধর্ম্মেতি তত্রাপি স্বরূপদ্বয়মীক্ষ্যতে॥ ইতি প্রাহ রূপেতি তৎস্বরূপস্য নৈব হি। কদাপি দ্বৈতমেকস্য ধর্ম্ম-র্মিদং ধ্রুবম্॥ ততো বিরোধস্তচ্ছক্তিবিলাসানাং যদী-ষ্যতে। তদেবাচিন্ত্যমৈশ্বর্য্যং ভূষণং ন তু দূষণম্॥ ইয়মেব বিরোধোক্তিস্তৃতীয়েঽপি চ দৃশ্যতে॥ (ভা০ ৩।৪।১৬— কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়-নম্। কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ স্বাত্মনরতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ॥" ইতি। তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ স্যাৎ বিদাং বুদ্ধি-স্তদা। ন স্যাদেবেত্যচিন্ত্যৈব শক্তির্লীলাসু কারণম্॥ যথা যথা চ তস্যেচ্ছা সা ব্যনক্তি তথা তথা॥"

এই স্থানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, মহাবরাহপুরাণে ইহাই শুনিতে পাওয়া যায়—"সেই পরমাত্মা হরির সর্ব্ববিধ দেহই নিত্য এবং সর্ব্ববিধ দেহই জগতে পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে; ঐ সকল দেহ হানোপাদান-শূন্য, সুতরাং কখনই প্রকৃতির কার্য্য নহে। সকল দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, সর্ব্ববিধ চিন্ময়গুণযুক্ত এবং সর্ব্বদোষ-বিবর্জিত।" ইতি। আবার নারদপঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন—"বৈদূর্য্যমণি যেমন স্থানভেদে নীলপীতাদিছবি ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত উপা-সনা-ভেদে স্ব-স্বরূপকে বিবিধাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন।" ইতি। অতএব কি নিমিত্ত সেই সকল অবতারের তারতম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন? উক্ত আশঙ্কার উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, অচিন্ত্য অনন্তশক্তির প্রভাবে, সেই একই পুরুষোত্তমে একত্ব ও অংশিত্ব, ইহার কিছুই অস-ম্ভাবিত হয় না। তন্মধ্যে একত্ব-সত্ত্বেও পৃথক্-প্রকাশ, যথা শ্রীদশমে (নারদের উক্তি)—"বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোড়শসহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া-ছেন।" ইতি। পৃথকত্বেও একরূপত্বাপত্তি, যথা পদ্মপুরাণে—"সেই নির্গুণ, নির্দ্দোষ, আদিকর্ত্তা, পুরুষোত্তম দেব হরি, বহুরূপ হইয়া পুনর্ব্বার একরূপে শয়ন করেন।" ইতি। একেরই অংশাংশিত্ব ও বিরুদ্ধশক্তিত্ব, যথা শ্রীদশমে—"তুমি বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি, অতএব ভক্তগণ তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া তোমার পূজা করিয়া থাকেন।" ইতি। আর কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন—"যিনি সর্ব্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনণু হইয়াও অণু, অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তান্ত-লোচন।" এই সকল গুণ পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়াও অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ভগবানে নিত্যই অবস্থিত। তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষ আহরণ

কারণ-সমুদ্রে মায়াস্পর্শাভাব—

মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কারণাব্ধির বাহিরে মায়াশক্তির অবস্থিতি; ভগবান্ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। মায়া কারণসমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না।

অনুভাষ্য

মায়ার দুই রূপ—

সেই ত' মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভগবদীক্ষণ মায়া-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মায়াকে ক্রিয়াবতী করে। মায়ার দুই প্রকার অবস্থিতি,—জগতের উপাদান-রূপ 'প্রধান' এবং জগতের নিমিত্তরূপ 'মায়া'। প্রকৃতি

অনুভাষ্য

কর্ত্তব্য নহে; অথচ ঐ সকল গুণ পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে অপহৃত হইতে পারে।" ইতি। শ্রীষষ্ঠস্কন্ধীয় গদ্যেও পরস্পরবিরুদ্ধ অচিন্ত্যশক্তির কথা কথিত হইয়াছে, যথা—"হে ভগবন্, তোমার অপ্রাকৃত লীলা-বিহার বা ক্রীড়া দুর্ব্বোধের ন্যায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধারণ কার্য্য-কারণ-ভাব তোমাতে দেখা যায় না; যেহেতু তুমি আশ্রয়শূন্য, শরীর-চেষ্টা-রহিত ও স্বয়ং নির্গুণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া, স্ব-স্বরূপ দ্বারাই এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর, অথচ তাহাতে তোমার কোনরূপ বিকার নাই। হে প্রভো, তুমি কি দেবদত্ত-নামধারী প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় এই সংসারে দেবাসুর-রূপ গুণবিসর্গমধ্যে পতিত হইয়া পরাধীনতাবশতঃ স্বীয় দেবতা-কৃত সুখদুঃখাদি-ফল নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক? অথবা অপ্রচ্যুত-চিচ্ছক্তিমান্ থাকিয়াই আত্মারাম এবং উপশমশীলরূপে ঐ সমস্ত ব্যাপারে উদাসীন অর্থাৎ সাক্ষিরূপেই অবস্থান কর? ইহা আমরা জানি না। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, যাঁহার গুণরাশি গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, যিনি সকলেরই শাসনকর্ত্তা, যাঁহার মাহাত্ম্য কাহারই বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না, এবং বস্তুস্বরূপাবোধক বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস এবং কুতর্কজালে আচ্ছাদিত শাস্ত্র দ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, সেই বাদিগণের বিবাদ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, সেই অচিন্ত্য-শক্তিশালী তোমাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় গুণই অবিরোধী। সমস্ত প্রাকৃত-জ্ঞানাতীত কেবল-শুদ্ধজ্ঞানময় তোমাতে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ অথবা চিদ্গুণময় ও

গুণময়ী মায়া কখনও মুখ্য-জগৎকারণ নহে—

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥ ৫৭

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বস্তুতঃ জড়রূপা। ভগবদীক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হইলে প্রকৃতি

অনুভাষ্য

নিগুণ, এই দুইটি যে তোমার দুইটি ভিন্ন স্বরূপ, তাহা নহে; ভাবনা-ভেদে তোমার একই স্বরূপের দুইপ্রকার প্রতীতি মাত্র। তবে যাহাদিগের বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি, তাহাদিগের নিকট যেমন এক রজ্জুখণ্ডই সর্পাদি ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের বুদ্ধি, সম এবং বিষম অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদিগের অভিপ্রায়ের অনুসরণ বা তাহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রকাশিত করিয়া থাক।" ইতি। এই স্থানে কারিকা—শরীরের চেষ্টা, ভূম্যাদি আশ্রয় এবং দণ্ড-চক্রাদি সহায়-ব্যতীত, বিকারশূন্য তোমার কর্ম্ম অতিশয় দুর্গম। গুণ-বিসর্গ-শব্দ দ্বারা দেবাসুরের যুদ্ধাদি উক্ত হইয়াছে। তাহাতে, পতিত—আসক্ত, ইহাকেই পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাধীনতা বলে; যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার পারতন্ত্র্য—কৃপাজনিত (অর্থাৎ তাহাতে তোমার স্বতন্ত্রতার হানি হয় না) তুমি সেইজন্য স্বকৃত—আত্মীয়কৃত অর্থাৎ স্বীয় দেবগণকর্ত্তৃক অর্জ্জিত, সুখ-দুঃখাদিরূপ শুভাশুভ ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর? অথবা আত্মা-রামতাপ্রযুক্ত তাহাতে একেবারে ঔদাসীন্য অবলম্বন কর? —ইহা আমরা জানি না। কিন্তু (বিরুদ্ধ-গুণশালী) তোমাতে এতদুভয়ই অসম্ভব নহে। 'ভগবতি' ইত্যাদি বিশেষণদ্বয়, এবং 'ঈশ্বরে' ইত্যাদি পঞ্চ বিশেষণ তাহাতে হেতু; তন্মধ্যে 'ভগবৎ'শব্দ দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা, 'অপরিগণিত' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা সদ্গুণশালিতা এবং 'কেবল' পদ-দ্বারা ব্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। ব্রহ্মত্বহেতু সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা হইলেও, 'ভগবতি' ইত্যাদি গুণদ্বয় দ্বারা ভক্তপক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা আছে। যদি বল, একই স্বরূপের যুগপৎ দ্বিরূপতা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন, "অর্ব্বাচীন" ইত্যাদি, অর্থাৎ

ভগবদীক্ষণ-প্রভাবে প্রকৃতি জগতের গৌণ-কারণ—

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ ৬০ ॥

ভগবান্ই জগতের মূল কারণ—

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেই শক্তিবলে জগৎসৃষ্টির 'গৌণ-কারণ' হয়—অগ্নি প্রবেশ করিয়া লৌহকে যেরূপ জারণ-শক্তি দেয়, তদ্রূপ। সুতরাং কৃষ্ণই মূল জগৎ-কারণ; অজাগলস্তনের ন্যায় প্রকৃতির

অনুভাষ্য

যাহারা বস্তুস্বরূপ অবগত হইতে পারে না, তুমি সেই বাদিগণের বিবাদের অনবসর অর্থাৎ অগোচর। অতএব অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া, বিরুদ্ধ হইলেও, তোমাতে কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? তোমার স্বরূপ অভক্ত বিবাদিগণের অচিন্ত্য, শক্তিও সেইরূপই অচিন্ত্য। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ-কার্য্যসমূহের আশ্রয় হইতে দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, তোমার সেই শক্তি অচিন্ত্য। ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"অচিন্ত্য সেব্য বিষয় একমাত্র শ্রুতি অর্থাৎ শব্দ প্রমাণের গোচর হইয়া থাকে।" আর স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন—"অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবনা করিতে নাই।" প্রাকৃত মণি-মহৌষধাদিতেও এই অচিন্ত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য দুরবগাহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অজ্ঞান এবং ইন্দ্রজালবিদ্যা যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালাদি দ্বারা পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হয় না; যেহেতু 'উপরত' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরে ঐ উভয়ের অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বরে অজ্ঞান ও ইন্দ্রজাল স্বীকার করিলে, 'ভগবতি' ইত্যাদি ষড়্বিধ বিশেষণ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য নিষ্ফল হইয়া উঠে। অতএব অচিন্ত্যশক্তি-নিরূপক শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা, বিশ্বপালকত্ব এবং তাহাতে ঔদাসীন্য, এই দুই গুণ বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞানবশতঃ সর্পাদিভাবে ভাবিত, তাহাদিগের বুদ্ধিতে রজ্জুখণ্ড যেমন সর্পাদিরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের মতি নানাভাবে ভাবিত, সুতরাং যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, তুমিও তাহাদিগের মতানুসারে সেই সেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাক। যদি বল, কেবল-জ্ঞানকে ব্রহ্ম এবং নানাধর্ম্মাশ্রয় বস্তুকে 'ভগবান্' বলায়, তাঁহাতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে? এই আশঙ্কা পরিহার করিবার-জন্য বলিয়াছেন, 'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ'। এতদ্দ্বারা কখনই তাঁহার স্বরূপের দ্বৈতত্ব বলা হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধর্ম্মদ্বয় নির্ণয় করা হইয়াছে। অতএব তাঁহার শক্তিবিলাসের যে বিরোধ-প্রতীতি হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বলে; ইহা তাঁহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে। তৃতীয়স্কন্ধেও এতাদৃশ বিরোধ কথিত হইয়াছে—"প্রাকৃত-চেষ্টাহীনতা কর্ম্ম, অজের জন্ম, কালস্বরূপ হইয়াও শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় ও মথুরা হইতে পলায়ন এবং আত্মারামের ষোড়শ-সহস্র রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়।" ইতি। সেই সকল কর্ম্মাদি বাস্তব না হইলে কখনই তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই লীলার হেতু। তাঁহার যেমন যেমন ইচ্ছা প্রকটিত হয়, অচিন্ত্যশক্তিও সেই সেই রূপেই লীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন।'

পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র সম্পূর্ণ বেদানুমোদিত উপাসনাকাণ্ডময় বেদ-বিস্তার গ্রন্থ; ইহা রাজস বা তামস তন্ত্র নহে, পরন্তু 'সাত্বত-সংহিতা' নামে সূরিগণের নিকট পরিচিত। ইহার বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ, ইহা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে ৩৪৯ অঃ ৬৮ শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীনারদাদি ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়-রহিত দিব্যসূরিগণ ইহার প্রবর্ত্তক। শ্রীভাগবতগ্রন্থও 'সাত্বত-সংহিতা' নামে পরিচিত। এই পাঞ্চরাত্রিক মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ কথাকে পাঞ্চরাত্রিক-মতরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন-প্রয়াস—ন্যায় ও সত্যের নিরতিশয় অপলাপমাত্র, তাহা সংক্ষেপে খণ্ডনমুখে প্রদর্শিত হইতেছে—

মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু—নারায়ণ ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দ্রব্যরূপ কারণত্ব। মায়া-অংশে অর্থাৎ গুণরূপ অংশে যে নিমিত্তকারণ বলা যায়, তাহাতেও নারায়ণই নিমিত্ত-কারণ।

অনুভাষ্য

(১) ৪২ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর সঙ্কর্ষণকে 'জীব' বলিয়াছেন, বাস্তবিক ভাগবতগণ সংকর্ষণকে কখনও 'জীব' বলেন নাই, তিনি স্বয়ং অধোক্ষজ, অচ্যুত, বিষ্ণু-বস্তু, জীবের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, পূর্ণ, অংশী, বিভুচৈতন্য, যাবতীয় প্রাকৃতাপ্রাকৃতসর্গের কারণ,—অণুচৈতন্য, অংশ জীব নহেন। জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই—ইহা ভাগবত-গণ এবং যে কোন শ্রৌতপন্থী শাস্ত্রদ্রষ্টা ও শাস্ত্রশ্রোতা স্বীকার করিবেন।

(২) ৪৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যের উত্তরে মূল-সঙ্কর্ষণ হইতে অন্যান্য যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের প্রাকট্যের বিষয় 'ব্রহ্মসং-হিতা'য় উক্ত—"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" অর্থাৎ দীপরশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমানধর্ম্মা, তদ্রূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন,তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

(৩) ৪৪ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে 'ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন'—শ্রীপাদের এই পূর্ব্বপক্ষকে পাঞ্চরাত্রিকগণ কখনই নিজ-মত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীপাদ শঙ্করের নিজেরই ৪২ সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত স্বীকৃত-মত ("স আত্মাত্মানমনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে" অর্থাৎ "তিনি যে আপনা আপনিই অনেকপ্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা শ্রুতিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি") তাঁহার এই সূত্রের পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির বিরোধী অর্থাৎ তাঁহার ৪৪ সূত্রের ভাষ্য ও ৪২ সূত্রের ভাষ্যের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী—যাহা তিনি পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষরূপে খণ্ডন করিতে

মূল-পরিচালক বিভুচৈতন্য ভগবান্—

ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা—পুরুষাবতার ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ঘট-নির্ম্মাণে চক্রদণ্ডাদি ও কুম্ভকার,—ইহারা নিমিত্ত-কারণ; নারায়ণ—কুম্ভকারস্থলীয় (মুখ্য) নিমিত্ত-কারণ এবং মায়া—

অনুভাষ্য

চেষ্টা করিতেছেন। ভাগবতগণ নারায়ণের চতুর্ব্যূহ স্বীকার করায় 'বহ্বীশ্বরবাদ' স্বীকার করেন নাই—তাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বলিয়াই জানেন—কখনই বেদবিরোধি বহ্বীশ্বরবাদী নহেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের অচিন্ত্য-মহা শক্তি-মত্তায় দৃঢ়বিশ্বাসী। লঘুভাগবতামৃতের মর্ম্মানুবাদ দ্রষ্টব্য। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই তত্ত্বচতুষ্টয় মধ্যে কারণ-কার্য্য ভাব নাই—"নান্যৎ যৎ সদসৎপরং"; "দেহ-দেহিবিভেদোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" (কূর্ম্মপুঃ), তাঁহারা সকলেই মায়াধীশতত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়, তাঁহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা বিকার অথবা পরিণাম বা খণ্ডত্ব থাকিতে পারে না। তাঁহারা একই অদ্বয়জ্ঞান অধোক্ষজ ও পূর্ণবস্তু; শ্রুতিপ্রমাণ—"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" (বৃঃ আঃ ৫।১) আব্রহ্মস্তম্ব বা ভগবান্ বিষ্ণুর স্থূল বহিরঙ্গবৈ শক্তিত্রয়াধীশ শ্রীচতুর্ব্যূহের সহিত এক বা সমজ্ঞান চিদচিৎ সমন্বয়-বাদীর বৃথা প্রয়াস ও নিতান্ত ভগবদ্‌বিরোধমূলক নাস্তিক্যবাদ মাত্র। আব্রহ্মস্তম্ব বা বিশ্বরূপ বিষ্ণুর বহিরঙ্গ বৈভব—একপাদ-বিভূতি, মায়া বা প্রকৃতি-সম্বন্ধি, সুতরাং প্রাকৃত, উহার সহিত চিদচিতের ঈশ্বর চতুর্ব্যূহের সাম্য-জ্ঞান বা প্রয়াস—মায়াবাদীর ধর্ম্ম।

(৪) ৪৫ সংখ্যক ভাষ্যের উত্তরে লঘুভাগবতামৃতে ভগবদ্‌গুণের অপ্রাকৃতত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে (৯৭-৯৯ সংখ্যা) উদ্ধৃত বাক্যের মর্ম্মানুবাদ, যথা—'যদি বল, গুণমাত্রই প্রকৃতিকার্য্য, অতএব মরীচিকাসদৃশ, তাহার গণনা করা যায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি এ কথা বলিতে পারিতেছ না। ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না; তাঁহার সমস্ত গুণই তাঁহার স্বরূপভূত, সুতরাং সেই

মায়াদ্বারা কৃষ্ণের জগৎসৃষ্টি—

কৃষ্ণ—কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায়॥ ৬৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

চক্রদণ্ডাদিস্থলীয় (গৌণ) নিমিত্ত-কারণ। সুতরাং যেমন কুম্ভকার ব্যতীত ঘট হয় না, তদ্রূপ নারায়ণ ব্যতীতও জগৎ হয় না। চক্রদণ্ডস্থলীয় গুণরূপ নিমিত্ত-কারণ, মূল-নিমিত্তকারণ নারায়ণের সহায়রূপে কার্য্য করে॥ ৫১-৬৪॥

অনুভাষ্য

সকল গুণ নিশ্চয়ই সুখস্বরূপ। যথা ব্রহ্মতর্কে—"ভগবান্ হরি স্ব-স্বরূপভূত গুণে গুণবান, অতএব বিষ্ণু এবং মুক্ত-জীবের গুণ, কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"যে পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণের সংসর্গ নাই, সেই পরমশুদ্ধ আদিপুরুষ হরি প্রসন্ন হউন্।" যথা, সেই বিষ্ণুপুরাণেই—"হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণ ব্যতীত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজঃ,—ইহারা ভগবৎ-শব্দের অভিধেয়।" পদ্মপুরাণেও—"পরমেশ্বর যে শাস্ত্রে 'নির্গুণ' বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বলা হইয়াছে।" প্রথম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়েও—"হে ধর্ম্ম, যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিলাম, সেই গুণপরম্পরা এবং অন্য মহাগুণরাশি যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে বিরাজমান, মহত্ত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণ যে সকল গুণ প্রার্থনা করেন, সেই সকল গুণাবলী কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হয় না।" ইতি। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য-অপ্রাকৃত-গুণশালী, অপরিমিতশক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দঘনবিগ্রহ। (ভা ৩।২৬।২১, ২৫, ২৭, ২৮) দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামানুজপাদ তৎকৃত শ্রীভাষ্যে যে শাঙ্কর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ—'ভগবদ্ভক্ত পরমমঙ্গলসাধন পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেরও কোন কোন অংশকে কপিলাদি-শাস্ত্রের ন্যায় শ্রুতিবিরুদ্ধ-জ্ঞানে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীশঙ্কর নিরাস করিয়াছেন। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে এই প্রক্রিয়া রহিয়াছে—পরমকারণ ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে 'সঙ্কর্ষণ' নামক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে 'প্রদ্যুম্ন' নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে 'অনিরুদ্ধ' নামক অহঙ্কারের

কারণাব্ধিশায়ীর মায়াতে ঈক্ষণ ও জীবের প্রাকট্য-বিধান—

দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥ ৬৫॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ দূর হইতে মায়ার প্রতি যে দৃষ্টি করেন, সেই দৃষ্টি চিৎকণস্বরূপ হইয়া দুইপ্রকার কার্য্য করে অর্থাৎ তৎকিরণকলারূপে অনন্তজীবকে মায়ামধ্যে নিবিষ্ট

অনুভাষ্য

উৎপত্তি হইয়াছে।' কিন্তু এস্থলে জীবের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না; কেননা, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। "চিন্ময় জীবাত্মা কখনও জন্মে না, বা মরে না" (কঠ ২।১৮) এইবাক্যে সকল শ্রুতিই জীবের অনাদিত্ব বা উৎপত্তি-রাহিত্য বলিয়াছেন (৪২ সূঃ)।

সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন-নামক মনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এস্থলেও কর্ত্তা-জীব হইতে করণ-মনের উৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ, "পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়" ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব যদি জীব হইতে মনের উৎপত্তি কথিত হয়, তবে "পরমাত্মা হইতেই উহাদের উৎপত্তি" এতাদৃশ শ্রুতিবচনের সহিত উহার বিরোধ ঘটে, অতএব এই বাক্য শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া ইহার প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে (৪৩ সূঃ)।

সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—ইঁহাদের পরব্রহ্মভাব বিদ্য-মান থাকায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না অর্থাৎ এই সঙ্কর্ষণাদি-ব্যূহ সাধারণ জীবের ন্যায় মায়াবশযোগ্যরূপে অভিপ্রেত নহেন—ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর—সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, অতএব পঞ্চরাত্রের মত অপ্রামাণ্য নহে। যাহারা পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-প্রক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই 'জীবোৎ-পত্তিরূপা বিরুদ্ধকথা অভিহিত হইয়াছে', এইরূপ অ-শাস্ত্রীয় কথা বলা সম্ভব। ভাগবতপ্রক্রিয়া এইরূপ—যিনি স্বাশ্রিতভক্তবৎসল, বাসুদেব-নামক পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বাশ্রিত ও সমশ্রেণীয়তার জন্য চারি-

অঙ্গাভাসে মায়াস্পর্শহেতু ভগবান্‌ই উপাদান-কারণ—

এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করে, এবং স্বয়ং অঙ্গাভাসে মায়াতে মিলিত হইয়া অগণ্য,

অনুভাষ্য

প্রকারে অবস্থান করেন; যথা পৌষ্কর-সংহিতায় এইরূপ কথিত আছে—'যে স্থলে (শাস্ত্রে) ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ক্রমাগত সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে চাতুরাত্ম্য (চতুর্ব্ব্যূহ) উপাসিত হন, সেই শাস্ত্রই 'আগম'।' ঐ চাতুরাত্ম্যের উপাসনা যে বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মেরই উপাসনা, উহা সাত্বত-সংহিতায়ও কথিত হইয়াছে। বাসুদেব নামক পরমব্রহ্ম, সম্পূর্ণ ষাড়্গুণ্যবপু, সূক্ষ্ম, ব্যূহ ও বিভব, এই সকল ভেদভিন্ন এবং অধিকারানুসারে ভক্তগণ দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া সম্যক্‌রূপে লব্ধ হন। বিভব অর্থাৎ নৃসিংহ, রঘুনাথ বা মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের অর্চ্চন হইতে সঙ্কর্ষণাদি-ব্যূহ-প্রাপ্তি এবং ব্যূহার্চ্চন হইতে বাসুদেব-নামক পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু পৌষ্কর-সংহিতায় কথিত হইয়াছে—'এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম দ্বারা বাসুদেব-নামক অব্যয় পরমব্রহ্ম পাওয়া যায়, অতএব সঙ্কর্ষণাদিরও পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল, কেননা, তাঁহারাও স্বেচ্ছাক্রমে বিগ্রহ-বিশিষ্ট। 'তিনি প্রাকৃতের ন্যায় জন্মগ্রহণ না করিয়া বহুরূপে অবতীর্ণ বা প্রকটিত হন', ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। আশ্রিতবাৎসল্য-নিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন বলিয়া তদভিধায়ক এই পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ নহে। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—যথাক্রমে, জীব, মন ও অহঙ্কার, এই সত্ত্বসমূহের অধিষ্ঠাতৃদেব, এইজন্য ইঁহাদিগকে যে 'জীবাদি' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ নাই। যেমন, 'আকাশ' ও 'প্রাণাদি'শব্দে ব্রহ্মের অভিধান হইয়া থাকে, তদ্রূপ (৪৪ সূঃ)।

এই শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু পরমসংহিতায় কথিত আছে,—অচেতন, পরার্থসাধক, সর্ব্বদা বিকারযোগ্য ত্রিগুণই কর্ম্মিদিগের ক্ষেত্র—ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ ব্যাপ্তিরূপে, উহা যে

কারণার্ণবশায়ীর ঈক্ষণ-ফল—

অগণ্য, অনন্ত যত অণ্ড-সন্নিবেশ।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রকাশ ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। সেই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক পুরুষাকারে প্রবিষ্ট হন ॥ ৬৫-৬৭ ॥

অনুভাষ্য

অনাদি, ইহাও সত্য।' এইরূপ সকল সংহিতায়ই 'জীব' নিত্য, এইজন্য পঞ্চরাত্র-মতে তাহার উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী,—জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্বহেতু তাহার উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিষিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে পরমসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতির রূপ সতত বিকারযুক্ত' অতএব উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি এই 'সতত বিকারে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে। অতএব সঙ্কর্ষণাদি জীবরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া শঙ্করাচার্য্য যে দোষ দিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত হইল (৪৫ সূঃ)। (ভা ৩।১।৩৪), শ্রীধরটীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই চতুর্ব্যূহ-বাদ-খণ্ডনের বিস্তৃত নিরাস জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীভাষ্যের শ্রীমৎ সুদর্শনাচার্য্যকৃত "শ্রুতপ্রকাশিকা" টীকা আলোচ্য ॥ ৪১-৪৮ ॥

মূলে 'অংশ'-পাঠ, প্রবাহভাষ্যে 'অঙ্গ'-পাঠ—উভয়ই একার্থপ্রতিপাদক ॥ ৪৮ ॥

সাক্ষাৎ মায়াভর্ত্তা (মায়ায়াঃ ভর্ত্তা অধীশ্বরঃ) অজাণ্ড-সঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ (অজাণ্ডানাং ব্রহ্মাণ্ডানাং সঙ্ঘঃ সমূহঃ তস্য আশ্রয়ঃ অঙ্গং যস্য সঃ) কারণাম্ভোধিমধ্যে (কারণসমুদ্র-জলোপরি) শেতে অসৌ শ্রীপুমান্ আদিদেবঃ (আদিপুরুষাবতারঃ) যস্য শ্রীনিত্যানন্দস্য একাংশঃ, তং শ্রীনিত্যানন্দরামম্ অহং প্রপদ্যে ॥ ৫০ ॥

জলনিধি—'বিরজা' বা 'কারণবারি' (মধ্য, ১৫ পঃ, ১৭৫-১৭৬ সংখ্যা; মধ্য, ২০শ পঃ, ২৬৮-২৬৯ সংখ্যা এবং মধ্য ২১শ পঃ, ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৫২ ॥

মায়িক ভূত—ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত ॥ ৫৩ ॥

তাঁহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-লয়—

পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ ॥ ৬৮ ॥

পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে ॥ ৬৯ ॥

অনুভাষ্য

কারণ—মায়া-সম্বন্ধগত উপাধি হইলেও বস্তুতঃ মিশ্র-রজস্তমোহীন বা সত্ত্বময়। আদি ২য় পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥৫৪॥

'প্রধান' ও 'প্রকৃতি'—মধ্য, ২০ পঃ ২৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য; এবং শ্রীজীবপ্রভু পরমাত্মসন্দর্ভে (৪৯ সংখ্যায়)—'তস্যাঃ মায়ায়াশ্চাংশদ্বয়ম্। তত্র গুণরূপস্য মায়াখ্যস্য নিমিত্তাংশস্য, দ্রব্যরূপস্য প্রধানাখ্যস্যোপাদানাংশস্য চ, পরস্পরং ভেদমাহ চতুর্ভিঃ—(ভা ১১।২৪।' ** '৫৩সংখ্যা) 'অন্যত্র (ভা ১০ম স্ক, ৬৩ পঃ)—তয়োরুপাদাননিমিত্তয়োরংশেন বৃত্তিভেদেন ভেদা-নপ্যাহ—'কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ স্বভাবো দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণমাত্মা বিকারঃ। তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহস্তন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে॥' অত্র কালদৈবকর্ম্মস্বভাবা নিমিত্তাংশাঃ অন্যে উপাদানাংশাঃ তদ্বান্ জীবস্তূভয়াত্মকস্তথোপাদানবর্গে নিমিত্তশক্ত্যংশোঽপ্যনুবর্ত্ততে।'*** (৫৫ সংখ্যায়) 'নিমিত্তাংশ-রূপয়া মায়াখ্যয়ৈব প্রসিদ্ধা শক্তিস্ত্রিধা দৃশ্যতে—জ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়ারূপত্বেন। ** অথোপাদানাংশস্য প্রধানস্য লক্ষণং—'যত্তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যংসদসদাত্মকম্। প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুর-বিশেষং বিশেষবৎ॥' যৎ খলু ত্রিগুণং সত্ত্বাদি-গুণত্রয়সমা-হারস্তদেবাব্যক্তং প্রধানং প্রকৃতিংশ্চ প্রাহুঃ। তত্রাব্যক্তসংজ্ঞত্বে হেতুঃ—'অবিশেষং গুণত্রয়সাম্যরূপত্বাদনভিব্যক্তবিশেষম্ অত-এবাব্যাকৃতসংজ্ঞঞ্চেতি গমিতম্। প্রধানসংজ্ঞত্বে হেতুঃ—বিশেষ-বৎ স্বকার্য্যরূপাণাং মহদাদিবিশেষাণামাশ্রয়রূপতয়া তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্।*** নিমিত্তাংশো মায়া, উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি।''

'ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মায়ার দুইটী অংশ'—সেই নিমিত্তাংশ গুণরূপা মায়া ও উপদানাংশ 'দ্রব্যরূপ প্রধান'-সংজ্ঞাদ্বয়ের পরস্পর ভেদ ভাগবত একাদশস্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে চারিটী শ্লোকে বর্ণিত আছে।' 'অন্যত্র দশমস্কন্ধে ৬৩ অধ্যায়ে উপাদান ও নিমিত্ত, উভয় অংশের বৃত্তিভেদে বিভাগ কথিত হইয়াছে—'হে ভগবন্, ক্ষোভক 'কাল', নিমিত্ত 'কর্ম্ম', ফলাভিমুখপ্রকাশ 'দৈব', তৎসংস্কার 'স্বভাব'—এই চারিটী নিমিত্তাংশবিশিষ্ট বদ্ধজীব—সূক্ষ্মভূতসমূহ 'দ্রব্য', প্রকৃতি 'ক্ষেত্র', সূত্র 'প্রাণ', অহঙ্কার 'আত্মা', এবং একাদশেন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই ষোল বিকার,—ইহাদের একত্রসমষ্টি দেহ। দেহ হইতে বীজরূপ কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে অঙ্কুররূপ দেহ, এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবাহ,—ইহাই 'মায়া'। হে প্রভো, তুমি নিষেধাবধিভূত তত্ত্ব, তোমাকে ভজনা করি''। জীব নিমিত্তশক্ত্যংশ হইলেও, উভয়াত্মক অংশবিশিষ্ট জীব উপাদানবর্গেরও অনুসরণ করেন।' 'নিমিত্তাংশরূপা 'মায়া'-শব্দে প্রসিদ্ধ শক্তির তিনটী বিভাগ দেখা যায়—'জ্ঞান', 'ইচ্ছা' ও 'ক্রিয়া'-রূপ। উপাদানাংশ 'প্রধানের' লক্ষণ। যাহাতে সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের সমাহার, তাহাই অব্যক্ত 'প্রধান' এবং 'প্রকৃতি' বলিয়া কথিত। 'অব্যক্ত'-সংজ্ঞানির্দ্দেশে হেতু এই যে, বিশেষরহিত অর্থাৎ ত্রিগুণ-সাম্য হওয়ায় বিশেষধর্ম্ম অপ্রকাশিত, অতএব প্রধানের অব্যাকৃত সংজ্ঞা পাওয়া গেল। 'প্রধান' সংজ্ঞার হেতু—বিশেষের ন্যায় মায়ার স্বকার্য্যরূপ মহত্তত্ত্বাদি বিশেষ-সমূহের আশ্রয়রূপ বলিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' ** নিমিত্তাংশে 'মায়া' এবং উপাদানাংশে 'প্রধান' ॥ ৫৮ ॥

মধ্য ২০শ পঃ ২৫৯-২৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতের উপাদানাংশে 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধা এবং জগতের নিমিত্তাংশে 'মায়া' নামে খ্যাত। জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, যেহেতু কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে কৃষ্ণ, প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যশক্তি প্রদান করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। উদাহরণ-স্বরূপ—তপ্তলৌহের উপমা; যেরূপ লৌহের দহন বা তাপ-প্রদান প্রভৃতি শক্তি নাই, কিন্তু অগ্নির স্পর্শে তপ্তলৌহ অন্যবস্তুকে দহন ও তাপ দিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ লৌহরূপা জড়া-প্রকৃতির দ্রব্য বা উপাদান হইবার স্বতন্ত্রতা নাই। অগ্নিসদৃশ কার-ণোদকশায়ীর ঈক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহসদৃশ প্রকৃতি উপাদানপ্রতিমা দাহিকা বা তাপপ্রদায়িনী শক্তিবিশিষ্টা হন। উপাদান-পরিচয়ে খ্যাতা প্রকৃতিকে উপাদান-কারণ

তাঁহার লোমকূপে অনন্ত চিৎকণ জীব—

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥ ৭০ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায় ৫ অ, ৫৪ শ্লোক)
যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।

অনুভাষ্য

মনে করা ভ্রান্তিমাত্র। শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৮।৪০),—'যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাৎ ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ। অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥ যদিও ধূম, জ্বলন্তকাষ্ঠ ও বিস্ফুলিঙ্গে অগ্নির উপাদান বর্ত্তমান থাকায় অগ্নির সহিত একবস্তু বলিয়া উক্ত হয়, তাহা হইলেও উল্মুক হইতে অগ্নি পৃথক্ বস্তু; ধূমস্থানীয় 'ভূতসমূহ', বিস্ফুলিঙ্গস্থানীয় 'জীব' ও উল্মুকস্থানীয় 'প্রধান,' সকলেই, অগ্নিস্থানীয় সর্ব্বোপাদান ভগবান্ হইতে শক্তিসমূহ লাভ করিয়াই নিজ নিজ পৃথক পরিচয় দেয়, তাহাহইলেও সকলের উপাদানই সেই ভগবান্। জগতের উপাদান বলিয়া যে 'প্রধান'কে স্থির করা হয়, প্রধানে ভগবানের নিহিত উপাদান হইতেই তাদৃশ পরিচয়। 'প্রধান' ভগবান হইতে স্বতন্ত্র উপাদানত্বে পৃথক্ বিষয় হইতে পারে না। উপাদান-মূলাশ্রয় কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া সাংখ্যের উপাদানত্ব প্রকৃতিতে আরোপ করা—অজার গলদেশস্থিত স্তনাকৃতি-মাংসপিণ্ডের দুগ্ধপ্রদানে অসমর্থতার ন্যায় নিষ্ফলমাত্র ॥ ৫৭-৬১ ॥

বৈদিক-বিচারে বস্তু হইতেই শক্তির যোগে বদ্ধজীবের নিকট প্রকাশিত জগৎ সৃষ্ট। অবৈদিক-বিচারে দৃশ্যজগৎ প্রকৃতি হইতে জাত। বস্তুশক্তির ত্রিবিধা বৃত্তি—চিৎ, অচিৎ ও উভয়ময়ী। অশ্রৌত-পন্থায় কেহ কেহ মনে করেন, জড়া প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে; বৈদিক-বিচারে উহা স্বীকৃত হয় নাই। ভগবদ্বস্তু চিন্ময়ী শক্তির সহিত অভিন্ন। অচিন্ময়ী শক্তিতে চিচ্ছক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাৎকালিক নশ্বর চিদ্ভাবাভাস প্রকাশিত হয়। ভগবানের চিদচিৎমিশ্র তটস্থাখ্য জীবশক্তি নিত্যকাল চিন্ময়ী-শক্তির অনুগত হইলেও অনাদিকাল হইতে অচিৎশক্তি-পরিণত দৃশ্যজগতে ভ্রমণের উপযোগী। বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চিন্মাত্রের অপব্যবহারক্রমে জীবের বদ্ধানুভূতি। প্রকৃত প্রস্তাবে জীব স্ব-স্বরূপ অবগত

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ব্রহ্মাণ্ডনাথসকল যাঁহার লোমকূপ হইতে জন্মগ্রহণ

অনুভাষ্য

হইলে জানিতে পারেন যে, সেবোন্মুখতাই তাঁহার নিত্য চরম-মঙ্গলের ভূমিকা। যে-কালে তিনি সেবাবিমুখ হন, তৎকালে সেই তটস্থাখ্য-শক্তি আপনাকে শক্তিমজ্জ্ঞানে ভোগে প্রবৃত্ত হন। তাহার ইন্দ্রিয়গুলি অচিতের প্রভু হইবার জন্য চিন্মাত্র-শক্তির বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া বসেন। কৃষ্ণের নিজশক্তির দ্বারাই তাঁহার বিজাতীয় অচিচ্ছক্তিতে শক্তি অর্পিত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ—অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তি নিরগ্নিক লৌহে সঞ্চারিত হইয়া লৌহকে অগ্নি-পরিচয়ে প্রকাশিত করে। প্রকৃত-প্রস্তাবে অচিচ্ছক্তি কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি হইতেই ক্রিয়া লাভ করে। তটাস্থাখ্য জীব অচিচ্ছক্তির প্রভাবে চালিত হইয়া দৃশ্য জড়জগৎকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু চিন্মাত্রে অবস্থিত মুক্তজীব বুঝিতে পারেন যে, শক্তিমানের চিচ্ছক্তিই অচিচ্ছক্তিতে আংশিক বল বিধান করিয়া ক্রিয়াবতী করায়। অচিচ্ছক্তির মূল-কারণ প্রকৃতি নানাপ্রকারে অনুপাদের, পরিচ্ছিন্ন ও অবরতা আবাহন করে। বদ্ধাভিমানে তর্কপন্থী জীব অজার দুগ্ধপ্রসবিনী স্তন দেখিয়া গলদেশে অবস্থিত স্তনাকৃতি স্থান হইতে যেরূপ দুগ্ধ-প্রার্থনায় অকৃতকার্য্য হয়, তদ্রূপ অচিন্মূলা প্রকৃতিকে অচিদ্-জগতের কারণ বলিতে যাওয়ায় তাদৃশ নির্ব্বুদ্ধিতা। ভগবানের অচিৎ-শক্তি 'মায়া' নিমিত্ত ও উপাদানরূপে হরিবিমুখ জীবের নিকট প্রতিভাত হইয়া সত্যবস্তু-গ্রহণে পরাঙ্মুখ করায়। জীব, স্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে অচিচ্ছক্তির 'আবরণী' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা' এই দ্বিবিধা চেষ্টা লক্ষ্য করেন। ঘটরূপ দ্রব্যের কারণ যে প্রকার দ্বিবিধ, তাহাতে নিমিত্তকারণ-রূপে কুম্ভকার এবং উপাদানকারণ ও উপায়রূপে মৃত্তিকা ও চক্র-দণ্ডাদি যেরূপ স্থিরীকৃত হয়, তদ্রূপ দৃশ্য-

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ১৪ অ, ১১ শ্লোক)

ক্বাহং তমো-মহদহং-খ-চরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘট-সপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিয়া তাঁহার নিশ্বাস-কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চভূত-নির্ম্মিত সপ্ত-বিতস্তি-পরিমিত এই কায়ান্তর্গত আমি বা কোথায়, আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুরূপে তোমার লোমবিবরে পরিভ্রমণ করে, এতাদৃশ যে তুমি, তোমার মহিমাই বা কোথায়? অর্থাৎ আমার ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ তোমার মহিমার সহিত তুলনায় কিছুই নয় ॥ ৭২ ॥

অনুভাষ্য

জগৎ এবং ভূতসমূহেরও নিয়ামক-বস্তুবিচারে শক্তিমৎ-তত্ত্বই নির্দ্দিষ্ট। শক্তিভেদ-বিচারে ত্রিগুণময়ী মায়া, গুণের দ্বারা উপাদানাংশ ভূতসমূহের পরিচালন করে। তটস্থাখ্য-শক্তি জীব এই দৃশ্যজগতে হরিবিমুখ হইয়া ভোক্তৃত্ব গ্রহণ করে। দৃশ্যজগতে বস্তুর অচিৎপ্রতীতি কৃষ্ণবৈমুখ্যের ফলমাত্র। অচিৎপ্রতীতিতে ভোগের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত, কিন্তু সেবোন্মুখতায় ভগবৎপ্রতীতিতে নিজ সম্বন্ধ-দর্শন। কৃষ্ণই নিত্য চিজ্জগতের কারণ, তিনিই আবৃত-সত্য অচিজ্জগতের কারণ, এবং তিনিই তটস্থাখ্য জীবের মূল-কারণ ও বিধাতা। অচিৎপ্রতীতি—ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির ক্রিয়া, এবং চিৎ-প্রতীতি—অন্তরঙ্গা-শক্তির ক্রিয়া। চিন্ময়প্রতীতির বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সকল স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্ম ও সর্ব্বাকরত্ব ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত। সেই বস্তু বৃহৎ, তাঁহার খণ্ডাংশই 'জীব'শব্দ-বাচ্য। সেই ভগবদ্বস্তু বিভক্ত হইয়া খণ্ডত্ব-ধর্ম্ম প্রকাশ করে না, পরন্তু, খণ্ডপ্রতীতি কখনও অখণ্ড-প্রতীতির সহিত অভিন্ন হয় না। ব্যাপ্য-ব্যাপক-বিচারে ব্রহ্ম ও

মূলসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ ও পুরুষত্রয়ের সম্বন্ধ—

অংশের অংশ যেই, 'কলা' তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥ ৭৩ ॥
তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন ॥ ৭৪ ॥
যাঁহাকে ত' কলা কহি, তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী, সেহো সর্ব্বজিষ্ণু ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলরাম মূলসঙ্কর্ষণ। তাঁহার স্বরূপাংশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ। তাঁহার অংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু,

অনুভাষ্য

জীব সমজাতীয় হইলেও ঈশবস্তু—মায়ার প্রভু, আর বশ্যবস্তু—মায়ার অধীন। মায়াধীন মায়াধীশের অধীন হইলে তাহার মায়াধীন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না ॥ ৫৯-৬৬ ॥

মধ্য, ২০শ পঃ ২৭১-২৭৩ সংখ্যা এবং ভাঃ ৩।৫।২৬ ও ৩।২৬।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৬৫-৬৬ ॥

মধ্য, ২০শ পঃ ২৭৭-২৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৬৭-৭০ ॥

অথ যস্য লোমবিলজাঃ (লোমকূপাৎ জাতাঃ) জগদণ্ড-নাথাঃ (ব্রহ্মাণ্ডপতয়ঃ সমষ্টিবিষ্ণ্বাদয়ঃ) একনিশ্বসিতকালং (নিশ্বাসৈকপরিমিতকালম্) অবলম্ব্য (আশ্রিত্য) ইহ জীবন্তি (আবির্ভূতাঃ ভবন্তি), সঃ মহান্ বিষ্ণুঃ যস্য (গোবিন্দস্য) কলাবিশেষঃ, তমাদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মা গো বৎস হরণ করিয়া পরে নিজাপরাধপ্রশমনের জন্য যে স্তব করেন, তন্মধ্যে ইহা একটী।

তমো-মহদহং-খ-চরাগ্নিবার্ভূ-সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ (তমঃ অব্যক্তং, মহত্তত্ত্বম্ অহংকারঃ খমাকাশং, চরঃ বায়ুঃ, অগ্নিস্তেজঃ বার্জলং, ভূঃ পৃথিবী, এতৈঃ প্রধানাদি-ক্ষিত্যন্তৈঃ সংবেষ্টিতঃ যঃ অণ্ডঘটঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপঃ ঘটঃ দেহঃ স এব তস্মিন্ নিজমানেন সপ্তবিতস্তিকায়ঃ যস্য সঃ) অহং ক্ব, ঈদৃগ্বিধা-বিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য (ঈদৃগ্বিধানি যানি অগণিতানি অণ্ডানি তানি এব পরমাণবঃ তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বনঃ গবাক্ষাঃ ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য) তে (তব) মহিত্বং চ ক্ব ? ৭২ ॥

গর্ভোদ-ক্ষীরোদ-শায়ী দোঁহে 'পুরুষ' নাম।
সেই দুই, যাঁর অংশ, বিষ্ণু, বিশ্বধাম ॥ ৭৬ ॥

(লঘুভা° পূঃ খঃ ৯ অঙ্কে ৩৬ অ, সাত্বততন্ত্র-বচন)

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৭৭ ॥

মৎস্যাদি সমস্ত অবতারের অংশী কারণার্ণবশায়ী—

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের 'কলা' করি।
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তিনি অংশের অংশ বলিয়া তাঁহাকে 'কলা' বলা যায়। গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষদ্বয় মহাবিষ্ণুর অংশ ॥ ৭৩-৭৬ ॥

নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ,—প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু; দ্বিতীয় গর্ভোদশায়ী ও সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ; তৃতীয় ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, তিনি প্রতি-জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা। এই তিনটীর তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বন্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৭৭ ॥

অনুভাষ্য

প্রতিমূর্ত্তি—দ্বিতীয় দেহ (আদি, ৫ম পঃ ৪-৫ ; মধ্য, ২০শ পঃ ১৭৪) ॥ ৭৩ ॥

'মহাবিষ্ণু', 'মহাপুরুষাবতারী' শব্দে কারণার্ণবশায়ী ॥৭৫॥

পুরুষলক্ষণ—যথা লঘুভাগবতামৃতে অবতারবর্ণন-প্রসঙ্গে ৪সংখ্যায় ধৃত বিষ্ণুপুরাণের (৬।৮।৫৯) শ্লোকের অনুবাদ—'ষড়্‌বিকারবিহীন পুরুষোত্তম কৃষ্ণের যে অংশ গুণভুক্ অর্থাৎ প্রকৃতি ও মহদাদি প্রাকৃতের ঈক্ষণকর্ত্তা, যিনি তত্ত্বতঃ এক স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই বহুবিধ স্বাংশ বিভাগ করিয়া নিখিলপ্রাণীর বিস্তারকর্ত্তা, যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াসঙ্গ-রহিত হইয়াও অশুদ্ধের অর্থাৎ মায়াসঙ্গীর ন্যায় প্রতিভাত, এবং যিনি নিত্য-চিন্ময়, সেই অব্যয় পুরুষে সর্ব্বদা প্রণত হই।' এই শ্লোকের শ্রীরূপকৃত কারিকা—"পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব। তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥" অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধানগুণসংস্পৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বাদির ঈক্ষণকর্ত্তা,

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ৩ অ, ২৮ শ্লোক)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৭৯ ॥

পুরুষাবতারত্রয়ের কার্য্য—

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা ॥ ৮০ ॥

অবতারগণ—অংশমাত্র

সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই ত' অংশেরে কহি 'অবতার' নাম ॥ ৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আদি, ২য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৭৯ ॥

(জগৎপালকরূপে) সেই পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী ॥৮০॥

অনুভাষ্য

যিনি নানাবিধ অবতারের আবিষ্কর্ত্তা, শাস্ত্রে তাঁহাকেই 'পুরুষ' নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৭৬ ॥

বিষ্ণোস্তু পুরুষাখ্যানি ত্রীণি রূপাণি বিদুঃ। অথ তেষু একম্ (আদ্যং) তু মহতঃ (মহত্তত্ত্বস্য) স্রষ্টৃ (প্রকৃত্যন্তর্যামী), দ্বিতীয়ন্তু অণ্ডসংস্থিতং (ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী), তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং (জীবান্তর্যামী)। তানি রূপাণি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে (মায়াবন্ধনাৎ বিজ্ঞো মুক্তো ভবতি) ॥ ৭৭ ॥

(ভা ১।৩।৫)—"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্। যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেব-তির্য্যঙ্-নরাদয়ঃ ॥" কারণাব্ধিশায়িরূপে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ, গর্ভোদশায়িরূপে নানাবতারের সূতিকা-ধাম এবং ক্ষীরোদশায়িরূপে ক্ষৌণীভর্ত্তা ॥ ৮০ ॥

লঘুভাগবতামৃতে অবতার-লক্ষণবর্ণন-প্রসঙ্গে ১ম সংখ্যায়—'পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থম্ অপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥ তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপস্তদ্ভক্ত এব চ। শেষশায্যাদিকো যদ্বদ্ বসুদেবাদিকোঽপি চ ॥" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকার্য্যের জন্য স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরদ্বারা আবির্ভূত হইলে, তাঁহাকে 'অবতার' বলে। সেই 'দ্বার' দ্বিবিধ—তদেকাত্মরূপ ও ভক্ত; শেষশায়ী—তদেকাত্মরূপ ও বসুদেবাদি—ভক্ত। শ্রীবলদেবকৃত-টীকা—'স্বয়ম্ অদ্বারকতয়া, দ্বারান্তরেণ বা জগতি আবিঃস্যুঃ, তদা

আদ্যাবতার, মহাপুরুষ, ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, সর্ব্বাশ্রয়-ধাম ॥ ৮২ ॥

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্ক, ৬ অ, ৪২ শ্লোক)

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যাবতার। কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতি, মনাদি মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি

অনুভাষ্য

অবতারাঃ স্মৃতাঃ। অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং হ্যবতারঃ। সদ্বারকস্তু যথা শেষশায়িনঃ কারণার্ণবশয়াৎ গর্ভোদকশয়ঃ, যথা বসুদেবাৎ কৃষ্ণঃ, দশরথাৎ রামঃ। কার্য্যং—প্রকৃতি-ক্ষোভ-মহদাদ্যুৎপাদনং, দুষ্টনিমর্দ্দেন দেবাদীনাং সুখবর্দ্ধনং, সমুৎকণ্ঠিতানাং সাধকানাং স্বসাক্ষাৎকারেণ প্রেমানন্দবিতরণং, বিশুদ্ধভক্তিপ্রচারণঞ্চ, তদর্থমিত্যর্থঃ।"

দেশকালপাত্রভেদে খণ্ডিত মায়ারাজ্যে খণ্ডক্রিয়ার নিমিত্ত বা উপাদানাংশে ভগবৎস্বরূপের যে কারকতা দেখা যায়, তৎকার্য্যের কারণরূপ মহাবিষ্ণুরূপ ভগবত্তত্ত্বই কৃষ্ণাংশ। এই অংশকেই 'অবতার' বলা হয়। সাধারণতঃ স্থূলদৃষ্টিতে পঙ্গ্বন্ধ-ন্যায়াবলম্বনে জড়া-প্রকৃতিকে 'উপাদান' এবং ভোক্তা, ত্রিগুণময় পুরুষ-জীবকে 'নিমিত্ত' বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতি জগতের 'উপাদান' বা 'নিমিত্ত' নহে, ইহাই সূক্ষ্মভাবে ভাগবতগণ উপলব্ধি করিয়াছেন। যাঁহার ঈক্ষণশক্তি-প্রভাবে প্রকৃতি জগতের 'উপাদান' বলিয়া পরিচিত, মায়া জগতের 'নিমিত্ত-কর্ত্রী' বলিয়া খ্যাত, এই উভয় শক্তিই সেই ভগবৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত। ভগবানের যে প্রকাশস্বরূপসমূহ, মায়াতে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশে বা বিশ্বের স্থিতের জন্য মায়াকে শক্তিপ্রদান-লীলা প্রদর্শন করেন, ঐ প্রকাশ-মূর্ত্তিসমূহই 'অংশ' অথবা 'অবতার' বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। বস্তুতত্ত্বে দীপের উপমেয় অবতারগণ বিষ্ণু হইলেও মায়ার উপর কর্তৃত্ব থাকায় তাঁহাদিগকে মায়িক ভাষার আশ্রয়ে 'অংশ' বা 'অবতার' বলা হয় মাত্র। (মধ্য, ২০শ পঃ ২৬৩-২৬৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮১ ॥

দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৮৩ ॥

মহৎস্রষ্টা আদিপুরুষাবতার—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ৩অ, ১ শ্লোক)

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অহঙ্কার, সত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট্, স্বরাট্, স্থাবর ও জঙ্গম, সকলই তাঁহার বিভূতিরূপ।

পাঠান্তরে এই শ্লোকগুলি দেখা যায়—

অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ।
স্বর্লোক-পালাঃ খগলোকপালাঃ নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ ॥
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধর-চারণেশা যে যক্ষরক্ষোরগ-নাগনাথাঃ।
যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৄণাং দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ ॥
অন্যে চ যে প্রেতপিশাচভূত-কুষ্মাণ্ড-যাদো-মৃগপক্ষ্যধীশাঃ ॥
যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃ সহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ।
শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্ ॥ ৮৩ ॥

লোকসৃষ্টি-মানসে মহদাদি দ্বারা সম্ভূত ও ষোড়শকলা-বিশিষ্ট পুরুষাখ্যরূপ ভগবান্ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য

সর্ব্বাবতার-বীজরূপী গর্ভোদশায়ীর কথা (ভা ৩।১।৫) দ্রষ্টব্য ॥ ৮২ ॥

শ্রীব্রহ্মা নারদের নিকট ভগবান্ কারণার্ণবশায়ীর বিভূতি বর্ণন করিতেছেন।

পরস্য ভূম্নঃ (ভগবতঃ) পুরুষঃ (কারণার্ণবশায়ী) আদ্যঃ অবতারঃ। কালঃ (গুণ-ক্ষোভকঃ), স্বভাবঃ (তৎসংস্কারঃ), সদসৎ (কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতিঃ), মনঃ (মহত্তত্ত্বং), দ্রব্যং (ভূতসূক্ষ্মাণি পঞ্চমহাভূতানি), বিকারঃ (অহঙ্কারঃ), গুণঃ (সত্বাদিঃ), ইন্দ্রিয়াণি (একাদশ), বিরাট্ (সমষ্টিশরীরং) স্বরাট্ (বৈরাজং), স্থাস্নু (স্থাবরং), চরিষ্ণু (জঙ্গমং ব্যষ্টিশরীরং) চ (সর্ব্বং তদ্বিভূতিরূপম্) ॥ ৮৩ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণের পঞ্চমপ্রশ্নের উত্তরে সূত ভগবানের অবতার-কথা বর্ণন করিতেছেন।

আদৌ (সর্গারম্ভে) ভগবান্ (মহাসঙ্কর্ষণঃ) লোক-

সকলের আশ্রয় ও অন্তর্যামী—

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো, তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা-রূপে তিঁহো জগৎ-আধার ॥ ৮৫ ॥

ঈক্ষণাদি-ব্যাপারে মায়ার সম্বন্ধসত্ত্বেও বস্তুতঃ মায়াতীত—

প্রকৃতি-সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শগন্ধ ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যদিও তিনি সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া তাঁহাতে সংসার অবস্থিত, তথাপি তিনি অন্তরাত্মা-রূপে জগতের আধার। প্রকৃতির সহিত এই দুই প্রকার সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি প্রকৃতিস্পর্শ-দোষ স্বীকার করেন না ॥ ৮৫-৮৬ ॥

অনুভাষ্য

সিসৃক্ষয়া (লোকানাং ভুবনানাং স্রষ্টুমিচ্ছয়া) মহদাদিভিঃ (মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈকাদশেন্দ্রিয়পঞ্চতন্মাত্রৈঃ) সম্ভূতং (মিলিতং) ষোড়শকলং (তৎসৃষ্ট্যুপযোগিপূর্ণশক্তিমৎ) পৌরুষং রূপং জগৃহে (প্রকটয়ামাস)।

ষোড়শকলং—লঘুভাগবতামৃতে পুরুষবর্ণন-প্রসঙ্গে (৬৮ সংখ্যায়)—"শ্রীর্ভূঃকীর্ত্তিরিলা লীলা কান্তির্বিদ্যেতি সপ্তকম্। বিমলাদ্যা নবেত্যেতা মুখ্যাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ॥" ইহার শ্রীবলদেবকৃত-টীকায়—"বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা তথৈব চ। প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহেতি নব স্মৃতাঃ॥" ভগবৎসন্দর্ভে (১১৭ সংখ্যায়)—"শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া। বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্॥ সন্ধিনীসম্বিৎহ্লাদিনীভক্ত্যাধারশক্তিমূর্ত্তিবিমলাজয়া যোগা প্রহ্বীশানানুগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ। ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। তত্র পূর্ব্বস্যাঃ ভেদঃ শ্রীর্ভাগবতীসম্পৎ। উত্তরস্যা ভেদঃ। শ্রীর্জাগতীসম্পৎ। তত্র ইলা ভূস্তত্ত্বপলক্ষণত্বেন লীলা অপি। অত্র সন্ধিন্যেব সত্যা, জয়ৈবোৎকর্ষিণী, যোগৈব যোগমায়া, সম্বিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। প্রহ্বী বিচিত্রানন্তসামর্থ্যহেতুঃ, ঈশানা সর্ব্বাধিকারিতা শক্তিহেতুঃ।

১। শ্রী, ২। ভূ, ৩। লীলা, ৪। কান্তি, ৫। কীর্ত্তি, ৬। তুষ্টি, ৭। গীঃ, ৮। পুষ্টি, ৯। সত্যা, ১০। জ্ঞানাজ্ঞানা, ১১। জয়া উৎকর্ষিণী, ১২। বিমলা, ১৩। যোগমায়া, ১৪। প্রহ্বী, ১৫। ঈশানা ও ১৬। অনুগ্রহা—বৈকুণ্ঠে এই ষোড়শ শক্তি বিদ্যমানা। শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যের অন্তর্গত শ্রীমধ্বকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য ও তথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৮৪ ॥

মধ্য, ২০শ পঃ ২৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য

লঘুভাগবতে বিষ্ণুর নির্গুণতা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ-কারিকা—"যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে। অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশ পরস্য যঃ॥" অর্থাৎ নিয়ামকরূপে গুণের সহিত বিষ্ণুর যে সম্বন্ধ, তাহাকে 'যোগ' বলে। অতএব সেই পুরুষ গুণের সহিত কখনই বদ্ধ হন না ; বিশেষতঃ, তন্মধ্যে পরম-পুরুষের সহিত তত্ত্বতঃ অভিন্ন স্বাংশ-বিষ্ণুগণ কেহই কখনই কোন প্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হন না। শ্রীবলদেব টীকা—"ননু পরস্য পুংসঃ কথং গুণসম্বন্ধঃ, 'মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা' (ভা ২।৭।৪৭) ইত্যাদি বাক্যবিরোধাদিতি চেৎ ? তত্রাহ— যোগ ইতি। গুণা নিয়মাঃ ত্রিধাবির্ভূতঃ পুরুষস্য নিয়ামক ইতি সম্বন্ধঃ, স ইহ যোগ উচ্যতে, ন তু তৈর্বন্ধ ইত্যর্থঃ। স তু বিষ্ণুনৈর্ব যুজ্যতে, দ্রবিড়যোগীশবাক্যে (ভা ১১।৪।৫) তত্র গুণসম্বন্ধানুল্লেখাৎ।" যদি বল, মহাবিষ্ণুর ত' গুণের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না ? কেননা, তাহা হইলে যে "মায়া সলজ্জভাবে ভগবৎপরাঙ্মুখী হইয়া অবস্থান করে" এই বাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে ? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, 'গুণ'-শব্দে নিয়ম। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব, এই ত্রিবিধরূপে আবির্ভূত 'পুরুষ' এই প্রকৃতির নিয়ামক-সূত্রে সম্বন্ধ। জগতে উহাই 'যোগ' নামে কথিত, উহা কখনই ঐ গুণত্রয়-দ্বারা 'বন্ধন'-শব্দবাচ্য নহে। সেই বিষ্ণু কখনই গুণের সহিত যুক্ত হন না, সেহেতু নবযোগীন্দ্রের অন্যতম দ্রুমিলের বাক্যে বিষ্ণুর সহিত গুণত্রয়ের সম্বন্ধের উল্লেখাভাবই দেখা যায়।"

উপাদান ও নিমিত্ত—উভয় প্রকার কারণের ঈক্ষণ-কর্ত্তৃত্ব-সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি মায়াদ্বারা কোনপ্রকারে অভিভাব্য হন না। ভগবানের ইচ্ছাশক্তির পরিণামে বিকার-

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১স্ক, ১১অ, ৩৮ শ্লোক)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৮৭ ॥

ঈশ্বর অচিন্ত্যশক্তিমান্—

এই মত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥ ৮৮ ॥

ঈশ্বরের সহিত জগতের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ—

আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে ॥ ৮৯ ॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৯০ ॥
সেই ত' পুরুষ যাঁর 'অংশ' ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ-রাম ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আদি, ২য় পঃ ৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮৭ ॥

আমি জগতে অবস্থিত এবং জগৎও আমাতে অবস্থিত; আবার, আমি জগতে নাই এবং জগৎও আমাতে নয়। ইহাকে 'অচিন্ত্য অর্থ' বলে ॥ ৮৯ ॥

অনুভাষ্য

বিশিষ্ট জগৎ; কিন্তু তাঁহাতে কোন প্রকার জড়বিকার-সম্ভাবনা নাই। আদি, ২য় পঃ ৫২, ৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮৬ ॥

ভগবানের অস্তিত্ব ব্যতীত দৃশ্য জগতে কোন অধিষ্ঠানের সম্ভাবনা হয় না। ভগবানে জগৎ অবস্থিত, তাই বলিয়া অচিদ্ ভোগময় দর্শনের বাহ্য-প্রতীতিকে ভগবান্ বলিয়া মনে করিতে হইবে না, ভোগময় জগৎকে ভগবত্তা জানিতে হইবে না। ভগবদ্‌বিমুখতারূপ ভোগ বা মায়া ভগবানে অবস্থিত নহে, ভগবদ্‌বিমুখতা কিছু ভগবদ্‌বস্তুতে থাকিতে পারে না। ভগবান্ অধোক্ষজ জগতে বা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও জাগতিক বা প্রাপঞ্চিক খণ্ড ও নশ্বর বস্তু হন না বা হইতে পারেন না। প্রকট ও অপ্রকট, উভয় লীলাতেই তাঁহার মায়াতীতত্ব বা মায়াধীশত্ব অর্থাৎ নির্গুণ-বৈকুণ্ঠতা নিত্য বর্ত্তমান। বিভিন্ন লীলাভেদে তিনি জগতে অবতীর্ণ এবং জগতের যাবতীয় বস্তুসত্তার মূল-অধিষ্ঠাতৃদেব।

জগৎও তাঁহা হইতে পৃথক্ অস্তিত্বযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় বস্তু-

এই ত' নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৯২ ॥

দশমশ্লোকের অর্থ—

(শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিকড়চায় শ্লোক)

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯৩ ॥

গর্ভোদশায়ীর বর্ণন—

সেই ত' পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু-মূর্ত্তি হঞা ॥ ৯৪ ॥
ভিতরে প্রবেশি' দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি ॥ ৯৩

অনুভাষ্য

রূপে অবস্থান করিতে পারে না। বিষ্ণু স্বয়ং কখনও প্রাকৃত জগতের বা মায়ার সহিত সংস্পর্শযুক্ত হন না এবং তাঁহার নিজস্বরূপ এবং তদ্রূপ-বৈভবও কিছু ভোগময়, পরিমেয় জগৎ বা তৎবিমুখী প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নহেন—ইহাই স্বেচ্ছাময়, অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ও ভগবত্তা।

শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে চতুঃশ্লোকীর অন্তর্গত "যথা মহান্তি" (৩৪) শ্লোকের বিভিন্ন টীকা-সম্বলিত 'গৌড়ীয় ভাষ্য' এবং ভা ১১।১৫।৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৮৯ ॥

গীতায় ৯।৪-৫—"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥" ৯০ ॥

যন্নাভ্যব্জং (যস্য নাভিকমলং) লোকসংঘাতনালং (লোকসমূহঃ চতুর্দ্দশ লোকং নালং আধারো যস্য তৎ) লোকস্রষ্টুঃ (ব্রহ্মণঃ) সূতিকাধাম (জন্মগৃহস্বরূপং) শ্রীলগর্ভোদশায়ী (দ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ) যস্য নিত্যানন্দরামস্য অংশাংশঃ

নিজাঙ্গ-স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥ ৯৬॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি-যোজন।
আয়াম, বিস্তার, দুই হয় এক সম॥ ৯৭॥

চৌদ্দভুবনের উৎপত্তি—

জলে ভরি' অর্দ্ধ তাঁহা কৈল নিজ-বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দভুবন প্রকাশ॥ ৯৮॥

গর্ভ-সাগরে নিজ বৈকুণ্ঠধাম-প্রকাশ—

তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ-ধাম।
শেষ-শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম॥ ৯৯॥

পুরুষসূক্তের স্তবনীয় বস্তু—

অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন॥ ১০০॥

তাঁহা হইতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের উদ্ভব—

সহস্র-চরণ-হস্ত, সহস্র-নয়ন।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, জগৎ-কারণ॥ ১০১॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম॥ ১০২॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥ ১০৩॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত-বিষ্ণুস্পর্শ নাহি মায়া-গুণে॥ ১০৪॥
রুদ্ররূপ ধরি' করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—ইচ্ছায় যাঁহার॥ ১০৫॥
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, জগৎ-কারণ।
যাঁর অংশ করি' করে বিরাট্-কল্পন॥ ১০৬॥
হেন নারায়ণ,—যাঁর অংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস॥ ১০৭॥
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥ ১০৮॥

একাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যা—

(শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায় শ্লোক)

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১০৯॥

অনুভাষ্য

(কলা), তং শ্রীনিত্যানন্দরামম্ অহং প্রপদ্যে॥ ৯৩॥

ব্রহ্মসংহিতা (৫।১৪)—'প্রত্যেকমেবমেকাংশাদ্ বিশতি স্বয়ম্'॥ ৯৪॥

মধ্য, ২০শ পঃ ২৮৩-২৯৭॥ ৯৪-১০৭॥

ভা ২।১০।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ৯৬॥

চৌদ্দভুবন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য, এই সাতটী ঊর্দ্ধলোক এবং তল, অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও সুতল—এই সাতটী পাতাল। ভা ২।৫।৩৮-৪২ এবং ভা ১১।৪।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ৯৮॥

ভা ১।৩।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ৯৯-১০০॥

ভা ১।৩।৪—"পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরু-ভুজাননাদ্ভুতম্। সহস্রমূর্দ্ধ-শ্রবণাক্ষি-নাসিকং সহস্রমৌল্যম্বর-কুণ্ডলোল্লসৎ॥" ভা ১১।৪।৪-৫ এবং ব্রহ্মসংহিতা ৫।১০-১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ১০০-১০১॥

ভা ১।৩।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ১০১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুই হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী ও জগৎ-কারণ। তাঁহারই অংশকে 'বিরাট্' কল্পনা করা গিয়াছে॥ ১০৬

দশমশ্লোকের অর্থ,—দশমশ্লোকে এবং তাহার নিম্নলিখিত পদ্যসমূহে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর বিবরণ॥ ১০৮॥

যাঁহার, অংশের অংশ, তাহার, অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিল পরমাত্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু; যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী 'অনন্ত', সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি॥ ১০৯॥

অনুভাষ্য

মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণোপাখ্যানে (শান্তিপর্ব্বে ৩৩৯ অঃ ৭০-৭২ এবং ৩৪০ অঃ ২৭-২৮ শ্লোকে) কথিত আছে—'যিনি প্রদ্যুম্ন, তিনিই অনিরুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্মার জনক।' এই স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যিনি গর্ভোদশায়ী, তিনিই ক্ষীরোদশায়ী; উভয়েই অভিন্ন বলিয়া বস্তুতঃ প্রদ্যুম্নই হিরণ্যগর্ভ-পদ্মযোনির নিয়ামক অর্থাৎ অন্তর্যামী ও জনক। ভা ৩।১।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ ১০২-১০৩॥

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর ধাম-বর্ণন—

নারায়ণের নাভিনাল-মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য

ভা ১।২।২৩ শ্লোকের পুরুষই এই গর্ভোদশায়ী ॥ ১০৩-১০৫॥

ভা ৩।৮।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। লঘুভাগবতামৃতে পুরুষরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে (৭০ সংখ্যায়)—"সোঽস্য গর্ভোদশয্যস্য বিলাসো যশ্চতুর্ভুজঃ। শেতে প্রবিশ্য লোকান্তং বিষ্ণ্বাখ্যঃ ক্ষীর-বারিধৌ ॥ অয়ঞ্চ স্থাবরান্তানাং সুরাদীনাং শরীরিণাম্। অন্তর্যামিতাং প্রাপ্তো নানারূপ ইব স্থিতঃ ॥ 'তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থম্' ইতি বিষ্ণোর্নিগদ্যতে। রূপং সাত্বত-তন্ত্রে তদ-বিলাসোঽয়মেব সম্মতঃ ॥"

গর্ভোদশায়ীর বিলাস যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, তিনি লোক-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, 'বিষ্ণু' এই নামে অভিহিত হইয়া ক্ষীরাব্ধিতে শয়ন করিতেছেন। এই বিষ্ণুই দেবাদি-স্থাবর-পর্য্যন্ত প্রাণিবর্গের হৃদয়ে অন্তর্যামী হইয়া নানারূপের ন্যায় অবস্থিত আছেন। সাত্বত-তন্ত্রে 'তৃতীয়-পুরুষ সর্ব্বভূতস্থ' বলিয়া বিষ্ণুর যে রূপের উল্লেখ আছে, তাহা এই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর বিলাসমূর্ত্তি।

লঘুভাগবতামৃতে পুরুষবর্ণন-প্রসঙ্গে (১২ সংখ্যায়) শ্রীবলদেবটীকা—"বিষ্ণুস্তু সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ, কিন্তু সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মনমাত্রকৃৎ, অতঃ 'শ্রেয়াংসি তস্মাৎ' ইত্যুক্তম্। অতএব বামনপুরাণে—"ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশরূপাণি ত্রীণি বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ। ব্রহ্মণি ব্রহ্মরূপঃ স শিবরূপঃ শিবে স্থিতঃ। পৃথগেব স্থিতো দেবো বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দনঃ॥" বিষ্ণু সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতৃদেব হইলেও কখনই সত্ত্বগুণদ্বারা যুক্ত হন না, কিন্তু সঙ্কল্পমাত্রেই সেই সত্ত্বগুণের নিয়ামক মাত্র, এ জন্যই 'তাহা হইতেই জীবের মঙ্গল সাধিত হয়', কথিত হইয়াছে। অতএব বামনপুরাণে কথিত হইয়াছে যে এক বিষ্ণুরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ—ব্রহ্মায় তাঁহার ব্রহ্মরূপ, শিবে শিবরূপ, এবং বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দন এতদুভয় হইতে পৃথগ্-ভাবে অবস্থান করেন।

বিষ্ণুবর্ণনেও (২৯-৩০ সংখ্যায়)—"বিষ্ণুঃ সত্ত্বং তনো-তীতি শাস্ত্রে সত্ত্বতনুঃ স্মৃতঃ। অবতারগণশ্চাস্য ভবেৎ সত্ত্ব-

'শ্বেতদ্বীপ'

তাঁহা ক্ষীরোদধি-মধ্যে 'শ্বেতদ্বীপ' নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু,—তাঁর সেই নিজ ধাম ॥ ১১১ ॥

অনুভাষ্য

তনুস্তথা। বহিরঙ্গমধিষ্ঠানমিতি বা তস্য তৎ তনুঃ ॥ অস্য নির্গুণতা সম্যক্ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ্যতি। তথাহি (ভা ১০। ৮৮।৫)—'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।'

সত্ত্বগুণকে বিস্তার করেন বলিয়া শাস্ত্রে বিষ্ণুর নাম 'সত্ত্বতনু' হইয়াছে। সেইরূপ ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুর অবতার-গণকেও 'সত্ত্বতনু' বলিয়াছেন; অথবা, সেই সত্ত্বরূপ তনু তাঁহার বহিরঙ্গ অধিষ্ঠান বলিয়া, তাঁহাকে 'সত্ত্বতনু' বলা হইয়াছে। এই হেতু সর্ব্বশাস্ত্রেই বিষ্ণুকে নির্গুণ বলিয়া-ছেন। তথাহি শ্রীদশমে—"হরি নির্গুণ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, প্রকৃতির অতীত, ব্রহ্মাদিদেবতার জ্ঞানপ্রদ ও সর্ব্বসাক্ষী, তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণতা-প্রাপ্তি হয়।" ইতি। এই হেতু 'এই সত্ত্বতনু হইতে সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে'—ইহাই ভাগবতপদ্যে বলিয়াছেন ॥ ১০৪ ॥

অখিলানাং (জীবানাং) পরাত্মা (পরমাত্মা), পোষ্টা (পোষণকর্ত্তা), দুগ্ধাব্ধিশায়ী (তৃতীয়পুরুষাবতারঃ ক্ষীরোদ-শায়ী) বিষ্ণুঃ ভাতি, সোঽপি যস্যাংশাংশাংশঃ (যস্য নিত্যানন্দরামস্য অংশস্য অংশঃ কলা তদংশঃ বিকলা) ক্ষৌণী-ভর্ত্তা (জগৎপালকঃ) অনন্তঃ যৎ (যস্য) কলা, তং শ্রীনিত্যানন্দরামম্ অহং প্রপদ্যে ॥ ১০৯ ॥

সিদ্ধান্তশিরোমণিতে—"ভূমেরর্দ্ধং ক্ষারসিন্ধোরুদক্স্থং জম্বু-দ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ। অর্দ্ধেঽন্যস্মিন্ দ্বীপষট্কস্য যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ ॥ লবণজলধিরাদৌ দুগ্ধসিন্ধুশ্চ তস্মাদমৃতমমৃতরশ্মিঃ শ্রীশ্চ যস্মাদ্বভূব। মহিতচরণপদ্মঃ পদ্ম-জন্মাদিদেবৈর্বসতি সকলবাসো বাসুদেবশ্চ যত্র ॥ দধ্যো ঘৃতস্যেক্ষুরসস্য তস্মান্মদ্যস্য চ স্বাদুজলস্য চান্ত্যঃ। স্বাদূদকান্ত-র্বড়বানলোঽসৌ পাতাললোকাঃ পৃথিবীপুটানি ॥" অর্থাৎ ১। লবণ-সমুদ্র, ২। ক্ষীরসমুদ্র, ৩। দধি-সমুদ্র, ৪। ঘৃত-সমুদ্র, ৫। ইক্ষুরস-সমুদ্র, ৬। মদ্য-সমুদ্র, ৭। স্বাদুজলসমুদ্র। লবণ-সমুদ্রের দক্ষিণে ক্ষীরোদক, তথায় সর্ব্বাশ্রয় বাসুদেব ব্রহ্মাদিদেবদ্বারা চরণার্চ্চিত হইয়া বাস করেন।

ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী—

সকল জীবের তিঁহো হয়ে অন্তর্যামী।
জগৎ-পালক তিঁহো জগতের স্বামী ॥ ১১২ ॥

ক্ষীরোদশায়ীরই যুগ-মন্বন্তরাবতার—

যুগ মন্বন্তরে ধরি' নানা অবতার।
ধর্ম্ম স্থাপন করে, অধর্ম্ম সংহার ॥ ১১৩ ॥
দেবগণে না পায় যাঁহার দরশন।
ক্ষীরোদকতীরে যাই' করেন স্তবন ॥ ১১৪ ॥

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই জগৎপালক—

তবে অবতরি' করে জগৎ পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥ ১১৫ ॥

সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১১৬ ॥

তাঁহার 'শেষ' নামক মহাসর্পরূপ—

সেই বিষ্ণু 'শেষ'রূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী, শিরে, হেন নাহি জানি ॥ ১১৭ ॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি' মণিগণ করে ঝলমল ॥ ১১৮ ॥
পঞ্চাশৎকোটি-যোজন পৃথিবী-বিস্তার।
যাঁর একফণে রহে সর্ষপ-আকার ॥ ১১৯ ॥

কৃষ্ণভক্ত শেষরূপী বিষ্ণু—

সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ ১২০ ॥

অনুভাষ্য

লঘুভাগবতামৃতে শ্রীবিষ্ণুবর্ণন-প্রসঙ্গে ২৬-২৮ শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ—'বিষ্ণুপ্রকাশের ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতে যে সকল পুরীর উল্লেখ আছে, আমি সংক্ষেপে সেই সকল পুরীর নির্দ্দেশ করিব। যথা—"রুদ্রলোকের উপরিভাগে পঞ্চাশৎযোজনপরিমিত অপর 'বিষ্ণুলোক' নামে সর্ব্বলোকের অগম্য লোক আছে, তাহার উপরিভাগে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে লবণ-সমুদ্রের মধ্যভাগে জলমধ্যে অবস্থিত বলিয়া বুদ্বুদাকার স্বর্ণময় মহাবিষ্ণুলোক কথিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মা যাইয়া থাকেন,—ঐ লোকে জনার্দ্দন বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষপর্য্যঙ্কে বর্ষার চারি মাস নিদ্রা যাইয়া থাকেন। মেরুর পূর্ব্বদিকে ক্ষীরোদধির মধ্যে ক্ষীরাম্বুর মধ্যবর্ত্তিনী শুভ্রবর্ণা অন্য একটী পুরী আছে, তাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন। সেখানেও প্রভু বর্ষার চারি মাস নিদ্রাসুখ অনুভব করেন। তাহারই দক্ষিণদিকে ক্ষীরার্ণবের মধ্যে পঞ্চবিংশতিসহস্র-যোজন-পরিমিত 'শ্বেতদ্বীপ' নামে বিখ্যাত পরমসুন্দর একটী দ্বীপ আছে।'

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও বলিয়াছেন—"যাহা ক্ষীরাব্ধি-দ্বারা পরিবেষ্টিত, যাহার বিস্তার লক্ষযোজন, ক্ষীরসমুদ্রের কুন্দকুসুম, চন্দ্র ও কুমুদসদৃশ শুভ্র প্রবল তরঙ্গরাশিদ্বারা যাহার নির্ম্মল-শিলাতল পরিধৌত, তাদৃশ অতি বৃহৎ সুদৃশ্য কাঞ্চনময় দ্বীপের নাম 'শ্বেতদ্বীপ'।" ইতি। আরও বিষ্ণুপুরাণাদিতে এবং মোক্ষধর্ম্মেও—'ক্ষীরাব্ধির উত্তরতীরে শ্বেতদ্বীপ আছে', ইহাই বলিয়াছেন। উদকসমুদ্রের উত্তরতীরে যে শ্বেতদ্বীপ, ইহা পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন। ভা ১১।১৫।১৮ দ্রষ্টব্য ॥ ১১১ ॥

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পুরুষবর্ণনপ্রসঙ্গে ১০সংখ্যায়—"অথ যদ্ভ তৃতীয়ং স্যাদ্রূপং তচ্চাপ্যদৃশ্যত। 'কেচিৎ স্বদেহান্তঃ (ভা ২।২।৮) ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধ-পদ্যতঃ ॥" শ্রীবলদেবটীকা—'তথা চ ক্ষীরাব্ধিপতিরনিরুদ্ধস্তৃতীয়ঃ পুরুষঃ প্রাদেশমাত্র-তাদৃগ্বিগ্রহতয়া ব্যষ্টিজীবহৃদ্গতো ধ্যেয় ইতি' অর্থাৎ ক্ষীরশায়ী তৃতীয় পুরুষ প্রাদেশমাত্র-বিগ্রহযুক্ত হইয়া সর্ব্ব-জীবের অন্তর্যামিরূপে ধ্যেয়। বিষ্ণুবর্ণনে (২৫ সংখ্যায়)—"যো বিষ্ণু পঠ্যতে সোহসৌ ক্ষীরাম্বুধিশয়ো মতঃ। গর্ভোদশায়িনস্তস্য বিলাসত্বান্মুনীশ্বরৈঃ। নারায়ণো বিরাড়ন্তর্যামী চায়ং নিগদ্যতে ॥" অর্থাৎ যাঁহাকে 'বিষ্ণু' বলিয়া পাঠ করা হয়, তিনি ক্ষীরোদশায়ী, গর্ভোদশায়ীর বিলাস বলিয়া মুনিগণ বিষ্ণুকে 'নারায়ণ' এবং বিরাটের অন্তর্যামীও বলিয়া থাকেন ॥ ১১২ ॥

শ্রীজীবপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (৮৬ সংখ্যায়)—"বাসুদেব-কলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥' শ্রীবসুদেবনন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমোহংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ। স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে ইতি। অতএব

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন-রত এবং চতুঃসনের উপদেষ্টা—

সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গা'ন, অন্ত নাহি পা'ন ॥ ১২১ ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১২২ ॥

দশদেহে কৃষ্ণসেবা—

ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ॥ ১২৩ ॥

শেষ-সংজ্ঞার কারণ—

এত মূর্ত্তি-ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥ ১২৪ ॥
সেই ত' অনন্ত, যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ॥১২৫॥

সমুদয় বিষ্ণ্বতারই কৃষ্ণের অংশ হওয়ায় তত্ত্বতঃ কৃষ্ণের সহিত অভেদহেতু কৃষ্ণকে 'বিষ্ণু'নামে অভিধান দোষাবহ নহে—

এসব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দতত্ত্বসীমা।
তাঁহাকে 'অনন্ত' কহি, কি তাঁর মহিমা ॥ ১২৬ ॥

অনুভাষ্য

অনন্তঃ কালদেশপরিচ্ছেদরহিতঃ। য এব শেষাখ্যঃ সহস্রবদনোঽপি ভবতি। একাংশেন শেষাখ্যেন। স্কান্দে অযোধ্যা-মাহাত্ম্যে—"ততঃ শেষাত্মতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্যসঙ্গরম্। উবাচ মধুরং শক্রঃ সর্ব্বস্য চ স পশ্যতঃ। বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি স্বং সনাতনম্। ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোঽপি বিলসৎফণঃ॥" ইত্যুক্ত্বা সুর-রাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুরসঙ্গতঃ। শেষং প্রস্থাপ্য পাতালে ভূভারধরণ-ক্ষমম্॥ অতঃ শেষাখ্যং ধাম মামকমিত্যত্রাপি শিষ্যতে শেষ-সংজ্ঞ ইতিবৎ অব্যভিচার্য্যাংশ এবোচ্যতে। শেষস্যাখ্যা খ্যাতির্যস্মাদিতি বা॥"

ভগবানের কলা (অংশের অংশ) শ্রীঅনন্তদেব সহস্রবদন ও স্বরাট্। তিনি শ্রীহরির প্রিয় কার্য্য করিবার ইচ্ছায় সর্ব্বদা সম্মুখে থাকেন। বসুদেব-নন্দন বাসুদেবের প্রথম অংশ—সঙ্কর্ষণ। তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন বলিয়া স্বরাট্, অতএব তিনি অনন্ত অর্থাৎ কালদেশসীমা-রহিত। যিনি সহস্রবদন 'শেষ'রূপেও বর্ত্তমান। একাংশে অর্থাৎ শেষ-নামক অবতাররূপে। স্কন্দপুরাণে অযোধ্যামাহাত্ম্যে—"সকলের সমক্ষেও দেবরাজ ইন্দ্র শেষ-রূপধারী সত্যপ্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—'আপনি নিজ সনাতন বিষ্ণু-ধামে গমন করুন—আপনার ফণা-শোভিত শেষ-মূর্ত্তিও আসিয়াছেন।' এই বলিয়া দেবরাজ ভূভারধারণে সমর্থ 'শেষ'রূপী লক্ষ্মণকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সুরসদনে গমন করিলেন॥" (অর্থাৎ সঙ্কর্ষণব্যূহ লক্ষ্মণ শ্রীরামের সহিত অবতীর্ণ হইলে, পাতালস্থিত ভূধারী শেষ তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হন, পরে অপ্রকটকাল উপস্থিত হইলে 'শেষ' লক্ষ্মণ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বীয় ধাম পাতালে এবং লক্ষ্মণ বিষ্ণু-ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন)। এই কারণে, 'শেষ-নামক আমার ধাম' এইবাক্যেও যাহা দ্বারা শেষ (সীমা) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহা সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট থাকে, তাহা 'শেষ' নামে অভিহিত—মূলবস্তুর সহিত তদবশেষ যেমন অভিন্ন, তদ্রূপ বাসুদেবের সহিতও শেষের অভেদাংশত্ব কথিত হইতেছে, অথবা যাহা হইতে তাঁহার শেষ-নামক খ্যাতি, তিনি 'শেষ'।

লঘুভাগবতামৃতে রুদ্রতত্ত্ববর্ণনপ্রসঙ্গে (১৯ সংখ্যায়) শ্রীবলদেব-টীকা—"শেষবদিতি শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধার-শক্তিঃ শেষ ঈশ্বরকোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ" অর্থাৎ শার্ঙ্গ-ধনুর্দ্ধারী বিষ্ণুর শয্যা আধার-শক্তি 'শেষ'—ঈশ্বরকোটী এবং ভূধারী 'শেষ'—শক্ত্যাবিষ্ট জীবকোটীর অন্তর্গত। পুনরায় শ্রীরাম-তত্ত্ব-বর্ণনপ্রসঙ্গে (২৮ সংখ্যায়)—"সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয় যো ব্যূহো রামঃ স এব হি। পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সংভূয় ব্যক্তিমীয়িবান্। শেষো দ্বিধা—মহীধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ। তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণো মতঃ। শয্যারূপস্তথা তস্য সখ্য-দাস্যাভিমানবান্॥" অর্থাৎ যিনি দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ, তিনি ভূধারী 'শেষে'র সহিত মিলিত হইয়া রাম-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভূধারী ও ভগবানের শয্যারূপ-ভেদে 'শেষ' দ্বিবিধ। ভূধারী 'শেষ' সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার, এ জন্য তাঁহাকেও 'সঙ্কর্ষণ' বলিয়া থাকে। যিনি শয্যা-রূপ, তিনি আপনাকে দাস এবং সখা বলিয়া অভিমান করেন ॥ ১২০ ॥

অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি'।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ১২৭ ॥
অবতার-অবতারী—অভেদ, যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে॥১২৮

বিভিন্ন অবতার-রূপে অবতারীর অভিধান—

কেহো বলে, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১২৯ ॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥ ১৩০ ॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥ ১৩১ ॥
যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥ ১৩২ ॥

নিত্যানন্দদ্বারা গৌরসুন্দরের সকল অবতারপ্রাকট্য—

অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
সর্ব্ব-অবতার-লীলা করি' সবারে দেখাই ॥১৩৩॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ।
সেইভাবে কহি মুঞি চৈতন্যের দাস ॥ ১৩৪ ॥

বিভিন্নরূপে, বিভিন্নভাবে, নিত্যানন্দ-রামের গৌরকৃষ্ণসেবা—

কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা।
পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥ ১৩৫ ॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ সম্বাহন ॥ ১৩৬ ॥

নিত্যানন্দরামের আপনাকে সর্ব্বদা গৌরকৃষ্ণদাস-জ্ঞান—

আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥ ১৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অবতার ও অবতারীর ভেদ যে জানে না, সে যেরূপ পূর্ব্বে কৃষ্ণকে 'বামন' ইত্যাদির তুল্য করিয়া মানিয়াছে, সেইরূপ অভেদকারী ব্যক্তি নিত্যানন্দকেও 'অনন্ত' ইত্যাদি বলিয়া থাকেন ; বস্তুতঃ, ভক্তেরা যখন এরূপ বলিয়াছেন, তখন তাহা মিথ্যা নয়,—সর্ব্বোচ্চ-তত্ত্বে সকলই সম্ভব ॥১২৮॥

অনুভাষ্য

ভা ১০।৩।২৫—"ভবানেকঃ শিষ্যতে 'শেষ'-সংজ্ঞঃ" ॥১২৪॥

লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরূপপ্রভু প্রথমে 'কৃষ্ণ ক্ষীরশায়ীর অবতার', 'কৃষ্ণ পরব্যোমপতি নারায়ণের প্রথমব্যূহ বাসুদেবের অবতার', 'কৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস' ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক (১৩৬, ১৩৭ ও ১৩৯ সংখ্যায়) ভাগবতের ৩।২।১৫ শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—"স্বীয় শান্তরূপ অর্থাৎ বসুদেবাদি ভক্তগণ বিকৃতরূপ অর্থাৎ ভীষণ-দর্শন কংসাদি-দৈত্যকর্ত্তৃক পীড্যমান হইলে অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ অরণি হইতে যেমন অগ্নি প্রকটিত হয়, তদ্রূপ চিদচিদীশ্বর পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও বৈকুণ্ঠনাথাদি-বিলাসের সহিত যুক্ত বা মিলিত হইয়া কৃষ্ণলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন।" শ্রীকৃষ্ণব্যূহ, স্বীয় বিলাস—পরব্যোমনাথব্যূহের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া প্রপঞ্চে আগমনপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ অবতার 'পুরুষাদি', শ্রীরাম,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অতএব সর্ব্বোচ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বরাহ-নৃসিংহাদি-অবতার-লীলা করিয়া দেখাইয়াছেন ॥ ১৩৩ ॥

অনুভাষ্য

নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নরনারায়ণ, হয়গ্রীব এবং অজিতাদির সহিত সর্ব্বদা যোগপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। শ্রীবৃন্দাবনেও শ্রীকৃষ্ণে সেই সেই অবতারাদির লীলা দেখা যায়। অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন—"যিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহু, যিনি শ্বেতদ্বীপ-পতি, যিনি নরের সখা নারায়ণ, তিনিই পুরুষোত্তম নন্দনন্দন। যেমন মহাগ্নি হইতে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাতেই বিলীন হয়, তদ্রূপ এই কৃষ্ণের অন্যান্য অসংখ্য মনোহর অবতার পুনরায় তাঁহাতেই ঐক্য প্রাপ্ত হন।" অতএব পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে কেহ নরসখা নারায়ণ, কেহ উপেন্দ্র অর্থাৎ বামন, কেহ ক্ষীরোদশায়ী, কেহ সহস্রশীর্ষা গর্ভোদশায়ী, কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে অবস্থিত মূলসংকর্ষণ হইতে আবিষ্কৃত (অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে প্রকটিত) বদরীনাথাদিরূপ তত্তল্লীলামাত্র-দর্শনে সেই সেই মুনিগণ সেই সেই লীলাভেদ-যুক্ত বিষ্ণুচরিতের অনুগামী হইয়া সেই সেই বিষ্ণুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অভিহিত করিয়াছেন, অতএব মূল-অবতারীকে 'অবতার' নামে অভিহিত করিলেও তত্ত্বতঃ কোন দোষ

রামকৃষ্ণের ক্রীড়া—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ১১অ, ২১ শ্লোক)

বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ১৩৮

কৃষ্ণকর্তৃক রামের পাদসম্বাহনাদি-সেবা—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ১৫অ, ১৩ শ্লোক)

ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণের যোগমায়া-দর্শনে বলদেবের বিস্ময়—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ১৩অ, ৩৪ শ্লোক)

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কখনও প্রাকৃতব্যক্তির ন্যায় বৃষরূপ হইয়া শব্দ করিতে করিতে দুই ভাই যুদ্ধ করেন; কখনও হংস-ময়ূরাদির অনুকরণ করতঃ তাহাদের শব্দ করেন ॥ ১৩৮ ॥

কখনও বা ক্রীড়াপরিশ্রমে রাখালদিগের ক্রোড়ে মাথা দিয়া, কৃষ্ণ স্বয়ং শয়ন করেন এবং বলদেবকে শয়ন করাইয়া তাঁহার পদ সম্বাহন করেন ॥ ১৩৯ ॥

এই মায়া কি ? দৈবী, মানুষী, কি আসুরী ? আমাকে বিমোহিত করিতে আমার প্রভু কৃষ্ণের মায়া ব্যতীত আর কোন প্রকার মায়াই সমর্থ হয় না ॥ ১৪০ ॥

অনুভাষ্য

হয় না। আদি, ২য় পঃ ১১০-১১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥১২৬-১৩২॥

কৃষ্ণের ও রামের বাল্যক্রীড়া-বর্ণনে এই শ্লোকদ্বয় কথিত হইয়াছে—

বৃষায়মাণৌ (বৃষবদাচরন্তৌ) নর্দন্তৌ (তদনুকারিশব্দান্ কুর্ব্বন্তৌ) কৃষ্ণবলদেবৌ পরস্পরং যুযুধাতে। রুতৈঃ (আনুকরণিকশব্দৈঃ) জন্তূন্ অনুকৃত্য প্রাকৃতৌ বালকৌ যথা, তথা চেরতুঃ ॥ ১৩৮ ॥

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং (ক্রীড়য়া পরিশ্রান্তং) গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং (গোপোৎসঙ্গঃ উপবর্হণম্ উপাধানং যস্য তম্) আর্য্যম্ (অগ্রজং বলদেবং) পাদসম্বাহনাদিভিঃ (পাদসেবনাদিভিঃ) স্বয়ং (কৃষ্ণঃ) বিশ্রাময়তি (বিগতশ্রমং করোতি) ॥১৩৯

কৃষ্ণপাদপদ্মে ষড়ৈশ্বর্য্য নিত্য বিদ্যমান—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৬৮অ, ৩৭ শ্লোক)

যস্যাংঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোক-পালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥ ১৪১ ॥

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥ ১৪২ ॥

গৌরসুন্দরই পরমেশ্বর, তৎসঙ্গিগণ তাঁহার দাস—

এই মত চৈতন্যগোসাঞি একলা ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর ॥ ১৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

লোকপালসকল সমস্ততীর্থগণের তীর্থস্বরূপ যাঁহার পদরজ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি বলদেব ও লক্ষ্মী, আমরা কেহ অংশ, কেহ অংশাংশরূপে যাঁহার পদরজ চিরকাল ধারণ করি, তাঁহার নিকট সামান্য রাজসিংহাসনের কি মাহাত্ম্য ? ১৪১ ॥

অনুভাষ্য

ব্রহ্মা গোবৎস অপহরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় এক প্রস্থ গোবৎসাদি সৃষ্টি করিয়া যথারীতি লীলা করিতেছিলেন। বলদেব একদিন গাভীগণের চেষ্টা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

ইয়ং মায়া কা ? কুতঃ বা আয়াতা ? কিং দৈবী (দেবসম্বন্ধিনী), নারী (নরসম্বন্ধিনী) ? বা (উত) আসুরী (অসুরসম্বন্ধিনী) ?—প্রায়ঃ মায়া মে (মম) ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ ভগবতঃ এব) অস্তু, অন্যা (মায়া) ন, (যতঃ) ইয়ং মে (মম) অপি বিমোহিনী ॥ ১৪০ ॥

কৌরবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়া বলদেবকে তাঁহাদের পক্ষভুক্ত করিবার প্রয়াস দেখিলে বলদেব রুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন।

যস্য (কৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ (পাদপদ্মরেণুঃ) অখিললোকপালৈঃ (নিখিলাধীশ্বরৈঃ) মৌল্যুত্তমৈঃ (শিরোভূষণযুক্তৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ) ধৃতং (ধারণয়া মনসি কৃতম্) উপাসিত-

গুরুবর্গ,—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীবাসাদি, আর যত—লঘু, সম, আর্য্য ॥ ১৪৪ ॥
সবে পারিষদ, সবে লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজ-কার্য্য সাধে গৌর-রায় ॥ ১৪৫ ॥

গৌরের দুই অঙ্গ—নিতাই ও অদ্বৈত—

অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ,—দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১৪৬ ॥

মহাবিষ্ণুর অবতার হইয়াও অদ্বৈতপ্রভুর আপনাকে গৌরদাস-জ্ঞান—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু, গুরু করি' মানে, তিঁহো ত' কিঙ্কর ॥১৪৭॥

আচার্য্যের জীবে দয়ার পরিচয়—

আচার্য্য-গোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারিয়া যেঁহো তারিল ভুবন ॥১৪৮ ॥

কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ-রূপে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের সেবা-ফলে কৃষ্ণাবতারে বলরামের জ্যেষ্ঠত্ব ও কৃষ্ণের কনিষ্ঠত্ব—

নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইয়া লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥ ১৪৯ ॥
রামের চরিত্র সব,—দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥ ১৫০ ॥
নিষেধ করিতে নারে, যাতে ছোট ভাই।
মৌন ধরি' রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই'॥১৫১॥
কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥ ১৫২ ॥

রাম-লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ ॥১৫৩॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশী-রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥১৫৪॥

কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, অন্য সব অবতার তাঁহার অংশ বা কলা—

(ব্রহ্মসংহিতায় ৫অ, ৪৫ শ্লোক)

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫৫ ॥

নিত্যানন্দদ্বারাই নামপ্রেম-প্রচাররূপ গৌরবাঞ্ছা-পূরণ—

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ ১৫৬ ॥

অনুভাষ্য

তীর্থতীর্থং (উপাসিতানি তীর্থানি যৈঃ যোগিভিঃ, তেষাম্ অপি তীর্থং) যস্য কলায়াঃ কলাঃ (বিকলাঃ) ব্রহ্মা, ভবঃ, শিবঃ, অহং (বলদেবঃ), শ্রীঃ (লক্ষ্মী চ) অপি চিরং (চিরকালং) ব্যাপ্য উদ্বহেম (শিরসি উদ্বোঢ়ুং প্রার্থয়াম), অস্য (ভগবতঃ কৃষ্ণস্য) নৃপাসনং ক্ব (কুত্র) ? ১৪১ ॥

আদি, ৩য় পঃ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৪৬ ॥

শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য্যকে গুরুবর্গের অন্যতম ভাবিয়া সম্মান করিলেও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আপনাকে শ্রীচৈতন্যের দাস মনে করিতেন। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর পিতার সম-সাময়িক ও বন্ধু। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য—শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু। শ্রীঈশ্বরপুরীকে দীক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করায়, অদ্বৈত-প্রভু মহাপ্রভুর গুরুর সতীর্থ ও গৌরবের পাত্র ॥ ১৪৭ ॥

দশনামী দণ্ডিদলে ব্রহ্মচারীর উপাধি—'স্বরূপ', 'আনন্দ', 'প্রকাশ' ও 'চৈতন্য'—এই চারি প্রকার। নিত্যানন্দ প্রভু

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কলাবিভাগে রামাদিমূর্ত্তিতে ভগবান্ জগতে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু যে পরমপুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৫৫ ॥

অনুভাষ্য

তীর্থ-ভ্রমণকালে যে সন্ন্যাসীর নিকট ছিলেন, তাঁহার 'তীর্থ' বা 'আশ্রম' উপাধি থাকায় তাঁহার ব্রহ্মচারি-নাম 'নিত্যানন্দ-স্বরূপ' হইয়াছিল ॥ ১৪৯ ॥

লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরাঘবেন্দ্র-তত্ত্ববর্ণনপ্রসঙ্গে ২০ সংখ্যার মর্ম্মানুবাদ—'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার এবং পদ্মপুরাণে রামচন্দ্রকে নারায়ণ এবং লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে 'শেষ', 'চক্র', ও 'শঙ্খ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৫৩ ॥

নিত্যানন্দের মহিমা অসীম—

নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত, অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র,—সে কৃপা তাঁহার ॥১৫৭॥

স্ব-বৃত্তান্ত দ্বারা নিত্যানন্দ-কৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন—

আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা ॥১৫৮॥
বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥ ১৫৯ ॥
উল্লাস-উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু, মোর ক্ষম অপরাধ ॥ ১৬০ ॥

সেবক-মাহাত্ম্য-বর্ণন ; মীনকেতন রামদাস—

অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তাঁর নাম ॥ ১৬১ ॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র-সংকীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা, তিঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥ ১৬২ ॥

মহাভাগবত বা পরমহংসাবস্থা—

মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥ ১৬৩ ॥
নমস্কার করিতে, কা'র উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কা'রে বংশী মারে, কাহাকে চাপড়ে ॥১৬৪
যে নয়ন দেখিতে অশ্রু হয় মনে যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৬৫ ॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর, আর অঙ্গে কম্প ॥১৬৬॥
নিত্যানন্দ বলি' যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি' লোকের হয় মহা-চমৎকার ॥১৬৭॥

অশ্রদ্ধাহেতু বৈষ্ণবচরণে প্রাকৃত কনিষ্ঠ ভক্তের অপরাধ—

গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তিঁহো করে সেবা-কার্য্য ॥১৬৮॥
অঙ্গনে বসিয়া তিঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি' ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস ॥ ১৬৯ ॥
এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ।
বলদেব দেখি' যে না কৈল প্রত্যুদ্গম ॥ ১৭০ ॥

অপমানিত হইয়াও বৈষ্ণব অদোষদর্শী—

এত বলি নাচে গায়, করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র, না করিল রোষ ॥১৭১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উল্লাস-উপরি—অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়া আমি তোমার প্রসন্নতার আখ্যান লিখিতেছি ॥ ১৬০ ॥

অবধূত-গোসাঞি—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। প্রেমধাম—প্রেমের আধার ॥ ১৬১ ॥

অনুভাষ্য

লঘুভাগবতামৃতে লীলাবতার-নিরূপণ-প্রসঙ্গে ৭৯ সংখ্যার অনুবাদ—'স্কন্দপুরাণে রামগীতায় বলিয়াছেন যে,শ্রীরামের—লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন—এই ব্যূহত্রয়' ॥ ১৫৪ ॥

যঃ পরমঃ পুমান্ কৃষ্ণঃ কলানিয়মেন (অংশাংশভাবাদিনা) রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ (তত্তন্নৈমিত্তিকাবতারমূর্ত্তীঃ প্রকটয়ন্) নানাবতারম্ অকরোৎ, কিন্তু স্বয়ং সমভবৎ, তং গোবিন্দম্ আদিপুরুষম্ অহং ভজামি ॥ ১৫৫ ॥

'অবধূত' শব্দে ভা ৩।১।১৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ 'অসংস্কৃত-দেহ' লিখিয়াছেন। অবধূত-শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্যও মহাভাগবত পরমহংস এবং বর্ণাশ্রমাতীত নিত্যসিদ্ধ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাহার নয়ন দেখিলে মন হইতে নিজনয়নে অশ্রু আইসে, সেই মীনকেতন রামদাসের নেত্রে অবিশ্রান্ত অশ্রুধার বহিতে থাকে ॥ ১৬৫ ॥

কদম্ব—সমূহ। জাড্য—স্তম্ভ ॥ ১৬৬ ॥

শ্রীমূর্ত্তিসেবক গুণার্ণবমিশ্র অঙ্গনে বসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের দাসকে সম্ভাষণ না করায় মীনকেতন রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, 'এই মিশ্র—দ্বিতীয় রোমহর্ষণ সূত'। তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে বলদেবকে দেখিয়া রোমহর্ষণ সূত ব্যাস-গাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্ভাষণ করেন নাই, গুণার্ণব মিশ্রও সেইরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন ॥ ১৭০॥

অনুভাষ্য

ছিলেন, সুতরাং তাঁহার দেহে বর্ণাশ্রমের কোন লিঙ্গ ছিল না বলিয়া তিনি অসংস্কৃত-দেহে ব্রজভাবে মত্ত থাকিতেন।

মীনকেতন রামদাস—আদি, ১১শ পঃ ৫৩ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ১৬১ ॥

উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা-সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ ॥১৭২॥

কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার গৌরনিষ্ঠা, অথচ নিত্যানন্দে ও বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা—

চৈতন্যপ্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস 'আভাস' ॥১৭৩॥

ভ্রাতার প্রতি কবিরাজগোস্বামীর ভৎর্সনা—

ইহা জানি' রামদাসের দুঃখ হইল মনে।
তবে ত' ভ্রাতারে আমি করিনু ভৎর্সনে ॥১৭৪

অখণ্ডতত্ত্বকে খণ্ডবস্তুজ্ঞানে অশ্রদ্ধা—পাষণ্ডতা-মাত্র—

দুই ভাই একতনু—সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥১৭৫॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়" তোমার প্রমাণ ॥ ১৭৬ ॥

গৌর ব্যতীত নিতাই, নিতাই ব্যতীত গৌরে বিশ্বাসও ভক্তিবিরোধ-মাত্র—

কিম্বা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি' আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড ॥১৭৭॥

ভক্তের অপমানহেতু গৌরনিষ্ঠ ভ্রাতার সর্ব্বনাশ ও অধঃপতন—

ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি' চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥১৭৮॥
এই ত' কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥ ১৭৯ ॥

নিত্যানন্দের দয়ার পরিচয়—

ভাইকে ভৎর্সিনু মুঞি, লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥ ১৮০ ॥

স্বপ্নে নিত্যানন্দ-দর্শন—

নৈহাটি-নিকটে 'ঝামটপুর' নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম ॥১৮১॥

নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ পাদপদ্ম-লাভ—

দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥ ১৮২ ॥
'উঠ', 'উঠ' বলি' মোরে বলে বার বার।
উঠি' তাঁর রূপ দেখি' হৈনু চমৎকার ॥১৮৩॥

নিত্যানন্দের রূপ-বর্ণন—

শ্যাম-চিক্কণ কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প, যৈছে মহামল্ল-বীর ॥ ১৮৪ ॥
সুবলিত হস্ত, পদ, কমল-লোচন।
পট্টবস্ত্র শিরে, পট্টবস্ত্র পরিধান ॥ ১৮৫ ॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ-বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥১৮৬॥
চন্দন লেপিত অঙ্গে তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি' মদ-মন্থর পয়ান ॥ ১৮৭ ॥
কোটিচন্দ্র-জিনি' মুখ উজ্জ্বল-বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্তে তাম্বূল-চর্ব্বণ ॥ ১৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উক্ত ব্যবহার দেখিয়া আমার ভ্রাতা মীনকেতনের সহিত কিছু বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। আমার ভ্রাতার শ্রীচৈতন্যপ্রভুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি সেরূপ বিশ্বাস ছিল না ॥ ১৭২-১৭৩ ॥

"অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়"—"অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়" অর্থাৎ কুক্কুটের অর্দ্ধাংশ বৃদ্ধ, অর্দ্ধাংশ যুবা, একথা প্রমাণে নিতান্ত অগ্রাহ্য। সেইরূপ "অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়" অবলম্বনপূর্ব্বক এক অখণ্ড-ঈশ্বর চৈতন্য-নিত্যানন্দের মধ্যে একটীকে মানিতেছ ও একটীকে মানিতেছ না, ইহাই তোমার পাষণ্ডতা ও ভণ্ডতা ॥১৭৫-১৭৭

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কাটোয়ার দুইক্রোশ উত্তরে নৈহাটীগ্রামের নিকটে 'ঝামটপুর' গ্রামে কবিরাজগোস্বামীর বাস ছিল। সেই স্থানে এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভু-বিগ্রহ আছেন ॥ ১৮১ ॥

অনুভাষ্য

অহোরাত্র—অষ্টপ্রহর। তৎকালে কীর্ত্তনোৎসবে শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে পরস্পরকে নিমন্ত্রণপত্রী দিবার রীতি ছিল।

ভা ১০।৭৮।২২-২৮ শ্লোকে নৈমিষারণ্যে বলদেব কর্ত্তৃক ব্যাস-শিষ্য রোমহর্ষণের বধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে ॥ ১৭০ ॥

তাঁর—মীনকেতন রামদাসের ॥ ১৭২ ॥

বিশ্বাস 'আভাস'—অতি সামান্য বিশ্বাস ॥ ১৭৩ ॥

প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে-বামে দোলে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥১৮৯॥
রাঙ্গা-যষ্টি-হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারি পাশে বেড়ি' আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥১৯০॥
পারিষদগণে দেখি' সব গোপ-বেশে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম আবেশে ॥১৯১॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল, চামর ঢুলায় ॥১৯২॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে আনন্দে মগ্ন—

নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ, গুণ, লীলা—অলৌকিক সব ॥১৯৩॥
আনন্দে বিহ্বল আমি, কিছু নাহি জানি।
তবে হাসি' প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥১৯৪॥

বৃন্দাবন-গমনে নিত্যানন্দের আদেশ—

আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥১৯৫॥

নিতাইর অন্তর্দ্ধান—

এত বলি' প্রেরিলা মোরে হাতসান দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ১৯৬ ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভুমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈল, দেখি, হঞাছে প্রভাতে ॥১৯৭॥
কি দেখিনু, কি শুনিনু, করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥১৯৮॥

কবিরাজগোস্বামীর বৃন্দাবনে গমন—

সেই ক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥ ১৯৯ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-স্তব—

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম ॥২০০॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥ ২০১ ॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥ ২০২ ॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥ ২০৩॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ ২০৪ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ ২০৫ ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয় ॥ ২০৬ ॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে ॥ ২০৭ ॥

নিজের প্রতি নিত্যানন্দের কৃপা-বর্ণন—

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার ॥ ২০৮ ॥
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার ॥ ২০৯ ॥
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ ॥ ২১০ ॥

নিত্যানন্দকৃপায় শ্রীমদনমোহন-সেবা-প্রাপ্তি—

শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ-দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এসব কথন ॥ ২১১ ॥

শ্রীরাধাসঙ্গী শ্রীমদনগোপাল—

বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হাতসান—হস্তস্পর্শ ॥ ১৯৬ ॥

ভক্তিরসপ্রান্ত—ভক্তিরসের নৈকট্য মাত্র ॥ ২০৩ ॥

অনুভাষ্য

'ঝামটপুর' যাইতে হইলে কাটোয়া-লাইনে ছোট রেলে 'সালার' ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয় ॥ ১৮১ ॥

পয়ান—প্রয়াণ, গমন ॥ ১৮৭ ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাভিলাসীর নিকট শ্রীস্বরূপরূপ-

শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাস-বিলাস।
মন্মথ-মন্মথরূপে যাঁহার প্রকাশ ॥ ২১৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৩২ অ, ২ শ্লোক)

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২১৪ ॥

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা-ললিতা করেন সেবন ॥২১৫॥
নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি' দিল ॥ ২১৬ ॥

নিত্যানন্দ-কৃপায় শ্রীগোবিন্দ-সেবা-লাভ—

মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য-কথন ॥ ২১৭ ॥

কল্পবৃক্ষতলে সখীসেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দ—

বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্নমণ্ডপ, তাহে রত্নসিংহাসনে ॥ ২১৮ ॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি' করেন জগৎ মোহন ॥ ২১৯ ॥
বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥ ২২০ ॥

ব্রহ্মার উপাস্য ও অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের অভিধেয়-দেবতা—

যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ২২১ ॥
চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে যাঁর লীলাগুণ গান ॥ ২২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীরাসলীলায় গোপীদিগের বিচ্ছেদ-বিলাপের পর সহসা পীতাম্বর, বনমালী, হাস্যবদন, সাক্ষাৎ মদনমোহন তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন ॥ ২১৪ ॥

অনুভাষ্য

সনাতন-রঘুনাথ গোস্বামি-প্রভুগণের আশ্রয় ও প্রসাদ-লাভই জীবনের একমাত্র কাম্য ও বাঞ্ছনীয়; উহা যে নিত্যানন্দ-কৃপাবলেই লভ্য হয়, তাহা এই দুইটী পয়ারে দেখাইয়াছেন। শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে আদি, ৪র্থ পঃ ১৬০-১৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২০১-২০২ ॥

শ্রীসনাতনগোস্বামি-প্রভু—ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য। এই গ্রন্থের অন্ত্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিলেন, 'ভক্তিসিদ্ধান্ত, আচার-নির্ণয়। তোমাদ্বারা (মহাপ্রভু) করাইবেন, বুঝিল আশয়॥" ঐ পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে। ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥ সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম-টিপ্পনী। কৃষ্ণলীলা, রসপ্রেম, যাহা হৈতে জানি॥ হরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব-আচার। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার॥" শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি" স্তবে শ্রীসনাতনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়দ্ মামনভীপ্সুমন্ধম্। কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥" শ্রীকবিরাজ গোস্বামী (অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ২৩৬ সংখ্যায়) প্রথমে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "এই তিন গুরু আর রঘুনাথদাস। ইঁহা সবার চরণ বন্দোঁ যাঁর মুঞি দাস॥" শ্রীরঘুনাথদাস ও শ্রীসনাতন প্রভুকে ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য বলিয়া জানিয়াছেন।

শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু—ভক্তিরসাচার্য্য। (অন্ত্যলীলায়, ৪র্থ পঃ, ২২৪ সংখ্যা)—"রূপগোসাঞি কৈল রসামৃতসিন্ধু সার। কৃষ্ণভক্তিরসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার॥ উজ্জ্বলনীলমণি-নাম গ্রন্থ আর। রাধাকৃষ্ণ-লীলারস তাঁহা পাইয়ে পার॥" ২০৩ ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তৎকৃত 'প্রার্থনা'য়—"আর কবে নিতাই-চাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥ রূপরঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব শ্রীযুগল-পিরীতি॥" "হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥" ২০৪॥

রাসক্রীড়া-কালে কৃষ্ণের অন্তর্ধানহেতু শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষিণী গোপীগণ অধীরা হইয়া রোদন করিতে থাকিলে গোপবধূগণের সমক্ষে গোবিন্দদেব আবির্ভূত হইলেন।

তাসাং (দুঃখপরিখিন্নানাং গোপীনাং মধ্যে) স্ময়মানমুখাম্বুজঃ (স্ময়মানং মুখাম্বুজং যস্য সঃ) পীতাম্বরধরঃ (পীত-

যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপগোসাঞি করিয়াছেন সে-রূপ বর্ণন ॥২২৩॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ববিভাগে ৮৭ শ্লোক)

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥ ২২৪ ॥

অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃত শিলাকাষ্ঠধাতুবুদ্ধি মহাপরাধ—

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমা-হেন জ্ঞান ॥২২৫॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥২২৬॥
হেন যে গোবিন্দ প্রভু, পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণ-কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হে সখে, যদি বান্ধবের সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে, তবে কেশীঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিবক্রতাশালী, বামঅঞ্চলে নেত্রকটাক্ষবিশিষ্ট, অধরপঙ্কজ-কিশলয়ে বিরাজিত-বংশী ও ময়ূরপুচ্ছদ্বারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে অন্যত্র বিরাগ উপস্থিত হইবে ॥ ২২৪ ॥

অনুভাষ্য

বসনধারী) স্রগ্বী (মাল্যবান্) সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ (কামদেব-মোহনমূর্ত্তিঃ) শৌরিঃ (কৃষ্ণঃ) আবিরভূৎ ॥ ২১৪ ॥

পদ্মাসন ব্রহ্মা নিজলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের অধিবাসিগণ-সহ যে অভিধেয়বিগ্রহ গোবিন্দমূর্ত্তির ধ্যান করেন, চতুর্দ্দশ-ভুবনবাসীর ধ্যেয় অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রদ্বারা সেই গোবিন্দ অর্চ্চিত হন ॥ ২২১ ॥

আদি ৪র্থ পঃ ১৪৭ সংখ্যায়—"কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥"

শ্রীরূপপ্রভুর লঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণের মাধুর্য্যের উৎকর্ষ-বিষয়ে (৩৫১-৩৫২ সংখ্যায়) পদ্মপুরাণের উপাখ্যান-বর্ণন—"লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহাতে লোভযুক্তা হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কেন তপস্যা করিতেছ?' লক্ষ্মী কহিলেন,—'আমি গোপীরূপে বৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করি'। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—'তাহা বড়ই দুর্লভ'। লক্ষ্মী পুনরায় কহিলেন,—'প্রভো, আমি স্বর্ণ-রেখার ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থলে থাকিতে ইচ্ছা করি'। তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—'তাহাই হউক্'। লক্ষ্মীও হেমরেখা-রূপে কৃষ্ণ-বক্ষে রহিলেন। শ্রীভাগবতে (১০।১৬।৩৬)

অনুভাষ্য

নাগপত্নীগণ কহিতেছেন,—'লক্ষ্মী পরমা সুন্দরী হইয়াও তোমার পদ-ধূলির অভিলাষ করিয়া সকল কামনা পরিত্যাগ ও ব্রত ধারণপূর্ব্বক বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন ॥২২৩ ॥

হে সখে, যদি তব বন্ধুসঙ্গে (পুত্রকলত্রাদিবিষয়িনাং সঙ্গে) রঙ্গঃ (কৌতূহলম্) অস্তি (বিদ্যতে), তদা ইতঃ (অস্মিন্) কেশীতীর্থোপকণ্ঠে (যামুনতটস্থ-কেশীতীর্থে) স্মেরাং (স্মিতান্বিতাং) ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং (গ্রীবাকটিজানু-ভঙ্গিত্রয়েণ যুক্তাং) সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং (তির্য্যক্প্রশস্তাবলোকনাং) বংশীন্যস্তাধরকিশলয়াং (বংশ্যাং বেণৌ ন্যস্তং দত্তং অধর এব কিশলয়ঃ নবপল্লবঃ যয়া তাং) চন্দ্রকেণ (ময়ূরপিচ্ছেন) উজ্জ্বলাং (পরমশোভাময়ীং) গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুং (নন্দসূনুমূর্ত্তিং) মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ (অবলোকয় ইতি নিষেধব্যাজেন পরমসৌন্দর্য্যাধারবিগ্রহম্ অবশ্যমেব দ্রষ্টব্যমভিপ্রেতম্। তন্মাধুর্য্যে অনুভূয়মানে সর্ব্বমেব তুচ্ছং মংস্যসে তস্মাদেনামেব পশ্যেত্যভিপ্রায়ঃ) ॥ ২২৪ ।

ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৬ সংখ্যায়)—"পরমেপোসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি। ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যচিতম্।"

পরমোপাসকগণ শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়াই দর্শন করেন। ভগবানের সহিত ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির ভেদ-জ্ঞান হইলে ভক্তির বিচ্ছেদ হয় বলিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি করাই কর্ত্তব্য। ভক্তিবিচ্যুত হইলে জীব অভক্ত হইয়া অপরাধবিশিষ্ট হন।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ *** যস্য বা নারকী সঃ"—এই পাদ্মোক্ত শ্লোকের অভিপ্রায়মতে, শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ জড়-দ্রব্য-গঠিত বা প্রতীক—এই বুদ্ধিযুক্ত জীবের 'নারকী' সংজ্ঞা লাভ

নিত্যানন্দ-গৌরের আশ্রয়ে রাধাগোবিন্দ-ভজনই বৈষ্ণবতা—

বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম-মঙ্গল ॥ ২২৮ ॥
যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥২২৯॥

নিত্যানন্দ-কৃপাতেই বৈষ্ণবপাদপদ্ম-লাভ—

সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তাঁর পদছায়া।
অধমেরে দিল প্রভুনিত্যানন্দ-দয়া ॥ ২৩০ ॥
'তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়'—প্রভুর বচন।
সেই সূত্র, এই তার কৈল বিবরণ ॥ ২৩১ ॥

নিত্যানন্দ-কৃপায় সর্ব্বাভীষ্ট-পূরণ—

সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায় ॥ ২৩২ ॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২৩৩ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার।
'সহস্রবদনে' শেষ নাহি পায় যাঁর ॥ ২৩৪ ॥

অনুভাষ্য

হয়। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ শ্রীমূর্ত্তিকে প্রেমচক্ষে দর্শনে বঞ্চিত হইয়া প্রাকৃতদৃষ্টিবিশিষ্ট হওয়ায় বৈষ্ণব-বিচারে তাঁহারা 'অপরাধী মায়াবাদী' বলিয়া কথিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ" শ্লোকে "ভৌমে ইজ্যধীঃ" প্রভৃতি ভাববিশিষ্ট ব্যক্তির অনভিজ্ঞতাবশতঃ সেবাধিকার ঘটে না ॥ ২২৫-২২৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকল বৈষ্ণবই পরমমঙ্গলময়, কৃষ্ণনাম-পরায়ণ ও কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তির আশ্রিত। তাঁহাদের প্রাণধন—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ। রাধাকৃষ্ণের নিত্য-সেবা ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন কাল্পনিক ভক্তির কথা জানেন না। অধুনা প্রাচীন শুদ্ধভক্তগণের ভজন-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ নবীন পন্থাসমূহ উদ্ভাবন করিতেছেন। কেহ বলেন, 'শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ হউন্ বা না হউন্, তাঁহার গৌর-নামই আমাদের ভাল লাগে, রাধাকৃষ্ণ-নাম তাদৃশ রুচিপ্রদ নহে'। আমাদের 'নদীয়া-নাগরী'-ভাবে মধুর(সম্ভোগ)-রসে গৌরের উপাসনাই গৌরভক্তি! নাগরীভাবে গৌরের উপাসনা না করিলে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র অবতারের সার্থকতা কি?' এরূপ কুমত পূর্ব্বে উদ্ভাবিত না হইলেও কলিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে এরূপ উৎকট ভাবাবলি প্রসারিত হইতেছে দেখিয়া শুদ্ধভক্তমণ্ডলী দুঃখিত হইতেছেন; দুষ্পারা মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা আর একটু বড় বুদ্ধি করেন; অর্থাৎ 'রাধা ও কৃষ্ণ, উভয়ের মিলিত-তনু বলিয়া গৌরাঙ্গ একক-কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'। কেহ কেহ আবার প্রাকৃত স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক-সমাজের পদানত হইয়া গৌর, গৌর-ধাম, গৌরশক্তি ও গৌর-ভক্তির বিরোধী হইয়া প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানবলে রাধাকৃষ্ণ-ভজনের কল্পনা করেন। এই উভয় সম্প্রদায়ই ষড়্‌গোস্বামীর বিশুদ্ধমত-বিরোধী, সুতরাং ভগবদ্ভক্তিবিহীন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ নাস্তিক ও কলির দাস। ভবিষ্যৎকালে কল্পনাবলে হরিবিমুখ দাম্ভিকগণ আপনাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীগৌরবস্তুকে বিস্মৃত হইয়া রাধাকৃষ্ণে ভক্তি ছাড়িয়া দিবে এবং তাহাদের কুবাসনা-গর্ভজাত নিজ-কল্পিত গৌরকে দুর্ভাগ্য-জীবের বঞ্চনের জন্য বহুমানন করিবে—একথা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী অনুধাবন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতজনের একমাত্র আরাধ্যই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীচরণযুগল ॥ ২২৮-২২৯ ॥

বৃন্দাবনে বৈষ্ণবাদেশে শ্রীচরিতামৃত-লেখার মূল সূত্র—নিতাইর কৃপাদেশ। আদি, ৫ম পঃ ১৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥২৩১॥

মধ্য, ২১শ পঃ ১০ ও ১২ সংখ্যা এবং ভা ২।৭।৪১ এবং ১০।১৪।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ২৩৪ ॥

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আয়,—আসিয়া ॥ ২৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব-নিরূপণং নাম পঞ্চম-পরিচ্ছেদঃ।

—————:*:—————

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমদদ্বৈত-আচার্য্যপ্রভুর স্বরূপ ও মহিমা দুই শ্লোকের বিচার দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। মায়ার দুইটী বৃত্তি—নিমিত্ত ও উপাদান। প্রকৃতিতে লক্ষিত নিমিত্ত-কারণরূপ পুরুষাবতারের নাম 'মহাবিষ্ণু'। উপাদানরূপ প্রধানতত্ত্বে মহাবিষ্ণুর দ্বিতীয়স্বরূপই 'অদ্বৈত'। সেই অদ্বৈত জগৎ-সৃষ্ট্যাদির কার্য্যে কর্ত্তাবিশেষ এবং ভক্তভাব স্বীকার করতঃ জগতে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যে চৈতন্যের দাস, একথা বলিতে তাঁহার মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি পায়; যেহেতু অন্তর্ভূত দাস্যভাব ব্যতীত কোনরসেই কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করা যায় না (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

অদ্বৈতাচার্য্য-কৃপায় তৎস্বরূপনিরূপণে সামর্থ্য—

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
পঞ্চ শ্লোকে কহিল শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন, সেই অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য

যস্য (অদ্বৈতপ্রভোঃ) প্রসাদাৎ (অনুকম্পয়া) অজ্ঞঃ অপি তৎস্বরূপং (বস্তুতত্ত্বং) নিরূপয়েৎ (নিরূপয়িতুং শক্নুয়াৎ) তম্ অদ্ভুত-চেষ্টিতং (অদ্ভুতানি চেষ্টিতানি যস্য তং) শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যম্ (অহং) বন্দে ॥ ১ ॥

যঃ জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণুঃ (নিমিত্তকারণাশ্রয়ঃ) মায়য়া অদঃ বিশ্বং সৃজতি, তস্য অবতারঃ এব অয়ম্ ঈশ্বরঃ (উপাদান-কারণাশ্রয়ঃ অদ্বৈতাচার্য্যঃ) ॥ ২ ॥

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা—

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ৪ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥

শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব ও মহত্ত্ব—

অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যে মহাবিষ্ণু, মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা; ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত', ভক্তি-শিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে—সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৪-৫ ॥

অনুভাষ্য

হরিণা (বিষ্ণুতত্ত্বেন) (অদ্বৈতত্ত্বেন) অদ্বৈতাৎ (ভেদ-রহিতাৎ হেতোঃ) 'অদ্বৈতং', ভক্তিশংসনাৎ (ভজনোপ-দেষ্টৃত্বাৎ) 'আচার্য্যঃ' ভক্তাবতারম্ ঈশং তম্ অদ্বৈতা-চার্য্যম্ আশ্রয়ে (প্রপদ্যে) ॥ ৩ ॥

মহাবিষ্ণুর অবতার—

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ৭ ॥

কারণার্ণবশায়ীর অভিন্নাংশ—

যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥ ৮ ॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥ ৯ ॥
সে পুরুষের অংশ—অদ্বৈত, নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তাঁর, নাহিক বিচ্ছেদ ॥ ১০ ॥

জগদুপাদান-প্রধানের অধিষ্ঠাতৃদেবতা—

সহায় করেন তাঁর লইয়া 'প্রধান'।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণ ॥ ১১ ॥

মঙ্গলময় শ্রীঅদ্বৈত—

জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

একই মায়া উপাদান-অংশে 'প্রধান' ও নিমিত্তাংশে 'মায়া'। মহাবিষ্ণু মায়ার এই দুইবৃত্তিতে দুইরূপে বিরাজমান। মহাবিষ্ণু একস্বরূপে 'প্রকৃতিস্থ' হইয়া জগতের নিমিত্তকারক, তাহাই 'বিষ্ণু'রূপ; দ্বিতীয়স্বরূপে 'প্রধানস্থ' হইয়া রুদ্ররূপে 'অদ্বৈত'। অতএব পুরুষ হইতে অদ্বৈতের কিছুমাত্র ভেদ নাই—কেবল শরীরভেদ ॥ ১০ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—মহাবিষ্ণু। তিনি আচার্য্য। বিষ্ণুর আচরণ কর্ত্তৃসত্তায় মঙ্গলময়। তাঁহার মঙ্গলময়ী লীলা ও বস্তুত্বে মাঙ্গল্য দর্শন করিলে জীবের মঙ্গল হয়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের আকর। তাঁহার সেবোন্মুখ আচরণ জগতে সকলেরই মঙ্গল বিধান করে। জগজ্জঞ্জালগণ এই শুদ্ধ, নিত্য, পূর্ণ ও মুক্ত মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়াই আত্মবৃত্তি 'ভক্তি' হইতে বিচ্যুত হয়। ভোগ-বুদ্ধিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান, নির্ব্বিশিষ্ট-মুক্তিলাভ প্রভৃতি কোন অমঙ্গলের কথা চিন্ময়গুণে গুণী শ্রীঅদ্বৈতে স্থান পায় না। তাঁহাকে অদ্বয়-বিষ্ণুতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, ভক্তিহীন

অসংখ্য বৈভব লইয়া পুরুষের সৃষ্টি—

কোটি অংশ, কোটি শক্তি, কোটি অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥ ১৩ ॥

মায়ার দুইরূপ—

মায়া যৈছে দুই অংশ—'নিমিত্ত', 'উপাদান'।
'মায়া'—নিমিত্ত-হেতু, উপাদান—'প্রধান' ॥ ১৪ ॥

দুই মূর্ত্তিতে কারণশায়ীর সৃষ্টি—

পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে 'নিমিত্ত', 'উপাদান' লঞা ॥ ১৫ ॥

স্বয়ং—'নিমিত্ত' এবং অদ্বৈতপ্রভু—'উপাদান'-কারণ

আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ ॥ ১৬ ॥

ঈক্ষণকর্ত্তৃরূপে নিমিত্ত এবং অদ্বৈতরূপে উপাদানরূপী স্রষ্টা—

'নিমিত্তাংশে' করে তিঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যেরূপ প্রকৃতিতে 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান'—দুইভাগ, তদ্রূপ পুরুষ, 'মহাবিষ্ণু'রূপে নিমিত্ত এবং 'অদ্বৈত'রূপে উপাদান—এই দুইমূর্ত্তি হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করেন ॥ ১৫ ॥

অনুভাষ্য

ও কেবলাদ্বৈতবাদি-জ্ঞানে যে সকল মায়ামোহিত আসুর-স্বভাব জীবগণ তাঁহার অনুগমনের ছলনা করিয়াছিল, নিজ-মায়াদ্বারা তাহাদিগের আত্মম্ভরিতা পোষণ করাইবার ছলনায় আচার্য্যের সেই অভক্তগণকে যে দণ্ডবিধান, তাহাও মঙ্গলাচরণ-মাত্র। বিষ্ণুবস্তু অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জীবের মঙ্গলই উৎপন্ন করে। অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিষ্ণুমায়ার ঔপাদানিক আকর বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন, অদ্বৈতপ্রভুর অপর নাম 'মঙ্গল' ছিল। তিনি নৈমিত্তিক অবতাররূপে প্রকৃতিতে উপাদান শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন। তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত-বস্তু নহেন বা তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃতগুণের আশ্রয় নহেন। তাঁহার চরিত্রানুকরণেই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের সকল অমঙ্গল বিনষ্ট

সাংখ্য-মত-নিরাস—

যদ্যপি সাংখ্য মানে,'প্রধান'—কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥ ১৮ ॥

ভগবচ্ছক্তিতেই প্রকৃতি ক্রিয়াবতী—

নিজসৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি' প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত' নির্ম্মাণে ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য

হয়। বিষ্ণুবস্তুতে কোন প্রকার অনুপাদেয়, অবর, পরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ-ধর্ম্ম আরোপ করিতে নাই। তাঁহার বাস্তব-সত্তা যাহা, তদ্বিষয়ে অপ্রাকৃত-জ্ঞানলাভদ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স-লাভ হয় ॥ ১২ ॥

মধ্য, ২০শ পঃ ২৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৪ ॥

দৃশ্যজগতের আকর-নির্ণয়ে দুইপ্রকার বিচার-প্রণালী দৃষ্ট হয়। একপ্রকার মত এই যে, সচ্চিদানন্দ-বস্তু হইতে জগৎ গৌণভাবে সৃষ্ট, মুখ্যভাবে সপরিকর গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির প্রকাশ। অপর মত এই যে, অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দের আকর—দুর্জ্ঞেয়, অব্যক্ত ও বস্তুভাব। বেদ-প্রয়োজন—বেদের চরমফল বেদান্ত—পূর্ব্বোক্ত মতের বক্তা, আর সাংখ্যাদি স্মৃতি বস্তুবাদের বিরোধোদ্দেশে তদ্বিপরীত শেষোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। দৃশ্যজগৎ অধিকাংশই অচিৎ-প্রতীতিময়। প্রাণিগণে যে চিদাভাস-ধর্ম্ম গুণমায়া-রচিত বিশ্বের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাদৃশ চেতন-ধর্ম্মও প্রকৃতি হইতে গুণকর্তৃক উৎপন্ন,—এই বিচারে উপাদান-কারণত্বে কেহ কেহ বেদান্তমতের সহিত ভেদ স্থাপন করেন। সর্ব্বকারণকারণ আকর-বস্তুই শক্তিমৎতত্ত্ব, শক্তিও শক্তিমৎতত্ত্বে অবস্থিত। দৃশ্যজগৎ যে প্রকার শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শক্তিসমূহও সেই বৃহৎ, পালক-বস্তুতে নিত্যকাল অবস্থিত। যাঁহারা দৃশ্যজগতের বিষয়-সেবায় আবদ্ধ, তাঁহারা জাগতিক শক্তির উপলব্ধি করিয়া তাহারই শক্তিমানুমাত্র বলিয়া ভগবানকে মনে করেন। তাঁহারা,—একমাত্র শক্তি হইতে শক্তিমৎতত্ত্ব প্রসূত হইয়াছে এবং খণ্ড-শক্তিমানগুলিকে প্রাকৃত-জ্ঞানে অখণ্ড-শক্তিমত্তাও প্রকৃতি হইতে জাত—এরূপ অপসিদ্ধান্ত করেন। জাগতিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে সদসৎ জ্ঞেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকেই 'আকর' বলিয়া বিচার করিতে গেলে অচিৎ হইতেই চেতনের উদ্ভব, এরূপ স্থিরীকৃত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত সত্য—শক্তিবিশিষ্ট বাস্তব-বস্তুতেই

অনুভাষ্য

অধিষ্ঠিত। যে বস্তু দেশকালপাত্র সৃষ্টি করে, সেই বস্তুকে মূল-কারণরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া বহু-বিচিত্রতা-ময় অসংখ্য-বস্তুকে প্রথমেই গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে অনুমিতি-ন্যায়াবলম্বনে একের দিকে অগ্রসর হইবার পদ্ধতি 'অধিরোহ-বাদ' নামে খ্যাত। অবরোহ-বিচারে বস্তুই সর্ব্বকারণকারণ, তাঁহাতে অনন্তশক্তি বর্ত্তমান বলিয়া তিনি সবিশেষ-তত্ত্ব। তাঁহার নির্ব্বিশেষত্বও অসংখ্য সবিশেষ-বিচারের মধ্যে অন্যতম। অচিদ্‌বস্তুর ধারণা হইতে তাহাকে কার্য্যজ্ঞানে তৎকারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাদৃশ মাদকদ্রব্য-সঙ্গজনিত বুদ্ধি জন্মে। প্রকৃত-পক্ষে জড়া-প্রকৃতিই মূল-কারণ, এরূপ ধারণা—বাস্তব-সত্য হইতে পৃথক্। অনন্ত-শক্তিমান্ পরমেশ্বর-বস্তুর ঈক্ষণশক্তি হইতেই অব্যক্ত ও অচিৎশক্তি-পরিণত জগৎ। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে প্রাপ্ত শক্তি লাভ করিয়াই জীবের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য কালাদেশান্তর্গত জগৎ নির্ম্মাণ করেন। অনন্ত-শক্তিমান্ বাস্তব-বস্তু জগৎনির্ম্মাণের শক্তি-দ্বারাই বদ্ধজীবের নিকট উপলব্ধ হ'ন। বস্তুর সহিত শক্তির সম্বন্ধ-বিবেকাভাব হইতেই এইরূপ বিচারভ্রান্তি জীবের 'বিবর্ত্ত' উৎপন্ন করে। সত্যের প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্‌বিমুখ জীব ভোগযোগ্য জগতে বিচরণ করিয়া সত্যবস্তুর সন্ধান পান না।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্যে (ব্রঃসূঃ, ২অ, ২পা)—

"সাংখ্যাচার্য্যঃ কপিলস্তত্ত্বানি সংজগ্রাহ,—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান্, মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি, উভয়মিন্দ্রিয়ং স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণ ইতি। সাম্যেনাবস্থিতানি পুরুষ সত্ত্বাদীনি প্রকৃতিঃ। তানি চ সুখদুঃখমোহাত্মকানি ক্রমাদ্বোধ্যানি। তৎকার্য্যে জগতি সুখাদিরূপত্বদর্শনাৎ। তথাহি তরুণী রত্যা পত্যুঃ সুখদেতি সাত্ত্বিকী ভবতি, মানেন দুঃখদেতি রাজসী, বিরহেণ মোহদেতি তামসী চেত্যেবং সর্ব্বে ভাবা দ্রষ্টব্যাঃ।

অদ্বৈতপ্রভুর দুই মূর্ত্তি—

অদ্বৈত-আচার্য্য—কোটিব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য

উভয়মিন্দ্রিয়মিতি—দশ বাহ্যেন্দ্রিয়াণ্যেকমন্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেকাদশেত্যর্থঃ। নিত্যা বিভ্বী চ প্রকৃতিঃ। মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্। ন পরিচ্ছিন্নং সর্ব্বোপাদানম্। "সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্" ইতি সূত্রেভ্যঃ। মহদহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্রাণি সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ। অহমাদেঃ প্রকৃতয়ঃ প্রধানাদেস্তু বিকৃতয় ইতি। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানি চেতি ষোড়শ বিকৃতয় এব। পুরুষস্তু নিষ্পরিণামত্বান্ন কস্যাপি প্রকৃতির্ন চ বিকৃতিরিতি। সা খলু প্রকৃতির্নিত্য-বিকারা স্বয়মচেতনাঽপ্যনেকচেতন-ভোগাপবর্গহেতুরত্যন্তা-তীন্দ্রিয়াপি তৎকার্য্যেণানুমীয়তে। একৈব বিষমগুণা সতী পরিণামশক্ত্যা মহদাদিবিচিত্ররচনং জগৎ প্রসূতে ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি। পুরুষস্তু নিষ্ক্রিয়ো নির্গুণো বিভুশ্চিৎ প্রতিকায়ং ভিন্নঃ সঙ্ঘাতপরার্থাদনুমেয়শ্চ সঃ। বিকারক্রিয়য়োর্বিরহাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বিরহঃ। এবং স্থিতে প্রকৃতিপুরুষয়োস্তত্ত্বে সন্নিধিমাত্রাৎ তয়োর্মিথো ধর্ম্মবিনি-ময়ঃ—প্রকৃতৌ চৈতন্যং পুরুষে তু কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বয়োরধ্যাসো ভবতি। ইত্থমবিবেকাৎ ভোগো, বিবেকাৎ তু অপবর্গঃ। প্রকৃতৌদাসীন্যবপুরিত্যেবমাদীনর্থান্ সোপপত্তিকৈঃ সূত্রৈ-র্নিববন্ধ। অস্যাং প্রক্রিয়ায়াং প্রত্যক্ষানুমানাগমান্ প্রমাণানি মেনে। ত্রিবিধং প্রমাণং, তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধে-র্নাধিক্যসিদ্ধিরিতি। তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদ্ধেষ্বর্থেষু নাতীব বিসংবাদঃ। যত্তু "পরিমাণাৎ", "সমন্বয়াৎ" "শক্তিতশ্চ" ইত্যাদি সূত্রৈঃ প্রধানং জগৎকারণমনুমিতং, তন্নিরস্তং ভবতি তেনৈব সর্ব্বতন্ত্রমতনিরাসাৎ। তত্র প্রধানং জগন্নিমিত্তোপাদানং ভবেৎ ন বেতি সংশয়ে, প্রধানমেব তথা জগতঃ সাত্ত্বি-কাদিরূপত্বাৎ প্রধানস্যৈব সত্ত্বাদিরূপস্য তদুপাদানত্বেনানু-মানাৎ। ঘটাদিকার্য্যস্যোপাদানং খলু তৎ-সজাতীয়ং মৃদাদ্যেব দৃষ্টম্। ফলতি বৃক্ষশ্চলতি জলমিতিবৎ জড়স্যাপি তস্য কর্ত্তৃত্বঞ্চ। তস্মাৎ প্রধানমেব জগদুপাদানং জগৎকর্ত্তৃ চেত্যেবং প্রাপ্তে, (ব্রঃ সূঃ ২অ, ২পা)—

ভগবানের অঙ্গ বা অংশস্বরূপ অদ্বৈতপ্রভু—

সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ,—অদ্বৈত।
'অঙ্গ' শব্দে অংশ করি' কহে ভাগবত ॥ ২১ ॥

অনুভাষ্য

"রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্" ॥ ১ ॥

অনুমীয়তে জগদ্ধেতুতয়েত্যনুমানং জড়ং প্রধানম্। তন্ন জগদুপাদানং ন চ তন্নিমিত্তম্। কুতঃ?—রচনেতি। বিচিত্র-জগদ্রচনায়াশ্চেতনানধিষ্ঠিতেন জড়েন তেনাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ন খলু চেতনানধিষ্ঠিতৈরিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদিরচনা সিদ্ধা লোকে। চ-শব্দেনান্বয়ানুপপত্তিঃ সমুচ্চিতা। ন হি বাহ্যা ঘটাদয়ঃ সুখাদিরূপতয়ান্বিতাঃ। সুখাদীনামান্তরত্বাৎ ঘটা-দীনাং সুখাদিহেতুত্বাৎ তদ্রূপত্বাপ্রতীতেশ্চ ॥ ১ ॥

"প্রবৃত্তেশ্চ" ॥ ২ ॥

জড়স্য চেতনাধিষ্ঠিতত্বে সতীতি শেষঃ। যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি সতি জড়ং প্রবর্ত্ততে তস্যৈব সা প্রবৃত্তিরিতি নিশ্চিতং রথ-সূতাদৌ। ইত্থঞ্চ ফলতীত্যাদিকং প্রত্যুক্তম্। তত্রাপি চেতনাধিষ্ঠিতত্বাৎ তচ্চান্তর্যামিব্রাহ্মণাৎ। এতৎ পরত্র স্ফুটী-ভাবি। চোঽবধারণে। অহং করোমীতি চেতনস্যৈব প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ জড়স্য কর্ত্তৃত্বং নেতি বা। ননু প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সন্নিধিমাত্রেণ মিথো ধর্ম্মাধ্যাসাৎ জগদ্রচনোপপত্তিরিতি চেদুচ্যতে,—অধ্যাসহেতুঃ সন্নিধিঃ কিং তয়োঃ সদ্ভাবঃ কিংবা প্রকৃতিপুরুষগতঃ কশ্চিদ্বিকার ইতি। নাদ্যঃ,—মুক্তানামপ্য-ধ্যাস প্রসঙ্গাৎ; অন্ত্যোঽপি ন,—তাবৎ প্রকৃতিগতো বিকারঃ অধ্যাস-কার্য্যতয়াভিমতস্য তস্যাধ্যাসহেতুত্বাযোগাৎ; ন চ পুরুষগতঃ, অস্বীকারাৎ ॥ ২ ॥

ননু পয়ো যথা দধিভাবেন স্বতঃ পরিণমতে, যথা চাম্বু বারিদমুক্তমেকরসমপি তালচূতাদিষু মধুরাম্লাদিবিচিত্ররস-রূপেণ, তথা প্রধানমপি পুরুষকর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ তনুভুবনাদি-রূপেণেতি চেৎ, তত্রাহ—

"পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি" ॥ ৩ ॥

তয়োঃ পয়োঽম্বুনোরপি চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ, ন তু স্বতঃ রথাদিদৃষ্টান্তেন তথানুমানাৎ। তয়োস্তদধিষ্ঠিতত্বং চান্তর্যামিব্রাহ্মণাৎ সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

"ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ" ॥ ৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ১৪অ, ১৪ শ্লোক)

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গ নর-ভূ-জলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আদি, ২য় পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ২২॥

অনুভাষ্য

অপ্যর্থে চ-কারঃ। সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রধানব্যতিরেকেণ হেত্বন্তরানবস্থিতেরনপেক্ষত্বান্ন কেবলস্য প্রধানস্য স্বপরিণামকর্তৃত্বম্। প্রধানব্যতিরিক্তস্তৎপ্রবর্ত্তকস্তন্নিবর্ত্তকো বা হেতুরাদিসর্গাৎ পূর্ব্বং নাবতিষ্ঠতে ইতি যৎ স্বীকৃতং, তস্যাপি পুনরপেক্ষণাৎ,—চৈতন্যসন্নিধের্হেত্বন্তরস্যাঙ্গীকারাদিতি যাবৎ। তথা চ কেবলজড়কর্তৃত্ববাদভঙ্গঃ। কিঞ্চ, ব্যতিরিক্তহেত্বভাবাৎ সন্নিধিসত্ত্বাচ্চ প্রলয়েঽপি কার্য্যোদয়প্রসঙ্গঃ। ন চ তদাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ কার্য্যাভাবস্তদুদ্বোধস্যাপি তদৈবাপাদ্যমানত্বাৎ॥৪॥

নন্বু লতাতৃণপল্লবাদি বিনৈব হেত্বন্তরং স্বভাবাদেব ক্ষীরাকারেণ পরিণমতে, তথা প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণেতি চেত্তত্রাহ—

"অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ"॥ ৫॥

অবধৃতৌ চ-শব্দঃ। নৈতচ্চতুরস্রম্। কুতঃ?—অন্যত্রাভাবাৎ। বলীবর্দ্দাদিভক্ষিতে তৃণাদিকে ক্ষীরাকারপরিণামাভাবাদিত্যর্থঃ। যদি স্বভাবাদেব তৃণাদি ক্ষীরাত্মনা পরিণমতে, তর্হি চত্বরাদিপতিতেঽপি তথা স্যান্ন চৈবমস্ত্যতো ন স্বভাবমাত্রং হেতুঃ; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেশসঙ্কল্প এব তথেতি॥ ৫॥

প্রধানস্য জাড্যাৎ স্বতঃপ্রবৃত্তির্ন সম্ভবতীত্যাপাদিতম্। অথ স্বমুখোল্লাসায় তাঞ্চেদভ্যুপগচ্ছামস্তথাপি ন কিঞ্চিত্তবাভীষ্টং সিদ্ধ্যেদিত্যাহ—

"অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ"॥ ৬॥

চতুর্ষু নেত্যনুবর্ত্ততে। পুরুষো মাং ভুক্ত্বা মদ্দোষাননুভূয় মদৌদাসীন্যলক্ষণং মোক্ষং প্রাপ্স্যতীতি তদ্ভোগাপবর্গার্থং প্রধানপ্রবৃত্তিং মন্যতে। প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবদিতি। অকর্ত্তাপি পুরুষো ভোক্তেতি চ মন্যতে। অকর্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদবদিতি। সৈষা প্রবৃত্তির্ন যুক্তা মন্তম্। কুতঃ?—তস্যাঃ

অঙ্গ বা অংশ হইলেও মায়াতীত—

ঈশ্বরের অঙ্গ, অংশ—চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি, এই শ্লোকে কয়॥ ২৩॥

অনুভাষ্য

স্বীকারে ফলাভাবাৎ। পুরুষস্য প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদৌদাসীন্যরূপো মোক্ষশ্চ প্রবৃত্তেঃ ফলম্। তত্র ভোগস্তাবন্ন সম্ভবতি, প্রবৃত্তেঃ প্রাক্ চৈতন্যমাত্রস্য নির্ব্বিকারস্যাকর্তুঃ পুরুষস্য তদ্দর্শনরূপবিকারাযোগাৎ। ন চাপবর্গঃ, প্রাগপি প্রবৃত্তেস্তস্য সিদ্ধত্বেন তদ্বৈয়র্থ্যাৎ। সন্নিধিমাত্রস্য ভোগহেতুত্বে তু মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ, তস্য নিত্যত্বাৎ॥ ৬॥

নন্বু যথা গতিশক্তিরহিতস্য দৃক্শক্তিসহিতস্য পঙ্গুপুরুষস্য সন্নিধানাদ্ গতিশক্তিমান্ দৃক্শক্তিরহিতোঽপ্যন্ধঃ প্রবর্ত্ততে, যথা চায়স্কান্তাশ্মনঃ সন্নিধানাজ্জড়মপ্যয়শ্চলতি, এবং চিন্মাত্রস্য পুংসঃ সন্নিধানাদচেতনাপি প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়া চেতনেব তদর্থে সর্গে প্রবর্ত্তেতেতি চেত্তত্রাহ—

"পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি"॥ ৭॥

তথাপি তেনাপি প্রকারেণ জড়স্য স্বতঃ প্রবৃত্তির্ন সিদ্ধ্যতি। পঙ্গোর্গতিবৈকল্যেঽপি বর্ত্মদর্শন-তদুপদেশাদয়োঽন্ধস্য দৃক্শক্তিবিরহেঽপি তদুপদেশগ্রহাদয়ো বিশেষাঃ সন্তি। অয়স্কান্তমণেশ্চায়ঃসামীপ্যাদয়ঃ। পুরুষস্য তু নিত্যনিষ্ক্রিয়স্য নির্দ্ধর্ম্মকস্য ন কোঽপি বিকারঃ। সন্নিধিমাত্রেণ তস্মিন্ স্বীকৃতে তস্য নিত্যত্বান্নিত্যং সর্গো মোক্ষাভাবশ্চ প্রসজ্যেত। কিঞ্চ, পঙ্গ্বন্ধাবুভৌ চেতনৌ অয়স্কান্তায়সী চ দ্বে জড়ে ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং বিস্ফুটম্॥ ৭॥

যত্তু গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষবশেনাঙ্গাভাবাদ্বিশ্বসৃষ্টিরিতি মন্যতে, তন্নিরস্যতি—

"অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ"॥ ৮॥

সত্ত্বাদীনাং সাম্যেনাবস্থিতিঃ প্রধানাবস্থা। তস্যাং চ নিরপেক্ষস্বরূপাণাং তেষাং কস্যচিদেকস্যাঙ্গিত্বং নোপপদ্যতে, ইতরয়োস্তৎসমত্বেন গুণীভাবাসম্ভবাৎ। তথা চ গুণানামঙ্গাঙ্গিভাবাসিদ্ধিঃ। ন চেশ্বরঃ কালো বা তৎকৃৎ, অস্বীকারাৎ। যথাহ কপিলঃ—ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ, মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিরিতি। দিক্কালাবাকাশাদিভ্য ইতি চ। ন চ পুরুষস্তৎকৃৎ, তস্য তত্রৌদাসীন্যাৎ। তথা চ গুণবৈষম্যহেতুকঃ

'অংশ' না বলিয়া 'অঙ্গ' বলিবার তাৎপর্য্য—

'অংশ' না কহিয়া, কেন কহ তাঁরে 'অঙ্গ'।
'অংশ' হৈতে 'অঙ্গ', যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২৪ ॥

অনুভাষ্য

সর্গো নেতি। কিঞ্চৈবং হেত্বভাবাৎ প্রতিসর্গেঽপি তে বৈষম্যং ভজেরন্। আদিসর্গে তু ন ভজেরন্নিতি ॥ ৮ ॥

নন্থ কার্য্যানুরোধেন গুণা বিচিত্রস্বভাবা ভবন্তীত্যনুমেয়ম্। তেন নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেত্তত্রাহ—

"অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তিবিয়োগাৎ" ॥ ৯ ॥

বিচিত্রশক্তিকতয়া গুণানামনুমানেঽপি ন দোষান্নিস্তারঃ। কুতঃ ?—জ্ঞেতি। জ্ঞাতৃত্ববিরহাদিত্যর্থঃ। ইদমহমেবঞ্চ সৃজামীতি বিমর্শাভাবাদিতি যাবৎ। জ্ঞানশূন্যাজ্জড়ান্ন সৃষ্টিরিষ্টকাদেরিবর্ত্তে চেতনাধিষ্ঠানাদিতি ॥

সাঙ্খ্যাচার্য্য কপিল তত্ত্বসমূহ এইভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাই 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, তাহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং স্থূল ভূতসমূহ, এবং 'পুরুষ'—সাকল্যে, এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সাম্যরূপে অবস্থিত সত্ত্বাদি ত্রিগুণই প্রকৃতি। ঐ তিনটি গুণকে যথাক্রমে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেহেতু প্রকৃতির কার্য্যভূত জগতে সুখাদিভাবেরই দর্শন করা যায়। দৃষ্টান্ত যথা—তরুণী রতি দ্বারা পতির সুখদা হ'ন—এই স্থলে 'সাত্ত্বিক'ভাবের প্রকাশ; তিনি আবার দুঃখদায়িনী হইয়া 'রাজসী' ও মোহিনী হইয়া 'তামসী' হ'ন। 'উভয় ইন্দ্রিয়' শব্দে দশটি বহিরিন্দ্রিয় এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয় মন, সর্ব্বসাকল্যে এই একাদশটি ইন্দ্রিয়। প্রকৃতি নিত্যা ও বিভুত্বশালিনী। মূলে মূলের (চেতনের) অভাবপ্রযুক্ত মূল (প্রধান) অমূল অর্থাৎ কারণান্তররহিত। ঐ প্রধান অপরিচ্ছিন্ন ও সকলের উপাদান—"সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্" ইত্যাদি সূত্র হইতেই উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র,—এই সাতটি প্রকৃতি-বিকার এবং অহঙ্কারাদির প্রকৃতিও প্রধানের বিকার; একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত,—এই ষোড়শটি বিকার। পুরুষ পরিণামহীন বলিয়া

'অদ্বৈত' নামের সার্থকতা—

মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম ॥ ২৫ ॥

অনুভাষ্য

কাহারও প্রকৃতি বা বিকারও নহেন। ঐ প্রকৃতি নিত্যবিকারবিশিষ্টা এবং নিজে অচেতন হইয়াও অনেক চেতনজীবের ভোগের ও অপবর্গের হেতু এবং ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও তাহার কার্য্য দ্বারা অনুমিত হয়েন। প্রকৃতি স্বয়ং এক হইয়াও বিষমগুণা বলিয়া পরিণামশক্তি দ্বারা মহদাদি বিচিত্ররচনাময় জগৎ প্রসব করেন। এইরূপেই প্রকৃতি জগন্নিমিত্তোপাদানরূপিণী। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও প্রভু। তিনি চিৎস্বরূপ এবং প্রতিদেহে ভিন্ন ও প্রধানের পরিচালন হইতে অনুমেয় এবং বিকার ও ক্রিয়ার অভাব-বশতঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-শূন্য। প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব এইরূপ হওয়ায় উভয়ের সান্নিধ্যমাত্রে পরস্পরের ধর্ম্মের বিনিময় হয়—প্রকৃতিতে চৈতন্যের এবং পুরুষে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। এই প্রকার বিবেকের অভাবেই ভোগ এবং বিবেকেই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ। প্রকৃতির প্রতি পুরুষের ঔদাসীন্যময় ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ সোপপত্তিক সূত্রসমূহ দ্বারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় সাঙ্খ্যকার,—'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'আগম'—এই তিনটি প্রমাণ মানিয়াছেন। উহাদের সিদ্ধিতেই সর্ব্বসিদ্ধি। (উপমানাদি উহাদেরই অন্তর্গত; উহারা অতিরিক্ত প্রমাণ নহে)। প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও আগমসিদ্ধ অর্থসমূহে অধিক বিসংবাদ নাই। "পরিমাণাৎ", "সমন্বয়াৎ", "শক্তিতঃ" প্রভৃতি সূত্রসমূহ দ্বারা যে প্রধানের জগৎকারণত্ব অনুমান করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই নিরাসের প্রয়োজন হইতেছে; কারণ, উক্ত মতের নিরাসদ্বারা সাঙ্খ্যের সকল মতেরই নিরাস করা যাইবে। তদ্বিষয়ে সংশয় এই যে, 'প্রধান'—জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কি না? পূর্ব্বপক্ষ, প্রধানের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব, উভয়ই স্বীকার করেন। পূর্ব্বপক্ষ বলেন,—জগতের উপাদানরূপেই সত্ত্বাদিরূপ প্রধানের অনুমান করা হয়। উপাদান,—কার্য্যের সমজাতীয়ই হইয়া থাকে; যথা—ঘটাদি-কার্য্যের উপাদানরূপে মৃত্তিকাদিকেই সমজাতীয় দেখা

আচার্য্য-নামের সার্থকতা—

পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব-বিশ্বের সৃজন।
অবতরি' কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥ ২৬ ॥

অদ্বৈতাবতারে কৃষ্ণভক্তি প্রচারই-কার্য্য—

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য

য়াছে। জড়-বৃক্ষের ফলোৎপাদন ও তাদৃশ জলের চলনদানে জড় বা অচেতন-প্রধানেরও জগৎকর্ত্তৃত্ব স্থির হয়। অতএব 'প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ'—এই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের নিরাসার্থ প্রথম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—

প্রধান—অচেতন, অতএব জড়-প্রধান জগতের উপাদান বা নিমিত্ত-কারণ নহে, যেহেতু এই জগতের বিচিত্র রচনা দেখিয়া চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত ঐ জড়-প্রধানদ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের রচনা সিদ্ধ হয় না, বা অনুমান করা যাইতে নহে। এই জগতে চেতন কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত ইষ্টকাদির দ্বারা কোন দিনই প্রাসাদাদি-নির্ম্মাণ সিদ্ধ হয় নাই। সূত্রোক্ত চ-শব্দ দ্বারা অন্বয়ের অনুপপত্তি সমুচ্চিত হইয়াছে। বাহ্য ঘটাদি পদার্থনিচয় কথনই সুখাদিস্বরূপে অন্বিত নহে; কারণ, সুখাদি বিষয়সকল আন্তর ধর্ম্ম, সুতরাং বাহ্যবস্তুতে তাহাদের অন্বয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ, ঘটাদি পদার্থ উক্ত সুখাদির হেতু এবং সুখাদিরূপেও উহাদের প্রতীতি নাই ॥ ১ ॥

প্রবৃত্তি দর্শন করিয়াও প্রধানের কারণত্ব সঙ্গত হয় না। চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত জড়েরই প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। যাহার অধিষ্ঠান হইলে জড়ের প্রবর্ত্তনা হয়, উহারই যে ঐ প্রবৃত্তি, তাহা নিশ্চিত। রথ ও সারথিই উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ঐরূপভাবেই 'বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে' ইত্যাদি প্রধানের কারণতা-সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে। ঐ স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকৃত হইয়া থাকে; যেহেতু অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে উহার উল্লেখ আছে। এই ভাষ্যমধ্যে তাহা পরে বিস্ফুট করা হইবে। সূত্রোক্ত-চ-শব্দ অবধারণে। 'আমি করিতেছি' এই দৃষ্টান্তে চেতনেরই প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া জড়ের কর্ত্তৃত্ব সঙ্গত হইতেছে না। যদি বল, প্রকৃতি-পুরুষের সন্নিধিমাত্রে পরস্পরের ধর্ম্মের অধ্যাস-বশতঃই জগৎ-রচনা? উত্তর,—তাহাও বলা যায় না। আচ্ছা, যে সন্নিধি পরস্পরের ধর্ম্মাধ্যাসের কারণ, ঐ সন্নিধি কি প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েরই সদ্ভাব অথবা প্রকৃতিপুরুষগত কোন বিকার? উত্তর,—উহা উভয়ের সদ্ভাব ত' নহেই, কেননা, তাহা স্বীকার করিলে মুক্তপুরুষ সকলেরও অধ্যাস-প্রসঙ্গ হয়; ঐ সন্নিধি—প্রকৃতিগত বিকারও নহে; কারণ, অধ্যাস-কার্য্যরূপে অভিমত এই প্রকৃতিগত বিকারের অধ্যাস-হেতুত্বের সম্ভাবনা থাকে না। ঐরূপ উহা পুরুষগত বিকারও নহে, কারণ, তাহা অর্থাৎ পুরুষগত বিকারও অস্বীকার্য্য। অতএব 'প্রধান' জগৎ-কারণ হইতে পারে না ॥ ২ ॥

যদি বল, দুগ্ধ যেরূপ আপনা হইতেই দধিরূপে পরিণত হয় এবং একই মেঘ-নির্ম্মুক্ত জল যেরূপ একরস হইয়াও তাল ও আম্রাদি-ফলে মধুর ও অম্লাদি বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ একই প্রধান, পুরুষের কর্ম্মবৈচিত্র্যানুসারে দেহ-জগদাদিরূপে পরিণত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—

দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অচেতনবস্তু সমূহেরও চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্তি,—আপনা হইতেই প্রবর্ত্তনা থাকিতে পারে না; কারণ, রথাদি দৃষ্টান্ত হইতে ঐরূপই অনুমিত হয়। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ হইতে ঐ জড়দ্বয়ের চেতনাধিষ্ঠিত-ভাব সিদ্ধ হয় ॥ ৩ ॥

প্রধান ব্যতীত অন্য কারণের অবর্ত্তমানতা পরিত্যক্ত হওয়ায় কেবল মাত্র প্রধানেরই কর্ত্তৃত্ব অসঙ্গত হইতেছে।

'অপি' শব্দের অর্থ চ-কার অর্থাৎ সমুচ্চয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধান ব্যতীত অন্য হেতুর অসদ্ভাব পরিত্যক্ত হইতেছে বলিয়া কেবল প্রধানেরই নিজপরিণামকর্ত্তৃত্ব নিরস্ত হইল। প্রধান ব্যতীত তৎপ্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক অন্য কোন কারণই আদিসৃষ্টির পূর্ব্বে থাকে না, এইরূপ মতই উপেক্ষিত হইয়াছে; কারণ, তৎকালে চেতনের সন্নিধানহেতু অন্য কারণ স্বীকার করা হইতেছে। অতএব কেবল জড়কর্ত্তৃত্ববাদ নিরস্ত হইল। বিশেষতঃ ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষে প্রলয়েও কার্য্যোৎপত্তি-প্রসঙ্গ হয়; কারণ, প্রধান ব্যতীত অন্য কারণের

ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত আচার্য্য' ॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য

অভাব ও প্রধানের সন্নিধি থাকে বলিয়া সৃষ্টিকালের ন্যায় প্রলয়কালেও কার্য্যোৎপত্তির প্রসঙ্গ হয়। অদৃষ্টের উদ্বোধের অভাবহেতু প্রলয়কালে কার্য্যের অভাবও বলা যায় না; কারণ, তৎকালে সেই অদৃষ্টের উদ্বোধও আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে ॥ ৪ ॥

যদি বল, তৃণপল্লবাদি যেরূপ গবাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া আপনা হইতেই ক্ষীরাকারে পরিণত হয়, প্রধানও তদ্রূপ মহদাদি তত্ত্বের আকারে পরিণত হইয়া থাকে, তদুত্তরে বলিতেছেন—

অন্যত্র ক্ষীরাকারে পরিণামের অভাবহেতু প্রধানেরও তৃণাদির ন্যায় স্বভাবতঃ (স্বতঃ) পরিণাম বলা সঙ্গত হয় না।

নিশ্চয়ার্থে চ-শব্দ উদ্দিষ্ট। ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষ অসঙ্গত; কারণ, অন্যত্র তাহা দৃষ্ট হয় না; যেমন, বৃষাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত তৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণাম দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ উহা স্বাভাবিক নহে। আরও তৃণাদি যদি স্বভাবতঃই ক্ষীরাত্মক হইয়া পরিণত হইত, তাহা হইলে চত্বরাদিতেও ঐরূপ ক্ষীরাকারে পরিণাম দৃষ্ট হইত। যখন তাহা দৃষ্ট হয় না, তখন কেবল স্বভাবকেই পরিণামের হেতু বলা যায় না, প্রাণিবিশেষের সম্বন্ধে তৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণতি হউক্, এইরূপ সর্ব্বেশ্বরের সঙ্কল্পই উহার কারণ ॥ ৫ ॥

জড়ত্বপ্রযুক্ত প্রধানের সম্যক্ স্বতঃপ্রবর্ত্তনা নাই,— ইহাই প্রতিপন্ন হইল। অতঃপর তোমার সন্তোষের জন্য যদিও উহা স্বীকার করি, তাহাতেও যে তোমার কোন অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না, তাহা বলিতেছেন—

প্রধানের স্বাভাবিকীপ্রবৃত্তি-স্বীকারেও কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

চারিটি সূত্রে 'না'-অর্থ অনুবর্ত্তিত হইবে। 'পুরুষ আমাকে ভোগ করিয়া আমার দোষের অনুভব-পূর্ব্বক আমাতে ঔদাসীন্যরূপ মোক্ষ লাভ করিবেন' এইরূপ ভোগমোক্ষার্থক বলিয়াই প্রধানের প্রবৃত্তি, মনে হয়। উষ্ট্র যেরূপ কেবল পরের জন্যই কুঙ্কুমভার বহন করে, স্বয়ং ভোগ করে না, প্রধানেরও তদ্রূপ কেবল পরের জন্যই প্রবৃত্তি। আর পুরুষও অকর্ত্তা হইয়াও ভোক্তা বলিয়া মনে হয়। অন্নের কর্ত্তা না হইয়াও অন্নভোক্তার যেরূপ অন্নভোগ, পুরুষেরও তদ্রূপ ফলোপভোগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষের ঐ প্রধান-প্রবৃত্তি মনে করা যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, তৎস্বীকারেও কোন ফল দেখা যায় না। পুরুষের প্রকৃতিদর্শনরূপ ভোগ ও প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্যরূপ মোক্ষই প্রবৃত্তির ফল। প্রধানের ভোগ সম্ভব হয় না; কারণ, চিন্মাত্র, নির্ব্বিকার ও অকর্ত্তা হইয়াও পুরুষের প্রকৃতিদর্শনরূপ সঙ্গবশে বিকারযোগহেতু পুরুষেরই ভোগ। প্রধানের অপবর্গও সম্ভব নহে; কারণ, প্রবৃত্তির উৎপত্তির পূর্ব্বেও অপবর্গ সিদ্ধ থাকায় উহার ব্যর্থতা হইতেছে। সন্নিধিমাত্রকেই ভোগের হেতু বলিলে, সন্নিধির নিত্যত্ব-বশতঃ মুক্ত জনগণেরও ভোগ আসিয়া পড়ে ॥ ৬ ॥

বৈষ্ণবের গুরু তিঁহো জগতের আর্য্য।
দুইনাম-মিলনে হৈল 'অদ্বৈত আচার্য্য' ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য

যদি বল, গতিশক্তিবিরহিত অথচ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু-পুরুষের সন্নিধানে দৃষ্টিশক্তিশূন্য অথচ গতিশক্তিবিশিষ্ট পুরুষও চলনে প্রবৃত্ত হয় এবং যেরূপ অয়স্কান্ত (চুম্বক)-প্রস্তরের সন্নিধানে জড় লৌহও চলিতে থাকে, তদ্রূপ চিন্মাত্র-পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি অচেতন হইয়াও তৎছায়া-প্রভাবে চেতন-বস্তুর ন্যায় পুরুষের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—

পুরুষ চুম্বকের ন্যায় হইলেও জড়-প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই। ঐরূপ হইলেও জড়বস্তুর স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে না। পঙ্গুর গতিশক্তি না থাকিলেও বর্ত্মপ্রদর্শন ও তদুপদেশ-প্রদানাদি এবং অন্ধের দর্শনশক্তি না থাকিলেও পঙ্গুপ্রদত্ত উপদেশগ্রহণাদি বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, এবং অয়স্কান্তমণির লৌহসামীপ্যাদিও সম্ভব হইতেছে; কিন্তু নিত্যনিষ্ক্রিয়, নির্ধর্ম্মক পুরুষের কোনও বিকার হয় না। সন্নিধিমাত্রই বিকার স্বীকার করিলে, সন্নিধির নিত্যত্ব-বশতঃ নিত্য সৃষ্টির এবং মোক্ষাভাবের প্রসঙ্গ হয়। বিশেষতঃ,

'কমলাক্ষ' নামের সার্থকতা—

কমল-নয়নের তিঁহো, যাতে 'অঙ্গ', 'অংশ'।
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম অবতংস ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

পঙ্গু ও অন্ধ,—উভয়ই চেতন, এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ,—উভয়ই জড় বলিয়া দৃষ্টান্তের বৈষম্য পরিস্ফুট হইতেছে ॥৭॥

অনন্তর গুণসমূহের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-বশতঃ অঙ্গাঙ্গি-ভাবহেতু যে বিশ্বসৃষ্টি হয় বলিয়া মনে হয়, তাহা নিরাস করিতেছেন—

গুণের অঙ্গিত্বই অনুপপন্ন হইতেছে, অতএব ঐরূপ পক্ষ সঙ্গত হইতে পারে না।

সত্ত্বাদি গুণসমূহের সাম্যভাবে অবস্থিতির নামই 'প্রধানা-বস্থা'। ঐ অবস্থায় গুণসমূহ নিরপেক্ষস্বরূপ বলিয়া একটি আর একটি গুণের অঙ্গী বলিয়া সিদ্ধ হয় না; কারণ, গুণত্রয়ের একটিকে অঙ্গী বলিয়া স্বীকার করিলে, তদিতর গুণদ্বয়ের তাহার সহিত সমতা-হেতু গুণি-ভাবের অসম্ভা-বনা হয়। গুণসমূহের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব কখনও সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরকে বা কালকেও উক্ত অঙ্গাঙ্গিভাবের কর্ত্তা বলা যায় না; কারণ, তাহা কেহই স্বীকার করেন না। কপিলই বলিয়াছেন, 'মুক্ত ও বদ্ধের মধ্যে অন্য-তরের অভাবহেতু অর্থাৎ প্রমাণাভাব-বশতঃ ঈশ্বরাসিদ্ধি ঘটে অর্থাৎ ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না'। দিক্ ও কাল আকাশাদি হইতেই উৎপন্ন হয়,—পুরুষ উহাদের কর্ত্তা নহেন; কারণ, তিনি কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। গুণবৈষম্যও সৃষ্টির কারণ নহে। আরও, হেতুর এইরূপ অভাব-বশতঃ প্রতি-সৃষ্টিতেই সেই গুণসমূহ বৈষম্য লাভ করিলেও আদিসৃষ্টিতে বৈষম্য লাভ করিতে পারে না ॥ ৮ ॥

যদি বল, কার্য্যের অনুরোধে গুণসমূহ বিচিত্র-স্বভাব হয়, এইরূপ অনুমান করা যায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ হয় না, তদুত্তরে বলিতেছেন—

অন্যথা অনুমানেও জড়ের স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই অর্থাৎ তাদৃশ বিচিত্রশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া গুণসমূহের অনুমানেও দোষের নিস্তার হয় না; যেহেতু গুণসমূহ জ্ঞাতৃত্ব (চেতনত্ব)-বিহীন অর্থাৎ, তাহাতে 'এই আমি, এইরূপে সৃষ্টি করিতেছি'

বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সারূপ্য—

ঈশ্বরসারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ, পীতবাস, যৈছে নারায়ণ ॥ ৩১ ॥

অনুভাষ্য

এই প্রকার বিচারেরই অভাব দেখা যাইতেছে। জ্ঞানশূন্য জড়-পদার্থ হইতে কখনই সৃষ্টি সম্ভব হয় না। ইষ্টক-কাষ্ঠাদি অচেতন বস্তু যেরূপ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ অচেতন গুণসমূহও চেতন-পরমেশ্বরের শক্তির অধিষ্ঠান ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

(২অঃ, ১পা)—"স্মৃতিঃ খলু কর্ম্মকাণ্ডোদিতাগ্নি-হোত্রাদিকর্ম্মাণি যথাবৎ স্বীকুর্ব্বতা 'ঋষিং প্রসূতং কপিলম্' ইত্যাদিশ্রুতাপ্তভাবেন পরমর্ষিণা কপিলেন মোক্ষেপ্সুনা জ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃংহণায় প্রণীতা। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ", "ন দৃষ্টার্থসিদ্ধির্নিবৃত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদিভিস্তত্র হ্যচেতনং প্রধানমেব স্বতন্ত্রং জগৎকারণমি-ত্যাদি নিরূপ্যতে—"বিমুক্তমোক্ষার্থম্", "স্বার্থং বা প্র-ধানস্য", "অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য", ইত্যা-দিভিঃ। সা চ ব্রহ্মকারণতাপরিগ্রহে নির্ব্বিষয়া স্যাৎ, কৃৎস্নায়াস্তস্যাস্তত্ত্বপ্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ। অতঃ পরমাপ্ত-কপিলস্মৃত্যবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়াঃ। ন চৈবং মন্বাদি-স্মৃতীনাং নির্ব্বিষয়তা—তাসাং ধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারা কর্ম্ম-কাণ্ডোপবৃংহণে সতি সবিষয়ত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে, ব্রূতে—

"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ" ॥

অবকাশস্যাভাবোঽনবকাশঃ নির্ব্বিষয়তেত্যর্থঃ। সমন্ব-য়ানুরোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেষু সাংখ্যস্মৃতিনির্ব্বিষয়তা-দোষাপত্তিরতঃ শ্রুতবিপরীতার্থতয়া তে ব্যাখ্যেয়া ইতি চেন্ন। কুতঃ?—অন্যেত্যাদেঃ। তথা সত্যন্যাসাং মন্বাদিস্মৃতীনাং বেদান্তানুসারিণীনাং ব্রহ্মৈক-কারণতাপরাণাং নির্ব্বিষয়তা মহান্ দোষ প্রসজ্যেত। তাসু হি সর্ব্বেশ্বরো জগদুৎপত্ত্যাদি-হেতুঃ প্রতিপাদ্যতে, ন তু কাপিলোক্তপ্রকারান্তরত্বসঙ্গতিঃ। তত্র শ্রীমন্মনুঃ—"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান-

অদ্বৈতপ্রভুর গুণ-মাহাত্ম্য—

অদ্বৈত-আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য্য ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য

ব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্। মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥ যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥ সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥ তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥" ইত্যাদি। শ্রীপরাশরঃ— "বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগত্তত্রৈব চ স্থিতম্। স্থিতিসংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ ॥ যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ। তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং জনার্দ্দনঃ॥" ইত্যাদি। এবমন্যেঽপি। ন চাসাং স্মৃতীনাং কর্ম্মকাণ্ডার্থোপবৃংহণেন সাবকাশতা। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ার্থাং চিত্তশুদ্ধিমুদ্দিশ্য ধর্ম্মান্ বিদধতীনাং তাসাং জ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃংহণ এব বৃত্তেঃ। চিত্তশোধকতা চৈষাং দৃশ্যতে—"তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি-শ্রুতৌ। যত্তু তেষাং বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদিফলকত্বং ক্বাপি ক্বাপি বীক্ষ্যতেঽনুভাব্যতে চ, তদপি শাস্ত্রবিশ্রম্ভোৎপাদনেন তত্রৈব চ বিশ্রান্তং "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদেঃ, "নারায়ণপরা বেদাঃ" ইত্যাদেশ্চ। ন চ সাংখ্যস্মৃত্যা বেদান্তার্থোপবৃংহণং শক্যং কর্ত্তুং, শ্রুতিবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাৎ। শ্রুতিসংবাদার্থস্পষ্টীকরণং হ্যুপবৃংহণম্। ন চ তস্যামিদমস্তি। তস্মাচ্ছ্রুতিবিরুদ্ধা সাংখ্যস্মৃতিঃ স্বকপোল-কল্পিতানাপ্তেতি ন তদ্ব্যর্থতাদোষাদ্ বিভীমঃ। ন চাপ্তত্বব্যপাশ্রয়কল্পনয়া তৎস্মৃতিপক্ষপাতো যুক্তঃ, তত্ত্বেন ব্যাখ্যাতানাং বহ্বনাং স্মৃতিষু বিভিন্নার্থাসু পক্ষপাতে সতি বাস্তবার্থানবস্থিতিপ্রসঙ্গাৎ। স্মৃত্যোর্বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্যো নির্ণয়হেতুর্ন ভবেদতঃ শ্রুত্যনুসারিণ্যেবাদরণীয়েতি। স্মৃতিবলেনাক্ষেপ্তৄন্ স্মৃতিবলেনৈব নিরাকরিষ্যাম ইত্যন্যস্মৃত্যনবকাশাৎ দোষোপন্যাসঃ। যত্তু "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি" ইতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতেরাপ্তত্বং তস্যেতি, তন্ন; তস্যা অন্যপরত্বাৎ, শ্রুত্যর্থ-বৈপরীত্যবক্তৃতয়া তদভাবাচ্চ। মনোরাপ্তত্বং তু তৈত্তিরীয়াঃ পঠন্তি—"যদ্বৈ কিঞ্চন

অদ্বৈতপ্রভুর মহাপ্রভুকে অবতারণ—

যাঁহার তুলসীদলে, যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য

মনুরবদত্তদ্ভেষজম্" ইতি। শ্রীপরাশরো হি পুলস্ত্যবশিষ্ঠপ্রসাদাদেব দেবতাপারমার্থধিয়ং প্রাপেতি স্মর্য্যতে। বেদবিরুদ্ধস্মৃতিপ্রবর্ত্তকঃ কপিলো হ্যগ্নিবংশজো জীববিশেষ এব মায়য়া বিমোহিতঃ, ন তু কর্দ্দমোদ্ভূতো বাসুদেবঃ। "কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ ॥ তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্। সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ ॥ সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্" ইতি স্মরণাৎ। তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধতয়ানাপ্তায়াঃ সাংখ্যস্মৃতের্ব্যর্থতা ন দোষঃ ॥ ১ ॥

"ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ" ॥ ২ ॥

ইতরেষাঞ্চ সাংখ্যস্মৃত্যুক্তানামর্থানাং বেদেঽনুপলম্ভাত্তস্যাঃ নাপ্তত্বম্। তে চ বিভবশ্চিন্মাত্রাঃ পুরুষাস্তেষাং বন্ধমোক্ষৌ প্রকৃতিরেব করোতি। তৌ পুনঃ প্রাকৃতাবেব। সর্ব্বেশ্বরঃ পুরুষবিশেষো নাস্তি। কালস্তত্ত্বং ন ভবতি। প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ করণবৃত্তিরূপা ভবন্তীত্যেবমাদয়স্তস্যামেব দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ২ ॥"

শ্রুতিতে 'কপিল' নামক এক আপ্ত ঋষির উল্লেখ দেখা যায়। তিনি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডসমূহকে যথাবৎ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐ কপিল-ঋষিই জ্ঞানকাণ্ড-বিস্তারের নিমিত্ত সাংখ্যস্মৃতি প্রণয়ন করেন।

সাংখ্যস্মৃতির মতে,—"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" ইত্যাদি সূত্রে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিই 'অত্যন্তপুরুষার্থ বা মোক্ষ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উহাতে অচেতন প্রধানকেই স্বতন্ত্রভাবে জগৎ-কারণ বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। কেবল ব্রহ্মকেই যদি জগতের একমাত্র কারণ বলা হয়, তাহা হইলে, ঐ সাংখ্যস্মৃতি নির্বিষয় হইয়া পড়ে; কারণ, আমূল সাংখ্যস্মৃতির একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ই তত্ত্বসংখ্যামাত্র। অতএব পরম-আপ্ত কপিল-ঋষির মতের অবিরোধেই বেদান্তসমূহের ব্যাখ্যান কর্ত্তব্য হইতেছে। তাহাতে মন্বাদি-প্রচারিত

যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার ॥ ৩৪ ॥

অনুভাষ্য

স্মৃতিরও নির্বিষয়তা হইতেছে না; কারণ, ধর্ম্মের প্রতিপাদনদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের উপবৃংহণ হইলে ঐ সকল স্মৃতির সবিষয়ই হয়। ইহার খণ্ডনার্থ প্রথমসূত্রের অবতারণা করিতেছেন,—.

অবকাশের অভাবই অনবকাশ। 'অনবকাশ' শব্দের অর্থ নির্বিষয়তা। সমন্বয়ের অনুরোধে বেদান্তে সাংখ্যস্মৃতির নির্বিষয়তারূপ দোষের আপত্তি হইতেছে। অতএব যথাশ্রুত অর্থের বিপরীত অর্থেই বেদান্তসমূহ ব্যাখ্যান করা উচিত?—তদুত্তর এই যে, উহা অসম্ভব; কারণ, ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলে, ব্রহ্মৈককারণতাবাদী বেদান্তানুগত মন্বাদিস্মৃতির নির্বিষয়তারূপ মহান্ দোষ আপতিত হয়। ঐ সকল স্মৃতিতে সর্ব্বেশ্বরকেই জগতের উৎপত্ত্যাদির কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ঐ সকল স্মৃতিতে কপিল-মুনি যেরূপ তত্ত্বসমূহ বলিয়াছেন, সেরূপ বলা হয় নাই। মনু বলিয়াছেন, "সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই তমোময়, অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় ও সুপ্তের ন্যায় অবস্থিত ছিল। তদনন্তর স্বয়ম্ভু ভগবান্ স্বয়ং অব্যক্ত হইয়াও এই সংসারকে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত মহাভূতাদিশক্তিসমন্বিত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত তমোরাশি বিদূরিত করিলেন। তিনি অতীন্দ্রিয়, অগ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময় ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তিনি স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া মনে মনে নিজদেহ হইতে বিবিধ প্রজা-সৃষ্টির অভিলাষী হইলেন, এবং প্রথমেই জলের সৃষ্টি করিলেন। পরমেশ্বর 'পরে ঐ বারিতে বীর্য্যাধান করিলেন। ঐ বীর্য্য হইতে সহস্রসূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত সুবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হইল। ঐ অণ্ডেই সর্ব্বলোক-পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।" পরাশর ঋষিও বলিয়াছেন,—"পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবান্ বিষ্ণু হইতেই সমুৎপন্ন এবং তদাশ্রয়েই অবস্থিত। তিনিই ইহার পালনকর্ত্তা ও নাশকর্ত্তা। এই জগৎ তাঁহারই শক্তিবিশেষ। ঊর্ণনাভ যেরূপ নিজদেহ হইতেই ঊর্ণাসমূহ বিস্তারপূর্ব্বক পরে আপনিই উহাকে

আচার্য্য গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥ ৩৫ ॥

অনুভাষ্য

গ্রাস করে, ভগবান বিষ্ণুও তদ্রূপ নিজশক্তি হইতে জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া পরে আবার নিজশক্তিতেই উহাকে বিলীন করিয়া থাকেন"। অপরাপর ঋষিগণও ঐরূপই বলিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডের বিস্তারদ্বারাই সাংখ্যস্মৃতির সবিষয়তা সিদ্ধ হইবে, এরূপও বলা যায় না; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশে উহা ধর্ম্ম-বিধানে প্রবৃত্ত। ঐ স্মৃতিসমূহের প্রবৃত্তি জ্ঞানকাণ্ডের বিস্তারের নিমিত্তই বলিতে হইবে। ঐ সকল ধর্ম্মের চিত্তশোধকতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে—'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই উহার প্রমাণ। 'সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি' ও 'নারায়ণপরা বেদাঃ' ইত্যাদি শ্রুতিও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেছে। এইরূপে সাংখ্যস্মৃতির জ্ঞানকাণ্ডের বিস্তারের নিমিত্তই প্রবৃত্তি, অনুমিত হইলেও তদ্দ্বারা বেদান্তার্থের বিস্তার স্বীকার করিতে পারা যায় না; কারণ, সাংখ্যস্মৃতিতে শ্রুতিবিরুদ্ধার্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিসংবাদসমূহের অর্থের স্পষ্টীকরণই উহার 'উপবৃংহণ'। সাংখ্যস্মৃতিতে শ্রুতিসংবাদার্থের স্পষ্টীকরণ দৃষ্ট হয় না, সুতরাং উহাকে শ্রুতিবিরুদ্ধই বলিতে হইবে। যাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া অনাপ্তই হইতেছে। অতএব ঐ অনাপ্ত সাংখ্যস্মৃতির ব্যর্থতা-দোষ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কোন একটি স্মৃতির অপ্রামাণ্য স্থির করিবার প্রতীক্ষায় অন্যস্মৃতির পক্ষপাত যুক্ত হয় না; যেহেতু, বিভিন্নার্থ স্মৃতিসমূহের পক্ষপাতী হইলে, নানাভাবে ব্যাখ্যাকারী গৌতমাদি অনেকের বহু বহু মত-দর্শনে বাস্তবার্থ-নির্ণয়ে অনবস্থা ঘটে। দুইটি স্মৃতির পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, শ্রুতির আশ্রয়-গ্রহণের প্রতীক্ষা ভিন্ন অপর একটি নির্ণায়ক প্রমাণের সাহায্য-গ্রহণ অসম্ভব হয়। যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা অবশ্য শ্রুত্যনুগত হওয়াই উচিত। শ্রুতির অনুসারী না হইলে, উহার আদর হইতে পারে না। যাঁহারা স্মৃতির বলেই নিন্দা উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে সেই স্মৃতিদ্বারাই নিরাকরণ

গৌরের এক অঙ্গ—অদ্বৈত, অন্য অঙ্গ—নিতাই

আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৬ ॥

উপাঙ্গাস্ত্র—শ্রীবাসাদি ভক্ত

প্রভুর উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্তমুখনেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র-সম ॥ ৩৭ ॥

সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গৌরের নামপ্রেম-প্রচার—

এসব লইয়া চৈতন্যপ্রভুর বিহার।
এসব লইয়া করেন বাঞ্ছিত-প্রচার ॥ ৩৮ ॥

অদ্বৈতপ্রভুকে গৌরের গুরুবুদ্ধি—

মাধবেন্দ্র পুরীর ইঁহো শিষ্য, এইজ্ঞানে।
আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি' মানে ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য

করা হইবে; তাহাতে অন্যস্মৃতির নির্বিষয়তারূপ দোষের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'ঋষিং প্রসূতং কপিলম্' ইত্যাদি বাক্যে এক আপ্ত কপিল-ঋষির কথা কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কপিল ঐ কপিল নহেন, তিনি অন্য কপিল ঋষি। অতএব ঐ সাংখ্যকার-কপিলকে 'অনাপ্ত' বলায় শ্রুতিরও অসম্মান করা হইতেছে না। মনু ও পরাশরের আপ্তত্ব শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ। বেদবিরুদ্ধ সাংখ্য-স্মৃতির প্রবর্ত্তক কপিল এবং কর্দ্দমসুত ভগবান্ কপিল,—এক নহেন। প্রথমোক্ত কপিল—অগ্নিবংশজ মায়ামোহিত জীববিশেষ, এবং শেষোক্ত কপিল—বাসুদেবেরই অবতার। পাদ্মে উক্ত হইয়াছে,—'ভগবান্ বাসুদেব কর্দ্দম-ঋষি হইতে কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্যতত্ত্ব ব্রহ্মাদি দেব-গণকে, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে এবং আসুরি-নামক বিপ্রকে উপদেশ করেন; তদুক্ত সাংখ্যস্মৃতি বেদার্থ দ্বারা উপ-বৃংহিত। অপর এক কপিলও ঐ আসুরিকেই কুতর্ক-পরিবৃংহিত স্বকপোলকল্পিত অপর এক সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন'। অতএব বেদবিরুদ্ধ শেষোক্ত অনাপ্ত সাংখ্য-স্মৃতিকে ব্যর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় কোনই দোষ হইতেছে না ॥ ১ ॥

বিশেষতঃ উক্ত সাংখ্যস্মৃতিতে এরূপ কতকগুলি বিষয় উক্ত হইয়াছে, যাহা বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই কারণেও উক্ত সাংখ্যস্মৃতিকে 'অনাপ্ত' বলা যাইতে পারে। বিষয়গুলি এই—"পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মসমূহ চিন্মাত্র ও বিভু; প্রকৃতিই উহাদের বন্ধ ও মোক্ষের কর্ত্রী। 'বন্ধ' ও 'মোক্ষ',—উভয়ই প্রাকৃত। 'সর্ব্বেশ্বর' বলিয়া কোন এক পুরুষ নাই। 'কাল' তত্ত্বই নহে। প্রাণাদি পাঁচটী

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অদ্বৈতপ্রভু—মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, এবং তাঁহার গুরুভাই ঈশ্বরপুরী—মহাপ্রভুর গুরু। এই সম্বন্ধে আচার্য্যগোসাইকে মহাপ্রভু 'গুরু'জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যগোঁসাই—সর্ব্বেশ্বর, এবং অদ্বৈত-আচার্য্যপ্রভু—তাঁহার দাস। এসম্বন্ধে অদ্বৈতপ্রভু আপনাকে 'দাস' অভিমান করিতেন ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য

ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি"—ইত্যাদি কতকগুলি বেদান্তবিরুদ্ধ বিষয় ঐ সাংখ্যস্মৃতিতে দেখা যায় ॥ ২ ॥

আদি, ৫ম পঃ ৫৮-৬৬; মধ্য, ২০ পঃ ২৫৯-২৬১, ২৭১, ২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৮-১৯ ॥

আদি, ৩য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২১ ॥

আদি, ৩য় পঃ ৬৯-৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥

অদ্বৈতপ্রভু সেব্য বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও তাঁহার জীবের মঙ্গলবিধান-কার্য্যরূপ সেবাপ্রবৃত্তিদান ব্যতীত অন্য কৃত্য বা আচরণ নাই। কেবল সেব্যভাবে স্বীয় লীলার প্রচার করিলে জগতের ভোগী লোকসমূহ তদনুকরণে নিরীশ্বর কেবলাদ্বৈতবাদী বা অহংগ্রহোপাসক হইয়া যাইবে, দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সেবকলীলা প্রকটিত করিয়া এই আচার্য্যত্ব প্রদর্শন করাও একটী কার্য্য। আচার্য্যের কৃষ্ণসেবোন্মুখতা-রূপ আচরণ ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। সেব্যের সেবকরূপে আচরণই আচার্য্যত্বের হেতু—উহাই নৈমিত্তিক অবতারের লীলাবিশেষ। দুরাচার জনগণ আচার্য্যের পবিত্র স্থান ও বেষ কলুষিত করিতে গিয়া ভগবৎসেবা ব্যতীত যে স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণের তাণ্ডব নৃত্য প্রদর্শন করেন, তাহা সর্ব্বতো-ভাবে আচার্য্যের দ্বারা তিরস্কৃত ॥ ২৬-২৮ ॥

শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য বৈষ্ণব-জগতের গুরু এবং সকলেরই

লৌকিক রীতি অনুসারে অদ্বৈতের প্রতি গৌরের গুরুতুল্য ব্যবহার—

লৌকিক-লীলাতে ধর্ম্মমর্য্যাদা-রক্ষণ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করে তাঁর চরণ বন্দন ॥ ৪০ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর মহাপ্রভুর প্রতি প্রভু-বুদ্ধি—

চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে 'প্রভু'-জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর 'দাস'-অভিমান ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণদাস-অভিমানে ভক্তি-প্রচার—

সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে।
'কৃষ্ণদাস হও'—জীবে উপদেশ করে ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণদাস্যে বৈকুণ্ঠ-আনন্দ—

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য

মাস্য। তাঁহারই পাদপদ্মানুসরণে ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাদৃশ আচরণ অনুসরণ করিয়া হরিসেবা করেন ॥ ২৯ ॥

আদি, ৩য় পঃ ৯১, ৯৫-১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩-৩৪ ॥

আদি, ৩য় পঃ ৭১-৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৬-৩৮ ॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। তাঁহার শিষ্য—ঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। শ্রীমাধ্ব-পরম্পরায় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাখা 'শ্রীগৌর-গণোদ্দেশে', 'প্রমেয়রত্নাবলী'তে ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীভক্তিরত্নাকরেও তদুল্লেখ দেখা যায়। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীমাধ্ব-শাখা এরূপ বর্ণিত আছে—"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীৎ শিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। তস্য শিষ্যো নারদোঽভূৎ ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্ ॥ শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ। ব্যাসাল্লব্ধ-কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ ॥ তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্য-মহাশয়ঃ। তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ। অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুঃ তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ ॥ বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্র-স্তস্য সেবকঃ। জয়ধর্ম্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ ॥ শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ। জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণু-সংহিতাম্। শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ ॥ তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ। তস্য শিষ্যোঽভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ ॥ কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ। অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে ॥ ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে। জগদা-প্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্ ॥ ৩৯ ॥

ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া মহাবিষ্ণু আপনার স্বরূপা-ভিমান পরিহারপূর্ব্বক ভগবৎকৈঙ্কর্য্যকে নিজের আনুষ্ঠানিক-কার্য্যজ্ঞানে আনন্দানুভব করেন। সেই সেবানন্দদ্বারাই মহাবিষ্ণুর নিজ-স্বরূপজ্ঞানে (আপনাকে ভোক্তা বলিয়া উপ-লব্ধিতে) শৈথিল্য। তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবগণকে অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করেন। ২৭-২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৪২ ॥

আদি, ৭ম পঃ ৮৫, ৯৭-৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ভঃ রঃ সিঃ, পূর্ব্ব লহরীতে—"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥" ভাবার্থ-দীপিকায়—"ত্বৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্ ॥" তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমণ্বীমনিচ্ছতঃ। ভক্তিহৃতমনঃপ্রাণান্ প্রেম্ণা তান্ কুরুতে জনান্ ॥ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবা-নির্বৃত-চেতসাম্ ॥ এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ ॥" পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—"বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ। ইদং তে বপুর্নাথ গোপালবালং সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ। তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥" হয়শীর্ষীয় শ্রীনারায়ণ-ব্যূহস্তবে—"ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর। প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে ॥ পুনঃ পুনর্বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ। ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্ ॥ যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দাশরথেস্তু যঃ। নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ ॥" শ্রীহনুমদ্বাক্য

অদ্বৈতের ও নিত্যানন্দের গৌরদাস্যেই সুখ—

মুঞি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ।
দাস-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥ ৪৪ ॥

দৃষ্টান্তদ্বারা কৃষ্ণদাস্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-প্রদর্শন—

(১) লক্ষ্মীর কৃষ্ণদাস্য যাচ্ঞা—

পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্য-সুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥ ৪৫ ॥

(২) বিষ্ণুপার্ষদবর্গ এবং ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, নারদ ও শুকাদিরও কৃষ্ণদাস্য—

দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি-ভব-নারদাদি-শুক-সনাতন ॥ ৪৬ ॥

(৩) গৌরদাস পাগল নিতাই—

নিত্যানন্দ-অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল ॥ ৪৭ ॥

(৪) শ্রীবাসাদি মহাজনগণ, সকলেই গৌরদাস—

শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর ॥ ৪৮ ॥

এসব পণ্ডিতলোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥ ৪৯ ॥

স্বয়ং গৌরদাস বলিয়া ইঁহাদেরও গৌরদাস্যেরই উপদেশ—

এই মত গায়, নাচে, করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে,—'হও চৈতন্যের দাস' ॥ ৫০ ॥
চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু-জ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাব—

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥ ৫২ ॥

সিদ্ধানুভূতি-প্রমাণ—

ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব, যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥ ৫৩ ॥

(৫) নন্দ-মহারাজের বৎসল-রসেও কৃষ্ণদাস্য—

অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ-মহাশয়।
তাঁর সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয় ॥ ৫৪ ॥
শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তাঁর।
তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ব্রহ্মসুখ—'আমি ব্রহ্ম' এই অভেদ-বুদ্ধিতে যে সুখ ॥৪৬॥
আগল—অগ্রগণ্য ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য

—"ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥" শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে—"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন। ত্বৎপাদ-পঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং মম॥ মোক্ষসালোক্যসারূপ্যান্ প্রার্থয়ে ন ধরাধর। ইচ্ছামি হি মহাভাগ কারুণ্যং তব সুব্রত॥" সম্রাট্ কুলশেখর 'মুকুন্দমালা স্তোত্রে'—"নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভি-রন্তুং ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥" শ্রীমদ্ভাগবতে—৩।২৫।৩৬, ৩।৪।১৫, ৩।২৫।৩৪, ৪।১।২২, ৪।৯।১০, ৪।২০।২৪, ৫।১৪।৪৩, ৬।১১।২৫, ৬।১৭।২৮, ৬।১৮।৭৪, ৭।৬।২৫, ৭।৮।৪২, ৮।৩।২০, ৯।৪।৪৯, ৯।২১।১২, ১০।১৬।৩৭, ১০।৮৭।২১, ১১।১৪।১৪, ১১।২০।৩৪, ১২।৩।৬ প্রভৃতি বহু শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৪৩-৪৪ ॥

জগতে গুরুবর্গ যে অজ্ঞাতভাবে দাস্য করেন, তাহা অনেক সময়ে ঐশ্বর্য্য-প্রধান বুদ্ধিতে বা মর্য্যাদা-মার্গে বুঝা যায় না, এজন্য নারায়ণ-সেবায় কৃষ্ণপ্রেমার ন্যায় চমৎকারিতা নাই। কৃষ্ণের গুরুগণ দাস্যের উৎকর্ষে অবস্থিত হইবার জন্যই শ্রীগুরুত্ব গ্রহণ করিয়া সেবা করিয়া থাকেন। সম ও লঘু-সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া দাস্যভাব ঐশ্বর্য্য-প্রধান বুদ্ধিতে বুঝা যায়, কিন্তু গুর্ব্বভিমানে দাস-ভাব-প্রাবল্য একমাত্র কৃষ্ণসেবায় অবস্থিত। সর্ব্বতোভাবে সেবা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া প্রচুর-পরিমাণে সেবাভিলাষ—একমাত্র সর্ব্বসেব্য কৃষ্ণের প্রতিই সম্ভব। নারায়ণের সম ও লঘু, বহু সেবক আছেন, কিন্তু কৃষ্ণের গুরুবর্গ অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া আত্যন্তিক সেবাই করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের গুরুজন, কৃষ্ণের সম এবং কৃষ্ণের স্নেহের পাত্র,

তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে ॥ ৫৬ ॥
শুন, উদ্ধব, সত্য, কৃষ্ণ,—আমার তনয়।
তিহোঁ ঈশ্বর—হেন যদি তোমার মনে লয় ॥৫৭॥
তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর-কৃষ্ণে হউক্ মোর মতি ॥ ৫৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৪৭ অ, ৬০ শ্লোক)

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥ ৫৯ ॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈরতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬০ ॥

(৬) ব্রজসখাগণের সখ্য-রসেও কৃষ্ণদাস্য—

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-হীন, কেবল-সখ্যময় ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হে উদ্ধব, যদিও কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে লয়, তথাপি সেই কৃষ্ণে আমার মনোবৃত্তি স্থিত হউক্ ॥ ৫৮ ॥

নন্দ কহিলেন,—হে উদ্ধব, আমাদের সমস্ত মানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজকে আশ্রয় করুক্; আমাদিগের বাক্যসকল তাঁহার নামকীর্ত্তন করুক্ এবং আমাদিগের দেহ তাঁহার অভিবাদনে প্রযুক্ত হউক্। কর্ম্মফলানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের যে কোন অবস্থা হউক্ না কেন, দানাদি শুভানুষ্ঠানের দ্বারা পরমপুরুষ কৃষ্ণে আমাদিগের রতি পরিবর্দ্ধিত হউক্ ॥ ৫৯-৬০ ॥

সখ্য দুইপ্রকার—'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত' ও 'কেবল' অথবা 'অমিশ্র' সখ্য। শ্রীদামাদি ব্রজসখাদিগের 'কেবল' সখ্য—তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য জানেন না ॥ ৬১ ॥

অনুভাষ্য

এই ত্রিবিধ ব্যক্তিই তৎপ্রেমবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণদাস্যই করিয়া থাকেন—ইহাই প্রেমের অদ্ভুত বিক্রম ॥ ৫২ ॥

ব্রজবাসিগণের সহিত সাক্ষাৎকারের পর তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া উদ্ধব দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ হইলে নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগভরে উদ্ধবকে বলিতেছেন।

কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তাঁরা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন ॥ ৬২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ১৫অ, ১৭ শ্লোক)

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ৬৩ ॥

(৭) ব্রজগোপীগণের মধুর-রসেও কৃষ্ণদাস্য—

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥ ৬৪ ॥
যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান ॥৬৫॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৩১অ, ৬ শ্লোক)

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজ-জনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥৬৬॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কৃষ্ণ শয়ন করিলে কোন সখা তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিশুদ্ধ-সখ্যভাবে পল্লব-রচিত ব্যজন দ্বারা বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

হে ব্রজদুঃখনাশক, হে যোষিদ্‌গণের মধ্যে পরম-নায়ক, হে নিজজন-সন্দেহ (গর্ব্ব)-দূরকারী মন্দহাস্যময়, হে সখে, আমরা তোমার কিঙ্করী—তোমার মুখপদ্ম আমাদিগকে দর্শন করাও ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য

নঃ (অস্মাকং) মনসঃ বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ (কৃষ্ণ-পাদপদ্মাশ্রিতাঃ) স্যুঃ। (অস্মাকং) বাচঃ তু নাম্নাং (তন্নাম্নাম্) অভিধায়িনী (কীর্ত্তনপরা ভবন্তু), কায়ঃ (দেহঃ) তৎপ্রহ্বণাদিষু (তস্য কৃষ্ণস্য নমস্কারাদিষু) অস্তু ॥৫৯॥

কর্ম্মভিঃ (পাপপুণ্যাদিভিঃ ফলান্বিতৈঃ) ঈশ্বরেচ্ছয়া যত্র কাপি ভ্রাম্যমাণানাং (চতুরশীতিযোনিষু জায়মানানাং) নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলাচরিতৈঃ দানৈঃ তজ্জনিতৈঃ শুভ-কর্ম্মভিঃ) ঈশ্বরে (ভগবতি) কৃষ্ণে রতিঃ (অনুরাগঃ) অস্তু ॥ ৬০ ॥

তালবনে ধেনুকাসুরের বধের পূর্ব্বে রামকৃষ্ণকে লইয়া গোপবালকগণ পরস্পর এইরূপ ক্রীড়া করিতেছিলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৪৭অ, ২০ শ্লোক)

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ৬৭ ॥

(৮) এমন কি, সাক্ষাৎ শ্রীরাধারও কৃষ্ণদাস্য—

তাঁ-সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা ॥ ৬৮ ॥
তিঁহো যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ ৬৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৩০অ, ৩১ শ্লোক)

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৭০ ॥

(৯) মহিষীগণেরও কৃষ্ণদাস্য—

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সম্প্রতি খেদের বিষয় এই যে, আমাদের আর্য্যপুত্র মথুরা-নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। হে উদ্ধব, পিতা-নন্দের গৃহ ও গোপবান্ধবগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? কখনও কি তিনি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলেন? আহা! তিনি কি আর অগুরুবৎ-গন্ধযুক্ত হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করিবেন? ৬৭ ॥

অনুভাষ্য

হতপাপ্মানঃ (বিগতকল্মষাঃ) কেচিৎ গোপবালকাঃ মহাত্মনঃ (ভগবতঃ) কৃষ্ণস্য তস্য পাদসম্বাহনং চক্রুঃ; অপরে গোপাঃ ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ (সম্যক্ অবীজয়ন্) ॥ ৬৩ ॥

রাসক্রীড়া-কালে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে গোপীগণের গীতি।

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্, (কৃষ্ণানুরাগিজনবিরহক্লেশবিনাশন,) বীর, (উদারবিগ্রহ,) নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত, (নিজজনানাং রসবিগ্রহাণাং স্ময়ঃ গর্ব্বং তং ধ্বংসয়তি ইতি তথাভূতং স্মিতহাস্যং যস্য তথাভূত,) সখে, স্ম (নিশ্চিতং) ভবৎকিঙ্করীঃ নঃ (অস্মান্) ভজ (অনুবর্ত্তস্ব); চারু (মনোহরং) জলরুহাননং (মুখপদ্মং) চ যোষিতাং (গোপীনামস্মাকং) দর্শয় ॥ ৬৬ ॥

ব্রজে উদ্ধবের আগমনে ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমতীর চিত্রজল্পোক্তি।

হে সৌম্য, অপি বত আর্য্যপুত্রঃ (নন্দনন্দনঃ) অধুনা কিং মধুপুর্য্যাং (মথুরায়াম্) আস্তে (সুখং নিবসতি)? সঃ পিতৃগেহান্ (পিতৃভ্যাং নন্দযশোদাভ্যাং গেহৈশ্চ সহিতান্) বন্ধূন্ (পর্জ্জন্য-বরীয়স্যুপনন্দাভিনন্দ-সন্নন্দ-নন্দন-রোহিণী-সানন্দানন্দিনী-কণ্ডব-দণ্ডবাদীন্ গোপান্ সুবলার্জ্জুন-গন্ধর্ব্ব-বসন্ত-শ্রীদাম--সুদামোজ্জ্বল--কোকিল--সনন্দন-বিদগ্ধাদীন্) চ কিং স্মরতি? কচিৎ (কদাচিৎ) অপি কিঙ্করীণাং (ললিতাবিশাখাচিত্রাচম্পকলতা-তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখারঙ্গদেবী-সুদেবী-কলাবতী-শুভাঙ্গদা-হিরণ্যাঙ্গী-রত্নলেখা-শিখাবতী-কন্দর্পমঞ্জরী-ফুল্লকলিকানঙ্গমঞ্জরী--পুণ্ডরীকা--সিতাখণ্ডী--চারুচণ্ডী-সদণ্ডিকা-কুণ্ঠিতা-কলকণ্ঠি-বামচি-মেচকা-হরিদ্রাভা-হরিচ্চেলা বিতণ্ডিকা-লীলাবতী-সাধিকা চন্দ্রিকা--মাধবী-বিজয়া--নন্দা-গৌরী-সুধামুখী-বৃন্দা-কৌমুদী--রত্নভবারত্নপ্রভাদি-দাসীনাং) নঃ (অস্মাকং শ্রীমতীবৃষভানুকুমারীণাং গান্ধর্ব্বিকানাং) কথাং সঃ গৃণীতে (কিং স্বমুখেনোচ্চারয়তি)? কদা নু অগুরুসুগন্ধং (অগুরুঃ-সকাশাদপি সুষ্ঠুগন্ধং যস্য তাদৃশং) ভুজং (স্বভুজং) মূর্দ্ধ্নি অধাস্যৎ (নিধাস্যতি)? ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! আমি তোমার অতিদীনা দাসী, আমাকে নিকটস্থ কর! ৭০॥

অনুভাষ্য

রাসক্রীড়া-কালে অন্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয় কৃষ্ণ একমাত্র শ্রীমতী রাধিকার সহিত অন্তর্হিত হইলে অন্য গোপীগণকে কৃষ্ণবিরহে বিলাপ করিতে দেখিয়া দৃপ্তিবশতঃ শ্রীমতী স্বীয় চলচ্ছক্তি-রাহিত্য জ্ঞাপন করিয়া কৃষ্ণতে বহন করিতে আদেশ করায় কৃষ্ণের অন্তর্ধানহেতু শ্রীমতীর বিলাপোক্তি—

হা নাথ, রমণ, প্রেষ্ঠ, (সর্ব্বোত্তম,) ক্বাসি (ত্বং) ক্বাসি? হে সখে, কৃপণায়াঃ (তব বিরহকাতরায়াঃ) দীনায়াঃ তে (তব) দাস্যাঃ মে (মম) সন্নিধিং (নিজসন্নিধানং) দর্শয় (অবলোকয়) ॥ ৭০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৮৩অ, ১১ শ্লোক)

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥৭২॥

(তত্রৈব ৮৩অ, ৩৯ শ্লোক)

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ৭৩ ॥

(১০) স্বয়ংপ্রকাশ বলরামেরও কৃষ্ণদাস্য—

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥ ৭৪ ॥
তিঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন জনা ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আমি শ্রীকৃষ্ণপাদস্পর্শ-লালসায় তপস্যা করিতেছিলাম, কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ স্বীয় সখার সহিত আসিয়া আমার পাণি গ্রহণ করিলেন। তদবধি আমি ইঁহার গৃহমার্জ্জনকারিণী দাসী ॥ ৭২ ॥

আমরা কত কত তপস্যাদ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই আত্মারাম পুরুষের গৃহদাসীত্ব লাভ করিয়াছি ! ৭৩ ॥

অনুভাষ্য

সমস্ত-পঞ্চকে যাদব ও কৌরব-মহিলাগণ একত্র সম্মিলিত হইলে পরস্পর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণমহিষী কালিন্দীর বাক্য।

স্বপাদস্পর্শনাশয়া (স্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদস্পর্শনস্য আশয়ঃ যস্যাঃ সা) তপশ্চরন্তীং মা (মাম্) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) সঃ কৃষ্ণঃ সখ্যা (অর্জ্জুনেন) সহ উপেত্য (সমীপমাগত্য) পাণিম্ অগ্রহীৎ ; সা (অহং) তৎ (তস্য) গৃহমার্জ্জনী দাসী ॥ ৭২ ॥

ঐ সময়ে ঐ প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণমহিষী লক্ষ্মণার বাক্য।

ইমাঃ বয়ং (মহিষ্যঃ) সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা সর্ব্বেষু (সুখবিত্ত-পুত্রাদিষু সমোক্ষচতুর্ব্বর্গাদিষু বা সঙ্গঃ তস্য নিবৃত্ত্যা উপেক্ষয়া) তপসা (দাসীবৃত্ত্যা) আত্মারামস্য তস্য (কৃষ্ণস্য) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) গৃহদাসিকাঃ বভূবিম (আস্মহি) ॥ ৭৩ ॥

বলদেব অগ্রজন্মা অর্থাৎ পূজ্য হইয়াও আপনাকে অনুজ কৃষ্ণের সেবক বলিয়াই জানেন। মহাবৈকুণ্ঠে এই স্বয়ংপ্রকাশ

(১১) শেষরূপী অনন্তের দশদেহে কৃষ্ণদাস্য—

সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন ॥ ৭৬ ॥

(১২) শিবের কৃষ্ণদাস্য—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো, সর্ব্বদেব-অবতংস ॥ ৭৭ ॥
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব,—'মুঞি কৃষ্ণদাস' ॥ ৭৮ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥ ৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দশদেহ,—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন,—এই দশদেহ ॥ ৭৬ ॥

অনুভাষ্য

বলদেববিগ্রহেরই চতুর্ব্যূহাত্মক প্রকোষ্ঠ—উহাই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের পরম ঐশ্বর্য্য। মর্য্যাদা-মার্গে এরূপ সমুন্নত পরমোচ্চ পদবীও কৃষ্ণের ভৃত্যবৃত্তিতে অবস্থিত, সুতরাং গোলোক-বৈকুণ্ঠ ও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বা তদভ্যন্তরস্থ কোন সত্ত্বই কৃষ্ণকে ভোগ করিতে বা ভৃত্য করাইতে সমর্থ নহে। কৃষ্ণব্যতীত অপর প্রত্যেকেই কৃষ্ণে যে পরিমাণ সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট, সেই পরিমাণই তিনি অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণদাস্য পরিত্যাগ করিয়া যে প্রাণী যে পরিমাণ বিমুখ হইয়াছেন, সেই পরিমাণে তিনি অমঙ্গল আবাহন করিয়াছেন। জড়জগতে কৃষ্ণকে ভোগ করিবার প্রবৃত্তি অথবা কৃষ্ণের সমজ্ঞানে কৃষ্ণের ন্যায় ভোগ করিবার প্রবৃত্তি অভক্তকুলের মূলমন্ত্র হইলেও স্বরূপতঃ সকল কৃষ্ণাশ্রিত জনই নিত্যকাল ভগবৎসেবায় নিযুক্ত। কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যই জীবকে মৃতকল্প করিয়া তুলে। যখন কৃষ্ণজ্ঞানের উন্মেষ হয়, তৎকালেই ন্যূনাধিক কৃষ্ণদাস্যবৃত্তি জীবমাত্রেই লক্ষিত হয় ॥ ৭৫ ॥

রুদ্র ও সদাশিব—লঘুভাগবতামৃতে গুণাবতারবর্ণন-প্রসঙ্গে (১৮-২৪ শ্লোক)। রুদ্র—"রুদ্র একাদশব্যূহস্তথাষ্ট-তনুরপ্যসৌ। প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশবাহুরুদীর্য্যতে ॥

(১৩) চতুর্ব্বিধ রসেই কৃষ্ণদাস্য—

পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয় ॥৮০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যে কোন ভাব লউন্ না কেন, সকলভাবের অন্তর্গত দাস্যভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য

ক্বচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব। তৎ তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ ॥ হরঃ পুরুষধামত্বান্নির্গুণ প্রায় এব সঃ। বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে॥ যথা শ্রীদশমে (১০।৮৮।৩)—"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ॥" যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৫)—"ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ। যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" বিধের্ললাটাজ্জন্মাস্য কদাচিৎ কমলাপতেঃ। কালাগ্নিরুদ্রঃ কল্পান্তে ভবেৎ সঙ্কর্ষণাদপি॥ সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা। সর্ব্বকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ংপ্রভোঃ। বায়ব্যাদিষু সৈবেয়ং শিবলোকে প্রদর্শিতা॥ তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্ আদিশিবকথনে (৫।৮) —"নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা। তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ। যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ" ইত্যাদি॥

শ্রীরুদ্র—একাদশব্যূহ, যথা—অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, দেবশ্রেষ্ঠ ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী এবং অপরাজিত; এবং অষ্ট মূর্ত্তি যথা—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী তন্মধ্যে প্রায় রুদ্রই পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন এবং দশ-বাহু। কোন কোন স্থানে রুদ্রকেও বিধির ন্যায় 'জীববিশেষ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবদংশরূপে কীর্ত্তন করায় 'শেষে'র ন্যায় ইহারও মীমাংসা করিতে হইবে অর্থাৎ স্বাংশ শিব—ঈশ্বর কোটি, এবং সংহারক রুদ্র—বিভিন্নাংশ জীব। ভগবদবতার পুরুষাত্মস্বরূপ বলিয়া হর বস্তুতঃ নির্গুণ হইয়াও, তমোগুণের যোগে অতাত্ত্বিক সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট আপাততঃ বিকারীর ন্যায় প্রতীত হন। যথা

স্বয়ং কৃষ্ণই সর্ব্বপ্রভু—

এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর ॥ ৮১ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীদশমে—"রুদ্র নিরন্তর গুণসাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতিযুক্ত, গুণক্ষোভের পর গুণত্রয়যুক্ত এবং দূর হইতে গুণত্রয়ে সংবৃত" ইতি; যথা ব্রহ্মসংহিতায়—"দুগ্ধ যেমন বিকারবিশেষের যোগে দধিরূপে পরিণত হয়, কিন্তু সেই দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে কখনই পৃথক্ বস্তু নয়, তদ্রূপ যিনি সংহারকার্য্যের নিমিত্ত রুদ্ররূপে অবতীর্ণ হন, আমি সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি"। কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বা বিষ্ণুর ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নি রুদ্রের জন্ম হইয়া থাকে। বায়ুপুরাণাদিতে বৈকুণ্ঠের অন্তর্ভুক্ত শিবলোকে সর্ব্বকারণস্বরূপ ও তমোগুণসম্বন্ধরহিত যে সদাশিব-নাম্নী শিবমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস; যথা ব্রহ্মসংহিতায় আদিশিবকথনে উক্ত হইয়াছে—"নিয়তা ভগবৎস্বরূপভূতা অনপায়িনী এবং বশংবদা সেই রমাদেবী যাঁহার প্রেয়সী, সনাতন চৈতন্যবিগ্রহ ভগবান্ শম্ভু সেই স্বয়ংরূপের অঙ্গবিশেষ। যিনি যোনি অর্থাৎ মহামায়া বা মহদাদিতত্ত্বের উৎপত্তিস্থান, তিনি অপরা অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী শক্তি" ইত্যাদি।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ:—বাক্যবিশেষলাভাৎ রুদ্রস্যাপি দ্বৈবিধ্যং প্রতিপাদয়িতুমাহ—শ্রীতি। 'সত্ত্বং রজঃ' ইত্যাদি (ভা ১।২।২৩) বাক্যে য ঈশ্বরকোটিরুক্তঃ, তং তাবদাহ —রুদ্র একাদশব্যূহ ইতি। অত্র ভারতবাক্যম্— "অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ। বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ। সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ॥" ইত্যেতৎ। তথাষ্টতনুরিতি—"পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুরাকাশমেব চ। সূর্য্যচন্দ্রমসৌ সোমযাজী চেত্যষ্টমূর্ত্তয়ঃ॥" ইতি যাদবঃ॥ প্রায়ইতি—জলাবরণস্থ-রুদ্রস্যৈকমুখত্ববীক্ষণাৎ।

অথ জীবকোটিত্বং তস্যাহ—কচিদিতি। "যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্" ইত্যাদিকমৃক্‌শ্রুতৌ; "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত—প্রজাঃ

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব,—তাঁহার কিঙ্কর ॥ ৮২ ॥

অনুভাষ্য

সৃজেয়" ইত্যারভ্য, "নারায়ণাদ্‌ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্‌রুদ্রো জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতির্জায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো [জায়ন্তে] নারায়ণাদেকাদশরুদ্রা [জায়ন্তে] নারায়ণাদ্বাদশাদিত্যাঃ" (না০উ০ ১) ইত্যাদিকং নারায়ণোপনিষদি। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানঃ" ইত্যুপক্রম্য, "তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যম্" (ম০ উ০ ১-২) ইত্যাদিকং মহোপনিষদি; "প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ ॥" ইতি মোক্ষধর্ম্মে চ। এভির্বাক্যৈর্জন্মোক্তেঃ হরস্য জীবত্বম্। অতঃ প্রলয়শ্চ "ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা ॥ জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা। বিতেজসশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি বৈ ॥" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মে; "একো হ" ইত্যাদিশ্রুতৌ চ। অন্যথা এতানি কুপ্যেয়ুঃ। দৃষ্টান্তোঽত্র—বিধেরিবেতি। শেষবদিতি—শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধারশক্তিঃ শেষ ঈশ্বরকোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ। তদংশত্বেনেতি—তৎস্বাংশত্বেন তদ্বিভিন্নাংশত্বেন চ পুরাণেষ্বভিধানাদিত্যর্থঃ।

যত্তু "সত্ত্বং রজস্তমঃ" ইতিপদ্যে পরস্য পুরুষস্যাবির্ভাবো হরঃ পঠিতঃ, স খলু, পুরুষধামত্বাৎ—তদাত্মভূতত্বাৎ, নির্গুণ এব। প্রায় ইতি—স্বেচ্ছাগৃহীতেন তমসা আবৃতত্বাৎ। অতএব, সর্ব্বৈঃ—অতত্ত্ববিদ্ভিঃ, বিকারবান্, ইহ—গুণাবতারেষু, প্রতীয়তে; বস্তুতস্তু অবিকারী স ইত্যর্থঃ। তমোযোগাদ্‌বিকারবান্ প্রতীয়তে, ইত্যত্র প্রমাণমাহ,—শিবঃ শক্তীতি। শিবঃ—রুদ্রঃ, শশ্বৎ—সর্ব্বদা, শক্ত্যা—স্বেচ্ছাগৃহীতয়া গুণসাম্যাবস্থয়া প্রকৃত্যা, যুতঃ; গুণক্ষোভে সতি, ত্রিলিঙ্গঃ—গুণত্রয়যুক্তঃ, প্রকটৈশ্চ সদ্ভিস্তৈস্তৈর্দুরত সংবৃতশ্চেতি। নন্বু তমঃসংবৃতত্বং তস্য খ্যাতং ত্রিলিঙ্গত্বমিহ কথমুক্তমিতি চেৎ? উচ্যতে,—ত্রয়াণাং গুণানাং মিথঃ

(১৪) তদ্ব্যতীত সমগ্র চিত্তত্ত্বই তাঁহার দাস—

কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥৮৩॥

অনুভাষ্য

সংপৃক্তত্বাৎ সত্ত্ব-রজসী চ তত্র স্যাতামেবেত্যবিরোধঃ। এতচ্চ বাক্যং লোকপ্রতীত্যনুবাদরূপং বোধ্যম্।

পুরুষধামত্বাৎ নির্গুণত্বং, তমোযোগাৎ বিকারবত্ত্বভণিতিঃ ইত্যত্র প্রমাণং—ক্ষীরং যথেতি। বিকারবিশেষযোগাৎ ক্ষীরং যথা দধি সঞ্জায়তে, ততঃ—ক্ষীরাৎ হেতোঃ দধি, পৃথক্—ভিন্নং, ন অস্তি—ন ভবতি, তথা, যঃ—গোবিন্দঃ, তমোযোগাৎ—স্বেচ্ছাগৃহীত-তমঃসম্বন্ধাৎ, শম্ভুর্ভবতি; ন তু গোবিন্দাৎ শম্ভুরন্য ইত্যর্থঃ। তথা চ বিকারস্যাগন্তুকত্বাৎ স্বরূপে ন তৎপ্রসঙ্গ ইতি ॥

রুদ্রস্যাবির্ভাবস্থানান্যাহ—বিধেরিতি। বিধের্ললাটাদিতি শতপথাদৌ দৃষ্টং, কমলাপতের্ললাটাদিতি মহোপনিষদি (ম০ উ০ ২), পুরাণেষু চ; তদিদং কল্পভেদাৎ সম্ভাব্যম্। কালাগ্নিরুদ্র ইতি—"পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ" (ভা০ ১১।৩।১০) ইত্যেকাদশোক্তের্বোধ্যম্।

যত্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ংপ্রভুঃ, নারায়ণাদয়স্তদ্বিলাস-স্বাংশাঃ, তথা আবেশাশ্চ কেচিৎ, তৎস্বাংশাৎ গর্ভোদশয়াৎ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাঃ, তেষামীশত্বং, কদাচিৎ ব্রহ্ম-রুদ্রয়োর্জীবত্বঞ্চ, ইতি বচনলাভাৎ শাস্ত্রকৃতা নির্ণীতং, ন তৎ চতুরস্রং; কিন্তু সদাশিবো মূলং তত্ত্বং স্বয়ংপদাভিমতং, তদেব নারায়ণাদিরূপম্, অতঃ ব্রহ্মাদয়স্ত্রয়স্তস্যৈব কার্য্যভূতাঃ—"অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্। তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্ ॥ উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্। ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ। স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং চরাচরম্। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥" (কৈ০ উ০ ৬-৯) ইতি কৈবল্যোপনিষদি শ্রবণাৎ। তস্মাদয়ং পক্ষো বরীয়ান্, শ্রৌতত্বাদিতি চেৎ? তত্রাহ—সদেতি। সা মূর্ত্তিঃ, স্বয়ংপ্রভোঃ—কৃষ্ণস্য, অঙ্গভূতা, নারায়ণ-

চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস ॥৮৪॥
এত বলি' নাচে, গায়, হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য্য হৈঞা সুস্থির ॥ ৮৫ ॥

বলদেব ও তাঁহার সমস্ত অংশাবতারই কৃষ্ণদাসাভিমানী—

ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥ ৮৬ ॥

(১) তাঁহার সঙ্কর্ষণাবতার দাসাভিমানী—

তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত বলি' অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৮৭ ॥

(২) তাঁহার লক্ষ্মণাবতার দাসাভিমানী—

তাঁর অবতার আন শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল অনুক্ষণ ॥ ৮৮ ॥

অনুভাষ্য

স্তদ্বিলাস ইত্যর্থঃ। অতএব তৈত্তিরীয়াঃ শিবমচ্যুতং নারায়ণম্ ইত্যোকার্থেন পঠন্তি। শ্রুতৌ, উমা—কীর্ত্তিঃ, তৎসহায়ং, ত্রিলোচনং—ত্রিকালজ্ঞং, নীলকণ্ঠং—নীলমণি-ভূষিতকণ্ঠম্, ইতি ব্যাখ্যেয়ং—প্রতীতার্থানাং তস্মিন্ শিবে অস্বীকারাৎ। বায়ব্যাদিষ্বিতি। শিবলোকে—বৈকুণ্ঠধাম্নি। "অণ্ডৌঘস্য সমস্তাৎ তু" ইত্যাদিভির্বায়বীয়বাক্যৈর্নিরূপিতোঽয়ং সদাশিবস্তল্লোকশ্চ সন্দর্ভকৃদ্ভিঃ।

স্বয়ংরূপস্য কৃষ্ণস্যৈব মূর্ত্তিঃ সদাশিবঃ, ইত্যত্র নির্ণায়কং বাক্যমাহ—নিয়তিঃ সেতি। আদিপদেনেদং গ্রাহ্যং—"কামো বীজং মহদ্ধরেঃ। লিঙ্গযোন্যাত্মিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরীঃ প্রজাঃ॥ শক্তিমান্ পুরুষঃ সোঽয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ। তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ॥" (ব্র সং ৫।৮-১০) ইতি। অস্যার্থঃ—পূর্ব্বং রময়া রমণমুক্তং, রমা সা কীদৃশী? ইত্যাহ—নিয়তিরিতি—নিয়ম্যতে নিয়তা ভবতি রমণে তস্মিন্নিতি তদনপায়িনী তৎস্বরূপভূতেতি যাবৎ। অত উক্তং—"তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা" ইতি, "ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী, ন বিষ্ণুঃ পদ্মজাং বিনা" ইতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রাৎ, "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী" (বিং পুং ১।৮।১৫) ইতি বৈষ্ণবাচ্চ। তস্য স্বয়ংরূপস্য ভগবান্ শম্ভুঃ, লিঙ্গং—চিহ্নং, ভবতি, "লিঙ্গং চিহ্নেঽনুমানে চ" ইতি বিশ্বঃ। ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্টঃ পরব্যোমাধীশঃ। শং ভাবয়তি স্ব-দ্বিতীয়ব্যূহ-সঙ্কর্ষণাত্মনা প্রকৃতিবিলীনানাং জীবানাং তত্তদুপাধিসৃষ্ট্যৈতি শম্ভুঃ, জ্যাতীরূপঃ—চৈতন্যবিগ্রহঃ। অনেন তদধীশত্বেন কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বং পরিচীয়তে, সাম্বাদিনেব গোর্গোত্বম্। যস্যাসৌ বিলাসঃ স স্বয়ম্, ইত্যতস্তস্য স লিঙ্গমুচ্যতে। যা খলু, যোনিঃ—মহদাদ্যুপাদানভূতা, সা স্বপরা শক্তিঃ—ত্রিগুণেত্যর্থঃ। হরেঃ—তদংশস্য সঙ্কর্ষণস্য, কামঃ—তদ্বিদৃক্ষালক্ষণঃ, মহদাদিসৃষ্টিফলকো ভবতি, ততো বীজং মহদিতি। মহৎ—অপরিমিতং জীবতত্ত্বং, তস্যামাহিতং ভবতি। অত ইমা মাহেশ্বর্য্যঃ প্রজাঃ লিঙ্গযোন্যাত্মিকাঃ—পুরুষপ্রকৃতিকারণিকাঃ, জাতাঃ কথ্যন্তে। প্রকৃতেরূপসর্জ্জনত্বেন তাদধীন্যাৎ মাহেশ্বরীরিতি প্রজা-নাম, ইত্যুপপাদয়তি শক্তিমানিত্যর্দ্ধকেন। অথোক্তার্থমেব স্ফুটয়তি—তস্মিন্নিতি। লিঙ্গে—তদধীশে, তৎসন্নিধৌ। মহাবিষ্ণুঃ—সঙ্কর্ষণঃ॥ ৭৭-৭৮॥

আদি, ২য় পঃ ৭০, ৮৩, ৮৮, ১০৬, ১০২; ৩য় পঃ ৮, ১৬; ৪র্থ পঃ ২২২; ৫ম পঃ ৪০৬; ৭ম পঃ ৭-৮; মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৪৭; ৭ম পঃ ৭, ১০; ৮ম পঃ ১৩৩-১৩৫; ১০ম পঃ ১৫; ১৫শ পঃ ১৩৯; ১৮শ পঃ ১৯০-১৯১; ২০শ পঃ ১৫২-১৫৫, ২৪০, ৪০০; ২১শ পঃ ৩৪, ৯২; ২২শ পঃ ৭; ২৪শ পঃ ৭১ সংখ্যা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য॥ ৮১॥

জীব স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া ভোগীর সজ্জায় কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হয়। কেহ বা অজ্ঞানবশতঃ কোন কোন সময়ে, ভগবৎসেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য নহে বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সকল প্রাণীই নিত্যকাল তাঁহার দাস্যে অবস্থিত। ভগবৎসেবা না করিলে জীবের স্বভাব-বিপর্য্যয়ে অমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্যদাস্যই অণুচিৎ জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম। স্বরূপের বৃত্তি ভুলিয়া গিয়া বদ্ধজীব যে অন্য চেষ্টা করেন, তাহা অচিদ্‌ভোগের আকর্ষণ মাত্র। চৈতন্যোদয় হইলে তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যদাস্য স্বভাবতঃই প্রকাশিত হয়। চৈতন্যসেবা-বঞ্চিত হইয়া

(৩) তাঁহার আদি-পুরুষাবতারও ভক্তাভিমানী—

সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥ ৮৯॥

(৪) তাঁহার অদ্বৈতাবতারও ভক্তাভিমানী—

তাঁহার প্রকাশ-ভেদ, অদ্বৈত-আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য॥৯০॥
বাক্যে কহে, 'মুঞি চৈতন্যের অনুচর'।
'মুঞি তাঁর ভক্ত'—মনে ভাবে নিরন্তর॥ ৯১॥
জল-তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন॥ ৯২॥

(৫) তাঁহার শেষাবতারও সেবকাভিমানী—

পৃথিবী ধরেন যেই শেষ-সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি' করেন কৃষ্ণের সেবন॥ ৯৩॥

কৃষ্ণের সব অংশাবতারই তাঁহার ভক্ত—

এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার॥ ৯৪॥

ভক্তাবতারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা—

এ সবাকে শাস্ত্রে কহে 'ভক্ত অবতার'।
'ভক্ত-অবতার'-পদ উপরি সবার॥ ৯৫॥

অংশী কৃষ্ণের প্রতি অংশাবতারের জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ-ব্যবহার—

অতএব 'অংশী'—কৃষ্ণ, 'অংশ'—সব আর।
অংশী-অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার॥৯৬॥

জ্যেষ্ঠ অংশাবতারের কনিষ্ঠ অংশীর প্রতি প্রভু বুদ্ধি এবং কনিষ্ঠ অংশাবতারের জ্যেষ্ঠ অংশীর দাসাভিমান—

জ্যেষ্ঠ-ভাবে অংশীতে হয় প্রভু-জ্ঞান।
কনিষ্ঠ-ভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমান॥৯৭॥

কৃষ্ণের নিকট ভক্তেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান—

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত পদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥৯৮॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি' মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন প্রমাণে॥ ৯৯॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ১৪ অ, ১৪ শ্লোক)

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ ১০০॥

ভক্তভাবেই কৃষ্ণের স্বমাধুর্য্যাস্বাদন—

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ॥ ১০১॥

অনুভাষ্য

বদ্ধজীবের অনুষ্ঠানে অপর বস্তুর উপর প্রভুত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তৎকালেও তিনি চৈতন্যের অযোগ্য দাসমাত্র॥ ৮৩॥

কায়ব্যূহ—দশদেহ। ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৯৩॥

ভগবান্ স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য প্রপঞ্চে যখন অবতীর্ণ হ'ন, তৎকালে সেই সকল ঈশ্বরাবতারের লীলা অপেক্ষা জীবের ভজনশিক্ষার উন্মেষের জন্য আদর্শ ভক্তাবতারই জীবের মঙ্গলময় দর্শনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয়। ঐশ্বর্য্য-প্রধান অবতারগণকে অক্ষজজ্ঞানে দেখিতে গিয়া জীবের অনেক সময় দুর্গতি ঘটে, কিন্তু ভগবানের ভক্তরূপে অবতারদর্শনে জীবের অহঙ্কার তাদৃশ আদর্শে কুফল উৎপন্ন করিতে পারে না। অনেক অর্ব্বাচীন জীবদ্দশায় আপনাকে 'বাসুদেবাদি' অভিধান করিয়া মরণান্তে শৃগাল-যোনি লাভ করে। ভক্তাবতারগণের

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০ উদ্ধব, ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি—আমার তত প্রিয় নই, যেরূপ আমার ভক্ত তুমি আমার প্রিয়॥ ১০০॥

কৃষ্ণতে সমতাবুদ্ধি করিলে তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন হয় না॥ ১০১॥

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

স্বরূপদর্শনে বিমূঢ় জনগণেরই এরূপ দুর্গতি-লাভ হয়। অহঙ্কার বদ্ধজীবকে ভগবদৈশ্বর্য্য-কামনায় প্রমত্ত করাইয়া মায়াবাদী করিয়া তুলে॥ ৯৫॥

খণ্ডিতবস্তুকে 'অংশ' বলে। যাহার খণ্ড, সেই বস্তু 'অংশী'। অংশীর অংশ, অখণ্ডের খণ্ড—অংশী এবং অখণ্ডের অন্তর্গত। অংশী—প্রভু, অংশ—ভক্ত। এই 'প্রভু' ও

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই,—বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥ ১০২ ॥

ভক্তভাব লইয়াই নিত্যানন্দ-রামাদি বিষ্ণুবর্গের কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন—

ভক্তভাব অঙ্গীকরি' বলরাম, লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ, সঙ্কর্ষণ ॥ ১০৩ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ॥১০৪॥

স্বয়ং কৃষ্ণেরই স্বমাধুর্য্যাস্বাদনার্থ ভক্তভাবে গৌররূপে অবতার—

অন্যের আছুক্ কার্য্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন-মাধুর্য্য-পানে হইলা সতৃষ্ণ ॥ ১০৫ ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন ॥ ১০৬ ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি' হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥ ১০৭ ॥

ভক্তভাবে স্বমাধুর্য্যাস্বাদন—

নানা-ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥১০৮॥

বিষ্ণুর সকল অবতারেরই ভক্তভাব—

অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥১০৯॥

শ্রীসঙ্কর্ষণই আদি ভক্তাবতার—

মূল-ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈতে গণন ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য

'ভক্তে'র পরস্পর সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বা বড়-ছোট-বিচার সংশ্লিষ্ট। বড়র নাম 'প্রভু', ছোটর নাম 'ভক্ত'। অংশী—কৃষ্ণ, অংশ—বলদেব ও তাঁহার সমানধর্ম্মে অবস্থিত মহাবিষ্ণু-প্রকাশগণ। কৃষ্ণের আপনাকে প্রভু-অভিমান, বলদেবোদির আপনাদিগকে ভক্তাভিমান ॥ ৯৭ ॥

কৃষ্ণ-সাম্য-বিচার অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তপদ অর্থাৎ ভক্তের কৃষ্ণসেবা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু কৃষ্ণ নিজের স্বার্থের প্রতি যে প্রকার প্রেমবিশিষ্ট, তদপেক্ষা তাঁহার সেবকের প্রতি তিনি অধিকতর প্রেমবান্। শ্রীভাগবতের (৯।৪।৬৮)—"সাধবঃ হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥" এই শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য ॥ ৯৮ ॥

ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য।

মে (মম) ভক্তঃ ভবান্ (উদ্ধবঃ) যথা প্রিয়তমঃ, আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা) তথা ন ; শঙ্করঃ তথা ন ; প্রিয়তমঃ সঙ্কর্ষণঃ চ ন তথা প্রিয়তমঃ ; শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) তথা ন, আত্মা তথা ন এব (অহং শ্রীমূর্ত্তিরপি নৈব প্রিয়তমা) ॥ ১০০ ॥

সারূপ্যাদি মুক্তিতে অথবা বিষ্ণুতত্ত্বে কৃষ্ণসাম্যভাবহেতু কৃষ্ণদাস্যমাধুর্য্য তাদৃশ আস্বাদিত হয় না। ভক্তভাবে কৃষ্ণসহ সম্বন্ধ (ভোক্তৃত্ব) না থাকায় চর্ব্ব্য-বস্তুর রসাস্বাদনের ন্যায় কৃষ্ণমধুরিমা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। সাধারণ লোকে মূঢ়তা-বশতঃ প্রভুত্বলোভে দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতে স্বভাবতঃই অক্ষম। বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং শাস্ত্রে প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট ব্যক্তিই এই সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে পারেন ॥ ১০১-১০২ ॥

আদি, ৪র্থ পঃ ১৩৭-১৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০৫-১০৬ ॥

ভক্তের ভজনীয়-বস্তু কৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্য, ভক্তগণ কিরূপভাবে আস্বাদন করেন, তাহা জানিবার জন্য, ভক্তভাব-স্বীকার ব্যতীত উহার আস্বাদন অসম্ভব জানিয়া স্বয়ংই ভক্ত হইলেন ॥ ১০৬ ॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ বিভিন্ন রসের আস্বাদনোদ্দেশে তত্তদ্ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরহরি সর্ব্বভাবে পূর্ণ। ভিন্ন ভাবাশ্রিত ভক্তের ভাব গ্রহণ করিয়া সর্ব্বভাবপূর্ণ গৌরচন্দ্র স্বমাধুর্য্য পান করেন ॥ ১০৭-১০৮ ॥

বিষ্ণুর সকল অবতারগণের কৃষ্ণসেবারই উদ্দেশে ভক্তভাবে অবতরণ করিবার অধিকার আছে, ঈশ্বরভাব অপেক্ষা ভক্তভাবেই আস্বাদনকারী সেব্যের সেবায় অধিক সুখ বোধ করেন ॥ ১০৯ ॥

অদ্বৈতপ্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও তিনি শ্রীচৈতন্যপার্ষদোচিত সেবকলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনাকে সেবকাভিমানই বিষ্ণুতত্ত্বের ভক্তাবতারত্ব। মহাবৈকুণ্ঠে শ্রীসঙ্কর্ষণ

অদ্বৈতপ্রভুর মহিমা—

অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥ ১১১ ॥
সংকীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥১১২॥
অদ্বৈত-মহিমা অনন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি, যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥১১৩॥

আচার্য্যপ্রভুর বন্দনা—

আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥ ১১৪ ॥

অনুভাষ্য

চতুর্ব্যূহ-ঈশ্বররূপে অবস্থিত হইয়াও মূল-ভক্তাবতার। তাঁহা হইতে কারণ-বারিতে যে মহাবিষ্ণু, তাঁহার প্রকাশ-ভেদেই আমরা নিমিত্ত ও উপাদানে ঈক্ষণ জানিতে পারি, এজন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব। সং-

তোমার মহিমা—কোটিসমুদ্র-অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি,—এ বড় অপরাধ ॥১১৫॥
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ আর্য্য ॥ ১১৬ ॥
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন, ভক্তগণ ॥১১৭॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

কর্ষণের যাবতীয় প্রকাশ-ভেদই স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণের নিযুক্ত বলিয়া অদ্বৈতপ্রভুও গৌর-কৃষ্ণের সেবক বা ভক্তাবতার ॥ ১১০ ॥

ইতি অনুভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—— ০ ——

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া জগতে নাম-প্রেম দান করায় প্রেমের মহাবন্যা উদিত হইল। মায়াবাদী, নিন্দক প্রভৃতি কএকপ্রকার কুতার্কিক সেই বন্যা হইতে পলাইয়াছিলেন। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শুদ্ধভক্তি-প্রচারপূর্ব্বক সেই সকল লোককে শ্রীচরণে আকর্ষণ করিলেন। কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিবার বাঞ্ছায় বারাণসীধামে ভক্তদিগের অনুনয়ে কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে ঐ সকল সন্ন্যাসীকে একত্রে পাইয়া প্রথমে স্বীয় স্বরূপের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। পরে তাঁহাদের জিজ্ঞাসানুসারে মায়াবাদ-সিদ্ধান্তের অমূলক অর্থ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতের সর্ব্ববিধ দোষ দেখাইয়া দিলেন। ভগবদ্দর্শন-রূপ সুকৃতিবলে তাহাদিগকে ভক্তিপথে আনয়নপূর্ব্বক কৃপা দান করিলেন (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাবদান্যতা-বর্ণন—

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অকিঞ্চনের গতি, পরার্থহীনব্যক্তিরও মহদর্থসাধক শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করিয়া, তাঁহার প্রেমভক্তির বদান্যতা বর্ণন করিতেছি ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য ॥ ২ ॥

অনুভাষ্য

অগত্যেকগতিম্ (অগতীনাং গত্যযোগ্যানাং একা অনন্যা গতিঃ শরণং তথাভূতং) হীনার্থাধিকসাধকং (হীনানাং উচ্চজন্মপুণ্যকর্ম্মরহিতানাং যে

'বন্দে গুরূন্' শ্লোকের ছয়তত্ত্বের মধ্যে 'গুরু'-তত্ত্ব ব্যতীত পঞ্চতত্ত্বের বিচারারম্ভ—

পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, এবে পাঁচের বিচার ॥৩॥
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সংকীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ৪ ॥

অভিন্ন হইয়াও রসাস্বাদন জন্য পঞ্চ ভেদ—

পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ ॥ ৫ ॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায় শ্লোক)

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ৬ ॥

স্বয়ংরূপ নন্দ-শ্রীনন্দনই সর্ব্বেশ্বর—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিক-শেখর ॥ ৭ ॥
রাসাদি-বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর।
আর যত সব দেখ,—তাঁর পরিকর ॥ ৮ ॥

সেই কৃষ্ণই গৌর—

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সর্ব্বেশ্বর হইয়াও বশ্যভাবময়—

একলা ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রথমপরিচ্ছেদে দীক্ষাগুরু-শিক্ষাগুরু-ভেদে গুরুতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছি। "বন্দে গুরূনীশভক্তান্"-শ্লোকোক্ত ছয়তত্ত্ব। এখন এই শ্লোকে গুরুতত্ত্ব বাদে আর পাঁচ তত্ত্বের বিচার করিতেছি ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতারস্বরূপ, ভক্তপ্রকাশ-স্বরূপ, ভক্তশক্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

অনুভাষ্য

অর্থাঃ প্রয়োজনানি, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদয়ো বা তেষাম্ অধিকং মহত্তমং যথা স্যাৎ তথা, সাধকম্ অর্থপ্রদাতারঃ) শ্রীচৈতন্যং নত্বা (প্রণম্য) অস্য (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য) প্রেমভক্তিবদান্যতা (কৃষ্ণপ্রেমভক্তিপ্রদানরূপ-মহাকারুণ্যং) লিখ্যতে (বর্ণ্যতে) ॥ ১ ॥

শক্তিমান্ বস্তু পাঁচটী বিভিন্নপ্রকার লীলা-পরিচয়ে পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত,—বস্তুত্বে দ্বৈতাভাবহেতু একই হইলেও পঞ্চবৈচিত্র্যময়। এই বিচিত্রতা,—নিরসভাবের ব্যতিক্রমে সারস্যের উদ্দেশে লীলাবৈশিষ্ট্য। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুর বিবিধ-শক্তিভেদ নিত্যকাল অবস্থিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুত্বে কিছু ভেদ নাই, পরন্তু রসাস্বাদোদ্দেশে বিচিত্রলীলাময় তত্ত্বই 'ভক্তরূপ', 'ভক্তস্বরূপ', 'ভক্তাবতার', 'ভক্তশক্তি' ও শুদ্ধভক্ত'—এই পঞ্চপ্রকারে বিবিধ-ভেদ-বিশিষ্ট। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে 'ভক্তরূপ', 'ভক্তস্বরূপ' ও 'ভক্তাবতার'ই 'স্বয়ং', 'প্রকাশ' ও 'অংশ'-রূপে প্রভু-বিষ্ণুতত্ত্ব। 'ভক্তশক্তি' ও 'শুদ্ধভক্ত'—বিষ্ণুতত্ত্বান্তর্গত তদাশ্রিত অভিন্ন-শক্তিতত্ত্ব, সুতরাং বস্তু হইতে অভিন্ন রসোপকরণসমূহ রসময়বিগ্রহে সমাশ্লিষ্ট, তজ্জন্য বস্তুত্বে পরস্পর ভেদযোগ্য নাই। 'আরাধক' ও 'আরাধ্য'—উভয়ের মধ্যে একের বিশ্লেষণে বা অভাবে, রসাস্বাদন-লীলার অভাব ঘটে ॥ ৫ ॥

ভক্ত-রূপ-স্বরূপকং (ভক্তভাবময়ঃ শুদ্ধকলেবরঃ নিজা-স্বাদকপরঃ শ্রীগৌরঃ, ভ্রাতৃস্বরূপধৃক্ নিত্যানন্দশ্চ ক্রমেণ রূপং স্বরূপং যস্য সঃ তং), ভক্তাবতারম্ (অদ্বৈতং), ভক্তাখ্যং (শান্তদাস্যাদিরসাশ্রিতং শ্রীবাসাদি), ভক্তিশক্তিকং (শ্রীগদা-ধর-দামোদর-রামানন্দাদি) পঞ্চতত্ত্বাত্মকং (পঞ্চানাং তত্ত্বানাং আত্মা স্বরূপং যস্য তং) কৃষ্ণং (কৃষ্ণচৈতন্যদেবং) নমামি ॥ ৬ ॥

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" এই শ্রুতিমন্ত্রের উদ্দিষ্ট অসংখ্য চিদ্বস্তুর একমাত্র পরমেশ্বর,—শ্রীচৈতন্য-দেব। মায়াবাদিগণ অণুচিৎ শক্তিসমূহকে বিভুচিৎএর সহিত সমন্বয় করিতে গিয়া যেরূপভাবে ভ্রান্ত হন, তাহা দূরী-করণের জন্য এই পদ্যের অবতারণা। শ্রীচৈতন্যদেব অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও তাঁহাকে (কৃষ্ণকে) ভজনীয়-বস্তু-বিচারে

স্বমাধুর্য্যাস্বাদন জন্যই কৃষ্ণের 'ভক্তরূপে' গৌরাবতার—

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥১১॥

নিতাই—'ভক্তস্বরূপ', অদ্বৈত—'ভক্তাবতার'

ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁর নিত্যানন্দ-ভাই॥ ১২ ॥
'ভক্ত-অবতার' তাঁর আচার্য্য-গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি' গাই॥ ১৩ ॥

নিতাই ও অদ্বৈত,—দুই ঈশ্বরেরও ঈশ্বর গৌর

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥ ১৪ ॥

তিন তত্ত্ব—আরাধ্য, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম তত্ত্ব—আরাধক

এই তিন তত্ত্ব,—'সর্ব্বারাধ্য' করি' মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব,—'আরাধক' করি' জানি॥ ১৫

শ্রীবাসাদি—ভক্ততত্ত্ব

শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
'শুদ্ধভক্ত'-তত্ত্বমধ্যে তাঁ-সবার গণন॥ ১৬ ॥

গদাধরাদি—শক্তিতত্ত্ব

গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি'-অবতার।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত করি' গণন যাঁহার॥ ১৭ ॥

চারতত্ত্ব লইয়া প্রভুর বিহার, প্রচার, আস্বাদন ও দান—

যাঁ-সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর কীর্ত্তন-প্রচার॥ ১৮ ॥
যাঁ-সবা লঞা করেন প্রেম আস্বাদন।
যাঁ-সবা লঞা দান করে প্রেমধন॥ ১৯ ॥

পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া কৃষ্ণপ্রেম-রসের নিত্য আস্বাদন ও বিতরণ—

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য

তাঁহারই সেবাভাবময় বিগ্রহ ধারণ করেন। ঐ ভগবদ্-বিগ্রহকে কেহ যেন জড়ভোগের বিষয়-বিগ্রহ ভাবিয়া প্রপঞ্চান্তর্গত জীবকোটীর অন্তর্ভুক্ত মনে না করেন। এই জন্য, শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহকে কেবল প্রপঞ্চান্তর্গত সাধক-বিগ্রহ বলা হয় নাই। বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রকটিত বলিয়া সত্ত্বোজ্জল-হৃদয়েই সেই রসবিগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য-দেব স্বয়ং পরমেশ্বর হইলেও সেবকোচিত-লীলা-প্রদর্শন কারী,—ভোক্তার লীলা-প্রদর্শনকারী নহেন। তমোময় দর্শনে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিকে ইন্দ্রিয়তর্পণ-রত যন্ত্রবিশেষ মনে করা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে॥ ১০ ॥

নিখিল মাধুর্য্যাশ্রয় কৃষ্ণের এক অপূর্ব্ব চিত্তবৃত্তি এই যে, তিনি স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয় বা পূজকের ভাব গ্রহণপূর্ব্বক বিষয়-সেবাস্বাদনে রত। তবে, শ্রীচৈতন্য-দেব আশ্রয়-ভাবময়বিগ্রহমাত্র নহেন—তিনি স্বয়ংরূপ বস্তু॥১১॥

পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ-বর্ণনে আমরা শ্রীমহাপ্রভুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুদ্বয়কে তদধীন 'ঈশ্বর-তত্ত্ব' বলিয়া জানিতে পারি। পরমেশ্বর ও ঈশ্বর-প্রকাশদ্বয়,—সকলেই পরতত্ত্ব হইলেও ইঁহারা অপর সকল-তত্ত্বের আরাধ্য। চতুর্থ শুদ্ধভক্ত-তত্ত্ব ও পঞ্চম অন্তরঙ্গ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রই প্রেমভাণ্ডার, তাহা জগতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই ভাণ্ডার দ্বারবদ্ধ হইয়া মুদ্রাঙ্কিত ছিল। শ্রীচৈতন্যাবতারে পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া সেই মুদ্রা ভগ্ন করতঃ

অনুভাষ্য

ভক্ততত্ত্ব,—এই উভয়েই 'আরাধক'-তত্ত্ব; 'আরাধ্য' সেবক-রূপি-তত্ত্বদ্বয় 'আরাধক' তত্ত্বদ্বয়ের পূজ্য হইলেও, সেব্য শ্রীগৌরাঙ্গের সেবন-বৃত্তিতে অবস্থিত॥ ১৪-১৫॥

অন্তরঙ্গ ও শুদ্ধভক্তের তত্ত্বমধ্যে বিশেষত্ব এই যে, শক্তি-তত্ত্ব মধুর-রসে, বাৎসল্যে, সখ্যে ও দাস্যরসে অবস্থিত। তটস্থ হইয়া তারতম্য-বিচারে ভক্তগণ অপেক্ষা শক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা, তজ্জন্য মধুর-রসে নিত্যাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সেবকগণ সাধারণতঃ বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্ত-রসে অবস্থিত। সেই শুদ্ধভক্তগণ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি-বিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভক্তের আশ্রয়ে মধুর রসাশ্রিত হন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র আদিতে এই কথা পরিস্ফুট হইয়াছে—"গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর॥ আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা

পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥ ২১ ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহা-মত্ত।
নাচে, কান্দে, হাসে, গায়, যৈছে মদমত্ত ॥২২॥

কৃষ্ণপ্রেম বিতরণে পাত্রাপাত্র-বিচারাভাব—

পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥২৩॥

প্রেমের বিতরণ-ফলে' হ্রাসের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধি—

লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া, ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥ ২৪ ॥

প্রেমবন্যায় জগৎ মগ্ন—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলই ডুবায় ॥ ২৫ ॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণপ্রীতিরসে মজ্জনহেতু জীবের কর্ম্মবীজ-বিনাশ—

জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস ॥২৭॥

প্রেমের বর্ষণফলে প্রেমরস-বৃদ্ধি—

যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল, ব্যাপে ত্রিভুবন ॥ ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া লুটপাটের সহিত প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন ॥ ২০ ২১ ॥

প্রেমভাণ্ডার অবারিত হইলে, প্রেমরসের বন্যা প্রবলবেগে সমস্ত জগৎ ডুবাইয়া ফেলিল, তাহাতে বদ্ধজীবদিগের কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতিরূপ অবিদ্যা-বন্ধন-বীজ নষ্ট হইয়া গেল ॥২৬-২৭

অনুভাষ্য

মোর কবে তুচ্ছ হবে॥ 'বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন। রূপরঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব শ্রীযুগল-পিরীতি ॥"

'শুদ্ধভক্ত' ও 'অন্তরঙ্গ-ভক্তে'র বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে শ্রীরূপপাদ তৎকৃত 'উপদেশামৃত'গ্রন্থে সাধক-জীবের ক্রমোৎকর্ষ এরূপ লিখিয়াছেন—"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তি-পরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ?

পঞ্চতত্ত্বের দুইটী তত্ত্ব—শক্তি, তিনটী—শক্তিমান্। শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ-ভক্ত—ইহাঁরাই দ্বিবিধ শক্তি। যাঁহারা অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া স্বীয় শুদ্ধা কৃষ্ণানুশীলন-বৃত্তিকে কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত; কেবল-মধুর-রসাশ্রিত ঐকান্তিকভক্তগণই অন্তরঙ্গ-ভক্ত। মধুর-রসে বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য অন্তর্ভুক্ত আছে। শুদ্ধভক্ত-বিশেষই অন্তরঙ্গ-ভক্ত ॥ ১৬-১৭ ॥

শ্রীমহাপ্রভু,—তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার পুরুষাবতারের অবতার এবং অন্তরঙ্গ-ভক্ত ও শুদ্ধভক্ত,—সকলকে লইয়াই স্বয়ং প্রেম-আস্বাদনরূপ নিত্য বিহার এবং জগতে কীর্ত্তন-প্রচাররূপ প্রেম দান করেন ॥ ১৮-১৯ ॥

ভগবানের তটস্থাখ্য জীবশক্তিতে কৃষ্ণোন্মুখী চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ ভোগ-বাসনার বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত। প্রপঞ্চে সেই বীজোত্থ বিশাল তরু মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। সংসার-বৃক্ষ হইতে বাসনা-বীজ কালপ্রবাহে সিঞ্চিত হইয়া নানাপ্রকার ভোগবন্ধন দ্বারা বদ্ধজীবকে অহরহঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট করিতেছে। যেরূপ মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজ জলমগ্ন হইলে উহা হইতে অঙ্কুরাদির সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবৎসেবা-সমুদ্রের অতল-বারিতে কৃষ্ণসেবেতর ভোগবাসনা-বীজ প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহা হইতে আর বাসনা-অঙ্কুরের উদ্গম-সম্ভাবনা রহিল না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতরণ-ফলে উদ্দেশ্য সফল হইল, দেখিয়া সকলেই উল্লসিত হইলেন। শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদ 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' গ্রন্থে উহা এরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন—"স্ত্রী-পুত্রাদি-কথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজ-ক্লেশং তপস্তাপসাঃ। জ্ঞানা-

কৃষ্ণপ্রেমরসে বঞ্চিত—

মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম ॥ ২৯ ॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ৩০ ॥

অহৈতুকী-কৃপাসিন্ধুর তাঁহাদের উদ্ধারের চিন্তা—

তাহা দেখি' মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন ॥ ৩১ ॥
কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩২ ॥

পতিত, বঞ্চিত জীবের উদ্ধারজন্য সন্ন্যাসগ্রহণ—

এত বলি' মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৩৩ ॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে ॥ ৩৪ ॥

বঞ্চিতদলের উদ্ধার—

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পালাঞা ছিল তার্কিকাদিগণ ॥ ৩৫ ॥
পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্ম্মী, নিন্দকাদি যত।
তারা আসি' প্রভু-পায় হয় অবনত ॥ ৩৬ ॥

তাহাদের অপরাধ-মোচন এবং ভক্তিলাভ—

অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥৩৭॥

সকল-জীবের উদ্ধারের জন্য উপায়াবিষ্কার—

সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥ ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মায়াবাদী,—সমস্ত সদ্বিষয়ে যাহারা 'মায়া' লইয়া বাদ উঠায়। 'ব্রহ্ম'কে 'মায়ার অতীত' করিয়া 'ঈশ্বর'কে 'মায়াসঙ্গী' করে এবং ঈশ্বরের অবতারসকলের দেহকে 'মায়িক' বলে। জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে, অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহং-বুদ্ধি—মায়া-নির্ম্মিত, এরূপ বলে; সুতরাং জীব মুক্ত হইলে, 'শুদ্ধজীব' বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না—এরূপ সিদ্ধান্ত করে; অর্থাৎ মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়, এরূপ শিক্ষা দেয়।

কর্ম্মনিষ্ঠ,—কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে জীবের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উক্তি করে।

কুতার্কিকগণ,—নিরীশ্বর তার্কিকগণ।

পাষণ্ডী,—ভগবানের সহিত অন্যান্য দেবতার সাম্য-ব্যাখ্যান-কারিগণ।

অধম পড়ুয়া,—যে সকল পড়ুয়া বিদ্যাকে তর্কের কারণ বলিয়া নির্ণয় করে, এবং বিদ্যা যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায়, তাহা জানে না ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য

ভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যত্বয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরামাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তি-যোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ ॥"

ভগবত্তায় ও ভগবদ্ধামে, ভগবদ্ভক্তিতে ও ভক্তে 'মায়া' আছে, এরূপবিশ্বাসে ভ্রান্ত বক্তা—মায়াবাদী; ঐ তত্ত্বত্রয়ে কর্ম্ম ও তৎফল আছে, এরূপ বিশ্বাসে ভ্রান্ত ব্যক্তি—কর্ম্মনিষ্ঠ; ঐ তত্ত্বত্রয়ে নিজ অজ্ঞানজন্য তর্কের স্থান আছে, এরূপ ভ্রান্তবুদ্ধিবিশিষ্টজনগণ—কুতার্কিক ঐ তত্ত্বত্রয়ে নিন্দার যোগ্যতা আছে, এরূপ ভ্রান্ত ব্যক্তি—নিন্দক; ঐ তত্ত্বত্রয়ের সহিত অপর মায়িক বস্তুর সাম্য আছে, এরূপ ভ্রান্ত জন—পাষণ্ডী, এবং ঐ তত্ত্বত্রয়ের সহিত অপর জড়ভোগ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট অনুশীলনীয় বিষয়ের তুল্যতা আছে, এরূপ ভ্রান্ত অধ্যয়নকারিগণ—অধম পাঠক। ইঁহারা সকলেই, প্রেমময় গৌরসুন্দরের প্রদত্ত প্রেমবন্যার জল যাহাতে তাহাদিগকে কোনমতে স্পর্শ করিতে না পারে, এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, পলাইয়া গেল দেখিয়া, শ্রীমহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণপ্রেমবিমুখ চতুর্ব্বর্গাভিলাষী জড়প্রকৃতি মানবগণের পরম-শ্রদ্ধেয় চতুর্থাশ্রমের ভূষণ স্বীকার করিতে অভিলাষ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত মায়ামুগ্ধ বিষয়িগণের বিশ্বাসে চতুর্থাশ্রমই যে উপাদেয় আদর্শ,—ইহাই বিচার করিলেন ॥ ৩৩ ॥

আশ্রমী চারি প্রকার—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ও যতি। প্রত্যেক আশ্রমের চারিটী করিয়া ভেদ আছে। ভাগবতে ৩।১২।৪২-৪৩ শ্লোক—"সাবিত্রাং প্রাজাপত্যঞ্চ

কাশীর মায়াবাদী ব্যতীত সকল মানবের উদ্ধার—

তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৯ ॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদীগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে ॥ ৪০॥

মায়াবাদিগণের প্রভুনিন্দা—

সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন, নাচন।
না করে বেদান্ত শ্রবণ, করে সংকীর্ত্তন ॥৪১॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ-ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রভু সন্ন্যাস করিবামাত্রই কুতার্কিক, কর্ম্মনিষ্ঠ, নিন্দক, পাষণ্ডী ও অধম পড়ুয়াগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার পদাশ্রয় করিলেন এবং অনেক ম্লেচ্ছগণও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল; কেবল বারাণসীধামের মায়াবাদিগণ প্রেমবন্যা হইতে পলাইয়া রহিল ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য

ব্রাহ্মঞ্চাথ বৃহত্তথা। বার্ত্তাসঞ্চয়শালীন-শিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে॥ বৈখানসা বালিখিল্যৌড়ুম্বরাঃ ফেণপা বনে। ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্ব্বং বহ্বাদো হংসনিষ্ক্রিয়ৌ ॥" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য চারিপ্রকার—(১) সাবিত্র্য (উপনয়নাবধি গায়ত্রী-অধ্যয়ন পর্য্যন্ত ত্রিরাত্রব্যাপি ব্রহ্মচর্য্য), (২) প্রাজাপত্য (উপনয়নাবধি বর্ষব্যাপি-ব্রতপালনপর ব্রহ্মচর্য্য), (৩) ব্রাহ্ম (উপনয়নাবধি বেদত্রয়গ্রহণকালব্যাপি ব্রহ্মচর্য্য), (৪) বৃহৎ (উপনয়নাবধি আমরণ ব্রহ্মচর্য্য); প্রথম তিনটি 'উপকুর্ব্বাণ' এবং শেষটী 'নৈষ্ঠিক'-নামে পরিচিত। গৃহস্থ চারিপ্রকার—(১) বার্ত্তা (অনিষিদ্ধ-কৃষ্যাদি-বৃত্তি), (২) সঞ্চয় (যাজনাদি-বৃত্তি), (৩) শালীন (অযাচিত-বৃত্তি), (৪) শিলোঞ্ছন (পতিত-কণিকাশন-বৃত্তি)। বানপ্রস্থ চারিপ্রকার—(১) বৈখানস (অকৃষ্টপচ্য-বৃত্তি), (২) বালিখিল্য (নবান্নপ্রাপ্তে পূর্ব্বান্নত্যাগ-বৃত্তি), (৩) ঔড়ুম্বর (শয্যোদয়ে যে দিক্ দেখিবেন, তদ্দিগানীত-দ্রব্যগ্রহণকুশল), (৪) ফেণপ (স্বতঃপতিত ফলে জীবনধারণ)। সন্ন্যাসী চারি প্রকার—(১) কুটীচক (স্বাশ্রমধর্ম্মপ্রধান), (২) বহূদক (ত্যক্তকর্ম্ম জ্ঞানাভ্যাস-প্রধান), (৩) হংস (জ্ঞানাভ্যাস-নিষ্ঠ), (৪) নিষ্ক্রিয় (পরমহংস বা প্রাপ্ততত্ত্ব)। সন্ন্যাস দ্বিবিধ—ধীর ও নরোত্তম; (ভাঃ ১।১৩।২৬-২৭)—"গত-স্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ। অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ 'ধীর' উদাহৃতঃ ॥ যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্। হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স 'নরোত্তমঃ'॥" শ্রীমহাপ্রভু ১৪৩২ শকাব্দার মাঘমাসের শুক্লপক্ষে শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের কাটোয়াস্থিত শ্রীকেশবভারতী দণ্ডিস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহারা দক্ষিণদেশীয় শৃঙ্গেরী মঠাধীন ॥ ৩৪ ॥

আদি, ৭ম পঃ ৩৩ সংখ্যার অনুভাষ্য-শেষাংশ দ্রষ্টব্য ॥৩৬॥

"কাশীর মায়াবাদী"—অক্ষজ-জ্ঞানবিমূঢ় ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জগৎ দর্শন করেন, তাহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায় বলিয়া 'মায়া-রচিত' বলেন। 'তত্ত্ববস্তু মায়াতীত হইলেও তঁাহাতে নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য বা চিদ্বিলাস নাই, উহা কেবল চিন্মাত্র'—এরূপ বিচারনিপুণ ব্যক্তিগণই "কাশীর মায়াবাদী"। 'সরনাথের মায়াবাদিগণ' বা 'বোধগয়ার মায়াবাদিগণ' ব্রহ্মের মায়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বিচারে অচিন্মাত্র বাদই সিদ্ধ। 'কাশীর মায়াবাদী' ও তদ্ব্যতীত অন্যস্থানের মায়াবাদিগণ,—সকলেই প্রকৃতি-বাদী—উহারা কেহই 'ব্রহ্ম বা তত্ত্ববাদী' নহেন। কাশীর মায়াবাদিগণ মুখে আপনাদিগকে 'ব্রহ্মবাদী' বলিয়া অভিহিত করিলেও ব্রহ্মপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন না। সমন্বয়বাদ-সূত্রে ব্রহ্ম ও মায়াকে অভিন্ন বলিয়া জানেন। মায়াবাদিগণ ভক্তি-যোগমায়ার সন্ধান রাখেন না বলিয়াই তাঁহারা অভক্ত ও কৃষ্ণভক্তিবিমুখ। মায়াবাদিগণের হৃদ্গত অনুভাব এই যে, নিত্যা ভক্তির যাবতীয় কথা, ভজনীয় বস্তু ও ভক্ত—সকলেই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অধীন, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে, বাস্তব-সত্য-বিচারে সেই কথার কোনই মূল্য নাই। মায়াবাদিগণ পরস্পর যতই কুতর্ক বা বিবাদ উপস্থাপিত করুন্ না কেন, বাস্তব-সত্যের নিকট অভিগমন না করায় তত্ত্ববস্তু ও তাঁহার চিদ্বৈচিত্র্য তাঁহাদের কাল্পনিক বিচারের অধীন হন না ॥ ৩৯ ॥

এসব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥৪৩॥

প্রভুর উহাকে উপেক্ষা ও মথুরায় গমন—

উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪৪ ॥

চন্দ্রশেখরগৃহে অবস্থান—

কাশীতে লেখক শূদ্র-শ্রীচন্দ্রশেখর।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৫ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসী ত্যাগ করিয়া তপন-মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা—

তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীসনাতনের শিক্ষা—

সনাতন গোসাঞি আসি' তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি' প্রভু দু-মাস রহিলা ॥৪৭॥
তাঁরে শিখাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
শ্রীভাগবত-আদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম্ম ॥ ৪৮ ॥

চন্দ্রশেখর ও তপন-মিশ্রের নিবেদন—

ইথিমধ্যে চন্দ্রশেখর, মিশ্র-তপন।
দুঃখী হঞা প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ॥ ৪৯ ॥

কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন!
না পারি সহিতে, এবে ছাড়িব জীবন ॥৫০॥
তোমাকে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি, ফাটে হৃদয়-শ্রবণ ॥ ৫১ ॥
ইহা শুনি' রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥৫২॥

বিপ্রের প্রার্থনা—

আসি' নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাগোঁ, দেহ, প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫৩ ॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস, পূর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫৪ ॥
না যাহ সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি' ॥ ৫৫ ॥

প্রভুর নিমন্ত্রণ-গ্রহণ—

প্রভু হাসি' নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি' এ ভঙ্গী তাঁহার ॥ ৫৬ ॥
সে বিপ্র জানেন, প্রভু না যা'ন কা'র ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥৫৭॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বৈদ্য চন্দ্রশেখর—শূদ্রবর্ণ। শূদ্রবর্ণের ঘরে সন্ন্যাসিদিগের রাত্রিযাপন উচিত নয়, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার বাটীতে রহিলেন; কারণ, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর; তাঁহার কৃপার নিকট ব্রাহ্মণ, শূদ্র,—সকলেই সমান। তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন স্বীকার করেন, কোনস্থলেই অন্য সন্ন্যাসিদের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না॥

অনুভাষ্য

"সন্ন্যাসী তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ 'গান', 'নর্ত্তন' ও 'বাদন'-কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন এবং সর্ব্বদা বেদান্তানুশীলন করিবেন"—এই স্মৃতিশাস্ত্রীয় বিধির অনুকূলে, শ্রীমহাপ্রভুকে শাঙ্কর-মায়াবাদ শ্রবণ করিতে না দেখিয়া, পক্ষান্তরে কৃষ্ণগানাদিমত্ত হইয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে দেখিয়া, কাশীর সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ মনে করিয়াছিলেন। শঙ্করকথিত "বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তথাপি প্রভু সন্ন্যাসিদিগকে কৃপা করিবেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণ করায়, তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত সেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

অনুভাষ্য

কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" লক্ষণ না দেখিয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ ও গৃহব্রতগণ শ্রীমহাপ্রভুর নিন্দা করিতেন। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের উদ্ধার-প্রসঙ্গ-সম্বন্ধে, মধ্য, ২৫শ পঃ ৫-১৬৯ সংখ্যা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে শ্রীচন্দ্রশেখর 'শৌক্র বৈদ্য' বলিয়া উল্লিখিত আছেন। তৎকালে, শৌক্র-বৈদ্যগণ ও শৌক্র-ব্রাহ্মণেতর সকলবর্ণই 'শূদ্র' সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। পরে বর্ত্তমান-শতাব্দীতে ব্রাত্যসংস্কার আশ্রয় করিয়া কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ের, ও বৈদ্যগণ বৈশ্যের সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ-

সন্ন্যাসমণ্ডলীমধ্যে প্রভুর গমন—

আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।
দেখিলেন, বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥৫৮॥

প্রভুর দীনতা—

সবা নমস্করি' গেলা পাদ-প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিল সেই স্থানে ॥ ৫৯ ॥

প্রভুর ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ও পাষণ্ডমোহন—

বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহাতেজোময় বপু কোটীসূর্য্যভাস ॥ ৬০ ॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥ ৬১ ॥

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উক্তি—

প্রকাশানন্দ-নামে এক সন্ন্যাসী প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥ ৬২ ॥
ইহাঁ আইস গোসাঞি, শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস, কিবা অবসাদ ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর দৈন্যোক্তি—

প্রভু কহে, আমি হই হীন-সম্প্রদায়।
তোমা-সবার সম্প্রদায়ে বসিতে না যুয়ায় ॥৬৪॥

প্রকাশানন্দের জিজ্ঞাসা—

আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥ ৬৫ ॥
পুছিল, তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
কেশব-ভারতীর শিষ্য, তাতে তুমি ধন্য ॥৬৬॥
সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা-সবার না কর দর্শনে ॥৬৭॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন ॥ ৬৮ ॥
বেদান্ত-পঠন, ধ্যান,—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম ॥৬৯॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ ॥ ৭০ ॥

প্রভুর শ্রীনামমাহাত্ম্য-বর্ণন—

প্রভু কহে, শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন ॥ ৭১ ॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ' সদা,—এই মন্ত্রসার ॥ ৭২ ॥

অনুভাষ্য

সমূহে বৈষ্ণব-বিশ্বাসানুগমনে ঠাকুর রঘুনন্দনের বংশে, ঠাকুর-কৃষ্ণদাস ও নবনী-হোড়ের বংশে এবং শ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীরাসকানন্দদেবের বংশে ব্রহ্মণ্যের আদর্শ উপনয়ন-সংস্কার আজ তিন চারিশত বর্ষ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইঁহারা অদ্যাপি বিপ্রাদি সকলবর্ণের দীক্ষাগুরুর কার্য্য ও শালগ্রামাদির অর্চ্চন করিয়া আসিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত দশনামী দণ্ডিগণের মধ্যে, 'তীর্থ', 'আশ্রম' ও 'সরস্বতী'—এই তিন সম্প্রদায় সদাচার ও সম্মানে অপর সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীমহাপ্রভু 'ভারতী'-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উচ্চসম্প্রদায়স্থিত বলিয়া বিচার করিলেন; অথবা ব্রহ্মসন্ন্যাসিগণের সামাজিক-মর্য্যাদা তাঁহারা নিজেরাই উচ্চ বলিয়া মনে করেন, এইজন্য শ্রীমহাপ্রভু বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর অমানি ও মানদ-ধর্ম্ম জানাইতে গিয়া

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী,—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উপদেশমতে,—যে সকল ব্রাহ্মণ দশনামিদলে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারাই জগন্মান্য 'বৈদিক সন্ন্যাসী' বা যথার্থ শাস্ত্রসম্মত সন্ন্যাসী ॥৬৭॥

অনুভাষ্য

আপনাকে হীনসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অভিমান করিলেন। শাঙ্কর-সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণ এখনও অপর সন্ন্যাসিগণকে 'সন্ন্যাসী' বলিতে চান না, কেবল 'ব্রহ্মচারী' সংজ্ঞা দিয়া আপনাদিগকে 'গুরু' অভিমান করিয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥

কেশব ভারতী—বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (২য় সংখ্যা) দ্রষ্টব্য ॥ ৬৬ ॥

আদি, ৭ম পঃ ৪১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৬৯ ॥

বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য বাস্তব-বস্তুবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-দেব বেদান্তপাঠের অধিকারি-নির্ণয়ে প্রচার করিয়াছেন যে, তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুগুণসম্পন্ন, স্বয়ং

মন্ত্র ও মহামন্ত্র-শ্রীনামে লীলা-বৈচিত্র্য—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭৩ ॥

অনুভাষ্য

মানী ও অপরকে মানপ্রদানকারী জনগণই শ্রৌতপথের অধিকারী। গুরুর শ্রীমুখকীর্ত্তিত শ্রবণকারীর শ্রুতবাক্যের ত্রিনরূপ অভিধেয় বা সাধনেই প্রয়োজন-ফলোদ্গম হয়। শ্রুতিবাক্যের যে অংশে ভজনীয়-বাস্তব-বস্তুবিজ্ঞান কীর্ত্তিত, তাহা শ্রৌতশাস্ত্রের সর্ব্বব্যাপক আকরস্থানীয় মূল অংশী। সেই অংশীর অভ্যন্তরে যাবতীয় অংশের প্রতীতি ও অপ্রতীতি অবস্থিত। ভজনীয়-বস্তুর অনুশীলনকারী ভক্ত স্বীয় ভজনা-লম্বনে ভজনীয়-বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। যেখানে ভজন-বৃত্তির শিথিলতা, তথায় অংশীর অনুশীলনের পরিবর্ত্তে অংশের আংশিক অনুশীলন। ভজনবৃত্তির শিথিলতাক্রমে ভজনীয়-বস্তুর সহিত তদাশ্রিত শক্তির যে বিচ্ছিন্ন ভাব,—উহাই আত্মস্বরূপ-বিস্মৃতি বা হরিসেবা-বিমুখতা।

শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তের নিরপেক্ষ, নির্ম্মল আচরণ উপদেশ করিতে গিয়া বেদান্তের চরমপরিণতি-বিষয়ে যে সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ-রূপে এ-স্থলে শিষ্যব্রুব চতুর্দ্দশভুবনপতির নিরভিমানবশে উক্তি। পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মত্তজনগণ গুরুপাদপদ্ম-সেবায় অনধিকারী—ব্রহ্মসূত্র-পঠনের অনধিকারী। দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট অভক্ত ভজনীয়-বস্তুর অনুশীলনের চেষ্টা করিতে গিয়া ভজন-কারী গুরুর সেবা ত্যাগ করেন। সে-স্থলে সেবকের স্ব-স্বরূপ নিরূপণে ভ্রান্তি-প্রতিষেধার্থ গুরুরূপী ভগবানের শিষ্যের নিজস্ব-স্বরূপবর্ণন-কালে তাহার মূর্খতার অভিব্যক্তি। শ্রীগুরু দেব যেরূপ সরল ভাষায় শিষ্যের মঙ্গলের জন্য শিষ্যের অনধি-কারিতা-বিষয়ে বলেন, তাহাতে শিষ্যে আপেক্ষিক দোষ স্পর্শ করে না। ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞতাই শিষ্যের মূর্খতা। মূর্খের ঔচিত্য-ধর্ম্ম শিষ্যে নিত্য বর্ত্তমান। সেই স্বরূপের সহিত স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় কপটতাপূর্ব্বক শিষ্যাভিমান করিয়া আমাদের শিষ্যপ্রতিম জনগণকে মুখে 'গুরু' বলিয়া প্রতারণা করি; তাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় না। বেদ-সকল যাঁহার চরণসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত, সেই বেদান্ত-

কলিযুগে কৃষ্ণনামই একমাত্র উপাস্য—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥ ৭৪ ॥

অনুভাষ্য

বেদ্য পুরুষে অক্ষজজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত-প্রস্তাবেই মূর্খ। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে বিমূঢ় ব্যক্তি যে বেদশাস্ত্রের বাস্তব অধিষ্ঠান দর্শন করেন, তাহা বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত ও অপরা-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। যে কাল পর্য্যন্ত না জীবের দৃশ্য-জগতের গুণময় অভিমান অন্তর্হিত হয়, তৎকালাবধি তাহার যে পরি-চ্ছিন্ন, অনুপাদেয়, পরিবর্ত্তনশীল অক্ষজজ্ঞান বিরাজমান, উহা মূর্খতারই অন্তর্গত। বেদান্তাধিকারী—বৃহৎ ও পালক বিষ্ণু-বস্তুরই সেবক। পরিচ্ছিন্ন বস্তু প্রভৃতির সেবা অতিক্রম না করিলে কেহই ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারেন না। কর্ম্মাধিকারের ব্রহ্মসূত্র ও জ্ঞানাধিকারের ব্রহ্মসূত্রের পঠন-পাঠন-অধিকারে নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরসবিগ্রহ, অপ্রাকৃত-চিন্তামণি কৃষ্ণনামে অধিকার হয় না; তাহাতে যাঁহার অধিকার, তাঁহার পুনরায় অক্ষজজ্ঞানে বেদান্তাধিকার লাভ করিতে হয় না।

নামভজনে অনধিকারী ব্যক্তিগণ নাম-নামীতে অভিন্ন-বুদ্ধি-রহিত হইয়া মায়াবাদী বৈদান্তিক হইবার চেষ্টা করেন। তাহারাই অপ্রাকৃত-বিচারে শ্রীগুরুদেবের ভাষায় পরম মূর্খ। অধিরোহ-বাদাবলম্বনে বেদান্তানুশীলনফলে মুখ তা বা জাড্য আসিয়া উপস্থিত হয়; আবার, প্রকৃতপক্ষে নামাধিকারীরই বেদান্তের পরপারে নিত্যাবস্থিতি। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতের "অহো বত শ্বপচোঽতি গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥" "ঋগ্বেদোঽথ যজুর্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্য-ক্ষরদ্বয়ম্॥"

মূঢ় সাহজিকসম্প্রদায় স্বীয় বৈষ্ণবব্রুবত্বাভিমানে বেদান্তকে অহংগ্রহোপাসক কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচরণ-ভূমিকা জ্ঞান করেন, কিন্তু 'বেদান্ত' বৈকুণ্ঠ-হরিজনেরই একমাত্র বিচরণ-ভূমি। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্র-বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগমনে যে সকল বৈদান্তিক প্রবন্ধ

হরের্নাম শ্লোক—

এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥৭৫॥

(বৃহন্নারদীয়-বচন)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৭৬ ॥

অনুভাষ্য

রচনা করিয়াছেন, সেগুলি দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিহারের বিষয় নহে,—এই সরল কথাটী প্রাকৃত সহজিয়াগণ বুঝিতে পারে না। তজ্জন্য তাহারা প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাচার্য্য-গণকে জ্ঞানমিশ্র ও কর্ম্মমিশ্র বিদ্ধভক্ত বলিয়া কল্পনা করিয়া নিরয়গামী হয় এবং স্বয়ং মায়াবাদী ও বিষ্ণুসেবা-রহিত হইয়া পড়ে। অক্ষজজ্ঞানে বেদান্তাধিকারে কৃষ্ণমন্ত্র-জপের সার্থকতা উপলব্ধির বিষয় হয় না। যাহারা অক্ষজজ্ঞানে বিমুগ্ধ, তাহারাই সংসারে ওতপ্রোতভাবে আবদ্ধ। ভোক্তা ও ভোগ্য—এই তত্ত্বদ্বয় তাহাদিগকে সংসারে বদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া বাহ্য বিষয়ে মননবৃত্তিকে সংযত করিতে দেয় না॥

যে কালে জীব দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তৎকালে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া অধোক্ষজ সেবায় প্রবৃত্ত হন। মুকুন্দসেবাই বাহ্যজগতের চেষ্টা-নিবৃত্তির একমাত্র উপায় এবং উপেয়। মন্ত্র জপ করিতে করিতে অপ্রাকৃতানু-ভূতিক্রমে বাহ্য, ভোগময় জগৎপ্রতীতি হইতে নিরস্ত হইয়া পঞ্চবিধ রতির কোন একপ্রকার রতির আশ্রয়ে সামগ্রীর সংযোগে রসসেবা-প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে ভজনীয়ের আস্বাদন করেন। তাদৃশ অনুষ্ঠান উপাধি-দ্বয়ের ভোগমাত্র নহে। নাম-নামী অভিন্ন,—এই দিব্যজ্ঞান-লাভের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকৃতপ্রস্তাবে অবস্থিত হইলেই নামকীর্ত্তনকারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার চতুর্থ্যন্তপদ বা বৈয়াকরণের সম্বন্ধ-নির্ণায়িকা ভাষা শিথিল হইয়া পড়ে। সম্বোধনের পদোদ্দিষ্ট বাস্তব-বস্তু সত্ত্বো-জ্জ্বলহৃদয়েই সদ্য অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। তৎকালে সম্বোধন-পদদ্বারা অবাধে সেবন করিতে যোগ্যতা ঘটে। সকল শাস্ত্র ও সকল দিব্যজ্ঞানাত্মক মন্ত্র জীবকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করাইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করে। এই সকল কথা মূর্খ আমি, শ্রীগুরুদেবের, নিকট শ্রবণ করিয়াছি। তিনি শ্রীব্যাসোক্ত "লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাং" প্রভৃতি নামভজনের সোপানরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদির অধ্যয়ন,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কলিতে হরিনাম বই আর গতি নাই; হরিনামই একমাত্র গতি ॥ ৭৬ ॥

অনুভাষ্য

অধ্যাপনা ও বিচার, নামসেবার তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। নাম ও নামী যে অভিন্ন বস্তু, এবং মায়া-প্রয়াসরহিত জনেরই একমাত্র জ্ঞেয়—ইহাই গুরু-পাদপদ্ম হইতে লভ্য দিব্যজ্ঞান। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি সাম্বন্ধিক-বিচারে মূর্খ, কিন্তু সেবোন্মুখ হইয়াই বন্ধমোক্ষবিদের চেষ্টা আমাতে দেখিতে পাইতেছি। 'কৃষ্ণ-নাম' শব্দে এ স্থলে নামাভাস বা নামাপরাধ উদ্দিষ্ট হয় নাই॥ ৭৩ ॥

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিনযুগে শ্রৌতপন্থার আদর ছিল, কলিকালপ্রবৃত্তির সহিত অশ্রৌত বা তর্কপন্থা উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তব-সত্যের অবরোহণ-বিষয়ে সন্দেহ করিয়া ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-প্রাবল্যে তর্কপন্থার উদ্ভব—উহা শ্রুতি-বিরোধী। কৃষ্ণনাম বৈকুণ্ঠবস্তু বলিয়া বাস্তব-বস্তু কৃষ্ণের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া বাস্তব-বস্তু কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরসবিগ্রহ, এবং অপ্রাকৃত চিন্তামণি, বৈকুণ্ঠ-নামও তদ্রূপ। কৃষ্ণেতর প্রাকৃতনামের সহিত তিনি পৃথক্ হইলেও স্বয়ং বৈকুণ্ঠবস্তু। এইনামে তর্কপন্থীর কোন অধিকার নাই। একমাত্র নাম-ভজনেই, স্থূল ও সূক্ষ্ম, ঔপাধিক ধর্ম্মদ্বয় নিরস্ত হয়। এইজন্য তর্কপন্থার প্রাবল্যের দিনে অন্য প্রকার কুণ্ঠধর্ম্মসমূহ তর্কপন্থায় বাধাপ্রাপ্ত। কেবল স্বয়ং নামই তর্কপন্থিগণের তর্কাতীত নামী বস্তু। বৈকুণ্ঠ-বস্তুর নামই প্রাকৃত ভোগচিন্তাপর মননধর্ম্ম হইতে জীবকে ত্রাণ করিতে সমর্থ বলিয়া উহা সর্ব্বমন্ত্রসার। জড়-বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, ভাব ও ক্রিয়া,—তর্কপন্থাধীন; বৈকুণ্ঠ-বস্তু তাদৃশ নহে। সেই বৈকুণ্ঠ-নামের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত। মায়াবাদি-গণ অক্ষজজ্ঞানে বস্তুর নাম, রূপ ও গুণে ভেদ স্থাপনপূর্ব্বক

নামগ্রহণের ফল—

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥৭৭॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত ॥৭৮॥
তবে ধৈর্য্য ধরি' মনে করিলাম বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ ৭৯ ॥

নামগ্রহণের ফলে নিজাবস্থা-দর্শনে বিস্ময়—

পাগল হইলাঙ আমি, ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে ॥ ৮০ ॥
কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৮১ ॥
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন ॥ ৮২ ॥

অনুভাষ্য

দ্বৈতবিচারের হেয়ত্বে অধঃপাতিত হন। এই জন্য তাঁহাদের উপদেষ্টা "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ও "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা তাহাদিগকে প্রাকৃত বিচার হইতে মুক্ত করেন। শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত নামাপরাধ দ্বারা কখনই অক্ষজ ভোগময় তর্কপন্থা হইতে অবসর পাওয়া যায় না ॥ ৭৪ ॥

মন্ত্রমাহাত্ম্য (নারদপঞ্চরাত্রে)—"ত্রয়ো বেদাঃ ষড়ঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ সুরাঃ। সর্ব্বমষ্টাক্ষরান্তঃস্থং যচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ম্। সর্ব্ববেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারণঃ॥" (কলিসন্তরণোপনিষদে)—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥" মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীমাধ্বধৃতবচনম্—"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলম্। কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥"

'কৃষ্ণমন্ত্র' ও 'কৃষ্ণনাম' সম্বন্ধে শ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৪ সংখ্যায়)—"নন্বু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ; তত্র বিশেষেণ নমঃ-শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা?' উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি"।

অনুভাষ্য

যদি বল,—মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক; মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃ-শব্দাদি-ভূষিত অর্থাৎ নামানুগত্য-ভাবযুক্ত। মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীনারদাদি-ঋষিগণ কর্ত্তৃক শক্তিবিশেষ নিহিত আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপন্ন করে। মন্ত্রে যে ভগবানের অন্যভাবাপেক্ষারহিত নামসমূহ আছেন, তাহাই পরমপুরুষার্থ-ফল-পর্য্যন্তদানে সমর্থ; তাহা হইলে নাম অপেক্ষা যে মন্ত্র অধিক সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, নামকীর্ত্তনকারীর সেই মন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষা কেন?' তদুত্তরে বলিতেছেন,—যদিও নামকারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তাহা হইলেও প্রায়ই স্বাভাবিক ভোগপর দেহাদিসম্বন্ধ থাকায় কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের সেই সেই কদর্য্যস্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য-সঙ্কোচের জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রে কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

বদ্ধজীবের জড়াহঙ্কাররূপ ভোগনিবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা। নমঃ-শব্দের 'ম'কারের অর্থ—অহঙ্কার, 'ন'-কারের অর্থ—তন্নিবৃত্তি, অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধিফলে জীবের অপ্রাকৃতানুভূতি-লাভ। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুও 'নামাষ্টকে'—'অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং' বলিয়া হরিনামকে আবাহন করিয়াছেন ॥ ৭২-৭৪ ॥

(সত্যযুগে ধ্যানরূপা গতিঃ), কলৌ নাস্ত্যেব (কেবলং হরের্নাম এব); (ত্রেতায়াং যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরযজনরূপা গতিঃ), কলৌ নাস্ত্যেব (কেবলং হরের্নাম এব); (দ্বাপরে অর্চ্চনরূপা গতিঃ), কলৌ নাস্ত্যেব (কেবলং হরের্নাম

কৃষ্ণনামের ধর্ম্ম—

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮৩ ॥

চতুর্ব্বর্গ ও কৃষ্ণপ্রেমা—

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ৮৪ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণনামের ফল—

কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥৮৬॥

কৃষ্ণপ্রেমের ধর্ম্ম—

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥ ৮৭
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায় ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'ধর্ম্ম', 'অর্থ', 'মোক্ষ',—এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ। কৃষ্ণপ্রেম—পঞ্চমপুরুষার্থ। মোক্ষের প্রথমাবস্থা ব্রহ্মানন্দাদির তাহার একবিন্দুর সহিত তুলনা হইতে পারে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—কৃষ্ণনামের 'ফল' নয়। সর্ব্বশাস্ত্রমতে, কৃষ্ণপ্রেমই কৃষ্ণনামের একমাত্র ফল ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য

এব গতিঃ)। (বিশেষতঃ) কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্ত্যেব (অন্যসাধনানাং নিরর্থকত্বাৎ) ॥ ৭৬ ॥

শ্রীগুরুদেব নাম গান করিলে সেই শ্রীনাম শিষ্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। শ্রীগুরুদেবের অনুসরণে শ্রুত শ্রীনামকে শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক জপের দ্বারা পূজা করা হয়। শ্রীনাম পূজিত হইলে তিনি স্বয়ং স্বতঃকর্তৃত্ব ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া নামজপকারীকে কীর্ত্তনের অধিকার প্রদান করেন। এই সময়েই তিনি নাম গান করিয়া সমগ্র জগৎকে শিষ্য করিতে সমর্থ হন। জগৎ নামকীর্ত্তনের শাসন-প্রভাবে কৃষ্ণনাম-জপ আরম্ভ করে। জপিতে জপিতে জপকারীর হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য ও কীর্ত্তন প্রভৃতি নামভজনপ্রণালী পরিস্ফুট হয়। কেহ কেহ মূঢ়তা-বশতঃ "হরেকৃষ্ণ" ষোল নাম—বত্রিশ অক্ষরকে মহামন্ত্র না জানিয়া কেবলমাত্র জপ্যমন্ত্র-বিচারে সেই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে কৃত্রিমভাবে বাধা প্রদান করে, তজ্জন্য প্রাপ্ত-প্রেম ব্যক্তি কৃষ্ণনাম গান করিয়া ভক্তের সহিত কৃষ্ণনামের সম্যক্ কীর্ত্তন করেন; তাদৃশ কীর্ত্তনফলে জগতের লোক-সকল কৃষ্ণনামের উপদেশ লাভ করেন। নামশ্রবণ, নাম-কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নামস্মরণ হয়। নাম ও নামী অভিন্ন

অনুভাষ্য

বলিয়া কৃষ্ণনামজপপ্রভাবে কৃষ্ণবস্তুতে সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়—উহাই 'ভাব' নামে কথিত। জাতভাব জনগণ অবিদ্যা-বন্ধনগ্রস্ত অনর্থযুক্ত নহেন। তাঁহারা জাতরতি, সুতরাং সামগ্রীচতুষ্টয়ের সম্মিলনে উদিত রসের আস্বাদন করেন। ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই 'প্রেমা' ॥ ৮৩ ॥

কৃষ্ণনাম—মহামন্ত্র। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রসমূহ—'মন্ত্র'নামে খ্যাত। ভগবন্নাম 'মহামন্ত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৮৩ ॥

কৃষ্ণপ্রেমা জীব-প্রয়োজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ জীবের প্রয়োজনের সহিত পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমার তুলনা করিলে তারতম্যে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর লভ্য-বস্তুকে নশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিতে পারা যায়। নশ্বর উপাধিগত অস্মিতায়, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-ধর্ম্ম অবস্থিত। ভগবৎপ্রেমা—আত্মার নিত্য, অবিকৃত ধর্ম্ম; তজ্জন্য ভুক্তি-মুক্তিরূপ চতুর্ব্বর্গের প্রয়োজন-বিচারের মূল্য প্রেমার তুলনায় কিছুই নয় ॥ ৮৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমহীন অভক্তগণ যে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়া হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য ও গীতাদিতে উন্মত্ত হয়, উহা তাহা-দিগের অমঙ্গল-প্রাপ্তিরই পরিচয় মাত্র। কৃত্রিম শারীর ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ভজনশীলের সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য বিষয়। আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তির উদয়ে যে ভাব ও প্রেমা উপস্থিত হয়, তাহাতেই হাস্য, ক্রন্দন, গান, নৃত্য এবং উৎকণ্ঠা উদিত হয়। এ সবই সেবোন্মুখের অকৃত্রিম চেষ্টা। অজাতপ্রেমা ব্যক্তির ভক্তের উচ্চপদবী গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা জগতে অনর্থ বা জঞ্জাল আনয়ন করে ॥ ৮৮ ॥

শ্রীজীবপ্রভু প্রীতিসন্দর্ভে (৬৬ সংখ্যায়)—"ভগবৎ-

সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব—

স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদগদ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ৮৯ ॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥ ৯০ ॥

শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্যোপদেশ—

ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ ॥৯১॥
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন ॥ ৯২ ॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে ॥ ৯৩ ॥

মহাভাগবতের অবস্থা—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ২য় অ, ৩৮ শ্লোক)

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

গুরুর আজ্ঞায় ভজনে দৃঢ় চেষ্টা—

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি'।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি ॥ ৯৫ ॥

ভজনফলে স্বতঃকর্তৃত্বময় শ্রীনাম-প্রভুর কৃপা—

সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়।
গাহি, নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায় ॥ ৯৬ ॥

ব্রহ্মানন্দ ও কৃষ্ণপ্রেমানন্দের পার্থক্য—

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥ ৯৭ ॥

অনুভাষ্য

প্রীতিরূপা বৃত্তির্মায়াদিময়ী ন ভবতি; কিন্তু স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা, যদানন্দপরাধীনঃ শ্রীভগবানপীতি"। * * * (৬৯ সংখ্যায়)—"তদেবং প্রীতের্লক্ষণং চিত্তদ্রবস্তস্য চ রোমহর্ষাদিকম্। কথঞ্চিজ্জাতেঽপি চিত্তদ্রবে রোমহর্ষাদিকে বা ন চেদাশয়শুদ্ধিস্তদাপি ন ভক্তেঃ সম্যগাবির্ভাব ইতিজ্ঞাপিতম্। আশয়শুদ্ধির্নাম চান্যতাৎপর্য্যপরিত্যাগঃ প্রীতিতাৎপর্য্যঞ্চ। অতএবানিমিত্তা স্বাভাবিকী চেতি তদ্বিশেষণম্"।

ভগবৎপ্রেমরূপা ব্যক্তি কখনই মায়াময়ী নহে, পরন্তু আনন্দরূপা স্বরূপশক্তি; যেহেতু, শ্রীভগবান্‌ও আনন্দপরাধীন। তাহা হইলে এই প্রকার প্রীতির লক্ষণই চিত্তের দ্রবতা, এবং তৎফলে রোমহর্ষাদি। কিয়ৎপরিমাণে চিত্তদ্রব বা রোমহর্ষাদি সত্ত্বেও আশ্রয়-শুদ্ধি না হইলে ভক্তির সম্যক্ আবির্ভাব হয় নাই, বুঝিতে হইবে। 'আশয়-শুদ্ধি' অর্থে অন্য তাৎপর্য্য পরিত্যাগ এবং প্রীতিতাৎপর্য্য। অতএব 'অহৈতুকী' ও 'স্বাভাবিকী' ইহার বিশেষণ ॥ ৮৮ ॥

যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের দৃষ্টিতে অধিকার লাভ করেন, তাঁহাদিগকেই শ্রীগুরুদেব সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ভজনপরায়ণ হরিজনের সহিত নৃত্য, গীত ও সঙ্কীর্ত্তনাদিতে অধিকার প্রদান করেন। তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের পদানুসরণে স্বীয় ভজনজ্ঞানে জগদুদ্ধার-কার্য্যে নিযুক্ত হন। অনধিকারী জনগণ নির্জ্জনে কৃষ্ণনাম জপ করিবেন। ঐরূপ উপাসনায় অন্যের সহিত সঙ্গাদি নাই। অধিকার-লাভ হইলেই জনসঙ্গ অশুভফল আনয়ন করিতে পারে না; পক্ষান্তরে, বহির্ম্মুখ-জনগণও নামের কৃপালাভে সমর্থ হন। এতৎপ্রসঙ্গে—"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ" বা "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥" প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য ॥ ৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কৃষ্ণসেবা-ব্রত পুরুষ অবশ-চিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে জাতানুরাগ-বশতঃ শ্লথহৃদয় হন; উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য অর্থাৎ অপেক্ষা-শূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও গান-নৃত্যাদি করেন ॥ ৯৪ ॥

খাতোদক,—খালের অল্প জল ॥ ৯৭ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীনারদের নিকট বসুদেব ভগবদ্ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করায় শ্রীনারদের ঋষভপুত্র নবযোগেন্দ্র ও বিদেহরাজ নিমির উপাখ্যান-বর্ণন-প্রসঙ্গে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম 'কবি' নিমিরাজকে বলিলেন।

এবংব্রতঃ (শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপং সেবনব্রতং যস্য সঃ) স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা (স্বস্য প্রিয়স্য ভগবতঃ নামকীর্ত্তনাদিনা)

সিন্ধু ও গোষ্পদের সহিত তুলনা—
(হরিভক্তি-সুধোদয়ে ১৪ অ ৩৬ শ্লোক)

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৯৮ ॥

সন্ন্যাসিগণের চিত্তবৃত্তির ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ও প্রশ্ন—

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি' সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি' গেল, কহে মধুর বচন ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হে জগদ্গুরো, আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ-বিশুদ্ধসমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি, আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোষ্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে; ব্রহ্মলয়ে জীবের যে সুখ, তাহাও গোষ্পদস্বরূপ। গোষ্পদে অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে, তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতিক্ষুদ্র ॥ ৯৮ ॥

অনুভাষ্য

জাতানুরাগঃ (জাতঃ অনুরাগঃ যস্য সঃ জাতরতিঃ অতএব) দ্রুতচিত্তঃ (উৎকণ্ঠহৃদয়ঃ) উন্মাদবৎ লোকবাহ্যঃ (লোকানাং বাহ্যঃ হাস্যনিন্দাস্তুত্যাদিষু অপেক্ষারহিতঃ সন্) উচ্চৈঃ হসতি, অথো রোদিতি, রৌতি (ক্রোশতি), গায়তি, নৃত্যতি চ ॥ ৯৪ ॥

শ্রীগুরুদেবের বাক্যে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া যে সকল ব্যক্তি স্বীয় অধিকারের বিপর্য্যয় করেন, তাঁহারা কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের অধিকার লাভ করেন না। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" এই শ্রুতিবাক্য সমর্থন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে আনুগত্য-সূত্রে তাঁহার গুরুর আদেশ পালন না করিয়া নিরন্তর নামসঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করেন নাই। তাদৃশ কৃষ্ণনামপ্রভুর কীর্ত্তন স্বয়ং ইচ্ছা-শক্তি পরিচালন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে নৃত্য ও গান করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনামকে জড়পদার্থ-জ্ঞানে অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করেন নাই। যাঁহারা ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য-বশে কৃষ্ণনামকে তাঁহাদের ক্রীড়াপুত্তলী-জ্ঞানে শ্রীনাম-সেবার পরিবর্ত্তে নামের প্রভু হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে গমন করেন, তাঁহারা ভজনের পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলভোগবশে পিত্তবৃদ্ধি করাইয়া শারীরিক অস্বাস্থ্য আনয়ন করে মাত্র।

আমি হিতাহিত-বিবেকহীন মূর্খ; বেদান্তের শুদ্ধ অর্থ অন্বেষণ করিতে গিয়া, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথিত মায়াবাদ-কুতর্ক আসিয়া পাছে আমার নৈসর্গিক ভজনবৃত্তি বিনষ্ট করে, এই আশঙ্কায় আমার শাঙ্কর-ব্যাখ্যাযুক্ত বেদান্তে অধিকার নাই জানিয়া কৃষ্ণমন্ত্রজপদ্বারাই সংসারের অনর্থ-নিবৃত্ত হইয়া মুক্তকুলের উপাস্য কৃষ্ণনাম গ্রহণ করি এবং তৎফলে কৃষ্ণপাদপদ্মলাভ হয়। বিবাদময় কলিকালে নাম-গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। এই সকল আজ্ঞা শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া নামগ্রহণফলে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলাম। পরে পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি যে, চতুর্ব্বর্গফলাকাঙ্ক্ষিগণের ক্ষুদ্র আশা অপেক্ষা পরমোপাদেয় পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমাধিকার-লাভ হইলে জীবের যে কল্যাণ হয়, তাহার তুলনা নাই। জাত-প্রেম ব্যক্তি স্বভাবক্রমে লোকলজ্জা উপেক্ষা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, রোদন, গান ও নর্ত্তন প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহাকেই 'ভাগবতজীবন' বলিয়া জানিয়াছি। কৃত্রিমভাবে কাপট্যের আশ্রয়ে আমি কোন কার্য্য করি নাই। গুরুদেবের বাক্যে দৃঢ়শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকি। শ্রীনামই আমাকে কৌপীনধারী বৈদান্তিকগণের গাম্ভীর্য্যের প্রতিপক্ষে গায়ক ও নর্ত্তক করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে আমার নিজের কার্য্যকারকতা অর্থাৎ স্বতঃকর্ত্তৃত্ব বা প্রেরণা অল্পই—সবই শ্রীনামপ্রভুর কৃপা ॥ ৯৫-৯৬ ॥

আদি, ৬ষ্ঠ পঃ ৪৩ ৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৯৭ ॥

হে জগদ্গুরো, ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য (ত্বৎ তব সাক্ষাৎকরণেন দর্শনজনিতেন যদাহ্লাদঃ স এব বিশুদ্ধঃ মলরহিতঃ অব্ধিঃ সমুদ্রঃ তস্মিন্ স্থিতস্য) মে (মম) ব্রাহ্মাণি (ব্রহ্মানুভব-জনিতানি) সুখানি অপি গোষ্পদায়ন্তে (গোষ্পদবিলস্থ-জলবৎ প্রতীয়ন্তে) ॥ ৯৮ ॥

মায়াবাদিগণ শ্রীশঙ্করপাদের শারীরক-ভাষ্যের উদ্দিষ্ট শাস্ত্রকেই 'বেদান্ত' বলেন; অর্থাৎ 'বেদান্ত' বলিতে

তথাপি ভক্তিতে সামান্য, কিন্তু মায়াবাদে দৃঢ় শ্রদ্ধা—

যে কিছু কহিলে তুমি, সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয় ॥ ১০০ ॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর—ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ ॥১০১॥

প্রভুর উক্তি—

এত শুনি' হাসি' প্রভু বলিলা বচন।
দুঃখ না মানিহ যদি, করি নিবেদন ॥ ১০২ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের নম্রতা—

ইহা শুনি' বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
তোমার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥ ১০৪ ॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥ ১০৫ ॥

বেদান্তসম্বন্ধে প্রভুর মত ও ব্যাখ্যা—

প্রভু কহে, বেদান্ত-সূত্র—ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ১০৬ ॥

(১) ঈশ্বর-বাক্য—দোষচতুষ্টয়-রহিত

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ১০৭ ॥

(২) অভিধা (মুখ্যা)-বৃত্তিতে সবিশেষ-তত্ত্ব ভগবান্ই বেদান্ত-বেদ্য—

উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥ ১০৮ ॥

অসুরমোহন শাঙ্করভাষ্য-শ্রবণে সর্ব্বনাশ—

গৌণ-বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১০৯ ॥
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥১১০॥

(৩) চিদ্বিলাস-বৈভবময় ভগবান্ই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য—

'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ-সমান ॥ ১১১ ॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার' ॥১১২॥

অনুভাষ্য

শাঙ্করমতাবলম্বিগণ তাঁহাদের আচার্য্যের কৃত কেবলাদ্বৈত-মতমূলক ভাষ্যতাৎপর্য্যবিশিষ্ট উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রকে লক্ষ্য করেন। সদানন্দযোগীন্দ্র-কৃত 'বেদান্তসারে'—"বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্, তদুপকারীণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ"। বস্তুতঃ 'বেদান্ত' বলিলে 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বুঝায় না। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় সকলেই বেদান্তাচার্য্য, কিন্তু শঙ্করমতাবলম্বী মায়াবাদী নহেন। ভেদ-দর্শন-রহিত হইয়া কেবলাদ্বৈত-বিচারমূলে যে অহংগ্রহোপাসনা, তাদৃশ মায়াবাদ-পন্থিগণ শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকার করেন না; পরন্তু কেবলাদ্বৈত-বিচারই যে নির্দ্দোষ বেদান্তমত, তাহা বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণে প্রাকৃত দেহ ও মনের দ্বারা যে অনিত্যসেবা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মায়াবাদিগণের সন্তুষ্টি হয়, অর্থাৎ তাঁহারা কৃষ্ণভক্তিকে কর্ম্মানুষ্ঠান-বিশেষ বলিয়া জানেন, তজ্জন্য উহাও 'অভক্তি' বলিয়া তাঁহাদের সন্তোষ ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উপনিষদ্,—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ বেদশিরোমণি উপনিষদ্।

সূত্র,—ব্রহ্মসূত্র, চারি অধ্যায় ১৬ পাদ। এই দুইটীই শাস্ত্রমধ্যে প্রধান ॥ ১০৮ ॥

এই প্রধানশাস্ত্র, মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধা-বৃত্তি দ্বারা, যে তত্ত্ব শিক্ষা দেন, তাহাই পরম মহৎ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঐ শাস্ত্রের মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌণবৃত্তি অর্থাৎ লক্ষণা-বৃত্তি দ্বারা কেবলাদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া যে ভাষ্য লিখিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে পারমার্থিক সমস্তকার্য্যের নাশ হয়। যদি বল, সাক্ষাৎ শিবাবতার শঙ্করস্বামী এরূপ অবৈধ কার্য্য কেন করিলেন? তবে শুন। তিনি ঈশ্বর-আজ্ঞায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার দোষ নাই; যথা পদ্মপুরাণে শ্রীমহাদেব-বাক্য, (পৃ ৩৮৫)—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-

তত্ত্ববস্তুকে নিরাকার এবং বিষ্ণুদেহাদিকে মায়িক-বিকার বলাই 'মায়াবাদ'—

চিদানন্দ—দেহ, তাঁর, স্থান, পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার ॥ ১১৩ ॥

আদেশ-পালক শঙ্করের দোষ না থাকিলেও তদ্ভাষ্য-শ্রবণে জীবের সর্ব্বনাশ—

তাঁর দোষ নাহি তিহোঁ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

রূপিণা ॥ ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্বং জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে ॥ বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্। ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥" শিবপুরাণে ভগবদ্বাক্য—"দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু ॥" ১০৮-১১০ ॥

বিষয়টী পাঠ-করিবা মাত্র যে অর্থ মুখ্যরূপে অর্থাৎ স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পায়, তাহাকে 'মুখ্যার্থ' বলা যায়। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" (৫।১।১)—ইতি বৃহদারণ্যকে; "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ", "স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্ ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং" (৬।৬), "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" (৩।৮), "পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ" (৬।৭), "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" (৩।১২), "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (৬।৮) ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে; "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইতি ঋগ্বেদে; "স ঈক্ষাংশ্চক্রে" (৬।৩) ইতি প্রশ্নে; "স ঐক্ষত" (১।১।১), "স ইমাঁল্লোকানসৃজত" (১।১।২) ইতি ঐতরেয়ে; "তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ 'তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব" (৩।২) ইতি তলবকারে;—এবম্প্রকার বহু বহু বেদবাক্য পাঠ করিবা-মাত্র ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ, সম-রহিত, এক পরতত্ত্ব ভগবান্ই প্রতীত হয়। তবে যে "অপাণিপাদঃ" (শ্বেঃ৩।১৯) ইত্যাদি আকার-নিষেধবাক্য পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা সেই ভগবানের আকার— চিদাকার, তাঁহার দেহ ও তাঁহার বিভূতি— চিদ্বিভূতি, এইমাত্র বুঝিতে হইবে। আচার্য্য-প্রমুখ মায়াবাদিগণ তাঁহার চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে 'নিরাকার' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যখন তিনি, তাঁহার স্থান ও তাঁহার পরিবার, সকলই প্রকৃতির অতীত চিদানন্দস্বরূপ, তখন তাঁহাকে কিরূপে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার বলিয়া উক্তি হইতে পারে? বস্তুতঃ, অপ্রাকৃত-চিদ্বিভূতিময় তাঁহার আকারও সত্য। এরূপ নিরাকাররূপে বর্ণন করায় আচার্য্যের দোষ কি? যেহেতু তিনি ত' আজ্ঞাকারী দাস; যথা নারদ-পঞ্চরাত্রে—"মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।" কিন্তু অপর যে ব্যক্তি ঐরূপ ব্যাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়।

অনুভাষ্য

সূত্র—"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্। অ-স্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" (স্কন্দ ও বায়ুপুরাণে)।

বেদান্তসূত্র—(১) ব্রহ্মসূত্র, (২) শারীরক, (৩) ব্যাসসূত্র, (৪) বাদরায়ণ-সূত্র, ও (৫) উত্তর-মীমাংসা ও (৬) বেদান্তদর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত চতুরধ্যায়ী ষোড়শপাদ-বিশিষ্ট সূত্রকারে গ্রথিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক পাদে কতিপয় অধিকরণ আছে। প্রত্যেক অধিকরণে পঞ্চাবয়ব-ন্যায় বর্ত্তমান,—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন; অপর ভাষায়—"একো বিষয়সন্দেহঃ পূর্ব্বপক্ষাবভাসকঃ। শ্লোকোঽপরস্তু সিদ্ধান্তবাদী সঙ্গতয়ঃ স্ফুটাঃ॥"

বিভিন্ন ভাষ্যমতে,—ইহার ১৬২-২২৩ পর্য্যন্ত অধিকরণ-বিভাগ লক্ষিত হয়; সূত্র-সংখ্যা—৫২০-৫৬০ পর্য্যন্ত।

'বেদান্ত' শব্দে কোষকার 'হেমচন্দ্র' বলেন,—ব্রাহ্মণের সহিত উপনিষদংশই 'বেদান্ত'—বেদাবশিষ্ট বা বেদ-শেষভাগ অর্থাৎ বেদসমূহের অন্ত। বেদের চরমোদ্দেশ্য যে শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও 'বেদান্ত'। উপনিষৎ প্রমাণ-স্বরূপে যে শাস্ত্রে ব্যবহৃত, এবং তদুপকারক যে সূত্রাদি, তাহা 'বেদান্ত'। 'বেদান্তসূত্র'কে প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম 'ন্যায়-প্রস্থান' বলা হয়। উপনিষদ্গুলি—'শ্রুতি-প্রস্থান', এবং গীতা-ভারত-পুরাণাদি—'স্মৃতি-প্রস্থান'।

শ্রীনারায়ণের নিঃশ্বাস হইতে বেদসমূহ প্রপঞ্চে আগত।

মায়াধীশ বিষ্ণুকে মায়িক-জ্ঞানই পাষণ্ডতা—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥ ১১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিষ্ণুকলেবরকে 'প্রাকৃত' করিয়া মানার ন্যায়, বিষ্ণুনিন্দা আর হইতে পারে না ॥ ১১১-১১৫ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীনারায়ণ-কথিত বেদবিস্তার-শাস্ত্রকেই 'সাত্বত-পঞ্চরাত্র' বলে। শ্রীনারায়ণের আবেশাবতার শ্রীব্যাস বা কাহারও মতে (শ্রীঃ ভাঃ ৩।৩।৩২) 'অপান্তরতমা' ঋষি বেদান্তসূত্রের গুম্ফন-কারক। পঞ্চরাত্র ও বেদান্তে একই অভিমত প্রকাশিত আছে,—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি। শ্রীব্যাস-রচিত বলিয়া ইহাকেও শ্রীনারায়ণেরই বাক্য বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীব্যাসদেব সূত্র-রচনাকালে আরও আটজন ঋষির প্রণীত বেদান্ত-মতের সমালোচনা করিয়াছেন; যথা—আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি, বাদরায়ণ ও বাদরী। এতদ্ব্যতীত পারাশরী ও কর্ম্মন্দী-ভিক্ষুসূত্রদ্বয়ও শ্রীব্যাসের রচিত সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ।

বেদান্তদর্শনের প্রথম-অধ্যায়দ্বয়ে 'সম্বন্ধ'-জ্ঞান, তৃতীয় অধ্যায়ে 'অভিধেয়' সাধন-ভক্তি, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে 'প্রয়োজন-ফল' ভগবৎপ্রেমার কথাই বর্ণিত। সূত্রকার ব্যাসের রচিত অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যূনাধিক অনুগত বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয়-প্রণীত ভাষ্য এবং তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের অধস্তনগণরচিত বহুবিধ টীকায় বেদান্তের ভগবদ্ভজনতৎপরতা কথিত আছে। বিষ্ণুভক্তিরহিত নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারপর সম্প্রদায়ে এই বেদান্ত-সূত্রেরও আদর পরিলক্ষিত হয়। এই বেদান্তের মায়িক-বিচার-মুখে যে সকল ভাষ্যাদি ও তদনুগত টীকা, এবং সন্দর্ভাদি পাওয়া যায়, সেইগুলি বিষ্ণুসেবা-রহিত বাস্তব-সত্য হইতে ভেদ-বিচারযুক্ত ॥ ১০৬ ॥

আদি, ২য় পঃ ৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০৭ ॥

মুক্তিকোপনিষদে (৩০-৩৯)—"ঈশকেনকঠপ্রশ্নমুণ্ড-মাণ্ডূক্যতিত্তিরিঃ। ঐতরেয়শ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা ॥ ব্রহ্মকৈবল্যজাবালশ্বেতাশ্বো হংস আরুণিঃ। গর্ভো নারায়ণো

তত্ত্ব-বস্তু—সূর্য্যসদৃশ, জীব—তৎকিরণকণ

তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ঈশ্বরের তত্ত্বকে জ্বলিত-জ্বলনের সহিত তুলনা করিলে, অনন্তজীবগণকে তাহার স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ তুলনা করা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর—চিন্ময়, অসীম, জ্বলিত অগ্নিবিশেষ। অনন্তজীবসকল তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ পৃথকৃতত্ত্ব হইয়া নিঃসৃত হইয়াছে। এস্থলে

অনুভাষ্য

হংসো বিন্দুর্নাদশিরঃ শিখা ॥ মৈত্রায়ণী কৌষিতকী বৃহজ্জাবালতাপনী। কালাগ্নিরুদ্রমৈত্রেয়ী সুবালক্ষুরিমন্ত্রিকা ॥ সর্ব্বসারং নিরালম্বং রহস্যং বজ্রসূচিকম্। তেজো নাদধ্যান-বিদ্যাযোগতত্ত্বাত্মবোধকম্ ॥ পরিব্রাট্ ত্রিশিখী সীতা চূড়া নির্ব্বাণমণ্ডলম্। দক্ষিণা শরভং স্কন্দং মহানারায়ণাদ্বয়ম্ ॥ রহস্যং রামতপনং বাসুদেবঞ্চ মুদ্গলম্। শাণ্ডিল্যং পৈঙ্গলং ভিক্ষুমহচ্ছারীরকং শিখা ॥ তুরীয়াতীতসন্ন্যাসপরিব্রাজাক্ষমালিকা। অব্যক্তৈকাক্ষরং পূর্ণা সূর্য্যাক্ষ্যধ্যাত্মকুণ্ডিকা ॥ সাবিত্র্যাত্মা পাশুপাতং পরব্রহ্মাবধূতকম্। ত্রিপুরাতপনং দেবী ত্রিপুরা কঠভাবনা। হৃদয়ং কুণ্ডলীভস্ম-রুদ্রাক্ষগণদর্শনম্ ॥ তারসারমহাবাক্যপঞ্চব্রহ্মাগ্নিহোত্রকম্। গোপালতপনং কৃষ্ণং যাজ্ঞবল্ক্যং বরাহকম্ ॥ শাঠ্যায়নী হয়গ্রীবং দত্তাত্রেয়ং চ গারুড়ম্। কলিজাবালিসৌভাগ্য-রহস্যোক্তশ্চ মুক্তিকা ॥"—এই ১০৮ খানি উপনিষৎ।

'মুখ্যবৃত্তি' শব্দে অভিধা-বৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা কোষ-ব্যাকরণাদি-প্রসিদ্ধ অর্থের বোধ হয়, তাহা 'অভিধা'। 'গৌণবৃত্তি' শব্দে লক্ষণা-বৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা প্রয়োজন-বশতঃ বা বহুপ্রয়োগবশতঃ প্রকৃত অর্থ-সম্বন্ধীয় অন্যার্থের বোধ হয়, তাহা 'লক্ষণা'।

ভাষ্য,—যথা, "সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্ব-পদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ" ॥

উপনিষৎ এবং সূত্রের প্রতিপাদ্য সবিশেষ-তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ—উহা মুখ্যা (অভিধা) বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রদর্শিত

জীব—শক্তি, কৃষ্ণ—শক্তিমৎতত্ত্ব

জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥ ১১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জীবের স্বরূপগঠনে মায়ার কোন ক্রিয়া নাই, অর্থাৎ কোন প্রাকৃত ব্যাপার নাই। যদি বল, এরূপ চিৎকণ-গঠনের প্রয়োজন কি? তবে শুন,—ঈশ্বরের বিচিত্র স্বরূপশক্তির দুইপ্রকার প্রবৃত্তি—অসীম-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি ও অণু-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি। অসীম-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে ঈশ্বর-স্বরূপ ও চিজ্জগৎরূপ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব; এই প্রবৃত্তিকেই 'চিচ্ছক্তি' বলে। অণুক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্তজীব; এই প্রবৃত্তিকে 'জীবশক্তি' বলে। স্বরূপশক্তির যদি এই উভয় বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হইত। পূর্ণৈশ্বর্য্য ভগবানের শক্তিগত অণুক্রিয়ারূপ জীবের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাব্য ও অপরিহার্য্য। অতএব জীবতত্ত্ব হইতেই কৃষ্ণতত্ত্বে শক্তিমত্তা (বিলাস)। জীবতত্ত্ব না থাকিলে কৃষ্ণের পূর্ণ-শক্তিমত্তা স্বীকৃত হইত না ॥১১৬-১১৭ ॥

অনুভাষ্য

হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদী গৌণী (লক্ষণা) বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে তত্ত্বাভাস প্রদর্শন করেন, তাহা 'তত্ত্ববাদে'র পরিবর্ত্তে 'মায়াবাদ' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার কেবলাদ্বৈত-বিচার দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হইবার পরেই 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' ও শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের 'তত্ত্ববাদ' শ্রৌত-পথাবলম্বনে অতাত্ত্বিকগণের তর্কপন্থামূলক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু অভিধাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তার্থকে আদর করিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য লক্ষণা-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে বেদান্তার্থ নিজভাষ্যে লিখিয়াছেন, তাহাদ্বারা সর্ব্বনাশ হয়; যথা পদ্মপুরাণে—"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্। যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥ অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ঁল্লোক-গর্হিতম্। কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে॥ সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্যং তত্র চোচ্যতে। পরাত্ম-জীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে॥"

অন্ত্য, ২য় পঃ ৯৪-৯৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০৮-১০৯ ॥

(শ্রীভগবদ্গীতায় ৭ অ, ৫ম শ্লোক)

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ,—এই পঞ্চভূতরূপ স্থূল-জগৎ; মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-রূপ লিঙ্গ-জগৎ। এই অষ্টপ্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি—'অপরা' বা 'জড়া'; ইহার নাম 'মায়া-প্রকৃতি'। ইহা হইতে পৃথক্ আমার আর একটী 'পরা-প্রকৃতি' আছে। সেই প্রকৃতিই জীবস্বরূপ হইয়া এই জগতে পরিপূর্ণ। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ই একমাত্র বস্তু; তাঁহার একটী 'স্বরূপ বা 'আত্ম'-শক্তি আছে। সেই স্বরূপশক্তি হইতে পৃথক্প্রায়, অথচ তাহার ছায়ার ন্যায় যে শক্তি প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম 'মায়া-শক্তি'। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়ব্রহ্মাণ্ড—সেই মায়া-প্রসূত। তাহার অতীত—জীবতত্ত্ব। জীবের শুদ্ধসত্ত্বা, শুদ্ধ অহঙ্কার ও মনোবৃত্তি,—সমস্তই মায়ার অতীত কোন পরা-শক্তি-গঠিত; অতএব 'জীব'-নির্ম্মাণ-কার্য্যে মায়ার কোন অধিকার ছিল না। মায়া-প্রবিষ্ট হইয়া জীবের যে জড়-ভাবান্বিত অণুবুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রতীত হইতেছে, তাহাই কেবল মায়ার কার্য্য। এই মায়া-সম্বন্ধ হইতে পরিষ্কৃত হইয়া স্ব-স্বরূপে জীবের অবস্থানকে 'মুক্তি' বলি। মুক্তি হইলে মায়া-নির্ম্মিত অহঙ্কার পর্য্যন্ত থাকে না; কিন্তু জীবের স্বতঃসিদ্ধ যে সকল চিন্ময়ী বৃত্তি আছে, উহারা শুদ্ধরূপে কার্য্য করিতে পারিবে। অতএব জীব—ভগবানের একটী শক্তিবিশেষ ॥ ১১৮ ॥

অনুভাষ্য

সদানন্দযোগীন্দ্র-কৃত 'বেদান্তসারে'—"বস্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি-সকলজড়সমূহঃ অবস্তু। অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি। ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণৈকমনেকমিতি চ ব্যবহ্রিয়তে। ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানং এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকং সদসদ্ব্যক্তমন্তর্য্যামিজগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে। সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বম্"।

চিৎ, জীব ও মায়া, এই ত্রিবিধা বিষ্ণুশক্তি—
(বিষ্ণুপুরাণে ৬ষ্ঠ অং, ৭ম অঃ, ৬০ শ্লোক)
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার।—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞাবিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তিই 'চিচ্ছক্তি'; ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তিই জীবশক্তি (যাহাকে মায়ারূপা 'অবিদ্যা' হইতে 'অপরা' [ভিন্না] বলিয়া উক্ত হইয়াছে); কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা-শক্তির নাম 'মায়া' ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য

শাঙ্কর-বৈদান্তিক সদানন্দ সংক্ষেপে 'বেদান্তসার' গ্রন্থে শঙ্কর-মত-তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন। ইহা এক্ষণে শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের অতিমান্য প্রামাণিক আধার। "সচ্চিদানন্দ অদ্বয়বস্তুই ব্রহ্ম; অজ্ঞানাদি সকলজড়সমূহই অবস্তু। 'অজ্ঞান' বলিতে সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্, অনির্ব্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপ যাহা কিছু, সমস্তই বুঝায়। এই অজ্ঞান সমষ্টি ও ব্যষ্টি-ভেদে এক এবং অনেকরূপে ব্যবহৃত হয়। এই সমষ্টি উৎকৃষ্ট উপাধি-বিশিষ্ট হইলে 'বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান' নাম লাভ করে। বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান অজ্ঞানে প্রতিফলিত হইলে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সদসদব্যক্ত, জীবসমূহের অন্তর্যামী, জগতের কারণ 'ঈশ্বর'-সংজ্ঞা লাভ করে। 'ঈশ্বর'—সকল-অজ্ঞানের প্রকাশক বলিয়া 'সর্ব্বজ্ঞ'; ইহাঁদের মতে, ঈশ্বরত্ব-প্রাকৃতসত্ত্বের অজ্ঞানজ বিকারমাত্র। জীব—মলিনসত্ত্বপ্রধান ও ব্যষ্টি-উপাধিবিশিষ্ট" ॥ ১১৩ ॥

মধ্য, ২৫শ পঃ ৩৩-৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১১-১১৩ ॥

মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৬৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১৪ ॥

সবিশেষ তত্ত্ববস্তুই বিষ্ণু। বিষ্ণুর প্রকৃতিই প্রাকৃত জড়-জগতের মূল। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের প্রকৃতি বা মায়া-শক্তির বিবর্ত্তবাদ-বিচারে বাস্তব অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বিষ্ণু-মায়া-সম্বন্ধে শাস্ত্র ভূরি বর্ণন করিয়াছেন। বিষ্ণু, মায়ার প্রসূত দেববিশেষ নহেন। যাঁহারা সেরূপ মনে করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুধারণায় বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রাকৃত-দেবপর্য্যায়ে বিষ্ণু কখনই গণিত হইতে পারেন না। যাঁহারা সেরূপভাবে ভ্রান্ত হন, তাঁহারাই বিষ্ণুকে প্রাকৃত দেবত্রয় বলিয়া জানেন। শ্রীভগবান্ গীতায় তাঁহাদের ভববন্ধন-মোচনের জন্য বলিয়াছেন—"দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" বিষ্ণু—বৈকুণ্ঠ বস্তু, তাঁহাকে প্রকৃতিজাত দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিলে বস্তুনির্দ্দেশ-সম্বন্ধে দৌরাত্ম্য করা হয়—উহাই নিন্দা। বিষ্ণু অধোক্ষজবস্তু—তিনি প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। তাঁহার দেহ-দেহির মধ্যে অদ্বয়-জ্ঞান অবস্থিত। প্রাকৃত-বস্তুগুলিতে দেহ দেহি-ভেদ বর্ত্তমান। প্রাকৃত-বস্তুগুলি—ভোগের সামগ্রী, কিন্তু বিষ্ণু নিত্যকাল ভোক্তা। 'ভোক্তা'কে 'ভোগ্য' বলিয়া জ্ঞান করিলে অপরাধ হয় এবং জীবের নিত্যসেব্য-বস্তুকে জীব-সাম্যে সেবক-জ্ঞানে পরিচয় দিলে তাঁহার নিন্দাই করা হয়।

আদি, ৭ম পঃ ১১২-১১৩ সংখ্যার অনুভাষ্য এবং মধ্য, ২৫শ পঃ ৩৫-৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১৫ ॥

ইয়ম্ অপরা (অচিৎপ্রকৃতিঃ জড়ত্বাৎ নিকৃষ্টা)। ইতঃ (জড়প্রকৃতেঃ) অন্যাং পরাং (চিন্ময়ীং) জীবভূতাং (জীবস্বরূপাং) মে (মম) প্রকৃতিং বিদ্ধি (জানীহি)। হে মহাবাহো, যয়া (চেতনয়া জীবাখ্যয়া শক্ত্যা) ইদং (জড়ং) জগৎ ধার্য্যতে (স্বভোগ্যায় গৃহ্যতে) ॥ ১১৮ ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ (বিষ্ণোঃ স্বরূপশক্তিঃ) পরা (চিৎস্বরূপা) প্রোক্তা; ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা (জীবশক্তিঃ) অপরা প্রোক্তা; অন্যা

ঈশ্বরকে জীবের ন্যায় অজ্ঞানময়-বোধও মায়াবাদ—

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জীবতত্ত্ব—শক্তিবিশেষ। সেই জীবতত্ত্বকে 'অণুচৈতন্য'-রূপে সিদ্ধ না করিয়া 'ব্রহ্ম'রূপে সিদ্ধ করিতে গেলে অবশ্যই ভ্রমময় সিদ্ধান্ত হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঈশ্বর-আজ্ঞাক্রমে ঈশ্বরত্ব আচ্ছাদন করিবার অভিপ্রায়ে জীবতত্ত্বের সহিত পরতত্ত্বের ঐক্য স্থাপনপূর্ব্বক, ভ্রমময় সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

'শক্তিপরিণাম-বাদ'ই ব্রহ্মসূত্রে স্বীকৃত—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ ॥১২১॥

গুরুকে ভ্রান্তি-জ্ঞানে মায়াবাদীর 'বিবর্ত্তবাদ'—

পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' 'বিবর্ত্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি ॥১২২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ব্যাসসূত্রে বস্তুতঃ (শক্তি)-পরিণাম-বাদ স্বীকৃত। আচার্য্য, পরিণাম-বাদে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয়, এই বিতর্ক উঠাইয়া, পরিণাম-বাদ মানিলে ব্যাসকে 'ভ্রান্ত' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এই যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক 'বিবর্ত্তবাদ' করে।

অনুভাষ্য

অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা (কর্ম্ম যস্যাঃ সংজ্ঞা সা) তৃতীয়া মায়া-শক্তিঃ ইষ্যতে ॥ ১১৯ ॥

ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতিস্বরূপকে অনির্ব্বচনীয় ও অজ্ঞান-বোধে লিখিতে গিয়া, শঙ্কর ঈশ্বরের অলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব আচ্ছাদন করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজপাদ 'বেদান্তসারে'—"নমু 'আত্মা বা ইদমগ্র-আসীৎ' ইতি প্রাক্‌সৃষ্টেঃ একত্বাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্মচিদ-চিদ্বিশিষ্টস্য নারায়ণস্য কারণত্বম্? উচ্যতে,—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসং-বিশন্তি' ইতি। পরিত্যক্তস্থূলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপত্ত্যা ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে, ন তু স্বরূপনিবৃত্তিঃ। 'অক্ষরস্ত-মসি লীয়তে তমঃপরে দেবে একীভবতি' ইতি তমঃ-শব্দ-বাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্মন্যেকীভাব-শ্রবণাৎ। পৃথগ্‌গ্রহণ-রহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ; স এব লয়-শব্দার্থঃ; যথা—বৃক্ষে লীনাঃ পতঙ্গাঃ, বনে লীনাঃ সারঙ্গাঃ"।

যদি বল, 'জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র আত্মা ছিল' (বৃঃ আঃ ১।৪।১), তাহা হইলে কি প্রকারে সূক্ষ্ম চিদচিৎ-শক্তিবিশিষ্ট নারায়ণের জগতের মূল-কারণত্ব সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, 'যাঁহা হইতে এই ভূতসমূহ জাত, যাঁহার দ্বারা পালিত ও যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়" (তৈ, ভৃ, ১অ) এই তৈত্তিরীয়-বাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ভূত-সকল তাহাদের স্থূল জড়াকার পরিত্যাগ করিয়া মুক্তাবস্থায় সূক্ষ্মাকার গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিজনিজ বৃত্তি প্রতিপন্ন করে, তাহাদের স্বরূপ ধ্বংস করে না;—যেহেতু, অবিনাশী আত্মা তমঃ-শব্দবাচ্য প্রকৃতিতে লীন হইলে প্রকৃতির ব্রহ্মের সহিত অভেদ (একীভাব) হয়। তৎকালে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের পৃথক্ গ্রহণ না হওয়ায় প্রকৃতির সত্ত্ব ব্রহ্মেই অবস্থান করে। 'লয়' শব্দে এইরূপই বুঝায়; দৃষ্টান্ত,—যেরূপ, বৃক্ষস্থ পক্ষিগণ বা বনস্থ মৃগগণবৃক্ষে বা বনে লীন বা অন্তর্নিবিষ্ট থাকে"।

ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীবেদব্যাসের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২)—এই সূত্রকে উপলক্ষ করিয়া "অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ—"আনন্দময়-বাক্যে 'ব্রহ্ম'শব্দ-সংযোগ না থাকায় তাঁহাকে মুখ্যব্রহ্ম বলা যায় না। আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিলে অবয়ব-সম্বন্ধ-হেতু সবিশেষ-ব্রহ্মই বলিতে হয়, কিন্তু 'আনন্দময়' বাক্যের শেষে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম অভিহিত আছে। আনন্দময়-শব্দে আনন্দ-প্রচুর অর্থাৎ প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট্'প্রত্যয় (যে অর্থে চিদ্বিলাস-বাদী ভাগবতগণ প্রযুক্ত করিয়াছেন, তাহা) কথিত হইলে তাহাতে দুঃখেরও অস্তিত্ব আছে, জানা যায়; কেননা, আধিক্য অনুসারেই প্রচুর-শব্দের প্রয়োগ হয়, অল্পতা তাহার লক্ষ্য থাকে না। আনন্দময় 'শুদ্ধ-ব্রহ্ম' নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উক্তি) না করিয়া 'আনন্দমাত্রে'র অভ্যাস করিয়াছেন। যদি আনন্দ-ময়ের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হইত, তাহা হইলে না হয়, আনন্দ-মাত্রের অভ্যাসকে আনন্দময়াভ্যাস বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতে, কিন্তু অবয়ব-সম্বন্ধ না থাকায় আনন্দময়ের অব্রহ্মত্বই নিশ্চিত আছে, এই সকল হেতুবশতঃ এবং "আনন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্ম-বিষয়ে আনন্দ-শব্দের প্রয়োগ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য শ্রুতিতেও 'আনন্দমাত্র' ব্রহ্মই অভ্যস্ত হইয়াছে, 'আনন্দময়' অভ্যস্ত হয় নাই। যদিও "আনন্দময়মাত্মানং" শ্রুতিতে আনন্দময়েরই অভ্যাস দৃষ্ট হয়, তথাপি অন্নময়াদির মধ্যে উহা পতিত হওয়ায় আনন্দময়েরও শুদ্ধব্রহ্ম-বোধকতা

'বিবর্ত্তে'র আশ্রয়—

বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেই ত' প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥ ১২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" এই ১৪শ সূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" (ছাঃ ৬।১।৪) ইত্যাদি বেদবাক্যের উদাহরণ দিয়া পরিণাম-বাদকে দোষযুক্ত বিকার-বাদ বলিয়া বিতর্ক করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তির কার্য্য-বিকাররূপে এইরূপ পরিণাম-বাদ শিক্ষিত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই,—"স-তত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ"। একটী সত্য-তত্ত্ব হইতে অন্য একটী সত্য-তত্ত্বের উদয় হইলে, তাহাতে অন্যবস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই 'বিকার' অর্থাৎ পরিণাম। 'ব্রহ্ম'—একটী সত্যবস্তু ; তাঁহা হইতে 'জীব'রূপ একটী সত্যবস্তু ও 'মায়িকব্রহ্মাণ্ড'রূপ একটী সত্যবস্তু পৃথক্‌রূপে হইয়াছে, এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের 'বিকার' বা 'পরিণাম' বলি। বিকার বা পরিণামের উদাহরণ এই যে, 'দুগ্ধ'—একটী সত্যপদার্থ, তাহাই 'দধি'-রূপ অন্য সত্যপদার্থরূপে বিকৃত হয়। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) এইরূপ বেদবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মই যে জগৎ, ইহাতে কোন সন্দেহ হয় না। ব্রহ্মের একটী অচিন্ত্য-শক্তি আছে, তাহা "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ ৬।৮) এই বেদবাক্যে সিদ্ধ হয়। সেইশক্তিক্রমে ব্রহ্মের সত্যধর্ম্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়, এরূপ সিদ্ধান্তে কোন প্রকার দোষ হইতে পারে না। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩) "সম্মূলাঃ সৌম্যেমা প্রজাঃ সদায়-

অনুভাষ্য

নিবারিত হইয়াছে। 'আনন্দময়' বাক্যের নিকটেই "তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব" এইরূপ বাক্য থাকিলেও শুদ্ধব্রহ্মের সহিত আনন্দময়ের নিকট-সম্বন্ধ না থাকায় আনন্দময়ের শুদ্ধব্রহ্মবোধকতা নাই। তৎপরবর্ত্তী "তিনিই রস" ইত্যাদি বাক্যও তৎসাপেক্ষ বলিয়া

বিবর্ত্তবাদ-খণ্ডন—(১) অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবান্

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। *
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" (ছাঃ ৬।৮।৪), "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি ছান্দোগ্য-বাক্যে সেই ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তিক্রমে এই চিজ্জড়াত্মক জগদ্রূপে পরিণত,—ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব 'উপাদেয়', ব্রহ্ম—'উপাদান'। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ, ভৃঃ ১অঃ) এই বেদবাক্যে ব্রহ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণাম-বাদের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝিতে পারিলে এই 'জগৎ' ও 'জীব'কে পৃথক্ সত্যতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না। "সম্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়-তনাঃ" (ছাঃ ৬।৮।৪) ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, 'জীব' ও জীবায়তন 'জড়জগৎ' সত্যবস্তু বটে। এস্থলে ব্রহ্মের বিকারিত্ব হইবে—এই নিরর্থক ভয়ে, রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা-স্বরূপ জীব ও জগৎকে কল্পনা করা প্রতারণা মাত্র ; তবে যে মাণ্ডুক্য ইত্যাদি বেদে 'রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি' ও 'শুক্তিতে রজতবুদ্ধি' এই সকল উদাহরণ দেখা যায়, তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। জীব—শুদ্ধচিৎকণ। মানবদেহবিশিষ্ট জীব এই জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, ইহাই 'বিবর্ত্তের' স্থল। 'বিবর্ত্ত' এইরূপে ব্যাখ্যাত—"অতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ"। যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম 'বিবর্ত্ত'। জীবের পক্ষে 'বিবর্ত্ত' একটী মহাদোষ,—বদ্ধজীব সেই বিবর্ত্তবুদ্ধি দোষে দূষিত। এইরূপ বিবর্ত্ত-দোষকে মূল-বিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অবিচিন্ত্যশক্তিকে ভুলিয়া গেলেই এইরূপ

অনুভাষ্য

আনন্দময়বোধক নহে। "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক" ইত্যাদি প্রকার অবয়ব-বোধক শব্দ না থাকায়, নিশ্চয় হইতেছে যে, 'আনন্দ'ই মুখ্যব্রহ্ম, 'আনন্দময়' নহে। যদি বল, সবিশেষ-ব্রহ্মই ত' উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত ? তদুত্তর,—তাহা বলিতে পার না,—তাহা "অবাঙ্মনসগোচর" অর্থযুক্ত শ্রুতি-

(২) প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্ত—

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥ ১২৫ ॥

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভ্রমের উদয় হয়। ভগবান্ যেরূপে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহার একটী সামান্য দৃষ্টান্ত আছে। অনেকে বলেন, প্রাকৃত-জগতে 'চিন্তামণি' বলিয়া একটি নিধি আছে, তাহা নানারত্নরাশিকে প্রসব করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত-স্বরূপে অবস্থান করে। প্রাকৃতবস্তুতে যদি এরূপ

অনুভাষ্য

দ্বারা নিরস্ত, অতএব 'আনন্দময়' শব্দের 'ময়ট্'-প্রত্যয়—বিকারবোধক, প্রাচুর্য্যবোধক নহে"।

শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপে সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় 'ময়ট্' প্রত্যয়টী তুলিয়া দিবার অর্থাৎ উহার বৈয়র্থ্য বা বাহুল্য দেখাইবার জন্য একই বক্তব্য-বিষয়টী ১২-১৯ সূত্রে পুনঃ পুনঃ বলিবার কি প্রয়াসই না করিয়াছেন! এই সম্বন্ধে 'সর্ব্বসম্বাদিনী' গ্রন্থে শ্রীমদ্ জীবপ্রভুর উক্তি—"যদি চ সূত্রকারস্য বেদান্তার্থানভিজ্ঞতাং নিগূঢ়মভিপ্রায়তা, তৎ-প্রমাদ-মার্জ্জন-স্বচাতুরী-ব্যঙ্গ-ভঙ্গ্যা তৎ "আনন্দময়"সূত্রমেবং ব্যাখেয়ম্—

'আনন্দময়ঃ' ইত্যত্র "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ইতি, তথা বিকারসূত্রে (১।১।১৩) চ 'বিকার'-শব্দেনাবয়বঃ, 'প্রাচুর্য্য'-শব্দেন 'সাদৃশ্যং' ব্যাখ্যেয়ম্, তদা সূত্রকারস্যাশাব্দিকতৈব চ প্রসজেৎ—তত্তচ্ছব্দাদিভিস্তৎ তদর্থানভিধানাৎ। 'ময়ট্'-প্রত্যয়-বিকার-প্রাচুর্য্য-শব্দানামনন্তরনির্দ্দিষ্টানামন্যার্থত্বং ন বা বালকস্যাপি হৃদয়মারোহতি"।

শঙ্করের ভাষ্য পাঠ করিয়া এই ধারণা হয় যে, সূত্রকার শ্রীবেদব্যাস যে বেদান্তের অর্থ বুঝিতে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাই যেন তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায়, এই জন্য সূত্রকার আচার্য্য শ্রীবেদব্যাসের প্রমাদ মার্জ্জনা করিবার ব্যপদেশে শ্রীশঙ্কর নিজ-চাতুর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভঙ্গিক্রমে 'আনন্দময়' সূত্রটীকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'আনন্দময়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মধ্যে "ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা" এই শ্রুতিবাক্যে মুখ্যব্রহ্মই 'উপদিষ্ট'; ১।১।১৩ সূত্রে বিকার-শব্দে 'অবয়ব', এবং 'প্রাচুর্য্য'-শব্দে 'সাদৃশ্য' ব্যাখ্যা করিব'। এইভাবে ব্যাখ্যাত হইলে সূত্রকারের (ব্যাসের) যে শব্দজ্ঞান ছিল না, তাহারই প্রসক্তি হয়; যেহেতু, তাঁহার ব্যবহৃত শব্দদ্বারা বেদান্তের সেই সেই অর্থ হয় না। ময়ট্-প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন বিকার-প্রাচুর্য্য-শব্দাদির অনন্তর নির্দ্দিষ্ট শব্দসকলের অন্য অর্থই বা কি হইতে পারে? একথা ত' বালকের হৃদয়েও উপস্থিত হয়! অর্থাৎ ময়ট্-প্রত্যয়ে 'বিকার' ও 'প্রাচুর্য্যার্থ ব্যতীত উহাতে অন্য অর্থ যোজনা করা যে নিতান্ত ভ্রম, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৭০-১৭৫ এবং মধ্য, ২৫শ পঃ ৪০-৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১২১ ॥

শ্রীজীবপ্রভু পরমাত্মসন্দর্ভে'—(৫৮ সংখ্যায়) "তদ্ বাদে হি সর্ব্বমেব জীবাদি-দ্বৈতম্ অজ্ঞানেনৈব স্ব-স্বরূপে ব্রহ্মণি কল্প্যতে ইতি মতম্। নিরহঙ্কারস্য কেনচিদ্ধর্ম্মান্তরেণাপি রহিতস্য সর্ব্ব-বিলক্ষণস্য চিন্মাত্রস্য ব্রহ্মণস্তু নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং, ন চাজ্ঞানবিষয়ত্বং, ন চ ভ্রমহেতুত্বং সম্ভবতীতি। পরমালৌকিক-বস্তুত্বাদচিন্ত্যশক্তিত্বস্য সম্ভবেৎ। যৎ খলু চিন্তামণ্যাদাবপি দৃশ্যতে, যয়া ত্রিদোষঘ্নৌষধিবৎ পরস্পরবিরোধিনামপি গুণানাং ধারিণ্যা তস্য নিরবয়বত্বাদিকে সত্যপি সাবয়বাদিকমঙ্গীকৃতং তত্র শব্দশ্চাস্তি প্রমাণম্। "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশঃ স্যুঃ" ইত্যাদিকঃ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ। "আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য-সহস্রশক্তিঃ" ইত্যাদিকঃ শ্রীভাগবতাদিষু। তথা চ ব্রহ্মসূত্রং—"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ" হীতি। তত্র দ্বৈতান্যথানুপপত্ত্যাপি ব্রহ্মণ্যজ্ঞানাদিকং কল্পয়িতুং ন শক্যতে, অসম্ভবাদেব। ব্রহ্মণ্যচিন্ত্য-শক্তিসদ্ভাবস্য যুক্তিলব্ধত্বাৎ শ্রুতত্বাচ্চ দ্বৈতান্যথানুপপত্তিশ্চ দূরে গতা। ততশ্চাচিন্ত্যশক্তিরেব দ্বৈতোপপত্তৌ কারণং পর্য্যবসীয়তে। তস্মান্নির্ব্বিকারাদিস্বভাবেন সতোঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্যশক্ত্যা বিশ্বাকারত্বাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি, চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্ব্বার্থপ্রসব-লোহচালনাদিবৎ। তদে-

(৩) শক্তি পরিণত হইলেও স্বয়ং বিকার-রহিত—

প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥ ১২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অচিন্ত্যশক্তি থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের তদপেক্ষা যে অনন্তগুণবিশিষ্টা একটী অচিন্ত্যশক্তি আছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি ? ॥ ১২০-১২৭ ॥

অনুভাষ্য

তদঙ্গীকৃতং শ্রীবাদরায়ণেন—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতি। ততস্তস্য তাদৃশ-শক্তিত্বাৎ প্রাকৃতবন্মায়া-শব্দস্য ইন্দ্রজালবিদ্যা-বাচিত্বমপি ন যুক্তম্। কিন্তু 'মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তে অনয়া' ইতি বিচিত্রার্থকরশক্তিবাচিত্বম্। তস্মাৎ পরমাত্ম-পরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ। * * * তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমান-স্বরূপব্যূহরূপদ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে, ন তু স্বরূপে-ণেতি গম্যতে। যথৈব চিন্তামণিঃ। * * * অতএব কচিদস্য ব্রহ্মোপাদানত্বং প্রধানোপাদনত্বং শ্রূয়তে। * * * পূর্ব্বং বারি-দর্শনাদ্ বার্য্যাকারা বৃত্তির্জাতাপি তদপ্রসঙ্গসময়ে সুপ্তা তিষ্ঠতি তত্তুল্যবস্তুদর্শনেন তু জাগর্ত্তি তদ্বিশেষানুসন্ধানং বিনা তদভেদেন স্বতন্ত্রারোপয়তি তস্মান্ন বারি মিথ্যা, ন বা স্মরণময়ী তদাকারা বৃত্তির্ন বা তত্তুল্যং মরীচিকাদি বস্তু, কিন্তু তদ-ভেদেনারোপ এব অযথার্থত্বান্মিথ্যা। স্বপ্নে চ "মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ" ইতি ন্যায়েন জাগ্রদ্দৃষ্টবস্ত্বাকা-রায়াং মনোবৃত্তৌ পরমাত্মমায়া তদ্বস্তুভেদমারোপয়তীতি পূর্ব্ববৎ। তস্মাদ্ বস্তুতস্তু ন কচিদপি মিথ্যাত্বম্। শুদ্ধ আত্মনি পরমাত্মনি বা তাদৃশ-তদারোপ এব মিথ্যা, ন তু বিশ্বং মিথ্যেতি। * * কিঞ্চ বিবর্ত্তস্য জ্ঞানাদিপ্রকরণপঠিতত্বেন গৌণত্বাৎ, পরিণামস্য তু স্বপ্রকরণ-পঠিতত্বেন মুখ্যত্বাৎ জ্ঞানা-দ্যভয়করণপঠিতত্বেন সন্দংশন্যায়সিদ্ধপ্রাবল্যাচ্চ, পরিণাম এব শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যমিতি গম্যতে"।

বিবর্ত্তে বা মিথ্যা-বাদের আশ্রয়ে জীব প্রভৃতি যাবতীয় দ্বিতীয়ভাববিশিষ্ট তত্ত্ব ব্রহ্মের নিজস্বরূপে অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত হইয়াছে। অস্ত কোনপ্রকার-ধর্ম্মরহিত, সর্ব্ববিলক্ষণ, অহঙ্কারশূন্য, চিন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুর অজ্ঞানাশ্রয়যোগ্যতা, অজ্ঞান-

বেদতরুর বীজ প্রণবই মহাবাক্য ও ঈশ্বর-স্বরূপ—

'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্ব-ধাম ॥ ১২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বেদের মূলবাক্য—প্রণব, সুতরাং তাহাই একমাত্র মহাবাক্য। 'প্রণব'—ঈশ্বরের স্বরূপব্যঞ্জক শব্দ, এবং সর্ব্ব-

অনুভাষ্য

বিষয়াশ্রিতত্ব ও ভ্রম-হেতুত্ব কথনই সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মবস্তু —পরম অলৌকিক বস্তু, সুতরাং তাঁহাতে ক্ষুদ্র মানবগণের অচিন্তনীয় শক্তির সম্ভাবনা আছে। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতেও যখন অলৌকিক শক্তি দৃষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মেও অলৌ-কিক শক্তি নিশ্চয়ই অবস্থিত। বাত, কফ ও পিত্ত, ত্রিবিধ দোষ একাধারে রোগীকে আশ্রয় করিলে যেরূপ পরস্পর-বিরোধি ধাতুর শোধনের জন্য ঔষধির ব্যবস্থা হয়, সেই প্রকার পরস্পর-বিরোধি গুণত্রয়ের ধারিণী শক্তিদ্বারা ব্রহ্মের নিরাকারত্বাদি হইলেও অবয়বাদি স্বীকৃত হয়, তদ্বিষয়ে বেদপ্রমাণ আছে— "সনাতনপুরুষ—বিচিত্রশক্তিবিশিষ্ট ; অপরের তাদৃশ শক্তি-সমূহ নাই"—ইহা শ্বেতাশ্বতরে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতেও "আত্মা ঈশ্বর অতর্ক্য, সহস্রশক্তিবিশিষ্ট" বলিয়া উক্ত আছে। ব্রহ্মসূত্রেও "আত্মায় এই প্রকার বিচিত্রতা আছে"। ব্রহ্মে দ্বৈতভাবের সঙ্গতি না থাকায় ব্রহ্মে অজ্ঞানাদির অসম্ভাবনাহেতু কল্পনা করা যাইতে পারে না। "ব্রহ্ম যে অচিন্ত্য-শক্তিসমন্বিত" এই যুক্তি এবং শ্রুতিবাক্যে তাঁহাতে দ্বৈতানু-পপত্তি দূরে গিয়াছে ; তাহা হইলে অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈতোপপত্তির কারণ বলিয়া অবশিষ্ট থাকে। সেজন্য নির্ব্বিকার-স্বভাবসম্পন্ন হইলেও, পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে বিশ্বরূপে পরি-ণামাদি সংঘটিত হয়, যেরূপ চিন্তামণি স্বয়ং বিকারবিশিষ্ট না হইয়া সর্ব্বার্থপ্রসবে সমর্থ, অয়স্কান্তমণি নিজে বিকারবিশিষ্ট হইয়া অন্য লৌহাদিকে আকর্ষণ-চালনাদি করিতে সমর্থ, তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু বিকৃত না হইয়া ব্রহ্মের বিকারযোগ্য শক্তিই বিকৃত হইয়া বিশ্বাকারে পরিণত হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মের তাদৃশী শক্তি থাকায় প্রাকৃতের ন্যায় মায়া-শব্দের ইন্দ্রজাল-বিদ্যা-বাচ্যত্ব যুক্ত নহে। কিন্তু এই মায়া-দ্বারা বিচিত্রতা নির্ম্মিত হয় অর্থাৎ বিচিত্রার্থকর-শক্তিবাচ্যত্বই সিদ্ধ হয়।

ঈশ্বর—বাচ্য, প্রণব—বাচক

সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের এক দেশ ॥১২৯॥

'তত্ত্বমস্যাদি' বেদের একাংশদ্যোতক মাত্র—

'প্রণব' মহাবাক্য—তাহা করি' আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন ॥ ১৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিশ্বধাম সর্ব্বাশ্রয়, ঈশ্বরের উদ্দেশ করে। তবে যে "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ( ) ব্রহ্মেদং সর্ব্বং" (বৃঃ আঃ ২।৫।১), "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৭।২৫।২), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ ২।১।১১, বৃঃ আঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি বাক্যগণকে 'মহাবাক্য' বলা একটী বিষম ভ্রম। কেন না, তন্মধ্যে প্রধান-বাক্যরূপ 'তত্ত্বমসি' বাক্যটী প্রাদেশিক মাত্র; যেহেতু 'তত্ত্বমসি'

অনুভাষ্য

এজন্য পরমাত্মার পরিণামই যে এই বিশ্ব, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। অপরিণাম সত্যবস্তুর অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই পরিণতি হয়। সম্মাত্রত্ব-প্রকাশমান স্বরূপেরই বিস্তাররূপ দ্রব্য-নামক শক্তি। সেই শক্তিরূপেরই পরিণতি হয়, পরন্তু স্বরূপের পরিণাম ঘটে না। যে প্রকার চিন্তামণি স্বীয় শক্তি পরিচালনা করিয়াও নিজে কোন প্রকার বিকারান্তর্ভুক্ত হয় না, তদ্রূপ। অতএব কেহ কেহ এই বিশ্বের উপাদান 'ব্রহ্ম', আবার, কেহ বা বিশ্বোপাদান 'প্রধান' বলিয়া থাকেন, এরূপ শুনা যায়। * * * পূর্ব্বে বারি দর্শন করিয়া বারির সম্বন্ধে ধারণা উদিত হইলেও তাহার অপ্রসঙ্গসময়ে সেই ভাব নিদ্রিত থাকে, আবার তত্তুল্য বস্তুর দর্শনে সেই বৃত্তি জাগরূক হয়। সেই বস্তুর বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত সেই বস্তুকে পূর্ব্ববস্তুর সহ অভেদ বলিয়া স্বেচ্ছাপর হইয়া আরোপ করিলে বারি মিথ্যা হয় না, অথবা স্মরণময়ী তদাকারা বৃত্তি মিথ্যা হয় না, অথবা বারিতুল্য মরীচিকাদি বস্তু মিথ্যা হয় না, কিন্তু বারির সহিত অভেদ বলিয়া আরোপই অযথার্থ বা মিথ্যা। স্বপ্নেও "মায়ামাত্রই সমগ্র অপ্রকাশিত"-স্বরূপ—এই ন্যায়াবলম্বনে জাগরণকালের প্রতীত (দৃষ্ট) বস্তুর আকাররূপিণী মনোবৃত্তিতে পরমাত্মমায়া পূর্ব্বের ন্যায় সেই বস্তুতে অভেদ আরোপ করে; তজ্জন্য বস্তুতঃ কিছুই মিথ্যা নহে। শুদ্ধাত্মা পরমাত্মায় তাদৃশ তদারোপই মিথ্যা, বিশ্ব মিথ্যা নহে। * * * আরও, বিবর্ত্তোদাহরণ-জ্ঞানাদি-প্রকরণের মধ্যে উল্লিখিত হওয়ায়

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শব্দে যাহা উপদিষ্ট হয়, তাহা কেবল বেদের একদেশ-ব্যাপী উপদেশ। যাহা বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী, তাহাই মহাবাক্য, সুতরাং 'প্রণব' বই আর কোনটাই 'মহাবাক্য' হইতে পারে না। এই তত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য 'তত্ত্বমসি'কে মহাবাক্য বলিয়াছেন। তাদৃশ

অনুভাষ্য

গৌণ বলিয়া, পরিণামবাদ স্বপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় মুখ্য বলিয়া, এবং জ্ঞানাদি উভয়প্রকরণে পঠিত বলিয়া সন্দংশ-ন্যায়সিদ্ধ-প্রাবল্যহেতু শক্তি-পরিণামকেই শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য বলিয়া জানা যায় ॥ ১২১-১২৬ ॥

গীতায়—"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥" (৮।১৩); "বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ" (৯।১৭); "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" (১৭।২৩); (ছাঃ উঃ ১।১।১, ১।৪।১)—ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসিত। ওমিতি হ্যুদ্গায়তি। তস্যোপব্যাখ্যানম্"; (ছাঃ ১।৫।১)—"য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ"; (অথর্ব্বশিখা-২)—"প্রণবঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ প্রণামযন্তি নাময়তি, চৈতস্মাৎ প্রণবশ্চতুর্ধাহবস্থিত ইতি বেদ দেবযোনির্ধ্যেয়শ্চেতি সংধর্ত্তা সর্ব্বেভ্যো দুঃখ-ভয়েভ্যঃ সংতারয়তি, তারণাৎ তানি সর্ব্বাণীতি বিষ্ণুঃ সর্ব্বান্ জয়তি"; (মাণ্ডুক্য-১)—"ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যত্রিক-কালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব"। (তৈঃ, শিঃ, ৭ অঃ)—"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং ব্রহ্ম। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবাপাপ্নোতি"।

ভগবৎসন্দর্ভে (৪৯ সংখ্যায়)—"শ্রুতৌ চ প্রণবমুদ্দিশ্য—"ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াৎ তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি"। * * * তস্মাদ্ ভগবৎস্বরূপমেব নাম। স্পষ্টোক্তং শ্রীনারদ-

বেদাদি-শাস্ত্রে অভিধা-বৃত্তিতে কৃষ্ণই স্বীকৃত—

সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি' কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান ॥১৩১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কল্পিত মহাবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদের সর্ব্বত্র মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধা-বৃত্তি ছাড়িয়া যে লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিদ্বারা ব্যাখ্যান করা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্ববেদসূত্রের কৃষ্ণতত্ত্ব-ব্যাখ্যানকে অকারণ তিরস্কৃত করা হইয়াছে। বেদ যখন

অনুভাষ্য

পঞ্চরাত্রেঽষ্টাক্ষরমুদ্দিশ্য "ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্। অষ্টাক্ষর-স্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে" ইতি। মাণ্ডূক্যোপনিষৎসু (৪।১-৭) চ প্রণবমুদ্দিশ্য—"ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্"। "প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরঃ স্মৃতঃ। পূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যোঽনপরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ॥ সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্মধ্যমন্তস্তথৈব চ। এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্॥ প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদয়ে স্থিতম্। সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ। ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ॥" ন তু পরমেশ্বরস্যেব তত্তদ্‌যোগ্যতাসম্ভবাদ্ বর্ণমাত্রস্য তথোক্তিঃ স্তুতিরূপেণেতি মন্তব্যম্। অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি অস্মিন্নর্থে তেনৈব শ্রুতি বলেনাঙ্গীকৃতে তদভেদেন তৎসম্ভবাৎ। তস্মান্নাম-নামিনোরভেদ এব"।

অর্থাৎ 'ওঁ' ইহাই পরব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ (মধুরতম) নাম—উচ্চারণারম্ভ হইতেই যাহা জীবকে সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ করে; এইজন্য তিনি 'তার' নামেও কথিত। [শ্রীধর-স্বামিপাদ ভাগবতের নিজকৃতটীকার প্রারম্ভে, ওঁকারমুখে আরম্ভ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে 'তারাঙ্কুর' সংজ্ঞা দিয়াছেন] অতএব শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপই। অষ্টাক্ষর-মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীনারদপঞ্চরাত্র স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং অষ্টাক্ষর-স্বরূপে জীবের মুখে সাক্ষাৎ উদিত হন"। প্রণবকে

নিরপেক্ষ শব্দপ্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

স্বতঃপ্রমাণ, তখন তাহার শব্দার্থসকলে লক্ষণা যোজনা করাই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের প্রমাণতা হানি করা মাত্র ॥ ১২৮-১৩২ ॥

অনুভাষ্য

উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডুক্যোপনিষদেও—"চিদ্দর্শনে যাহা কিছু দৃশ্য, সমস্তই ওঁকার—'ওঁ' এই অক্ষর"।

"ব্রহ্মের আর একটী আবির্ভাব—প্রণব; তিনি পরম-বস্তু বলিয়া কথিত। তিনি অপূর্ব্ব, অবাধ, অবাহ্য, পরম এবং অব্যয়; তিনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। এইভাবে প্রণবকে জ্ঞাত হইয়া জীব অমৃত ভোগ করেন। সকলের হৃদয়ে অবস্থিত প্রণবকে ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়া জানিবে। ওঁকারকে সর্ব্বব্যাপী বিভু অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া মনে করিলেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে আর শোক করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহার আর শূদ্রত্ব থাকে না। তিনি জড়মাত্রাহীন হইয়াও অনন্তমাত্রাযুক্ত; তাঁহা হইতেই জড়ীয়-দ্বৈত-জ্ঞানের উপশম হইয়া অদ্বয়জ্ঞান-লাভ হয়, অতএব তিনি পরম-মঙ্গলস্বরূপ"। এস্থলে মনে করিতে হইবে না যে, পরমেশ্বরের পক্ষে অবতাররূপে ঐ সকল মঙ্গলবিধান অসম্ভব বলিয়া একটী জড়ীয় বর্ণ বা অক্ষরমাত্রের ঐ রূপ উক্তিতে প্রকৃত সত্য নাই,—উহা কেবল স্তুতিরূপা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, পরমেশ্বরের অপরাপর অবতারের ন্যায় এই প্রণবও তাঁহার বর্ণরূপী অবতার; যেহেতু, এই অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচন-বলেই স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া তৎ-সম্ভাবনা-হেতু এই অর্থই ঠিক। অতএব ভগবানের নাম ও নামি-ভগবান্—পরস্পর অভিন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ওঁ বা প্রণবই বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। প্রতি-বৈদিক মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব নিহিত। প্রণব—ঈশ্বরস্বরূপ। "অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ। উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥" ১২৮ ॥

'তত্ত্বমসি' শ্রুতি—ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠকে অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ এবং

শঙ্করের ব্যাখ্যা লক্ষণা-বৃত্তিমূলা, সুতরাং কাল্পনিক—

এই মত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে সব কল্পনা করিয়া ॥১৩৩॥

প্রভুর প্রতিসূত্রের শাঙ্করভাষ্য-খণ্ডন—

এই মতে প্রতিসূত্রে করেন দূষণ।
শুনি' চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১৩৪ ॥

সন্ন্যাসিগণের চমৎকার, স্বীকারোক্তি ও সাম্প্রদায়িকভাব—

সকল সন্ন্যাসী কহে, শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥১৩৫॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ,—ইহা সবে জানি।
সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু ইহা মানি ॥ ১৩৬ ॥

প্রভুকে অভিধা-বৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ—

মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর, দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থে লাগা'ল প্রভু সূত্রসকল ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুর ব্যাখ্যা—(১) ভগবান্ কৃষ্ণই সম্বন্ধ—

বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—'শ্রীভগবান্'।
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩৮ ॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ' ॥১৩৯॥
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি'।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥১৪০॥

শ্রবণাদি সাধন-ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বা 'অভিধেয়'—

ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের সহায় ॥ ১৪১ ॥
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥ ১৪২ ॥

ভগবৎপ্রাপ্তি বা কৃষ্ণপ্রেমাই পঞ্চম পুরুষার্থ বা 'প্রয়োজন'—

কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৪৩ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন ॥ ১৪৪ ॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥১৪৫॥

সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনই ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য—

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥ ১৪৬ ॥

সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যা-শ্রবণে যতিগণের স্তব—

এইমত সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বৃহদারণ্যকে (৫।১)—"পূর্ণমদঃ ইত্যাদি বাক্যে ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্বকে বৃহদ্‌বস্তু বলা হইয়াছে। পুরাণসকলে ভগবৎ-শব্দে সেই সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, অতএব বেদে যেখানে যেখানে 'ব্রহ্ম' বলিয়া উক্ত আছে, সেই সেই স্থলে 'শ্রীভগবান্' শব্দ দিলেই শব্দ চরিতার্থ হয়। অতএব সম্পূর্ণ বেদে ভগবান্‌ই একমাত্র সম্বন্ধ। ভগবান্ নির্ব্বিশেষ-গুণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিত্য-সবিশেষ। তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' বলা,—তাঁহার চিৎশক্তি না মানা। ব্রহ্ম চিৎশক্তিবিশিষ্ট—সবিশেষ, অতএব অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতার হানি হয় ॥ ১৩৮-১৪০ ॥

সেই ভগবত্তত্ত্বের চরণাশ্রয় পাইবার জন্য সর্ব্ববেদে সাধন-ভক্তিকে 'অভিধেয়' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রবণাদি নববিধ সাধনভক্তি হইতেই কৃষ্ণপ্রেমের উদ্গম হয় ॥ ১৪১-১৪২ ॥

'আমি কে? এই জড় ব্রহ্মাণ্ডই বা কি? ভগবত্তত্ত্বই বা কি? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি?' এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধজ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি? ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই

অনুভাষ্য

ষোড়শ খণ্ডের শেষভাগে "স এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সৌম্যেতি হোবাচ"। শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত চারিটী বৈদিক মহাবাক্যের মধ্যে 'তত্ত্বমসি' একটী ॥ ১২৯ ॥

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে" ॥ ১৩১ ॥

বেদময়-মূর্ত্তি তুমি,—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ,—পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন ॥১৪৮॥

তাঁহাদের নিরন্তর কৃষ্ণনাম-গ্রহণ—

সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক অপরাধ-ক্ষমা ও কৃপা—

এইমতে তাঁ-সবার ক্ষমি' অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ ॥ ১৫০ ॥

সকলে মিলিয়া মহাপ্রসাদ-সম্মান—

তবে সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সবে, মধ্যে বসাইয়া ॥ ১৫১ ॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥ ১৫২ ॥

প্রভুর বদান্য-লীলায় ভক্তগণের আনন্দ—

চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র, সনাতন।
শুনি' দেখি' আনন্দিত সবাকার মন ॥ ১৫৩ ॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥ ১৫৪ ॥

প্রভুর পদার্পণে কাশী ধন্যা—

বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৫৫ ॥

অসংখ্য লোকের প্রভু-দর্শন—

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল দ্বারে, নারে প্রবেশিতে ॥ ১৫৬ ॥
প্রভু যবে যা'ন বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি' মিলে সেই স্থানে ॥১৫৭॥
স্নান করিতে যবে যা'ন গঙ্গাতীরে।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥ ১৫৮ ॥

হরিকীর্ত্তন করাইয়া প্রভুর লোকোদ্ধার—

বাহু তুলি' প্রভু বলে,—বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি' ॥ ১৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর যে রকম ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম 'প্রয়োজন'। ব্রহ্মসূত্রে এই তিন অর্থই উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

আদি, ৭ম পঃ ১০৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ১৩২ ॥

মধ্য, ২৫শ পঃ ৪৬-৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৩-১৩৬ ॥

শ্রীরামানুজপাদ 'বেদার্থসংগ্রহে'—'জ্ঞানেন ধর্ম্মেণ স্বরূপমপি নিরূপিতং, ন তু জ্ঞানমাত্রং ব্রহ্মেতি। কথমিদমবগম্যতে ইতি চেৎ? "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদি জ্ঞাতৃত্ব-শ্রুতেঃ, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি-শ্রুতিশতসমধিগতমিদং জ্ঞানস্য ধর্ম্মমাত্রত্বং ধর্ম্মমাত্রস্যৈকস্য বস্তুত্বপ্রতিপাদনানুপপত্তেশ্চ। অতঃ সত্য-জ্ঞানাদিপদানি স্বার্থভূতজ্ঞানাদিবিশিষ্টমেব ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি। তত্ত্বমিতি দ্বয়োরপি পদয়োঃ স্বার্থপ্রহাণেন নির্ব্বিশেষবস্তুস্বরূপোপস্থাপন-পরত্বে মুখ্যার্থপরিত্যাগশ্চ। ঐক্যে তাৎপর্য্যনিশ্চয়ান্ন লক্ষণা-দোষঃ 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইতিবৎ। * * * অপি চ অর্থভেদ তৎ-সংসর্গবিশেষ-বোধনকৃত-পদবাক্যস্বরূপতা-লব্ধপ্রমাণভাবস্য শব্দস্য নির্ব্বিশেষ-বস্তুবোধনাসামর্থ্যান্ন নির্ব্বিশেষবস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্। নির্ব্বিশেষ ইত্যাদি শব্দাস্তু কেনচিদ্বিশেষেণ বিশিষ্টতয়াবগতস্য বস্তুনো বস্ত্বন্তরাবগতবিশেষনিষেধকতয়া বোধকাঃ" ॥ ১৪০ ॥

কাশীবাসী একদণ্ডী শাঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের তাৎকালিক নেতা—শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী। কেহ কেহ ভ্রমবশে ইঁহার সহিত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী, পরে কাম্যবনবাসী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সাম্যপ্রয়াস করেন। বলা বাহুল্য, প্রবোধানন্দ মহীশূর-দেশাগত রঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী জনৈক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডী জীয়ার স্বামী। তিনি 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত', 'রাধারসসুধানিধি', 'সঙ্গীতমাধব', 'বৃন্দাবনশতক', 'নবদ্বীপশতক' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা। ব্যেঙ্কটভট্ট, তিরুমলয় ভট্ট এবং প্রবোধানন্দ—ইঁহারা তিন ভ্রাতা। মহাপ্রভু

প্রভুর কাশীত্যাগ ও শ্রীসনাতনকে বৃন্দাবনে প্রেরণ—

লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন ॥ ১৬০ ॥
রাত্রি-দিবসে লোকের শুনি' কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি' প্রভু আইলা নীলাচল ॥১৬১॥
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিলাঙ ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ ১৬২ ॥

পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রভুর জগদুদ্ধার—

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ১৬৩ ॥

স্বয়ং এবং প্রচারকগণদ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র নামপ্রেম-প্রচার ও লোকোদ্ধার—

মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥ ১৬৪ ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইলে গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে ॥১৬৫॥
আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥ ১৬৬ ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ॥ ১৬৭ ॥

পঞ্চতত্ত্ব-ব্যাখ্যা-শ্রবণে গৌরতত্ত্ব-জ্ঞানলাভ—

এই ত' কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব-জ্ঞান ॥ ১৬৮ ॥
শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত,—তিন জন।
শ্রীবাস-গদাধর-আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬৯ ॥
সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার ॥ ১৭০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-নিরূপণং নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

ইঁহাকে ১৪৩৩ শকাব্দায় চাতুর্ম্মাস্য-কালে রামানুজীয়-সম্প্রদায়স্থ দেখিয়াছিলেন; আবার তাঁহার ১৪৩৫ শকাব্দায় কাশীতে তাঁহাকে শাঙ্করসম্প্রদায়স্থ দেখা অযৌক্তিক। শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ॥ ১৪৯ ॥

আগে—মধ্য, ২৫শ পঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১৬২ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণপ্রেমদ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র সকলকে নিস্তার করিবার উদ্দেশে উত্তরপশ্চিমদেশে মাথুরমণ্ডলে শ্রীরূপ-সনাতন দ্বারা, গৌড়-বঙ্গদেশে শ্রীনিত্যানন্দদ্বারা, স্বয়ং দক্ষিণদেশে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন ॥১৬৪-১৬৭

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদের কথাসার

অষ্টমপরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, জন্মে জন্মে কৃষ্ণনাম করিলেও নামাপরাধ থাকিলে প্রেমধন লাভ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, নামাপরাধীর সাত্ত্বিক বিকারাদি কেবল ছলমাত্র। যিনি অকপটে চৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম লইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, প্রভুদ্বয় তাঁহার হৃদয়কে সাক্ষাৎ নিরপরাধ করিয়াছেন। তখন তাহার কৃষ্ণনামে প্রেমোদ্গম হয়। শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতে তদীয় সূত্রধৃত শেষলীলা বর্ণিত হইতে বাকি ছিল, শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব-গণের আজ্ঞায়, শ্রীল মদনমোহনের আজ্ঞামালা প্রাপ্ত হইয়া কবিরাজগোস্বামী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরের ইচ্ছায় নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিরও যোগ্যতা-লাভ—

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিতমহাশয় ॥ ৩ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥ ৪ ॥
মূক কবিত্ব করে যাঁ-সবার স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৫ ॥

পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য না মানিয়া পৃথগ্ বুদ্ধিতে গৌর বা কৃষ্ণপূজা ঘোর অপরাধ—

এসব না মানে যেই পণ্ডিতসকল।
তা-সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥ ৬ ॥
এই সব না মানে যেবা, করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি ॥ ৭ ॥
পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদ-ধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণভক্তি বিনা গৌরভক্তি, গৌরভক্তি বিনা কৃষ্ণভক্তি অভক্তি—

কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥ ৯ ॥

প্রভুর সন্ন্যাসলীলার হেতু—

মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
ইথি লাগি' কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ১০ ॥
সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥ ১১ ॥

মহাবদান্য গৌরে অভক্তি—আসুর-বৃত্তি

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন ॥ ১২ ॥

গৌরনিত্যানন্দের ভজননিমিত্ত সকলকে কবিরাজ-গোস্বামীর সনির্বন্ধ অনুরোধ—

অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ ১৩ ॥

প্রত্যক্ষ ও অনুমানবাদী তার্কিককেও উপদেশ—

যদি বা তার্কিক কহে, তর্ক সে প্রমাণ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥ ১৪ ॥

গৌরের দয়া সমস্ত দয়া অপেক্ষা অধিকতর চমৎকার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ১৫ ॥

অপরাধ থাকিলে অসংখ্যবার কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন বৃথা—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যে ভগবান্ চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় আমি মূর্খ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়াও হঠাৎ এই গ্রন্থ-লিখনরূপ নৃত্য-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহাকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

এই সব—এই পঞ্চতত্ত্ব না মানিয়া যাঁহারা কৃষ্ণভক্তি করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণকৃপা হয় না ॥ ৭ ॥

অনুভাষ্য

যদিচ্ছয়া (যৎ যস্য চৈতন্যদেবস্য ইচ্ছয়া) অয়ম্ (অহং কৃষ্ণদাসঃ) জড়োঽপি (জড়সদৃশোঽপি) লেখরঙ্গে (গ্রন্থ-রচন-ক্রীড়া-কার্য্যে) প্রসভং (হঠাৎ) চিত্রম্ (আশ্চর্য্যং যথা স্যাৎ তথা) নৃত্যতে, তং কৃপাময়ং ভগবন্তং চৈতন্যদেবম্ অহং বন্দে ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দশবিধ নামাপরাধযুক্ত পুরুষ যদিও বহুজন্ম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তথাপি কৃষ্ণপদে প্রেমধন লাভ করেন না ॥ ১৬ ॥

অনুভাষ্য

তারে—তাহার প্রতি ॥ ৭ ॥

যেরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভজন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বা উদাসীন্যবশতঃ জরাসন্ধাদির বেদমন্ত্রে বিষ্ণুপূজাও আসুরধর্ম্মেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তদ্রূপ অণুচিদ্ধর্ম্ম বা চৈতন্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া জীবের যে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা, উহাও উৎপাতময় আসুর-ধর্ম্ম বা অবৈষ্ণবতা মাত্র ॥ ৯ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বস্তু। যে-

কৃষ্ণে প্রেমভক্তি—সুদুর্ল্লভা

(তন্ত্রবচন)

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ১৭ ॥

জীবের ভাব বা রতির পূর্ব্ব পর্য্যন্তই কৃষ্ণের মুক্তিপ্রদান,
রতি দেখিলে প্রেমভক্তিপ্রদান—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদিপুণ্যদ্বারা স্বর্গ-ভোগাদি সুলভ হয়; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না। তাৎপর্য্য এই, সাধনের সহিত আরও কিছু প্রক্রিয়া (শুদ্ধ ভক্তের দাস্য ও সম্বন্ধজ্ঞান) আছে, তাহা অবলম্বন করিলে হরিভক্তি লাভ হয় ॥ ১৭ ॥

ভক্তগণ যদি ভুক্তিমুক্তি আশা করেন, কৃষ্ণ শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বকে লুক্কায়িত রাখিয়া তাঁহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া অবসর লাভ করেন।

ছুটে—ছাড়িয়া যান ॥ ১৮ ॥

অনুভাষ্য

সকল লোক অজ্ঞতাবশতঃ নিজ নিজ ভোগময় জড়াসক্তির সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসমূহকে তুল্য মনে করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিল, তাহাদের অসুবিধা চিন্তা করিয়া শ্রীগৌরহরি স্বয়ং লোকচক্ষে যতিধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক নির্বোধ জনগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন।

"জীব কেবলমাত্র কৃষ্ণভজন কর"—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এতাদৃশ দয়া উপলব্ধি করিতেও যাহারা অক্ষম, তাহারা যতই কেন জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিষয়িগণের আদরের বস্তু হউক না, নিশ্চয়ই অসুর অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি-রহিত অবৈষ্ণব। কৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়া চৈতন্য-ভজনে শ্রীচৈতন্যের দয়া নাই—সেই ভজন কলিজাত কাল্পনিক; তদ্রূপ নিরীশ্বর স্মার্ত্ত বা পঞ্চোপাসক-সমাজের অনুগমনে, ক্ষুদ্র নশ্বর স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বিষ্ণুপূজা-প্রয়াসকারীর কৃষ্ণচৈতন্যাত্মক ষট্‌তত্ত্বের একটী পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটীর প্রতি শ্রদ্ধা বা পূজা অথবা কৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুকে সামান্য মর্ত্ত্যজীবশ্রেষ্ঠ-

কৃষ্ণের সহিত রসসম্বন্ধ না হইলে মুক্তিমাত্র-লাভ—

(শ্রীমদ্ভাগবত ৫স্কং, ৬অ, ১৮ শ্লোক)

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নারদ কহিলেন,—হে বৎস যুধিষ্ঠির, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র, তোমাদের ও যদুদের সম্বন্ধে কখনও পতি, গুরু, দেবতা, প্রিয়বন্ধু, কুলপতি, কখন ও বা কিঙ্করও হন; এস্থলে ইহাই জ্ঞাতব্য যে, ভজনশীল লোকদিগকে মুকুন্দ সহজে 'মুক্তি' দান করেন; কিন্তু ভজনে যাঁহার কোনপ্রকার নিষ্ঠাচাতুর্য্য আছে, তাহা দেখিলে সেই ভক্তকে 'ভক্তিযোগ' দেন ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য

জ্ঞানে কৃষ্ণের সহিত ভেদবুদ্ধিতে গৌরনাম, গৌরমন্ত্র ও গৌরশক্তির প্রতি যে অশ্রদ্ধা, তাহাও আসুর-ধর্ম্ম অর্থাৎ তত্ত্ববিরুদ্ধ কলিজাত কল্পনামাত্র ॥ ১২ ॥

মানবগণ নিজ নিজ ভোগময়ী সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধিবলে দয়ার এক একটী আদর্শ কল্পনা করেন; পরন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া সেই প্রকার নহে।

তর্কশাস্ত্র পাঠ করিয়া মানবের ধারণা হয় এই যে, তর্কের তুল্য স্বরূপনির্দ্ধারণ ও সত্যোদ্ঘাটনে সামর্থ্যবিশিষ্ট অন্য কোন বৃত্তি নাই; সুতরাং তর্কের হস্তে পড়িয়া জীবের তর্কই একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ও পালকের স্থান অধিকার করে; কিন্তু যে ভিত্তির উপর তর্ক প্রতিষ্ঠিত, তাহার সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে বুদ্ধিমান্ জীব জানিতে পারেন যে, তাঁহার লৌকিক জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ ভগবদ্বিষয়ের অনুধাবন করিতে কত দুর্ব্বল, কতদূর অক্ষম ও অভাববিশিষ্ট! অনেকসময় সে অসত্যকেই তর্কসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্থির করে মাত্র; তজ্জন্য তাহার কুতর্কফলে শৃগাল-যোনি লাভ ঘটে।

তাহা সত্ত্বেও যাঁহারা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই ভিত্তি বা সম্বল করিয়া বিষয়ের যাথার্থ্য-নির্দ্ধারণে প্রস্তুত,

কিন্তু উদারবিগ্রহ গৌরসুন্দরের আ-পামরে প্রেমভক্তি-প্রদান-লীলা—

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥ ২০॥

মহাপ্রভুর অবিচারে যথা-তথা নিজের নির্হেতুক নিগূঢ়প্রেম-বিতরণ-লীলা—

স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রেম—নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার॥ ২১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীচৈতন্য-অবতারের এই এক আশ্চর্য্য বিশেষ যে, যে কেহ তাঁহার নিকটস্থ হইবে, তাঁহাকে পাত্রাপাত্র-বিচার না করিয়াই নিগূঢ় প্রেমভাণ্ডার দিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। আরও দেখ, চৈতন্যচন্দ্র জগদ্‌গুরুরূপে

অনুভাষ্য

তাঁহাদিগকেও কবিরাজ গোস্বামী সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, যাঁহাদের দৃষ্টি আছে, বিচার-শক্তি আছে, যাঁহারা সর্ব্ববিধ দয়ার যাবতীয় চিত্র অনুভব করিয়াছেন বা দেখিবার সামর্থ্য ও সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকল প্রকার দয়ার তালিকা করিয়া শ্রীগৌরহরির দয়ার সহিত তুলনা করিলে জানিতে পারিবেন যে, শ্রীগৌরহরির দয়া কোন সৃষ্টবস্তুতে বা সৃষ্টিকর্ত্তাতে বা অবতারাবলীতে বা অবতারীর মধ্যেও (কৃষ্ণেও) নাই। উদারবিগ্রহ গৌরহরির দয়া অবশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময় ও চমৎকারিতা আনয়ন করে॥ ১৪-১৫॥

শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় না করিয়া যদি কেহ শ্রবণকীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি আশ্রয় করেন, তাহা হইলে বহুজন্মেও তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষানুসারে যাঁহারা তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহগুণবিশিষ্ট, স্বয়ং অমানী হইয়া অপরকে মান দিয়া কোন-প্রকার প্রাকৃত অভিমানে ব্যস্ত হন না, তাঁহারা দশাপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন ও প্রেমলাভ করেন।

তাৎপর্য্য এই যে, জীব—কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ। জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বা নশ্বর স্বার্থের সিদ্ধির নিমিত্ত জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-

গৌরনিতাইর সেবাতেই কৃষ্ণপ্রেমোদয়—

অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য-নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু-বিহ্বল সে হয়॥ ২২॥
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয়॥ ২৩॥

অপরাধ-সত্ত্বে মুক্তকুলের উপাস্য কৃষ্ণনামের উদয়াভাব—

'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥ ২৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অবতীর্ণ হইয়াছেন। অপরাধী হউক্ বা নিরপরাধই হউক্, 'হে গৌরাঙ্গ! হে কৃষ্ণচৈতন্য!' বলিয়া যে শরণাগত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করে, কৃষ্ণপ্রেমের পুলকাশ্রুতে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে॥ ২১-২২॥

নামাপরাধ—যথা, পাদ্মে—(১) সতাং নিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণু-সকাশাৎ শিবনামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননং, (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা, (৪) শ্রুতি-তদনুযায়িশাস্ত্রনিন্দা, (৫) হরিনাম-মহিম্নি অর্থবাদমাত্র-মেতদিতি মননম্, (৬) তত্র প্রকারান্তরেণার্থকল্পনম্, (৭) নামবলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ, (৮) অন্যশুভক্রিয়াভির্নাম্নাং সাম্যমননং, (৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখে চ নামোপদেশঃ, (১০) শ্রুতেঽপি নাম্নাং মাহাত্ম্যে তত্রাপ্রীতির্হি। (বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনুভাষ্যে দেখ) এই দশটী অপরাধ থাকিলে কৃষ্ণ কৃপা করেন না। অপরাধী ব্যক্তির কৃষ্ণনামে প্রকৃত সাত্ত্বিক বিকারাদি হয় না॥ ২৪॥

অনুভাষ্য

বিশেষের সংজ্ঞা বা সাধারণ জড়ীয় অক্ষরের ন্যায় বাচক ও বাচ্যরূপ কৃষ্ণনাম ও নামি-কৃষ্ণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে শ্রীনাম-প্রভুর নিত্যদাস না জানিয়া অসংখ্যবার অপরাধযুক্ত নামাদির উচ্চারণ করিলেও শুদ্ধ-সাধন-ভক্তি-লভ্য কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিতে পারিবে না। হঃ ভঃ বিঃ ১১শ বি, ২৮৯ অধ্যায়ে ধৃত পাদ্মবচন—"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্। তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥" ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২য় লঃ—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি

কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত অপরাধীর পাষাণ-হৃদয়ে ভাব শুদ্ধ নহে, কৃত্রিম মাত্র—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্ক, ৩ অ, ২৪ শ্লোক)

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥২৫

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হরিনাম গ্রহণ করিলে যাহার হৃদয়ে বিকার, নেত্রে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় প্রস্তরময়; অর্থাৎ কঠিন অপরাধ দ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে, নামে গলিত হয় না ॥ ২৫ ॥

অনুভাষ্য

ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"

ঋষভদেবের চরিত্র-বর্ণন-প্রসঙ্গে পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের বাক্য।

হে রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ভবতাং (পাণ্ডবানাং) যদূনাং চ পতিঃ (অধীশ্বরঃ পালকঃ), গুরুঃ (উপদেষ্টা), দৈবং (উপাস্যবিগ্রহঃ), প্রিয়ঃ (আত্মা), কুলপতিঃ; ক্ব চ (দৌত্যাদিষু) বঃ (যুষ্মাকং পাণ্ডবানাং) কিঙ্করঃ (আজ্ঞাবহঃ) চ; হে অঙ্গ, এবম্ অস্তু, (তথাপি) (স ভগবান্) ভজতাং (জনানাং, সকাম-ভক্তেভ্যঃ ইতি যাবৎ) মুক্তিং দদাতি, কর্হিচিৎ (কদাপি) (তেভ্যঃ) ভক্তিযোগং ন দদাতি স্ম ॥ ১৯ ॥

জগাই মাধাইর ন্যায় পাপিষ্ঠ ও দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিও গৌরকৃপা লাভ করিলে পাপ বা দুর্নীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক কোনদিন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিবেন ॥ ২০ ॥

দশ-নামাপরাধ সম্বন্ধে মূল-শ্লোক—"(১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে, যতঃ খ্যাতিং যাতং কথম্ উ সহতে তদ্বিগর্হাম্। (২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণ-নামাদি-সকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিত-করঃ॥ (৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং (৫) তথার্থবাদো (৬) হরিনাম্নি কল্পনম্। (৭) নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ (৮) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ। (৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥ (১০) শ্রুতেঽপি নাম-মাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ। অহং-মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥"

(১) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; যে-সকল নামপরায়ণ সাধু হইতে জগতে কৃষ্ণনাম-মহিমা প্রসিদ্ধি লাভ করেন (প্রচারিত হন), শ্রীনাম-প্রভু সেই সকল সাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? অতএব সাধুনিন্দা—নামাপরাধ; (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে, অর্থাৎ প্রাকৃত-বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নামি শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন,—এইরূপ বুদ্ধি করে; অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার সেই নামের ছলে নামাপরাধ নিশ্চয়ই অহিতকর; (৩) নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্ত্যবুদ্ধিমূলে অসূয়া, (৪) বেদ ও সাত্বত-পুরাণাদির নিন্দা, (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি, এবং (৬) ভগবন্নাম-সমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা নামাপরাধ; (৭) যাহার নাম-বলে পাপাচরণে বুদ্ধি হয়, বহু যম, বহু নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি কৃত্রিম যোগ-প্রক্রিয়া দ্বারা সেই অপরাধীর নিশ্চয়ই শুদ্ধি হয় না; (৮) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ বা হোমাদি প্রাকৃত-শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নাম-গ্রহণকে সমান বা তুল্য জ্ঞান করাও অনবধান বা প্রমাদ,—উহাও নামাপরাধ; (৯) শ্রদ্ধাহীন, বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ-দান, তাহা মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকট অপরাধ; (১০) যে ব্যক্তিনামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও 'আমি' ও 'আমার'

স্বপ্রকাশ নামপ্রভুর জিহ্বায় উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান—

'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রেমের উদয়কারী যে সাধনভক্তি, তাহা প্রকাশ করেন ॥২৬

শুদ্ধনামের ফল কৃষ্ণপ্রেমার লক্ষণ—

প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥ ২৭ ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥২৮॥

নামাপরাধীর অসংখ্যবার শ্রবণ-কীর্ত্তন নিরর্থক—

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥ ২৯ ॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥ ৩০ ॥

গৌরনিতাই বা তাঁহাদের নামে অপরাধের বিচার নাই—

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

যদি কেহ চৈতন্যনিত্যানন্দকে শ্রদ্ধা করিয়া আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষণকালেই পূর্ব্বাপরাধসকল মার্জ্জিত হয় এবং তাঁহার মুখে কৃষ্ণনামের উদয় হইতে হইতেই তিনি প্রেম দেন ॥ ৩১ ॥

অনুভাষ্য

এইরূপ দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীনাম-গ্রহণ-শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী ॥ ২৪ ॥

শ্রীসূতমুখে শ্রীশুকপরীক্ষিৎ-সংবাদ শ্রবণ করিতে করিতে ঋষিগণ আরও অধিক শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া হরি-কথাশ্রবণ-বিমুখ জনগণের গর্হণ-প্রসঙ্গে শ্রীসূতের প্রতি শৌনক-বাক্য।

যৎ হৃদয়ং গৃহ্যমাণৈঃ (কীর্ত্ত্যমানৈরপি) হরিনামধেয়ৈঃ ন বিক্রিয়েত, বত (অহো!) তৎ হৃদয়ম্ অশ্মসারং (নাম-পরাধবশাৎ, অশ্মবৎ পাষাণখণ্ডতুল্যঃ সারো যস্য তৎ, কঠিন-মেব)। অথ যদা বিকারো ভবতি, (তদা) নেত্রে জলং (অশ্রুঃ) গাত্ররুহেষু হর্ষঃ (রোমাঞ্চঃ) ভবতি। (অতি-গম্ভীরাণাং মহাভাগবতানাং হরিনামভিঃ চিত্তদ্রবেঽপি বহিরশ্রুপুলকাদীনাং অদর্শনাৎ কৃত্রিমাভ্যাসানুকারপরাণাং পিচ্ছিলচিত্তানাং জড়ীয়-প্রতিষ্ঠাভিলাষিণাং সত্ত্বাভাসাস্ত-

মহাবদান্য গৌরের ভজন ব্যতীত আর গতি নাই—

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ৩২ ॥

ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত-শ্রবণেই জীবের চরম মঙ্গল—

ওরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন-দাস ॥ ৩৪ ॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥ ৩৫ ॥

চৈতন্যভাগবত—গৌরনিতাই-মহিমা ও ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি

চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

চৈতন্যমঙ্গল,—বর্দ্ধমানজেলার, মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড় গ্রামনিবাসী শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরের চৈতন্য ভাগবত। ঐ গ্রন্থের পূর্ব্বে চৈতন্যমঙ্গল নাম ছিল। লোচনদাস ঠাকুর নিজকৃত চৈতন্যমঙ্গল গান আরম্ভ করিলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিজ গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিলেন—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য

ভাবেঽপি বহিঃ কপটাশ্রুপুলকাদয়ো দৃশ্যন্তে। অতএব বহু নামগ্রহণেঽপি কনিষ্ঠাধিকারিণাং বিষয়ভোগপ্রবণত্বাৎ কৃত্রিম-চিত্ত-দ্রবভাব নামাপরাধলিঙ্গমেবেতি সন্দর্ভঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতের 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-টীকা, তথ্য ও বিবৃতি দ্রষ্টব্য ॥ ২৫ ॥

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাশ্রিত জন "তৃণাদপি" শ্লোকানু-সারে নিষ্কপট হইয়া শুদ্ধনামগ্রহণ করিলেই তাঁহাদের প্রেমাশ্রুপাত হইতে দেখা যায়।

কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন, গৌর-নিতানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অপরাধী কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে কখনই নাম-ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করেন না, গৌর-নিত্যানন্দের নাম-গ্রহণকারী অপরাধী থাকা-কালে

ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার ॥ ৩৭ ॥

চৈতন্যভাগবত-শ্রবণে দুর্জ্জনেরও সজ্জনত্ব—

'চৈতন্যমঙ্গল' শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন।
সেহ মহা-বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৮ ॥

উহার অলৌকিক রচনা—

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য

নাম করিতে করিতে অপরাধ-মোচনান্তে নাম-ফল লাভ করেন। ইহার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই যে, গৌর-নিত্যানন্দের নিকট কৃষ্ণবিমুখ সাধক কৃষ্ণোন্মুখ হইবার জন্য গমন করেন; আর সাধনসিদ্ধ, অনর্থমুক্ত কৃষ্ণোন্মুখের উচ্চার্য্য কৃষ্ণনাম অনর্থযুক্ত অবস্থায় কখনই ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) প্রদান করে না। গৌরনিত্যানন্দ অনর্থযুক্ত জীবেরও সেব্য-বস্তু হওয়ায় তাঁহাদের সেবা ভাগ্যহীন জীবের কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। সাধক শিক্ষার অপ্রাপ্তিতে সিদ্ধাভিমানে কৃষ্ণনামের সেবা করিতে উদ্যত হইলে তাহার অনর্থই আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু নিতাই-গৌরের ভজনে সিদ্ধাভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও জগদ্গুরু শিক্ষকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাহা-দিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগের স্বয়ংরূপ ও স্বয়ং-প্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করান, তাহাতেই জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয়।

কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম,—উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া জানিলে, উহাকে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন-বিচারে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণের উপ-যোগিতা অধিকতর। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উদার, এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা—কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিতজনগণের উপর; গৌর-নিত্যানন্দের ঔদার্য্য-স্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌর-কৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন ॥ ৩১ ॥

একটী গ্রন্থদ্বারাই জগদুদ্ধার—

বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তিঁহো তারিলা সংসার ॥ ৪০ ॥

প্রভুর কৃপাপাত্রী নারায়ণীর সুত—শ্রীবৃন্দাবনদাস

নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥ ৪১ ॥

গৌরচরিত্র-বর্ণনদ্বারা তাঁহার জগদুদ্ধার—

তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নারায়ণী শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা। তিনি শিশু-কালে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনান্তে ভোজন-উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইতেন।

অনুভাষ্য

'শ্রীচৈতন্য-ভজন' বলিতে কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া রাধা-কৃষ্ণেতর গৌর-ভজন বুঝায় না। তাদৃশ কল্পিত ভজনরূপ মায়ার দাস্যে কৃষ্ণপ্রেমমাধুর্য্যের অবস্থিতি নাই। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় নিজজন শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথাদি আচার্য্যগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কাল্পনিক চেষ্টাদ্বারা গৌরভজন হইল, মনে করে, তাহাদের কখনই নিস্তার হয় না। তাহাদের মায়া-কল্পিত দৌরাত্ম্যগুলি রাধাকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গকলেবরে নিযুক্ত হইলে মহাপরাধ ও তৎফলে নরকগতি দ্রুত বাড়িয়া যায়! তখন তাহারা রাধাকৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ ভক্তগণের দোষোদ্ঘাটন করিতে গিয়া শ্রীরূপাদি আচার্য্য-চরণে অপরাধ করে এবং প্রকাশ করে যে, শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহারা মুখে 'অবতারী' বলিয়া অন্যান্য নৈমিত্তিক-মনোধর্ম্ম-প্রচারকের ন্যায় কেবল একজন সাধু বলিয়া মনে করে ॥ ৩২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাস—ভাষ্যকার-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ভূমিকায় "ঠাকুরের জীবনী" দ্রষ্টব্য ॥ ৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—ভক্তিসিদ্ধান্তের আকর-গ্রন্থ, কিন্তু উহা সুবিস্তৃত বলিয়া তাহার সারাংশ অনেকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর সেই সারাংশ স্ব-রচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তবিদ্গণই শ্রীনিতাই-গৌরের মহিমা সুষ্ঠুরূপে জানিতে

নিতাইগৌর-ভজনেই মঙ্গল, জীবকে তজ্জন্য অনুরোধ—

অতএব ভজ, লোক, চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৪৩ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রথমে সূত্রাকারে, পরে বিস্তৃতভাবে গৌরলীলা-বর্ণন—

বৃন্দাবন-দাস কৈল 'চৈতন্য-মঙ্গল' ।
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল ॥ ৪৪ ॥
সূত্র করি' সব লীলা করিল গ্রন্থন ।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥ ৪৫ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার ।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ ৪৬ ॥

কিন্তু গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে সূত্রের বিস্তারে অনিচ্ছা—

বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন ।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ ৪৭ ॥

নিতাইর লীলা-বর্ণনে আবেশ হওয়ায় গৌরের শেষলীলার অসম্পূর্ণ বর্ণন—

নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ ।
চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ ॥ ৪৮ ॥

গৌরের শেষলীলা শুনিতে বৃন্দাবনবাসীর ইচ্ছা—

সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৪৯ ॥

কল্পবৃক্ষতলে রত্নসিংহাসনে শ্রীগোবিন্দের সেবা-বর্ণন—

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ-সদন ।
মহা-যোগপীঠ তাহাঁ, রত্ন-সিংহাসন ॥ ৫০ ॥
তাতে বসি' আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
'শ্রীগোবিন্দ-দেব' নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ ৫১ ॥
রাজ-সেবা হয় তাহাঁ বিচিত্র প্রকার ।
দিব্য সামগ্রী, দিব্য বস্ত্র-অলঙ্কার ॥ ৫২ ॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ ।
সহস্র-বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ ৫৩ ॥

তাঁহার সেবাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের সদ্‌গুণ-বর্ণন—

সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস ।
তাঁর যশঃ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর ।
মধুর-বচন, মধুর চেষ্টা, মহাধীর ॥ ৫৫ ॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত ।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা শূন্য তাঁর চিত ॥৫৬॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস ॥ ৫৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্ক, ১৮ অ, ১২ শ্লোক)

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।

অনুভাষ্য

সমর্থ। ভক্তিসিদ্ধান্ত ব্যতীত যে ভক্তিদেবী সেবিত হইতে পারেন না ইহাই সকল ভক্তিগ্রন্থ তারস্বরে বলিয়াছেন ॥৩৬॥

শ্রীনারায়ণী দেবী সম্বন্ধে শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন—"অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্না শ্রীল কিলিম্বিকা। কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণী মতা ॥" শ্রীকৃষ্ণের স্তনদাত্রী—'অম্বিকা', তাঁহার ভগিনী—'কিলিম্বিকা'। তিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। ইনিই শ্রীগৌরাবতারে 'নারায়ণী দেবী'।

শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভজাত সন্তানই ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন। জননী-ঠাকুরাণী শ্রীগৌরসুন্দরের বিঘসাশী বা কৃপাপাত্রী। তাঁহার পরিচয়েই ঠাকুর মহাশয় পরিচিত,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কৃষ্ণের সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশটী। "অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ" ইত্যাদি ভঃরঃসিঃ (দঃবিঃ ১লঃ) ঐ পঞ্চাশৎগুণ বর্ণিত আছে ॥

শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলা-ভক্তি, সমস্তগুণসহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন, তাঁহার মন

অনুভাষ্য

সুতরাং পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় বৈষ্ণবের পরিচয়ে আবশ্যকীয় নহে বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

পরম ভক্ত প্রহ্লাদের গুণ বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন।

যস্য (ভক্তস্য) ভগবতি (শ্রীবিষ্ণৌ) অকিঞ্চনা (নিষ্কামা) ভক্তিঃ (আনুকূল্যেন সেবনপ্রবৃত্তিঃ) অস্তি (বিদ্যতে), তত্র (তস্মিন্ ভক্তে) সুরাঃ (সর্ব্বে দেবাঃ) সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ

হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫৮ ॥

পণ্ডিত হরিদাসের পরিচয় ও গুরুপরম্পরা—

পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য ॥ ৫৯ ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহা—পণ্ডিত হরিদাস ॥৬০॥

তাঁহার নিতাইগৌরে অনুরাগ—

চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥ ৬১ ॥

বৈষ্ণবে গাঢ় প্রীতি—

বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবে সন্তোষ ॥৬২॥

বৈষ্ণবসভায় তাঁহার চৈতন্যভাগবত-পাঠ—

নিরন্তর শুনে তিঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল ॥ ৬৩ ॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ ॥ ৬৪ ॥

গ্রন্থকারকে গৌরের শেষলীলা বর্ণিতে আদেশ—

তিঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে ॥ ৬৫ ॥

ঐ একই আদেশকারী ভক্তগণের পৃথক্ পরিচয়—

কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য—গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি ॥ ৬৬॥
যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তিঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সর্ব্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্‌গুণসকল অসম্ভব ॥ ৫৮ ॥

পণ্ডিত গোসাঞি,—শ্রীগদাধর পণ্ডিত ॥ ৫৯ ॥

অনুভাষ্য

(নিখিল-সদ্‌গুণ-রাশিভিঃ সহ) সমাসতে (সম্যগ্ আসতে নিত্যং বসন্তি)। অসতি (অনিত্যে বিষয়সুখে) মনোরথেন (মনোধর্ম্মেণ) বহিঃ ধাবতঃ (ভোগপ্রবৃত্তস্য) হরৌ অভক্তস্য (অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগপন্থিনঃ, অতঃ গৃহাস্থাসক্তস্য জনস্য হরিভক্ত্যসম্ভবাৎ) কুতঃ মহদ্‌গুণাঃ (মহতাং গুণাঃ জ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ঃ, (শ্রেষ্ঠসদ্‌গুণরাশয়ঃ বা ভবন্তি ইতি শেষঃ) ॥ ৫০ ॥

পণ্ডিত হরিদাস—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্যই ইঁহার গুরুদেব। পরবর্ত্তী ৫৯-৬৫ সংখ্যা ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৫৪ ॥

অষ্টসখীর অন্যতমা সুদেবী সখী গৌরাবতারে শ্রীঅনন্তাচার্য্য; যথা, গৌরগণোদ্দেশে ১৬৫ শ্লোক—"অনন্তাচার্য্য-গোস্বামী যা সুদেবী পুরা ব্রজে"। শ্রীপুরুষোত্তমের প্রসিদ্ধ 'গঙ্গামাতা মঠ'—ইঁহারই শাখা-বিশেষ। তাঁহাদের গুরু-পরম্পরায় ইনি 'বিনোদ মঞ্জরী' বলিয়া উক্ত আছেন। (২) ইঁহার শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী, নামান্তর, 'শ্রীরঘু গোপাল'—শ্রীরাসমঞ্জরী। তাঁহার শিষ্যা—(৩) শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া (গঙ্গামাতার মাতুলানি)। (৪) শ্রীগঙ্গামাতা—পুটিয়া-রাজকন্যা; ইনি জয়পুরের কৃষ্ণমিশ্রের নিকট হইতে 'শ্রীরসিকরায়' বিগ্রহ আনিয়া পুরুষোত্তমে সার্ব্বভৌমের গৃহে তাঁহার সেবা প্রকাশ করেন। (৫) শ্রীবনমালী, (৬) শ্রীভগবান্-দাস (বঙ্গবাসী), (৭) শ্রীমধুসূদনদাস (উৎকলবাসী), (৮) শ্রীনীলাম্বর-দাস, (৯) শ্রীনরোত্তম-দাস, (১০) শ্রীপীতাম্বর-দাস, (১১) শ্রীমাধবদাস, (১২) ইঁহার শিষ্য বর্ত্তমানকালে গঙ্গামাতা-মঠের মহান্ত ॥ ৫৯-৬০ ॥

শ্রীকাশীশ্বর (পণ্ডিত) গোস্বামী—শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য। কাঞ্জিলাল কান্নবংশোদ্ভব বাৎস্যগোত্রীয় বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্র। উপাধি—চৌধুরী। ইঁহার ভাগিনেয়—বল্লভপুরের শ্রীরুদ্রপণ্ডিত (১০৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে চাতরা-গ্রামে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ আছেন। ইনি খুব বলবান্ ছিলেন—প্রত্যহ জগন্নাথ-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গমনকালে ইনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া পথ সুগম করিয়া দিতেন (আদি, ১০ম পঃ ১৩৮-১৪২ মধ্য, ১২শ পঃ ২০৭, ১৩শ পঃ ৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। পুরুষোত্তমে ইনি ভক্তগণের কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ পরিবেশন করিতেন। মহাপ্রভুর সহিত

পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—ভুগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই ॥ ৬৮ ॥
তাঁর শিষ্য—গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥ ৬৯ ॥
আচার্য্যগোসাঞির শিষ্য,—চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ ॥ ৭০ ॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥ ৭১ ॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁ-সবার বোলে লিখি নির্ল্লজ্জ হইয়া ॥ ৭২ ॥

বৈষ্ণবাদেশে সসম্ভ্রমে শ্রীমদনগোপালের আজ্ঞা-যাচ্ঞা—

বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত-অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥৭৩॥

অর্চ্চক গোসাঞিদাস দ্বারা যাচ্ঞা করিতেই সর্ব্ববৈষ্ণবসম্মুখে মদনগোপালের আজ্ঞা-মালা-পতন—

দরশন করি কৈলুঁ চরণ বন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করে চরণ সেবন ॥৭৪॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ ৭৫ ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি' মালা মোর গলে দিল ॥

আজ্ঞা-মালা-লাভেই এই গ্রন্থ-লেখায় প্রবৃত্তি—

আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥ ৭৭ ॥

গ্রন্থ-রচনায় মদনমোহনেরই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বা প্রেরণা—

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ ৭৮ ॥
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ৭৯ ॥

গ্রন্থকারের গুরুপরম্পরায় মদনমোহন-সেবা—

কুলাধিদেবতা মোর—মদনমোহন।
যাঁর সেবক—রঘুনাথ, রূপ, সনাতন ॥ ৮০ ॥

গ্রন্থকারের ঠাকুর বৃন্দাবনদাসকে বৈষ্ণবোচিত গুরুবুদ্ধি ও প্রণতি—

বৃন্দাবন-দাসের পাদপদ্ম করি' ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥৮১॥
চৈতন্যলীলাতে 'ব্যাস'—বৃন্দাবন-দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ ৮২ ॥

নিজের দৈন্যোক্তি—

মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস ॥ ৮৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিতসকল ॥ ৮৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নামাষ্টম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

ইঁহার মিলন-প্রসঙ্গ—মধ্য, ১০ম পঃ ১৩৪, ১৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান সেবাধ্যক্ষ—শ্রীশিবচন্দ্র চৌধুরী, ইনি কাশীশ্বর গোস্বামি-প্রভুর ভ্রাতৃবংশীয়। এই স্থানে সেবার জন্য প্রত্যহ ৯সের চাউলের বন্দোবস্ত আছে। গ্রামের সন্নিকটেই পূর্ব্বকাল হইতে শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য সম্পত্তির বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়গণ সেই সকল সম্পত্তি রাজদ্বারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। সেবার বন্দোবস্ত এখন ভাল নাই। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে (১৩৭ ও ১৬৬ শ্লোকে)—বৃন্দাবনে যিনি কৃষ্ণভৃত্য 'ভৃঙ্গার', অথবা ব্রজে যিনি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আমি যে চৈতন্যচরিতামৃত লিখিলাম, তাহা শ্রীমদন-মোহনের প্রেরণা-ক্রমে; অতএব শুকপক্ষি-পাঠের ন্যায় আমার নিজের কোন মাহাত্ম্য নাই ॥ ৭৮ ॥

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

শশিরেখা, তিনিই গৌরাবতারে কাশীশ্বর (?) ॥ ৬৬ ॥

ভূগর্ভের (আদি, ১২পঃ ৮১) শিষ্য—চৈতন্য-দাস, মুকুন্দানন্দ ও কৃষ্ণদাস ; শিবানন্দ—আদি, ১২পঃ ৮৭ সংখ্যা ॥ ৬৯ ॥

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদের কথাসার

নবম-পরিচ্ছেদে ভক্তিকে তরুরূপে বর্ণন করতঃ একটী রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন। বিশ্বম্ভর-গৌরাঙ্গকে মূলবৃক্ষ করিয়া ভক্তিতরুর মালাকার ও তৎফলের দাতা-ভোক্তা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামে ঐ ফলবৃক্ষ-রোপণের আরম্ভ, পরে পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন ইত্যাদি অন্য স্থানে ঐরূপ প্রেমফলোদ্যান বাড়ান হইয়াছিল। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ঐ বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর। তাঁহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ঐ অঙ্কুর পুষ্ট করিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মালী হইয়া আবার নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ। পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নয়জন সন্ন্যাসী ঐ বৃক্ষের মূল। মূল-স্কন্ধের উপর শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দরূপ আরও দুই স্কন্ধ হইল। সেই স্কন্ধ নয়টী হইতে নানাপ্রকার শাখা-উপশাখাগণ বাহির হইয়া জগৎকে বেষ্টন করিল। এই বৃক্ষের প্রেমফল সর্ব্বত্র যাহাকে তাহাকে দান করা হইল। এই প্রকার ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফলাস্বাদন দ্বারা জগৎকে মাতাল করিলেন। এই বর্ণনটী রূপক (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

গৌরকৃপায় অসম্ভব সম্ভব—

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥১

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয়াদ্বৈত জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি-হেতু যাঁহার স্মরণ ॥ ৩ ॥

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ৪ ॥

এসব-প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলাগুণ।
জানি বা না জানি, করি আপন শোধন ॥ ৫ ॥

মালাকার—মহাপ্রভু স্বয়ং

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥৬॥

মালাকার হইবার কারণ—অভিধেয়াভিধানত্বের সার্থকতা—

প্রভু কহে, আমি 'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৭ ॥

নবদ্বীপে ভক্তিফলোদ্যান-রচনা—

এত চিন্তি' লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম ॥ ৮ ॥

শ্রীচৈতন্য-মালাকার পৃথিবীতে আনি'।
ভক্তি-কল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি' ইচ্ছা-পানি ॥ ৯

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাঁহার অনুকম্পা লাভ করিয়া কুক্কুরও মহাসমুদ্র সন্তরণ করিতে সমর্থ হয়, সেই জগদ্গুরু কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

আপন-শোধন,—নিজের শুদ্ধির জন্য ॥ ৫ ॥

শ্রীচৈতন্য স্বয়ংই প্রেমরূপ-দেবতরু, স্বয়ংই তাহার মালাকার। যিনি সেই বৃক্ষের ফলসমূহের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৬ ॥

অনুভাষ্য

যস্য (চৈতন্যদেবস্য) অনুকম্পয়া (প্রসাদেন) শ্বা (কুক্কুরঃ) অপি মহাব্ধিং (সমুদ্রং) সুখং সন্তরেৎ (সন্তরণেন তৎপারং গচ্ছেৎ) তং জগদ্গুরুং (সর্ব্বজগতাং গুরুং পূজ্যং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবম্ (অহং) বন্দে ॥ ১ ॥

যঃ (চৈতন্যদেবঃ) স্বয়ং মালাকারঃ (উদ্যানরক্ষকঃ) স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ (কৃষ্ণস্য প্রেমৈব অমরতরুঃ অবিনাশী বৃক্ষঃ) তৎফলানাং (কল্পবৃক্ষস্য প্রেমফলানাং) দাতা, ভোক্তা চ, স্বয়ম্ এব, তং (চৈতন্যম্ অহম্) আশ্রয়ে (প্রপদ্যে) ॥ ৬ ॥

তাহার প্রথম অঙ্কুর—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরপুরীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি—

শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥ ১১ ॥

অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে মালী হইয়া ও স্বয়ং স্কন্ধ এবং সকলশাখার আশ্রয়—

নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥ ১২ ॥

নবজন সন্ন্যাসী—নবটী মূল

পরমানন্দ পুরী, আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী, আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥ ১৩ ॥
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ ॥ ১৪ ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ ১৫ ॥

পরমানন্দপুরী—মধ্যমূল

মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীমাধবপুরী,—ইঁহার নাম মাধবেন্দ্রপুরী। ইনি শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ে একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। ইঁহার অনুশিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ে ইঁহার পূর্ব্বে প্রেমভক্তির কোন লক্ষণ ছিল না। ইঁহার কৃত "অয়ি দয়ার্দ্রনাথ" শ্লোকে মহাপ্রভুর শিক্ষিত তত্ত্ব বীজরূপে ছিল ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরপুরী,—মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু ঈশ্বরপুরী কুমারহট্টে অর্থাৎ হালিসহর-গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ॥ ১১ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীঈশ্বরপুরী—কুমারহট্টে (ই, বি, আর লাইনে হালিসহর ষ্টেশন) বিপ্রকুলে উদ্ভূত ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয়তম শিষ্য। অন্ত্য, ৮ম পঃ ২৬-২৯ সংখ্যা—"ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপদ সেবন। স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন ॥ নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥ তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। বর দিল কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥ সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।"

ঈশ্বরপুরী শ্রীমহাপ্রভুকে গয়ায় দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে নবদ্বীপ-নগরে আসিয়া গোপীনাথাচার্য্যের গৃহে কতিপয় মাস বাস করেন। সেইকালে অদ্বৈতপ্রভু শ্রীমহাপ্রভুর সহিত তিনি আলাপ করেন ও নিজ-কৃত 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ শ্রবণ করান। চৈঃ ভাঃ আদি, ৭ অঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কুমারহট্টে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্ম-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'পুরী'সন্ন্যাসিগণ সকলেই শ্রীঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধে আত্মীয়বর্গ। 'ভারতী' সন্ন্যাসীগণ—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসদাতা গুরু 'কেশব ভারতী'র সম্বন্ধে আত্মীয়বর্গ ॥ ১৪ ॥

অনুভাষ্য

স্থান দর্শন করিতে আগমন করেন, তখন তিনি জীবকুলকে শ্রীগুরুভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য—"সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি'। লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি' এক ঝুলি ॥" (চৈঃ ভাঃ আদি, ১২ অঃ) এই লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ঈশ্বরপুরীর স্থান দর্শন করিতে আসিয়া সকলেই সেই স্থানের মৃত্তিকা লইয়া যান ॥ ১১ ॥

পরমানন্দপুরী—ত্রিহুত দেশোৎপন্ন বিপ্র এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং শ্রীমহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১১শ অঃ "সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। আর নাহি এক পুরী-গোসাঞি সে মাত্র ॥ দামোদর-স্বরূপ, পরমানন্দপুরী। সন্ন্যাসিপার্ষদে এই দুই অধিকারী ॥ নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন। প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ॥ পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন। যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরী-গোসাঞিরে। দামোদর-স্বরূপেরেও তত প্রীতি করে ॥"

পরমানন্দ পুরীর দর্শনে প্রভুর উক্তি—"চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় পঃ—"আজি ধন্য লোচন, সফল আজি জন্ম। সফল আমার আজি হৈল সর্ব্বধর্ম্ম ॥ প্রভু বলে, আজি মোর সফল সন্ন্যাস। আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ ॥

তাহাদিগের দ্বারা অসংখ্য শাখা ও উপশাখা—

স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকসিল ।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥ ১৭ ॥
বিশ বিশ শাখা করি' এক এক মণ্ডল ।
মহা-মহা-শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥ ১৮ ॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত ।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত ॥ ১৯ ॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন ।
আগে ত' করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ২০ ॥

মূলস্কন্ধের দুইদিকে দুইটী স্কন্ধ—নিতাই ও অদ্বৈত—

শাখার উপরে হৈল বৃক্ষ-দুইস্কন্ধ ।
এক 'অদ্বৈত' নাম, আর 'নিত্যানন্দ' ॥ ২১ ॥

শিষ্যপ্রশিষ্যরূপ শাখা-উপশাখা-পরম্পরায় বিস্তার—

সেই দুইস্কন্ধে শাখা যত উপজিল ।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ২২ ॥
বড় শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা ।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা ॥ ২৩ ॥
শিষ্য, প্রশিষ্য, আর উপশিষ্যগণ ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥ ২৪ ॥
উড়ুম্বর-বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব অঙ্গে ।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥ ২৫ ॥

তাহা হইতে মালাকার গৌরের কৃষ্ণ-প্রেমামৃতফল-বিতরণ-লীলা—

মূলস্কন্ধের শাখা-উপশাখাগণে ।
লাগিল যে প্রেমফল,—অমৃতকে জিনে ॥ ২৬ ॥

বিনামূল্যে প্রেমফল বিতরণ—

পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর ।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল ॥ ২৭ ॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্নমণি ।
একফলের মূল্য করি' তাহা নাহি গণি ॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য

কথোক্ষণে অন্যোঽন্যে করেন প্রণাম। পরমানন্দপুরী চৈতন্যের প্রিয়ধাম ॥"

পরমানন্দ পুরী পুরুষোত্তমে শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে একটী মঠ ও কূপ করিয়া বাস করেন। কূপে জল ভাল না হওয়ায় মহাপ্রভু বলিলেন, চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ-"মহাপ্রভু জগন্নাথ মোরে দেহ এই বর। গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর॥ প্রভু বলে, শুনহ সকল ভক্তগণ। এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান॥ সত্য সত্য হবে তার গঙ্গাস্নান-ফল। কৃষ্ণে ভক্তি হইবে তার পরম নির্ম্মল॥ প্রভু বলে, আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে। নিশ্চয়ই জানিহ পুরী-গোসাঞির প্রীতে॥" গৌরগণোদ্দেশে (১১৮ শ্লোক)—"পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা"।

কেশবভারতী—শ্রীশঙ্কর-প্রবর্ত্তিত দশনামী দণ্ডিগণের অন্যতম 'ভারতী'-সম্প্রদায়ভুক্ত। সরস্বতী, ভারতী ও পুরী,—এই সম্প্রদায়ত্রয় দক্ষিণাপথের শৃঙ্গেরী-মঠাধীন। শ্রীকেশব-ভারতী কাটোয়ার শাখা-মঠে তৎকালে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি ব্রহ্মসন্ন্যাসী হইলেও শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়স্থ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের মন্ত্রশিষ্য এবং বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। বর্দ্ধমান জিলার অধীন কান্দরা ডাকঘরের অন্তর্গত খাটুন্দি-গ্রামে তাঁহার দেবসেবা ও মঠ স্থাপিত আছে। মঠাধিকারিগণের মতে, তাঁহারা কেশবভারতীর বংশ; কেশবের পুত্র (মতান্তরে শিষ্য)—নিশাপতি ও উষাপতি। নিশাপতির বংশে শ্রীনকড়িচন্দ্র বিদ্যারত্ন সেবাধিকারিরূপে বর্ত্তমান আছেন, ও হুগলী বৈঁচির নিকট রাখালদাসপুরে উষাপতির বংশ আছেন। ইঁহারা কেশব ভারতীর পূর্ব্বাশ্রমের বংশ হইতেও পারেন। কাহারও মতে, কেশব ভারতীর ভ্রাতা, মতান্তরে, তচ্ছিষ্য মাধব ভারতীর শিষ্য—বলভদ্র, তিনিও ভারতী হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের দুই সন্তান—মদন ও গোপাল। মদন—আউরিয়ায়, ও গোপাল—দেন্দুড়ে বাস করিতেন। মদনের বংশে 'ভারতী' ও গোপালের বংশে 'ব্রহ্মচারী' উপাধি। উভয় বংশের অনেকেই আছেন। গৌরগণোদ্দেশে ৫২ শ্লোক—"মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ। দদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূৎ অদ্য কেশবভারতী॥" ১১৭ শ্লোক "ইতি কেচিৎ প্রভাষন্তেঽক্রূরঃ কেশবভারতী॥" ১৪৩২ শকাব্দায় কাটোয়ায় ইনি নিমাই-পণ্ডিতকে সন্ন্যাস দান করেন। বৈষ্ণবমঞ্জুষা—২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৩ ॥

পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে বিতরণ—

মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দিব মাত্র ॥ ২৯ ॥

দীনদুঃখী জীবের উদ্ধার—

অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায়, মালাকার হাসে ॥ ৩০ ॥
মালাকার কহে, শুন, বৃক্ষ-পরিবার।
মূলশাখা-উপশাখা যতেক প্রকার ॥ ৩১ ॥

চৈতন্য-বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গই চেতনময় এবং চেতনময় ফলাস্বাদনে অচেতন জীবের চৈতন্য—

অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥ ৩২ ॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন ॥ ৩৩ ॥

নামপ্রেমপ্রচার একাকী অসম্ভব দেখিয়া সকলকে অবিচারে বিতরণে আদেশ—

একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥ ৩৪ ॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম ॥ ৩৫ ॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥ ৩৬ ॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥ ৩৭ ॥
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩৮ ॥

প্রেমাস্বাদনে জীবের অমৃতত্ব-প্রাপ্তি—

অতএব সব ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে ॥ ৩৯ ॥

গৌরের দয়া দেখিয়া গৌরনামকীর্ত্তনেই জীবের নিত্য মঙ্গল—

জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি ॥ ৪০ ॥

ভারতভূমিতে জন্মিয়া মানবমাত্রেরই মানবকে নিত্যদয়া বা কৃষ্ণোন্মুখীকরা অবশ্য কর্ত্তব্য—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥ ৪১ ॥

কায়মনোবাক্যে জীবকে কৃষ্ণভক্তিতে উন্মুখী করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়া বা মঙ্গলাচরণ—

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ২২ অ, ২৪ শ্লোক)

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৪২ ॥

(বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে ৪২ শ্লোক)

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী—শ্রীমহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলায় কীর্ত্তনের সঙ্গী ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে ও তৎকালে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ বিশ্বাস করিতেন। নীলাচলেও তিনি সঙ্গী হইয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী—যেকালে ইনি নীলাচলে মহাপ্রভু দর্শনে গিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার পরিধেয় বসন মৃগচর্ম্ম-নির্ম্মিত ছিল। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ছদ্ম করিয়া ভারতীকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিয়া কাষায়-বহির্বাস গ্রহণ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর নিকট কিছুদিন নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্মসাফল্য ॥ ৪২ ॥

কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা ইহকাল ও পরকালসম্বন্ধে প্রাণীদিগের যাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমান্ লোক আচরণ করেন ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য

কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ ও সুখানন্দপুরী—গৌরগণোদ্দেশে (৯৭-১০০ শ্লোক) "কৃষ্ণানন্দঃ কেশবশ্চ শ্রীদামোদর রাঘবৌ। অনন্তশ্চ সুখানন্দো গোবিন্দো রঘুনাথকঃ॥ পূর্ব্যপাধিক্রমাৎ জ্ঞেয়া অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ। জারস্তেয়াঃ স্থিতা ঊর্দ্ধরেতসঃ সমদর্শিনঃ। নব ভাগবতাঃ

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্য-ধন।
ফল-ফুল দিয়া করি' পুণ্য উপার্জ্জন ॥ ৪৪ ॥

বৃক্ষের নির্হেতুকদয়া-দর্শনে, মূল কল্পবৃক্ষ হইবার ইচ্ছা—

মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এই ত' ইচ্ছাতে।
সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৪৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ২২ অ, ২৩ শ্লোক)

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৪৬ ॥

তাহা শুনিয়া বৃক্ষাঙ্গগণের আনন্দ—

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য-মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার ॥ ৪৭ ॥

অধিকার-নির্ব্বিশেষে প্রেমফল বিতরণ—

যে যাহাঁ তাহাঁ দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥ ৪৮ ॥
মহা-মাদক প্রেমফল পেট ভরি' খায়।
মাতিল সকল লোক—হাসে, নাচে, গায় ॥৪৯॥
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত' হুঙ্কার।
দেখি' আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার ॥৫০॥

জীবকে নিজানুরূপ কৃষ্ণপ্রেম-অর্পণদ্বারা মহাভাগবতকরণ—

এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে, বিবশ-বিহ্বল ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন-সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥৫২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বৃক্ষদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন—অহো, ইঁহারা সকল প্রাণীর উপজীবন। ইঁহাদের জন্ম সফল। ইঁহাদের নিকট হইতে অর্থীসকল বিমুখ হইয়া যায় না। ইঁহারা সুজনগণের ন্যায় ব্যবহার করেন ॥ ৪৬ ॥

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

পূর্ব্বং শ্রীভাগবতসংহিতাঃ ॥ প্রত্যুচ্চূর্জনকং তেংস্ম ভূত্বা সন্ন্যাসিনঃ সদা। প্রভুণা গৌরহরিণা বিহরন্তি স্ম তে যথা ॥ শ্রীনৃসিংহানন্দতীর্থঃ শ্রীসত্যানন্দভারতী। শ্রীনৃসিংহ-চিদানন্দ-জগন্নাথা হি তীর্থকাঃ ॥ ১৪ ॥

মূল—মূল্য ॥ ২৭ ॥

যেরূপ সংসারে পুণ্যপ্রভাবে লোকসমূহ সুখী হয়, পাপের প্রসারণে মনুষ্যের দুঃখ-বৃদ্ধি হয়, পুণ্যবানের পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তিত হয়, পাপীর দৌরাত্ম্য-কথা লোকে মুখে আনিতেও ইচ্ছা করে না, সেইরূপ কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়া জগতের লোক সুখী হইলে প্রেমপ্রদাতার সুখ্যাতিই বৃদ্ধি হইবে ॥ ৪০ ॥

পবিত্র ভারতবর্ষে নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের প্রকৃত নিত্য উপকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র দেশে ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণিমধ্যে শরীর ধারণ করার সফলতা ॥ ৪১ ॥

বস্ত্রহরণ-লীলান্তে সখা গোপ-বালকগণের সহিত দূরে গমন করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া বৃক্ষসমূহের পরোপকার বা দয়া ও সহিষ্ণুতা-দর্শনে উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সখাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য।

সদা প্রাণৈঃ অর্থৈঃ ধিয়া বাচা (সর্ব্বতোভাবেন) দেহিষু (জীবেষু) শ্রেয় আচরণং (নিত্য-মঙ্গলানুষ্ঠানং ভগবদ্বৈমুখ্যা-পনোদনপূর্ব্বক-তদুন্মুখীকরণেন নিত্য-দয়ায়াঃ প্রদর্শনমিতি যাবৎ)--এতাবৎ এব ইহ (সংসারে) দেহিনাং (জীবানাং) জন্মসাফল্যং (ভবতীতি শেষঃ) ॥ ৪২ ॥

মতিমান্ (বুদ্ধিমান্ জনঃ) যৎ এব কর্ম্ম ইহ (জগতি) পরত্র (অমুত্র) চ, প্রাণিনাম্ উপকারায় (নিত্যমঙ্গলায়) ভবতি, তদেব ভগবদ্ভক্ত্যুন্মুখিকর্ম্মানুষ্ঠানমেব কর্ম্মণা, মনসা, বাচা (কায়মনোবাক্যেন) ভজেৎ ॥ ৪৩ ॥

বস্ত্রহরণ-লীলান্তে সখা গোপবালকগণের সহিত বহুদূর গমন করিয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে করিতে বৃক্ষগণের সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বদা পরোপকার-প্রবৃত্তি দেখিয়া উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সখাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য।

অহো এষাং (বৃক্ষাণাং) সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাম্ উপজীবনং) জন্ম সুজনস্য ইব বরং (শ্রেষ্ঠং)—যেষাং (যেভ্যঃ) অর্থিনঃ (প্রার্থিনঃ) বিমুখাঃ (বিফলা-ভীষ্টাঃ সন্তঃ) ন যান্তি (প্রত্যাবর্ত্তন্তে) ॥ ৪৬ ॥

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

অধম নিন্দকাদিরও কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তিতে উদ্ধার—

যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল, বলি' মাতোয়াল।
সেই ফল খায়, নাচে, বলে—ভাল, ভাল ॥৫৩॥
এই ত' কহিল প্রেমফল-বিতরণ।
ইবে শুন, ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পতরুবর্ণনং নাম নবম পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদের কথাসার

দশম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজশাখা বর্ণন (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

গৌরভক্ত-বন্দনা—

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্ ভবেৎ ॥১

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

গৌর-কল্পতরুর মুখ্যশাখা-বর্ণন—

এই মালীর—এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্যশাখার নাম-বিবরণ ॥ ৩ ॥

গৌরভক্তে গুরু-লঘু-ভেদ নাই—

চৈতন্য-গোসাঞির যত পারিষদচয়।
লঘু-গুরু-ভাব তাঁর না হয় নিশ্চয় ॥ ৪ ॥
যত যত মহান্ত কৈল তাঁ-সবার গণন।
কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ-লঘু-ক্রম ॥ ৫ ॥
অতএব তাঁ-সবারে করি' নমস্কার।
নাম-মাত্র করি, দোষ না লবে আমার ॥ ৬ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥৭॥

(১—ক, খ, গ, ঘ) শ্রীবাস-শ্রীরামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়-শাখা—

শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই—দুই শাখা, জগতে বিদিত ॥ ৮ ॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি,—তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস-দাসী, গৃহ-পরিকর ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মমধুপদিগকে আমি বারবার নমস্কার করি। তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারে আশ্রয় করিলে কুকুরও সেই পাদপদ্মগন্ধ লাভ করে ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের কৃষ্ণপ্রেমফলদাতা শাখা-রূপ তৎপ্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যঃ (শ্রীচৈতন্যস্য পদাম্ভোজয়োঃ মধু ভক্তিরসং পিবন্তি যে মধুপাঃ ভৃঙ্গাঃ তেভ্যঃ গৌরভক্তেভ্যঃ) নমো নমঃ ;—যেষাং কথঞ্চিৎ (কেনচিৎ অপি প্রকারেণ) আশ্রয়াৎ শ্বা (কুকুরঃ) ভোগপরঃ (ভগবদ্ভক্তৌ শ্রদ্ধাহীনঃ) অপি তদ্-গন্ধভাক্ (তয়োঃ গৌরপদকমলয়োঃ গন্ধং ভজতি প্রাপ্নোতি ইতি গৌর-ভক্তিমান্) ভবেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমামরতরোঃ (গৌরপ্রেম-দেববৃক্ষস্য) কৃষ্ণ-প্রেমফলপ্রদান্ শাখারূপান্ প্রিয়ান্ ভক্তগণান্ অহং বন্দে ॥৭॥

শ্রীবাস—গৌরগণোদ্দেশে (৯০ শ্লোক)—"শ্রীবাসপণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ। পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো যঃ আসীন্নারদপ্রিয়ঃ। শ্রীরামপণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎকনিষ্ঠসহোদরঃ॥"
শ্রীনিধি—নবনিধির অন্যতম। "নাম্নাম্বিকা ব্রজে ধাত্রী স্তন্য-

তাঁহাদের ঐকান্তিকী গৌরভক্তি—

দুই শাখার উপশাখায় তাঁ-সবার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন ॥ ১০ ॥
সবংশে করেন যাঁরা চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী দেবা ॥১১॥

(২) শ্রীচন্দ্রশেখর-শাখা—

'আচার্য্যরত্ন' নাম ধরে বড় এক শাখা।
তাঁর পরিকর, তাঁর শাখা-উপশাখা ॥ ১২ ॥
আচার্য্যরত্নের নাম 'শ্রীচন্দ্রশেখর'।
যাঁর ঘরে দেবী-ভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন—কোন কোন গ্রন্থমতে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর মেসো ॥ ১৩ ॥

অনুভাষ্য

দাত্রী স্থিতা পুরা। সৈবেয়ং 'মালিনী' নাম্নী শ্রীবাসগৃহিণী মতা ॥" শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—নারায়ণী দেবী।

শ্রীবাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নবদ্বীপের বাসস্থান ছাড়িয়া কুমারহট্টে বাস করিয়াছিলেন,—এ কথা চৈতন্যভাগবতাদি-গ্রন্থপাঠে (অন্ত্য ৫ম অঃ) জানা যায় ॥৮-১১

শ্রীচন্দ্রশেখর—মহাপ্রভুর মেসো। তিনি (শ্রীমান্? নবনিধির অন্যতম বা চন্দ্র? তাঁহার গৃহে মহাপ্রভুর অভিনয়কাচ ও দেবীভাবে নৃত্য হইয়াছিল (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ)। সম্প্রতি চন্দ্রশেখরের গৃহই 'ব্রজপত্তন'-নামে প্রসিদ্ধ। ইনি পূর্ব্বেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রমুখাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৬ অঃ) এবং সন্ন্যাসকালে শ্রীনিত্যানন্দ ও মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে কাটোয়ায় উপস্থিত থাকিয়া সন্ন্যাসকালোচিত কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-সংবাদ সকলকে বলিয়াছিলেন। ইঁহার গৃহে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের কথা--চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৮ম অঃ, কাজীদলন-কালে নগরকীর্ত্তন-সঙ্গে ও শ্রীধর-কৃপাকালে ইঁহার উপস্থিতি—মধ্য, ২৩শ পঃ দ্রষ্টব্য। ইনি গৌড়দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে ভক্তগণসহ গমন করিতেন ॥ ১৩ ॥

(৩) শ্রীপুণ্ডরীক-শাখা—

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বড়শাখা জানি।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি ॥১৪॥

(৪) শ্রীগদাধর-শাখা—

বড় শাখা,—গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি।
তিঁহো লক্ষ্মীরূপা, তাঁর সম কেহ নাই ॥১৫॥
তাঁর শিষ্য-উপশিষ্য,—তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখার উপশাখার লেখা ॥ ১৬ ॥

(৫) শ্রীবক্রেশ্বর-মহিমা ও শাখা—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
এক ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—চট্টগ্রামবাসী ॥ ১৪ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—গৌরগণোদ্দেশে ৫৪ শ্লোক—"বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে। অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষঃ বিদ্যানিধিমহাশয়ঃ ॥ স্বকীয়ভাবমাস্বাদ্য রাধাবিরহকাতরঃ। চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষময়ে তাতাবদৎ স্বয়ম্ ॥ 'প্রেমনিধি'তয়া খ্যাতিং গৌরো যস্মৈ দদৌ সুখী। মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাৎ গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ। রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতা বুধৈঃ ॥" ইঁহার অলৌকিকী কৃষ্ণভক্তির কথা উদাহৃত হয়। চট্টগ্রামের ৬ ক্রোশ উত্তরে 'হাটহাজারি' নামে একটি থানা আছে। উহার একক্রোশ পূর্ব্বে মেখলা-গ্রামে (মতান্তরে, পটিয়া থানান্তর্গত চক্রশালায়) ইঁহার নিবাস। পিতার নাম—বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী ও মাতার নাম—গঙ্গাদেবী। বাণেশ্বর—শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশজাত। মহাপ্রভু ইঁহাকে 'বাপ' বলিয়া ডাকিতেন এবং 'প্রেমনিধি' নাম দিয়াছিলেন। ইনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গুরু ও শ্রীদামোদর স্বরূপের সুহৃৎ। ভোগময় বাহ্যদর্শনে যাহা 'বিষয়' বা 'বিলাস-বৈভব', অহা মুক্ত ভাগবত-পরমহংস বা বৈষ্ণবের দর্শনে তাঁহার নিকট হরিসম্বন্ধি চিদ্বিলাস-বৈভব, সুতরাং তাঁহার নিকট "আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-রহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব; পাছে আমরা তাঁহার হরিসম্বন্ধি বস্তুকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ভোগ্য

বক্রেশ্বর-মহিমা—

আপনে মহাপ্রভু গান যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে ॥ ১৮ ॥
দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ, চন্দ্রমুখ।
তারা গায়, মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ ॥১৯॥
প্রভু বলেন, তুমি মোর পক্ষ—এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাও, পাও আর পাখা ॥২০ ॥

(৬) শ্রীজগদানন্দের মাহাত্ম্য—

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যিঁহো সত্যভামার স্বরূপ ॥২১॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন।
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥২২॥
দুইজনে খট্‌মটি লাগায় কন্দল।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বলে,—কহিলেন ॥ ১৮ ॥

প্রভু বলেন,—'তুমি আমার একটি পক্ষ ; আর একটি তোমার মত পক্ষ পাইলে আমি আকাশে উড়িয়া যাইতাম ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য

ভক্তিবাধক বিষয় মনে করিয়া বৈষ্ণবকেও বিধিবাধ্য অন্যান্য অবৈষ্ণব বিষয়ী বদ্ধজীবতুল্য জ্ঞান করি ও তৎফলে বৈষ্ণবাপরাধ অর্জ্জন করি, এজন্য অবোধ জীবকে সতর্ক করিবার উদ্দেশে শ্রীল পণ্ডিতগোস্বামী শ্রীবিদ্যানিধিকে প্রথমে বিষয়িজ্ঞানে ভুল বুঝিবার অভিনয় করিয়া পরিশেষে তাঁহার নিকট দীক্ষাভিনয়-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেবকর্তৃক তাঁহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত-বৃত্তান্ত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১১শ পঃ দ্রষ্টব্য।

পুণ্ডরীকের বংশে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার অধুনা বর্ত্তমান আছেন। (বৈষ্ণব মঞ্জুষা—১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ১৪ ॥

গৌরগণোদ্দেশ (১৪৭ ১৫৩ শ্লোক) 'শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥ নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা। পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর-বল্লভা॥ সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ। রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা। অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা॥ ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী ন খলু গদাধর এষ ভূসুরেন্দ্রঃ। হরিরয়মথবা স্বয়ৈব শক্ত্যা ত্রিতয়মভূৎ স সখী চ রাধিকা চ।

আদিলীলা, দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শেষভাগে গদাধর-শাখা বর্ণিত আছে ॥ ১৫-১৬ ॥

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে ৭১ শ্লোক—"ব্যূহস্তূর্য্যোঽনিরুদ্ধো যঃ স বক্রেশ্বরপণ্ডিতঃ। কৃষ্ণাবেশজনৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ॥ সহস্রগায়কান্মহ্যং দেহি ত্বং করুণাময়। ইতি চৈতন্যপাদে যঃ উবাচ মধুরং বচঃ। স্বপ্রকাশ-বিভেদেন শশিরেখা তমাবিশৎ॥" ইনি বিষ্ণু।

শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—"রাধাকৃষ্ণরসপ্রকাশনপরং গানাবলীভূষিতং বৃন্দারণ্যসুখপ্রচারজনিতং স্তম্ভাদিভাবান্বিতম্। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভো রসমিলন্নৃত্যাবতারাঙ্কুরং শ্রীবক্রেশ্বরপণ্ডিতং দ্বিজবরং চৈতন্যভক্তং ভজে॥ নিত্যং তিষ্ঠতি তত্রৈব তুঙ্গবিদ্যা সমুৎসুকা। বিপ্রলব্ধাত্বমাপন্না শ্রীকৃষ্ণে রতিযুক্ সদা॥ অন্যা বয়ঃ প্রমাণং স্যাৎ অসৌ গৌররসে পুনঃ। বক্রেশ্বর ইতি খ্যাতামাপন্না হি কলৌ যুগে॥" ইনি শ্রীবাস-অঙ্গনে ও চন্দ্রশেখর-ভবনে প্রভুর কীর্ত্তনে নর্ত্তন করিতেন। জগাই-মাধাইর প্রতি প্রভুর কৃপা-কালে ও কাজীদলনকালে নগর-কীর্ত্তনে ও শ্রীধর-কৃপা-কালে উপস্থিত ছিলেন দেবানন্দের নিকট প্রভুর বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য-কথন—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবক্রেশ্বর-সম্বন্ধে উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দকৃত 'শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ে'—"প্রভোঃ প্রথমশিষ্য ইত্যথ বিমৃশ্য বক্রেশ্বরং নিবেশ্য চ তদাশ্রমে নিজনিজং নিবাসং যযৌ।"

ইঁহার শিষ্য—শ্রীগোপাল গুরু, তৎশিষ্য—শ্রীধ্যানচন্দ্র। কিন্তু পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগগণের সহ ইঁহাদের প্রীতির অল্পতা আছে। উৎকলের বক্রেশ্বরের শিষ্য-সম্প্রদায়ে অধিকাংশই গৌড়ীয়বৈষ্ণব ॥ ১৭ ॥

জগদানন্দ—গৌরগণোদ্দেশে ৫১ শ্লোক—"কেনাবান্তরভেদেন ভেদং কুর্ব্বন্তি সাত্বতাঃ। সত্যভামাপ্রকাশোঽপি জগদানন্দপণ্ডিতঃ॥" শ্রীবাসঅঙ্গনে ও চন্দ্রশেখর-ভবনে প্রভুর

(৭) শ্রীরাঘবপণ্ডিত-শাখা—

রাঘব পণ্ডিত—প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক,—মকরধ্বজ কর ॥ ২৪ ॥

তাঁহার ভগিনী দময়ন্তীর গুণরাশি—

তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসি ॥২৫॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া ॥ ২৬ ॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি' প্রসিদ্ধি যাহার ॥ ২৭ ॥
সে সব সামগ্রী আগে কহিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥ ২৮ ॥

(৮) শ্রীগঙ্গাদাস—

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়—পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় সর্ববন্ধ-নাশ ॥ ২৯ ॥

(৯) শ্রীপুরন্দর আচার্য্য—

চৈতন্য-পার্ষদ—শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি' যাঁরে বলে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৩০ ॥

(১০) শ্রীদামোদর পণ্ডিত-শাখা—

দামোদর পণ্ডিত-শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যিঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ৩১ ॥
দণ্ড-কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠা'ল নদীয়া ॥ ৩২ ॥

(১১) শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত-মাহাত্ম্য ও শাখা—

তাঁহার অনুজ শাখা—শঙ্কর পণ্ডিত।
'প্রভু-পাদোপধান' যাঁর নাম বিদিত ॥ ৩৩ ॥

(১২) শ্রীসদাশিব পণ্ডিত—

সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥ ৩৪ ॥

অনুভাষ্য

কীর্ত্তনসঙ্গী ছিলেন। কাজীর দলন-কালে ও শ্রীধরের কৃপাকালে উপস্থিত ছিলেন। সন্ন্যাসান্তে উড়িষ্যায় গমন কালে দণ্ড বহিতেন ও ভিক্ষা করিতেন। ইঁহার কথা চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১২শ ও ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে ॥২১-২৩

রাঘব পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে ১৬৬ শ্লোক—"ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্ব্রজেঽমিতাম্। সৈব সম্প্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ ॥"

রাঘব পণ্ডিত—ই, বি, আর লাইনে শিয়ালদহ-ষ্টেশন হইতে সোদপুর-ষ্টেশন, তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে পাণিহাটি-গ্রামে রাঘবভবন। রাঘব পণ্ডিতের সমাধি লতাকুঞ্জ-বেষ্টিত হইয়া একটী বাঁধান উচ্চ বেদীর উপর শোভা পাইতেছে। যে স্থানে সমাধি, তাহারই উত্তরদিকে একটী জীর্ণপ্রায় গৃহে অযত্ন-সেবিত শ্রীমদন-মোহন-বিগ্রহ বিরাজিত। পাণিহাটীর বর্ত্তমান জমীদার শ্রীশিবচন্দ্র রায় চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এই সেবার বন্দোবস্ত চলিতেছে ॥ ২৪ ॥

মকরধ্বজ—গৌঃ গঃ ১৪১ শ্লোক—"নটশ্চন্দ্রমুখঃ প্রাগ্ যঃ স করো মকরধ্বজঃ ॥" ২৪ ॥

দময়ন্তী—গৌরগণোদ্দেশে ১৬৭ শ্লোক—"গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা ॥" ২৫ ॥

অন্ত্য, দশম পরিচ্ছেদে 'ঝালির' কথার সবিস্তার বর্ণনা আছে ॥ ২৭ ॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে ৫৩ শ্লোক—"পুরাসীৎ রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠমুনির্গুরুঃ। স প্রকাশ-বিশেষেণ গঙ্গা-দাস সুদর্শনৌ ॥" ১১১ শ্লোক—* * "গঙ্গাদাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ। আসীন্নিধুবনে প্রাগ্ যো দুর্ব্বাসা গোপিকা-প্রিয়ঃ" ॥ ২৯ ॥

পুরন্দর আচার্য্য—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"প্রভু আই-লেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর। বার্ত্তা পাই' আইলা আচার্য্য পুরন্দর ॥ তাহানে দেখিয়া প্রভু পিতা করি' বলে। প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কোলে ॥ পরম সুকৃতি সে আচার্য্য পুরন্দর। প্রভু দেখি' কান্দে অতি হই' অসম্বর ॥

দামোদর পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে (১৬৯ শ্লোক)—"শৈব্যা যাসীৎ ব্রজে চণ্ডী স দামোদরপণ্ডিতঃ। কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবিশত্তং সরস্বতী ॥" প্রভুর আজ্ঞায় দামোদর, আইর (শচীমাতার) দর্শনে আসিয়া পুনরায় রথ-যাত্রার প্রাক্কালে ভক্তগণসহ পুরুষোত্তমে যাইতেন (চৈঃ ভাঃ

(১৩) শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—

শ্রীনৃসিংহ-উপাসক—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈল 'নৃসিংহানন্দ' করি' ॥৩৫॥

(১৪) শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত—

নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর ॥ ৩৬ ॥

(১৫) শ্রীমান্ পণ্ডিত-শাখা—

শ্রীমান্ পণ্ডিত-শাখা—প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দিউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥ ৩৭ ॥

(১৬) শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যাঁর অন্ন মাগি' কাড়ি' খাইল ভগবান্ ॥৩৮॥

(১৭) শ্রীনন্দন-আচার্য্য-শাখা—

নন্দন আচার্য্য-শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত ॥ ৩৯ ॥

(১৮) শ্রীমুকুন্দ দত্ত-শাখা—

শ্রীমুকুন্দ-দত্ত শাখা—প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-গোসাঞি ॥৪০॥

অনুভাষ্য

অন্ত্য, ৯অঃ)। শচীদেবীর কৃষ্ণভক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভুর প্রতি দামোদর পণ্ডিতের উত্তর—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য। অন্ত্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে দামোদরের প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩১-৩২ ॥

শঙ্কর পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে (১৫৭ শ্লোক)—"যস্তা বক্ষসি সুষ্বাপ কৃষ্ণো বৃন্দাবনে পুরা। সা শ্রীভদ্রাদ্য গৌরাঙ্গ-প্রিয়ঃ শঙ্করপণ্ডিতঃ॥" অন্ত্য, ১৯ পঃ ৬৭-৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিত দামোদরের প্রতি মহাপ্রভুর সগৌরব-প্রীতি এবং তদনুজ পণ্ডিত শঙ্করের প্রতি মহাপ্রভুর কেবল শুদ্ধ-প্রেম ছিল—মধ্য, ১১পঃ ১৪৬ ১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩১-৩৯॥

সদাশিব পণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ অঃ—(শ্রীরথযাত্রা-সময়ে)—"সদাশিব পণ্ডিত চলিল শুদ্ধমতি। যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥"

ইনি নবদ্বীপবাসী প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী। গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইঁহাকে ও অন্যান্য ভক্তকে শুক্লাম্বর-গৃহে মহাপ্রভু নিজের কৃষ্ণভজন-কথা বলিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর-গৃহে লক্ষ্মীবেশে নাচিবার সময় ইঁহাকে কাচ-সজ্জাদি করিতে বলিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ) ॥ ৩৪ ॥

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—অন্ত্য, ২য় পঃ—"প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর নিজনাম। 'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈল গৌরধাম ॥" কুমারহট্টে শিবানন্দের বাটীতে ইঁহার মধ্যে মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া পাণিহাটী হইতে জগন্নাথ, নৃসিংহ ও নিজের—তিনজনের ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য, ২ পঃ ৪৮-৭৮)। কুলিয়া হইতে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমন-সংবাদ-শ্রবণে ইনি ধ্যানমগ্ন চিত্তে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পথ বাঁধিলে পর ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় ইনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন,—মহাপ্রভু 'কানাইর নাটশালা' পর্য্যন্ত যাইবেন, বৃন্দাবন যাইবেন না (মধ্য, ১পঃ ৫৫-৬২)। গৌরগণোদ্দেশে ৭৪ শ্লোক—"আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকে।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ)—"যাঁহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ" এবং (অন্ত্য, ৯ অঃ)—"সাক্ষাৎ নৃসিংহ যাঁর সনে কথা কয়" ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণ পণ্ডিত—শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিতের সহিত তিনি শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে নীলাচলে গিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, নবমে ৯৩ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৩৬ ॥

শ্রীমান্ পণ্ডিত—শ্রীনবদ্বীপবাসী প্রভুর প্রথম কীর্ত্তনের সঙ্গী। কাচের দিন দেবীভাবে ও সর্ব্বত্র প্রভুর নৃত্যকালে মশাল জালিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ—'আদ্যা-শক্তি' বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ। সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥ সম্মুখে দেউটী ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্ ॥ ৩৭ ॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—শ্রীনবদ্বীপবাসী প্রভুর প্রথম কীর্ত্ত-নের সঙ্গী। গয়া হইতে ফিরিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণকে ইঁহারই গৃহে মিলিত হইয়া তাঁহার মুখে কৃষ্ণের আখ্যান শুনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১ম অঃ)। নবদ্বীপ লীলায় মহাপ্রভু ইঁহারই ভিক্ষালব্ধ চাউলের অন্ন পরমানন্দে কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিতেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৬ ও ২৫ অঃ)। গৌরগণোদ্দেশে ১৯১

(১৯) শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের গুণরাশি—

বাসুদেব দত্ত—প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র-মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥ ৪১ ॥
জগতে যতেক জীব, তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া ॥ ৪২ ॥

অনুভাষ্য

শ্লোকে—"শুক্লাম্বরো ব্রহ্মচারী পুরাসীদ্ যজ্ঞপত্নিকা। প্রার্থয়িত্বা যদন্নং শ্রীগৌরাঙ্গো ভুক্তবান্ প্রভুঃ। কেচিদাহুর্ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিকব্রাহ্মণঃ পুরা" ॥ ৩৮ ॥

নন্দন আচার্য্য—নবদ্বীপবাসী প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবধূত-বেশে নানা তীর্থভ্রমণান্তে ইঁহারই গৃহে প্রথমে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ মিলিত হন। মহাপ্রকাশের দিবস মহাপ্রভু রামাই পণ্ডিতকে অদ্বৈতপ্রভুকে আনিতে পাঠান। অদ্বৈতাচার্য্য নন্দনাচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া থাকিলে সর্ব্বান্তর্যামী গৌরসুন্দর তাহা জানিতে পারেন। শ্রীমহাপ্রভুও একদিন ইঁহার গৃহে লুকাইয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৬ ও ১৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৩৯ ॥

শ্রীমুকুন্দদত্ত—জন্ম চট্টগ্রামে। গৌরগণোদ্দেশে ১৪০ শ্লোকে—"ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ। মুকুন্দবাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ ॥" বিদ্যাশিক্ষা কালে সহপাঠী মুকুন্দের সহিত নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি লইয়া ঝগড়া করিতেন (চৈঃ ভাঃ আদি ৭ম ও ৮ম অঃ)। গয়া হইতে আসিয়া কৃষ্ণপ্রেমমত্ত প্রভুকে মুকুন্দ ভাগবত-শ্লোক পড়িয়া আনন্দ দান করিতেন। ইঁহারই চেষ্টায় সঙ্গী শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীবিদ্যানিধির নিকট দীক্ষিত হন (মধ্য, ৭ম অঃ)। শ্রীবাস-অঙ্গনে ইনি কীর্ত্তন করিলে মহাপ্রভু নৃত্য করিতেন। 'সাতপ্রহরিয়া' ভাব-কালে ইনি 'অভিষেক' গাহিয়াছিলেন। মুকুন্দের প্রতি দণ্ড ও কৃপা (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ)। চন্দ্রশেখর-গৃহে প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্যলীলায় প্রথমে ইনি গান ধরিয়াছিলেন। স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা নিত্যানন্দপ্রভুকে বলিবার পর মুকুন্দের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলে সব কথা শুনিয়া মুকুন্দ, প্রভুকে আরও কিছুদিন নবদ্বীপে কীর্ত্তন-লীলা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অঃ)। প্রভুর সন্ন্যাস-কথা নিত্যানন্দমুখে গদাধর ও চন্দ্রশেখরের সহিত মুকুন্দও জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সহিত কাটোয়ায় গিয়া কীর্ত্তন ও প্রভুর সন্ন্যাসোচিত ক্রিয়া-সম্পাদন ও মহাপ্রভুর সন্ন্যাসান্তে তাঁহার পশ্চাতে নিতাই, গদাধর ও গোবিন্দ সহিত মিলিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন (মধ্য, ২৬ অঃ, অন্ত্য ১ম অঃ) এবং প্রভুর পশ্চাতে পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছিলেন (অন্ত্য, ২য় অঃ)। জলেশ্বরে গমনকালে নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক দণ্ডভঙ্গ-কালে উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রভুর কিছু পরে জলেশ্বর উপস্থিত হন। প্রতিবর্ষে ভক্তগণ সহ গৌড়দেশ হইতে প্রভুদর্শনার্থে নীলাচলে আসিতেন।

শ্রীবাসুদেব দত্ত—চট্টগ্রামে ইঁহার জন্ম, মুকুন্দ দত্তের ভ্রাতা। (চৈঃ ভা অন্ত্য, ৯ অঃ)—"যাঁর স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয়।" কুমারহট্টে শ্রীবাস-গৃহে অবস্থানকালে (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ)—"প্রভু বলে, আমি বাসুদেবের নিশ্চয়। এ শরীর বাসুদেব-দত্তের আমার। দত্ত আমা যথা বেচে, তথাই বিকাই। সত্য সত্য, ইহাতে অন্যথা কিছু নাই। সত্য আমি কহি, শুন, বৈষ্ণবমণ্ডল। এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল ॥' ইঁহার অনুগৃহীত যদুনন্দন আচার্য্য—শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু (অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৬১) ইঁহার ব্যয়বাহুল্য-প্রবৃত্তি দেখিয়া মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে ইঁহার 'সরখেল' হইয়া ব্যয় সমাধান করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন (মধ্য, ১৫ পঃ ৯৩-৯৬)। জীবের দুঃখ-দর্শনে ইঁহার মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা (১৫ পঃ ১৫৯-১৮০) দ্রষ্টব্য।

(২০) নামাচার্য্য, শ্রীঠাকুর হরিদাসের গুণরাশি ও তৎশাখা—

হরিদাস ঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তিঁহো লয়েন অপতিত ॥ ৪৩ ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ,—কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য-গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥৪৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অপতিত,—বিধিভঙ্গ-রহিতরূপে ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য

ই, আই, আর লাইনে পূর্ব্বস্থলী-ষ্টেশনহইতে ১মাইলদূরে ঠাকুর

প্রহ্লাদ-সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নেও যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥ ৪৫ ॥
তিঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।
নাচিল চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে ॥ ৪৬ ॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যেবা অবশিষ্ট, আগে করিব প্রকাশ ॥ ৪৭ ॥

(২০ক) হরিদাসশিষ্য সত্যরাজ খাঁ (বসু) প্রভৃতি—

তাঁর উপশাখা,—যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ-আদি—তাঁর কৃপার ভাজন ॥ ৪৮ ॥

(২১) শ্রীমুরারি গুপ্ত-মহিমা ও শাখা—

শ্রীমুরারি গুপ্ত-শাখা—প্রেমের ভাণ্ডার ॥৪৯॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি' করে কুটুম্ব ভরণ ॥ ৫০ ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ, ভবরোগ,—দুই তার ক্ষয় ॥ ৫১ ॥

(২২) শ্রীমান্ সেন—

শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আন ॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য

দাবনের জন্মভূমি সামগাছি-গ্রামে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল অদ্যাপি বর্ত্তমান। সেবায় নিতান্ত অযত্ন হইতেছে। সেবার ঔজ্জ্বল্য-বিধান বাঞ্ছনীয় ॥ ৪১ ॥

শ্রীহরিদাস ঠাকুর—(চৈঃ ভাঃ আদি ২ অঃ)—"বূঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস। "কতদিন থাকি' আইলা গঙ্গা-তীরে। আসিয়া রহিল ফুলিয়ায় শান্তিপুরে॥''—যবনকর্ত্তৃক দৌরাত্ম্য-প্রসঙ্গ—চৈঃ ভাঃ ১১ অধ্যায়ে বর্ণিত। হরিদাসের দৈন্যোক্তি ও প্রভুর কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ দ্বারে দ্বারে নাম প্রচার—মধ্য, ১৩ অঃ, চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়-কালে হরিদাসের কোটাল-বেশ—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অঃ, বেনাপোলে হরিনাম-ভজন ও পরীক্ষা—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩ পঃ এবং হরিদাস-নির্য্যাণ—অন্ত্য, ১১ পঃ বর্ণিত।

২৪ পরগণার অন্তর্গত (বর্ত্তমান খুলনা-জেলা) সাত-ক্ষীরা-মহকুমায় 'বূঢ়ন' নামক এক পরগণা আছে, তথায় ঠাকুরের প্রাকট্য হইয়াছিল কিনা, জানা যায় না ॥ ৪৩ ৪৭ ॥

সত্যরাজ খান—ইনি কুলীনগ্রামের গুণরাজ-খানের পুত্র ও রামানন্দ বসুর পিতা। কুলীনগ্রামে ঠাকুর হরিদাস চাতুর্ম্মাস্যকাল বাস করিয়া ভজন করিয়াছিলেন এবং বসু-বংশীয়গণকে কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রতিবর্ষে জগন্নাথ দেবের পট্টডোরী আনিবার জন্য মহাপ্রভুর কৃপা-দেশ-লাভ—মধ্য, ১৪ পঃ এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের অধিকার তারতম্য ও লক্ষণ-শ্রবণ (মধ্য, ১৫ পঃ ১০২-১০৯ ১৬ পঃ ৬৯-৭৫

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আত্মবৃত্তি,—স্ব-বর্ণবৃত্তি ; মুরারিগুপ্তের কবিরাজী (ব্যবসায়) ॥ ৫০ ॥

অনুভাষ্য

সংখ্যা) দ্রষ্টব্য। তাঁহার ভজনস্থানে এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভু বিগ্রহ আছেন।

কুলীনগ্রাম—হাওড়া বর্দ্ধমান নিউকর্ড লাইনে 'জৌগ্রাম' ষ্টেশন হইতে ২ মাইলের মধ্যে কুলীনগ্রাম। কুলীন-গ্রামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উক্তি—আদি, ১০ম পঃ ৮২-৮৩ এবং মধ্য, ১০ম পঃ ১০০-১০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥৪৮॥

শ্রীমুরারি গুপ্ত—'শ্রীচৈতন্যচরিত' গ্রন্থের লেখক। শ্রীহট্টের বৈদ্যবংশজাত ও পরে নবদ্বীপ-প্রবাসী হইয়া-ছিলেন। ইনি মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। ইঁহার গৃহে মহাপ্রভু বরাহরূপ দেখাইয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৩য় অঃ এবং মহাপ্রকাশাবস্থায় শ্রীরামরূপ তাঁহাকে দর্শন করান (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ)। শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দ-সহ উপবিষ্ট গৌরসুন্দরের মধ্যে মুরারি গুপ্তের প্রথমে গৌরকে প্রণাম ও পরে নিত্যানন্দকে দণ্ডবৎ। 'তুমি ব্যবহার ব্যতিক্রম করিয়া নমস্কার করিয়াছ' মুরারিকে প্রভুর এইরূপ উক্তি এবং রাত্রিতে স্বপ্নযোগে তাঁহাকে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-কীর্ত্তন। পরদিবস প্রাতে মুরারির প্রথমে নিত্যানন্দের ও পরে মহাপ্রভুর চরণ-বন্দনা। মুরারিকে চর্ব্বিত তাম্বূল-প্রদান। একদিন শ্রীমহাপ্রভুর উদ্দেশে মুরারির ঘৃতান্ন-প্রদান, পরদিবস প্রাতে মহাপ্রভুর বহু-অন্ন-গ্রহণে অজীর্ণ-হেতু মুরারির নিকট চিকিৎসার্থ আগমন। 'মুরারির জল-

(২৩) শ্রীগদাধর দাস-শাখা—

শ্রীগদাধর দাস-শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যেঁহ বোলাইল হরি ॥৫৩॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গদাধর দাস,—এঁড়িয়াদহবাসী ॥ ৫৩ ॥

অনুভাষ্য

পাত্রের জলই উহার ঔষধ' এই বলিয়া প্রভুর জলপান; শ্রীবাস-ভবনে মহাপ্রভুর চতুর্ভুজমূর্ত্তি-ধারণ, মুরারির গরুড়-ভাব এবং প্রভুর তৎস্কন্ধে আরোহণ। প্রভুর অপ্রাকট্যে বিরহ অসহ্য হইবে ভাবিয়া প্রভুর প্রকট-কালেই মুরারির দেহত্যাগে সঙ্কল্প এবং অন্তর্যামী প্রভু কর্ত্তৃক তাঁহাকে উহা হইতে নিবারণ-প্রসঙ্গ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০ অঃ)। একদিন প্রভুর ভাবাবেশ এবং মুরারি গুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহমূর্ত্তি-প্রাকট্য, তদ্দর্শনে মুরারির স্তুতি (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৪ অঃ); মুরারি গুপ্তের দৈন্যোক্তি- মধ্য ১১ পঃ ১৫২-১৫৮, মুরারির শ্রীরামনিষ্ঠা—মধ্য, ১৫ পঃ ১৩৭-১৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৪৯ ॥

শ্রীমান্ সেন—ইনি নবদ্বীপবাসী প্রভুসঙ্গী ॥ ৫২ ॥

শ্রীগদাধর দাস—কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীতীরে 'এঁড়িয়াদহ' গ্রাম; দাস গদাধর মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় (ভক্তিরত্নাকর ৭ম তঃ) পরে তথা হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

ইনি শ্রীরাধার কান্তি; শ্রীল পণ্ডিতগোস্বামী যেমন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীরূপা, শ্রীল গদাধর দাসও তেমনি শ্রীমতীর অঙ্গশোভা। "রাধাভাব-দ্যুতি সুবলিত" গৌরের তিনি দ্যুতি-স্বরূপ। গৌরগণোদ্দেশে তিনি বৃষভানুনন্দিনীর বিভূতিরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তিনি গৌর ও নিত্যানন্দ, উভয়ের গণেই গণিত হন। গৌরগণ—ব্রজের মধুররসের রসিক, নিত্যানন্দগণ—শুদ্ধভক্তিপ্রধান সখ্যাদিরসের রসিক। শ্রীদাস গদাধর নিত্যানন্দগণ হইলেও সখ্যভাবময় গোপাল নহেন; তিনি মধুর-রসিক ছিলেন। কাটোয়ায় তাঁহার গৌরার্চ্চা ছিল।

১৪৩৪ শকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যে-কালে নীলাচল হইতে গৌড়দেশে ভক্তি-প্রচারের জন্য শ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন, তৎকালে গদাধর তাঁহার প্রচার-কার্য্যে একজন প্রধান সহায় হন (আদি ১১ পঃ ১৩-১৪)। শ্রীগদাধরদাস সকলকে

(২৪) শ্রীশিবানন্দ সেন-শাখা—

শিবানন্দ সেন—প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভুস্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ ॥৫৪॥

অনুভাষ্য

হরিনাম করিতে উপদেশ করিতেন। সেই গ্রামের কাজী কীর্ত্তন-বিরোধী ছিলেন। শ্রীদাস গদাধর একদিন রাত্রিকালে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজী-উদ্ধারের মানসে তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন; তদুত্তরে কাজী 'আগামীকল্য হরি বলিব' বলায় গদাধর-দাস প্রেমসুখপূর্ণ হইয়া বলেন,—"* * আর কালি কেনে। এইত বলিলা 'হরি' আপন-বদনে॥" গৌরগণোদ্দেশে—"রাধা-বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা ব্রজে। সঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ্যো গদাধরঃ॥ পূর্ণানন্দা সাস্থ ব্রজে যাসীদ্বল-দেবপ্রিয়াগ্রণী। সাপি কার্য্যাবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্॥" নীলাচল হইতে গৌড়াগমন-পথে শ্রীদাস গদাধর শ্রীরাধা-ভাবে মহাঅট্টহাস্যসহ দধি-বিক্রেত্রী হইয়া স্বীয় বাহ্য পরিচয় ভুলিয়াছিলেন—ইহা নিত্যানন্দ প্রভু দেখিয়াছিলেন। কখনও গদাধর গোপীভাবে বিভোর হইয়া গাঙ্গতোয়পূর্ণ কুম্ভ মস্তকে লইয়া দুধ বিক্রয় করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেবার গৌড়মণ্ডল হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা করেন, সেকালে পাণিহাটী-গ্রামে রাঘব-ভবনে উপস্থিত হন। তখন "রাঘব-মন্দিরে শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর। গদাধরদাস ধাই' আইলা সত্বর॥ প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে। শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তাঁর শিরে॥" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ অঃ)। এঁড়িয়াদহে গদাধরের ভবনে তাঁহার প্রকটকালে 'বালগোপাল' মূর্ত্তি ছিলেন। শ্রীমাধব ঘোষ শ্রীগোপাল-বিগ্রহের সম্মুখে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীদাস গদাধরের সাহায্যে 'দানখণ্ড' অভিনয়ের দ্বারা নৃত্যগীত করেন (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ অঃ)। শ্রীগদাধরের তিরোভাবে ঐ গ্রামে তাঁহার সমাধি হয়। সমাধিটী সংযোগি-বৈষ্ণবগণের অধিকারে ছিল। কালনায় সিদ্ধ শ্রীভগবান্-দাস বাবাজী মহারাজের আজ্ঞা-মতে কলিকাতা-নারিকেলডাঙ্গা-নিবাসী পরলোকপ্রাপ্ত মধুসূদন মল্লিক তথায় পাটবাটী স্থাপনপূর্ব্বক ১২৫৩ সালে 'শ্রীরাধা-কান্ত' বিগ্রহ-সেবার ব্যবস্থা করেন। তৎপুত্র বলাই মল্লিক

প্রতিবর্ষের প্রভুগণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া ॥৫৫॥

প্রভুর তিনরূপে অবতীর্ণ হইয়া কৃপা—

ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ-তিনস্বরূপে।
'সাক্ষাৎ', 'আবেশ' আর 'আবির্ভাব'-রূপে ॥৫৬॥
সাক্ষাতে সকল ভক্তে দেখি নির্ব্বিশেষ।
নকুল ব্রহ্মচারী-দেহে প্রভুর আবেশ ॥ ৫৭ ॥
'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী' তাঁর আগে নাম ছিল।
'নৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছে ত' রাখিল ॥৫৮॥

তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥ ৫৯ ॥
আস্বাদিল এসব রস সেন শিবানন্দ।
বিস্তারি' কহিব আগে এসব আনন্দ ॥ ৬০ ॥

(২৪ ক) শিবানন্দের পুত্র-ভৃত্যাদি-শাখা—

শিবানন্দের উপশাখা—তাঁর পরিকর।
পুত্র-ভৃত্য-আদি করি' চৈতন্য-কিঙ্কর ॥ ৬১ ॥

তাঁহার পুত্রত্রয়—

চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সকলভক্তের নিকট একরূপ দর্শন দিয়া সাক্ষাৎ কৃপা করিতেন, কিন্তু নকুল বা প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর দেহে সময় সময় আবিষ্ট হইতেন; এই ব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হইত ॥ ৫৬ ॥

অনুভাষ্য

১৩১২ সালে শ্রীগৌরনিতাইর একটী সেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মন্দিরের সিংহাসনে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিগ্রহ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজমান, সিংহাসনের নীচে একটী সংস্কৃত শ্লোক খোদিত। একটী গোপেশ্বর শিবলিঙ্গও তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরের দ্বারদেশে একটী প্রস্তর ফলকে উপরি উক্ত কথাগুলি খোদিত আছে।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য ॥ ৫৩ ॥

'সাক্ষাৎ'—স্বয়ং রূপ গৌরসুন্দর; 'আবেশ'—নকুল বা প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীতে; আবির্ভাব—"শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে। শ্রীবাস-কীর্ত্তনে, আর রাঘবভবনে॥ এই চারি ঠাঁই, প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'। প্রেমাবিষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব ॥"

গৌরগণোদ্দেশের মতে 'নকুল ব্রহ্মচারী' ও প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মধ্যে প্রভুর আবির্ভাব ও আবেশ হইয়াছিলেন; যথা (৭৪ শ্লোক)—"আবির্ভাবো গৌরহরে র্নকুল-ব্রহ্মচারিণি। আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকে ॥ ৫৬ ॥"

প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত ভক্তকে পরস্পর বৈশিষ্ট্য-বিহীন অর্থাৎ একই প্রকার সেবক বা অভিন্নরূপে দেখা যায় কিন্তু

অনুভাষ্য

নৃসিংহানন্দের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ হওয়ায় তাঁহাকে ঠিক শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় অন্যান্য সকল ভক্ত অপেক্ষা অধিকতর অলৌকিক ঈশ্বর চেষ্টাযুক্ত কৃষ্ণপ্রেমময়রূপ শ্রীশিবানন্দ সেন প্রভৃতি ভক্ত দর্শন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় ও ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৫৮ ॥

নকুল ব্রহ্মচারী—ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস—কাল্‌নার নিকট 'পিয়ারীগঞ্জ' নামক পল্লীতে। আদি, ১০ম পঃ ৩৫ ও অন্ত্য, ২য় পঃ ৩-৮৩ সংখ্যায় ইঁহার প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে।

শিবানন্দ সেন—কুমারহট্ট বা হালিসহর-নিবাসী ও প্রভুর ভক্ত। তথা হইতে ১॥০ মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়ায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌরগোপাল বিগ্রহ আছেন (শ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দিরে অদ্যাপি বর্ত্তমান)। তাঁহার পুত্র পরমানন্দ (পুরীদাস) গৌরগণোদ্দেশে লিখিয়াছেন (১৭৬ শ্লোক)—'পুরা বৃন্দাবনে বীরা দূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ। নিনায় কৃষ্ণনিকটং সেদানীং জনকো মম॥" ইনি প্রতিবর্ষে গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণকে পথ প্রদর্শন করিয়া যাতায়াত-ব্যয় বহন ও তত্ত্বাবধানপূর্ব্বক মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে লইয়া যাইতেন (মধ্য ১৬ পঃ ১৯-২৬)। ইঁহার তিন পুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দ (কবিকর্ণপূর)। কর্ণপূরের দীক্ষাগুরুদেব (ইঁহার গুরু-পুরোহিত) শ্রীনাথ পণ্ডিত সম্বন্ধে ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। বাসুদেব দত্তের ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া মহাপ্রভু ইঁহাকে তাঁহার সরখেল (তত্ত্বাবধায়ক) রূপে থাকিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন (মধ্য, ১৫ পঃ ৯৩-৯৭ সংখ্যা)। শ্রীমহাপ্রভু সাক্ষাৎ,

(২৪খ) শিবানন্দের ভাগিনেয়দ্বয়—

শ্রীবল্লভসেন, আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৬৩ ॥

(২৫) শ্রীগোবিন্দানন্দ ও শ্রীগোবিন্দ দত্ত—

প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ—মহা-ভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি—শ্রীগোবিন্দ দত্ত ॥৬৪॥

(২৭) শ্রীবিজয়দাস—

শ্রীবিজয়দাস-নাম প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া ॥ ৬৫ ॥

(২৮) অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস—

'রত্নবাহু' বলি' প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস-নাম ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য

আবেশ ও আবির্ভাব-রূপ ত্রিবিধ উপায়ে ভক্তগণকে কৃপা করেন; সেই তিন রস শিবানন্দসেন পরীক্ষা করিয়া আস্বাদন করেন (অন্ত্য, ২য় পঃ) এবং ইঁহার গৌরচরণ-দর্শনপিপাসু কুকুরের কথা—অন্ত্য, ১ম পঃ বর্ণিত আছে। রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু যখন প্রভুদর্শনে নীলাচলে পলায়ন করিলেন, তখন গোবর্দ্ধন ইঁহার নিকট পত্র পাঠাইয়া পুত্র রঘুনাথের সংবাদ জানিয়া পুনরায় পুত্রের সুখসাচ্ছন্দ্যের জন্য পাচক, ভৃত্য ও বহু মুদ্রা পাঠাইলে শিবানন্দ পরবৎসর তাহাদিগকে নীলাচলে লইয়া যান (অন্ত্য, ৬ পঃ ২৪৫-২৬৭)। একদা নীলাচলে শিবানন্দ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গুরুতর ভোজন করাইলে প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায় পর দিন তৎপুত্র চৈতন্যদাস প্রভুকে হজমকারক দ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া প্রভুর সন্তোষ বিধান করেন (অন্ত্য, ১০ম পঃ ১২৪-১৫১)। একবার নীলাচলে গমন উপলক্ষে ঘাটি-সমাধানের পর নিত্যানন্দপ্রমুখ সকলে বাসাস্থান না পাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে বাধ্য হওয়ায়, নিতাই ক্ষুধার্ত্ত ও ক্রুদ্ধের অভিনয় করিয়া 'শিবানন্দের পুত্রত্রয় মরুক্' বলিয়া অভিশাপ দিলে, পত্নী অকল্যাণাশঙ্কায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। শিবানন্দ ঘাটি হইতে আসিয়া সব বৃত্তান্ত শুনিয়া পত্নীকে স্বীয় ভাগ্যের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া নিতাইর নিকট আসিতেই নিতাইর পাদপ্রহার-সৌভাগ্য লাভ করিলেন। শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত ইহা দেখিয়া অভিমান পূর্ব্বক একাকী প্রভুসকাশে গমন করিলে অন্তর্যামী প্রভু তাহাকে ক্ষমা ও সান্ত্বনা করিলেন। সেইবারই পুরীদাসের মুখে প্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলে প্রথমে তাঁহার মৌনব্রত, পরে অন্যদিন প্রভুর আজ্ঞায় শ্লোক-রচনা (অন্ত্য, ১৬ পঃ ১৫-৭৫)। তৎকালে গোবিন্দকে প্রভুর আজ্ঞা—"শিবানন্দের প্রকৃতি, পুত্র যাবৎ হেথায়। আমার অবশেষপাত্র তারা যেন পায় ॥ (অন্ত্য, ১২পঃ ১৫-৫৩) ॥৬১-৬৩

চৈতন্যদাস—শিবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইঁহার কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা-সহ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অভিজ্ঞের মতে, ইনিই 'চৈতন্যচরিত' নামক সংস্কৃত ভাষায় মহা-কাব্যের প্রণেতা—কবিকর্ণপূর নহেন।

রামদাস—মধ্যম পুত্র। গৌরগণোদ্দেশে ১৪৫ শ্লোক—"বৃন্দাবনে যৌ বিখ্যাতৌ শুক্লৌ দক্ষবিচক্ষণৌ। তাবদ্য জাতৌ মজ্জ্যেষ্ঠৌ চৈতন্যরামদাসকৌ ॥"

কর্ণপূর—পরমানন্দদাস বা পুরীদাস বা কবিকর্ণপূর। ইনি অদ্বৈতশাখা শ্রীনাথ পণ্ডিতের শিষ্য, ইনি 'আনন্দ-বৃন্দাবন' চম্পূ, 'অলঙ্কার-কৌস্তুভ', 'শ্রীচৈতন্যচরিত' (?) মহাকাব্য, 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক, 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি ১৪৪৮ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৯৮ শকাব্দা পর্য্যন্ত গ্রন্থাদি রচনা করেন ॥ ৬২ ॥

শ্রীবল্লভ সেন ও শ্রীকান্ত সেন—শিবানন্দের ভাগিনেয়। পুরীতে আসিবার কালে মাতুল শিবানন্দকে নিত্যানন্দপ্রভু গালি-শাপ ও লাথি মারায় ইনি অভিমান করিয়া দল ছাড়িয়া মহাপ্রভুর নিকট পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানিলেন এবং নীলাচলে বাসকাল পর্য্যন্ত গোবিন্দকে তাঁহার নিজ প্রসাদ দিবার অনুমতি করিলেন। রথযাত্রা-কালে সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মুকুন্দের সম্প্রদায়ে এই দুই ভাই কীর্ত্তনীয়া ছিলেন (মধ্য, ১৩ পঃ ৪১)। গৌরগণোদ্দেশে ১৭৪ শ্লোক—"ব্রজে কাত্যায়নী যাসীদদ্য শ্রীকান্তসেনকঃ।"৬৩॥

গোবিন্দানন্দ—প্রথম কীর্ত্তনে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সঙ্গী।

(২৯) শ্রীধরের গুণরাশি—

খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা-সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥ ৬৭ ॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড়-মোচা-ফল।
যাঁর ফুটা-লৌহপাত্রে প্রভু পিল জল ॥ ৬৮ ॥

(৩০) শ্রীভগবান্ পণ্ডিত—

প্রভুর অতিপ্রিয় দাস ভগবান্ পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত ॥ ৬৯ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীধরের গৃহে জলপানের দিবস ইনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন। রথযাত্রায় ইনি পুরুষোত্তম গিয়াছিলেন।

গোবিন্দ দত্ত—নবদ্বীপে প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী, মূল-গায়ক হইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেন (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম অঃ—"মূল হঞা যে কীর্ত্তন করে প্রভুসনে।" ইঁহার শ্রীপাট—খড়দহের দক্ষিণ-সীমাস্থিত 'সুখচর' গ্রামে ॥ ৬৪ ॥

বিজয়দাস—নবদ্বীপবাসী লিপিকার; নবনিধির অন্যতম। ইনি প্রভুকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য গৌরহরি তাঁহাকে 'রত্নবাহু' নাম দিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর-গৃহে মহাপ্রভু বিজয়কে কৃপা করেন—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৫ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৬৫ ॥

অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস—নবদ্বীপবাসী প্রভুর সঙ্গী। রথযাত্রায় পুরুষোত্তম আসিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ দ্রষ্টব্য ॥৬৬

শ্রীধর—নবদ্বীপবাসী কদলীকাননোপজীবী দরিদ্র বিপ্র। চৈঃ ভাঃ আদি, ৮ম অঃ—শ্রীধরের সহিত কাড়াকাড়ি, মধ্য ৯ম অঃ—প্রভুর 'সাত প্রহরিয়া' ভাবে শ্রীধরের প্রতি কৃপা এবং কাজীদলন-কালে কীর্ত্তন শুনিয়া শ্রীধরের নৃত্য (মধ্য, ২৩ অঃ-আদিতে) এবং (মধ্য, ২৩ অঃ-শেষে)—ছিদ্রযুক্ত জীর্ণ লৌহপাত্রে প্রভুর পরমানন্দে জলপান, এবং (মধ্য, ১৬ অঃ) সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রে শ্রীধরপ্রদত্ত লাউ শচীদেবীদ্বারা রন্ধন করাইয়া ভোজন-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। পুরুষোত্তমে রথযাত্রা উপলক্ষে গমন করিতেন। কর্ণপূরের মতে, ইনি দ্বাদশ গোপালের সখা কুসুমাসব-গোপাল—গৌরগণোদ্দেশে ১৩৩ শ্লোক—"খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ। আসীদ্ব্রজে হাস্যকরী যো নাম্না কুসুমাসবঃ ॥" ৬৭-৬৮ ॥

(৩১) শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ও (৩২) হিরণ্য—

জগদীশ পণ্ডিত, আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥ ৭০ ॥
এই দুই-ঘরে প্রভু একাদশী-দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি' খাইল আপনে ॥ ৭১ ॥

(৩৩) শ্রীপুরুষোত্তম ও (৩৩) শ্রীসঞ্জয়—

প্রভুর পড়ুয়া দুই,—পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।
ব্যাকরণে দুই শিষ্য—দুই মহাশয় ॥ ৭২ ॥

অনুভাষ্য

ভগবান্ পণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ—চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভগবান্। যাঁর দেহে কৃষ্ণ হইয়াছিলা অধিষ্ঠান ॥" ৬৯ ॥

জগদীশ পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে ১৯২ শ্লোক—"অপরে যজ্ঞপত্ন্যৌ শ্রীজগদীশহিরণ্যকৌ। একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাঽঘসৎ প্রভুঃ ॥ ১৪৩ শ্লোক—"আসীদ্ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ। সোঽয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্য-পণ্ডিতঃ ॥" চৈঃ চঃ আদি, ১১ পঃ ৩০ ও ১৪ পঃ ৩৯ সংখ্যা এবং চৈঃ ভাঃ আদি, ৪র্থ অঃ—একাদশী তিথিতে প্রভুর হিরণ্য-জগদীশের গৃহস্থিত বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন বর্ণিত। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ অঃ—"জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্ধাম। সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধনপ্রাণ ॥"

হিরণ্য পণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—নবদ্বীপে হিরণ্যপণ্ডিত নামে এক সুব্রাহ্মণের গৃহে নিত্যানন্দ একাকী বহুমূল্য অলঙ্কার পরিয়া অবস্থান করিলে এক দস্যুপতি তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে সেই সকল অপহরণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও শেষে বিফল-মনোরথ হইয়া নিতাইর চরণে শরণ গ্রহণ করে ॥ ৭০ ৭১ ॥

পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়—এই পণ্ডিতদ্বয় নবদ্বীপবাসী। প্রথমে পড়ুয়া, পরে কীর্ত্তনারম্ভে সঙ্গী। চৈঃ ভাঃ আদি, ১০ম অধ্যায়ে—"অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়। পুরুষোত্তম দাস হেন (হন) যাঁহার তনয় ॥ প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়। পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয় ॥ চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে। তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে ॥" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য নবম অধ্যায়ে—"পুরুষোত্তম সঞ্জয় চলিলা

(৩৫) শ্রীবনমালী পণ্ডিত-শাখা—

বনমালী পণ্ডিত-শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥৭৩॥

(৩৬) শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান—

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান্।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিঁহো সেবক-প্রধান ॥৭৪॥

(৩৭) শ্রীগরুড় পণ্ডিত—

গরুড় পণ্ডিত লয় শ্রীনাম-মঙ্গল।
নাম-বলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥ ৭৫ ॥

(৩৮) শ্রীগোপীনাথ সিংহ—

গোপীনাথ সিংহ—এক চৈতন্যের দাস।
অক্রূর বলি' প্রভু যাঁরে কৈল পরিহাস ॥৭৬॥

(৫ক) দেবানন্দ পণ্ডিত-শাখা—

ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥৭৭॥

শ্রীখণ্ডবাসী (৩৯) মুকুন্দ, (৪০) নরহরি, (৪১) চিরঞ্জীব, (৪২) সুলোচন—

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য

হর্ষমনে। যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে॥” অতএব চৈঃ ভাঃ বর্ণনমতে মুকুন্দ সঞ্জয়ের পুত্র— পুরুষোত্তম সঞ্জয়; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী ‘পুরুষোত্তম’ ও ‘সঞ্জয়’ নামক দুইজন ব্যক্তি বলিবার উদ্দেশে এই দুইটী শব্দ তিনবার ব্যবহার করিয়া চৈতন্যভাগবতের ধারণা শুদ্ধ করিয়াছেন ॥ ৭২ ॥

বনমালিপণ্ডিত—“চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল। যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহলমুষল॥” গৌরগণোদ্দেশে ১৪৪ শ্লোক— বেণুঞ্চ মুরলীং যোঽদাৎ নাম্না মালাধরো ব্রজে। সোঽধুনা বনমালাখ্যঃ পণ্ডিতো গৌরবল্লভঃ॥” প্রভুর বলদেব-ভাব ইনি দর্শন করিয়াছিলেন। চৈঃ চঃ আদি, ১৭ পঃ ১১৯ ও চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ—শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টার উপর আরোহণপূর্ব্বক নিত্যানন্দ-প্রভুর নিকট হইতে হলমুষল লইয়া যে লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে বনমালিপণ্ডিত ঐদিনে প্রভুর হস্তে স্বর্ণ-হলমুষল দেখিলেন, এরূপ কথার উল্লেখ নাই ॥ ৭৩ ॥

বুদ্ধিমন্ত খান—নবদ্বীপবাসী জনৈক ধনবান্ ভক্ত। ইনি প্রভুর প্রথমবারে বল্লভাত্মজা লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। প্রভুর বায়ুব্যাধি হইলে তাঁহার চিকিৎসা করান। জলক্রীড়ায় ও কীর্ত্তনে সঙ্গী ছিলেন এবং চন্দ্রশেখর-গৃহে প্রভুর মহালক্ষ্মীকাচের অভিনয়ে বস্ত্রাদি ভূষণ সংগ্রহ করেন। রথযাত্রায় নীলাচলে গিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

গরুড় পণ্ডিত—নবদ্বীপবাসী প্রভুর সঙ্গী। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ—“চলিলেন শ্রীগরুড় পণ্ডিত হরিষে। নামবলে যাঁরে না লঙ্ঘিল সর্পবিষে॥” গৌরগণোদ্দেশে ১৭ শ্লোক— “গরুড় পণ্ডিতঃ সোঽন্যঃ গরুড়ো যঃ পুরা শ্রুতঃ॥” ৭৫ ॥

গোপীনাথ সিংহ—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ—(রথযাত্রায়) “চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয়। অক্রূর করিয়া যাঁরে গৌরচন্দ্র কয়॥” গৌরগণোদ্দেশে ১১৭ শ্লোক—“পুরা যোঽক্রূরনামাসীৎ স গোপীনাথসিংহকঃ॥” ৭৬ ॥

দেবানন্দ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২১ অঃ—“সার্ব্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর। তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥ সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।” চৈঃ চঃ মধ্য, ১ম পঃ —“কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ”। ইনি মুমুক্ষু হইয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। একদিন ইঁহার পাঠকালে শ্রীবাস পণ্ডিত ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার পাষণ্ড ছাত্রগণ শ্রীবাসকে বিতাড়িত করেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৯ ও ২১ অঃ)। বহুপরে একদিন মহাপ্রভু ঐপথে আসিয়া দেবানন্দকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া ক্রোধবশে বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন দেবানন্দকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। দেবানন্দের মহাপ্রভুতেও বিশ্বাস ছিলনা। তাঁহার বহু সৌভাগ্য ক্রমে একবার বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে দেবানন্দ বক্রেশ্বর-প্রসাদে প্রভুর মহিমা অবগত হন এবং প্রভু তাঁহাকে ভাগবতের ভক্তি-ব্যাখ্যা করিতে বলেন। ইনি ব্রজের নন্দের সভা-পণ্ডিত ভাগুরি মুনি গৌঃ গঃ ১০৬॥ ৭৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥

এই সব মহাশাখা—চৈতন্য-কৃপাধাম।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাহাঁ তাহাঁ দান ॥ ৭৯ ॥

কুলিনগ্রামবাসী—

(২০ খ) রামানন্দ, (২০ গ) যদুনাথ, (২০ ঘ) পুরুষোত্তম, (২০ ঙ) শঙ্কর, (২০ চ) বিদ্যানন্দ—

কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥ ৮০ ॥

(২০ছ) বাণীনাথ বসু আদি কুলীন-গ্রামবাসীর মাহাত্ম্য—

বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
সবেই চৈতন্যভৃত্য,—চৈতন্য-প্রাণধন ॥ ৮১ ॥

প্রভু কহে, কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥ ৮২ ॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায় ॥ ৮৩ ॥

(৪৩) শ্রীসনাতন, (৪৪) শ্রীরূপ ও (৪৫) শ্রীঅনুপম-শাখা—

অনুপম-বল্লভ, শ্রীরূপ-সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে গণন ॥ ৮৪ ॥

(৪৪ ক) শ্রীজীব—

তাঁর মধ্যে রূপ-সনাতন বড়—শাখা।
অনুপম, জীব, রাজেন্দ্রাদি—উপশাখা ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য

মুকুন্দদাস—ইনি নারায়ণদাসের পুত্র এবং নরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা; ইঁহার মধ্যম ভ্রাতার নাম মাধব দাস। ইঁহার পুত্র—রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের বংশাবলী আজও কাটোয়া হইতে চারিমাইল পশ্চিমে শ্রীখণ্ড-গ্রামে বাস করিতেছেন। রঘুনন্দনের পুত্র কানাই; তাঁহার দুই পুত্র—মদন রায় (নরহরি ঠাকুরের শিষ্য) ও বংশীবদন। এই বংশে অদ্যাবধি কিঞ্চিদধিক চারিশত ব্যক্তি জাত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারাবাহিক বংশ-প্রণালী শ্রীখণ্ডে আছে। গৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় ১৭০ শ্লোক—"ব্রজাধিকারিণী যাসীদ্বৃন্দা-দেবী তু নামতঃ। সা শ্রীমুকুন্দদাসোঽস্য খণ্ডবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ॥ ইঁহার অত্যাশ্চর্য্য কৃষ্ণপ্রেম-বর্ণন—এই গ্রন্থের মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে (১১৩-১৩১) সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রঘুনন্দন—ইনি শ্রীগৌরবিগ্রহের সেবা করিতেন (ভক্তি-রত্নাকর অষ্টম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)। গৌরগণোদ্দেশে ৭০ শ্লোক—"ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্ম্মসখোঽভবন্। চক্রে লীলাসহায়ং • যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে॥" ইনি ৩য় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন—বিষ্ণু 'মুকুন্দদাস' দ্রষ্টব্য। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নবমতরঙ্গে শ্রীখণ্ডের মহোৎসবের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

নরহরিদাস সরকার ঠাকুর—গৌরগণোদ্দেশে ১৭৭ শ্লোকে—"পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা। অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥" ইঁহারই শিষ্য—ধামটপুরের নিকটস্থ কোগ্রাম-নিবাসী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা শ্রীলোচনদাসঠাকুর। ঐগ্রন্থে শ্রীগদাধর ও শ্রীনর-হরি শ্রীমহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় বলিয়া বর্ণিত। চৈতন্য-ভাগবতের মধ্যে খণ্ডবাসিগণের তাদৃশ সবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চিরঞ্জীব ও সুলোচন—ইঁহারা উভয়েই খণ্ডবাসী। তাঁহাদের স্থান আজও শ্রীখণ্ডে দেখা যায়। ইঁহাদের বংশ বিদ্যমান আছেন। চিরঞ্জীব সেনের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ও ঠাকুরমহা-শয়ের সঙ্গী; কনিষ্ঠ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ। চিরঞ্জীবের পত্নী—সুনন্দা, ও শ্বশুর—দামোদর সেন কবিরাজ (খণ্ডবাসী)। চিরঞ্জীব পূর্ব্বে ভাগীরথী-তীরে কুমারনগর গ্রামে বাস করিতেন (ভক্তিরত্নাকর) ॥ ৭৮ ॥

চিরঞ্জীব—গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ২০৭ শ্লোক—"ব্রজের চন্দ্রিকা। "খণ্ডবাসৌ নরহরেঃ সাহচর্য্যাম্মহত্তরৌ। গৌরাঙ্গ-কান্তশরণৌ চিরঞ্জীব-সুলোচনৌ॥"

রামানন্দবসু—গৌরগণোদ্দেশে—"কলকণ্ঠিসুকণ্ঠ্যৌ যে ব্রজে গান্ধর্ব্বনাটিকে। রামানন্দ-বসুঃ সত্যরাজশ্চাপি যথাযথম্॥" যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ প্রভৃতি সকলেই বসুবংশজাত। এই বসুবংশের সকলেই কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণ-লীলা-অভিনয়ে সুদক্ষ ছিলেন। অদ্যাপিও কৃষ্ণলীলাভিনয়ের স্মৃতি রক্ষিত হইতেছে। ইঁহারা হরিদাস ঠাকুরের অনুগত শুদ্ধভক্ত। পূর্ব্বোল্লিখিত ৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮০-৮১ ॥

অনুপম—শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা এবং শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামিদ্বয়ের অনুজ। ইঁহার পূর্ব্ব নাম—

শ্রীরূপ-সনাতন-শাখার বিস্তৃতি ও কার্য্য—

মালীর ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সব আচ্ছাদিল ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য

'শ্রীবল্লভ' এবং শ্রীমহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম—'অনুপম'। গৌড়ের বাদসাহের কর্ম্ম করায় ইঁহাদিগের 'মল্লিক' উপাধি। "অনুপম মল্লিক,—তাঁর নাম শ্রীবল্লভ। শ্রীরূপ গোসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব ॥"—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ ৩৬ সংখ্যা। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় জগদ্‌গুরু 'সর্ব্বজ্ঞ' নামক এক মহাত্মা দ্বাদশ শক-শতাব্দীতে কর্ণাটদেশে ব্রাহ্মণ-রাজবংশে সমুদিত হন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর-নামক তনয়দ্বয় জন্মে। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শিখরভূমিতে বাস স্থাপন করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে 'নৈহাটী' নামক গ্রামে বাস করিয়া পাঁচটী পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র মহা-সদাচারী কুমারদেব—সনাতন,রূপ ও অনুপমের জনক। কুমারদেব বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। তদানীন্তন 'যশোহর' প্রদেশের অন্তর্গত 'ফতেয়াবাদ' নামক স্থানে তাঁহার আলয় ছিল। তাঁহার কতিপয় পুত্রের মধ্যে তিনটী পুত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভ চন্দ্রদ্বীপ হইতে নিজ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সহিত গৌড়ে 'রামকেলি' গ্রামে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীজীব গোস্বামীর জন্ম হয়। নবাব-সরকারে কার্য্য করায় তিনজনেই 'মল্লিক' উপাধি লাভ করেন। শ্রীমহাপ্রভু যেকালে রামকেলিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে অনুপমের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরূপগোস্বামী বিষয়-কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর চরণোদ্দেশে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কালে বল্লভ তাঁহার সঙ্গী হন। প্রয়াগে মহাপ্রভুর সহিত মিলন-বর্ণন মধ্য, ১৯ পঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীরূপ ও অনুপম বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। উহা শ্রীমহাপ্রভুর সনাতনের প্রতি উক্তিতেই জানা যায়—"রূপ-অনুপম দুঁহে বৃন্দাবন গেলা"। তৎকালে সুবুদ্ধি রায় মথুরা-নগরীতে শুষ্ক কাষ্ঠ বিক্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারা

সমগ্র ভারতের উদ্ধার—

আ-সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয় ॥ ৮৭ ॥

অনুভাষ্য

নিজের ও অন্যান্য বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম তাঁহার নিকট পৌছিলে তিনি বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনস্থ দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে ভ্রাতৃদ্বয় একমাস-কাল থাকিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামীর অনুসন্ধানার্থ গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে আসিলেন, কিন্তু শ্রীসনাতন রাজপথে মথুরায় আগমন করায় ভ্রাতৃত্রয় সম্মিলিত হইতে পারিলেন না। সুবুদ্ধি রায় অনুপম ও রূপের কথা সনাতনকে জানাইলেন। অনুপম ও শ্রীরূপ, উভয়েই কাশীতে আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট সকল কথা শুনিয়া দশদিবস পরে গৌড়ে যাত্রা করিলেন। তথায় বৈষয়িক ব্যবস্থা সমাধানপূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞামত উভয়েই নীলাচলে যাত্রা করেন। ১৪৩৬ শকাব্দে পথে গঙ্গাতীরে অনুপমের শ্রীরামচন্দ্রের ধাম-লাভ হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার অনুজের প্রাপ্তি-সংবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নীলাচলে জ্ঞাপন করিলেন। বল্লভ শ্রীরামোপাসক থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিতমতে ব্রজভজনের পথ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া জানিতেন। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে অনুপমের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—"অনুপম-নাম থুইল শ্রীগৌরসুন্দর। সদা মত্ত রঘুনাথ-বিগ্রহ-সেবনে। রঘুনাথ বিনা যেই অন্য নাহি জানে॥ সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ—চৈতন্যগোসাঞি ॥"

শ্রীরূপ—গৌরগণোদ্দেশে ১৮০ শ্লোক—"শ্রীরূপমঞ্জরী খ্যাতা যাসীদ্ বৃন্দাবনে পুরা। সাদ্য রূপাখ্যগোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ॥" ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল। (১) কাব্য 'হংসদূত', আর (২) 'উদ্ধবসন্দেশ'। (৩) 'কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি' বিধান অশেষ। (৪) 'গণোদ্দেশদীপিকা' বৃহৎ-লঘুদ্বয়। (৫) 'স্তবমালা', (৬) 'বিদগ্ধমাধব'—রসময়॥ (৭) 'ললিতমাধব'—বিপ্রলম্ভের অবধি। (৮) 'দানকেলী-কৌমুদী'—আনন্দ-মহোদধি ॥ (৯) 'দানকেলিকৌমুদী' বিদিত এই নাম। (১০) 'ভক্তি-

সকলের প্রেমোন্মত্ততা—

**দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ ৮৮ ॥**

(১) ভক্ত্যাচার-প্রবর্ত্তন—

**পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহাঁ প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার ॥ ৮৯ ॥**

অনুভাষ্য

রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ অনুপম। (১১) 'শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি'-গ্রন্থ রসপূর। প্রযুক্ত (১২) 'আখ্যাতচন্দ্রিকা'-গ্রন্থ সুমধুর ॥ (১৩) 'মথুরামহিমা', (১৪) 'পদ্যাবলী' এ বিদিত। (১৫) 'নাটকচন্দ্রিকা', (১৬) 'লঘুভাগবতামৃত' ॥ বৈষ্ণব-ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল। কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল ॥ পৃথক্ পৃথক্ স্তব গোস্বামী বর্ণিল। শ্রীজীব-সংগ্রহে 'স্তবমালা' নাম হৈল ॥ সংক্ষেপে করিল আর বিরুদ্-লক্ষণ। 'গোবিন্দ-বিরুদাবলী' লক্ষণ তাহার ॥" চৈঃ চঃ মধ্য, ১ম পঃ ৩৫-৪৪ এবং অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ২১৯-২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীরূপের বিষয়-ত্যাগ—মধ্য, ১৯ পঃ ৪ সংখ্যা, ধন-বিভাগ ৭, প্রয়াগে আসিয়া প্রভুসহ মিলন ৩৭ ও ৪৫, অনুপম সহ বল্লভ ভট্টের গৃহে প্রসাদ-সেবা ৮৮, প্রয়াগে প্রভুর নিকট শিক্ষা, ১৩৫-২৩৩, প্রভু কর্ত্তৃক বৃন্দাবন-গমনে আদেশ ২৩৭, পুনরায় রূপের গৌড়ে আগমন ও অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি—অন্ত্য, ১ম পঃ ৩৭ সংখ্যা, শ্রীক্ষেত্রে ঠাকুর হরি-দাসের কুটীরে আগমন ও সগণ প্রভুসহ মিলন ৪৮ ও ৫৪, প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীরূপের হস্তাক্ষর-প্রশংসা, প্রভুর হৃদয়ভাবানু-যায়ী শ্লোক এবং ললিত ও বিদগ্ধ-মাধবের রচনারম্ভ ও শ্রীরাম রায় কর্ত্তৃক প্রশংসা ৬৮-১৯২, প্রভুর ভক্তিশাস্ত্র-প্রকাশে ইচ্ছা ও শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা ২০২, ২১৬, রূপের বৃন্দাবনে গমন ২১১ এবং সনাতন প্রভুর বৃন্দাবন-গমনে তৎসহ মিলন—অন্ত্য, ৪পঃ ২১৩ এবং গৌর-আজ্ঞা-পালন ২১৭-২২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সনাতন—গৌরগণোদ্দেশে ১৮১ শ্লোক—"যা রূপমঞ্জরী-প্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী। সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ ॥ সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ। তমেব প্রাবিশৎ কার্য্যাম্বুনিরম্বঃ সনাতনঃ ॥" ভক্তিরত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে—"শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি। মধ্যে মধ্যে রামকেলি-গ্রামে তাঁর স্থিতি ॥ সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলা যার ঠাঁই ॥ যৈছে গুরুভক্তি, কহি,—ঐছে সাধ্য নাই ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পশ্চিমপ্রদেশের লোক সব যবনসংসর্গে একটু কর্ত্তব্য-বিমূঢ় এবং বঙ্গদেশীয় সদাচারের তুলনায় অনেকটা আচার-রহিত। তাঁহারা ঐ সময় মুসলমানদিগের সংসর্গে একটু অধিক অনাচারী হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপায় তাঁহাদের সদাচারে প্রবৃত্তি হইল ॥ ৮৯ ॥

অনুভাষ্য

যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়। কেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয় ॥ করি' মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান। এহেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান ॥ ইথে অতি দীনহীন আপনা মানয় ॥ যবে মগ্ন হন দৈন্যসমুদ্র-মাঝারে। ম্লেচ্ছাদিক হইতে নীচ মানে আপনারে ॥ নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ-ব্যবহার। এই হেতু "নীচজাত্যাদিক" উক্তি তাঁর ॥ বিপ্ররাজ হইয়া মহাখেদযুক্ত অন্তরে। আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে ॥" ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গে—"সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থচতুষ্টয়। টীকা-সহ 'ভাগবতামৃত'-খণ্ডদ্বয় ॥ হরিভক্তিবিলাস-টীকা—'দিক্প্রদর্শিনী'। 'বৈষ্ণব তোষণী' নাম দশম-টিপ্পনী ॥ 'লীলাস্তব' দশম-চরিত যারে কয়। সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয় ॥" চৌদ্দশত সপ্ত ছয়ে (১৪৭৬) সম্পূর্ণ বৃহৎ (অর্থাৎ বৈষ্ণবতোষণী)। পনরশত চারিশকে (১৫০৪) শকে লঘুতোষণী সুসম্মত ॥ (মহাপ্রভু) রামানন্দদ্বারে কন্দর্পের দর্প নাশে। দামোদর-দ্বারে নৈরপেক্ষ্য পরকাশে ॥ হরিদাস-দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল। সনাতন-রূপদ্বারে দৈন্য প্রকাশিল ॥"

সনাতনের বিষয়ত্যাগের উপায় চিন্তন—মধ্য, ১৯শ পঃ ১৩, পীড়ার ভানে ভাগবতালোচনা—১৫, বাদসাহের তদ্দর্শনে আগমন ১৮, বাদসাহ কর্ত্তৃক বন্ধন ২৭, বাদসাহের সহিত উড়িষ্যা-দেশে যুদ্ধে যাইতে অস্বীকার ২৯, গৃহত্যাগ-কালে রূপের সনাতন-সকাশে কারাগৃহে পত্র-প্রেরণ ৩২, ও ২০পঃ ৩, কারারক্ষককে উৎকোচদানে মুক্তি ৪, একমাত্র ভৃত্য ঈশান সহ পলায়ন ও অষ্টমোহর-দানে দস্যুপতির

(২) লুপ্ততীর্থোদ্ধার ও (৩) শ্রীমূর্ত্তি-পূজা-প্রচার—

শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি-পূজার প্রচার॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

লুপ্ততীর্থ,—শ্রীরাধাকুণ্ডাদি লুপ্ততীর্থ।

শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তি-পূজার প্রচার করেন ॥ ৯০ ॥

অনুভাষ্য

কবল হইতে আত্মরক্ষা ও তৎসাহায্যে পর্ব্বতাতিক্রমণ ও ঈশানকে বিদায় দিয়া একাকী গমন ১৬-২৫, হাজিপুরে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত মিলন ও তথায় অবস্থান করিতে অস্বীকার, তাঁহার নিকট হইতে ভোটকম্বল-গ্রহণ ৩৮-৪৪, বারাণসীতে আগমন ও চন্দ্রশেখর-গৃহে প্রভুসহ মিলন ৫১, ক্ষৌর-কর্ম্ম করাইয়া বেশ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক তপনমিশ্র-প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রে বহির্বাস ও কৌপীন-গ্রহণ ৬৮-৭৭, মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রগৃহে ভিক্ষা ৭৯, প্রভুর নিকট তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও প্রভুর শিক্ষা—(১) সম্বন্ধ-জ্ঞান—১৮-২১শ পঃ সম্পূর্ণ, (২) অভিধেয়-বিচার—২২পঃ সম্পূর্ণ, (৩) প্রয়োজন-বিচার—২৩ পঃ ৩-৯৩, সনাতনকে ভক্তিসিদ্ধান্ত; লুপ্ততীর্থোদ্ধার, বৈষ্ণবস্মৃতি-সংকলনদ্বারা বৈষ্ণবসমাজ-সংস্থাপন এবং ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারে আদেশ ৯৭, আশীর্ব্বাদ ১১৮, তাঁহার নিকট 'আত্মারাম' শ্লোকের প্রথমে ১৮ প্রকার, পরে ৬১ প্রকার অর্থ-ব্যাখ্যা ২৪ পঃ ৪-৩০৮ ; সনাতনের রাজপথ দিয়া মথুরায় গমন ও সুবুদ্ধিরায়ের সহিত মিলন ২০৩-২০৪, পুনরায় সনাতনের ঝারিখণ্ডপথে নীলাচলে আগমন—অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ৩, রথচক্রে দেহত্যাগে সঙ্কল্প ১২, হরিদাস সহ মিলন ও সগণ প্রভুর দর্শন ১৪-২২, অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ও মাহাত্ম্য-শ্রবণ ৩০-৪৭, তাঁহার দেহত্যাগ-সঙ্কল্পে প্রভুর অমত ৫৪-৬৫, সনাতন গোস্বামীর দ্বারা প্রভুর স্বপ্রয়োজন-সাধনেচ্ছা ৭৬-৮৮, সনাতনের হরিদাস ঠাকুরের মহিমা-বর্ণন ৯৮-১০৩, মর্য্যাদামার্গীয় জগন্নাথ-সেবকগণের স্পর্শভয়ে তপ্তবালুকার উপর দিয়া প্রভুসকাশে গমন ও তদ্দর্শনে প্রভুর সন্তোষ ১১৫-১৩১, জগদানন্দের কথায় বৃন্দাবনগমনে আদেশ-প্রার্থনা ১৪-১৫৫, প্রভু কর্ত্তৃক সনাতনের স্তুতি ১৬৩-১৭০,

. (৪৫) শ্রীরঘুনাথদাস—

মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য—রঘুনাথদাস।
সর্ব্ব ত্যজি' কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ ৯১

অনুভাষ্য

সনাতনের অপ্রাকৃত দেহে প্রভুর প্রীতি ও আলিঙ্গন, ফলে দিব্যদেহপ্রাপ্তি ১৭২-১৯৮, একবৎসর নীলাচলে থাকিতে প্রভুর আদেশ ২০০, বৃন্দাবনে প্রেরণ ২০৭ ও শ্রীরূপ সহ বহুকাল পরে বৃন্দাবনে গিয়া মিলন ২১৩, গৌরের আজ্ঞা-পালন ২১৭-২২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীপাট শ্রীরামকেলি ('গুপ্ত বৃন্দাবন')—বর্ত্তমান সহর ইংরেজবাজার হইতে প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্যস্থান আছে ; যথা—

(১) শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ—শ্রীসনাতনকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। (২) কেলিকদম্ব বৃক্ষ—এই বৃক্ষের তলদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নিশীথে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎ হয় ও সপার্ষদ মহাপ্রভু ভক্তগণকে প্রেমামৃত দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। (৩) রূপসাগর—শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ সরোবর। এই সরোবরটীর পঙ্কোদ্ধার ও শ্রীরামকেলি-পাটের লুপ্তকীর্ত্তি-উদ্ধারের জন্য মালদহে ইং ৮।৬।২৪ তারিখে "রামকেলি-সংস্কার-সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৮৪ ॥

জীব—গৌরগণোদ্দেশে ২০৩ শ্লোক—"সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ। ১৯৫ শ্লোকে—ইনি ব্রজলীলায় বিলাসমঞ্জরী। শ্রীজীব বাল্যকালে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুরাগী ছিলেন ; পরে নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দের অনুসরণে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম ও পরিক্রমা দর্শন করিয়া কাশীতে গমনপূর্ব্বক মধুসূদন বাচস্পতির নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ; তৎপরে বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের আশ্রিত হইলেন। (শ্রীভক্তি-রত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে)—শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত। (১) 'হরিনামামৃত'-ব্যাকরণ দিব্যরীতি ॥ (২) 'সূত্রমালিকা', (৩) 'ধাতুসংগ্রহ' প্রকার। (৪) 'কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা' গ্রন্থ অতি চমৎকার ॥ (৫) 'গোপালবিরুদাবলী' (৬) 'রসামৃতশেষ'। (৭) 'শ্রীমাধব-

শ্রীস্বরূপের আনুগত্যে শ্রীরঘুনাথের গৌরসেবা—

প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ৯২ ॥

শ্রীগৌর ও শ্রীস্বরূপের অপ্রকটে বৃন্দাবনাগমন—

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন।
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গুপ্তসেবা,—যে সকল সেবা-কার্য্যে বাহিরের লোকের অধিকার থাকে না ॥ ৯২ ॥

অনুভাষ্য

মহোৎসব' সর্ব্বাংশে বিশেষ ॥ (৮) 'শ্রীসঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষ'-গ্রন্থের প্রচার। (৯) 'ভাবার্থসূচক-চম্পূ' অতি চমৎকার ॥ (১০) 'গোপালতাপনীটীকা' (১১) 'টীকা ব্রহ্ম-সংহিতার'। (১২) 'রসামৃত-টীকা', (১৩) 'শ্রীউজ্জ্বলটীকা' আর ॥ (১৪) 'যোগসার-স্তবের টীকা'তে সুসঙ্গতি। (১৫) 'অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য' তথি। (১৬) পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদ-চিহ্ন'। (১৭) 'শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন' ভিন্ন ॥ (১৮) 'গোপালচম্পূ'—পূর্ব্ব-উত্তর-বিভাগেতে। (১৯-২৫) সপ্তসন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত-রীতি।

ইনি শ্রীরূপসনাতনাদির অপ্রকটের পর সোৎকল গৌড়-মাথুর-মণ্ডলের গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত সত্য কীর্ত্তন করিয়া হরিভজন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে ইনি ভক্তগণসহ ব্রজ-ধাম পরিক্রমা করিতেন ও মথুরায় বিঠ্ঠল-দেব দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইঁহার প্রকটকালেই চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। ইনি কিছুকাল পরে গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখীকৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে আচার্য্য, ঠাকুর ও শ্যামানন্দ-নাম প্রদান করিয়া রচিত যাবতীয় গোস্বামি-শাস্ত্রাদিসহ গৌড়দেশে নামপ্রেম-প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। প্রথমে গ্রন্থাপহরণ-সংবাদ ও পরে তদুদ্ধার-সংবাদ শ্রবণ করেন। ইনি শ্রীনিবাস-শিষ্য রামচন্দ্র সেনকে ও তদনুজ গোবিন্দকে 'কবিরাজ'নাম প্রদান করেন। ইনি প্রকট থাকিতে শ্রীল জাহ্নবা দেবী কতিপয় ভক্তসহ বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ আসিলে ইনি তাঁহাদের প্রসাদ-সেবা ও বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। ইঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী স্বকৃত গ্রন্থে শ্রীরূপ-সনাতন-জীব-প্রভুগণের গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

অনভিজ্ঞ প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে তিনটী অপবাদ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতু হরিগুরুবৈষ্ণব-বিরোধ-মূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

(১) জড়প্রতিষ্ঠাভিক্ষু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া গুরুবর্গের (শ্রীরূপ-সনাতনের) মূর্খতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলেন। শ্রীজীবপ্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরুর অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদ নখ-শোভার মর্য্যাদা প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রকৃত "গুরুদেবতাত্মা" শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ঐ সকল সহজিয়া বলেন,—শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা ও মানদ-ধর্ম্মের বিরোধহেতু শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, পরে শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুর ইঙ্গিতে পুনরায় শ্রীজীবপ্রভুকে গ্রহণ করেন।

ঐ গুরুবৈষ্ণববিরোধিগণ কৃষ্ণকৃপায় যে দিন আপনা-দিগকে গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেই দিন শ্রীজীবপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মানদ' হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কোন অনভিজ্ঞ বলেন,—কবিরাজগোস্বামী প্রভুর 'চরিতামৃত'-রচনা-সৌষ্ঠব ও অপ্রাকৃত ব্রজরস-মাহাত্ম্য-দর্শনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবে আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসার উদয় হওয়ায় তিনি মূল 'চরিতামৃত'খানা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন, কবিরাজগোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার শিষ্য 'মুকুন্দ' নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া [illegible] চরিতামৃত প্রকাশিত হইলেন, নতুবা চরিতামৃতগ্রন্থ [illegible] হইতে লুপ্ত হইত।

বৃন্দাবনে আগমন—

বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥৯৪॥

শ্রীরূপ-সনাতন সহ মিলন—

এই ত' নিশ্চয় করি' আইল বৃন্দাবনে।
আসি' রূপ-সনাতনের বন্দিল চরণে ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভৃগুপাত করিয়া,—পর্ব্বতের উচ্চসানু হইতে পাড়িয়া ॥৯৪॥

অনুভাষ্য

এরূপ হেয় বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক কল্পনা—নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব।

(৩) অপর কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণ-তৎপর ব্যভিচারী বলেন,—শ্রীজীবপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজ-গোপীগণের 'পারকীয় রস' স্বীকার না করিয়া স্বকীয়রসের অনুমোদন করায় তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।

প্রকটকালে স্বীয় অনুগতগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে 'স্বকীয় রসে' রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ, অপ্রাকৃত পরম-চমৎকারময় পারকীয় ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব-প্রভু স্বকীয়-বাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না, কেননা, তিনি স্বয়ং শ্রীরূপানুগবর,—সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম ॥ ৮৫ ॥

রঘুনাথদাস—আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় হুগলী-জেলার অন্তঃপাতী 'কৃষ্ণপুর'গ্রামে শৌক্রকায়স্থকুলে হিরণ্য মজুমদারের অনুজ গোবর্দ্ধনের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্তগ্রাম হইতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর প্রকটভূমি 'শ্রীকৃষ্ণপুর'—এক মাইলের কিছু বেশী এবং ত্রিশবিঘা-ষ্টেশন হইতে প্রায় ১॥০ মাইল হইবে। এই স্থানে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; কোনও নাট্যমন্দির নাই, কেবল একটী জগমোহন আছে। কলিকাতা সিমলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ এক বৎসর পূর্ব্বে মন্দিরটীর সংস্কার বিধান করিয়া দিয়াছেন। মন্দির-প্রাঙ্গণটী প্রাকারপরিবেষ্টিত। যে-গৃহে শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত, তাহারই সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর 'ভজনাসন' বলিয়া একটী নাতি-উচ্চ প্রস্তর আসন (১॥০ হাত দীর্ঘ, ১।০ হাত প্রস্থ ও ৮০ হাত উচ্চ) নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ, এই আসনে উপবেশন করিয়া শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু ভজন করিতেন। শ্রীমন্দিরের পাশে স্বল্পতোয়া স্রোতোহীনা সরস্বতী-নদী কৃশা ও মলিনার ন্যায় বিরাজিতা।

পিতৃগণ বৈষ্ণবপ্রায় থাকিয়া বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। ইঁহার দীক্ষাগুরু—যদুনন্দন আচার্য্য। সংসারে প্রবেশ করিয়া অনতিবিলম্বেই ইনি শ্রীমহাপ্রভুর আশ্রয়প্রার্থী হন। কিছু-দিন পরেই ১৪৩৯ শকব্দায় সুযোগ বুঝিয়া গৃহ হইতে পুরুষোত্তম গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সুশীতল পদ লাভ করিয়া দামোদর-স্বরূপের অনুগত রহিলেন। সেখানে ষোল বৎসর থাকিয়া প্রভুর অপ্রকটে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট বাস করেন। ভক্তিরত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে—"রঘুনাথদাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়। 'স্তবমালা' নাম 'স্তবাবলী' যারে কয় ॥ 'শ্রীদান-চরিত', 'মুক্তাচরিত' মধুর।"

ইনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থাদি লইয়া ফিরিবার পূর্ব্বে শ্রীদাস গোস্বামীর কৃপালাভ করেন; যথা, ঐ-ষষ্ঠ তরঙ্গে—"অতি ক্ষীণ শরীর, দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে। করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥ দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনাম-গ্রহণে। নেত্রে নিদ্রা নাই, অশ্রুধারা দু-নয়নে ॥ শ্রীনিবাস দাসগোস্বামীর সন্দর্শনে। আপনা মানয়ে ধন্য পড়িয়া চরণে ॥ শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিলা। শ্রীনিবাস শ্রীগৌড় গমন নিবেদিলা ॥ শুনি' শ্রীগোস্বামী মুখে অনুমতি দিল।" এই ঘটনা ১৫১২ শকাব্দের পর। গৌরগণোদ্দেশে ১৮৬ শ্লোক—"দাসশ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী। অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে

রূপ-সনাতনের তৃতীয় ভাই—

তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয়ভাই করি' নিকটে রাখিল ॥ ৯৬ ॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির-অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥ ৯৭ ॥

তাঁহাদের দৈনিক কৃত্য—

অন্ন-জল ত্যাগ কৈল অন্য-কথন।
পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ ৯৮ ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম।
দুইসহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম ॥ ৯৯ ॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন ॥ ১০০ ॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান ॥১০১॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোনদিনে ॥১০২॥

গ্রন্থকারের রূপ-রঘুনাথের নিত্যদাসাভিমান—

তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রূপ-রঘুনাথ প্রভু যে আমার ॥ ১০৩ ॥
ইঁহা-সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥ ১০৪ ॥

(৪৬) শ্রীগোপাল ভট্ট-শাখা—

শ্রীগোপাল ভট্ট—এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ-সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন ॥১০৫॥

(৪৭) শঙ্করারণ্য-শাখা, (৪৭ ক) মুকুন্দ, (৪৭ খ) কাশীনাথ, (৪৭ গ) রুদ্র—

শঙ্করারণ্য—আচার্য্য-বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র,—উপশাখা লেখা ॥ ১০৬ ॥

(৪৮) শ্রীনাথ পণ্ডিত—

শ্রীনাথ পণ্ডিত—প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি' বশ ত্রিভুবন ॥ ১০৭ ॥

(৪৯) শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য—

জগন্নাথ আচার্য্য—প্রভুর প্রিয় দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে তিঁহো কৈল গঙ্গাবাস ॥১০৮॥

(৫০) কৃষ্ণদাস, (৫১) শেখর পণ্ডিত, (৫২) কবিচন্দ্র ও (৫৩) ষষ্ঠীবর—

কৃষ্ণদাস বৈদ্য, আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র, আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর ॥ ১০৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন,—হরিনামের কীর্ত্তনের সহিত অষ্টকালীন সেবায় মনন ॥ ১০০ ॥

শ্রীনাথ পণ্ডিত—কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী ॥ ১০৭ ॥

গঙ্গাবাস,—শ্রীনবদ্বীপান্তবর্ত্তী 'অলকানন্দা'র তটে 'গঙ্গাবাস' নামক গ্রামের পত্তন করেন ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্। ভানুমত্যাখ্যা যা কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ ॥" ৯১ ॥

মাঠা—ঘোল ॥ ৯৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল দাসগোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীকে 'আমার প্রভু' বলিয়া জানিতেন এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষ-ভাগে 'শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥' লিখিয়াছেন। কেহ 'রঘুনাথ' শব্দে 'শ্রীরঘুনাথ ভট্ট'কে বুঝাইতে চাহেন এবং রঘুনাথভট্টকে কবিরাজগোস্বামীর পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-গুরু বলিতে চাহেন ; তাহার প্রমাণাভাব। কবিরাজ-শাখা-গুরুপরম্পরায় রঘুনাথ ভট্টকে দীক্ষা-গুরু বলিয়া যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা বিশিষ্ট সত্যের পরিচয় নহে ॥ ১০৩ ॥

শ্রীরূপসহ প্রভুর মিলন—মধ্য, ১৯শ পঃ ৪৫ সংখ্যা, শ্রীসনাতন সহ প্রভুর মিলন—মধ্য, ২০শ পঃ ৫১ সংখ্যা, এবং শ্রীরঘুনাথ সহ প্রভুর মিলন—অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ, ১৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০৪ ॥

শ্রীগোপাল ভট্ট—ইনি রঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র এবং (পূর্ব্বে রামানুজীয়, পরে গৌড়ীয়) প্রবোধানন্দের শিষ্য। ১৪৩৩ শকাব্দায় মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীসম্প্রদায়ী বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত উপলক্ষে অবস্থান-কালে ইনি

(৫৪) শ্রীনাথ মিশ্র, (৫৫) শুভানন্দ, (৫৬) শ্রীরাম, (৫৭) ঈশান, (৫৮) শ্রীনিধি (৫৯) গোপীকান্ত, (৬০) ভগবান্ মিশ্র—

শ্রীনাথমিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান।
শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্ ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য

প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতৃব্য ত্রিদণ্ডি শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, যথা—হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ, ২য় শ্লোক—"ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য। গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ॥" ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—'গোপালের মাতা পিতা মহাভাগ্যবান্। শ্রীচৈতন্যপদে যে সঁপিল মনঃপ্রাণ॥ বৃন্দাবনে যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া। দোঁহে সঙ্গোপন হৈলা প্রভু সোঙরিয়া॥ কতদিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন। রূপসনাতন সঙ্গে হইল মিলন॥" * * * (নীলাচলে প্রভুকে) "লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ-সনাতন। গোপাল ভট্টের বৃন্দাবনে আগমন॥" (প্রভু) "লিখয়ে পত্রীতে প্রিয় রূপ-সনাতনে। পাইল আনন্দ গোপালের আগমনে॥ নিজভ্রাতাসম গোপাল ভট্টেরে জানিবে।" * * "গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন। করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস-বর্ণন॥ শ্রীরূপগোস্বামী প্রাণসম জানে। শ্রীরাধারমণ সেবা করাইল তানে॥" * * * (কবিরাজ গোস্বামীকে) "শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিল। গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল॥ কবিরাজ তাঁর আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবার। নামমাত্র লিখে, অন্য না করে প্রচার॥ নিরন্তর অতি দীন মানে আপনারে।"—"প্রাচীন মুখে এই সব শুনিল" (গ্রন্থকার ঘনশ্যামদাসের উক্তি)। ষট্‌সন্দর্ভের মধ্যে তত্ত্বসন্দর্ভের আদিতে (শ্রীরূপ-সনাতনের প্রণামান্তে)—"কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ। বিবিচ্য ব্যলিখদ্‌গ্রন্থং লিখিতাদ্‌বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ॥ তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্। পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥" অর্থাৎ শ্রীমধ্ব-শ্রীরামানুজ-শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত গ্রন্থাদি হইতে বিচারাদি সঙ্কলন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের প্রিয় সুহৃৎ দাক্ষিণাত্যবাসী দ্বিজকুলোদ্ভূত শ্রীগোপাল ভট্ট একখানি গ্রন্থ লেখেন, তাহাতে কোথাও ক্রমভাবে, কোথায় ব্যুৎক্রম অর্থাৎ ক্রমভঙ্গভাবে, কোথাও বা খণ্ড-খণ্ডভাবে যাহা লিখিত ছিল, তাহা, ক্ষুদ্র জীব আমি, পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে যথাযথ লিখিতেছি। 'ভগবৎ' প্রভৃতি অন্যান্য সন্দর্ভের প্রারম্ভেও এইরূপ কথা আছে। ইনি—'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'-রচক, 'হরিভক্তিবিলাস'-সম্পাদক ও ষট্‌সন্দর্ভের পূর্ব্ব লেখক। "করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী। বৈষ্ণবের পরম আনন্দ যাহা শুনি॥" ইনি শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহের স্থাপনকর্ত্তা। গৌরগণোদ্দেশে ১৮৪ শ্লোক—"অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ। ভট্টগোস্বামিনং কেচিৎ আহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরী।" শ্রীনিবাসাচার্য্য ও গোপীনাথ পূজারী—ইঁহার শিষ্য॥১০৫॥

শঙ্করারণ্য—গৌরগণোদ্দেশে ৬০ শ্লোক—"অস্যাগ্রজস্তু-কৃতদারপরিগ্রহঃ সন্ সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ। স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমাপয়িত্বা পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব॥" ইনি ১৪৩২ শকাব্দায় শোলাপুর জিলান্তর্গত পাণ্ডেরপুর-তীর্থে অপ্রকট হন—মধ্য, ৯ম পঃ ২৯৯-৩০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৬১) সুবুদ্ধি মিশ্র, (৬২) হৃদয়ানন্দ, (৬৩) কমলনয়ন, (৬৪) মহেশ পণ্ডিত, (৬৫) শ্রীকর, (৬৬) মধুসূদন—

সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমলনয়ন।
মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন ॥ ১১১ ॥

অনুভাষ্য

মুকুন্দ (মুকুন্দসঞ্জয়)—ইঁহার গৃহে বিশ্বম্ভর পাঠশালা করিয়াছিলেন ও ইঁহার পুত্র পুরুষোত্তম প্রভুর ছাত্র ছিলেন।

কাশীনাথ—বিশ্বম্ভরের বিবাহে সংযোগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তিনি রাজপণ্ডিত সনাতনকে তৎকন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ দিবার পরামর্শ দেন। গৌরগণোদ্দেশে ৫০ শ্লোক—"যশ্চ সত্রাজিতা বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি। সত্যোদ্বাহায় কুলকঃ শ্রীকাশীনাথ এব সঃ॥"

রুদ্র—গৌরগণোদ্দেশে ১৩৫ শ্লোক—"বরূথপঃ সখা নাম্না

(৬৭) পুরুষোত্তম, (৬৮) শ্রীগালীম, (৬৯) জগন্নাথদাস,
(৭০) শ্রীচন্দ্রশেখর, (৭১) দ্বিজ হরিদাস—

পুরুষোত্তম, শ্রীগালীম, জগন্নাথদাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস ॥ ১১২ ॥

(৭২) রামদাস, (৭৩) কবিদত্ত, (৭৪) গোপালদাস,
(৭৫) রঘুনাথ, (৭৬) শাঙ্গ ঠাকুর—

রামদাস, কবিদত্ত, শ্রীগোপালদাস।
ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গদাস ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণচন্দ্রস্য যো ব্রজে। আসীৎ স এব গৌরাঙ্গবল্লভঃ রুদ্রপণ্ডিতঃ ॥”

বল্লভপুর—কমলাকর পিপ্পলাইর শ্রীপাটে মাহেশের এক মাইল উত্তরে। এই স্থানে একটী বৃহৎ মন্দিরে কাশীশ্বর গোস্বামীর ভাগিনেয় শ্রীরুদ্ররাম পণ্ডিতের স্থাপিত শ্রীরাধাবল্লভ জিউ বিরাজিত। রুদ্ররাম পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধর ‘চক্রবর্ত্তীগণ’ শ্রীরাধাবল্লভ জিউর বর্ত্তমান সেবায়েত। পূর্ব্বে রথযাত্রার কালে মাহেশ হইতে শ্রীজগন্নাথদেব বল্লভপুরে শ্রীরাধাবল্লভ-জিউর মন্দিরে আসিতেন, কিন্তু ১২৬২ সাল হইতে উক্ত বিগ্রহের সেবায়েতগণের মনোমালিন্য ফলে ঐ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে ॥ ১০৬ ॥

শ্রীনাথ পণ্ডিত—গৌঃ গঃ ২১১—“ব্যাচকার পারিপাট্যেন যো ভাগবত-সংহিতাম্। কুমারহট্টে যৎকীর্ত্তিঃ কৃষ্ণদেবো বিরাজতে ॥”

কুমারহট্ট হইতে প্রায় ১॥০ মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়ায় সেন শিবানন্দের স্থান। সেই স্থানে শিবানন্দের প্রতিষ্ঠিত ‘শ্রীগৌরগোপাল’ বিগ্রহ, শ্রীনাথবিপ্র-প্রতিষ্ঠিত ‘শ্রীকৃষ্ণরায়’ নামক শ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি একটী সুবৃহৎ মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, ভোগরন্ধনের গৃহ, অতিথিশালা প্রভৃতি বর্ত্তমান। প্রাঙ্গণটী উচ্চপ্রাকার-পরিবেষ্টিত। মাহেশের মন্দির হইতেও এই শ্রীমন্দির বৃহৎ। ১৭০৮ শকাব্দে বর্ত্তমান মন্দিরটী প্রস্তুত হয়। মন্দিরের সম্মুখে একটী অনুষ্টুপ্ শ্লোকে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার নাম, তাঁহার পিতা, পিতামহের নাম ও তারিখ খোদিত রহিয়াছে। কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী পরলোকগত নিমাই মল্লিক নামক জনৈক ধনকুবের এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য—শ্রীনাথ পণ্ডিত, শ্রীনাথ পণ্ডিতের অনুগৃহীত—শিবানন্দের তৃতীয় পুত্র—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভাগবতাচার্য্য,—বরাহনগর-নিবাসী। এখনও তাঁহার আশ্রমকে ‘ভাগবতাচার্য্যের পাট’ বলে।

ঠাকুর সারঙ্গদাস—মামগাছি-নিবাসী ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য

গৌরগণোদ্দেশ-লেখক পরমানন্দ কবিকর্ণপূর। সম্ভবতঃ কবিকর্ণপূরের সময় শ্রীকৃষ্ণরায়-বিগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কিংবদন্তি এইরূপ যে, মুর্শিদাবাদহইতে বীরভদ্রপ্রভু কর্ত্তৃক আনীত একটী সুবৃহৎ সুরম্য প্রস্তর হইতে বল্লভপুরের শ্রীরাধাবল্লভ-বিগ্রহ, খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর-বিগ্রহ ও কাঁচড়াপাড়ার শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

সেন শিবানন্দের প্রাচীন স্থান—গঙ্গাতীরে, তথায় ভগ্নপ্রায় ক্ষুদ্র মন্দির ছিল। শুনা যায়, নিমাই মল্লিক কাশী যাইতেছিলেন, তিনি এই স্থানে নামিয়া শ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দিরের ভগ্নাবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বর্ত্তমান সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন ॥ ১০৭ ॥

জগন্নাথাচার্য্য—গৌঃ গঃ ১১১—আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথো গঙ্গাবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ। আসীন্মধুবনে প্রাগ্ যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ ॥” ১০৮ ॥

কবিচন্দ্র ও শ্রীনাথ মিশ্র—গৌঃ গঃ ১৭১—“শ্রীনাথমিশ্রশ্চিত্রাঙ্গী কবিচন্দ্রো মনোহরা।”

শুভানন্দ—ইনি ব্রজের মালতী; গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ১৯৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ঈশান—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৮ অঃ—“সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান। চতুর্দ্দশলোকমধ্যে মহা-ভাগ্যবান্ ॥” বৈষ্ণব-বন্দনায়—“বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি’। শচীঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি ॥” ভক্তিরত্নাকর ১২ তরঙ্গে—“নিমাইচাঁদের অতি প্রিয় সে ঈশান ॥” ১১০ ॥

সুবুদ্ধি মিশ্র—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০১—ব্রজের গুণচূড়া। ইহার শ্রীপাট—শ্রীখণ্ড হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে ‘বেলাগাঁ’।

(৭৭) জগন্নাথ তীর্থ, (৭৮) জানকীনাথ, (৭৯) গোপাল আচার্য্য, (৮০) দ্বিজ বাণীনাথ—

জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল আচার্য্য, আর বিপ্র বাণীনাথ ॥১১৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বাণীনাথ বিপ্র—চম্পাহাটী-নিবাসী ॥ ১১৪ ॥

অনুভাষ্য

এস্থানে শ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহ আছেন। ইঁহার বর্ত্তমান বংশধর—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী।

কমলনয়ন—গৌঃ গঃ ২০৫ ও ১৯৬—ব্রজের গন্ধোন্মাদা। মহেশ পণ্ডিত—আদি, ১১ পঃ ৩২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥১১১॥

চন্দ্রশেখর বৈদ্য—কাশীতে থাকাকালে মহাপ্রভু ইঁহার গৃহে বাস করেন। ইঁহার লিখনবৃত্তি ছিল। আদি, ৭ম পঃ ৪৫ ও অনুভাষ্য; ১০ম পঃ ১৫২, ১৫৪; মধ্য, ১৭ পঃ ৯২, ১৯ পঃ ২৪১-২৪৩; মধ্য, ২০ পঃ ৪৬-৫৩, ৬৭-৭১; ২৫শ পঃ ৬২, ১৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

দ্বিজ হরিদাস—অষ্টোত্তরশতনামের রচয়িতা কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন হয়। কাঞ্চনগড়িয়াবাসী ইঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীদাম ও গোকুলানন্দ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। কাঞ্চনগড়িয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় আজিমগঞ্জ হইতে ৫ম ষ্টেশন 'বাজারসাহি' ষ্টেশন হইতে ৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত ॥ ১১২ ॥

শ্রীগোপাল দাস—গৌঃ গঃ ১৫৮—"পুরা শ্রীতারকাপালৌ যে স্থিতে ব্রজমণ্ডলে। তে সাম্প্রতং জগন্নাথ-শ্রীগোপালৌ প্রভোঃ প্রিয়ৌ ॥"

ভাগবতাচার্য্য—গৌঃ গঃ ২০৩—"নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্ত-বল্লভঃ ॥" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ॥ সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিল পড়িতে ॥ শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন। আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ প্রভু বলে, ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ॥ এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'। ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য ॥" ইঁহার নাম 'রঘুনাথ' বলা হয়—ইঁহার পাটবাটী—বরাহনগর-মালিপাড়ায় (কলিকাতা হইতে প্রায় ৩॥০ মাইল উত্তরে) গঙ্গাতীরে। এই জীর্ণ পাটবাটীর বর্ত্তমান সেবক—পরলোকগত রাজচন্দ্র গাঙ্গুলির পুত্র ধীরেন্দ্র গাঙ্গুলি।

ঠাকুর সারঙ্গদাস—অপর নাম শার্ঙ্গ ঠাকুর। শার্ঙ্গপাণি ও শার্ঙ্গধর বলিয়াও তাঁহাকে কেহ কেহ বলেন। ইনি শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুমদ্বীপে বাস করিয়া গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে ভজন করিতেন। ভগবানের পুনঃ পুনঃ প্রেরণাক্রমে তিনি শিষ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া স্থির করিলেন যে, যাঁহার সহিত আগামী কল্য প্রাতে দেখা হইবে, তাঁহাকেই তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিবস প্রত্যূষে ভাগীরথী-স্নানকালে তাঁহার পাদদেশে একটী মৃতদেহ সংলগ্ন হওয়ায় তাঁহাকেই পুনর্জীবন প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। ইনিই 'শ্রীঠাকুর মুরারি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার অনুগগণ বংশপরম্পরায় সম্প্রতি 'শর্' নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্রীশার্ঙ্গের নামের সহিত মুরারির কথা সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। 'শার্ঙ্গমুরারি' বলিয়া প্রসিদ্ধি এখনও সর্ব্বত্র শুনা যায়।

সম্প্রতি শার্ঙ্গ ঠাকুরের একটি প্রাচীন সেবা মামগাছি গ্রামে আছে। অল্পদিন হইল, শ্রীঠাকুরের একটী মন্দির প্রাচীন বকুলবৃক্ষের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়াছে। সেবার বন্দোবস্ত আরো ভাল হওয়া প্রার্থনীয়।

গৌঃ গঃ ১৭২ শ্লোক—"ব্রজে নান্দীমুখী যাসীৎ সাদ্য সারঙ্গঠক্কুরঃ। প্রহ্লাদো মন্যতে কৈশ্চিন্মৎপিত্রা স ন মন্যতে ॥" ১১৩ ॥

জগন্নাথ তীর্থ—আদি, ৯ পঃ ১৪ (অনুভাষ্য) দ্রষ্টব্য।

(৮১) গোবিন্দ, (৮২) মাধব, (৮৩) বাসুদেব—

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব,—তিন ভাই।
যাঁ-সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই ॥১১৫॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গোবিন্দ,—অগ্রদ্বীপে গোপীনাথের স্থাপক ॥ ১১৫ ॥

অনুভাষ্য

(৮৩) ঠাকুর অভিরাম—

রামদাস অভিরাম—সখ্য-প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি' যে করিল বাঁশী ॥১১৬॥

নিতাইসহ অভিরাম, মাধব ও বাসুঘোষের গৌড়ে নামপ্রচার—

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা ॥১১৭॥

(৮৪) শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর—

শ্রীরামদাস, মাধব, আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ॥১১৮॥

(৭৪), (৪০), (৩৮ ক), (৮৫) মাধবাচার্য্য, (৮৬) কমলাকান্ত, (৮৭) যদুনন্দন—

ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীমাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন ॥ ১১৯॥

(৮৮) জগাই ও (৮৯) মাধাই—

মহা-কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই, মাধাই।
'পতিতপাবন' নামের সাক্ষী দুই ভাই ॥১২০॥

অসংখ্য গৌড়ীয়ভক্তমধ্যে উল্লিখিত বৈষ্ণবগণ কতিপয়মাত্র—

গৌড়দেশ-ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন।
অনন্ত চৈতন্যভক্ত না যায় গণন ॥ ১২১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অভিরাম,—খানাকুল-কৃষ্ণ-নগরবাসী ॥ ১১৬ ॥

অনুভাষ্য

বাণীনাথ—গৌঃ গঃ ২০৪ শ্লোক—"বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পাহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ।" ইনি ব্রজের কামলেখা। চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটি—বর্দ্ধমান জেলায় পূর্ব্বস্থলী-থানা ও সমুদ্রগড় ডাকঘরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। এই প্রাচীন শ্রীপাটের সেবায় নিতান্ত বিশৃঙ্খলা ও অবহেলা দর্শন করিয়া বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সালে শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারিপ্রমুখ প্রাচীন নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ এই পাটবাটীর সংস্কার সাধন পূর্ব্বক একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীবাণীনাথ-প্রতিষ্ঠিত প্রমাণাকার নয়ন-মনোভিরাম বিগ্রহদ্বয় শ্রীগৌর-গদাধর যথাশাস্ত্র অর্চ্চিত হইতেছেন। ই, আই, আর লাইনে সমুদ্রগড় বা নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির ॥ ১১৪ ॥

গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ—এই তিন ভাই উত্তর-রাঢ়ীয় শৌক্রকায়স্থকুলোদ্ভূত। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"সুকৃতি মাধবঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর। হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর॥ যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন। নিত্যানন্দস্বরূপের মহাপ্রিয়তম॥ মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব, তিন ভাই। গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর নিতাই॥" গৌঃ গঃ ১৮৮ শ্লোক—"কলাবতী, 'রসোল্লাসা', 'গুণতুঙ্গা' ব্রজে স্থিতা। শ্রীবিশাখাকৃতং গীতং গায়ন্তি স্মাত্র তা মতাঃ॥ গোবিন্দ-মাধবানন্দ-বাসুদেবা যথাক্রমম্"। শ্রীক্ষেত্রে রথাকর্ষণকালে মহাপ্রভুর সহিত ৭টী কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটীতে এই তিন ভাই মূল গায়ক ছিলেন এবং সাক্ষাৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে প্রধান নর্ত্তকরূপে লাভ করিয়াছিলেন (মধ্য, ১৩পঃ ৪২-৪৩) ॥ ১১৫ ॥

মধ্য, ১৫পঃ ৪২-৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১৭ ॥

রামদাস—আদি ১১ পঃ ১৩-১৬, ও মধ্য, ১৫ পঃ ৪২-৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১৬-১১৮ ॥

মাধবাচার্য্য—ব্রজের মাধবী—গৌঃ গঃ ১৬৯, নিত্যানন্দ-শাখা এবং নিত্যানন্দ-প্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর ভর্ত্তা। ইনি নিত্যানন্দ-গণ পুরুষোত্তমের (নাগর) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গঙ্গা-দেবীর বিবাহ কালে নিত্যানন্দপ্রভু মাধবকে পাঁজিনগর দান করেন।

ইঁহার শ্রীপাট—জীরাট (ই, আর, আর লাইনে ঐ নামে ষ্টেশনের নিকটে) ১১পঃ ৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কমলাকান্ত—অদ্বৈতগণের কমলাকান্ত বিশ্বাস। যদুনন্দনাচার্য্য—অদ্বৈতশাখা (অন্ত্য, ৬পঃ ১৬০-১৬৯) ॥ ১১৯ ॥

জগাই ও মাধাই—গৌঃ গঃ ১১৫ শ্লোকে—"বৈকুণ্ঠে দ্বারপালৌ যৌ জয়াস্তবিজয়াস্তকৌ। তাবস্ত জাতৌ ক্ষেচ্ছাতঃ

গৌড় ও ওড্র, উভয়ত্র ইঁহাদের গৌরসেবা—

নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুসঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভু সেবা কৈল নানা-রঙ্গে ॥১২২॥

শুধু নীলাচলে মিলিত সেবকগণের উল্লেখ—

কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু সে সব কথন ॥ ১২৩ ॥
নীলাচলে প্রভুসঙ্গে সব ভক্তগণ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন ॥ ১২৪ ॥

সর্ব্বপ্রধান—(১) শ্রীপরমানন্দ, ও (২) শ্রীস্বরূপ—

পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর।
গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ১২৫ ॥
দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য, আর রঘুনাথদাস ॥ ১২৬ ॥
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি' প্রভুর করেন সেবন ॥ ১২৭ ॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি' ॥১২৮॥
নীলাচলে প্রভুসহ প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন ॥ ১২৯ ॥

(৩) সার্ব্বভৌম-শাখা, (৪) গোপীনাথাচার্য্য—

বড়শাখা এক, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ॥ ১৩০ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীজগন্নাথমাদনে॥" ইঁহারা উভয়েই নবদ্বীপবাসী এবং শৌক্র ব্রাহ্মণ হইয়াও দস্যুবৃত্তি ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার পাপে লিপ্ত ছিলেন। পরে শ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় হরিনাম লাভ করিয়া দুইজনে 'মহাভাগবত' হন। মাধাইর বংশ আছে,—তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ। আকাইহাট যাইবার পথে কাটোয়া হইতে ১ মাইল দক্ষিণে 'ঘোষহাট' বা মাধাইতলা-গ্রামে জগাই ও মাধাইর সমাধি আছে। শুনা যায়, গোপীচরণ দাস বাবাজী প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার উদ্ধার করিয়া শ্রীনিতাইগৌর-শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন ॥ ১২০ ॥

রঘুনাথ বৈদ্য—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ (পানিহাটিতে) —"রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে। পরমবৈষ্ণব, অন্ত নাহি যাঁর গুণে॥" নিত্যানন্দের সহিত গৌড়ে আসিতে পথে সহগামিগণের ব্রজভাব—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম অঃ—"রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি। হইলেন মূর্ত্তিমতী যেহেন রেবতী॥" ঐ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতিমতি।" চৈঃ চঃ আদি, ১১ পঃ ২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ইনি পুরীতে সমুদ্রকূলে ছিলেন এবং তথাকার 'স্থান-নিরূপণ' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ॥ ১২৬ ॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—'বাসুদেব'—ইঁহার নাম। ইনি বর্ত্তমান নবদ্বীপ বা চাঁপাহাটী হইতে ২॥০ মাইল দূরে 'বিদ্যা-নগর' নামক পল্লীর প্রসিদ্ধ অধিবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। কথিত আছে, তদানীন্তন ভারতের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক, মিথিলার বিখ্যাত ন্যায়-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রের নিকট হইতে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়ের বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ন্যায়-শাস্ত্রের ইতিহাসে ইহা যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তদবধি নবদ্বীপ মিথিলাকে গৌরবহীন করিয়া অদ্যাপি সমগ্র ভারতে সর্ব্বপ্রধান ন্যায়-বিদ্যাপীঠ বলিয়া পরিচিত। কাহারও মতে, ইঁহারই ছাত্র সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক 'দীধিতি'কার রঘুনাথ শিরোমণি। যাহা হউক, ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াও ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে বেদান্তের অধ্যাপনা করাইতেন। মহাপ্রভুকে শাঙ্কর-ভাষ্যানুমোদিত বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া পরে প্রভুর নিকট হইতে প্রকৃত বেদান্তার্থ অবগত হন। ইনি প্রভুর ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করেন। তাঁহার রচিত 'চৈতন্য-শতকে' গৌরভক্তি প্রকটিত আছে; বিশেষতঃ, "বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ" শ্লোক-দ্বয় সার্ব্বভৌমের পাণ্ডিত্যের সীমা। প্রভুর সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহার সহিত বিচার ও উদ্ধার-বৃত্তান্ত—মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ দ্রষ্টব্য। গৌঃ গঃ ১১৯ শ্লোক—"ভট্টাচার্য্যঃ সার্ব্বভৌমঃ পুরাসীদ্ গীষ্পতির্দিবি।"

গোপীনাথ আচার্য্য—নবদ্বীপবাসী প্রভুর সঙ্গী বিপ্র। ইনি সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। গৌঃ গঃ ১৭৮ শ্লোক—

(৫) কাশীমিশ্র, (৬) প্রদ্যুম্নমিশ্র, (৭) রায় ভবানন্দ—

কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ ॥ ১৩১ ॥
আলিঙ্গন করি' তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব—তোমার নন্দন ॥১৩২॥

(৮) শ্রীরায়-রামানন্দাদি পঞ্চভ্রাতা—

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ ॥১৩৩॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র ॥ ১৩৪ ॥

অনুভাষ্য

"পুরা প্রাণসখী যাসীন্নাম্না রত্নাবলী ব্রজে। গোপীনাথাখ্যকাচার্য্যো নির্ম্মলত্বেন বিশ্রুতঃ॥" কাহারও মতে, ইনি ব্রহ্মা। গৌঃ গঃ ৭৫ শ্লোক—"গোপীনাথাচার্য্যনাম্না ব্রহ্ম জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ। নববূ্যহে তু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্রবেদিভিঃ॥" ১৩০ ॥

কাশীমিশ্র—রাজ-পুরোহিত। ইঁহারই গৃহে মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি। পরে সেই স্থান শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত লাভ করিয়া তাঁহার শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সময়ে 'শ্রীরাধাকান্ত' বিগ্রহ স্থাপন করেন। গৌঃ গঃ ১৯৩ শ্লোক- "মথুরায়াং পুরা যাসীৎ সৈরিন্ধ্রী কুব্জনামকা। সাদ্য নীলাচলাবাসঃ কাশীমিশ্রঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥"

প্রদ্যুম্ন মিশ্র—শ্রীহট্টবাসী। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ-"শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণসুখের সাগর। আত্মপদ যাঁরে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর॥" অন্ত্য, ৯ম অঃ- "শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র প্রেম-ভক্তির প্রধান।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১০ পঃ ৪৩)—"প্রদ্যুম্নমিশ্র ইহঁ বৈষ্ণব-প্রধান। জগন্নাথের 'মহাসোয়ার' ইহঁ 'দাস' নাম॥" অশৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত মহাভাগবত শ্রীরামানন্দের নিকট শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব প্রদ্যুম্নমিশ্রের হরিকথা-শ্রবণরূপ শিষ্যত্ব প্রদান করিয়া প্রভুর কৃপা-প্রসঙ্গ—অন্ত্য, ৫ম পঃ দ্রষ্টব্য।

ভবানন্দ রায়—শ্রীরামানন্দ রায়ের পিতা। পুরী হইতে পশ্চিমে চারিক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি বা আলালনাথের নিকট ইঁহার বাসস্থান। ইনি জাতিতে শৌক্রকরণ। তাঁহার পঞ্চপুত্র—১৩৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। তিনি পূর্ব্বে 'পাণ্ডুরাজ' বলিয়া পরিচিত ॥ ১৩১ ॥

রামানন্দ রায়—গৌরগণোদ্দেশে ১২০-১২৪ শ্লোক—"প্রিয়নর্ম্মসখঃ কশ্চিদর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ। মিলিত্বা সমভূদ্রামানন্দরায়ঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥ অতো রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেমতত্ত্বাদিকং কৃতী। রামানন্দো গৌরচন্দ্রং প্রত্যবর্ণয়দন্বহম্॥ ললিতেত্যাহুরেকে যত্তদেকেনানুমন্যতে। ভবানন্দং প্রতি প্রাহ গৌরো যত্তৎ পৃথাপতিঃ॥ গোপ্যাঽর্জ্জুনীয়য়া সার্দ্ধমেকীভূয়াপি পাণ্ডবঃ। অর্জ্জুনো যদ্রায়-রামানন্দ ইত্যাহুরুত্তমাঃ॥ অর্জ্জুনীয়াভবত্তূর্ণং অর্জ্জুনোঽপি চ পাণ্ডবঃ। ইতি পাদ্মোত্তরে খণ্ডে ব্যক্তমেব বিরাজতে। তস্মাদেতত্ত্রয়ং রামানন্দ-রায় মহাশয়ঃ॥" কাহারও মতে ইনি বিশাখা-দেবী (মধ্য, অষ্টম এবং অন্ত্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদাদি দ্রষ্টব্য)। অন্তরঙ্গভক্তের মধ্যে ইঁহার স্থান অত্যন্ত উচ্চে। প্রভুর উক্তি "আমি ত' সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি' মানি। দর্শন দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥ তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু-মন। প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন॥ নির্ব্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠ-পাষাণ সম। আশ্চর্য্য তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥ এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তাতে জানি,—অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥ তাঁহার মনের ভাব তিঁহি জানে মাত্র। তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥ * * * গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্বর্গের বশে। বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥"

শ্রীস্বরূপ ও ইঁহার সহিত মহাপ্রভু শেষলীলায় নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী রাধার মহাভাব-বৈচিত্র্যসমূহ আস্বাদন করিতেন (মধ্য, ২য় পঃ ৭৭); ইঁহার শুদ্ধসখ্যে প্রভু বশীভূত (ঐ ৭৮)। সার্ব্বভৌমের উক্তি—"রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে। অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে॥ পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥ পাণ্ডিত্য, আর ভক্তিরস,—দুঁহের তিঁহো সীমা॥" শ্রীরাম রায়ের সহিত প্রভুর মিলন ও রায়ের মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কীর্ত্তন করাইয়া শ্রবণ, প্রভুর রসরাজ-মহাভাব-রূপ-প্রদর্শন, প্রভুর উক্তি—"আমি—এক বাতুল, তুমি—দ্বিতীয় বাতুল। অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল॥" রামরায়কে রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য আজ্ঞা (মধ্য, ৮ম পঃ);

(৯) রাজা প্রতাপরুদ্র, (১০) কৃষ্ণানন্দ, (১১) পরমানন্দ মহাপাত্র, (১২) শিবানন্দ—

প্রতাপরুদ্র রাজা, আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ ॥ ১৩৫ ॥

(১৩) ভগবান্ আচার্য্য, (১৪) ব্রহ্মানন্দ ভারতী, (১৫) শিখি ও (১৬) মুরারি মাহিতি—

ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখি মাহিতি, আর মুরারি মাহিতি ॥১৩৬॥

অনুভাষ্য

প্রভুর দাক্ষিণাত্যে প্রচারান্তে রামরায় সহ পুনর্মিলন ও প্রভুকে নীলাচলে প্রেরণ করিয়া (মধ্য, ৯ পঃ ৩১৯-৩৩৫) পরে নীলাচলে প্রভুসহ মিলন (মধ্য, ১১ পঃ ১৫) ; রাজা প্রতাপরুদ্রকে প্রভুর কৃপা পাওয়াইবার জন্য রায়ের যত্ন (মধ্য, ১২ পঃ ৪১-৫৭), রথযাত্রা-দিবসে কীর্ত্তনান্তে সার্ব্বভৌম সহ জলকেলি (মধ্য, ১৪ পঃ, ৮২) প্রভুকে বৃন্দাবনে যাইতে দিতে অনিচ্ছা (১৬ পঃ ১০ পঃ ১০, ৮৫), অবশেষে প্রভুর অনুরোধে বাধ্য হইয়া অনুমোদন ও কটকে রাজার সহিত প্রভুর মিলন ঐ ১০৫, রেমুণা হইতে রায়কে প্রভুর বিদায়-দান ঐ ১৫৩, বৃন্দাবনে না গিয়া প্রভুর গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে রায়ের সহিত মিলন ঐ ২৫৪, শ্রীরূপের সহিত রসালোচনা ও রূপের কবিত্ব-প্রশংসা—(অন্ত্য, ১ম পঃ ১১৫-১৯৬), রামরায়ের ও সনাতনের বৈরাগ্য-সাম্য ঐ ২০১, শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমরস-পাত্র—সাড়ে তিন জনের অন্যতম (অন্ত্য, ২য় ১০৬), সনাতনের সহিত মিলন (অন্ত্য, ৪র্থ ১১০) প্রভুর প্রেরিত প্রদ্যুম্নমিশ্রকে কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন, প্রভুকর্ত্তৃক রায়ের প্রশংসা (অন্ত্য, ৫ম ৪-৮৫), "সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়। গৌড়সুখ-দানহেতু তৈছে রাম রায় ॥" (অন্ত্য, ৬ পঃ ৯), কহনে না যায় রায় রামানন্দের প্রভাব। রায়-প্রসাদে জানিলাম ব্রজের শুদ্ধভাব ॥" (৭ পঃ ৩৬), "রামানন্দ রায়—কৃষ্ণ-রসের নিধান। তিঁহ জানাইল, কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান॥" (ঐ ২৩) ; শেষলীলায় রামরায় ও স্বরূপের নিকট কৃষ্ণবিরহবিলাপ-রসগীতাস্বাদন (অন্ত্য, ১৪-২০ পঃ)। ইনি 'শ্রীজগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা করিয়াছিলেন ॥ ১৩৪ ॥

প্রতাপরুদ্র—গঙ্গাবংশীয় (গজপতি) উৎকল-সম্রাট্। কটকে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি মহাপ্রভুর গুণাবলী শ্রবণ করিয়া দীনবেশে অনেক সেবা ও উৎকণ্ঠার পর রামরায় ও সার্ব্বভৌমের সাহায্যে তাঁহার কৃপা লাভ করেন। গৌঃ গঃ ১১৮ শ্লোক—"ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা। জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সম ইন্দ্রেণ সোঽধুনা॥" তাঁহার ইচ্ছাক্রমে কর্ণপূরের 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক লিখিত হয়।

পরমানন্দ মহাপাত্র—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"উৎকলে জন্মিয়াছিল যত অনুচর। সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর॥ শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র মহাশয়। যাঁর তনু শ্রীচৈতন্য,—ভক্তিরসময়॥" ১৩৫ ॥

ভগবান্ আচার্য্য—হালিসহরবাসী, পুত্রের নাম—রঘুনাথ (ভক্তিরত্নাকর)। ইনি খঞ্জ ছিলেন। মধ্য, ১০ পঃ ১৮৪—"* * ভগবান্ আচার্য্য। প্রভুপদে রহিলা দুঁহে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য॥" অন্ত্য, ২য় পঃ—"পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য। পরম পণ্ডিত তিঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য॥ সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত গোপ-অবতার। স্বরূপ গোসাঞি সহ সখ্য-ব্যবহার॥ একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ। মধ্যে মধ্যে প্রভুর তিঁহ করে নিমন্ত্রণ॥" ইঁহারই গৃহে প্রভুর ভিক্ষাকালে ছোটহরিদাস মাধবীদেবীর নিকট হইতে সূক্ষ্ম তণ্ডুল-ভিক্ষা-উপলক্ষে প্রকৃতি সম্ভাষণ করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করেন—(অন্ত্য, ২য় ১০১-১৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ইনি অত্যন্ত উদার ও সরল ছিলেন, ইঁহার পিতা শতানন্দ খাঁ যেমন ভয়ানক বিষয়ী ছিলেন, ইঁহার অনুজ গোপাল ভট্টাচার্য্য তদ্রূপ মায়াবাদী ছিলেন। কাশীতে মায়াবাদ-ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া পুরীতে জ্যেষ্ঠের নিকট গমন করিলে, ইনি স্নেহবশতঃ তাহার নিকট মায়াবাদ শুনিতে চাহিলেও, উহা ভক্তিবিরোধী বলিয়া শ্রীস্বরূপকর্ত্তৃক নিবারিত হন (অন্ত্য, ২য় পঃ ৮৯-১০০)। একদিন ইঁহার পূর্ব্বপরিচিত এক বঙ্গদেশীয় 'যদ্বা তদ্বা' কবি একটী ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধী নাটক রচনা করিয়া আনিয়া ইঁহার বাসায় অবস্থান করিয়া প্রভুকে উহা শুনাইতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীস্বরূপের সন্দেহ সত্ত্বেও তাঁহাকে ঐ নাটক শুনিবার জন্য ইনি অত্যন্ত অনুরোধ করায় তৎকর্ত্তৃক নান্দীশ্লোক পঠিত হইতেই শ্রীস্বরূপ

(১৭) মাধবীদেবী—

মাধবী-দেবী—শিখিমাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যাঁর নাম গণি ॥ ১৩৭ ॥

অনুভাষ্য

তাঁহার নাটকে প্রচুর ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ প্রদর্শন করিলেন। অবশেষে কবি ভক্তগণের চরণে শরণ গ্রহণ করেন (অন্ত্য, ৫ম পঃ ৯১-১৬৬)। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য। গৌরগণোদ্দেশে ৭৪ শ্লোক—"আচার্য্যো ভগবান্ খঞ্জঃ কলা গৌরস্য কথ্যতে।"

শিখি মাহিতি—গৌঃ গঃ ১৮৯ শ্লোক—"রাগলেখা কলাকেল্যৌ রাধাদাস্যৌ পুরা স্থিতে। তে জ্ঞেয়ে শিখিমাহাতী তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ॥" ইনি ও ইঁহার ভগিনী, উভয়েই প্রভুর উৎকলবাসী অন্তরঙ্গ অধিকারী ভক্ত; যথা—চৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে ১৩ সর্গ ৮৯-১০৯—পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শিখি মাহিতি (মহান্তি) নামক এক বিমলচিত্ত, করুণহৃদয় মহাত্মা বাস করেন। তিনি নীলাচলতিলক শ্রীজগন্নাথের দাসস্বরূপ। 'মুরারি মাহিতি' নামক ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শুদ্ধবুদ্ধিমতী মাধবী দেবী। প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনী, উভয়েই গৌরসুন্দরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের সহজাত নিশ্চলা শুভবুদ্ধি কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের বিস্মৃতি পোষণ করে নাই। সম্প্রতি বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ গৌরচন্দ্ররূপে এই ধরণীতলে উদিত হইয়া এই ভ্রাতাভগিনীর শুভ গৌরস্নেহরাশি নিয়ত বিধান করিতেছে। নীলাচলেন্দ্র জগন্নাথের প্রেমভৃত্য নিজ-অগ্রজ শিখি মাহিতিকে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করাইবার নিমিত্ত ইঁহাদের নিরতিশয় যত্ন দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শিখি মাহিতি কিছুতেই গৌরভজনে রত হইলেন না।

অপর এক দিবস অনুজগণের উপদেশক্রমে ও নিয়ত বহু মানসিক আলোচনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলে, তিনি রজনীশেষে চকিত হইয়া 'গৌরপাদপদ্মদর্শনকারী অনুজগণ তাঁহাকে জাগরিত করিতেছে' এইরূপ একটী স্বপ্নদর্শন করিলেন। এই আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শনে পুলকপ্রযুক্ত ও হর্ষহেতু দ্বিগুণ চকিত হইয়া ক্রমশঃ অশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক অনুজদ্বয়কে দেখিলেন। জাগ্রত হইয়াই সমীপাগত ঐ মহৎ অনুজদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া অতি হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন। শিখি মাহিতি তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন,—'ভাই, আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তোমরা তাহা শ্রবণ কর, উহা অতি বিচিত্র। শ্রীশচীসুতের মহিমা যে অপ্রমেয়, অদ্যই কেবল আমার তাহাতে প্রত্যয় হইল। দেখিলাম, গৌরসুন্দর নীলাচলেন্দ্রকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাতে ক্ষণে ক্ষণে প্রবেশ ও পুনঃপুনঃ বহির্গত হইয়া আবার তাঁহাকে দেখিতেছেন,—এইরূপ লীলা বিস্তার করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! আমি এখনও পরমেশ্বর গৌরসুন্দরকে তদবস্থই দেখিতেছি, আমার লোচন কি ভ্রান্ত হইতেছে? হায়, সেই অসীম-কৃপাসিন্ধু গৌরসুন্দর আমাকে জগন্নাথদেবের সমীপগত দেখিয়া আমার নাম গ্রহণপূর্ব্বক, দীর্ঘ উন্নত লুলিত বাহুদ্বারা আমাকে যেন আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে উৎপুলকিতাঙ্গ হইয়া শিখি অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রেমগদ্গদ বাক্যে ঐ সকল কথা বলিতে বলিতে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। মুরারি ও মাধবী জ্যেষ্ঠের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রভুর দর্শন-নিমিত্ত জগন্নাথদর্শনে যাইতে কহিলেন। তখন তিনজনেই সম্মত হইয়া নীলাচল-পতির দর্শনজন্য গমন করিলেন। মুরারি ও মাধবী প্রভুকে জগমোহনে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্রজ শিখিমাহিতি প্রভুকে স্বপ্নে যেমন দেখিয়াছিলেন, চতুর্দ্দিকে গৌরসুন্দরকে ঠিক তদ্রূপ ভাববিশিষ্ট দর্শন করায় তাঁহার হৃদয় প্রেমে উৎফুল্ল হইল। মহাবদান্য মহাপ্রভুও তাঁহাকে 'তুমি মুরারির অগ্রজ' এই বলিয়া বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন; শিখি মাহিতিও

(১৮) কাশীশ্বর, (১৯) গোবিন্দ—

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ-নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥ ১৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গোবিন্দ ও কাশীশ্বর—ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ঈশ্বরপুরীর সিদ্ধিপ্রাপ্তি-কালে তাঁহার আজ্ঞামতে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট আসেন ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য

তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিল আসিয়া ॥ ১৩৯॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি' সেবা দিলেন দোঁহারে ॥১৪০॥

গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের গৌর-সেবা—

অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর ॥১৪১॥
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।
মনুষ্য ঠেলি' পথ করে কাশী বলবানে ॥ ১৪২ ॥

(২০) রামাই, (২১) নন্দাই—

রামাই-নন্দাই—দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥ ১৪৩ ॥
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥১৪৪॥

(২২) কালাকৃষ্ণদাস বিপ্র—

কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন ॥ ১৪৫ ॥

(২৩) বলভদ্র ভট্ট—

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—ভক্তি-অধিকারী।
মথুরা-গমনে প্রভুর যিঁহো ব্রহ্মচারী ॥১৪৬॥

(২৪) বড় হরিদাস, (২৫) ছোট হরিদাস—

বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ ১৪৭ ॥

(২৬) রামভদ্র, (২৭) সিংহেশ্বর, (২৮) তপনাচার্য্য,
(২৯) রঘুনাথ, (৩০) নীলাম্বর—

রামভদ্রাচার্য্য, আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন আচার্য্য, আর রঘু, নীলাম্বর ॥ ১৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অপরশ,—বিনা স্পর্শ করিয়া ॥ ১৪২ ॥

অনুভাষ্য

গৌরসেবাময়-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া অতিশয় সুখ লাভ করিলেন। তদবধি শিখি মাহিতি গৌরপাদপদ্মগন্ধে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া অভীষ্টদেব শ্রীগৌরের সেবা করিতে লাগিলেন।

মুরারি মাহিতি—মধ্য ১০ম পঃ ৪৪—"মুরারি মাহিতি ইঁহ শিখিমাহিতির ভাই। তোমার চরণ বিনা অন্য গতি নাই ॥" ১৩৬ ॥

মাধবী দেবী—(অন্ত্য, ২য় পঃ ১০৪-১০৬)—"প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র—সাড়ে তিন জন ॥ স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ। শিখি মাহিতি,—তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন ॥" ১৩৭ ॥

গোবিন্দ—মহাপ্রভুর নিজ-সেবক। গৌঃ গঃ ১৩৭—"পুরা বৃন্দাবনে চেটৌ স্থিতৌ ভৃঙ্গারভঙ্গুরৌ। শ্রীকাশীশ্বর-গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভু-সেবকৌ ॥ প্রভুর সহিত ঈশ্বর-পুরী-শিষ্য গোবিন্দের মিলন—(মধ্য, ১০ম পঃ ১৩১-১৪৮)। "গোবিন্দাখ্যের শুদ্ধদাস্যরসে" প্রভু বশীভূত—(মধ্য, ২য় পঃ ৭৮)। প্রভুর সেবার জন্য প্রভুদেহ অতিক্রম করিয়া গমনেও গোবিন্দের দ্বিধা ছিল না, কিন্তু নিজের জন্য তৎ-কার্য্যে অপরাধ-ভয়—"গোবিন্দ কহে, আমার সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক্ কিংবা নরকে গমন ॥"—মধ্য, ১০ম পঃ ৮২-১০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৮ ॥

রামাই ও নন্দাই—গৌঃ গঃ ১৩৯—"পয়োদ-বারিদৌ প্রাগ্ যৌ নীরসংস্কারকারিণৌ। তাবদ্য ভৃত্যৌ রামাই-নন্দাইশ্চেতি বিশ্রুতৌ ॥" ইঁহারা গোবিন্দের আনুগত্যে প্রভুর সেবা করিতেন ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণদাস—মধ্য, ৭ম ও ৯ম পরিচ্ছেদে ইঁহার প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। জলপাত্র বহিবার উদ্দেশে এই সরল বিপ্র প্রভুর সহিত দক্ষিণ যান। মালাবার দেশে ভট্টমারিগণ ইঁহাকে স্ত্রীরূপে মোহিত করিয়া আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করে দেখিয়া গৌরহরি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়া বিদায় দেন ॥ ১৪৪ ॥

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—ব্রজের মধুরেক্ষণা। সন্ন্যাসিগণের পাকাদি ব্যবহারিক কর্ম্মকাণ্ড নিষিদ্ধ। তাঁহারা গৃহস্থের নিকট ঐ গুলি গ্রহণ ও স্বীকার করেন। সন্ন্যাসিগণ—গুরু, ব্রহ্মচারিগণ—শিষ্য। বলভদ্র মহাপ্রভুর নিকট বৃন্দাবনগমনকালীয় ব্রহ্মচারীর কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ১৪৬ ॥

ছোট হরিদাস—ইঁহার প্রসঙ্গ অন্ত্য, ২য় পঃ দ্রষ্টব্য ॥১৪৭॥

(৩১) সিঙ্গাভট্ট, (৩২) কামাভট্ট, (৩৩) শিবানন্দ,
(৩৪) কমলানন্দ—

সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্বে ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥১৪৯॥

(৩৫) অচ্যুতানন্দ—

অচ্যুতানন্দ— অদ্বৈত-আচার্য্য-তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥ ১৫০ ॥

(৩৬) গঙ্গাদাস, (৩৭) বিষ্ণুদাস

নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস ॥ ১৫১ ॥

কাশীপ্রবাসী (১) চন্দ্রশেখর, (২) তপনমিশ্র,
(৩) শ্রীরঘুনাথ ভট্ট—

বারাণসী-মধ্যে প্রভু-ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্র তপন ॥ ১৫২ ॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি' বৃন্দাবন ॥১৫৩॥

অনুভাষ্য

অচ্যুতানন্দ—আদি, ১২ পঃ ১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৫০ ॥

তপনমিশ্র—মহাপ্রভু যেকালে বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন, তৎকালে ইনি সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া প্রভুর নিকট হইতে হরিনাম লাভ করেন; পরে প্রভুর আজ্ঞায় কাশীতে বাস করেন। কাশীবাসকালে প্রভু ইঁহারই গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করিতেন ॥ ১৫২ ॥

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—ছয় গোস্বামীর অন্যতম এবং তপন-মিশ্রের পুত্র। আনুমানিক ১৪২৫ শকে তাঁহার জন্ম। ভাগবত-শাস্ত্রে ইঁহার সবিশেষ কৃতিত্ব। অন্ত্য, ১৩ পঃ ১০৭-১০৮—"রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ। যেই রান্ধে সেই হয় অমৃত-সমান ॥ পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন। প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥ অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিল। 'বিবাহ না করিহ বলি' নিষেধ করিল ॥ বৃদ্ধ মাতাপিতা যাই' করহ সেবন। বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ এত বলি' কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে। চারি বৎসর ঘরে পিতামাতার সেবা কৈল। বৈষ্ণব-পণ্ডিত-

শ্রীভট্ট রঘুনাথের বিবরণ—

চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুই মাস বাস।
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস ॥ ১৫৪ ॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন আর পাদ-সম্বাহন ॥ ১৫৫ ॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥১৫৬॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ-গোসাঞির নিকটে রহিলা ॥১৫৭॥
তাঁর স্থানে রূপ-গোসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥১৫৮॥

শাখা-প্রশাখা-ক্রমে অসংখ্য গৌরভক্ত দ্বারা ত্রিভুবনোদ্ধার—

এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি, সম্যক্ না যায় কথন ॥ ১৫৯ ॥
একৈক-শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য-উপশিষ্য, তার উপডাল ॥ ১৬০ ॥

অনুভাষ্য

ঠাঁই ভাগবত পড়িল ॥ পিতামাতার কাশী পাইলে উদাসীন হঞা। পুনঃ প্রভুর ঠাঁই আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥ আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে। তাহাঁ যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে ॥ ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম। অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল। চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসী-মালা। সেই মালা-ছুটা-পান প্রভু তাঁরে দিলা ॥ রূপ-গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন। পিকস্বর কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ। এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় চারি রাগ ॥ নিজ-শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইল। গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥ বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ ভজন করে,—এই মাত্র জানে ॥" গৌঃ গঃ ১৮৫ শ্লোক—রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী। কৃতশ্রীরাধিকাকুণ্ড-কুটীরবসতিঃ স তু ॥" ১৫৩-১৫৮॥

সকল ভরিয়া আছে প্রেমফুল-ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে॥ ১৬১॥
এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
'সহস্র বদনে' যার দিতে নারে সীমা॥ ১৬২॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
সমগ্র বলিতে নারে 'সহস্র-বদন'॥ ১৬৩॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধ-শাখা—
বর্ণনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—একাদশ পরিচ্ছেদে প্রভু নিত্যানন্দের গণসকল বর্ণিত হইয়াছেন (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

নিত্যানন্দ-গণসমূহের নমস্কার—

নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া॥১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই, সেই ধন্য॥ ২॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত, জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ব্বভক্তবৃন্দ॥ ৩॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রেমরূপ মধুপানোন্মত্ত নিত্যানন্দপাদপদ্মের ভৃঙ্গসকলকে নমস্কার করিয়া তন্মধ্যে কএকটী মুখ্যভক্তের নামোল্লেখ করিতেছি॥ ১॥

অনুভাষ্য

প্রেমমধূন্মদান্ (প্রেম এব মধু তেন উন্মদান্) অখিলান্ (সর্ব্বান্) নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ (প্রভুপাদপদ্মভ্রমরান্) নত্বা (প্রণম্য) (ভক্তাঃ) ময়া লিখ্যন্তে॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামরশাখিনঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব সতঃ নিত্যস্থিতস্য প্রেমামরবৃক্ষস্য গৌরনামধেয়স্য অবিনাশিনতরোঃ তস্য) **ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ** (ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপঃ নিত্যানন্দপ্রভুঃ এব ইন্দুঃ চন্দ্রঃ তস্য) শাখারূপগণান্ অমূন্ (নমস্কুর্ম্মঃ)॥ ৪॥

নিত্যানন্দ-স্কন্ধের শাখা-বর্ণনা—

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুমঃ॥ ৪॥

মহাপ্রভুর অভিপ্রায়মতে নিত্যানন্দ-শাখার বৃদ্ধি ও প্রাধান্য—

শ্রীনিত্যানন্দ-বৃক্ষের স্কন্ধ- গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর॥ ৫॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পতরুর ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপ শ্রীঅবধূত নিত্যানন্দ-চন্দ্রের শাখারূপ গণসকলকে নমস্কার করি॥ ৪॥

অনুভাষ্য

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—ইনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র ও জাহ্নবা-মাতার শিষ্য এবং বসুধার গর্ভজাত। (গৌঃ গঃ ৬৭ শ্লোক)—"সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োধিশায়ি-নামকঃ। স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ॥" ইনি হুগলীজেলার অন্তর্গত ঝামটপুর-গ্রামনিবাসী ইঁহারই শিষ্য যদুনাথাচার্য্যের ঔরসে বিদ্যুন্মালার (লক্ষ্মীর) গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতী এবং তাঁহাদের পালিতকন্যা নারায়ণীকে বিবাহ করেন। ভক্তি-রত্নাকর ১৩ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য। গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র—এই তিনজন শিষ্যই ইঁহার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি

মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি' ছাইল ভুবন ॥ ৬ ॥
অসংখ্য অনন্ত গণ কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৭ ॥

(১) শ্রীবীরচন্দ্র গোসাঞি-শাখা—

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—স্কন্ধ-মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত, অসংখ্য তার লেখা ॥ ৮ ॥

তাঁহার মাহাত্ম্য—স্বয়ং বিষ্ণু হইয়াও বৈষ্ণব-চেষ্টা—

ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মালাকারের,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ॥ ৬ ॥

বীরচন্দ্র প্রভু—শ্রীসঙ্কর্ষণের যে পয়োব্ধিশায়ী ব্যূহ, তৎস্বরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে বৈষ্ণবাভিমান করিতেন ॥ ৯ ॥

অনুভাষ্য

লাভ করেন। কনিষ্ঠ রামচন্দ্র খড়দহে বাস করেন; তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় শুদ্ধশ্রোত্রিয় বটব্যাল। জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ বর্দ্ধমান জেলায় মানকরের নিকট 'লতা' গ্রামে, এবং মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গয়েশপুরে বাস করেন। যদি ইঁহাদের তিনজনের গোত্র এবং গ্রামের পরিচয় এক থাকে, তাহা হইলে বীরভদ্রের ঔরসজাত পুত্রত্বে কেহই সন্দেহ করিতে পারে না। রামচন্দ্রের চারিপুত্র; জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামাধবের তৃতীয় তনয়—যাদবেন্দ্র, তৎসুত—নন্দকিশোর, তৎপুত্র—নিধিকৃষ্ণ, তৎসুত—চৈতন্যচাঁদ, তৎপুত্র—কৃষ্ণমোহন, তৎসুত—জগন্মোহন, তৎপুত্র—ব্রজনাথ, এবং তাঁহার পুত্র—পরলোকগত শ্যামলাল গোস্বামী ॥৮

গদাধর দাস,—আদি, ১০ পঃ ৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥

শ্রীরামদাস (অভিরাম)—ঠাকুর অভিরাম নিত্যানন্দৈকপ্রাণ দ্বাদশগোপালের অন্যতম ব্রজের 'সুদাম' সখা; গৌঃ গঃ ১২৬ শ্লোক—"পুরা শ্রীদাম-নামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্। দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ॥" আদি ১০ম পঃ ১১৬-১১৮ দ্রষ্টব্য।

ভক্তিরত্নাকরে (চতুর্থ তরঙ্গে) শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের

অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে তিঁহো মূলস্তম্ভ ॥ ১০ ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ১১ ॥
সেই বীরভদ্র-গোসাঞির চরণ—শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট-পূরণ ॥ ১২ ॥

(২) ঠাকুর অভিরাম (গোপাল ১), (৩) দাস গদাধর—

শ্রীরামদাস আর, গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

রামদাস,—অভিরাম দাস ॥ ১৩ ॥

অনুভাষ্য

কথা লিখিত আছে। অভিরাম ঠাকুর [illegible] নিত্যানন্দের আদেশে আচার্য্য ও ভক্তিধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। "অভিরাম-গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড। যারে দেখি' কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড॥ নিত্যানন্দ-আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর। জগতে বিদিত যার কৃপা মনোহর॥" ইনি প্রণাম করিলে বিষ্ণুশিলা বা বিষ্ণু-অর্চ্চা ব্যতীত অন্যান্য শিলা বা মূর্ত্তি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হইয়া যাইত বলিয়া একটী প্রবাদ অদ্যাপি প্রচলিত।

হাওড়া-আমতা-লাইনে চাঁপাডাঙ্গা-ষ্টেশন হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণপশ্চিম-কোণে 'হেলানার হাট' অতিক্রম করিয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগরে অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। বর্ষাকালে পথ জলমগ্ন হয় বলিয়া বি, এন, আর লাইনে কোলাঘাট হইতে ষ্টীমারে রাণীচক; তথা হইতে ৭॥০ মাইল উত্তরে খানাকুল। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট যে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত, তাহা খানা বা দ্বারকেশ্বর নদীর কূলে অবস্থিত বলিয়া উহা 'খানাকুল-কৃষ্ণনগর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মন্দিরের বাহিরে দ্বারের নিকট একটী বকুল-বৃক্ষ, এই স্থানটী 'সিদ্ধবকুলকুঞ্জ' নামে অভিহিত। শুনা যায়, এই স্থানে সর্ব্বপ্রথমে অভিরাম ঠাকুর আসিয়া উপবেশন করেন।

শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবলদেব, শ্রীমদনমোহন (একক!), একখানি সওয়া হাত উচ্চ ও প্রায় একহাত প্রশস্ত

নিত্যাই সহ উভয়ের গৌড়ে প্রচার—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ইঁহারা নিত্যানন্দের পার্ষদস্বরূপ। যে সময় মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকে গৌড়ে যাইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তখন রামদাস ও গদাধর দাসকে সঙ্গে দিয়াছিলেন। অতএব

অনুভাষ্য

কষ্টিপাথরে বস্ত্রহরণলীলা, কদম্ববৃক্ষ, যমুনা ও ধেনুবৎসগণ সহ শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ এক সঙ্গে খোদিত রহিয়াছেন—এইরূপ অর্চ্চা-বিগ্রহ, এতদ্ব্যতীত নৃত্যাবেশে অভিরামঠাকুরের একটী শ্রীমূর্ত্তি (চরণযুগল অবিস্মৃত) ও শ্রীরজবল্লভ (যুগল)-মূর্ত্তি সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপাল-মূর্ত্তিও আছেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখস্থিত পুষ্করিণী-খননকালে উক্ত গোপীনাথবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত। তদবধি উক্ত পুষ্করিণীটী "অভিরামকুণ্ড" নামে বিদিত। বর্ত্তমানে যে-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন, তাহারই ঠিক দক্ষিণে একটী পুরাতন নবরত্ন মন্দির। মন্দিরের উচ্চদেশে একটী প্রস্তরফলকে ১১৮১ সালে ঐ মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া খোদিত রহিয়াছে। মন্দির-নির্ম্মাতার কোনও নামোল্লেখ নাই। শুনা যায়, পার্শ্বস্থ গ্রামের পরলোকগত 'নছিরাম সিংহ গড়াইত' নামক এক ব্যক্তি ঐ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে এখানে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেন ও মন্দির-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে খড়ের ঘরে এই স্থানেই শ্রীবিগ্রহ সেবিত হইতেন।

শ্রীগোপীনাথের মন্দিরের উত্তরেই স্থানীয় কায়স্থ-চৌধুরী-গণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাবল্লভ জিউর প্রাচীন মন্দির।

বর্ত্তমান মন্দিরের প্রস্তর-ফলকে খোদিত রহিয়াছে—"শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউ সন ১২১৯ সাল মাঘ মাহা মন্দির তৈয়ারী। সন ১৩০৮ সালে মেরামত মাহা বৈশাখ।" শুনা যায়, হুগলী-জেলার আরামবাগ-থানার নিকট মাধবপুরবাসী পরলোকগত পূর্ণচন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তি উহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পুরাতন মন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত

(৪) মাধব ও (৫) বাসুঘোষ ঠাকুর—

অতএব দুইগণে দুঁহার গণন।
মাধব-বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেই দুইজনকে একবার মহাপ্রভুর গণের মধ্যে ধরা গিয়াছে; আবার নিত্যানন্দের গণেও ধরা গেল। মাধব ও বাসু-ঘোষের সেইরূপ দুইগণে গণনা ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুভাষ্য

পাকা নাটমন্দির। মেদিনীপুর জেলার ধীবরগণ ১২৬৩ সালে এই নাটমন্দির নির্ম্মাণ করেন; উহা ভগ্ন হইলে ১৩২০ সালে পুনরায় উহারা সংস্কার করিয়া দেন।

সেবায়েতগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের সময় হইতেই এখানে সিদ্ধচাউল-ভোগের ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, এমন কি, মুড়ির পর্য্যন্ত ভোগ হইয়া থাকে। আর একটী অভিনব প্রথা এই যে, ঠাকুরকে শয়ন দিবার সময় মন্দিরের দরজা খোলা থাকে ও সর্ব্ব-সমক্ষে শয়ন দেওয়া হয়। অধুনা প্রাতঃকালে ঠাকুরের মঙ্গল-আরতি করিবার রীতি নাই।

বর্ত্তমানে ৩৬।৩৭ ঘর সেবায়েত আছেন। কথিত আছে, মন্দিরমধ্যে লোহার সিন্ধুকে শ্রীল অভিরাম-ঠাকুরের প্রসিদ্ধ "শ্রীজয়মঙ্গল" চাবুক আছেন এবং উহা উক্ত সেবায়েতগণের সমস্ত চাবীদ্বারা উক্ত সিন্ধুকে আবদ্ধ; উহা—দুই হাত দীর্ঘ এবং জরি দিয়া জড়ান,—মহোৎসবের সময় সকল সেবায়েতগণের একসঙ্গে অভিমত হইলে উহা বাহির করা হয়। "শ্রীজয়মঙ্গল" চাবুকের কথা ভক্তিরত্নাকরে (৪র্থ তরঙ্গে) লিখিত আছে যে, ঐ চাবুক দিয়া অভিরাম ঠাকুর যাহাকে আঘাত করিতেন, তাঁহারই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইত। একদা শ্রীনিবাসাচার্য্য অভিরাম-ভবনে আগমন করিলে ঠাকুর অভিরাম তিনবার শ্রীনিবাসের গাত্রে ঐ চাবুক স্পর্শ করাইলেন। তখন অভিরামপত্নী বিপ্রকন্যা মালিনী দেবী হাসিয়া ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন—"ঠাকুর, ধৈর্য্য ধর; শ্রীনিবাস—বালক, তোমার চাবুকের স্পর্শে অধীর হইয়া পড়িবে"।

হুগলী-জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর, আমুয়া এবং খাকুণ্ডা-

অভিরামের লীলা—

রামদাস—মুখ্যশাখা, সখ্য-প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলি' কৈল বাঁশী ॥১৬॥

অনুভাষ্য

জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর, কোতলপুর প্রভৃতি গ্রামে ইঁহার বংশ্যগণ (শৌক্র, বা শিষ্য-শাখাগত ?) বিদ্যমান।

রত্নেশ্বর-শিষ্য 'অভিরামদাস' নামক জনৈক ব্যক্তি 'শাখা-নির্ণয়' গ্রন্থে ঠাকুর অভিরামের শিষ্যবর্গের নাম ও স্থান-বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন—(১) খানাকুলে কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস ; (বংশ লুপ্ত)। (২) কৈয়ড় নামক গ্রামে (বর্দ্ধমান হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে) বেদগর্ভ-নামক ভক্তের বাস ; অধুনা তথায় ইঁহার বংশধরগণ বিগ্রহ সেবা করিতেছেন। (৩) বুড়ন গ্রামে হরিদাসের বাস (ইঁহার বিশেষ সংবাদ অজ্ঞাত)। (৪) ভেলাল (?) গ্রামে (খানাকুল হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে, খানানদীর তীরে) পাখিয়া-গোপালদাসের বাস ; অধুনা তথায় তাঁহার সমাজ বলিয়া পরিচিত একটী ক্ষুদ্র ভগ্ন মন্দির বর্ত্তমান, কিন্তু শ্রীবিগ্রহ নাই। (৫) মেদিনীপুর-জেলার রামজীবন-পুরের নিকট পাইকমালিটা (?) গ্রামে 'গুম্ফনারায়ণে'র বাস ; ইঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমান। (৬) সীতানগরে দাড়িয়া মোহনের বাস ; (স্থান ও পাত্র, উভয়ের অবস্থান অজ্ঞাত)। (৭) ময়নামুড়িতে (বাঁকুড়ায়) সত্যরাঘবের বাস ; (ইঁহার বংশধরগণের বাস অজ্ঞাত)। (৮) সালিখায় (হাওড়ার নিকট ?) রজনী পণ্ডিতের বাস ; (ইঁহারও বংশধরগণের অবস্থান অজ্ঞাত)। (৯) ভাঙ্গামোড়ায় (তারকেশ্বর হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে) সুন্দরানন্দের বাস ; ইঁহার বংশধরগণ আছেন। (১০) দ্বীপগ্রামে (অবস্থান অজ্ঞাত) কৃষ্ণানন্দ অবধূতের বাস ; ইহার কোন বংশ ছিলেন কিনা, সন্দেহ। (১১) সোনাতলা(লী)-গ্রামে (হুগলী বা হাওড়া জেলায় ?) রঙ্গণ-কৃষ্ণদাসের বাস (বংশ লুপ্ত)। (১২) মালদহে মুরারিদাসের বাস ; (ইহার বংশধরগণের বাস অজ্ঞাত)। (১৩) পাণিহাটীতে মোহন ঠাকুরের বাস ; (ইঁহার বংশাবলী-সংবাদ অজ্ঞাত)। (১৪) রাধানগরে (খানাকুল-কৃষ্ণনগরের দক্ষিণে) যদু হালদারের বাস ; ইহার বংশ লুপ্ত

দাস গদাধরের অলৌকিকী চেষ্টা—

গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁ'র ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥১৭॥

অনুভাষ্য

হওয়ায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীবলরাম অদ্যাপি শ্রীগোপী-নাথের সহিত সেবিত হইতেছেন)। (১৫) অনন্তনগরে (খানাকুলের নিকট) হরিমাধবের বাস ; (বংশ লুপ্ত)। (১৬) মাহেশে (শ্রীরামপুরের নিকট ?) গোপালদাসের বাস ; (ইঁহার বংশ অজ্ঞাত)। (১৭) কোটরায় (খানাকুল থানার নিকট) অচ্যুত পণ্ডিতের বাস (বংশধর বর্ত্তমান)। (১৮) পাটলা-গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণের বাস ; (বংশ লুপ্ত)। (১৯) পুরীতে গোপীনাথদাসের বাস (সংবাদ অজ্ঞাত)। (২০) চুণাখালি পরগণায় (মাহেশের নিকট) নন্দকিশোরের বাস ; (বংশ অজ্ঞাত)। (২১) পাতাগ্রামে (বর্দ্ধমান জেলার পাটুল ?) বিদুর ব্রহ্মচারীর বাস ; বংশ বর্ত্তমান। (২২) বিষ্ণুপাড়ায় রামকৃষ্ণের বাস (স্থান ও পাত্র, উভয়ের সংবাদ অজ্ঞাত)। (২৩) গৌরাঙ্গপুরে (শ্রীপাট হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে) কমলাকরের বাস, নিকটে তদীয় সমাজ আছে এবং বংশ-ধরগণ শ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহের সেবক। (২৪) বিশ্বগ্রামে বলরাম ঠাকুরের বাস (স্থান ও পাত্র, উভয়ই অজ্ঞাত)। (২৪॥০) শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু (অভিরামের অতি প্রিয়তম ও স্নেহ-কৃপাপাত্র ছিলেন, অথচ দীক্ষিত নহেন বলিয়াই বোধ হয় অর্দ্ধশিষ্যরূপে গণিত)।

চৈত্র-কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে মহোৎসব উপলক্ষে এইস্থানে বহু লোকের সমাগম হয় ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দ ঘোষ, বাসুঘোষ—গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের অতি প্রিয়তম বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ অদ্যাপি নদীয়া জেলান্তর্গত অগ্রদ্বীপে বর্ত্তমান এবং পিতৃশ্রাদ্ধে সন্তানের ন্যায় ভক্তের অপ্রকট-তিথিতে পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশের তত্ত্বাবধানে ইঁহার সেবা চলিয়া আসিতেছে। প্রতিবর্ষে কৃষ্ণনগরে বৈশাখমাসে বারদোলের সময় অপর এগারটী শ্রীবিগ্রহের সহিত ইনিও রাজধানীতে আনীত হন এবং দোলের পর পুনর্ব্বার অগ্রদ্বীপে নীত হন।

বাসুঘোষের পদাবলীতে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ইন্দ্রিয়-

মাধব ঘোষের কীর্ত্তন—

শ্রীমাধব ঘোষ—মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥১৮॥

বাসুঘোষের কীর্ত্তন—

বাসুদেব-গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥ ১৯ ॥

(৬) মুরারি-চৈতন্যদাস—

মুরারি-চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে, সর্প-সনে খেলা ॥ ২০ ॥

শুদ্ধভক্ত ব্রজসখাগণই নিতাইর গণ—

নিত্যানন্দের গণ যত,—সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ-বেত্র গোপবেশ, শিরে শিখিপাখা ॥ ২১ ॥

(৭) রঘুনাথ বৈদ্য—

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥ ২২ ॥

(৮) সুন্দরানন্দ (গোপাল-২)—

সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা, ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

(৯) কমলাকর পিপ্পলাই (গোপাল-৩)—

কমলাকর পিপ্পলাই—অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥ ২৪ ॥

(১০) সূর্য্যদাস ও (১১) কৃষ্ণদাস সরখেল—

সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমের নিবাস ॥ ২৫ ॥

অনুভাষ্য

তৃপ্তিকর বহু গৌরনাগরীপদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি কখনই বিপ্রলম্ভরসিক গৌরভক্ত বাসুঘোষের পদ নহে বা হইতে পারে না। সাধক ঐগুলি বর্জ্জন করিবেন। আদি, ১০ পঃ ১১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৯ ॥

মুরারিচৈতন্যদাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য,৫ম অঃ—"বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে। ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যান বনের ভিতরে॥ কখন চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥ মহা-অজাগর সর্প লই' নিজকোলে। নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে॥ ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়। হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়॥ চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা। নিরন্তর কহেন আনন্দে মনঃকথা॥ দুই তিন দিন মজ্জি' জলের ভিতরে। থাকেন কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে॥ জড়প্রায় অলক্ষিত বেশ, ব্যবহার। পরম উদ্দাম সিংহ-বিক্রম অপার॥ চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার। কত বা কহিতে পারি,—সকলি অপার॥ যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস-মুরারি পণ্ডিত। যাঁর বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥২০॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আশ্রিত ভক্তগণ, সকলেই ব্রজের সখ্যরসাশ্রিত। তাঁহাদের সকলেরই গোপাল-বেশ। প্রভুর পত্নী ঈশ্বরী জাহ্নবা-মাতা—ব্রজের অনঙ্গমঞ্জরী এবং শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা ভগিনী। গৌরগণোদ্দেশে ৬৬ শ্লোক—"কেচিৎ শ্রীবসুধা-দেবীং কলাবপি বিবৃণ্বতে। অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিৎ জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে॥ উভয়ন্ত সমীচিনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাং মতম্॥" জাহ্নবা-মাতার আশ্রিত ভক্তগণও নিত্যানন্দগণে গৃহীত হন ॥ ২১ ॥

সুন্দরানন্দ—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"প্রেমরস-সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম। নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদ-প্রধান॥" গৌঃ গঃ ১২৭—"পুরা সুদাম-নামাসীদ্ অদ্য ঠক্কুরসুন্দরঃ।" ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতন 'সুদাম'॥

ইঁহার শ্রীপাট—মহেশপুর গ্রাম—ই, বি, আর লাইনে 'মাজদিয়া' (পূর্ব্বে 'শিবনিবাস' নাম ছিল) ষ্টেসন হইতে ১৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে; অধুনা যশোহর-জেলায় অবস্থিত। এই স্থানটীতে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন একমাত্র সুন্দরানন্দের জন্মভিটা ভিন্ন আর কিছু নাই। গ্রামের প্রান্তে শ্রীপাটে জনৈক বাউল বাস করেন। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহাদি, সমস্তই অল্প দিনের। বর্ত্তমানে মহেশপুরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা হয়। উহার নিকটে বেত্রবতী নদী। সুন্দরানন্দ ঠাকুর চিরকুমার ছিলেন, এ জন্য তাঁহার বংশ নাই। জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের এবং সেবায়েত-শিষ্য-বংশ বর্ত্তমান আছেন। বীরভূম-জেলায় মঙ্গলডিহি-গ্রামে সুন্দরানন্দের জ্ঞাতি-বংশ আছেন। তথায় শ্রীশ্রীবলরাম জিউর সেবা হয়। সুন্দরানন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ-বিগ্রহ বহরমপুর

(১২) গৌরীদাস পণ্ডিত (গোপাল-৪)—

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতে প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে, নিতে, ধরে মহাশক্তি ॥ ২৬ ॥

অনুভাষ্য

সৈদাবাদের গোস্বামিগণ লইয়া যান, পরে বর্ত্তমান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। অধুনা মহেশপুরের জমিদার মহাশয়গণ ইঁহার সেবায়েত। মাঘী-পূর্ণিমার দিবস সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

কমলাকর পিপ্পলাই—গৌঃ গঃ ১২৮ শ্লোক "কমলাকরঃ পিপ্পলাই-নামাসীদ্ যো মহাবলঃ।" ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'মহাবল' ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত মাহেশের শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ। মাহেশ-স্থিত শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ই, আই, আর লাইনে শ্রীরামপুর-ষ্টেশন হইতে প্রায় ১৷৷০ মাইল হইবে।

কমলাকরের পুত্রের নাম চতুর্ভুজ; চতুর্ভুজের দুই পুত্র—নারায়ণ ও জগন্নাথ; নারায়ণের পুত্র—জগদানন্দ; তাঁহার পুত্র—রাজীবলোচন। তাঁহার সময়ে জগন্নাথ-দেবের সেবার অর্থকৃচ্ছ্রতা হয়। ঢাকার নবাব ওয়ালিশ সা (সুজা ?) ১০৬০ সালে জগন্নাথ-দেবকে ১১৮৫ বিঘা জমি প্রদান করেন। মাহেশের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে জগন্নাথপুর-গ্রামে ঐ জমি আছে। জগন্নাথ-দেবের নাম হইতেই ঐ মৌজার নাম 'জগন্নাথপুর' হইয়াছে ॥

প্রবাদ আছে, কমলাকরের কনিষ্ঠভ্রাতা নিধিপতি পিপ্পলাই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে মাহেশে আসিয়া কমলাকরকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কোনও প্রকারেই তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া নিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে নিজ পরিবার ও ভ্রাতৃপরিবারবর্গের সহিত মাহেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখনও মাহেশগ্রামে কমলাকর পিপ্পলাইর বংশীয় শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস অধিকারী প্রভৃতি প্রায় ত্রিশঘর দ্বিজ বাস করিতেছেন।

কিংবদন্তী এই যে, 'ধ্রুবানন্দ' নামে জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গিয়া, নিজহস্তে পাক করিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবকে ভোগ দিবার প্রবল ইচ্ছা করায়, রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, শ্রীজগন্নাথ দেব তাঁহার নিকট আবি-

গৌরনিতাইগত-প্রাণ গৌরীদাস পণ্ডিত—

নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ করি' প্রাণপতি ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য

র্ভূত হইয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরে মাহেশ-গ্রামে গিয়া শ্রীজগন্নাথ-প্রতিষ্ঠাপনান্তর তাঁহাকে নিত্য নিজহস্তে ভোগ প্রদান পূর্ব্বক মনস্কাম পূর্ণ করিতে বলিলেন। ধ্রুবানন্দ মাহেশে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজলে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা-দেবী ভাসিতেছে দেখিতে পাইয়া শ্রীবিগ্রহত্রয়কে জল হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রকটকালে কোন্ ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথের উপযুক্ত সেবক হইবেন, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করায় তিনি স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথ-দেবের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন যে, সুন্দরবনের নিকট 'খালিজুলি'-গ্রামনিবাসী 'শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই' নামক শ্রীজগন্নাথদেবের একজন পরমভক্ত বৈষ্ণবশিরোমণি পর-দিবস প্রাতে মাহেশে আগমন করিলে তাঁহাকে যেন সেবা-ভার দেওয়া হয়। ধ্রুবানন্দ পরদিবস প্রাতে কমলাকরের সাক্ষাৎ পাইয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবাভার প্রদান করিলেন। কমলাকর শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় অধিকার লাভ করিবার পর 'অধিকারী' উপাধি লাভ করিয়া আসিতেছেন। রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ শৌক্রব্রাহ্মণগণের পঞ্চান্ন প্রকার গ্রামীর মধ্যে 'পিপ্পলাই' অন্যতম ॥ ২৪ ॥

সূর্য্যদাস সরখেল—ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গে—"নবদ্বীপ হইতে অল্পদূর 'শালিগ্রাম'। তথা বৈসে পণ্ডিত সূর্য্যদাস নাম ॥ গৌড়ে রাজা যবনের কার্য্যে সুসমর্থ। 'সরখেল' খ্যাতি, উপার্জ্জিল বহু অর্থ। সূর্য্যদাস—চারিভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার। বসুধা-জাহ্নবা-নামে তাঁর কন্যাদ্বয় ॥" গৌঃ গঃ ৬৫—শ্রীবারুণী-রেবতবংশসম্ভবে তস্য প্রিয়ে দ্বে, বসুধা চ জাহ্নবী। শ্রীসূর্য্যদাসস্য মহাত্মনঃ সুতে ককুদ্মিদ্রূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ ॥"

বড়গাছি—ই, বি, আর লাইনে 'মুড়াগাছা' ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে বড়গাছি বা বহিরগাছি—ধর্ম্মদহ-গ্রামের

(১৩) পুরন্দর পণ্ডিত—

নিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয়—পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব-মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥ ২৮ ॥

(১৪) পরমেশ্বরীদাস (গোপাল-৫)—

পরমেশ্বরদাস—নিত্যানন্দৈক-শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁরে যে করে স্মরণ ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য

পরপারে 'গুড়গুড়ে' খালের তীরে। ইহার নিকটেই শালিগ্রাম ও রুকুণপুর।

কৃষ্ণদাস সরখেল—গৌরীদাস পণ্ডিত ও সূর্য্যদাস সরখেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি নিত্যানন্দের বিবাহাধিবাসে বড়গাছি হইতে শালিগ্রামে যান। 'ভক্তিরত্নাকর' দ্বাদশ তরঙ্গে—"নানা দ্রব্য লৈয়া বিপ্রগণের সহিতে। কৃষ্ণদাস পণ্ডিত আইলা বাটী হইতে ॥" ২৫ ॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত—হরিহোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাসের পৃষ্ঠপোষিত। ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'সুবল সখা'। পূর্ব্বনিবাস—ই, বি, আর লাইনে মুড়াগাছা-ষ্টেশনের কিছুদূরে শালিগ্রামে, পরে অম্বিকা-কালনায়। গৌঃ গঃ ১২৮—"সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাসপণ্ডিতঃ।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্। কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ ॥ "সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত উদার। তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার ॥ শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে কহিয়া। গঙ্গাতীরে কৈলা বাস 'অম্বিকা' আসিয়া ॥" তাঁহার সাড়ে বাইশ শাখা—১। শ্রীনৃসিংহচৈতন্য, ২। কৃষ্ণদাস, ৩। বিষ্ণুদাস, ৪। বড় বলরামদাস, ৫। গোবিন্দ, ৬। রঘুনাথ, ৭। বড়ু গঙ্গাদাস, ৮। আউলিয়া গঙ্গারাম, ৯। যাদবাচার্য্য, ১০। হৃদয়-চৈতন্য, ১১। চান্দ হালদার, ১২। মহেশ পণ্ডিত, ১৩। মুকুট রায়, ১৪। ভাতুয়া গঙ্গারাম, ১৫। আউলিয়া চৈতন্য, ১৬। কালিয়া কৃষ্ণদাস, ১৭। পাতুয়া গোপাল, ১৮। বড় জগন্নাথ, ১৯। নিত্যানন্দ, ২০। ভাবি, ২১। জগদীশ, ২২। রাইয়া কৃষ্ণদাস, ২২॥০। অন্নপূর্ণা। গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠপুত্র—(বড়) বলরাম এবং কনিষ্ঠ—রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র—মহেশ পণ্ডিত ও গোবিন্দ; কন্যা—অন্নপূর্ণা। শালিগ্রামবাসী শ্রীকংসারি মিশ্রের ('ঘোষাল' পদবী ও 'বাৎস্য'-গোত্র) ছয় পুত্র—(১) দামোদর, (২) জগন্নাথ, (৩) সূর্য্যদাস সরখেল (বসুধা-জাহ্নবার পিতা) (৪) গৌরীদাস, (৫) কৃষ্ণদাস সরখেল, (৬) নৃসিংহচৈতন্য। কংসারি মিশ্রের জ্ঞাতি-বংশ্যগণের কেহ কেহ এখনও শালিগ্রামে বাস করেন। গৌরীদাস পণ্ডিত বা হৃদয়চৈতন্যের বংশ নাই। কেহ কেহ বলেন, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গৌরীদাস পণ্ডিতের বা হৃদয়চৈতন্যের শিষ্যশাখাবংশ। জাহ্নবা-দেবী শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া স্বীয় খুল্লতাতের বা গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাজ দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন—"গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি দেখিতে। বহে বারিধারা নেত্রে, নারে নিবারিতে ॥" (ভক্তিরত্নাকর, ১১ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

গৌরীদাসের শিষ্য—হৃদয়চৈতন্য; হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য—অন্নপূর্ণা দেবীর পুত্র গোপীরমণ। ইঁহার বংশাবলীই সম্প্রতি কালনার মহাপ্রভুর অধিকারিগণ।

শান্তিপুরের অপর পারে গঙ্গার তীরে বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীপাট অম্বিকা-কালনা—ইহা একটী মহকুমা ও ক্ষুদ্র সহর। হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লাইনে কালনা-কোর্ট ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে শ্রীপাট—বর্দ্ধমানের রাজার নূতন সমাজবাটী বা বাজারের নিকটেই অবস্থিত। গৌরীদাসের দেবালয়ের প্রবেশ-পথে একটি অপূর্ব্ব তেঁতুলবৃক্ষ। ঐ তেঁতুল বৃক্ষের তলে মহাপ্রভু ও গৌরীদাস পণ্ডিতের সম্মিলন হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। দেবালয়টী শ্বেতপ্রস্তর-মণ্ডিত এবং ইহার তিনটী প্রকোষ্ঠে এইরূপভাবে শ্রীবিগ্রহগণ আছেন—(১) শ্রীগৌরীদাস, (২) শ্রীরাধাকৃষ্ণ, (৩) শ্রীমহাপ্রভু, (৪) শ্রীজগন্নাথ, (৫) শ্রীবলরাম ও (৬) শ্রীরামসীতা। পণ্ডিত গৌরীদাসের বাড়ীর পশ্চিম দিকে শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দেবালয় ও কিছু দূরে সিদ্ধ শ্রীভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম।

যে-স্থানে বর্ত্তমান দেবালয়, তাহাকে 'অম্বিকা' বলে, তদন্তরে কাল্না; এজন্য উভয় মিলিয়া 'অম্বিকা-কাল্না' নাম। শুনা যায়, শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহস্তবাহিত বৈঠা এবং

(১৫) জগদীশ পণ্ডিত—

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ-পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে, যেন বর্ষা ঘন ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীহস্তলিখিত গীতাখানা (ভঃ রঃ ৭ম তঃ দ্রষ্টব্য) অদ্যাপি মন্দিরে বর্ত্তমান ॥ ২৭ ॥

পুরন্দর পণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ষষ্ঠ অঃ—"পুরন্দর পণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত। নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত॥" অন্ত্য, ৫ অঃ—"তবে আইলেন প্রভু খড়দহ-গ্রামে। পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে॥ খড়দহ-গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়। যত নৃত্য করিলেন কথন না যায়॥ পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উন্মাদ। বৃক্ষের উপরি চড়ি' করে সিংহনাদ॥ মুঞি রে 'অঙ্গদ' বলি' লম্ফ দিয়া পড়ে॥" ২৮ ॥

পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী-দাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বরদাস। যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥" অন্ত্য, ৫ম অঃ—"কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বরদাস,—দুইজন। গোপভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ॥ পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বরীদাস। যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥ সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে। প্রভু দেখি' প্রেমযোগে কান্দে দুইজনে॥" ইনি কিছুকাল খড়দহে ছিলেন। গৌঃ গঃ ১৩২—"নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ।" ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'অর্জ্জুন' সখা। শ্রীজাহ্নবা-ঈশ্বরীর খেতুরি-মহোৎসব গমনকালে পরমেশ্বর সঙ্গে ছিলেন (ভক্তিরত্নাকরে দশমতরঙ্গ)। ইনি আটপুরে জাহ্নবা-মাতার আদেশে 'শ্রীরাধাগোপীনাথ' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন (ঐ, ১৩ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায়—"পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে। শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন-স্থানে॥" ভক্তিরত্নাকর ত্রয়োদশ তরঙ্গে পরমেশ্বরী ঠাকুরের কথা আছে।

পরমেশ্বরী ঠাকুরের শ্রীপাট আটপুর—হাওড়া-আমতা-রেল-লাইনে চাঁপাডাঙ্গা-শাখায় আটপুর-ষ্টেশনের এবং বর্দ্ধমানরাজ তেজ বাহাদুরের দেওয়ান পরলোকগত কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্থাপিত শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রাচীন মন্দিরের নিকটবর্ত্তী। পূর্ব্বে ইহার 'বিশখালা' নাম ছিল।

মন্দিরের সম্মুখেই বহুলছায়াপূর্ণ একসঙ্গে দুইটী বকুল বৃক্ষ ও পৃথক্ একটী কদম্ব বৃক্ষ এবং তদুভয়ের মধ্যপ্রদেশে পরমেশ্বরী ঠাকুরের সমাধি ও তদুপরি তুলসীমঞ্চ সুশোভিত। যে বকুল-বৃক্ষদ্বয় শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের সময়ে ছিল, তাহারই শাখা হইতে বর্ত্তমানের বৃক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। প্রতিবৎসর কদম্ব-বৃক্ষে একটী ফুল হয়, তদ্দ্বারা শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণ-পূজা হয়।

পরমেশ্বরী ঠাকুর—বৈদ্যকুলোদ্ভুত। তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়গণই শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েত। হুগলী-জেলার চণ্ডীতলা-ডাকঘরের অন্তর্গত গরলগাছা-গ্রামেও ইঁহাদের কেহ কেহ বর্ত্তমান। কিছুদিন পূর্ব্বেও ইঁহাদের অনেক শৌক্রব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিল। কাল-প্রভাবে সাংসারিক লোকের ন্যায় ইঁহারা বৈদ্যব্যবসায় অবলম্বন করায় ব্রাহ্মণবংশীয় সকলেই ধীরে ধীরে ইঁহাদিগের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের উপাধি—'অধিকারী'। শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন অধিকারী কবিরাজ মহাশয় ও নটবর অধিকারী মহাশয়ের বিধবা ও পুত্র-সন্তানহীনা শাশুড়ীই শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়ত। ইঁহাদের জ্ঞাতিবর্গের 'গুপ্ত' উপাধি।

ইঁহারা নিজদিগকে সাধারণ 'বৈদ্য' অভিমান করিয়া দেবল-ব্রাহ্মণের দ্বারা ঠাকুর পূজা করাইতেছেন। অধুনা আটঘর সেবায়েত আছেন, এবং আট ঘর মিলিত হইয়া দুই ঘর হইয়াছেন। পূর্ব্বে বিগ্রহ-সেবার জন্য প্রচুর জমির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সমস্ত জমিই ইঁহারা হারাইয়াছেন। এক্ষণে সামান্য দেবোত্তর দ্বারা অতি কষ্টের সহিত বিগ্রহ-সেবা চলিতেছে।

মন্দিরে একই সিংহাসনে শ্রীবলদেব ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ অবস্থান করিতেছেন, দেখা যায়। সম্ভবতঃ বলদেব-বিগ্রহ পরে প্রতিষ্ঠিত। সম-সিংহাসনে শ্রীবলদেব ও শ্রীমতী সহ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অবস্থান—তত্ত্ববিরোধপূর্ণ ব্যাপার। বৈশাখী-পূর্ণিমায় পরমেশ্বরী ঠাকুরের তিরোভাবোৎসব হয় ॥২৯

(১৬) ধনঞ্জয় পণ্ডিত (গোপাল-৬)—

নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত, সদা কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৩১ ॥

(১৭) মহেশ পণ্ডিত (গোপাল-৭)—

মহেশ পণ্ডিত—ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥৩২॥

(১৮) পুরুষোত্তম পণ্ডিত (গোপাল-৮)—

নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ-নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥ ৩৩॥

অনুভাষ্য

জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট—যশড়া-গ্রাম—নদীয়া-জেলার চাকদহ ষ্টেশন হইতে (ই, বি, আর লাইনে) এক মাইলের মধ্যে। চৈঃ ভাঃ আদি, ৪র্থ অঃ ও আদি, ১৪শ পঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য। যশড়া-শ্রীপাটের বিবরণে জানা যায় যে, জগদীশ ভট্ট পূর্ব্বদেশে গৌহাটী-অঞ্চলে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা কমলাক্ষ—গয়ঘর বন্দ্যঘটীয় ভট্টনারায়ণের সন্তান। জগদীশের পিতা-মাতা, উভয়েই পরম বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গৃহস্থ ছিলেন। মাতাপিতার অপ্রকটের পর জগদীশ স্বীয় ভার্য্যা 'দুঃখিনী' ও ভ্রাতা মহেশকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন এবং গঙ্গাতীরে বাস ও বৈষ্ণবসঙ্গে কাল কাটাইবার জন্য শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের নিকট আসিয়া বাস করেন। গৌরসুন্দর জগদীশকে হরিনামপ্রচারের জন্য নীলাচলে যাইতে আদেশ করেন। জগদীশ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নীলাচলে নামপ্রচারকালে জগন্নাথ দেবের নিকট প্রার্থনা-ফলে জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়া আধুনিক চাকদহ-থানার অধীন গঙ্গাতীরস্থ যশড়া-গ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে যে, জগদীশ পণ্ডিত পুরুষোত্তম হইতে এই জগন্নাথ-মূর্ত্তি যশড়া-গ্রামে একটী যষ্টিতে বহন করিয়া লইয়া আসেন। অদ্যাপি একটী যষ্টি জগদীশ পণ্ডিতের 'জগন্নাথ-বিগ্রহ-আনা যষ্টি' বলিয়া যশড়ার সেবায়েতগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভু সপার্ষদে দুইবার যশড়া-গ্রামে আগমনপূর্ব্বক সংকীর্ত্তনবিহার, হরিকথা-কীর্ত্তন ও মহা-মহোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

জগদীশ পণ্ডিত গৃহস্থ-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম 'রামভদ্র গোস্বামী'।

পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে জগন্নাথ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; পরে গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। কৃষ্ণনগরের রাজার নির্ম্মিত মন্দিরটী জীর্ণ হইলে স্থানীয় উমেশচন্দ্র মজুমদারের সহধর্ম্মিণী মোক্ষদা দাসী ১৩২৪ সালে বর্ত্তমান মন্দিরের সংস্কার করিয়া দেন—একটী প্রস্তর-ফলকে খোদিত রহিয়াছে। সেই মন্দিরটী—চূড়াবিহীন সাধারণ গৃহাকার। সম্মুখে একটী নাতিবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীরাধাবল্লভ-জিউ ও জগদীশের পত্নী দুঃখিনী-মাতার স্থাপিত গৌরগোপাল-মূর্ত্তি বিরাজিত।

মহাপ্রভু যখন যশড়ায় জগদীশের গৃহ পবিত্র করিয়া নীলাচলে গমনোদ্যত হইলেন, তখন দুঃখিনী গৌরসুন্দরের বিরহে অত্যন্ত কাতর হওয়ায় মহাপ্রভু গৌরগোপাল-বিগ্রহরূপে যশড়া-গ্রামে দুঃখিনীর সেবা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। তদবধি শ্রীগৌরগোপাল-বিগ্রহ (পীতবর্ণ দারুময়ী গোপাল-মূর্ত্তি) তথায় সেবিত হইতেছেন।

এস্থান হইতে গঙ্গা প্রায় এক ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে। যশড়াগ্রামে কিছুকাল কালনার সিদ্ধ ভগবান্‌দাস বাবাজী মহাশয় ভজন করিয়াছিলেন। পরে এই স্থান হইতে বাবাজী মহাশয় কালনায় গিয়া বাস করেন। কালনা হইতেও তিনি এই স্থানে সময় সময় আসিতেন। তখন বিজয়চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবায়েত ছিলেন। শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েত—শ্রীললিতমোহন গোস্বামী। ইঁহারা বাড়ুয্যে; ইঁহাদের মাতুল—গাঙ্গুলীবংশ্য। গদাধর-নামক জনৈক বৈষ্ণবকবি-রচিত জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামীর সূচক-গান অদ্যাপি যশড়া-গ্রামে গীত হইয়া থাকে। গানটীতে অল্পাক্ষরে জগদীশ পণ্ডিতের জীবন-বৃত্তান্ত গ্রথিত আছে। খঞ্জ ভগবানের পুত্র রঘুনাথাচার্য্য জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব দিন—পৌষী শুক্লা তৃতীয়া। প্রতি বৎসর পৌষী শুক্লা দ্বাদশীতে জগদীশ পণ্ডিতের জন্মোৎসব হয় ও স্নানযাত্রা উপলক্ষে বহু লোক সমবেত হন॥ ৩০॥

পণ্ডিত ধনঞ্জয়—ইঁহার নিবাস—কাটোয়ার নিকট

(১৯) বলরাম দাস—

বলরাম দাস—কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী ॥ ৩৪ ॥

(২০) যদুনাথ কবিচন্দ্র—

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ ৩৫ ॥

অনুভাষ্য

শীতলগ্রামে। ইনি দ্বাদশগোপালের অন্যতম 'বসুদাম' সখা। গৌঃ গঃ ১২৭—"বসুদামসখায়াশ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ। যাহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ ॥"

শীতলগ্রাম—বৰ্দ্ধমান জেলান্তর্গত মঙ্গলকোট-থানায় ও কৈচর-ডাকঘরের অন্তর্গত। বৰ্দ্ধমান হইতে কাটোয়া-লাইট্ রেলে কাটোয়া হইতে ৯ মাইল কৈচর-ষ্টেশনে নামিয়া ১ মাইল উত্তরপূর্ব্ব-কোণে। দেবালয়টী খড়ের ঘরের, চারিদিকে মাটির প্রাচীর। বহুকাল পূর্ব্বে 'বাজারবন কাবাশী' গ্রামের মল্লিক বাবুরা শ্রীবিগ্রহের একটী পাকা গৃহ করিয়া দিয়াছিলেন। ৬৪।৬৫ বৎসর হইল, সে মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি এখনও বৰ্ত্তমান। প্রবেশপথের বামদিকে একটী তুলসী-বেদী,—উহাই ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি-বেদী। পশ্চিমদ্বারী গৃহমধ্যে শ্রীধনঞ্জয়ের সেবিত শ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর এবং শ্রীদামোদর-বিগ্রহ আছেন। দেবালয় হইতে অল্প দূরে একটী বাগানে শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়া প্রতিবর্ষে মাঘ-মাসের মাঝামাঝি তিরোভাব-উৎসব হয়। কেহ কেহ বলেন, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রকৃত জন্মভূমি—চট্টগ্রাম জেলায় জাড়গ্রামে। ইনি তথা হইতে শীতলগ্রামে ও সাঁচড়াপাঁচড়া-গ্রামে শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন।

কথিত আছে, ইনি কিছুদিন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত সংকীৰ্ত্তনে করিয়া শীতলগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনধাম-দর্শনে গমন করেন। বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে বৰ্ত্তমান মেমারী-ষ্টেশনের তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সাঁচড়াপাঁচড়া গ্রামে কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক তথায় স্বীয় সহযাত্রী শিষ্যকে শ্রীসেবা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। এজন্য সাঁচড়াপাঁচড়া-গ্রাম-কেও লোকে "ধনঞ্জয়ের পাট" বলিয়া থাকেন। অধুনা এই গ্রামে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কোন নিদর্শনই নাই; কিন্তু শীতলগ্রামেই তাঁহার প্রধান শ্রীপাট। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ইনি জলন্দি গ্রামে দেব-সেবা করেন এবং তথা হইতে পুনরায় শীতলগ্রামে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা প্রকাশ করেন।

শুনা যায়, ধনঞ্জয়ের বংশ নাই। সঞ্জয়-নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম—রামকানাই ঠাকুর। সঞ্জয়ের শ্রীপাট—বৰ্দ্ধমান জেলার ৪।৫ ক্রোশ পূর্ব্বে লোকনগর-ডাকঘরের অন্তর্গত জলন্দি-গ্রামে। সঞ্জয়ের বংশধরগণের মধ্যে এক্ষণে শ্রীনীলমণি ঠাকুর ও শ্রীরাখালচন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি এবং দৌহিত্র-সন্তান শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জলন্দিগ্রামেই বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা আছে। বৰ্ত্তমান বোলপুরের অতি নিকটে মুলুক-গ্রামে উক্ত রামকানাইয়ের শ্রীপাট; সেবায়েত—শ্রীযুগল-কিশোর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগৌরকিশোর মুখোপাধ্যায় ঐ স্থানে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন, **সঞ্জয়** ধনঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন। শীতলগ্রামে এক্ষণে যাহারা সেবায়েত আছেন, তাঁহারা—ধনঞ্জয়-পণ্ডিতের শিষ্যের বংশধর। ধনঞ্জয়-শিষ্য জীবনকৃষ্ণের স্থাপিত প্রাচীন বিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দর-জিউ এক্ষণে গোপাল রায় চৌধুরীর বাটীতে আছেন ॥ ৩১ ॥

মহেশ পণ্ডিত—ইঁহার শ্রীপাট অধুনা পালপাড়ায়। ইনি দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'মহাবাহু' সখা। গৌঃ গঃ ১২৯—"মহেশ-পণ্ডিতঃ শ্রীমন্মহাবাহুর্ব্রজে সখা।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত" ॥

পালপাড়া—নদীয়া-জেলায় ই, বি, আর লাইনের চাকদহ-ষ্টেশন হইতে একমাইল দক্ষিণে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গা এস্থান হইতে দূরে। পূর্ব্বে জিরাটের পূর্ব্বপারে মসিপুর বা যশীপুর (?) নামক স্থানে মহেশ পণ্ডিতের বাস ছিল। কিন্তু মসিপুর গঙ্গাগর্ভগত হওয়ায় সেস্থান হইতে সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী বেলেডাঙ্গায় মহেশ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ কিছুকাল ছিলেন, পরে গঙ্গার ভাঙ্গনে

(২১) দ্বিজ কৃষ্ণদাস—

রাঢ়ে যাঁর জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম কিঙ্কর ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য

বেলেডাঙ্গারও ধ্বংস হইলে পালপাড়ার জমিদার নবকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই শ্রীবিগ্রহ তদানীন্তন সেবায়েত বাবাজী রামকৃষ্ণদাসকে বলিয়া পালপাড়ায় আনয়ন করেন ও তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। নবকুমার বাবুর পুত্র রজনীবাবু ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের জমিগুলি হরেকৃষ্ণদাস বাবাজীকে রেজেষ্টী করিয়া দেন। তদবধি 'পালপাড়া-পাট' নাম চলিয়া আসিতেছে। পালপাড়া—পাঁচনগর পরগণার অন্তর্গত। বেলেডাঙ্গা, বেরিগ্রাম, সুখসাগর, চান্দুড়ে, মনসাপোতা, পালপাড়া প্রভৃতি চৌদ্দটী মৌজা পাঁচনগরে থাকায় উহাকে কেহ কেহ 'নাগরদেশ' বলেন। কাহারও কাহারও মতে, এই মহেশ পণ্ডিত যশড়া-শ্রীপাটের জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহারা বলেন যে, জগদীশ, হিরণ্য ও এই মহেশ পণ্ডিত—তিনভ্রাতা ছিলেন। জগদীশ—জ্যেষ্ঠ, হিরণ্য—মধ্যম ও মহেশ—কনিষ্ঠ। এই মহেশ পণ্ডিতই শ্রীজগদীশের ভ্রাতা কি না, এ বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ না থাকায় ইহার সত্যতা সন্দেহার্হ।

শ্রীমহেশ পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দের সহিত পাণিহাটী মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন ও উৎসবের পর শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্গে সপ্তগ্রামে গিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গে দেখা যায় যে, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যখন খড়দহে আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমহেশ পণ্ডিত সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীপাটের মন্দিরটী সামান্য গৃহাকারে বর্ত্তমান। জীর্ণ মন্দিরে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদন-মোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শালগ্রাম বিরাজিত। মন্দিরের সম্মুখে মহেশ পণ্ডিতের ফুলসমাজ-বেদী। এখন ভিক্ষা দ্বারাই সেবা-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। স্থানীয় শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বার্ষিক ২৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিয়া করেন। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের কোন বংশাবলী বর্ত্তমান নাই। বর্ত্তমান সেবায়েত—শ্রীসনাতন দাসবাবাজী ॥ ৩২ ॥

পুরুষোত্তম পণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ষষ্ঠ অঃ—"পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম। নিত্যানন্দস্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম্ম ॥" ইনি দ্বাদশগোপালের অন্যতম 'স্তোককৃষ্ণ'। গৌঃ গঃ ১৩০ শ্লোক—"স্তোককৃষ্ণঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।" কেহ বলেন, ইঁহারই শ্রীপাট—সুখসাগরে ॥৩৩॥

বলরাম দাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস। যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥"

যদুনাথ কবিচন্দ্র—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ষষ্ঠ অঃ—"যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয় ॥" ঐ মধ্য, ১ম অঃ—"রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত যাঁর নাম। নিত্যানন্দপ্রভুর বাপের সঙ্গী, জন্ম—একগ্রাম ॥ তিন পুত্র—তাঁর কৃষ্ণপদ, মকরন্দ। কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র ॥" ৩৫ ॥

কৃষ্ণদাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দ-পরিষদে যাঁহার বিলাস ॥" ৩৬ ॥

(২২) কালাকৃষ্ণদাস (গোপাল-৯)—

কালা-কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণবপ্রধান।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

কালা কৃষ্ণদাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে। গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ॥" গৌঃ গঃ ১৩২—"কালঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সখা ব্রজে।" ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'লবঙ্গ' সখা। ইঁহার শ্রীপাট 'আকাইহাট' গ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া-থানা ও ডাকঘরের অন্তর্গত এবং কাটোয়া হইতে 'নবদ্বীপ-কাটোয়া' রাজপথের ধারে অবস্থিত। ই, আই, আর লাইনে ব্যাণ্ডেল-জংসন হইতে কাটোয়া-ষ্টেসনে নামিয়া দুই মাইল, অথবা কাটোয়ার পূর্ব্ব ষ্টেসন দাঁইহাটে নামিয়া প্রায় এক মাইল পথ। আকাইহাট-গ্রামটী অতীব ক্ষুদ্র বলিয়া লোক-জনের বাস বিরল। শ্রীপাট অধুনা শ্রীহীন। কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের সমাধিমন্দিরটী কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়া চাপা পড়িয়াছে। রাস্তা হইতে আম্রবাগানের মধ্য দিয়া যাইলে সম্মুখে একটী ভগ্ন কুঠুরি দেখা যায়। কুঠুরির মধ্যে শ্রীবিগ্রহের শূন্য বেদী এবং কুঠুরীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটী খড়ের চালা, তাহার মধ্যে সেবায়েতগণের সমাজ। বর্ত্তমান সেবায়েত—হরেরামদাস বাবাজী। দক্ষিণে একটি পুষ্করিণী—ইহাই

(২৩) সদাশিব কবিরাজ, (২৪) পুরুষোত্তম (গোপাল-১০)—

শ্রীসদাশিব কবিরাজ—বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস—তাঁহার তনয়॥ ৩৮॥

'নাগর' পুরুষোত্তম—

আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য-লীলা করে কৃষ্ণ-সনে॥ ৩৯॥

অনুভাষ্য

"নূপুরকুণ্ড"। প্রবাদ, এই পুষ্করিণীতে, শ্রীখণ্ডের মুকুন্দাত্মজ রঘুনন্দন ঠাকুরের, কাহারও মতে, নিত্যানন্দপ্রভুর নূপুর পতিত হইয়াছিল। শুনা যায়, ঐ নূপুর এবং আকাইহাট-শ্রীপাটের শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীগোপালজিউ, আকাইহাট হইতে তিন ক্রোশ দূরে কড়ুই-গ্রামে মহান্ত-বাটীতে অদ্যাপি আছে। ১২০০ সালের হস্তাক্ষর-লিখিত একখানি শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং ১১৭১ সালের লিখিত একখানি শ্রীচরিতামৃত আছে। চৈত্রমাসে কৃষ্ণা-দ্বাদশী—বারুণীর দিবস—এখানে শ্রীকালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব সম্পন্ন হয়।

পাবনা-জেলান্তর্গত 'সনাতনি'-গ্রামনিবাসী 'গোস্বামী' মহাশয়গণের মতে, কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুর—বরেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ভরদ্বাজ-গোত্র এবং ভাদড়গ্রামী। আকাইহাট হইতে কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুর হরিনাম প্রচার উপলক্ষে পাবনায় আগমন করেন। যে-স্থানে তিনি আশ্রম করেন, সেই মাঠে এখনও গৃহাদির ভগ্ন চিহ্ন আছে। পরে এই স্থানে তাঁহার জ্ঞাতিগণও আগমন করেন। আকাইহাটে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি এই দেশেই বিবাহ করেন এবং কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় আকাইহাটে ও শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

সনাতনি-গ্রামে অবস্থান-কালে তাঁহার 'শ্রীমোহনদাস'-নামে এক পুত্র জন্মে; তাঁহাকে মাতুলালয়ে সনাতনি বা ভাদুটী-মথুরাপুর গ্রামে রাখিয়া এবং সমুদয় সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিয়া সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনেও তাঁহার 'গৌরাঙ্গদাস'-নামে আর এক পুত্র জন্মে। শ্রীবৃন্দাবনে জন্মহেতু গৌরাঙ্গদাসের অপর নাম বৃন্দাবনদাস। পরে জ্যেষ্ঠপুত্র মোহনদাসের নিকট তাঁহাকেও পাঠাইয়া দেন, এবং সম্পত্তির ছয় আনা অংশ লইতে আদেশ করেন। কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকালাচাঁদ-বিগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সেবা করিতে থাকেন।

অনুভাষ্য

কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বংশধরগণ অধুনা পাবনা-জেলায় সনাতনি প্রভৃতি স্থানে আজও বর্ত্তমান।

সনাতনি-স্থিত আশ্রম-বাটীর ভিটা, মন্দিরের ইট এবং পুষ্করিণীর ঘাট এখনও দেখা যায়। এখানকার শ্রীবিগ্রহ—শ্রীকালাচাঁদ জিউ পালাক্রমে কালা-কৃষ্ণদাসের বংশধরগণের দ্বারাই সেবিত হন। এস্থানে অগ্রহায়ণ-মাসে কৃষ্ণা-দ্বাদশীতে কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব হয়।

সদাশিব কবিরাজ ও নাগর পুরুষোত্তম—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"সদাশিব কবিরাজ মহা-ভাগ্যবান্। যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম॥ বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে। নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে॥" গৌঃ গঃ ১৫৬—"পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া পরা। অধুনা গৌড়দেশে সা কবিরাজঃ সদাশিবঃ॥" ১৩১ শ্লোক—"সদাশিবসুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ। বৈদ্যবংশোদ্ভবো নাম্না দামা যো বল্লবো ব্রজে॥" সদাশিব কবিরাজের পিতা কংসারি সেন—কৃষ্ণলীলায় ব্রজের 'রত্নাবলী' সখী। কেহ বলেন, কংসারি সেনের নিবাস—ই, আই, আর লাইনে গুপ্তিপাড়ায়, কিন্তু অধুনা তাহার কোন চিহ্ন তথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইঁহাদের ন্যায় চারি পুরুষ ধরিয়া সিদ্ধ গৌরভক্ত অন্যত্র বিরল।

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট পূর্ব্বে চাকদহ ও শিমুরালি-ষ্টেশন হইতে সমদূরবর্ত্তী সুখসাগরে ছিল। প্রথমে বেলেডাঙ্গা-গ্রাম ধ্বংস হইলে, সুখসাগরে শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহসকল আনীত হন। পরে তাহাও গঙ্গাগর্ভ-জাত হইলে ঐ স্থানে শ্রীজাহ্নবা-মাতার যে গাদি ছিল, সেই গাদির শ্রীবিগ্রহগণের সহিত পুরুষোত্তম ঠাকুরেরও শ্রীবিগ্রহ সাহেবডাঙ্গা বেড়িগ্রামে আনীত হন। বেড়িগ্রামও ধ্বংস হইলে জাহ্নবা-মাতার গাদির শ্রীবিগ্রহ-সমূহের সহিত পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ চাঁন্দুড়ে গ্রামে বিরাজ করিতেছেন।

(২৫) কানু ঠাকুর—

তাঁর পুত্র— মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপূর ॥ ৪০ ॥

(২৬) উদ্ধারণ ঠাকুর (গোপাল-১১)—

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য

ভাগীরথীতীরে চান্দুড়ে গ্রাম—নদীয়া-জেলার অন্তর্গত ও চাকদহ-থানার অধীন, এবং ই, বি, আর লাইনে 'সিমুরালি'-ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে এবং 'পালপাড়া' হইতে এক মাইল পথ।

পুরাতন সুখসাগর নদীগর্ভজাত হওয়ায় নূতন সুখসাগর এই চান্দুড়ে-গ্রাম হইতে ৩।৪ মাইল দূরে, কালীগঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা—শ্রীমতী গঙ্গা-দেবীর ভর্ত্তা—জিরাট-নিবাসী শ্রীমাধবাচার্য্য (মাধব চট্টোপাধ্যায়) কাহারও মতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর, কাহারও মতে শ্রীজাহ্নবা-দেবীর এবং কাহারও মতে এই শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। 'বৈষ্ণব-বন্দনা'-লেখক শ্রীদেবকীনন্দন দাস যে ইঁহারই শিষ্য ছিলেন, তদ্বিষয়ে বৈষ্ণব-বন্দনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

বর্ত্তমান মন্দিরটী মৃন্ময়-প্রাচীরযুক্ত একটী খড়ের গৃহ। মন্দিরগৃহে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, নিতাই-গৌর—দুই দুইটী বিগ্রহ, গোপীনাথ, জাহ্নবা-মাতা, বালগোপাল, রাধা-গোবিন্দ—পাঁচটীযুগল, রেবতী ও বলরাম, এবং শালগ্রাম বিরাজিত। ইঁহার মধ্যে কএকটী শ্রীমূর্ত্তি পুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত, আর বাকী শ্রীমূর্ত্তি জাহ্নবা-দেবীর গাদির,—কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই শ্রীপাটটী 'বসু-জাহ্নবার' পাট' নামেও খ্যাত। চান্দুড়ে-শ্রীপাটের নিম্ন-লিখিত সেবায়েত মহন্তগণের নাম পাওয়া যায়—(১) গোপালদাস মহান্ত, (২) রামকৃষ্ণ, (৩) বিহারিদাস, (৪) রামদাস, (৫) গোপালদাস ও (৬) বর্ত্তমান বৃদ্ধ সেবায়েত—সীতানাথ দাস ॥ ৩৮-৩৯ ॥

কানু ঠাকুর—কেহ কেহ ইঁহাকে দ্বাদশগোপালের অন্যতম বলেন। ইঁহার নিবাস—বোধখানা। ই, বি, আর সেণ্ট্রাল সেক্সনে 'ঝিকরগাছা-ঘাট' ষ্টেশনে নামিয়া কপোতাক্ষ-নদ দিয়া নৌকাপথে অথবা স্থলপথে ২ বা ২॥০ মাইল দূরে শ্রীপাট বোধখানা।

ঠাকুর কানাইর ঊর্দ্ধতন চতুর্থপুরুষ শ্রীকংসারি সেনের নাম 'সঙ্করারি'। দেবকীনন্দন বৈষ্ণব-বন্দনায় ঠাকুর কানাইর ঊর্দ্ধতন চারি পুরুষের নামোল্লেখ করিয়াছেন—"শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ। সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ একমনে। নিরন্তর প্রেমোন্মাদ, বাহ্য নাহি জানে। ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম। কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম ॥"

সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তম ঠাকুর। পুরুষোত্তম-ঠাকুরের পুত্রই কানুঠাকুর। কানুঠাকুরের বংশীয়গণ পুরুষোত্তম ঠাকুরকে 'নাগর পুরুষোত্তম' হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, 'দাস পুরুষোত্তম' বলিয়া যিনি গৌরগণোদ্দেশে উল্লিখিত হইয়াছে এবং যিনি ব্রজ-লীলায় 'স্তোককৃষ্ণ', তিনিই কানুঠাকুরের পিতা; কিন্তু গৌরগণোদ্দেশে,—বৈদ্যবংশোদ্ভূত সদাশিবের পুত্র পুরু-ষোত্তমই 'নাগর পুরুষোত্তম' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই নাগর-পুরুষোত্তম ব্রজলীলার 'দাম' নামক সখা। কানুঠাকুরের বংশীয়গণের মধ্যে এইরূপ কিংবদন্তী চলিত আছে যে, গঙ্গার পূর্ব্বতীরে 'সুখসাগর' নামক গ্রামে পুরুষোত্তম ঠাকুরের বাস ছিল। পুরুষোত্তমের পত্নীর নাম 'জাহ্নবা' ছিল। ঠাকুর কানাইএর আবির্ভাবের পরেই জাহ্নবা অপ্রকট হন। নিত্যানন্দপ্রভু পুরুষোত্তম ঠাকুরের পত্নী-বিয়োগ-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া পুরুষোত্তমের গৃহে আগমন করেন, এবং দ্বাদশ বর্ষের শিশুকে স্বীয় ভবন খড়দহে লইয়া যান।

কানু ঠাকুরের বংশীয়গণের মতানুসারে ১৩৫৭ শকে, বাং ৯৪২ সালে আষাঢ়ী শুক্লা-দ্বিতীয়ায় বৃহস্পতিবারে রথ-যাত্রার দিনে ঠাকুর কানাই আবির্ভূত হইয়াছেন। শিশু-

(২৭) বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য—

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর 'রঘুনাথ পুরী'॥ ৪২॥

(২৮) বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস- ভ্রাতৃত্রয়

বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস,—তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই॥ ৪৩॥

অনুভাষ্য

কাল হইতে ঠাকুরের কৃষ্ণভক্তিপরায়ণতা দেখিয়া নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার নাম "শিশুকৃষ্ণদাস" রাখিয়াছিলেন।

শিশু কৃষ্ণদাস পঞ্চম বর্ষে ঈশ্বরী জাহ্নবা-মাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবন-ধামে গমন করেন। শ্রীজীব গোস্বামি-প্রমুখ ব্রজবাসিগণ শিশুকৃষ্ণদাসের ভাবাদি-দর্শনে তাঁহাকে 'ঠাকুর কানাই' নাম প্রদান করেন। জনশ্রুতি আছে যে, বৃন্দাবনে ঠাকুর কানাই যখন কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দক্ষিণ পদের একটী নূপুর পদ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ঠাকুর কানাই তখন বলেন 'যে-স্থানে এই নূপুর পতিত হইয়াছে, আমি সেই স্থানে বাস করিব'। যশোহর-জেলায় 'বোধখানা' নামক গ্রামে ঐ নূপুর পতিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়, তদবধি ঠাকুর কানাইর বোধখানা আসিয়া বাস।

ইঁহাদের বংশ-পরম্পরায় আর একটী জনশ্রুতি আছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কয়েকশত বর্ষপূর্ব্বে সদাশিবের কোন পূর্ব্ব পুরুষ কর্ত্তৃক 'প্রাণবল্লভ' বিগ্রহ সেবিত হইয়া আসিতেছেন। এই 'প্রাণবল্লভ' এখনও বোধখানায় সেবিত হইতেছেন।

'বর্গীর হাঙ্গামা'র সময় ঠাকুর কানাইএর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্তানগণ ভিন্ন বংশীবদনপ্রমুখ অন্য পুত্রগণ বোধখানা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং নদীয়া-জেলার অন্তর্গত 'ভাজন ঘাট' নামক গ্রামে গিয়া বাস করেন। ঠাকুর কানাইএর কনিষ্ঠ সন্তানগণের মধ্যে 'হরিকৃষ্ণ গোস্বামী' নামে জনৈক ব্যক্তি 'বর্গীর হাঙ্গামা' মিটিবার পর বোধখানায় আসেন। ইনি 'প্রাণবল্লভ' নামে আর একটী নূতন বিগ্রহ স্থাপন করেন। এখনও বোধখানা-গ্রামে ঠাকুর কানাই-এর জ্যেষ্ঠ সন্তানের বংশ্যগণের মধ্যে প্রাচীন "শ্রীপ্রাণ-বল্লভে"র এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বংশ্যগণের মধ্যে নূতন-প্রতিষ্ঠিত "প্রাণবল্লভে"র সেবা হইতেছে। ভাজনঘাটে "শ্রীরাধাবল্লভ" বিগ্রহ সেবিত হইতেছেন। প্রেমবিলাস-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, কানু ঠাকুর খেতরির উৎসবে জাহ্নবা-দেবী ও বীরভদ্রপ্রভুর সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন।

পুরুষোত্তম ঠাকুর ও কানু ঠাকুরের বহু শৌক্র-ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। পুরুষোত্তম ঠাকুরের শৌক্র-ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান চারি জনের নাম এইরূপ উল্লিখিত আছে—

"তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যাশ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। শ্রীমুখো মাধবাচার্য্যো যাদবাচার্য্য-পণ্ডিতঃ। দৈবকীনন্দন-দাসঃ প্রখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে। যেনৈব রচিতা পুস্তী শ্রীমদ্বৈষ্ণব-বন্দনা॥" এই মাধবাচার্য্য—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা গঙ্গা-দেবীর স্বামী। পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহসমূহ সুখ-সাগর-গ্রাম-ধ্বংসের পর চান্দুড়িয়ায় আনীত হইয়া বর্ত্তমানে জিরাটের গঙ্গা-বংশ্যগণের তত্ত্বাবধানে তাঁহার অন্যান্য বিগ্রহের সহিত সেবিত হইতেছেন। পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট "বসু-জাহ্নবার" পাট নামেও অভিহিত।

কানু ঠাকুরের শিষ্যগণ মেদিনীপুর-জেলায় শিলাবতী-নদীর ধারে গড়বেতা-নামক গ্রামে বাস করেন। সামবেদীয় কৌথুমী-শাখার রাঢ়ীশ্রেণীয় 'শ্রীরাম' নামক একটী ব্রাহ্মণ কানাই ঠাকুরের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন॥ ৪০॥

উদ্ধারণ দত্ত—গৌঃ গঃ ১২৯ শ্লোক—"সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ।" ইঁহার নিবাস—হুগলি-জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা-ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সরস্বতী-নদীর তটস্থিত সপ্তগ্রামে। পূর্ব্বে 'সপ্তগ্রাম' বলিতে বাসু-দেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খ-নগর ও সপ্তগ্রাম—ইহাদের সমষ্টি বুঝাইত। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ষষ্ঠ অঃ—"উদ্ধারণ দত্ত মহা-বৈষ্ণব উদার। নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার॥" অন্ত্য, ৫ম অঃ—"কতদিন থাকি' নিত্যানন্দ খড়দহে। সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে॥ উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন প্রভুবর ত্রিবেণীর তীরে॥ কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥ যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র

(২৯) পরমানন্দ উপাধ্যায়, (৩০) জীবপণ্ডিত—

নিত্যানন্দভৃত্য—পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ গুণ গায়॥ ৪৪॥

(৩১) পরমানন্দ গুপ্ত—

পরমানন্দ গুপ্ত—কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥ ৪৫

অনুভাষ্য

হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥'' ইনি শৌক্ল সুবর্ণবণিক-কুলোদ্ভূত।

সপ্তগ্রামে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ও স্বহস্ত-সেবিত মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ মূর্ত্তি। তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীগদাধর বিরাজিত। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম ও সিংহাসন-বেদীর নিম্নে শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য অর্চ্চিত হইতেছেন। বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ নাটমন্দির। নাটমন্দিরের প্রতিস্তম্ভে স্মৃতিরক্ষক প্রস্তরফলকে মন্দির-নির্ম্মাতা ও শ্রীপাটের সংস্কারকগণের নাম খোদিত রহিয়াছে। নাটমন্দিরের সম্মুখেই একটী সুশীতল ছায়াপূর্ণ মাধবীমণ্ডপ। মাধবীমণ্ডপের দুইপার্শ্বে দুইটী স্তম্ভ—একটীতে উদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের একটী আলেখ্য ও অপরটীতে প্রস্তরফলকে চতুর্যুগের চারিটী তারকব্রহ্মনাম খোদিত রহিয়াছে।

১২৮৩ খৃষ্টাব্দে নিতাইদাস বাবাজী-নামক জনৈক ভিক্ষু শ্রীপাটের জন্য ১২ বিঘা জমি সংগ্রহ করেন। তৎপর কাহারও কাহারও বিশেষ চেষ্টায় শ্রীপাটের সেবা কিছুদিন চলিলেও ক্রমশঃ সেবার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পরে ১৩০৬ সালে হুগ্লির ভূতপূর্ব্ব সাব্‌জজ্ বলরাম মল্লিক ও কলিকাতা-বাসী বহু ধনী সুবর্ণবণিকের সমবেত-চেষ্টায় সম্প্রতি শ্রীপাটের সেবার কিছু পারিপাট্য দেখা যায়।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে একটী ভগ্নকুটীরে হুগলী-বালি-নিবাসী পরলোকগত জগমোহন দত্ত-প্রতিষ্ঠিত শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি এখন সপ্তগ্রাম-শ্রীপাটে নাই। তাঁহার আলেখ্যই এখন পূজিত হইতেছেন। অনুসন্ধানে শুনা গেল, উদ্ধারণ ঠাকুরের পূর্ব্বের শ্রীমূর্ত্তি এখন হুগলী-বালি-নিবাসী শ্রীমদন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে এবং ঠাকুরের সেবিত শ্রীশালগ্রাম ঐ গ্রামে শ্রীনাথ দত্তের গৃহে আছেন।

ঠাকুর উদ্ধারণ কাটোয়া হইতে ১॥০ মাইল উত্তরে,

অনুভাষ্য

'নৈহাটী'-গ্রামের রাজার দেওয়ান ছিলেন। দাঁইহাট ষ্টেশনের নিকট অদ্যাপি ঐ রাজবংশ্যগণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঠাকুর রাজকার্য্য উপলক্ষে যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা আজও 'উদ্ধারণপুর' নামে অভিহিত। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এখানকার শ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহ বনওয়ারীবাদের রাজধানীতে নীত হইয়াছেন বলিয়া কথিত। এইস্থানের মন্দিরের পশ্চিমে, (কাহারও মতে, বৃন্দাবনে) ঠাকুরের সমাধি বর্ত্তমান। কাহারও মতে, ঠাকুরের পিতার নাম—শ্রীকর, মাতার নাম—ভদ্রাবতী এবং পুত্রের নাম—শ্রীনিবাস॥ ৪১॥

বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য—চৈঃ ভাঃ—"আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার। পূর্ব্বে 'রঘুনাথপুরী'-নাম খ্যাতি যার॥" গৌঃ গঃ ৯৭—রঘুনাথপুরীকে অষ্টপুরীর নামোল্লেখে অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধির অন্যতম নিরূপণ করিয়াছেন॥ ৪২॥

বিষ্ণুদাস, নন্দন ও গঙ্গাদাস—ইঁহারা তিন ভাই—নবদ্বীপ-বাসী ভট্টাচার্য্য। বিষ্ণুদাস ও গঙ্গাদাস, নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট কিছুদিন ছিলেন। আদি, ১০ পঃ ১৫১ সংখ্যা নন্দনাচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু লুকাইয়া-ছিলেন। নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও কিছুদিন বাস করেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"চতুর্ভুজ পণ্ডিত-নন্দন গঙ্গাদাস। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস॥ ৪৩॥

পরমানন্দ উপাধ্যায়—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"পরমানন্দ উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত।"

শ্রীজীব পণ্ডিত—নিত্যানন্দপিতা হাড়াই ওঝার বাল্য-বন্ধু রত্নগর্ভ আচার্য্যের মধ্যমপুত্র। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ষষ্ঠ অঃ—"মহাভাগ্যবন্ত জীবপণ্ডিত উদার। যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার॥" ইনি ব্রজের ইন্দিরা—গৌঃ গঃ ১৬৯ শ্লোক॥৪৪॥

পরমানন্দ গুপ্ত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের

(৩২) নারায়ণ, (৩৩) কৃষ্ণদাস, (৩৪) মনোহর,
(৩৫) দেবানন্দ—

নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর।
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর ॥ ৪৬ ॥

(৩৬) হোড় কৃষ্ণদাস—

হোড় কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ।
শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন ॥৪৭॥

(৩৭) নকড়ি, (৩৮) মুকুন্দ, (৩৯) সূর্য্য, (৪০) মাধব,
(৪১) শ্রীধর (গোপাল-১২), (৪২) রামানন্দ,
(৪৩) জগন্নাথ, (৪৪) মহীধর—

নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য, মাধব, শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ, মহীধর ॥ ৪৮ ॥

(৪৫) শ্রীমন্ত, (৪৬) গোকুলদাস, (৪৭) হরিহরানন্দ,
(৪৮) শিবাই, (৪৯) নন্দাই, (৫০) পরমানন্দ—

শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ।
শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ ॥ ৪৯ ॥

(৫১) বসন্ত, (৫২) নবনী, (৫৩) গোপাল, (৫৪) সনাতন,
(৫৫) বিষ্ণাই, (৫৬) কৃষ্ণানন্দ, (৫৭) সুলোচন—

বসন্ত, নবনী হোড়, গোপাল, সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন ॥ ৫০ ॥

(৫৮) কংসারি, (৫৯) রামসেন, (৬০) রামচন্দ্র,
(৬১) গোবিন্দ, (৬২) শ্রীরঙ্গ, (৬৩) মুকুন্দ—

কংসারি সেন, রামসেন, রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ, তিন কবিরাজ ॥ ৫১ ॥

(৬৪) পীতাম্বর, (৬৫) মাধবাচার্য্য, (৬৬) দামোদর, (৬৭) শঙ্কর,
(৬৮) মুকুন্দ, (৬৯) জ্ঞানদাস, (৭০) মনোহর—

পীতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দাস দামোদর।
শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ॥ ৫২ ॥

(৭১) গোপাল, (৭২) রামভদ্র, (৭৩) গৌরাঙ্গদাস,
(৭৪) নৃসিংহ-চৈতন্য, (৭৫) মীনকেতন—

নর্ত্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহচৈতন্য, মীনকেতন রামদাস ॥ ৫৩ ॥

অনুভাষ্য

আলয় ॥" গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ১৯৯ শ্লোক—ইনি ব্রজের মঞ্জুমেধা—"পরমানন্দ-গুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী" ॥ ৪৫ ॥

নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, মনোহর ও দেবানন্দ—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি। নিত্যানন্দপ্রিয় 'মনোহর', 'নারায়ণ'। 'কৃষ্ণদাস' 'দেবানন্দ'—এই চারিজন ॥" ৪৬ ॥

হোড় কৃষ্ণদাস—"বড়গাছি-নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস। যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥" এবং বড়গাছির মাহাত্ম্য (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ)। নবনী হোড় দ্রষ্টব্য ॥৪৭॥

নবনী হোড়—বড়গাছি-নিবাসী হরি হোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস হোড়। বড়গাছি (বহিরগাছি)—ই, বি, আর লালগোলা-ঘাট লাইনে মুড়াগাছা-ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে,—ধর্ম্মদহের অপর পারে 'গুড়গুড়ে' খালের তীরে অবস্থিত। ইহার নিকটবর্ত্তী শালিগ্রামে রাজা কৃষ্ণদাসের উদ্যোগে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হয় (ভক্তি-রত্নাকর ১২ তরঙ্গ)। 'রুকুণপুর' বহিরগাছি হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। তাঁহার পুত্র নবীন হোড়। ইঁহার বংশ্যগণ এক্ষণে রুকুণপুরে আছেন। ইঁহারা শৌক্রদক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ ব্রহ্মসংস্কারবিশিষ্ট থাকিয়া সর্ব্বর্ণের দীক্ষা-প্রদান-কার্য্য করিয়া থাকেন। বড়গাছিতে পূর্ব্বকালে গঙ্গা ছিল, এক্ষণে উহা 'কাল্‌শির খাল' নামে খ্যাত।

কৃষ্ণানন্দ—৩৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৫০ ॥

কংসারি সেন—ইনি ব্রজের 'রত্নাবলী'। গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০০ শ্লোক এবং 'সদাশিব কবিরাজ' দ্রষ্টব্য।

রামচন্দ্র কবিরাজ—খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের ও সুনন্দার পুত্র এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য এবং ঠাকুর নরোত্তমের প্রিয়বন্ধু। ঠাকুর নরোত্তম ইঁহার সঙ্গ জন্মে জন্মে প্রার্থনা করিয়াছেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ। ইঁহার কৃষ্ণভক্তি-দর্শনে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বৃন্দাবনে ইঁহাকে 'কবিরাজ' নাম প্রদান করেন। ইনি আজন্ম সংসারে বিরাগী এবং ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর প্রচারের ও ভজনের প্রধান ও প্রিয়তম সঙ্গী ছিলেন। ইনি প্রথমে শ্রীখণ্ডে, পরে ভাগীরথীতীরে 'কুমারনগরে' আসিয়া বাস করেন (ভক্তিরত্নাকর দ্রষ্টব্য)।

(৭৬) শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন দাস—

বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন।
'চৈতন্য-মঙ্গল' যিঁহো করিল রচন॥ ৫৪॥

ব্যাসদেব কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা, ও চৈতন্য-ভাগবতে গৌরলীলা-বর্ণন—

ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস- বৃন্দাবন দাস॥ ৫৫॥

বীরভদ্রগোসাঞি-শাখা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সর্ব্বশাখা-শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত, তার অন্ত নাই॥ ৫৬॥

অসংখ্য নিত্যানন্দগণ—

অনন্ত নিত্যানন্দগণ—কে করু গণন।
আত্মপবিত্রতা-হেতু লিখিলাঙ কত জন॥৫৭॥

তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেমদানে জগদুদ্ধার—

এই সর্ব্বশাখা পূর্ণ—পক্ক-প্রেমফলে।
যারে দেখে, তারে দিয়া ভাসাইল সকলে॥৫৮॥

তাঁহাদের অব্যবহিত কৃষ্ণপ্রীতি-চেষ্টা—

অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে, কৃষ্ণ দিতে সবে ধরে মহাবল॥৫৯॥
সংক্ষেপে কহিলাঙ এই নিত্যানন্দগণ।
যাঁহার অবধি না পায় 'সহস্র-বদন'॥ ৬০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৬১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ-স্কন্ধশাখা-বর্ণনং নাম একাদশ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

গোবিন্দ কবিরাজ—খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের কনিষ্ঠ পুত্র এবং রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা। ইনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন; পরে, শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। ইনি প্রথমে শ্রীখণ্ডে, পরে কুমারনগরে, পরে পদ্মার দক্ষিণ তীরে "তেলিয়া বুধরি" গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার কবিত্ব-দর্শনে ইঁহাকেও শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'কবিরাজ' নাম প্রদান করেন। ইনি "সঙ্গীত-মাধব" নাটক ও 'গীতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা (ভক্তিরত্নাকর নবম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)॥ ৫১॥

অনুভাষ্য

মীনকেতন রামদাস—গৌঃ গঃ ৬৮ শ্লোক—"অমুং প্রাবিশতাং কার্য্যাৎ সহজৌ নিশঠোল্মুকৌ। মীনকেতন-রামাদির্ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণোঽপরঃ॥ ৫৩॥

বৃন্দাবন দাস—গৌঃ গঃ ১০৯—"বেদব্যাসো য এবাসী-দ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা। সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং তমাবিশৎ॥" শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীর পুত্র 'চৈতন্য-ভাগবতে'র লেখক। ভাষ্যকারকৃত চৈতন্যভাগবতের ভূমিকায় "ঠাকুরের জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য॥ ৫৪॥

ইতি অনুভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদের কথাসার

এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতপ্রভুর শাখাসকল বর্ণন করিয়া তন্মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতানুযায়ী বৈষ্ণবগণকে 'সারগ্রাহী' ও অপর সকলকে 'অসার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। অবশেষে শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর শাখা বর্ণন করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিয়াছেন। মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতনন্দন গোপাল-মিশ্র ও অদ্বৈতদাস কমলাকান্ত বিশ্বাসের আখ্যায়িকাদ্বয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম জীবনে গুণ্ডিচা-মন্দির-সংস্কার-সময়ে শ্রীগোপালের প্রেমমূর্চ্ছা এবং শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় মূর্চ্ছাভঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্য-কিঙ্কর কমলাকান্ত

খাস রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট অদ্বৈতপ্রভুর ঋণশোধের ন্য তিনশত টাকা ভিক্ষা করেন ; তাহা জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু ঐ বাউলিয়া বিশ্বাসকে দণ্ড প্রদানপূর্ব্বক অদ্বৈতাচার্য্যের অনুরোধে শোধন করেন।

সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহি-ভেদে দ্বিবিধ অদ্বৈতদাসগণ—

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ॥১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥

গৌরভক্ত সারগ্রাহী অদ্বৈতদাসগণের বন্দনা—

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ৩ ॥

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ—আচার্য্য-গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হইল, তার লেখা নাঞি ॥ ৪ ॥

গৌরকৃপায় সারগ্রাহী অদ্বৈতদাসগণেরই বিস্তার—

চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৫ ॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥ ৬ ॥
সেই জলে স্কন্ধ করে শাখাতে সঞ্চার।
ফলে-ফুলে বাড়ে,—শাখা হইল বিস্তার ॥ ৭ ॥

অদ্বৈতদাসগণের দুইটী পৃথক্ মত—

প্রথমে ত' আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥ ৮ ॥

সারগ্রাহিগণের অদ্বৈতানুগত্যে গৌরভক্তি, অসারগণের স্বতন্ত্রভাবে গৌরবিরোধ—

কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র ॥ ৯॥

আচার্য্যানুগত্যই সার, অন্যথা অসার—

আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার ॥১০॥

অভক্ত অদ্বৈতদাসাভিমানিগণের উল্লেখ-কারণ ও দৃষ্টান্ত—

অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥ ১১ ॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে।
পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংস্কার করিতে ॥১২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অনুগতজন দুই প্রকার, অর্থাৎ 'সারগ্রাহী' ও 'অসারবাহী'। তন্মধ্যে অসারবাহিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সারগ্রাহী চৈতন্যদাসদিগকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যাখ্য অমরতরুর দ্বিতীয়স্কন্ধরূপী অদ্বৈতপ্রভুর শাখাস্বরূপ গণসকলকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

প্রথমে অদ্বৈতপ্রভুর সকলগণেরই একমত ছিল, পরে কতকগুলি লোকের দৈববিপাকে পৃথক্ মত হইয়া পড়িল। আচার্য্যের নিজমতে যাঁহারা চলিলেন, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব ; যাঁহারা দৈবপরতন্ত্র হইয়া আচার্য্যোপদিষ্ট মত হইতে স্বতন্ত্র কোন প্রকার স্ব-মত কল্পনা করিলেন, তাঁহারা অসার। অসার ব্যক্তিদিগের নামে আমাদের কিছু প্রয়োজন নাই, তথাপি সারগ্রাহি-বৈষ্ণবদিগকে অসারবাহিগণ হইতে পৃথক্ রাখিবার অভিপ্রায়ে একত্রে গণনা করতঃ পাতনা উড়াইয়া ধান্য পৃথক্ করার ন্যায় উল্লেখ করিতেছি ॥ ৮-১২ ॥

অনুভাষ্য

সারাসারভৃতঃ (সারঃ অদ্বৈতানুগো গৌরহরিজনঃ, অসারঃ তদনুগাভিমানী গৌরহরিবিমুখজনঃ, তৌ বিভ্রতীতি তান্) অখিলান্ (সর্ব্বান্) অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ (অদ্বৈতস্য অঙ্ঘ্রী এব অব্জে তয়োঃ ভৃঙ্গান্ ভ্রমরান্ অদ্বৈতসেবকান্) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) অসারান্ (তদনুগপ্রায়ান্ শুদ্ধভক্তিরহিতান্ মায়াবাদিনঃ) চৈতন্যজীবনান্ (চৈতন্য এব জীবনং যেষাং তান্ গৌরপ্রাণান্) সারভৃতঃ (সারগ্রাহিণঃ) ভাগবতান্ নৌমি (নমস্করোমি) ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ (গৌরামরবৃক্ষস্য) দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ

(১) অচ্যুতানন্দ-শাখা—

অচ্যুতানন্দ—বড় শাখা, আচার্য্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্যচরণ ॥ ১৩ ॥

অচ্যুতের গুণবর্ণন—

চৈতন্য গোসাঞির গুরু—কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি' দুঃখ পাইল অতি ॥১৪

অনুভাষ্য

শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ (বৃক্ষশাখাতুল্যান্) গণান্ (আশ্রিতকৃষ্ণজনান্) বয়ং নুমঃ (নমস্কুর্ম্মঃ) ॥ ৩ ॥

অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈতপ্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ড ৯ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—"অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ"। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "অদ্বৈত-চরিত" গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—"অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতগর্ভাব্ধি-সম্ভবম্। আচার্য্যতনয়েষ্বেতে ত্রয়ো গৌরগণাঃ স্মৃতাঃ॥ চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্॥"

অতএব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৌরভক্ত পুত্রত্রয়ের মধ্যে অচ্যুতানন্দই জ্যেষ্ঠ। অদ্বৈতের বিবাহ পঞ্চদশ শক-শতাব্দীর প্রারম্ভেই হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে যে-বর্ষে রামকেলি হইয়া বৃন্দাবনগমনে মানস করেন, সেই বর্ষে অর্থাৎ ১৪৩৩।৩৪ শকাব্দে অচ্যুতানন্দের বয়ঃক্রম পঞ্চবর্ষ মাত্র ছিল। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে, তিনি "পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সুতরাং অচ্যুতানন্দ ১৪২৮ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন। অচ্যুত-জন্মের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর জন্মকালে অদ্বৈতপত্নী সীতা প্রভুর জন্ম দেখিতে আসিয়াছেন, সুতরাং ২১ বৎসরের মধ্যে তাঁহার আরও ৩টী পুত্র হওয়ার অসম্ভাবনা নাই। 'নিত্যানন্দ-দায়িনী' পত্রিকা ১৭৯২ শকে মুদ্রিত প্রাকৃত সহজিয়া সখীভেকী-দলের লোকনাথদাস নামে জনৈক ব্যক্তির রচিত 'সীতাদ্বৈতচরিত' নামক একখানা বাঙ্গালা কবিতা-গ্রন্থে অচ্যুতানন্দকে মহাপ্রভুর সহপাঠী বলিয়া বর্ণন করিয়াছে; উহা চৈতন্যভাগবতের বিরুদ্ধ। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া যে-কালে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আগমন করেন, তখন ১৪৩১ শকাব্দা; অচ্যুতানন্দ তখন তিন বর্ষের শিশু—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১ম অঃ) 'দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত-তনয়। আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র-পদতলে। ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে॥ প্রভু বলে,—'অচ্যুত, আচার্য্য মোর পিতা। সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় (হই) দুই ভ্রাতা॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপে মহাপ্রকাশের পূর্ব্বে অদ্বৈতকে আনিবার জন্য শ্রীরাম পণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠান। সেকালে অচ্যুতানন্দ পিতামাতার সহিত আনন্দ-ক্রন্দনে যোগ দিয়াছিলেন। "অদ্বৈতের তনয় 'অচ্যুতানন্দ' নাম। পরমবালক, সেহো কান্দে অবিরাম॥" আবার অদ্বৈতপ্রভু যখন ভক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞানব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রহার করিতেছেন, সেক্ষেত্রেও অচ্যুতানন্দ বর্ত্তমান। প্রভুর সন্ন্যাসের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল ঘটনা স্বীকার করিতে হয়। (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৯ অঃ)—"অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈততনয়।" শ্রীঅচ্যুত বাল্যকালাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত। তিনি কোন দিন দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করিয়াছেন, এরূপ কোন কথা জানা যায় নাই। শ্রীঅদ্বৈত-শাখাবর্ণনে তাঁহার নাম শিষ্যগণের অগ্রগণ্য। শ্রীযদুনন্দনদাস-কৃত শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর "শাখা-নির্ণয়ামৃত" গ্রন্থে আমরা অচ্যুতানন্দ ঠাকুরকে গদাধরের শিষ্য ও শাখা বলিয়া জানিতে পারি—"মহারসামৃতানন্দ-মচ্যুতানন্দনামকম্। গদাধর-প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্॥" নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া অচ্যুতানন্দ ভজন করিয়াছেন (আদি, ১০ম পঃ)—"অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত আচার্য্যতনয়। নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-আশ্রয় ॥" শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী শেষজীবনে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে বাস করেন; এতদ্দ্বারা অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি অদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত সেবকমণ্ডলী অনেকেই শ্রীগদাধরের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়। অচ্যুতানন্দের শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি অতি বাল্যকাল হইতেই প্রবল ভক্তির নিদর্শন জানা যায়। রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তনের মধ্যেও আমরা প্রভুপ্রিয় অচ্যুতানন্দকে সকল বারেই দর্শন করি—আদি, ১৩পঃ ৪৫২ দ্রষ্টব্য। "শান্তিপুর-আচার্য্যের

জগদ্গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ ॥ ১৫ ॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি।
তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥ ১৬ ॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥১৭॥

(২) কৃষ্ণমিশ্র—

কৃষ্ণমিশ্র-নাম আর আচার্য্য-তনয়।
চৈতন্য-গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥ ১৮ ॥

(৩) গোপালের বাল্য-চরিত্র—

শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্য্যের সুত।
তাঁর চরিত্র, শুন, অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ ১৯ ॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেম-সুখে ॥ ২০ ॥
নানা-ভাবোদ্গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোসাঞি হরি বলে' আনন্দিত মন ॥ ২১ ॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মূর্চ্ছিত।
ভূমেতে পড়িল, দেহে নাহিক সম্বিৎ ॥ ২২ ॥

অনুভাষ্য

…ক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তাহাঁ, আর সব গায় ॥" …ই সময় বালকের বয়স—ছয় বৎসর মাত্র। শ্রীকবিকর্ণপূর-প্রণীত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় অচ্যুতানন্দকে 'গদাধরের শিষ্য এবং কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে কার্ত্তিক এবং কেহ তাঁহাকে 'অচ্যুতা'-নাম্নী গোপীকা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রন্থকার উভয় মতেরই সমীচীনতা আছে, স্থির করিয়াছেন—"তস্য পুত্রোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভঃ। শ্রীমৎপণ্ডিতগোস্বামি-শিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতম্ ॥ যঃ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রাগাসীৎ ইতি জল্পন্তি কেচন। কেচিদাহু রসবিদোঽচ্যুতা নাম্নী তু গোপিকা। উভয়ন্তু সমীচীনং দ্বয়োরেকত্র সঙ্গতাৎ ॥" শ্রীনরহরিদাস-কৃত 'নরোত্তমবিলাস' গ্রন্থে শ্রীঅচ্যুতানন্দের খেতরি-মহোৎসবে আগমন এবং যোগদানের কথা সবিস্তার বর্ণন আছে। জননী শ্রীসীতা ও শ্রীজাহ্নবার অনুরোধক্রমে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও তিনি মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ঐ নরহরিদাসের মতে তিনি শেষকালে শান্তিপুরের বাটীতে বাস করিয়াছেন; শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত এবং পরে শ্রীগদাধরের নিকট পুরীতে বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই জানা যায়। বলা বাহুল্য, বিবাহ না করায় অচ্যুতানন্দের কোন সন্তানাদি নাই ॥ ১৩-১৭ ॥

কৃষ্ণমিশ্র—সংস্কৃতভাষায় লিখিত 'অদ্বৈতচরিত' গ্রন্থে—"অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাব্ধিসম্ভবম্ ॥" শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ছয়টী পুত্রের মধ্যে—অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল,—এই ভ্রাতৃত্রয় শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যে নিযুক্ত ছিলেন। গৌঃ গঃ ৮৮ শ্লোক—"কার্ত্তিকেয়ঃ কৃষ্ণমিশ্রঃ তৎসাম্যাদিতি কেচন।" কৃষ্ণমিশ্রের দুই পুত্র—(১) রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, (২) দোলগোবিন্দ। তন্মধ্যে রঘুনাথের বংশ শান্তিপুরে মদনগোপালের পাড়ায়, গণকর, মৃজাপুর ও কুমারখালিতে আছেন। দোলগোবিন্দের তিনপুত্র—(১) চাঁদ, (২) কন্দর্প, (৩) গোপীনাথ। কন্দর্পের বংশ মালদহ, জিকাবাড়ীতে আছেন। গোপীনাথের তিন পুত্র—(১) শ্রীবল্লভ, (২) প্রাণবল্লভ ও (৩) কেশব। শ্রীবল্লভের বংশ মশিয়াডারা (মহিষডেরা ?), দামুকদিয়া ও চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানে আছেন। শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গানারায়ণ হইতে মশিয়াডারার বংশ-ধারা ও কনিষ্ঠপুত্র রামগোপাল হইতে দামুকদিয়া, চণ্ডীপুর, শোলমারি প্রভৃতি গ্রামসমূহের বংশ-ধারা। প্রাণবল্লভ ও কেশবের বংশ উথলীতে বাস করিতেছেন। প্রাণবল্লভের পুত্র—রত্নেশ্বর, তাঁহার তনয়—কৃষ্ণরাম, তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান—লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র—নবকিশোর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের জ্যেষ্ঠতনয় 'জগবন্ধু' এবং তৃতীয় তনয় 'বীরচন্দ্র' ভিক্ষুকাশ্রম-গ্রহণ করিয়া কাটোয়ায় শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাঁহাদিগকে লোকে 'বড়প্রভু' ও 'ছোটপ্রভু' বলিত। ইঁহারাই শ্রীধামানবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রবর্ত্তন করেন। কৃষ্ণমিশ্রের পূর্ণ বংশতালিকা বৈষ্ণবমঞ্জুষা—৪র্থ সংখ্যায় "অদ্বৈত-বংশ" দ্রষ্টব্য ॥ ১৮ ॥

গোপাল—অদ্বৈতপ্রভুর তিনজন বৈষ্ণব-পুত্রের মধ্যে অন্যতম। মধ্য, ১২ পঃ ১৪৩-১৪৯ দ্রষ্টব্য ॥ ১৯-২৬ ॥

দুঃখিত হইলা আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা।
রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া ॥ ২৩ ॥
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য, না হয় চেতন।
আচার্য্যের দুঃখে বৈষ্ণব করেন ক্রন্দন ॥ ২৪॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি'।
উঠহ, গোপাল,—বল' বল' 'হরি' 'হরি' ॥ ২৫ ॥
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শধ্বনি শুনি'।
আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি ॥ ২৬ ॥
আচার্য্যের আর পুত্র—শ্রীবলরাম।
আর পুত্র—'স্বরূপ' শাখা 'জগদীশ' নাম ॥২৭॥

(৪) কমলাকান্ত—

'কমলাকান্ত বিশ্বাস'-নাম আচার্য্য-কিঙ্কর।
আচার্য্য-ব্যবহার, সব—তাঁহার গোচর ॥২৮ ॥

কমলাকান্তের চরিত—

নীলাচলে তিঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া ॥ ২৯ ॥
সেই পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে ॥৩০॥

কমলাকান্তের পত্রে বাউল-মত—

সে পত্রীতে লেখা আছে,—এই ত' লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করছে স্থাপন ॥ ৩১ ॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত-তিন ॥ ৩২ ॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাঁদমুখ ॥ ৩৩ ॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি, আচার্য্য—দৈবতে ঈশ্বর ॥৩৪॥

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণকে জীবজ্ঞানে দরিদ্রবুদ্ধিই মায়াবাদ বা বাউল-মত—

ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা ॥ ৩৫ ॥

বাউলিয়ার দণ্ড—

গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল,—ইহাঁ আজি হৈতে
বাউলিয়া 'বিশ্বাসে' এথা না দিবে আসিতে ॥
দণ্ড শুনি' 'বিশ্বাস' হইল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত ॥ ৩৭ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর তাঁহাকে সান্ত্বনা-দান—

বিশ্বাসেরে কহে,—তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই' মনে আমি কৈলুঁ অনুমান ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য

সম্বিত,—সংবিদ্, জ্ঞান ॥ ২২ ॥

বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ—সংস্কৃত 'অদ্বৈতচরিত' গ্রন্থে—"চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্ ॥" ইহারা তিনজনই গৌর-বিমুখ স্মার্ত্ত বা মায়াবাদী, সুতরাং অবৈষ্ণব। বলরামের তিন স্ত্রীর গর্ভে নয়টী পুত্র হয়; প্রথমপক্ষীয় কনিষ্ঠ সন্তান মধুসূদন 'গোঁসাঞি ভট্টাচার্য্য' নামে খ্যাত হইয়া স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র রাধারমণ "গোস্বামী ভট্টাচার্য্য" নাম গ্রহণ করিয়া ত্যক্তগৃহের যোগ্য সংজ্ঞা 'গোস্বামী' শব্দের অবমাননা করেন এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আনুগত্যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর 'কুশ-পুত্তলিকা' দগ্ধ করিয়া প্রেত বা রাক্ষস শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি বিষ্ণুভক্তি

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

বাউলিয়া বিশ্বাস,—কমলাকান্ত বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত (বাউলের) পাগলের ন্যায় বলিয়া তাহাকে 'বাউলিয়া বিশ্বাস' বলা হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য

পরা স্মৃতির বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মূর্খতা ও মহাপরাধ প্রদর্শন করেন। শুদ্ধ-ভক্ত না হইয়াই কতিপয় গ্রন্থ ও আকরগ্রন্থের টীকা রচনা করেন—ঐ গুলি শুদ্ধভক্তের আদরণীয় নহে। বলরামের বংশতালিকা—মঞ্জুষা (৪র্থ সংখ্যায়) দ্রষ্টব্য ॥ ২৭ ॥

কমলাকান্ত বিশ্বাস—আদি, ১০ম পঃ ১৪৯ সংখ্যায় লিখিত 'কমলানন্দ' ও মধ্য, ১০ম পঃ ৯০ সংখ্যায় লিখিত 'কমলাকান্ত' সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। বিশ্বাস কমলাকান্ত—আদি ১০ম পঃ ১১০ সংখ্যা-লিখিত তন্নামধেয় জনের সহিত

মুক্তি—শ্রেষ্ঠ করি' কৈনু বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥ ৪০ ॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ মুকুন্দ ॥ ৪১ ॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড প্রসাদ আর লোক পাবে কতি ॥ ৪২ ॥
এত কহি' আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হইয়া আইল মহাপ্রভু-পাশ ॥ ৪৩ ॥

কমলাকান্তের দণ্ড-দর্শনে প্রভুর প্রতি অদ্বৈত-বাক্য—

প্রভুরে কহেন,—তোমার না বুঝি এ লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা ॥ ৪৪ ॥
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ॥৪৫॥

মহাপ্রভুর হাস্য ও প্রসাদ—

এত শুনি' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইয়া কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা ॥ ৪৬ ॥

অদ্বৈতের উক্তি—

আচার্য্য কহে,—ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥ ৪৭ ॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দুঁহার অন্তর-কথা দুঁহে সে জানিল ॥ ৪৮ ॥

বাউলিয়ার প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি—

প্রভু কহে,—বাউলিয়া, ঐছে কেনে কর।
আচার্য্যের লজ্জা-ধর্ম্ম-হানি সে আচর ॥ ৪৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈষ্ণব-আচার্য্যের কর্ত্তব্য-নির্ণয়—

প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ ৫০ ॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন ॥ ৫১ ॥
লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিবে কভু ইহা জানি' ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান করিতে করিতে কোন-ছলে অদ্বৈত-প্রভু ভক্তি অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

অনুভাষ্য

এক। কমলাকান্ত-ব্রাহ্মণ—প্রভুর নিজগণ। কমলাকান্ত বিশ্বাস—অদ্বৈত-সেবক হইয়া প্রভুর গণ। শ্রীপরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিবার কালে নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ-কমলাকান্তকে বা কমলানন্দকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আসেন। মধ্য ১০ম পঃ ৯০—"প্রভুর একভক্ত 'দ্বিজ কমলাকান্ত' নাম। তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ ॥" ২৮ ॥

ঈশ্বরেরে দৈন্য করি'—ঈশ্বরকে দীন করাইয়া ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বাসে—কমলাকান্ত বিশ্বাসকে ॥ ৩৬ ॥

বশিষ্ঠ—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—উহা বিষ্ণুভক্তি বিরোধী মায়াবাদ বা ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ নির্ব্বাণ-মোক্ষের প্রতিপাদক বলিয়া শুদ্ধভক্তের অপাঠ্য ॥ ৪০ ॥

অদ্বৈতদণ্ড—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৯ অঃ; মুকুন্দদণ্ড—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ এবং শচীমাতার দণ্ড—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৪০-৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কমলাকান্ত (অদ্বৈত) আচার্য্যকে 'ঈশ্বর' বলিয়া স্থাপন করতঃ রাজার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। এরূপ কার্য্যে মহাপ্রভু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আচার্য্য 'ঈশ্বর' হইলেও তাঁহার জগৎশিক্ষকতারূপ মানবলীলা প্রসিদ্ধ। ঋণগ্রস্ত হইয়া রাজার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করা আচার্য্যদিগের পক্ষে নির্লজ্জ ব্যবহার। অর্থলালসা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, তাহাতে আবার বিদেশীয় রাজার নিকট ঋণ-পরিশোধের জন্য অর্থলালসা প্রকাশ করিলে ধর্ম্মের হানি হয়। রাজা স্বভাবতঃ বিষয়িলোক। বিষয়ীর অন্ন খাইলে চিত্ত দুষ্ট হয়; চিত্ত দুষ্ট হইলে কৃষ্ণস্মৃতি-অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়। সকল লোকের পক্ষেই ইহা নিষিদ্ধ; বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। নামোপদেশ,—আচার্য্যের কর্ত্তব্য, কিন্তু অর্থ লইয়া যাহারা নামোপদেশ করে, তাঁহারা 'নামোপদেষ্টা' পদের যোগ্য ন'ন, বরং নামাপরাধী। এরূপ

অনুভাষ্য

সে আমাকে অপ্রাকৃত নারায়ণও বলে, আবার কার্য্যতঃ আমাকে প্রাকৃত অর্থভিক্ষু দরিদ্রও জ্ঞান করে ॥ ৪৭ ॥

অদ্বৈতের আনন্দ—

এই শিক্ষা সবাকারে, সবে মনে কৈল।
আচার্য্য-গোসাঞিঃ মনে আনন্দ পাইল ॥৫৩॥

মহাপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু—পরস্পরের মর্ম্মজ্ঞ

আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভুমাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে ॥ ৫৪ ॥
এই ত' প্রস্তাবে আছে বহুল বিচার।
গ্রন্থ-বাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার ॥ ৫৫ ॥

(৫) যদুনন্দনাচার্য্য-শাখা—

শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য—অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা-উপশাখা-গণের নাহি লেখা ॥ ৫৬ ॥
বাসুদেব দত্তের তিঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ ॥ ৫৭ ॥

(৬) ভাগবতাচার্য্য, (৭) বিষ্ণুদাস, (৮) চক্রপাণি,
(৯) অনন্ত আচার্য্য—

ভাগবতাচার্য্য, আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য, আর অনন্ত আচার্য্য ॥৫৮॥

(১০) নন্দিনী, (১১) কামদেব, (১২) চৈতন্যদাস,
(১৩) দুর্লভবিশ্বাস, (১৪) বনমালিদাস—

নন্দিনী, আর কামদেব, চৈতন্যদাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস, আর বনমালিদাস ॥ ৫৯ ॥

(১৫) জগন্নাথ ও (১৬) ভবনাথ কর, (১৭) হৃদয়ানন্দ,
(১৮) ভোলানাথ—

জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন, আর দাস ভোলানাথ ॥ ৬০ ॥

(১৯) যাদব, (২০) বিজয়, (২১) জনার্দ্দন, (২২) অনন্তদাস,
(২৩) কানুপণ্ডিত, (২৪) নারায়ণ—

যাদবদাস, বিজয়দাস, জনার্দ্দন।
অনন্তদাস, কানুপণ্ডিত, দাস নারায়ণ ॥ ৬১ ॥

(২৫) শ্রীবৎস, (২৬) হরিদাস ব্রহ্মচারী, (২৭) পুরুষোত্তম
ও (২৮) কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—

শ্রীবৎস পণ্ডিত, ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, আর কৃষ্ণদাস ॥ ৬২ ॥

(২৯) পুরুষোত্তমপণ্ডিত, (৩০) রঘুনাথ, (৩১) বনমালী,
(৩২) বৈদ্যনাথ—

পুরুষোত্তম পণ্ডিত, আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র, আর বৈদ্যনাথ ॥ ৬৩ ॥

(৩৩) লোকনাথ ও (৩৪) মুরারিপণ্ডিত, (৩৫) হরিচরণ,
(৩৬) মাধবপণ্ডিত—

লোকনাথ পণ্ডিত, আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ, আর মাধব পণ্ডিত ॥ ৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কার্য্য করিলে তাঁহাদের লোক-লজ্জা ও ধর্ম্ম-কীর্ত্তিতে অত্যন্ত হানি হয় ॥ ৪৯-৫৩ ॥

অনুভাষ্য

যদুনন্দনাচার্য্য—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষাগুরু। অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৬০-১৬৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বাসুদেব দত্ত—ব্রজের মধুব্রত গায়ক—গৌঃ গঃ ১৪০ শ্লোক। আদি, ১০ম পঃ ৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৫৭ ॥

ভাগবতাচার্য্য—পূর্ব্বে অদ্বৈতগণে, পরে গদাধরগণে প্রবিষ্ট। যদুনন্দন দাস-কৃত শাখানির্ণয়ামৃতে ৬ষ্ঠ শ্লোক—"বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গ-প্রিয়পাত্রকম্। যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না 'প্রেমতরঙ্গিণী ॥' গৌঃ গঃ ১৯৫ ও ২০২—ইনি ব্রজের শ্বেতমঞ্জরী। আদি ১০ম পঃ ১১৩।

অনুভাষ্য

বিষ্ণুদাসাচার্য্য—খেতরী-মহোৎসবে অচ্যুতানন্দ প্রভুর সহিত গিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর দশমতরঙ্গ)।

অনন্ত আচার্য্য—ব্রজের অষ্টসখীর অন্যতম 'সুদেবী'। অদ্বৈতপ্রভুর গণে থাকিলেও পরে গদাধর-শাখায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। গৌঃ গঃ ১৬৫—"অনন্তাচার্য্য গোস্বামী যা 'সুদেবী' পুরা ব্রজে।" আদি, ৮ম পঃ ৫৯-৬০ সংখ্যা। শাখানির্ণয়ামৃতে ১১ শ্লোক—"বন্দেঽনন্তাদ্ভুতরসমনন্তাচার্য্যসংজ্ঞকম্। লীলানন্তাদ্ভুতময়ং গৌরপ্রেম্নো হি ভাজনম্॥" ইঁহার শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী—বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-সেবার অধ্যক্ষ। তাঁহার শিষ্য—শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী 'সাধনদীপিকা'-গ্রন্থের রচয়িতা (ভঃ রঃ ২য় তঃ) ॥ ৫৮ ॥

(৩৭) বিজয় ও (৩৮) শ্রীরামপণ্ডিত—

বিজয় পণ্ডিত, আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লইব নাম ॥ ৬৫ ॥

গৌরকৃপা-বলে সারগ্রাহি-অদ্বৈতদাসগণের বৃদ্ধি—

মালি-দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা,—ফুল-ফল হয় ॥ ৬৬ ॥

দুর্ভাগ্য অসার অদ্বৈতদাসাভিমানিগণেরই গৌরবিরোধ ও গৌরকৃপাভাবে ধ্বংস—

ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ ॥ ৬৭ ॥
সৃজাইল, জীয়াইল, তাঁরে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা, তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা ॥ ৬৮ ॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুখাইয়া মরে ॥ ৬৯ ॥

গৌরকৃষ্ণভক্ত—যমের গুরু, গৌরকৃষ্ণবিমুখ—যমদণ্ড্য

চৈতন্য-রহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠ-সম।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম ॥ ৭০ ॥
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত' পাষণ্ড ॥ ৭১ ॥

শ্রীগদাধরের শিষ্য বা উপশাখাগণ—

শ্রীগদাধর পণ্ডিত-উপশাখা মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন ॥ ৭৮ ॥
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি ॥ ৭২ ॥

কেবলমাত্র অচ্যুতের অনুগতগণই সারগ্রাহী গৌরভক্ত এবং অদ্বৈত-কৃপাপ্রাপ্ত—

যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ—'মহাভাগবত' ॥ ৭৩ ॥
সেই সেই,—আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ ॥ ৭৪ ॥

সেই সব শুদ্ধভক্তের বন্দনা—

সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দ প্রায়, চৈতন্য—জীবন যাঁহার ॥৭৫॥
এই ত' কহিলাঙ আচার্য্য-গোসাঞিির গণ।
তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন ॥৭৬॥
শাখার উপশাখা, তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র করি' কহি দিগ্‌দরশন ॥ ৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অদ্বৈতপ্রভু—ভক্তি-কল্পতরুর একটী স্কন্ধ। শ্রীচৈতন্য, মালিরূপে জল সেচন করিয়া সেই স্কন্ধকে ও তাঁহার শাখাগণকে পুষ্ট করিতেছে; তথাপি দুর্দ্দৈব-বশতঃ কোন শাখা মালীর পশ্চাতে মালীকে না মানিয়া স্কন্ধকেই কল্পতরুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে স্কন্ধরূপ অদ্বৈত-তরুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালয়িতাকে (মহাপ্রভুকে) কৃতঘ্নতার সহিত না মানায়, তিনি ঐ সকল পাপিষ্ঠ শাখায় জলসঞ্চার করিলেন না। তন্নিবন্ধন জলাভাবে কৃশ শাখাগণ শুষ্ক হইয়া মরিতে লাগিল। সেই শাখাগণের প্রতিই যে এইরূপ দণ্ড হইল, তাহা নয়, সামান্যতঃ কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কি গৃহী, কি যতি, (প্রত্যেকেই) চৈতন্যবিমুখ হইলেই পাষণ্ড হইয়া পড়ে। যে সকল মহাত্মা শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যপ্রভুর গণের মধ্যে 'মহাভাগবত' ॥ ৬৭-৭৭ ॥

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

নন্দিনী—গৌঃ গঃ ৮৯—"নন্দিনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ।" সীতার গর্ভজাত অদ্বৈত-কন্যা (?) ৫৯ ॥

হরিদাস ব্রহ্মচারী—অদ্বৈত ও গদাধর, উভয়গণে গণিত শাঃ নিঃ ৯ম শ্লোক—"শ্রীযুতং হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারি-মহাশয়ম্। পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে ভক্ত্যা মুদাকরম্ ॥৬২॥

শ্রীরামপণ্ডিত—শ্রীবাসপণ্ডিতের কনিষ্ঠ। গৌঃ গঃ ৯১—"পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো যঃ আসীন্নারদপ্রিয়ঃ। শ্রীরামপণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎকনিষ্ঠ সহোদরঃ॥" মধ্য, ১৩ পঃ ৬৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৬৫ ॥

দূতগণের প্রতি যমের উক্তি,(ভা ৬।৩।২৯)—"জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।

(১) ধ্রুবানন্দ, (২) শ্রীধর ও (৩) হরিদাস ব্রহ্মচারী
(৪) রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য—

শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৭৯ ॥

(৫) অনন্তাচার্য্য, (৬) কবিদত্ত, (৭) নয়নমিশ্র,
(৮) গঙ্গামন্ত্রী, (৯) মামুঠাকুর, (১০) কণ্ঠাভরণ—

অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী, মামু ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ ॥ ৮০ ॥

(১১) ভূগর্ভগোস্বামী, (১২) ভাগবতদাস—

ভূগর্ভ গোসাঞি, আর ভাগবত দাস।
যেই দুই আসি' কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৮১ ॥

(১৩) বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, (১৪) বল্লভচৈতন্য—

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী—বড় মহাশয়।
বল্লভচৈতন্যদাস—কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৮২ ॥

(১৫) শ্রীনাথ, (১৬) উদ্ধব, (১৭) জিতামিত্র,
(১৮) জগন্নাথ—

শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, আর শ্রীউদ্ধব দাস।
জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথদাস ॥ ৮৩ ॥

(১৯) হরি আচার্য্য, (২০) পুরিয়াগোপাল, (২১) কৃষ্ণদাস-
ব্রহ্মচারী, (২২) পুষ্পগোপাল—

শ্রীহরি আচার্য্য, দাস পুরিয়াগোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত-বিষ্ণুকৃত্যান্ ॥' ৭০ ॥

ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী—গৌঃ গঃ ১৫২—"ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে জগুঃ। স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্ত তৎ ॥" শাঃ নিঃ ৪—"ধ্রুবানন্দমহং বন্দে সদোজ্জ্বলবিলাসিনম্। স্ব-স্বভাবং দদৌ যস্মৈ কৃপয়া শ্রীগদাধরঃ ॥"

শ্রীধর ব্রহ্মচারী—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ১৯৯ শ্লোক—ব্রজের চন্দ্রলতিকা। শাঃ নিঃ ৫—"শ্রীশ্রীধরং সুদামাখ্যং ব্রহ্মচারিণমদ্ভুতম্। প্রেমামৃতময়ং সর্ব্বং গৌরলীলাবিলাসকম্ ॥"

কবিদত্ত—শাঃ নিঃ ১৪—"মহাভাব-চমৎকাররূপনিত্যং স্বভাবজম্। রাধাকৃষ্ণৌ যস্য হৃদি বন্দে তং কবিদত্তকম্ ॥" ইনি ব্রজের কলকণ্ঠি—গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ২০৭ শ্লোক।

নয়নমিশ্র—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৭ শ্লোক—ইনি ব্রজের নিত্যমঞ্জরী। শাঃ নিঃ ১ শ্লোক—"বন্দে শ্রীনয়নানন্দং-মিশ্রং প্রেম-সুধার্ণবম্। গদাধরস্য গৌরস্য প্রেমরত্নৈক-ভাজনম্॥"

গঙ্গামন্ত্রী—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৫—ইনি ব্রজের চন্দ্রিকা। শাঃ নিঃ ১৬—"গঙ্গামন্ত্রিণমীড়েঽহং সেবাসৌখ্য-বিলাসিনম্। নামপ্রেমপ্রকাশার্থং স্বধুন্যা যঃ সুমন্ত্রিতঃ ॥"

মামু ঠাকুর—শ্রীমহাপ্রভু ইঁহাকে 'মামা' বলিয়া ডাকিতেন; তজ্জন্য লোকে ইঁহাকে 'মামাঠাকুর' বলিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে ও উৎকল-দেশে মামাকে 'মামু' বলে। ইঁহার প্রকৃত নাম—'জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী', শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র; নিবাস—ফরিদপুর জেলায় মগডোবা-গ্রামে। মামুঠাকুর শ্রীগদাধরের অপ্রকটের পরে পুরীর 'শ্রীটোটা-গোপীনাথে'র সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৫ শ্লোক—ইনি ব্রজের কলভাষিণী। শাঃ নিঃ ১৭—"যঃ প্রেম্না গৌরচন্দ্রেণ পরিবারগণৈঃ সহ। উৎকলে ভাষিতো মামুস্তং বন্দে মামুঠাকুরম্ ॥" টোটা-গোপীনাথের সেবকগণের গুরু-প্রণালী—(১) শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামী (শ্রীমতী রাধিকা, মতান্তরে, সৌভাগ্য-মঞ্জরী,) (২) তদনুগ শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী 'মামু' গোস্বামী (শ্রীরূপ-মঞ্জরী ?), (৩) তদনুগ রঘুনাথ গোস্বামী, (৪) রামচন্দ্র, (৫) রাধাবল্লভ, (৬) কৃষ্ণজীবন, (৭) শ্যামসুন্দর, (৮) শান্তামণি, (৯) হরিনাথ, (১০) নবীনচন্দ্র, (১১) মতিলাল, (১২) দয়াময়ী, (১৩) কুঞ্জবিহারী।

কণ্ঠাভরণ—ইঁহার নাম শ্রীঅনন্ত চট্টরাজ—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৬—"শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চট্টবংশজঃ।" ইনি ব্রজের গোপালী। শাঃ নিঃ ১৮—"লীলাকলাপসংযুক্তং রাধাকৃষ্ণ-রসাত্মকম্। শ্রীকণ্ঠাভরণং বন্দে তয়োঃ কণ্ঠাব-তারকম্ ॥ ৮০ ॥

ভূগর্ভ গোসাঞি—ব্রজের 'প্রেম-মঞ্জরী', শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ। গৌঃ গঃ ১৮৭—"ভূগর্ভ-ঠকুরস্ত্বাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী।" শাঃ নিঃ ২৪—"গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিক্রমম্। সদা মহাশয়ং

(২৩) শ্রীহর্ষ, (২৪) রঘুমিশ্র, (২৫) লক্ষ্মীনাথ, (২৬) চৈতন্যদাস, (২৭) রঘুনাথ—

শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ ॥ ৮৫ ॥

(২৮) অমোঘ, (২৯) হস্তিগোপাল, (৩০) চৈতন্যবল্লভ, (৩১) যদু, (৩২) মঙ্গলবৈষ্ণব—

অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ।
যদু গাঙ্গুলি, আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য

বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্ ॥ শ্রীল গোবিন্দ-দেবস্য সেবা-সুখবিলাসিনম্। দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যানন্দবিগ্রহম্ ॥"

ভাগবতদাস—শাঃ নিঃ ৩১—"ভূগর্ভসঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগবতদাসকম্। সদা রাধাকৃষ্ণলীলাগানমণ্ডিতমানসম্ ॥" ৮১ ॥

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী—শাঃ নিঃ ৩২—"ভক্তসংঘটভক্তাখ্যং ভক্তবৃন্দেন রাজিতম্। ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং বাণীনাথমহাশয়ম্ ॥" আদি, ১০ম পঃ ১১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥

বল্লভচৈতন্য—শাঃ নিঃ ৩৩—"কৃষ্ণপ্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমানন্দদায়িনম্। বন্দে বল্লভচৈতন্যং লীলাগানযুতান্তরম্ ॥" এই শাখায় শ্রীযুত নলিনীমোহন গোস্বামী কুলিয়া-নবদ্বীপে গানতলার শ্রীমদনগোপাল দেবের সেবা করেন ॥ ৮২ ॥

শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী—শাঃ নিঃ ১৩—"বন্দে শ্রীনাথনামানং পণ্ডিতং সদ্গুণাশ্রয়ম্। কৃষ্ণসেবাপরিপাটী সর্ব্বৈর্যেন সুসেবিতা ॥"

উদ্ধবদাস—শাঃ নিঃ ৩৫—"অতিদীনজনে পূর্ণ-প্রেমবিত্ত-প্রদায়কম্। শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেঽহং গুণশালিনম্ ॥"

জিতামিত্র—গৌঃ গঃ ২০২—"রিপবঃ ষট্ কামমুখ্যা জিতা যেন বশীকৃতাঃ। যথার্থনামা গৌরেণ জিতামিত্রঃ স নির্ম্মিতঃ ॥" ইনি ব্রজের শ্যামমঞ্জরী। শাঃ নিঃ ৩৬—"যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণমাধুর্য্য-প্রেমপোষকম্। জিতামিত্রমহং বন্দে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥"

জগন্নাথদাস—ইঁহার নিবাস—ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাষ্ঠকাটা (কাঠাদিয়া) গ্রামে। ইঁহার বংশধরগণ সম্প্রতি আড়িয়ল-গ্রামে, কামারখাড়া ও পাইকপাড়া-গ্রামে বাস করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত 'যশোমাধব' বিগ্রহ আড়িয়লের 'গোস্বামী'গণ সেবা করেন। ইনি শ্রীরূপপাদকৃত 'কৃষ্ণগণোদ্দেশ'-লিখিত সমসমাজস্থ চতুঃষষ্টি সখীগণের ২৬ সংখ্যক সখী 'তিলকিনী'—চিত্রা দেবীর উপসখী। ১৪২ শ্লোক—"রসালিকা তিলকিনী শৌরসেনী সুগন্ধিকা ॥" ইঁহার বংশধারা—(২) রামনৃসিংহ, (৩) রামগোপাল, (৪) রামচন্দ্র, (৫) সনাতন, (৬) মুক্তারাম, (৭) গোপীনাথ, (৮) গোলোক, (৯) হরিমোহন শিরোমণি, (১০) রাখালরাজ। (৭) গোপীনাথের কনিষ্ঠ তনয়—(৮) মাধব, (৯) লক্ষ্মীকান্ত ॥

সূর্য্যদাস সরখেল-কৃত 'ভোগনির্ণয়-পদ্ধতি'তে—"ততঃ সুচিত্রা যূথাশ্চ যে মহান্তো ভবন্তি তান্। জগন্নাথাখ্যদাসশ্চ ঠক্কুরো জগদীশকঃ ॥" শাঃ নিঃ ৪৮—"বন্দে জগন্নাথদাসং কাষ্ঠকাটেতি বিশ্রুতম্। দত্তং যেন ত্রৈপুরে চ শ্রীনামমঙ্গলম্ ॥" অর্থাৎ ইনি ত্রিপুরা-প্রদেশে হরিনাম প্রচার করেন ॥ ৮৩ ॥

হরি আচার্য্য—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৭—"ইনি ব্রজের কালাক্ষী। শাঃ নিঃ ৩৭—"হরিদাসাচার্য্যং বঙ্গদেশ-নিবাসিনম্। বন্দে তং পরয়া ভক্ত্যা স্বোজ্জ্বলেনোজ্জ্বলীকৃতম্ ॥"

পুরিয়াগোপালদাস—শাঃ নিঃ ৩৮—"বন্দে গোপালদাসাখ্যং সাদীপুরনিবাসিনম্। রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসৈঃ প্লাবিতং বিক্রমং পুরম্ ॥" অর্থাৎ ইনি বিক্রমপুরে হরিনাম-প্রচারক।

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—ইনি ব্রজের অষ্টসখীর অন্যতম ইন্দুলেখা। গৌঃ গঃ ১৬৪—"ইন্দুলেখা ব্রজে যাসীদ্ শ্রীরাধায়াঃ সখী পুরা। কৃষ্ণদাসব্রহ্মচারী কৃতবৃন্দাবন-স্থিতিঃ ॥" শাঃ নিঃ ৪১—"কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারি-কৃষ্ণপ্রেম-প্রকাশকম্। বন্দে তমুজ্জ্বলধিয়ং বৃন্দাবননিবাসিনম্ ॥"

পুষ্পগোপাল—শাঃ নিঃ ৩৯—"পুষ্পগোপালনামানং বন্দে প্রেমবিলাসিনম্। স্বরসৈঃ পুষ্পিতঃ স্বর্ণগ্রামকো নামধেয়তম্ ॥"

শ্রীহর্ষ—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০১—ইনি ব্রজের সুকেশিনী। শাঃ নিঃ ৪০—"বন্দে শ্রীহর্ষমিশ্রাখ্যং কৃষ্ণপ্রেমবিনোদিনম্। গৌরপ্রেম্না মত্তচিত্তং মহানন্দরসাঙ্কুরম্ ॥"

রঘুমিশ্র—গৌঃ গঃ ১৯৫ ও ২০১—ইনি ব্রজের কর্পূর-মঞ্জরী।

লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৫—ইনি ব্রজের

(৩৩) শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী—

চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল পায়ে যাঁহার বিশ্রাম ॥ ৮৭ ॥

এই ত' সংক্ষেপে কহিলাও পণ্ডিতের গণ।
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন ॥ ৮৮ ॥

অনুভাষ্য

রসোন্মাদা। শাঃ নিঃ ৪২—"ব্রজলক্ষ্মীনাথদাসং করুণালয়-বিগ্রহম্। মহাভাবান্বিতং বন্দে ব্রজসৌভাগ্যদায়কম্ ॥"

বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৬—ইনি ব্রজের কালী। শাঃ নিঃ ৪৩—"বঙ্গবাট্যাঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ম্। সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্ ॥" ইঁহার শাখা-পরম্পরা :—(২) মথুরাপ্রসাদ, (৩) রুক্মিণীকান্ত, (৪) জীবনকৃষ্ণ, (৫) যুগলকিশোর, (৬) রতনকৃষ্ণ, (৭) রাধা-মাধব, (৮) উষামণি, (৯) বৈকুণ্ঠনাথ, (১০) লালমোহন শাহা শঙ্খনিধি (ঢাকাবাসী)।

রঘুনাথ—ইনি ব্রজের বরাঙ্গদা—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০০ "রঘুনাথো দ্বিজঃ কশ্চিদ্ গৌরাঙ্গানন্যসেবকঃ।" শাঃ নিঃ ৪৪—"বন্দে শ্রীরঘুনাথাখ্যং প্রেমকন্দমহাশয়ম্। যন্নাম-শ্রবণেনৈব বৃন্দাবনরসং লভেৎ ॥" ৮৫ ॥

অমোঘ পণ্ডিত—শাঃ নিঃ ৫৯—"অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎ কৃতম্। প্রেমগদ্গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুল-বিগ্রহম্ ॥"

হস্তিগোপাল—ইনি ব্রজের হরিণী—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৬—"হস্তিগোপালদাসাখ্যং প্রেমমত্তকলেবরম্। নমামি পরয়া ভক্ত্যা গৌরপ্রেমময়ং পরম্ ॥" শাঃ নিঃ ৬১।

চৈতন্যবল্লভ—শাঃ নিঃ ৬০—"চৈতন্যবল্লভং নাম বন্দে প্রেমরসালয়ম্। গদাধরস্য গৌরস্য গুণগানাভিলাষিণম্ ॥"

যদু গাঙ্গুলি—শাঃ নিঃ ৩৪—"যদুনাথ চক্রবর্ত্তী লীলা-ভাগবতাভিধম্। প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যা মহাশয়ম্ ॥" বর্দ্ধমান জেলায় পালিগ্রাম-চাণক-নিবাসী শ্রীনলিনাক্ষ ঠাকুর এই শাখার বংশধর।

মঙ্গল বৈষ্ণব—শাঃ নিঃ ৪৭—মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধ-চিত্তকলেবরম্। বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃতস্নিগ্ধকলেবরম্ ॥" মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত টিটকণা-গ্রামে ইঁহার নিবাস। পিতৃকুল মুর্শিদাবাদের দেবী কিরীটেশ্বরীর সেবায়েত ছিলেন। প্রবাদ, ইনি প্রথমে বৃহদ্‌ব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে হইতে বাহির হন; পরে ময়নাড়ালে স্বীয় শিষ্য প্রাণনাথ অধিকারীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার বংশধরগণ সম্প্রতি কাঁদ-ড়ার ঠাকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাঁদড়া—বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম। তথায় কিছুদিন পূর্ব্বে মঙ্গল ঠাকুরের বংশে ৩৬ ঘর অধিবাসী ছিলেন।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্যের মধ্যে ময়নাডালের প্রাণনাথ অধিকারী, কাঁকড়া-নিবাসী পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী এবং ময়নাডালের নৃসিংহপ্রসাদ মিত্র ঠাকুরের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ময়নাডালের অধিকারী-বংশের লোপ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের দৌহিত্রবংশ আছে। পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তীর বংশে শ্রীকুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী ও রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি বীরভূমের অন্তর্গত সাকুলেশ্বরের অধীন আঙ্গড়া-গ্রামে বাস করেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান করেন। নৃসিংহ প্রসাদ মিত্রঠাকুরের বংশে সুধাকৃষ্ণ মিত্রঠাকুর ও নিকুঞ্জ-বিহারী মিত্র ঠাকুরের প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহারা মৃদঙ্গবিদ্যার আচার্য্য।

মঙ্গল ঠাকুর মহাশয় গৌড়েশ্বরের গৌড় হইতে ক্ষেত্র পর্য্যন্ত সরণী প্রস্তুত ও দীর্ঘিকা-খননকালে 'শ্রীরাধাবল্লভ' যুগলবিগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। সেকালে তিনি কাঁদড়ার পশ্চিমে রাণীপুর-নামক গ্রামে বাস করিতেন। ঠাকুর মহাশয়ের পূজিত শ্রীনৃসিংহশিলা আজও কাঁদড়ায় আছেন। বিগ্রহগণের সেবার জন্য গৌড়েশ্বর প্রদত্ত সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় মঙ্গল ঠাকুর ভিক্ষা দ্বারা সেবা চালাইতেন।

মঙ্গল ঠাকুরের তিন পুত্র—(১) রাধিকাপ্রসাদ, (২) গোপীরমণ, (৩) শ্যামকিশোর। এই ভ্রাতৃত্রয়ের বংশ বর্ত্তমান। কাঁদড়ায় পরবর্ত্তিকালে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা স্থাপিত হইয়াছে ॥ ৮৬ ॥

শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী—গৌঃ গঃ ১৮৩ শ্লোক—শ্রীমল্লবঙ্গ-মঞ্জর্য্যাঃ প্রকাশত্বেন বিশ্রুতঃ। শিবানন্দচক্রবর্ত্তী কৃতবৃন্দাবন স্থিতিঃ ॥" শাঃ নিঃ ১০—"শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দ-

গদাধর-গণের ঐকান্তিকী গৌরভক্তি—

পণ্ডিতের গণ সব,—ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ—সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৮৯ ॥

নিতাই-অদ্বৈত-গদাধর গণের স্মরণ-মাহাত্ম্য—

এই তিন স্কন্ধের কৈলুঁ শাখার গণন।
যাঁ-সবা-স্মরণে ভববন্ধ-বিমোচন ॥ ৯০ ॥
যাঁ-সবা-স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ-সবা-স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৯১ ॥
অতএব তাঁ-সবার বন্দিয়ে চরণ।
চৈতন্য-মালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥ ৯২ ॥

অনুভাষ্য

নামকম্। রসোজ্জ্বলবৃতং স্বচ্ছং বৃন্দাকাননবাসিনম্॥" আদি ৮ম পঃ ৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযদুনন্দনদাস তৎকৃত 'শাখা-নির্ণয়ে' আরও কতিপয় গদাধর-শাখার উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, ১। মাধবাচার্য্য, ২। গোপালদাস, ৩। হৃদয়ানন্দ, ৪। বল্লভভট্ট, (ইঁহার নামানুসারে 'বল্লভ' বা "পুষ্টিমার্গীয়" সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ), ৫। মধুপণ্ডিত (খড়দহ হইতে দুইমাইল পূর্ব্বে 'সাঁইবোনা' গ্রামে ইঁহার শ্রীপাট। ইনিই বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোপীনাথ দেবের স্থাপন-কর্ত্তা ও সেবক), ৬। অচ্যুতানন্দ, ৭। চন্দ্রশেখর, ৮। বক্রেশ্বর পাণ্ডিত (?) ৯। দামোদর, ১০। ভগবান্ আচার্য্য (অপর), ১১। অনন্তাচার্য্যবর্য্য (অপর), ১২। কৃষ্ণদাস, ১৩। পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, ১৪। ভবানন্দ গোস্বামী, ১৫। চৈতন্যদাস, ১৬। লোকনাথ ভট্ট (শ্রীঠাকুর নরোত্তমের গুরু, যশোহর-জেলায় তালখড়ি-নিবাসী, বৃন্দাবনের 'শ্রীরাধাবিনোদ'-স্থপাক এবং ভূগর্ভঠাকুরের প্রগাঢ় বন্ধু) (?) ১৭। গোবিন্দাচার্য্য, ১৮। অক্রূর ঠাকুর, ১৯। সঙ্কেতাচার্য্য, ২০। প্রতাপাদিত্য, ২১। কমলাকান্ত আচার্য্য, ২২। যাদবাচার্য্য, ২৩। নারায়ণ পড়িহারী (ক্ষেত্রবাসী) ॥ ৮৭ ॥

ইতি অনুভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি—

গৌরলীলামৃতসিন্ধু—অপার, অগাধ।
কে করিতে পারে তাহাঁ অবগাহ-সাধ ॥ ৯৩ ॥
তাঁহার মাধুরী-গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি' চাকি এক কণ ॥ ৯৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈত-স্কন্ধশাখা-বর্ণনং নাম দ্বাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

—:*:—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর জন্ম বিবৃত। আদিলীলাই গার্হস্থ্যলীলা, অন্ত্যলীলাই সন্ন্যাসলীলা। তাহার প্রথম ছয় বৎসরে 'মধ্যলীলা'-নামে দক্ষিণ-দেশে বৃন্দাবনাদি তীর্থে গমনাগমন ও নাম-প্রচার। শ্রীহট্টনিবাসী উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র—জগন্নাথ মিশ্র। তিনি নবদ্বীপে বাস করিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার প্রথমে আটটী কন্যা হয়। সেই কন্যাগুলি জন্মিবার পর পরলোক গমন করিলে নবম-গর্ভে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে সিংহ-লগ্নে সিংহ-রাশিতে চন্দ্রগ্রহণের সময় কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের সহিত

গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন। শিশুর জন্ম শুনিয়া আর্য্যাগণ অনেক উপায়নের সহিত শিশুদর্শনে আসিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, তাঁহার কোষ্ঠি ও কর গণনা করিয়া, তাঁহাতে মহাপুরুষের চিহ্ন পাইলেন (অ: প্র: ভা:)।

গৌরপ্রসাদে অধম ব্যক্তিরও তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যতা—

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥ ৩ ॥
জয় দামোদর-স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥ ৪ ॥

ভক্তচন্দ্রের হরিভজন-কিরণে জীবের অজ্ঞান-তমো-বিনাশ—

জয় শ্রীচৈতন্যের ভক্ত পূর্ণচন্দ্রগণ।
সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ত্রিভুবন ॥ ৫ ॥

গৌরলীলা-বর্ণনারম্ভ—

এই ত' কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্য-লীলাক্রম-অনুবন্ধ ॥ ৬ ॥

প্রথমে সূত্ররূপে, পরে সবিস্তার বর্ণন-প্রতিজ্ঞা—

প্রথমে ত' সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে বিস্তার করিব তার বিবরণ ॥ ৭ ॥

মহাপ্রভুর ৪৮বৎসর প্রকটলীলা—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
আটচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ ৮ ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥ ৯ ॥

প্রথম ২৪ বৎসর নবদ্বীপে গার্হস্থ্যলীলা, শেষ ২৪বৎসর নীলাচলে সন্ন্যাস-লীলাভিনয়—

চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ১০ ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১১ ॥

শেষ ২৪ বৎসরের ৬ বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে কৃষ্ণান্বেষণ ও প্রচার—

তার মধ্যে ছয় বৎসর—গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥ ১২ ॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিল নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেমলীলামৃতে ভাসা'ল সকলে ॥ ১৩ ॥

গার্হস্থ্য-লীলাই আদিলীলা এবং সন্ন্যাস-লীলাই মধ্য ও অন্ত্যলীলা—

গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—'আদি'-লীলাখ্যান।
'মধ্য'-'অন্ত্য'-নামে শেষলীলার দুই নাম ॥ ১৪ ॥

'চৈতন্যচরিতে' মুরারিকর্ত্তৃক আদিলীলার এবং 'কড়চায়' স্বরূপকর্ত্তৃক শেষ-লীলার গ্রন্থন—

আদিলীলা-মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ ১৫ ॥
প্রভুর মধ্য-শেষ-লীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি' গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১৬ ॥

এই জনের সূত্রই প্রভুর লীলা-বর্ণনের আকর—

এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ ১৭ ॥

আদিলীলার চারি ভাগ—

বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন,—চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥ ১৮ ॥

শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমার বন্দনা—

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥১৯॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাহার প্রসন্নতা-ক্রমে এই অধমজনও তল্লীলা-বর্ণনে সদ্যই যোগ্যতা লাভ করিতেছে, সেই চৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীমুরারি গুপ্তের আদিলীলার সূত্র এখনও বর্ত্তমান, তাহা দেখিয়া এবং শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চা-সূত্র শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখে শুনিয়া বৈষ্ণবসকল্ বর্ণনা করেন ॥১৭॥

চন্দ্রগ্রহণ-ছলে জীবকে হরিনামে প্রবর্ত্তন—

ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয় ॥২০॥
'হরি' 'হরি' বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু 'নাম' জন্মাইয়া ॥ ২১ ॥

আদিলীলার সর্ব্বত্র হরিনামে প্রবর্ত্তন—

জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা-ছলে ॥ ২২ ॥

নাম লওয়াইবার ছলে ক্রন্দন ও নামেই নিবৃত্তি—

বাল্যভাব-ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
'কৃষ্ণ' 'হরি'নাম শুনি' রহয়ে রোদন ॥ ২৩ ॥

তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া সকলেরই নামোচ্চারণ—

অতএব 'হরি' 'হরি' বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব-বন্ধুজন ॥ ২৪ ॥

'গৌরহরি' নামের আদি সূচনা—

'গৌরহরি' বলি' তারে হাসে সর্ব্ব নারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম 'গৌরহরি' ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশতিযুগসম্ভবে। চতুর্দ্দশ-শতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষসমন্বিতে ॥ ভাগীরথীতটে রম্যে শচীগর্ভমহার্ণবে। রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃ প্রকটোঽভবৎ ॥

সেই সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণ ফাল্গুনপূর্ণিমাকে আমি বন্দনা করি, যে পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনাম-সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য

যস্য (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য) প্রসাদতঃ (অনুকম্পয়া অয়ং (মাদৃশঃ) অধমঃ অপি তল্লীলাবর্ণনে সদ্যঃ যোগ্যঃ স্যাৎ, স চৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু ॥ ১ ॥

যস্যাং (ফাল্গুন-পৌর্ণমাস্যাং) কৃষ্ণনামভিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ (রাধাকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহঃ মূলাবতারী গোলোকনাথঃ নিজ-লোকতঃ গৌরপ্রকোষ্ঠাৎ প্রপঞ্চে ভৌমনবদ্বীপে) অবতীর্ণঃ, তাং সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং ফাল্গুনপূর্ণিমাং (প্রাপঞ্চিক-কালাবতীর্ণাম্ অপ্রাকৃতাং সেবাপরাং তিথিরূপাং দেবীম্ অহং) বন্দে ॥ ১৯ ॥

বয়োবৃদ্ধির সহিত সর্ব্বকালে জীবকে নামে প্রবর্ত্তন—

বাল্য-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥ ২৬ ॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ২৭ ॥

পৌগণ্ডে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-সূত্রে প্রতিবিষয়ে কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা এবং প্রবর্ত্তন—

পৌগণ্ড-বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥ ২৮ ॥
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীত হয়,—সবার আশ্চর্য্য ॥ ২৯ ॥

সকলকেই কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে প্রবর্ত্তন—

যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ-নামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম ॥ ৩০ ॥

কৈশোরে স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া সকলকে নামে প্রবর্ত্তন—

কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
রাত্র-দিনে প্রেমে নৃত্য, সঙ্গে ভক্তগণ ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ব্যাকরণ-সূত্র, তাহার বৃত্তি ও টীকা শিষ্যদিগকে পড়াইবার সময় কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই শিক্ষা অবলম্বন করিয়া গোস্বামী মহোদয়গণ (শ্রীজীবপ্রভু) পরে 'লঘু' ও 'বৃহৎ' দুইখানি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। সেই দুইখানি ব্যাকরণ পাঠ করিলে জীবের শব্দ-জ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তি উদিত হয় ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য

চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১ম অঃ—"আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান। সূত্রবৃত্তি-টীকায় সকলে হরিনাম ॥ প্রভু বলে,—সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম। সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন ॥ কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে। ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে ॥ কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে। সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে ॥ শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে। গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি' মরে ॥ ২৮-২৯ ॥

নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ৩২ ॥

নবদ্বীপে পূর্ণ ২৪বৎসরই জীবকে নামে প্রবর্ত্তন—

চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ-গ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে ॥ ৩৩ ॥

নীলাচলে শেষ ২৪বৎসরের ৬বৎসর আ-সমুদ্র-হিমাচল নামপ্রেম-প্রচার—

চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস ॥ ৩৪ ॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য-গীত, প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর ॥ ৩৫ ॥
সেতুবন্ধ, আর গৌড়-ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেম-নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥ ৩৬ ॥

ঐ ৬ বৎসরই—মধ্যলীলা ও কেবল নামপ্রচারময়—

এই 'মধ্যলীলা'—নামলীলা-মুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ—'অন্ত্যলীলা' নাম ॥ ৩৭ ॥

অবশিষ্ট ১৮ বৎসরের মধ্যে ৬ বৎসর কেবল কীর্ত্তন-নর্ত্তন দ্বারা প্রেম-প্রচার—

তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্যগীত-রঙ্গে ॥ ৩৮ ॥

শেষ ১২বৎসর কৃষ্ণবিরহে কেবল স্বয়ং অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ও প্রেমাবস্থা-প্রদর্শন—

দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন-ছলে ॥ ৩৯ ॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ-স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন ॥ ৪০ ॥

উদ্ধবদর্শনে শ্রীরাধার ন্যায় প্রভুর মহাভাব—

শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥৪১॥

স্বরূপ ও রায়সহ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গীতগোবিন্দালোচনা—

বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত ॥ ৪২ ॥

শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহচেষ্টোত্থ কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন দ্বারা নিজ-বাঞ্ছাত্রয়-পূরণ—

কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম-চেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন-বাঞ্ছিত ॥ ৪৩ ॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বলিতে পারে, তাহা বিস্তার করিয়া ॥৪৪॥

স্বয়ং অনন্তদেবও গৌরলীলার অন্ত পাইতে অসমর্থ—

সূত্র করি' গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র-বদনে তিঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৫ ॥

মুরারি ও শ্রীস্বরূপের স্ব-কৃত সূত্রে আদি ও শেষলীলার গ্রন্থন—

দামোদর-স্বরূপ, আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্যমুখ্যলীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি' ॥৪৬॥

সেই সূত্রাবলম্বনে ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের গৌরলীলা-বর্ণন—

সেই অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন তাহা দাস-বৃন্দাবন ॥৪৭॥

বৃন্দাবনদাসের রচনা-মাধুর্য্য-বর্ণন—

চৈতন্য-লীলার ব্যাস,—দাস বৃন্দাবন।
মধুর করিলা লীলা করিলা রচন ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীনবদ্বীপধাম—জাহ্নবী-বেষ্টিত, ষোলক্রোশ পরিধির অন্তর্গত; তাহাতে নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ 'অন্তঃ' 'সীমন্ত' 'গোদ্রুম' 'মধ্য' 'কোল' 'ঋতু' 'জহ্নু' 'মোদদ্রুম' ও 'রুদ্র' —এই নয়টী দ্বীপ বিরাজমান। তন্মধ্যে অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর-গ্রামে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নিকেতন। এই সকল নগরে নগরে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু প্রেমভক্তি দ্বারা ত্রিভুবন প্লাবিত করিলেন ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য

জাতপ্রেম ব্যক্তি সম্ভোগের পুষ্টিকারক অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসে অবস্থান করেন। এই প্রেমাবস্থা শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে নিজে আস্বাদন করিবার মানসে শিখাইয়াছেন। বিপ্রলম্ভের অনুদয়ে সম্ভোগের পুষ্টি নাই ॥ ৩৯ ॥

সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্তিমান্ আদর্শ, উদ্ধবদর্শনে শ্রীমতী বৃষভানুজার 'চিত্রজল্প'-ভাবময় শ্রীগৌরসুন্দর। অসূয়া, ঈর্ষা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞামুদ্রাদ্বারা রাধিকা কৃষ্ণের

গ্রন্থকারকর্তৃক তৎপারত্যক্ত অংশের বর্ণন-প্রতিজ্ঞা—

গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে ॥৪৯॥

ঠাকুর বৃন্দাবনকে গ্রন্থকারের মর্য্যাদা-প্রদান—

প্রভুর লীলামৃত তিঁহো করিল স্বাদন।
তাঁর ভুক্ত-শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥ ৫০ ॥

অনুভাষ্য

অকৌশলোদ্গার করিতে গিয়া ভ্রমরকে উপলক্ষ করিয়া যে প্রজল্প করিয়াছিলেন, সেই সকল ভাবে শ্রীগৌরসুন্দর মগ্ন ছিলেন—আদি, ৪র্থ পঃ ১০৭-১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

বিদ্যাপতি—মিথিলাবাসী জনৈক বৈষ্ণব কবি। রাজা শিবসিংহ ও রাণী লছিমাদেবীর রাজ্যকালে তাঁহার প্রাদুর্ভাব-কাল অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শক শতাব্দীর প্রথম-পাদে তিনি গীত রচনা করেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট-কালের প্রায় একশতবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার উদয়কাল। ইনি মৈথিল ব্রাহ্মণ এবং ইঁহার দ্বাদশ অধস্তন বর্ত্তমান-কালে জীবিত আছেন। ইঁহার রচিত কৃষ্ণগীতসমূহে প্রচুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-রসের আদর্শ পাওয়া যায়। ঐ গুলি শ্রীমহাপ্রভুর আস্বাদনীয় ভাব ছিল।

জয়দেব—বঙ্গাধীপ 'লক্ষ্মণসেন' রাজার রাজ্যকালে ইনি ভোজদেবের ঔরসে বামাদেবীর গর্ভে উদ্ভূত হন। ঐকাল কাহারও মতে একাদশ বা দ্বাদশ শক শতাব্দী। বঙ্গদেশের রাজধানী নবদ্বীপ-নগরে ইনি অনেক দিন বাস করেন। বীরভূম জিলার 'কেন্দুবিল্ব'গ্রামে, অন্য কাহারও মতে উৎকলদেশে, অপরের মতে দাক্ষিণাত্যে জয়দেবের জন্মস্থান। তিনি শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার কবিতাগ্রন্থের নাম 'গীতগোবিন্দ' বা 'অষ্টপদী'। ইহাতেও প্রচুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-রসের সমাবেশ দেখা যায়। শ্রীভাগবত-কথিত রাসস্থলী হইতে ব্রজরাজকুমারের উৎক্রমণোপলক্ষে যে সম্ভোগরসের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভরসের অবতারণা, তাহা ইহাতে বর্ণিত। অষ্টপদীর টীকা ও টীকা-কারগণের নাম 'বৈষ্ণব'-মঞ্জুষা (১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

চণ্ডীদাস—ইনি বীরভূম-জিলার অন্তর্গত 'নান্নুর' গ্রামে বিপ্রকুলে চতুর্দ্দশ শক শতাব্দীর প্রথম পাদাবসানে জন্মগ্রহণ করেন।

আদিলীলা-সূত্রারম্ভ—

আদিলীলা-সূত্র লিখি, শুন, ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন ॥৫১॥

বাঞ্ছাত্রয়-পূরণের জন্য কৃষ্ণের গৌররূপে অবতার—

কোন বাঞ্ছা পূরণ লাগি' ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য

সম্ভবতঃ বিদ্যাপতি ঠাকুরের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব ছিল। ইঁহার লেখনীতে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসের প্রচুরতা আছে।

চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্তগণের প্রস্ফুটিত ভাবাবলীই শ্রীমহাপ্রভুর পরমপ্রিয় আস্বাদনীয় বস্তু ছিল। শ্রীরাধা-ভাবেই বিভাবিত হইয়া, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ রায়, এই দুই অন্তরঙ্গ-ভক্তের সহিত বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্র আপন-বাঞ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন।

পরমহংসকুল-শিরোমণি শ্রীদামোদর-স্বরূপ ও শ্রীরায় রামানন্দের ন্যায় অদ্বিতীয় চিন্ময় কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তার সহিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে ভক্তত্রয়ের রচিত অপ্রাকৃত গীতিসমূহ আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই অদ্বিতীয় ভোক্তা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি "কৃষ্ণময়ী" শ্রীরাধিকার মহাভাববৈচিত্র্য সমূহের বিকাশ,—তাহা এই নশ্বর স্থূল ও সূক্ষ্মজগতের ভোগ ও ত্যাগ, এই উভয় ব্যাপারে উদাসীন, পরম মুক্ত ও নিষ্কিঞ্চন, শ্রীরাধা-দাস্যে নিত্য অভিলাষী, মহাসৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিরই নিত্য অনুসরণের বিষয়। প্রাকৃত কাব্যরসামোদী, নিরীশ্বর সাহিত্যপ্রিয়, দেহারামী ব্যক্তিগণ গবেষণার নিমিত্ত এবং প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য 'রাগানুগ' অভিমান করিয়া চণ্ডীদাস, বিদ্যা-পতি ও জয়দেবের গীতিসমূহের যে আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, তৎফলে জগতের ব্যভিচার ও নাস্তি-কতা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাদিগকে নিরয়গামী করায়। এজন্য দেহাত্মবুদ্ধি, অসত্তৃষ্ণাময়, অনর্থযুক্ত অনধিকারী পাছে পরম-মুক্ত কুলের আরাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের অলৌকিক লীলাবিলাসকে প্রাকৃত নায়কনায়িকার বৈরস্যময় কুৎসিৎ কামক্রীড়া-বিলাস বা তৎসদৃশ বলিয়া ধারণা করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া

কৃষ্ণের গুরুজনবর্গের অবতার—

আগে অবতারিল যে গুরু-পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥৫৩॥

গুরুবর্গের নাম—

শ্রীশচী-জগন্নাথ, শ্রীমাধবপুরী।
কেশব ভারতী, আর শ্রীঈশ্বর পুরী ॥ ৫৪ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য, আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, ঠাকুর হরিদাস ॥ ৫৫ ॥
শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র-নাম।
বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী, সদ্গুণ-প্রধান ॥ ৫৬ ॥

উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্ত নন্দন—

সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র—সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর ॥ ৫৭ ॥
জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণাবতারে জগন্নাথের পরিচয়—

জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী 'পুরন্দর'।
নন্দ-বসুদেব পূর্ব্বে সদ্গুণ-সাগর ॥ ৫৯ ॥

শচী ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—

তাঁর পত্নী 'শচী'-নাম, পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা 'নীলাম্বর' নাম চক্রবর্ত্তী ॥ ৬০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ, গঙ্গাদাস, মুরারি, মুকুন্দ—

রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥ ৬১ ॥

সর্ব্বশেষে স্বয়ং অবতীর্ণ—

অসংখ্য ভক্তের করাইয়া অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬২ ॥

মহাপ্রভুর পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতই সকলের পূজ্য ও প্রধান—

প্রভুর আবির্ভাবপূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈত-আচার্য্যের স্থানে করেন গমন ॥ ৬৩ ॥

অদ্বৈতের ভক্তি-ব্যাখ্যা—

গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্য-গোসাঞি।
জ্ঞান-কর্ম্ম নিন্দি' করে ভক্তির বড়াই ॥ ৬৪ ॥

একমাত্র কৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া ব্যাখ্যা—

সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞান, যোগ, তপো-ধর্ম্ম নাহি মানে আন ॥৬৫॥

তাঁহাকে প্রধান-জ্ঞানে সকল বৈষ্ণবের কৃষ্ণভজন—

তাঁর সঙ্গে আনন্দ করেন বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপূজা, নামসংকীর্ত্তন ॥ ৬৬ ॥

প্রকট হইয়া আচার্য্যের জীবের ইন্দ্রিয়সুখ-তৎপরতা-দর্শন ও দুঃখ—

কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি' কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
বিষয়ে নিমগ্ন লোক দেখি' পাইল দুঃখ ॥৬৭॥

লোকোদ্ধার জন্য আচার্য্যের গভীর চিন্তা—

লোকের নিস্তার-হেতু করেন চিন্তন।
কেমনে এ সর্ব্বলোকের হইবে তারণ ॥ ৬৮ ॥

স্বয়ংকৃষ্ণের অবতারণদ্বারাই লোকোদ্ধারের নিশ্চয়তা—

কৃষ্ণ অবতরি' করেন ভক্তির বিস্তার।
তবে ত' সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥ ৬৯ ॥

স্বয়ংকৃষ্ণের অবতারণজন্য কৃষ্ণপূজা—

কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণকে আহ্বান ও কৃষ্ণের আকর্ষণ—

কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৭১ ॥

অনুভাষ্য

বসে, তজ্জন্য রাধাকৃষ্ণলীলার কোন প্রকার আলোচনা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ ॥ ৪২ ॥

উপেন্দ্রমিশ্র—গৌঃ গঃ ৩৫—"পর্জ্জন্যো নাম গোপাল আসীৎ কৃষ্ণপিতামহঃ। উপেন্দ্রমিশ্রঃ সঞ্জাতঃ শ্রীহট্টে সপ্ত পুত্রবান্॥"। শ্রীহট্টজিলান্তর্গত 'ঢাকা-দক্ষিণ' গ্রামে ইঁহার নিবাস। অদ্যাপি সেই স্থানে শ্রীইন্দ্রকুমার মিশ্র প্রমুখ কেহ কেহ আপনাদিগকে তাঁহার অধস্তন বলিয়া পরিচয় দিয়া বাস করেন ॥ ৫৬ ॥

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—গৌঃ গঃ ১০৪—"নীলাম্বরশ্চক্রবর্ত্তী গৌরস্য ভাবি জন্ম যৎ। সভায়াং কথয়ামাস তেনাসৌ 'গর্গ'

গৌরাবতারের পূর্ব্বে মিশ্র ও শচীর অষ্টকন্যার মৃত্যু—

জগন্নাথমিশ্র-পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি' জন্মি' মরে ॥ ৭২ ॥

অনুভাষ্য

উচ্যতে। শ্রীশচ্যা জনকত্বেন সুমুখো বল্লবো মতঃ॥" ইঁহাদের জ্ঞাতিবংশ ফরিদপুর-জেলান্তর্গত মগডোবা-গ্রামে আছেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী বা 'মামুঠাকুর' পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যরূপে শ্রীক্ষেত্রে টোটাগোপীনাথের সেবক ছিলেন। নীলাম্বরের নবদ্বীপের বাসস্থান 'বেলপুকুরিয়া'তে, ছিল বলিয়া 'প্রেমবিলাসে' লিখিত আছে। আবার কাজীপাড়ায় তাঁহার বাসস্থান থাকায়, গ্রাম-সম্বন্ধে কাজী প্রভুর 'মাতুল' বলিয়াও কথিত হন। কাজীর বাস সমাধিসহ বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় পূর্ব্বকথিত 'বেলপুকুরিয়া' পল্লীর ঐ সব স্থানই বর্ত্তমান 'বামনপুকুর' নামক পল্লীতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

রাঢ়দেশে—বীরভূম-জেলান্তর্গত একচক্রা-গ্রামে; উভা ই, আই, আর লুপলাইনে 'মল্লারপুর'-ষ্টেশন হইতে প্রায় আট মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। একচক্রা-গ্রাম উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে চারিক্রোশ ব্যাপী। 'বীরচন্দ্রপুর' বা 'বীরভদ্রপুর' একচক্রার সীমানার মধ্যে অবস্থিত। বীরভদ্রপ্রভুর নাম হইতে ঐ স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর হইয়াছে।

গত ১৩৩১ সালে আষাঢ় মাসে বজ্রাপাত হওয়াতে মন্দিরের চূড়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং মন্দিরটীও অনেকটা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শ্রীমন্দিরের উপর এরূপ দৈবদুর্ব্বিপাক হয় নাই।

শ্রীমন্দিরের মধ্যে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ,—নাম 'শ্রীবঙ্কিম রায় বা 'বাঁকা রায়'। শ্রীবঙ্কিমরায়ের দক্ষিণে—জাহ্নবা, বামে—শ্রীমতী রাধিকা। সেবায়েতগণ বলেন যে, শ্রীবঙ্কিমরায়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া পরবর্ত্তিকালে তাঁহার দক্ষিণে জাহ্নবা-মাতা স্থাপিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্দিরে আরও অন্যান্য শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীমন্দিরে অপর এক সিংহাসনে 'মুরলীধর' ও 'রাধামাধব' শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত এবং অন্য

মিশ্রের দুঃখ ও পুত্রসন্তানার্থ বিষ্ণুর আরাধন—

অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি' আরাধিল বিষ্ণুর চরণ ॥ ৭৩ ॥

অনুভাষ্য

একটী পৃথক্ সিংহাসনে মুর্শিদাবাদ-জিলার বিগ্রহাটী-গাদির শ্রীমনোমোহন, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ও শ্রীনিতাই-গৌর-বিগ্রহকে এক বৎসর কাল যাবৎ একচক্রাতে আনিয়া সেবা করা হইতেছে। একমাত্র শ্রীবঙ্কিম-রায়ই প্রাচীন ও নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ বলিয়া কথিত। প্রবাদ যে, শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে যমুনার জলে শ্রীবঙ্কিমরায়-বিগ্রহ ভাসিতেছিলেন; শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু সেই বিগ্রহকে জল হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক সেবাগে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বীরচন্দ্রপুর হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে 'ভড্ডাপুর' নামক স্থানে নিম্ববৃক্ষের তলে শ্রীমতী প্রকাশিতা হন। এই জন্যই অনেকে পূর্ব্বে বঙ্কিমরায়ের শ্রীমতীকে "ভড্ডাপুরের ঠাকুরাণী" নামে অভিহিত করিতেন। শ্রীমন্দিরে অন্য এক সিংহাসনে বাঁকা-রায়ের দক্ষিণদেশে 'যোগমায়া' অবস্থিতা। শ্রীমন্দির ও জগমোহন উচ্চ পাকা ভিটার উপরে অবস্থিত। সম্মুখেই নাতিবৃহৎ নাটমন্দির। শুনা যায় যে, শ্রীবাঁকা-রায়ের মন্দিরের উত্তরাংশে 'ভাণ্ডীশ্বর' শিব ছিলেন এবং হাড়াই পণ্ডিত সেই বৈষ্ণব-রাজ শিবের আরাধনা করিতেন। অধুনা সেই শিব-লিঙ্গ অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং সেই স্থানে শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু কোন মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন নাই। বীরভদ্রপ্রভুর সময়ের মন্দির ১২৯৮ সালে ভগ্ন হইলে 'শিবানন্দ স্বামী' নামক জনৈক ব্রহ্মচারী সেই মন্দির সংস্কার করিয়া দেন। প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের ভোগের জন্য সতর সের দশ ছটাক চাউলের বন্দোবস্ত আছে।

সেবায়েত 'গোস্বামী'গণ নিত্যানন্দান্বয় শ্রীগোপীজন-বল্লভানন্দের শাখা-বংশ। সেবার জন্য 'গোস্বামী'গণের নামে জমিদারী বন্দোবস্ত আছে, তাহা হইতেই সেবা চলে। 'গোস্বামি'গণ—তিন সরিক, পালাক্রমে সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী 'গোস্বামী' জমিদারীর আট আনা আট

তাঁহাদের নবম সন্তান—বিশ্বরূপ

তবে পুত্র জনমিল 'বিশ্বরূপ' নাম।
মহা-গুণবান্ তেঁহ—'বলদেব'-ধাম ॥ ৭৪ ॥

বিশ্বরূপই বৈকুণ্ঠের মহা-সঙ্কর্ষণ—

বলদেব-প্রকাশ—পরব্যোমে 'সঙ্কর্ষণ'।
তিঁহ—বিশ্বের উপাদান-নিমিত্ত-কারণ ॥ ৭৫ ॥

অনুভাষ্য

গণ্ডা, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র 'গোস্বামী' প্রভৃতি পাঁচ আনা চৌদ্দ-গণ্ডা এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—('গোস্বামি'গণেরদৌহিত্র-সন্তান) এক আনা আঠার গণ্ডার অংশীদার।

মন্দির হইতে কিছুদূরে 'বিশ্রামতলা' নামক স্থান। প্রবাদ, এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাল্যকালে সখাগণের সহিত নানাবিধ ব্রজলীলা ও রাসলীলার অভিনয় করিতেন।

'আমলীতলা' নামক স্থানে একটী বিস্তৃত তিন্তিড়ী-বৃক্ষ বিরাজিত। নেড়াদি সম্প্রদায় এই স্থানের সম্বন্ধে নানাবিধ মনগড়া গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবাদ যে, "শ্বেতগঙ্গা" নামক একটী দীর্ঘিকা বীরভদ্রপ্রভুর বারশত নেড়া খনন করিয়াছিলেন। কিছুদূরে গোস্বামিগণের সমাধি-স্তম্ভ; মৌড়েশ্বর হইতে দ্বারকেশ্বর নদ পর্য্যন্ত উত্তরবাহিনী যমুনা পার হইয়া অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সূতিকা-মন্দির। সূতিকা-মন্দিরের সম্মুখে প্রাচীন নাট-মন্দির অবস্থিত ছিল, এখন তাহা ভগ্ন হইয়া বিস্তৃত বট-বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তিসময়ে সেই প্রাঙ্গণে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে—তন্মধ্যে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। জগমোহনের প্রস্তর-ফলকে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার কারফরমার স্মৃতিরক্ষার্থ ১৩২৩ সাল, বৈশাখ মাসে এই মন্দির সংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

যে-স্থানে সূতিকা-মন্দির অবস্থিত, সেই স্থানকে "গর্ভ-বাস" নামে অভিহিত করা হয়। প্রায় ৪৩ বিঘা জমি সেবার জন্য বন্দোবস্ত আছে; তন্মধ্যে ২০ বিঘা নিষ্কর—উহা দিনাজপুরের মহারাজের জমি। গর্ভবাসের নিকট হাড়াই পণ্ডিতের টোলগৃহ ছিল।

ঐ স্থানের সেবায়েতগণের নাম—(১) শ্রীরাঘবচন্দ্র গোস্বামী, (ব্রজের চম্পকলতা—গৌঃ গঃ ১৬২ (?) গোবর্দ্ধন-বাসী, তিরোভাব-তিথি—জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী), (২) জগদানন্দদাস (তিরোভাব-তিথি—রাধাষ্টমী), (৩) কৃষ্ণদাস (চিরিয়া-কুঞ্জের, তিরোভাব-তিথি—কৃষ্ণজন্মাষ্টমী), (৪) নিত্যানন্দদাস, (৫) রামদাস, (৬) ব্রজমোহন দাস, (৭) কানাই দাস, (৮) গৌরদাস, (৯) শিবানন্দ দাস, (১০) হরিদাস (বর্ত্তমান সেবায়েত)।

গর্ভবাস বা সূতিকা-মন্দির হইতে কিছু দূরে বকুলতলা। এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সখাগণের সহিত "ঝাল-ঝপেটা" খেলা খেলিতেন। এই বকুল-বৃক্ষটী অত্যাশ্চর্য্য—ঐ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাগুলি ঠিক সর্পের ন্যায় মুখ-ফণাদি-বিশিষ্ট; বোধ হয়, অনন্তদেব শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছাতেই উহারা এইরূপভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। বৃক্ষটীও খুব প্রাচীন। শুনা যায়, এই বৃক্ষের দুইটী ডাল পৃথক্ ছিল; খেলার সময় সখাগণের এক ডাল হইতে অন্য ডালে গমনাগমন করিতে কষ্ট হয় দেখিয়া নিত্যানন্দপ্রভু শাখা-দ্বয় একত্র করিয়া দেন।

হাটুগাড়া—কিংবদন্তী যে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সমস্ত তীর্থ এই স্থানে আনিয়া সমাবেশ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি এই এই ধামবাসিগণ গঙ্গাদি তীর্থে না গিয়া এই তীর্থেই স্নান করিয়া থাকেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু এই স্থানে দধিচিড়া-মহোৎসব করেন। প্রবাদ, তিনি এই স্থানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দধিচিড়া ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানটী গর্ত্ত হইয়া যায়; এই জন্যই এই স্থানটীর নাম "হাটুগাড়া" হইয়াছে। বার মাস এই কুণ্ডে জল থাকে।

কার্ত্তিকমাসে গোষ্ঠের সময় এই স্থানে বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসবের সময়ও বীরচন্দ্রপুরে বিরাট মেলা হয়। গৌঃ গঃ ১১ শ্লোক—"ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দোব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ।" এবং ৫৮-৫৯ শ্লোক—"বলদেবো বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণো

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিশ্বরূপ—পরব্যোমস্থ মহাসঙ্কর্ষণের অবতার ॥ ৭৫ ॥

তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার ॥ ৭৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ১৫অ, ৩৫ শ্লোক)

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতপ্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষঙ্গ যথাপটঃ ॥ ৭৭ ॥

প্রভুর 'বড়ভাই' বলিবার কারণ—

অতএব প্রভু তাঁরে বলে, 'বড় ভাই'।
কৃষ্ণ-বলরাম, দুই—চৈতন্য-নিতাই ॥ ৭৮ ॥

পুত্র-লাভে মিশ্র-শচীর আনন্দ—

পুত্র পাঞা দম্পতি হৈলা আনন্দিত মন।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥ ৭৯ ॥

প্রাকট্যের ১৩ মাস পূর্ব্বে কৃষ্ণের শচীগর্ভে প্রবেশ—

চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে ॥ ৮০ ॥

শচীর অলৌকিক অবস্থান্তর-দর্শনে মিশ্রের বিস্ময়—

মিশ্র কহে শচী-স্থানে,—দেখি অন্য রীতি।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত ॥ ৮১ ॥
যাহাঁ তাহাঁ সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন, বস্ত্র, ধান ॥ ৮২ ॥

দেবগণের স্তুতি-দর্শনে শচীর বিস্ময়—

শচী কহে,—মুঞি দেখোঁ আকাশ-উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি' স্তুতি যেন করে ॥৮৩॥

কৃষ্ণের প্রথমে মিশ্র-হৃদয়ে, পরে শচীর হৃদয়ে প্রবেশ—

জগন্নাথ মিশ্র কহে,—স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়-ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ ৮৪ ॥

কোন মহাপুরুষের আবির্ভাবাশঙ্কা—

আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অনন্ত ভগবান্ জগদীশ্বরে কিছুই বিচিত্র নয়,—যাহাতে এই বিশ্ব বস্ত্রের তন্তুব্যাপারের ন্যায় ওতপ্রোতরূপে প্রতীত হয় ॥ ৭৭ ॥

যেহেতু মহাসঙ্কর্ষণ 'উপাদান' ও 'নিমিত্ত'-কারণরূপে বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান, এইজন্য তাঁহাকে মহাপ্রভুর 'বড় ভাই' বলিয়া উক্তি করেন; পরন্তু কৃষ্ণলোকে যে কৃষ্ণ-বলরাম, তাঁহারাই চৈতন্য-নিতাই। সুতরাং নিত্যানন্দপ্রভু—মূল-সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ বলদেব ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য

মতঃ। নিত্যানন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে ॥" ইঁনিই ব্রজের বলরাম ॥ ৬১ ॥

আদি ৩য় পঃ ৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৬২ ॥

আদি ৩য় পঃ ৯৫-১০৯ সংখ্যা এবং চৈঃ ভাঃ আদি, ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৬৭-৭১ ॥

বিশ্বরূপ—শ্রীগৌরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিবাহের পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'শঙ্করারণ্য' নাম লাভ করেন। ১৪৩১ শকাব্দে তিনি বোম্বাই-দেশে শোলাপুর জেলান্তর্গত 'পাণ্ডেরপুরে' অপ্রকট হন। তিনি—বিশ্বের 'উপাদান' ও 'নিমিত্ত', এই উভয় কারণ। "গৌঃ গঃ ৫৮-৬২ শ্লোক—অংশাংশিনোরভেদেন ব্যূহ আদ্যঃ শচীসুতঃ। বলদেবো বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণো মতঃ। নিত্যানন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে ॥ গৌরচন্দ্রোদয়ে ধর্ম্মং প্রতি বাক্যং কলের্যথা—'অস্যাগ্রজস্ত্বকৃতদারপরিগ্রহঃ সন্ সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ। স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমর্পয়িত্বা পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব' ইতি। নিত্যানন্দাবধূতো মহ ইতি মহিতং হস্ত সঙ্কর্ষণং যঃ' ইতি চ। যদা শ্রীবিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ। নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদা-স্থিতঃ ॥"৭৪॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক ধেনুকাসুর-বধ-লীলাকে উদ্দেশ করিয়া পরীক্ষিতকে শুকদেব বলিতেছেন।

হে অঙ্গ, (রাজন্) যস্মিন্ ইদং বিশ্বং তন্তুষু পটঃ (বসনং) যথা ওতংপ্রোতং (মিথঃ সম্মিলিতং) (তথা) অনন্তে (অপরিচ্ছিন্নে) জগদীশ্বরে (তস্মিন্ ভগবতি বিষ্ণৌ) এতৎ (অসুরনিধনাদিকং) চিত্রম্ (আশ্চর্য্যং) ন ভবতি ॥ ৭৭ ॥

সিদ্ধান্ত এই যে, জগন্নাথ ও শচীর নিত্যসিদ্ধত্বহেতু তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়,—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'বসুদেব'; বসুদেবেই চিদ্বিলাসী বাসুদেব প্রকটিত (ভা ৪।৩।২৩ শ্লোকের গৌড়ীয় ভাষ্যান্তর্গত 'বিবৃতি' দ্রষ্টব্য)। জড়েন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রাকৃত

উভয়ের বিশেষভাবে নারায়ণ-সেবা—

এত বলি' দুঁহে রহে হরষিত হঞা।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া॥ ৮৬॥

১৩ মাসেও অবতরণের অসম্ভাবনা—

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে,—মিশ্রের হৈল ত্রাস॥ ৮৭॥

অনুভাষ্য

রক্তমাংসময়দেহ স্ত্রী-পুরুষের কামক্রীড়া ও গর্ভের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মিলন ও শচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই; সুতরাং তাহা মনে মনে চিন্তা করাও অপরাধ। ভগবৎসেবোন্মুখ চিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীশচী-দেবীর অপ্রাকৃত-গর্ভ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। এ সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'লঘুভাগবতামৃত'স্থিত প্রকটলীলা-নির্ভাবপ্রসঙ্গে ১৬০-১৬৫ শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ—"ভা ১০।২।১৬ শ্লোকস্থিত 'আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ'—এই বাক্যে কৃষ্ণ প্রথমে আনকদুন্দুভির হৃদয়ে প্রকট হন। তৎপর আনকদুন্দুভির হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হন। দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃতসমূহে লাল্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় উত্তরোত্তর স্বীয় বৃদ্ধি প্রদর্শন করেন। অনন্তর দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কংসকারাগারস্থ সূতিকাগৃহে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হন। দেবকী প্রভৃতি যোগমায়াভিভূত হইয়া তখন মনে করেন যে, লৌকিক রীত্যনুসারেই শিশু পরমসুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ মনুষ্যোচিত অপ্রাকৃত ভাবনিচয় অতি উপাদেয়ভাবে পরমচমৎকারময় চিল্লীলা-বিলাসের সহায় থাকিয়া মায়া-মুগ্ধ মহাসুরিগণকেও বিমোহিত এবং পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরাধামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে)। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল নিত্য-যশোদার নিত্যপুত্ররূপে বিরাজমান থাকিয়া অনন্ত অপ্রকটলীলাতেও তাদৃশ বিলাস করিতে-ছেন। প্রিয়তম ভক্তজনের আনন্দদায়ক এবং নিজেরও চমৎকারকারক তাদৃশী লীলার উল্লাস দ্বারা শ্রীলীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল ব্রজে বিলাস করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত নন্দ-যশোদার অপ্রাকৃত অ-সমোর্দ্ধ-বাৎসল্য-বশে

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গণনা—

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা॥ ৮৮॥

প্রভুর অবতরণ—

চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ॥৮৯॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জন্মকোষ্ঠি যথা:—

শক ১৪০৭।১০।২২।২৮।৪৫

দিনং

৭	১১	৮
১৫	৫৪	৩৮
৪০	৩৭	৪০
১৩	৬	২৩

প্রভুর জন্মকালে—মেষে শুক্র অশ্বিনী-নক্ষত্রে, সিংহে কেতু উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রে, চন্দ্র পূর্ব্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে বৃশ্চিকে শনি জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে, ধনুতে বৃহস্পতি পূর্ব্বাষাঢ়া-নক্ষত্রে, মকরে মঙ্গল শ্রবণা-নক্ষত্রে, কুম্ভে রবি পূর্ব্বভাদ্র-পদে, রাহু পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রে ও মীনে বুধ উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রে; মেষ লগ্ন।

নবমাধিপতি মঙ্গল উচ্চ, শুক্র ও শনি উচ্চপ্রায়, বৃহস্পতি স্বগৃহে ধর্ম্ম-স্থানগত শুক্রকে দৃষ্টি করিতেছেন; দশমাধিপতি গুরুদৃষ্ট শুক্র নবমে॥ ৮৯॥

অনুভাষ্য

ভগবান্ নিত্যই আপনাকে তাঁহাদের নিত্যপুত্র বলিয়া জানেন। শ্রীদশমে (১০।।১)—"আত্মজ উৎপন্ন হওয়ায় মহাত্মা নন্দ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।" সেই দশমেই (১০।৬।৪৩)—"উদার-হৃদয় নন্দ বিদেশ হইতে আসিয়া নিজপুত্র কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক ঘ্রাণপূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিলেন।" আবার (১০।৯।২১)—"এই ভগবান্ গোপিকাসুত দেহাত্মবাদিগণের কখনই সুখ-লভ্য নহে।"

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ—'তদিদমানকদুন্দুভের্হৃদয়স্থেন স্বয়ং ভগবতা রূপেণ কৃষ্ণেণ সহৈক্যং প্রাপ্য দেবকীহৃদি

সিংহ-রাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥ ৯০ ॥

শশাঙ্ককে তিরস্কার করিয়াই যেন গৌরচন্দ্রের উদয়—

অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥ ৯১ ॥

চন্দ্রগ্রহণ ও তদুপলক্ষে জীবের হরিনাম-গ্রহণ—

এত জানি' চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি'নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ ৯২ ॥

জীবের হরিনামগ্রহণ-কালে প্রভুর অবতার—

জগৎ ভরিয়া লোক বলে—'হরি' 'হরি'।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি ॥ ৯৩ ॥

তৎকালে যবনেরও উপহাসচ্ছলে হরিনাম-গ্রহণ—

প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
'হরি' বলি' হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥ ৯৪ ॥

স্বর্গে দেবগণের আনন্দ—

'হরি' বলি' নারীগণ দেই হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥ ৯৫ ॥

সর্ব্বত্র আনন্দের খেলা—

প্রসন্ন হৈল দশ দিক্, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৯৬ ॥

অনুভাষ্য

প্রাকট্যং গচ্ছেৎ—"ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং ('সম্যগ্ ভূতমেবাহিতং বৈধদীক্ষয়া অর্পিতম্' ইতি স্বামিচরণাঃ) শূরসুতেন দেবী ('শুদ্ধসত্ত্বেত্যর্থঃ' ইতি স্বামিচরণাঃ)। দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥" (ভা ১০।২।১৮) ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ। যদ্যপি দেবকীহৃদীত্যুক্তং, তথাপি তদ্‌গর্ভস্থিতির্বোধ্যা,—"দিষ্ট্যাম্ব, তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্" (ভা ১০।২।৪১) ইতি দেবস্তোত্রাৎ। *** জন্মপ্রকরণে—"দেবক্যাঃ দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। অবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥" (ভা ১০।৩।৮) ইতি"।

"অনন্তর পূর্ব্বদিক্ যেমন চন্দ্রের উদয় ব্যক্ত করে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী শূরসেন (বসুদেব) কর্ত্তৃক কৃষ্ণদীক্ষা-

প্রভুর জন্মলীলা-সূত্র ; হরিনাম-কীর্ত্তনের মধ্যে গৌরহরির আবির্ভাব—

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয় ॥ ৯৭ ॥

অদ্বৈতের আনন্দভরে নৃত্য—

সেই কালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে ॥ ৯৮ ॥

চন্দ্র-গ্রহণে লোকের হরিধ্বনি—

দেখি' উপরাগ হাসি', শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥ ৯৯ ॥

অদ্বৈতের হরিদাসকে প্রভুর শুভাবির্ভাব-ইঙ্গিত—

জগৎ আনন্দময়, দেখি' মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি—কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস,—কোন বিশেষ কার্য্যের প্রকাশ ইহাতে যেন বোধ হইতেছে ॥ ১০০ ॥

অনুভাষ্য

প্রাপ্তিক্রমে জগন্মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বাত্মা ও পরমাত্মা শ্রীঅচ্যুতকে হৃদয়ে ধারণা করিলেন, এই ভাগবত-বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীআনকদুন্দুভির (বসুদেবের) হৃদয় হইতে স্বয়ং ভগবান্ দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হইলেন। এ স্থলে যদিও 'দেবকীর হৃদয়ে' কথাটী কথিত হইল, তথাপি তদ্দ্বারা দেবকীর গর্ভাবস্থিতিই বুঝিতে হইবে, যেহেতু ভাগবতে "হে মাতঃ, তোমার কুক্ষিতে (গর্ভে) পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত" এই দেবস্তুতি দেখা যায়। ভগবজ্জন্মপ্রকরণেও—"পূর্ণচন্দ্র যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বগুহাশয় বিষ্ণু

শ্রীবাসের আনন্দভরে হরিনাম-কীর্ত্তন—

আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই' স্নান কৈল গঙ্গা জলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥ ১০১ ॥

জগতের সমগ্র ভক্তের চিত্তপ্রসাদ—

এই মত ভক্তযতি, যাঁর যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে, করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ১০২ ॥

হেমকান্তি শিশুর দর্শনে নরনারীর আনন্দ—

ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি'
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা-সোণা-দ্যুতি, দেখি' বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥ ১০৩ ॥

দেবীগণের ব্রাহ্মণীবেশে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া গৌরদর্শন—

সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, রুদ্রাণী, শ্রীঅরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি',
আসি' সবে করেন দর্শন ॥ ১০৪ ॥

শূন্যে দেবাদির আনন্দ, নতি, স্তুতি ও নৃত্য—

অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত।
নর্ত্তক, বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি' নাচে পাঞা প্রীত ॥ ১০৫ ॥
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কার বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১০৬ ॥

প্রভুর জাতকর্ম্ম—

আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি' তাঁরে করে সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধি-ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥ ১০৭ ॥

শুভকর্ম্মোপলক্ষে মিশ্রের দান—

যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক, গায়ন, ভাট, অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য

দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন''—এই ভাগবতবাক্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

এ স্থলে, "বিশেষে সেবন করে গোবিন্দ-চরণ'' এই বাক্যে মিশ্র ও শচীর নিত্য গোবিন্দচরণসেবা নিমগ্ন হৃদয়েই শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইলেন, জানিতে হইবে ॥ ৮০-৮৬ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকান্তে—"শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে গৌরো হরির্ধরণীমণ্ডল আবিরাসীৎ।" অনেকগুলি ঘটনা ও নির্দ্দিষ্ট কালের সহিত এই শকে শ্রীমহাপ্রভুর উদয়-কাল সমঞ্জস হয় না বলিয়া কেহ কেহ ১৪২৬ বা অন্য শকাব্দা শুদ্ধ হইবে বলিয়া মনে করেন ॥ ৮৯ ॥

ষড়্‌বর্গ—ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ, এই ছয়টিকে 'ষড়্‌বর্গ' বলে। লগ্নের স্পষ্টাংশ অনুসারে কথিত ষড়্‌বর্গের অধিপতি বিচার করিয়া সুলক্ষণ স্থির করিবেন।

অষ্টবর্গ—'বৃহজ্জাতকাদি' গ্রন্থ-কথিত গ্রহের তাৎকালিকস্থান হইতে নির্দ্দিষ্ট রেখা পাত করিয়া অষ্টবর্গ গণিত হয়। তাহাতে ফল-যোজনা দ্বারা শুভাশুভ-নির্ণয়ের ব্যবস্থা হোরাশাস্ত্রবিদ্‌গণ করিয়া থাকেন। এই গণনাতেও চক্রবর্ত্তী মহাপ্রভুর সুলক্ষণ দর্শন করিলেন ॥ ৯০ ॥

নিজালয়—শান্তিপুরের বাটীতে। হরিদাস ঠাকুর প্রভুর জন্মদিনে শান্তিপুরে ছিলেন ॥ ৯৮ ॥

উপরাগ—গ্রহণ। মনোবলে,—মনের উৎসাহে অথবা মনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। (ভা ১০।৩।৯) —"স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা। কৃষ্ণাবতারোৎসব-সংভ্রমোঽস্পৃশন্মুদা দ্বিজেভ্যো-

মালিনী ঠাকুরাণীর ও প্রভুর মাসীর মাঙ্গলিক কৃত্য—

শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর 'মালিনী',
আচার্য্যরত্নের পত্নী-সঙ্গে।
সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥ ১০৯ ॥

সীতা ঠাকুরাণীর কৃত্য—

অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগৎপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর 'সীতা ঠাকুরাণী'।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ ১১০ ॥

শিশুরূপী প্রভুর অলঙ্কার—

সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কন।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ ॥ ১১১ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্ট পাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥ ১১২ ॥

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান—

দূর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি', সঙ্গে লঞা দাসী-চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥ ১১৩ ॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ ১১৪ ॥

শিশুর হেমতনু-দর্শনে নারীগণের বাৎসল্যোৎপত্তি—

সর্ব্ব অঙ্গ—সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ—সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য জ্যোতি, দেখি' পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ ১১৫ ॥

শিশুকে আশীর্ব্বাদ ও রক্ষাকবচ-বন্ধন—

দূর্ব্বা, ধান্য, দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥ ১১৬ ॥

অনুভাষ্য

হস্তমাপ্লুতোগ বাম্ ॥'' ভগবান্ হরিকে পুত্ররূপে দর্শন করিয়া বসুদেব কৃষ্ণজন্মোৎসবে আনন্দিত হইয়া কারাগারে মনে মনে দশসহস্র ধেনু ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন ॥ ৯৯ ॥

ঠারে-ঠোরে,—ইঙ্গিত করিয়া ॥ ১০০ ॥

সাবিত্রী,—ব্রহ্মার পত্নী; গৌরী,—শিবপত্নী; সরস্বতী,—নৃসিংহকান্তা, যথা শ্রীধরস্বামিটীকা—"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি। যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিত্তং নৃসিংহমহং ভজে ॥'' শচী,—ইন্দ্রপত্নী; রম্ভা,—স্বর্গনর্ত্তকী; অরুন্ধতী,—বশিষ্ঠপত্নী ॥ ১০৪ ॥

সিদ্ধ,—মন্ত্রসিদ্ধিক্রমে প্রাপ্ত-দেবযোনি।

গন্ধর্ব্ব,—স্বর্গীয় গায়ক, ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন; গুহ্যলোক—ইহাদের বাসস্থান।

চারণ,—দেবানাং গায়নাস্তে চ চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ। দেবযোনি-বিশেষ ॥ ১০৫ ॥

অনুভাষ্য

সম্ভাষিতে,—বুঝিতে। দেব-নরসিদ্ধাদি ভিন্ন ভিন্ন-শ্রেণীস্থ বলিয়া, একে অন্যের কথা বুঝিতে অসমর্থ ॥ ১০৬ ॥

আচার্য্যরত্ন,—চন্দ্রশেখর; শ্রীনিবাস—শ্রীবাসপণ্ডিত ॥ ১০৭

প্রভুর জন্মদিবসের পরে এক দিন অদ্বৈতপ্রভুর অনুমতি পাইয়া তাঁহার ভার্য্যা সীতা-দেবী উপহার লইয়া শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে শিশুদর্শনে আসিলেন। যদিও তৎকালে অদ্বৈতপ্রভুর নবদ্বীপে গৃহ ছিল, তথাপি নিভালয় উল্লেখ থাকায় তৎকালে তাঁহার শান্তিপুরে অবস্থানই বুঝাইতেছে ॥ ১১০ ॥

কড়িবউলি,—সোনার কটিবলয়; পাশুলি,—রূপার পাদাভরণবিশেষ; অঙ্গদকঙ্কণ,—সোণার চুড়ি, বালা, অনন্ত; দিব্য শঙ্খ,—শঙ্খনির্ম্মিত বলয়, শাঁখা; মলবঙ্ক,—বাঁকমল।

হেমজড়ি,—ব্যাঘ্রনখযুক্ত জড়োয়া অলঙ্কার; কটিপট্ট-সূত্রডোরি,—ঘুন্সি; চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী,—বিচিত্র রেশমী-

শচী-মিশ্রের পূজা—

পুত্রমাতা-স্নানদিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি'।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা-ঠাকুরাণী ॥ ১১৭ ॥

শচী ও মিশ্রের পুত্র-প্রাপ্তিতে আনন্দ—

ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য-কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ ১১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পুত্রমাতা স্নান-দিনে,—অর্থাৎ পঞ্চম দিন পাঁচটে ও নবম দিন নক্তা-দিবসে ॥ ১১৭ ॥

অনুভাষ্য

বস্ত্র ; বুনি ফোতো পট্ট পাড়ী,—বুনা রেশমের পাড়বিশিষ্ট ফতুয়া অর্থাৎ শিশুর পরিধেয় জামা ॥ ১১২ ॥

গোরোচন,—গোমস্তক-লব্ধ উজ্জ্বল পীতদ্রব্য বা শুষ্ক-পিত্ত ; কুঙ্কুম—কাশ্মীর-দেশজ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। "কাশ্মীর-দেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেৎ হি তৎ। সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্ ॥ বাহ্লীকদেশসংজাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং ভবেৎ। কেতকীগন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্ ॥ কুঙ্কুমং পারসীকেয়ং মধুগন্ধি তদীরিতম্। ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্ ॥"

বস্ত্রগুপ্তদোলা,—কাপড় দ্বারা আবৃত ডুলি বা থাঞ্জাম।

চেড়ী,—দাসী ॥ ১১৩ ॥

ঠাম,—গঠন, কান,—কানু বা কৃষ্ণ। কৃষ্ণের বর্ণ—ইন্দ্র-নীল-ঘন-শ্যাম ; বিশ্বম্ভরের বর্ণ—তদ্বিপরীত গৌরবর্ণ ॥ ১১৪ ॥

সুনির্ম্মাণ—সুষ্ঠু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন ; ভান,—ভ্রম ॥ ১১৫ ॥

দুই ভাই,—বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর।

ডাকিনী-শাঁখিনী,—পার্ব্বতী-মহেশের সহবর্ত্তিনী স্ত্রী-যোনি-প্রাপ্ত অশুভকারিণী প্রেতযোনি-বিশেষ। এই সকল অপদেবতা পবিত্র নিম্ববৃক্ষে ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থানে যাইতে পারে না ॥ ১১৬ ॥

পুত্রমাতা-স্নানদিনে অর্থাৎ নিষ্ক্রামণ-দিবসে। বঙ্গদেশে

মিশ্র—শান্ত, সংযত ও উদার বৈষ্ণব

মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি' মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥ ১১৯ ॥

চক্রবর্ত্তী-কর্ত্তৃক প্রভুর কোষ্ঠী-গণনা—

লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি,—এই তারিবে সংসারে ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন—(সামুদ্রিক-মতে) লগ্নে অর্থাৎ জাতক-কুণ্ডলীতে, অঙ্গে অর্থাৎ শরীরে ॥ ১২০ ॥

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

পূর্ব্বকালে জননাশৌচে বিপ্রাদিবর্ণ চারিমাস গ্রহণ করিতেন, পরে সূর্য্যদর্শন ; পরে চারিমাসের পরিবর্ত্তে বিপ্রাদি দ্বিজবর্ণে একবিংশ-দিবস জননাশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা, কিন্তু শূদ্রাদির পক্ষে একমাস বর্ত্তমান। কর্ত্তাভজা ও সতীমা-দলে 'হরি-লুটে' সদ্য-সদ্যই জননাশৌচ-নিবৃত্তি।

বঙ্গীয় সামাজিক ব্যবহারে বর্ত্তমানকালেও এই বিদায়-কালীন রীতি দৃষ্ট হয়। আত্মীয়-কুটুম্ব সামাজিকভাবে কাহারও গৃহে গমন করিলে তাঁহার বিদায়কালে সেই গৃহস্থ তাঁহাকে বস্ত্রাদি দিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নিকট তাদৃশ পূজা পাইয়া সীতাঠাকুরাণী শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১১৭ ॥

লোকমান্য-কলেবর,—শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ লোকমান্য হওয়ায় অর্থাৎ তাঁহার সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও লাবণ্য-দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া দেব, নর ও অন্যান্য লোককে সম্মান দিতে দেখিয়া পিতামাতার আনন্দ হইল ॥ ১১৮ ॥

প্রাকৃত-বিষয়িগণ যেরূপ স্ত্রীপুত্রাদির কথায় ধনাদি-ভোগের অভিমানে ব্যস্ত থাকে, শুদ্ধভক্ত জগন্নাথ মিশ্র তাদৃশ ছিলেন না। সমস্ত দ্রব্যই ভগবানকে দিয়া ব্রাহ্মণাদি

জন্মবৃত্তান্ত-শ্রবণ-মাহাত্ম্য—

ঐছে প্রভু শচী-ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥ ১২১ ॥

গৌর-বিরোধী বিষয়ীর দুর্ভাগ্য—

পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥ ১২২ ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস।
ইঁহা-সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মমহোৎসব-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

যোগ্যপাত্রে তদবশেষ প্রদান করিয়াছিলেন; কেবল নিজ-ভোগময়তাৎপর্য্যক্রমে স্বীকার করেন নাই ॥ ১১৯ ॥

গুপ্তে,—অপ্রকাশ্যে ॥ ১২০ ॥

অমৃতধুনী,—সুধা-নদী। কৃষ্ণভক্তি-সুধাস্রোতের জল-পান ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি বিষয়-বিষকূপের (আত্মার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর) জল পান করে, সে নিতান্ত মূঢ় ও তাহার জীবন ধারণ করা উচিত নহে।

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদকৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃতে—"অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্। ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥ অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্। ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাঃ হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ॥ প্রসারিত-মহাপ্রেমপীযূষরস-সাগরে। চৈতন্য-চন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ॥ অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে। সুপ্রকাশিতরত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ॥" (ভা ২।৩।১৯, ২০, ২৩)—"শ্ববিড্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাভৃতঃ॥ বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপ-গায়ত্যুরুগায়-গাথাঃ॥ জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু। শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥" (ভা১০।১।৪)—"নিবৃত্ত-তর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ। ক উত্তমঃ-শ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥" (ভা ৩।২৩।৫৬)—"* * ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥" ১২২ ॥

শ্রীমহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, দামোদরস্বরূপ, রূপ ও রঘুনাথদাসের শ্রীপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও তদনুগ শুদ্ধভক্ত অথবা অন্তরঙ্গভক্তগণের নিজধন। বিষয়িগণের ধনসমূহ মায়িক দাম; বস্তুতঃ তাহা 'ঋণ'-শব্দবাচ্য। কৃষ্ণবিমুখ জীব, পরমার্থকে ধন না জানিয়া জড়-ভোগময় ঋণরূপ কামকে 'ধন' বলিয়া জ্ঞান করে। যে সকল বস্তুকে 'ধন' জ্ঞান করিয়া বিষয়িজীব ব্যস্ত, তাহাতে হরিজনের ঋণ-বুদ্ধি আছে; ধন-বুদ্ধি নাই। পক্ষান্তরে, নিজকৃপারূপ ধন-দানে ভগবান্ যাঁহাকে ধনী করেন, তাঁহার প্রাকৃত ধনসমূহ অপহরণ করেন। "যস্যাহং অনু-গৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" ঠাকুর নরোত্তম বলেন,—"ধন মোর নিত্যানন্দ"; "রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, সেই মোর প্রাণধন"; "জয় পতিতপাবন, দেহ মোর এই ধন, তুয়া বিনা অন্য নাহি ভায়"; "শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন-পূজন। সেই মোর প্রাণধন" "প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু। অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু" ইত্যাদি।

স্মার্ত্তের শৌক্রবুদ্ধিবলে শ্রীরঘুনাথদাসের পাদপদ্মে বিপ্রত্বাভাবরূপ শূদ্রত্বারোপ তাঁহার ভক্তিসম্পত্তিতে ঋণ মাত্র; কিন্তু তাঁহার পাদপদ্মে অপ্রাকৃত ব্রহ্মণ্যোপলব্ধি ভক্তের নিজ সম্পত্তি ॥ ১২৩ ॥

ইতি অনুভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের কথাসার

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রভুর বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রভুর হামাগুড়ি, ক্রন্দনচ্ছলে নাম প্রচার, মৃত্তিকা-ভক্ষণচ্ছলে মাতাকে জ্ঞান-প্রদান, অতিথি-বিপ্রকে প্রসাদ দিয়া নিস্তার, চোরের স্কন্ধে চড়িয়া তাহাকে ভুলাইয়া নিজ-গৃহে আনয়ন, ব্যাধিচ্ছলে হিরণ্য-জগদীশের নৈবেদ্য একাদশী-দিনে ভক্ষণ, বাল্য-চাপল্য, মাতাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া নারিকেল আনিয়া দেওয়া, গঙ্গাতীরে কন্যাগণের সহিত পরিহাস, লক্ষ্মীদেবীর পূজা-গ্রহণ, উচ্ছিষ্টভাণ্ডপূর্ণ গর্ত্তে বসিয়া মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদান ও মাতৃ-আজ্ঞা-পালন; মিশ্রের শুদ্ধবাৎসল্য—এই সকল বাল্যলীলার প্রকরণ। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

(হঃ ভঃ বিঃ ২০ বিঃ ১ম শ্লোক)

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র।
যশোদা-নন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥ ৩ ॥

সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা-অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলা-সূত্রের গণন ॥ ৪ ॥

মানুষী হইলেও গৌরলীলা অপ্রাকৃত—

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশ-চেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥ ৫ ॥

স্বীয় পদতলে শঙ্খ-চক্র-ধ্বজ-বজ্র-মীন-চিহ্ন-প্রদর্শন—

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান শয়ন।
পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥ ৬ ॥

গৃহে দুই জন দেখি' লঘুপদ-চিহ্ন।
তাহাতেই ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীন ॥ ৭ ॥

দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদচিহ্ন ঘরে, না পায় নিশ্চয় ॥ ৮ ॥

মিশ্রের উক্তি—

মিশ্র কহে,—বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে।
তিঁহো মূর্ত্তি হঞা খেলে, জানি, ঘরে রঙ্গে ॥৯॥

সেই ক্ষণে জাগি' নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥ ১০ ॥

শচী ও মিশ্র, উভয়ের নিমাইর চরণচিহ্ন-দর্শন—

স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি' মিশ্রে বোলাইল ॥১১॥

দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও দুষ্কর বিষয় সুকর হইয়া পড়ে, বিস্মৃত হইলে সুকরও দুষ্কর হইয়া পড়ে, সেই চৈতন্যকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

চৈতন্য-কৃষ্ণের মনোহর বাল্যলীলা আমি বন্দনা করি; সেই বাল্যলীলা লৌকিকী লীলার ন্যায় হইলেও তাহা ঈশচেষ্টা-মিশ্র ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য

যস্মিন্ (গৌরকৃষ্ণে) কথঞ্চন (যেন কেন প্রকারেণাপি) স্মৃতে (স্মরণপথমারূঢ়ে সতি) দুষ্করং (দুঃসাধ্যং কর্ম্ম) সুকরং (সহজসাধ্যমনুষ্ঠানং) ভবেৎ, যস্মিন (গৌরকৃষ্ণে) বিস্মৃতে (সতি) বিপরীতং (সহজসাধ্যমনুষ্ঠানং দুঃসাধ্যং কর্ম্ম) স্যাৎ, তম্ অমুং শ্রীচৈতন্যম্ ভজে ॥ ১ ॥

চৈতন্যদেবস্য (গৌরকৃষ্ণস্য) লৌকিকীং (প্রাপঞ্চিক-

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর উক্তি—

চিহ্ন দেখি' চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া।
লগ্ন গণি' পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥১৩॥
বত্রিশ লক্ষণ—মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ ১৪ ॥

মহাপুরুষের ৩২টী লক্ষণ—

(সামুদ্রকে তৃতীয় শ্লোক)

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥১৫॥

চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক শিশুর মাহাত্ম্য-বর্ণন ও ভবিষ্যদ্বাণী—

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ।
এই শিশু সর্ব্ব লোকে করিবে তারণ ॥ ১৬ ॥
এই ত' করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার।
ইহা হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার ॥ ১৭ ॥

নামকরণ ও মহোৎসব—

মহোৎসব কর, সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল,—করিব নাম-করণ ॥ ১৮ ॥

'বিশ্বম্ভর' নাম—

সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ, পোষণ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইহার,—এই ত' কারণ ॥ ১৯ ॥
শুনি' শচী-মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আনি' মহোৎসব কৈল ॥ ২০ ॥

অলৌকিক-চেষ্টা-প্রদর্শন—

তবে কত দিনে প্রভুর জানু-চংক্রমণ।
তথা নানা চমৎকার করাইল দর্শন ॥ ২১ ॥

হরিনামে ক্রন্দন-নিবৃত্তি—

ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম।
নারী সব 'হরি' বলে,—হাসে গৌরধাম ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র ও জানু—এই পাঁচটী দীর্ঘ; ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলীপর্ব্ব, দন্ত ও রোম—এই পাঁচটী সূক্ষ্ম; নেত্র, পদতল, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ—এই সাতটী রক্ত; বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ—এই ছয়টী উন্নত; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন—এই তিনটী হ্রস্ব; কটি,ললাট ও বক্ষ—এই তিনটী বিস্তীর্ণ; নাভি, স্বর, সত্ত্ব—এই তিনটী গম্ভীর। যিনি এই বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত, তিনি মহাপুরুষ ॥১৫॥

দুই কুলের,—পিতৃকুল ও মাতৃকুল ॥ ১৭ ॥

অনুভাষ্য

মানুষচেষ্টিতাম্) অপি ঈশচেষ্টয়া (অলৌকিকপ্রয়াসেন) বলিতান্তরাং (বলিতং বক্রম্ অন্তরং যস্যাঃ তাং) মনোহরাং (হৃদয়াকর্ষিণীং) বাল্যলীলাং (শৈশবক্রীড়াম্) অহং বন্দে ॥ ৫ ॥

উত্তান,—ঊর্দ্ধমুখে স্থিত, চিৎ হইয়া শয়ন; পাঠান্তরে—'উত্থান'; এই অর্থে পদভরে দণ্ডায়মান হইতে গিয়া অনভ্যাস-বশতঃ বালোচিত অসমর্থতা দেখাইয়া শয়ন ॥ ৬ ॥

পঞ্চদীর্ঘঃ (পঞ্চ নাসাভুজহনুনেত্রজানুনি দীর্ঘাণি যস্য সঃ) পঞ্চসূক্ষ্মঃ (পঞ্চ ত্বক্‌কেশাঙ্গুলিপর্ব্বদন্তরোমাণি সূক্ষ্মাণি যস্য সঃ) সপ্তরক্তঃ (সপ্ত নয়নপ্রান্তপদতল-করতল-তালু-অধরৌষ্ঠনখাঃ চ রক্তাঃ রক্তবর্ণাঃ যস্য সঃ) ষড়ুন্নতঃ (ষট্ বক্ষঃস্কন্ধনখ-নাসিকাকটিমুখানি উন্নতানি উচ্চানি যস্য সঃ) ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরঃ (ত্রীণি গ্রীবাজঙ্ঘা-মেহনানি হ্রস্বাণি লঘূনি ত্রীণি কটিললাটবক্ষাংসি পৃথূনি বিশালানি, ত্রীণি নাভি-স্বর-সত্ত্বানি গম্ভীরাণি যস্য সঃ) দ্বাত্রিংশল্লক্ষণঃ (এতানি দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণানি যস্য সঃ জনঃ)—মহান্ (মহাপুরুষঃ ॥১৫॥

চৈঃ ভাঃ আদি, ৩য় অঃ—"জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে। পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে॥ অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম।"

'বিশ্বম্ভর'—অথর্ব্ববেদসংহিতায় ২য় কাণ্ড, ৩য় অনুবাক, ৩য় প্রপাঠক, ১৬ মন্ত্র, ৫ম সংখ্যা—"বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা" ॥ ১৯ ॥

জানুচংক্রমণ,—হামাগুড়ি। চৈঃ ভাঃ আদি, ৩ অঃ—"জানু গতি চলে প্রভু পরম সুন্দর। কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর॥ একদিন একসর্প বাড়ীতে বেড়ায়। ধরিলেন সর্প প্রভু বালকলীলায়॥ কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া। ঠাকুর থাকিলা সর্প উপরে শুইয়া॥ প্রভুরে এড়িয়া সর্প পলায় তখন॥" ২১ ॥

চৈঃ ভাঃ আদি ৩য় অঃ—"তাবৎ কান্দেন প্রভু কমল-

শিশুসনে ক্রীড়া—

তবে কত দিনে কৈল পদ-চংক্রমণ।
শিশুগণে মিলি' কৈল বিবিধ খেলন ॥ ২৩ ॥

একদিন শচী খই-সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি' দিয়া বলে,—খাও ত' বসিয়া ॥২৪॥

নিমাইর মৃত্তিকা-ভক্ষণ—

এত বলি' গেলা শচী গৃহে কর্ম্ম করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥২৫॥

শচীকর্ত্তৃক উহার কারণ-জিজ্ঞাসা—

দেখি' শচী ধাঞা আইলা করি' 'হায়, হায়'।
মাটি কাড়ি' লঞা বলে, মাটি কেনে খায় ॥২৬॥

নিমাইর দার্শনিক উত্তর—

কান্দিয়া বলেন শিশু,— কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে, মোর কিবা দোষ ॥২৭॥

সবই মৃত্তিকা-বিকার—

খই-সন্দেশ-অন্ন, যতেক—মাটির বিকার।
ইহ মাটি, সেহ মাটি, কি ভেদ-বিচার ॥ ২৮ ॥

মাটি—দেহ, মাটি—ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি'।
অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি ॥ ২৯ ॥

শচীর প্রত্যুত্তর—

অন্তরে বিস্মিত শচী বলিল তাহারে।
মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে ॥৩০॥

দ্রব্য ও তদ্বিকারের বিশেষ বা অনুকূল ও প্রতিকূলের বৈশিষ্ট্য—

মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ-পুষ্টি হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ যায় ক্ষয় ॥ ৩১ ॥

মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি' আনি।
মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে, শোষি' যায় পানি ॥৩২॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর উক্তি—

আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাঁহারে।
আগে কেন ইহা, মাতা, না শিখালে মোরে ॥৩৩॥

এবে সে জানিলাঙ, আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগে যবে, তবে তোমার স্তন পিব ॥৩৪॥

এত বলি' জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩৫ ॥

নানাভাবে ঐশ্বর্য্যলীলা-প্রকটন—

এইমতে নানা-ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥ ৩৬ ॥

তৈর্থিক বিপ্রের অন্নভোজন ও উদ্ধার—

অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ ৩৭ ॥

চোরের বুদ্ধিভ্রম-উৎপাদন—

চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি' আইলা তারে ভুলাইয়া ॥৩৮॥

অনুভাষ্য

লোচন। হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ ॥ পরম সঙ্কেত এই, সবে বুঝিলেন। কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন ॥ প্রভু যেই কান্দে, সেই ক্ষণে নারীগণ। হাতে তালি দিয়া করে হরিসঙ্কীর্ত্তন ॥ নিরবধি সবার বদনে হরিনাম। ছলে বলায়েন প্রভু, হেন ইচ্ছা তান ॥" ২২ ॥

চৈঃ ভাঃ আদি ৩য় অঃ—"এইমতে দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন। হাঁটিয়া করেন প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ ॥ ২৩॥

বাটা,—খাদ্যদ্রব্য বা তাম্বূল রাখিবার পাত্র বা আধার, বর্ত্তন ॥ ২৪ ॥

এই ঘটনা আদি ১৩ পঃ ৪৯ সংখ্যায় কথিত চৈতন্য-ভাগবতের পরিত্যক্ত ও অতিরিক্ত ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

একটী তৈর্থিক, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইলে, তিনি রন্ধন-সামগ্রী আনিয়া দিয়া রন্ধন করাইলেন। তৈর্থিক ব্রাহ্মণ যখন ধ্যানে গোপালকে ভোগ দেন তখন নিমাই আসিয়া তাঁহার অন্ন খাইতে লাগিলেন। নিমাইস্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণ আর একবার পাক করিলেন; সে-বারেও ধ্যানে নিবেদন-কালে সেই ঘটনা হইল। তৃতীয়বার পাক হইল; সে-সময় বাটীর সকলেই সুপ্ত, ব্রাহ্মণ ধ্যানে গোপালকে পক্বান্ন নিবেদন করিতেছিলেন, এমন সময় নিমাই আসিয়া সেই অন্ন খাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দৈবহত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, তখন নিমাই বলিলেন,—'হে বিপ্র, আমি যখন ব্রজে যশোদা-

একাদশীতে হিরণ্য-জগদীশের গৃহের বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন—

ব্যাধি-ছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে।
বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইল একাদশী-দিনে ॥ ৩৯ ॥

শিশুচিত লীলা—চুরি ও কলহাদি—

শিশুগণ লয়ে পাড়া-পড়সীর ঘরে।
চুরি করি' দ্রব্য খায়, মারে বালকেরে ॥ ৪০ ॥

শচীর নিকট অভিযোগ ও শচীর তিরস্কার—

শিশু সব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি' শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন ॥ ৪১ ॥

কেনে চুরি কর, কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পর-ঘরে যাহ, কি বা নাহি ঘরে ॥ ৪২ ॥

প্রভুর ক্রোধ ও গৃহে দৌরাত্ম্য—

শুনি' ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘর-ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল, ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ ৪৩ ॥

প্রভুকে সান্ত্বনা ও প্রভুর লজ্জা—

তবে শচী কোলে করি' করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি' নিজ-দোষ ॥ ৪৪ ॥

মাতাকে প্রহার, মাতার মূর্চ্ছা-দর্শনে দুষ্প্রাপ্য নারিকেল-আনয়ন—

কভু মৃদুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪৫ ॥
নারীগণ কহে,—নারিকেল দেহ আনি'।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥ ৪৬ ॥
বাহিরে যাঞা আনিলেন দুই নারিকেল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব হৈলা বিস্মিত সকল ॥ ৪৭ ॥

স্নানকালে কুমারীগণ সঙ্গে কৌতুক—

কভু শিশু-সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাহাঁ দেবতা পূজিতে ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভুলাল ছিলাম, তখনও তোমার এরূপ ঘটনা হইয়াছিল; এবারও তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে আমি কৃপা করিয়া দেখা দিলাম'। তখন ব্রাহ্মণ নিজ-ইষ্ট-দেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ সেবা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে এই গুপ্তলীলাটী প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

মহাপ্রভু অতি-শিশুকালে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দ্বারের বহির্দেশে খেলা করিতেছিলেন। দুইটী চোর তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া সন্দেশ খাওয়াইতে লইয়া চলিল। চোরেরা মনে করিল যে, 'বনের ভিতর লইয়া বালকটীকে বিনষ্ট করতঃ ইহার অলঙ্কারসকল লইব'। মহাপ্রভু স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে পথ ভুলাইয়া পুনরায় নিজ-গৃহের দ্বারে তাহাদের স্কন্ধে চড়িয়া আসিলেন। যে সকল আত্মীয়বর্গ তাঁহার অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল, তাহাদের সম্মুখে চোরেরা শিশুকে রাখিয়া পলাইয়া গেল। শিশুটী বহুযত্নে শচীর অঙ্গনে নীত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

জগদীশ ও হিরণ্য-পণ্ডিতের বাটীতে একাদশী-দিবসে (বিষ্ণু)-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছিল। মহাপ্রভু তাঁহার জনককে সেই নৈবেদ্য খাইবার আশয়ে হিরণ্য-জগদীশের বাটীতে পাঠান। হিরণ্য-জগদীশ বালকের প্রার্থনা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন যে, 'অদ্য একাদশী এবং আমাদিগের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছে, এ কথা সেরূপ শিশু কিরূপে জানিলেন? অবশ্যই তাঁহাতে কোন বৈষ্ণবী শক্তি আছে'। তাঁহারা সেই নৈবেদ্য-দ্রব্য বালকের খাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শরীরের পীড়া হইয়াছে, বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইলে সে পীড়া আরোগ্য হইবে, এই ছল করিয়া মহাপ্রভু নৈবেদ্য আনাইয়াছিলেন। আনীত নৈবেদ্য বালকদিগকে খাওয়াইলেন ও আপনিও কিছু খাইলেন; তাহাতে তাঁহার ব্যাধি ভাল হইল। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ হইতে হিরণ্য-জগদীশের বাড়ী—একটু দূরে, প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব; শিশুর পক্ষে অত দূরের সংবাদ অবগত হওয়া অসম্ভব ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য

ভোজ্যবিষয়-গ্রহণই অচিৎ-জাতীয় চেষ্টা, তাহাতে হরি-সেবা নাই। প্রতিকূল-বিষয়ের সহিত কৃষ্ণসেবার অনুকূল-বিষয়কেও ভ্রমক্রমে নির্ব্বিশেষবাদিগণ সমজাতীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। ঐ প্রকার ধারণা যে প্রাকৃত-সিদ্ধান্তের নিতান্ত ভ্রমযুক্ত অস্ফুট বিকাশ তাহা, অর্থাৎ তাদৃশ মূঢ়-

গঙ্গাস্নান করি' পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ-মধ্যে প্রভু আসিয়া বলিলা ॥ ৪৯ ॥

কুমারীগণের প্রতি প্রভুর উক্তি—

কন্যারে কহে,—আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা-দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ—কিঙ্কর ॥ ৫০ ॥
আপনি চন্দন পরি' পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খা'ন—সন্দেশ, চাল, কলা ॥৫১॥

কন্যাগণের প্রত্যুক্তি—

ক্রোধে কন্যাগণ কহে,—শুনহে নিমাঞি।
গ্রাম-সম্বন্ধে হও তুমি আমা-সবার ভাই ॥৫২॥
আমা-সবার পক্ষে ইহা কহিতে না যুয়ায়।
না লহ দেবতা-সজ্জ, না কর অন্যায় ॥ ৫৩ ॥

বিদ্রূপচ্ছলে প্রভুর বরদান—

প্রভু কহে,—তোমা-সবাকে দিলাঙ এই বর।
তোমা-সবার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর ॥ ৫৪ ॥
পণ্ডিত, বিদগ্ধ, যুবা, ধনধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে—চিরায়ু, মতিমান্ ॥ ৫৫ ॥
বর শুনি' কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভৎর্সন করে করি' মিথ্যা রোষ ॥৫৬॥

পলাতক কন্যার প্রতি শাপচ্ছলে কৃত্রিম ক্রোধ—

কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি' কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া ॥ ৫৭ ॥
যদি নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে, আর চারি সতিনী ॥ ৫৮ ॥

ভয়ে, কন্যাগণের নৈবেদ্য-প্রদান—

ইহা শুনি' তা-সবার মনে হইল ভয়।
কোন কিছু জানে, কিবা দেবাবিষ্ট হয় ॥ ৫৯ ॥
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥ ৬০ ॥

প্রভুর মধুর চাপল্য-লীলায় সকলেরই সুখ—

এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে, সবে সুখ পায় ॥ ৬১ ॥

বল্লভাত্মজা লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাক্ষাৎকার—

একদিন বল্লভাচার্য্য-কন্যা 'লক্ষ্মী' নাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি' গঙ্গাস্নান ॥৬২॥

পরস্পরের দর্শনে উভয়ের সুখ—

তাঁরে দেখি' প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পাইল প্রভুর দর্শন ॥ ৬৩ ॥

উভয়ের নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রীতি ও হর্ষ—

সাহজিক প্রীতি দুঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবে ছন্ন তনু হইল নিশ্চয় ॥ ৬৪ ॥
দুঁহা দেখি' দুঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজা-ছলে কৈল দুঁহে পরকাশ ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর লক্ষ্মীকে সার্চ্চনে আদেশ—

প্রভু কহে,—আমা' পূজ', আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥ ৬৬ ॥

লক্ষ্মীর আদেশ-পালন—

লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল স-পুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥ ৬৭ ॥

অনুভাষ্য

নির্ব্বিশেষ-চিন্তার অকর্ম্মণ্যতা মহাপ্রভু মাতার মুখে মৃৎ ও ঘটের সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিলেন ॥ ২৭-৩৩ ॥

চৈতন্যভাগবতে আদি তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৩৭ ॥

চৈতন্যভাগবতে আদি তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮ ॥

চৈতন্যভাগবতে আদি চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৩৯ ॥

চৈঃ ভাঃ আদি ৩য় অঃ—"নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে। প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে॥ কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়। হাঁড়ি ভাঙ্গি যার ঘরে কিছুই না পায়॥ ঘরে যদি শিশু থাকে, তাহারে কাঁদায়।" ঐ ৪ অঃ—'কেহ বলে, পুত্র—অতি-বালক আমার। কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার' ॥ ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

লক্ষ্মী—ভগবানের নিত্যপত্নী, ও ভগবান্—লক্ষ্মীর নিত্য-পতি; অতএব তাঁহাদের মধ্যে যে নিত্যপ্রীতি আছে, তাহা সাহজিক (সহজাত)। সেই প্রীতি বাল্যভাবে প্রচ্ছন্ন-স্বরূপ হইয়া প্রতীত হইল ॥ ৬৪ ॥

প্রভুর সন্তোষ—

প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিল।
শ্লোক পড়ি' তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈল ॥ ৬৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্ক, ২২ অ, ২৫ শ্লোক)

সংকল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৬৯ ॥

এইমত লীলা দুঁহে করি' গেলা ঘরে।
গম্ভীর চৈতন্য-লীলা কে বুঝিতে পারে ॥৭০॥

প্রভুর লীলা-চাপল্য-দর্শনে সকলের অভিযোগ—

চৈতন্য-চাপল্য দেখি' প্রেমে সর্ব্ব জন।
শচী-জগন্নাথে দেখি' দেন ওলাহন ॥ ৭১ ॥

শচীর নিমাইকে ধরিবার চেষ্টা—

এক দিন শচী-দেবী পুত্রেরে ভৎ'সিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্রে, গেলা পলাইয়া ॥ ৭২ ॥

ত্যক্ত হাঁড়ির উপর নিমাইর উপবেশন—

উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত-হাণ্ডীর উপর।
বসিয়াছেন সুখে প্রভু দেব-বিশ্বম্ভর ॥ ৭৩ ॥

শচীর পুত্রকে অশুচি-বুদ্ধিতে শোধন-চেষ্টা—

শচী আসি' কহে,—কেনে অশুচি ছুঁইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই'—অপবিত্র হইলা ॥ ৭৪ ॥

পুত্রের মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ—

ইহা শুনি' মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইলা স্নান ॥ ৭৫ ॥

শয়নকালে শচীর দেবগণের দর্শন—

কভু পুত্রসঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে, দিব্যলোক আসি' ভরিল ভবন ॥ ৭৬ ॥
শচী বলে,—যাহ, পুত্র, বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে ॥৭৭॥

মাতার কথায় চলিবার কালে নূপুরাভাবেও নূপুরধ্বনি—

চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন্ঝন্।
শুনি' চমকিত হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ৭৮ ॥

মিশ্রের বিস্ময়—

মিশ্র কহে,—এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি ॥ ৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হে সাধ্বীগণ, তোমাদের পূজার তাৎপর্য্য আমি জানিয়াছি, তাহাতেই আমার বিশেষ আনন্দ। তোমাদের আশয় সিদ্ধ হইবার যোগ্য বটে ॥ ৬৯ ॥

প্রভু বলিলেন,—মাতঃ, উচ্ছিষ্ট ও অনুচ্ছিষ্ট, এই দুইটি নরভাবমাত্র; বস্তুত ইহাতে কিছুমাত্র সত্য নাই। এই সকল ভাণ্ডে তুমি বিষ্ণুর জন্য ভোগ-দ্রব্য পাক করিয়াছ এবং তাহা বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়াছ, অতএব এই সকল ভাণ্ড কখন উচ্ছিষ্ট হইতে পারে না। আত্মা—নিত্য পবিত্র বস্তু, তাহার পক্ষে উচ্ছিষ্টাদি বিচার কি? এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান শুনিয়া মাতা বিস্মিতা হইয়া তাঁহাকে স্নান করাইলেন ॥৭৫॥

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ওলাহন,—তিরস্কার, ভৎ'সনা ॥ ৭১ ॥

লোচনদাস-কৃত চৈতন্যমঙ্গলে আদি—তহিঁ এক দিব্য নারী কহিল হাসিয়া। চিবুক ধরিয়া বিশ্বম্ভরে বলে বাণী। নারিকেল-ফল তুই মায়ে দেহ আনি' ॥ তবে সে জীয়য়ে শচী—এই তোর মাতা। ইহা শুনি' বিশ্বম্ভর হরিষ হইলা। তখনি যুগল নারিকেল আনি' দিলা ॥ ৪৬ ॥

বল্লভাচার্য্য—নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত। গৌঃ গঃ ৪৪ শ্লোক—"পুরাসীৎ জনকো রাজা মিথিলাধিপতির্মহান্। অধুনা বল্লভাচার্য্যো ভীষ্মকোঽপি চ সম্মতঃ ॥" শ্রীগৌরহরি প্রথমে ইঁহারই কন্যা 'লক্ষ্মীপ্রিয়া' দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

লক্ষ্মীদেবী—গৌঃ গঃ ৪৫ শ্লোক—"শ্রীজানকী রুক্মিণী চ 'লক্ষ্মী'নাম্নী চ তৎসুতা।" চৈতন্যচরিতে—"ব্যক্তা লক্ষ্মী নাম্নী চ সা যথা। সা বল্লভাচার্য্য-সুতা চলন্তী স্নাতুং সখীভিঃ সুরদীর্ঘিকায়াঃ লক্ষ্মীরনেনৈব কৃতাবতারা প্রভোর্যযৌ লোচন-বর্ত্ম তত্র ॥" ৬২-৬৮ ॥

কাত্যায়নী-ব্রতপরা কৃষ্ণকামা গোপীদিগের বস্ত্রহরণের পর তাঁহাদিগকে বস্ত্রপ্রদানান্তর তাঁহাদিগের কৃষ্ণকামনা-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণবাক্য।

হে সাধ্ব্যঃ, (সত্যঃ) মদর্চ্চনং (মৎপ্রাপ্ত্যর্থং অর্চ্চনং তদেব) ভবতীনাং (গোপীনাং) সঙ্কল্পঃ (মনোরথঃ, মনোগতভাবঃ

দেবগণ-দর্শনে শচীর বিস্ময়—

শচী কহে,—আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি' অঙ্গন ভরিল ॥৮০॥
কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে, অনুমান করি ॥ ৮১ ॥

উভয়ের নিমাইর কুশল-চিন্তা—

মিশ্র বলে,—কিছু হউক্, চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক্,—এই মাত্র চাই ॥৮২॥

প্রভুর চাপল্য-দর্শনে মিশ্রের তীব্র ভৎর্সনা—

একদিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া।
ধর্ম্ম-শিক্ষা দিল বহু ভৎর্সন করিয়া ॥ ৮৩ ॥

রাত্রে স্বপ্ন-দর্শন—এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মিশ্রের ভৎর্সনা—

রাত্রে স্বপ্ন দেখে,—এক আসি' ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন ॥ ৮৪ ॥
মিশ্র, তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভৎর্সন-তাড়ন কর,—পুত্র করি' মান' ॥ ৮৫ ॥

মিশ্রের অপ্রাকৃত স্নেহমাখা উত্তর—

মিশ্র কহে,—দেব, সিদ্ধ, মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক্, এবে আমার তনয় ॥ ৮৬ ॥

পুত্রের লালন-শিক্ষা—পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে, কৈছে জানিবে ধর্ম্ম-মর্ম্ম ॥৮৭॥

বিপ্র ও মিশ্রের উক্তি ও প্রত্যুক্তি—

বিপ্র কহে,—এই যদি দৈব-সিদ্ধ হয়।
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥ ৮৮ ॥
মিশ্র কহে,—পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম—পুত্রকে শিক্ষণ ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর প্রতি মিশ্রের শুদ্ধবাৎসল্য-স্নেহ—

এইমতে দুঁহে করেন ধর্ম্মের বিচার।
শুদ্ধবাৎসল্য মিশ্রের, নাহি জানে আর ॥৯০॥

স্বপ্নান্তে মিশ্রের বিস্ময় ও বন্ধুবর্গের নিকট কীর্ত্তন—

এত শুনি' দ্বিজ গেলা হঞা আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হইলা পরম বিস্মিত ॥ ৯১ ॥
বন্ধু-বান্ধব-স্থানে স্বপ্ন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥ ৯২ ॥
এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা-মাতার বাড়িল আনন্দ ॥৯৩॥

নিমাইর হাতে খড়ি—

কত দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল ॥ ৯৪ ॥

অনুভাষ্য

ইত্যর্থঃ) যুষ্মাভিঃ লজ্জয়া অকথিতঃ অপি ময়া বিদিতঃ (সন্) অনুমোদিতঃ (স্বীকৃতঃ) ; (অতঃ) সঃ অসৌ (সঙ্কল্পঃ) সত্যঃ (যথার্থঃ) ভবিতুম্ অর্হতি (যোগ্যো ভবতি) ॥ ৬৯ ॥

চৈঃ ভাঃ আদি ৫ম অঃ—"বিষ্ণুনৈবেদ্যের যত বর্জ্জ্য হাঁড়িগণ। বসিলেন প্রভু হাঁড়ি করিয়া আসন ॥ মায়ে আসি' দেখিয়া করেন হায় হায়। এস্থানেতে, বাপ, বসিবারে না যুয়ায় ॥ প্রভু বলে,—সর্ব্বত্র মোর অদ্বিতীয় জ্ঞান। এসব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ ॥ বিষ্ণুর রন্ধনস্থলী কভু নাহি দুষ্ট হয়। সে হাঁড়ি-পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয় ॥" ৭৩ ॥

অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ১৭৪-১৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। (ভা ১১।২৮।৪—উদ্ধবের প্রতি ভগবদ্বাক্য)—"কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥" অর্থাৎ "ভদ্রাভদ্র-বস্তুজ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে।" "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম ॥" (ভা ১১।১৯।৪৫)—"গুণ-দোষ-দৃশি-র্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ।" এবং (ভা ১১।২১।৩)—"শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়তে সমানেষ্বপি বস্তুষু। দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ। ধর্ম্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ ॥"

পুত্র নিমাইকে অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞানোৎপাদনে অভিলাষী দেখিয়া বিপ্র মিশ্রকে কহিলেন,—'তোমার পুত্র নিত্য-সিদ্ধ দেবতা হওয়ায় তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক জ্ঞানকে তোমার এই প্রকার মূঢ়তা বলিয়া ধারণা-ফলে তাহাকে তোমার শিক্ষা দিতে যাওয়া ব্যর্থ হইয়া পড়ে, অতএব তাহা তোমার পক্ষে অনুচিত ॥ ৮৮ ॥

এই বাল্যলীলা-সূত্র চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত—

বাল্যলীলা-সূত্র এই কহিল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ৯৫ ॥
অতএব বাল্যলীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি-ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল ॥ ৯৬ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ। এষ 'বৎসল'নামাত্র প্রোক্তঃ। ত্রয্যা উপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাম্যহম ॥" ৯০ ॥

অনুভাষ্য

দ্বাদশ ফলা—রেফ, ণ, ন, ম, য, র, ল, ব, শ্ল, ঌ ও ৠ ফলা ॥ ৯৪ ॥

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের কথাসার

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন, পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণতা লাভ করেন, মাতাকে একাদশীতে অন্ন খাইতে নিষেধ করেন। "বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস করিতে আহ্বান করেন এবং তিনি তাহা না শুনিয়া পিতামাতার সেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহাতে বিশ্বরূপ তাঁহাকে পুনরায় গৃহে পাঠাইয়া দেন, এইরূপ একটী আখ্যায়িকা বলেন। পুরন্দর মিশ্রের পরলোক, বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী-দেবীর পাণিগ্রহণ ইত্যাদি বিবরণ সূত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

গৌরের পূজায় দুর্ব্বুদ্ধিরও সুবুদ্ধি—

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাঁহার পাদপদ্মে সুমনঃ (জাতিপুষ্প) অর্পণ করিবামাত্র, কুমনাঃ পুরুষও সুমনস্ত্ব লাভ করে, সেই চৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য

কুমনাঃ (কৃষ্ণেতরবিষয়াবিষ্টং মনো যস্য সঃ) যস্য (চৈতন্য-দেবস্য) পদাব্জয়োঃ (চরণকমলয়োঃ) সুমনোঽর্পণমাত্রেণ (সুমনসাং পুষ্পাণাং সু শুভং কৃষ্ণসেবাপরং মনস্তস্য বা অর্পণমাত্রেণ) সুমনস্ত্বম্ (অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-

পৌগণ্ড-লীলা-মধ্যে অধ্যয়ন-লীলাই প্রধান—

পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ ৩ ॥

প্রভুর সুবিস্তৃত পৌগণ্ডলীলা—

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মুখ্য অধ্যয়ন,—মুখ্যকার্য্যই অধ্যয়ন-লীলা ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণচৈতন্যের বিদ্যারম্ভ হইতে পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত মনোহর পৌগণ্ডলীলা অত্যন্ত বিস্তৃত ॥ ৪ ॥

পণ্ডিত গঙ্গাদাসের নিকট ব্যাকরণ-অধ্যয়ন—

গঙ্গাদাস পণ্ডিত-স্থানে পড়েন ব্যাকরণ।
শ্রবণ-মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥ ৫ ॥

অল্পকালেই পারদর্শিতা—

অল্পকালে হৈলা পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥ ৬ ॥
অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস-বৃন্দাবন।
'চৈতন্যমঙ্গলে' কৈল বিস্তারিত বর্ণন ॥ ৭ ॥
এক দিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে,—মাতা, মোরে দেহ এক দান ॥৮॥

শচী-মাতাকে একাদশী-ব্রতে প্রবর্ত্তন—

মাতা বলে,—তাই দিব, যা তুমি মাগিবে।
প্রভু কহে,—একাদশীতে অন্ন না খাইবে ॥ ৯ ॥
শচী কহে,—না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥ ১০ ॥

বিশ্বরূপের বিবাহোদ্যোগ—

তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা মাগি' বিবাহ দিতে কৈল মন ॥ ১১ ॥

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণ—

বিশ্বরূপ শুনি' ঘর ছাড়ি' পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ ১২ ॥

শচী ও মিশ্রের দুঃখ ও প্রভুকর্ত্তৃক সান্ত্বনা—

শুনি' শচী-মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল আশ্বাসন ॥১৩॥

কৃষ্ণ-ভজনার্থে সন্তানের সন্ন্যাসে মাতৃপিতৃকুলের উদ্ধার—

ভাল হৈল, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল, মাতৃকুল,—দুই উদ্ধারিল ॥ ১৪ ॥

প্রভুর আশ্বাসে মাতাপিতার সন্তোষ—

আমি ত' করিব তোমা' দুঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ১৫ ॥

প্রভুর মূর্চ্ছা—

একদিন নৈবেদ্য-তাম্বূল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বরূপের সহিত সাক্ষাৎকার ও প্রভুর সন্ন্যাস সম্বন্ধে উভয়ের কথোপকথন—

আস্তে-ব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিল পানি।
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ১৭ ॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।
'সন্ন্যাস করহ তুমি' আমারে কহিলা ॥ ১৮ ॥
আমি কহি,—আমার অনাথ পিতা-মাতা।
আমি বালক,—সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥১৯॥
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ-মাতৃ-সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥ ২০ ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহাঁ পাঠাইল মোরে।
মাতাকে কহিলা কোটি কোটি নমস্কারে ॥২১॥
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা,—ইহা বুঝিতে না পারি ॥২২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রথমে বিষ্ণু ও সুদর্শনের নিকট সামান্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য

কর্ম্মাদ্যনাবৃতং কৃষ্ণানুশীলনপরস্বভাবং) হি (নিশ্চিতং) যাতি (প্রাপ্নোতি) তং চৈতন্য প্রভুম্ অহং বন্দে ॥ ১ ॥

চৈতন্যকৃষ্ণস্য (ভগবতো রাধাকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহস্য বিশ্বম্ভরস্য) বিদ্যারম্ভমুখা (বিদ্যাভ্যাসারম্ভঃ মুখে আদৌ যস্যাঃ সা) পাণিগ্রহণান্তা (পাণিগ্রহণং চ অন্তঃ সমাপ্তৌ যস্যাং সা) মনোহরা (সকলহৃদয়াকর্ষিণী) পৌগণ্ড-লীলা (পঞ্চম-হায়নারভ্য দশ-বর্ষান্তব্যাপক-কালং পৌগণ্ডং তত্র যা লীলা) অতি সুবিস্তৃতা (সুবহুলা) ॥ ৪ ॥

চৈঃ ভাঃ আদি, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ও ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥

শ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২৯৯ সংখ্যায়)—"স্কান্দে—'মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা। একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥ অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্নপরিত্যাগ এব; তেষামন্য-ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ। আগ্নেয়ে—"একাদশ্যাং

মিশ্রের অপ্রাকট্য—

কত দিন রহি' মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা-পুত্র, দুঁহার বাড়িল হৃদি শোক ॥ ২৩ ॥

প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধ—

বন্ধু-বান্ধব আসি' দুঁহা' প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল ॥ ২৪ ॥

গার্হস্থ্যলীলায় ইচ্ছা—

কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

গৃহিণীই গৃহ—

গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি' বিবাহ করিতে হৈল মন ॥ ২৬ ॥

(স্মৃতির (প্রভুর ?) বচন)

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥ ২৭ ॥

লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাক্ষাৎকার—

দৈবে এক দিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গা-পথে ॥ ২৮ ॥

বনমালী পণ্ডিতের ঘটকত্ব—

পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব দুঁহার উদয় করিলা।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী-স্থানে আইলা ॥ ২৯ ॥

সম্বন্ধ ও লক্ষ্মীদেবীকে প্রভুর বিবাহ—

শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীরে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন ॥ ৩০ ॥

চৈতন্যভাগবতে পৌগণ্ডলীলার সবিস্তার বর্ণন—

বিস্তারিয়া বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবন-দাস।
এই ত' পৌগণ্ড-লীলার সূত্র প্রকাশ ॥ ৩১ ॥
পৌগণ্ড-লীলায় লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবন-দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ॥ ৩২ ॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল।
'চৈতন্যমঙ্গলে' সর্ব্বলোকে খ্যাতি হৈল ॥ ৩৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ড-লীলাসূত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

পঞ্জী-টীকা,—ব্যাকরণের 'পঞ্জী-টীকা' নামে একটী প্রসিদ্ধ টীকা ছিল, মহাপ্রভু তাহার টিপ্পনী প্রস্তুত করেন ॥৬॥

গৃহকে 'গৃহ' বলে না, গৃহিণীকে 'গৃহ' বলা যায়, গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ ভোগ করিবে ॥ ২৭ ॥

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ভোক্তব্যং তদ্ধ তৎ বৈষ্ণবং মহৎ। তত্র তাবদস্থা অবৈষ্ণবেঽপি নিত্যত্বম্। বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য কোন দিন কোন সময়েই স্বীকার করেন না। কিন্তু একাদশী-দিবসে মহাপ্রসাদ-ত্যাগের নামই 'উপবাস' ॥ ৯ ॥

চৈঃ ভাঃ আদি, ৬ষ্ঠ অঃ—"হেনমতে কতদিন থাকি' মিশ্রবর। অন্তর্দ্ধান হৈল নিত্যসিদ্ধ কলেবর ॥ মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর। দশরথ-বিজয়ে যে হেন রঘুবর ॥ দুঃখরস—এ সকল, বিস্তারি কহিতে। দুঃখ হয়, অতএব কহিল সংক্ষেপে ॥" ২৩ ॥

অনুভাষ্য

গৃহম্ (আবাসমন্দিরং) গৃহং ন, গৃহিণী (গৃহাধিষ্ঠাত্রী সহধর্ম্মিণী) এব গৃহম্ উচ্যতে। তয়া (গৃহিণ্যা) সহিতঃ (মিলিতঃ সন্) (মানবঃ) সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ (ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদীন্ চতুর্বর্গান্) সমশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৭ ॥

বনমালি ঘটক- নবদ্বীপবাসী বিপ্র। ইনি মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটকালি করেন। গৌঃ গঃ ৪৯ "বিশ্বামিত্রোঽপি ঘটকঃ শ্রীরামোদ্বাহকর্ম্মণি। রুক্মিণ্যা প্রেষিতো বিপ্রো যস্য শ্রীকেশবং প্রতি। তাবয়ং বনমালী সৎ কর্ম্মণা-চার্য্যতাং গতঃ ॥" ২৯ ॥

চৈঃ ভাঃ আদি ৭ম অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৩০ ॥

চৈঃ ভাঃ—আদি ৬ষ্ঠ অঃ- উপনয়ন ও মাতাকে সুবর্ণ-দান অধিকতর বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে ॥ ৩১ ॥

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদের কথাসার

ষোড়শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর কৈশোরলীলা বর্ণিত। অধ্যাপন, পণ্ডিত-বিজয়, জাহ্নবীতে জলকেলি, অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য বঙ্গদেশে গমন, তথায় বিদ্যা-বিচার ও নাম-সংকীর্ত্তন, তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎকার, তাঁহাকে সাধ্যসাধন-উপদেশ বারাণসী-গমনের আজ্ঞা প্রদান ইত্যাদি লীলা বর্ণিত। মহাপ্রভুর বঙ্গবিজয়-সময়ে লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতপ্রাপ্তি-ছলে বৈকুণ্ঠ-গমন হইল। প্রভুর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শচীদেবীকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শান্ত করিলেন ; পরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরের সহিত আলাপ এবং তৎকৃত গঙ্গা-মাহাত্ম্য-শ্লোক বিচারপূর্ব্বক তাঁহাতে পঞ্চালঙ্কার গুণ ও পঞ্চালঙ্কার দোষ দেখাইয়া তাহার গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। দিগ্বিজয়ী কবি সরস্বতীর নিকট রাত্রে প্রভুর তত্ত্ব জানিয়া পরদিন প্রাতে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন (অঃপ্রঃভাঃ)

সদা কৃপারত গৌরহরি—

কৃপাসুধা-সরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

লক্ষ্মী-সরস্বতী-পূজিত গৌরহরি—

জীয়াৎ কৈশোর-চৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা দিশাংজয়ি-জয়চ্ছলাৎ ॥

কৈশোর-লীলা—

এই ত' কৈশোর-লীলা-সূত্র-অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥ ৪ ॥

নিমাইর অধ্যাপনায় সকলের বিস্ময়—

শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যয়ন।
ব্যাখ্যা শুনি' সর্ব্বলোকের চমকিত মন ॥ ৫ ॥

নিমাইর নিকট পরাজয় হইলেও পণ্ডিতগণের সন্তোষ—

সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্ব পণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥ ৬ ॥

বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ-সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥ ৭ ॥

পূর্ব্ববঙ্গে গমন ও নামসংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন—

কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাহাঁ যায়, তাহাঁ লওয়ায় নাম-সংকীর্ত্তন ॥৮॥

প্রভুর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি-শ্রবণে বহু ছাত্রের অধ্যায়ন—

বিদ্যার প্রভাব দেখি' চমৎকার চিত্তে।
শত শত পড়ুয়া আসি' লাগিলা পড়িতে ॥ ৯ ॥

প্রভুর সহিত তপন মিশ্রের সাক্ষাৎকার ও সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা—

সেই দেশে বিপ্র, নাম—মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাহার কৃপা-সুধা-স্রোতস্বতী বিশ্বকে আপ্লাবন করিয়াও সর্ব্বদা নীচগা-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই চৈতন্য-প্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

গৃহাগত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং দিগ্বিজয়ী-জয়চ্ছলে বাগ্দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত কিশোর-চৈতন্যদেব জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

পণ্ডিতদিগকে সর্ব্বশাস্ত্রে পরাজয় করিলেও তাঁহার বিনয়ভঙ্গী-কৌশলে পণ্ডিতদিগের দুঃখ হয় না ॥ ৬ ॥

সাধ্য-সাধন,—সাধনদ্বারা যাহা সাধিত হয়, তাহার নাম 'সাধ্য' ; সাধ্যবস্তু যে উপায় অবলম্বন করিলে পাওয়া যায়, তাহার নাম 'সাধন' ॥ ১০ ॥

নানাশাস্ত্রে নানামুনির নানা-মতে বুদ্ধি-বিভ্রম—

বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥ ১১ ॥

স্বপ্নে এক বিপ্রের তাঁহাকে নিমাইপণ্ডিতের নিকট তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে উপদেশ—

স্বপ্নে এক বিপ্র কহে, শুনহ তপন।
নিমাঞিপণ্ডিত-স্থানে করহ গমন ॥ ১২ ॥
তিঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিঁহো,—নাহিক সংশয় ॥ ১৩ ॥

প্রভুর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত-বর্ণন—

স্বপ্ন দেখি' মিশ্র আসি' প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ ১৪ ॥

প্রভুর হরিনামকেই সাধ্যসাধনরূপে কীর্ত্তন—

প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল।
নাম সংকীর্ত্তন কর,—উপদেশ কৈল ॥ ১৫ ॥

তাঁহাকে কাশীগমনে আদেশ—

তাঁর ইচ্ছা,—প্রভুসঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল,—তুমি যাও বারাণসী ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শাস্ত্র অনেক। ঐ ঐ শাস্ত্রে যাহাকে সাধ্য ও যাহাকে 'সাধন' বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহা পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়। বহু শাস্ত্র পড়িতে গেলে, কোন্ সাধ্য শ্রেষ্ঠ, কোন্ সাধন শ্রেষ্ঠ, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া চিত্তে ভ্রম হয়। তপনমিশ্রের এরূপ চিত্তে ভ্রম হওয়ায় নিমাইপণ্ডিতের নিকট যাইতে ও তাঁহার নিকট সাধ্যসাধন নিশ্চয় করিয়া লইতে স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল। মিশ্রকে স্বপ্নে আরও বলিয়াছিল যে, 'নিমাইপণ্ডিত যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাহাতে কোন সংশয় করিও না' ॥ ১১-১৩ ॥

অনুভাষ্য

যস্য (চৈতন্যদেবস্য) কৃপা-সুধা-সরিৎ (কৃপামৃত-নদী) বিশ্বং (সংসারং) আপ্লাবয়ন্তী (নিমজ্জন্তী) অপি, সদা নীচগা (নিম্নগামিনী—ঐশ্বর্য্যবিহীনেষু অকিঞ্চনেষু দীন-জনেষু করুণাময়ী এব) ভাতি (প্রকাশতে), তং চৈতন্য-প্রভুম্ (অহং) ভজে ॥ ১ ॥

গৃহাশ্রমাৎ (গৃহাগমাৎ বা গৃহাশ্রমং প্রাপ্য) মূর্ত্তিমত্যা (শরীর-ধারিণ্যা) লক্ষ্ম্যা অর্চ্চিতঃ (সেবিতঃ), অথ দিশাং-জয়ি-জয়চ্ছলাৎ (দিগ্বিজয়ি-কেশবকাশ্মীরাখ্য-বিবুধস্য জয়-ব্যপদেশাৎ) বাগ্দেব্যা (সরস্বত্যা) অর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ) কৈশোরচৈতন্যঃ (কিশোর-বয়সি স্থিতঃ চৈতন্যঃ) জীয়াৎ ॥ ৩ ॥

কৈশোর,—একাদশবর্ষ হইতে পঞ্চদশ-বর্ষমিতকাল কিশোর, তদ্ভাবান্বিত ॥ ৪ ॥

(ভা ৭।১৩।৮)—"**গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্। ন ব্যাখ্যা-মুপযুঞ্জীত**" অর্থাৎ বহুগ্রন্থকলাভ্যাস করিবে না বা শাস্ত্র-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রভু কহিলেন, অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান বা স্বর্গাদি-ভুক্তি—জীবের সাধ্যবস্তু নয়; কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু। কর্ম্ম ও জ্ঞান, ইহারা উক্ত সাধ্যবস্তু-প্রাপ্তির সাধন বা উপায় নহে, শুদ্ধা কৃষ্ণনামাশ্রয়া ভক্তিই সাধ্যবস্তু পাইবার একমাত্র উপায় ॥ ১৫ ॥

অনুভাষ্য

ব্যাখ্যা-জীবী হইবে না—চরমকল্যাণার্থীর (ভগবদ্ভজনেচ্ছুর) সর্ব্বাগ্রে এই প্রলোভন পরিত্যাজ্য—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব, ২লঃ। (ভা ১১।২১।৩০, ৩৬)—"এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্ত-মনসাং নৃণাম্। মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে॥ শব্দব্রহ্মসুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্। অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ॥" অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডপোষক শাস্ত্রবিপণীকারগণের নিষ্কামভগবদ্ভক্তিবিরোধী, মধুপুষ্পিত (মনোহর) এবং মাৎসর্য্য ও ফলভোগতাৎপর্য্যময় বাক্যসমূহ শ্রবণ বা পাঠ করিবার ফলে অনভিজ্ঞ তরলমতি কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যসাধন ও নিত্যসাধ্য কৃষ্ণ-ভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমার পরম মহিমা ও সৌন্দর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অনাদিবহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন অতিসহজেই কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া জীবের নির্ম্মৎসর হিতৈষী শুদ্ধকৃষ্ণভক্তের প্রসাদ-লাভে বঞ্চিত হয়, সুতরাং ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির অভাবে একমাত্র নিত্যকল্যাণ-পথ শুদ্ধভক্তি হইতে সুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে অশেষ দুর্গতি এবং দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হয়। যে-সময় শ্রীগৌরসুন্দর বারাণসীধামে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর

তাঁহা আমা-সঙ্গে তোমার হবে দরশন।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ ১৭ ॥

তাবিকালে কাশীতে প্রভু-সেবা-সৌভাগ্য ও শ্রীসনাতনের প্রশ্নে প্রভুর শ্রীমুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের পূর্ণ মীমাংসা-শ্রবণ-সৌভাগ্য—

প্রভুর অনন্ত লীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠান কাশীপুর ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্ববঙ্গবাসী সকলেরই মঙ্গল—

এই মত বঙ্গের লোকের কৈল সবার হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াঞা, পণ্ডিত ॥ ১৯ ॥
এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥ ২০ ॥

প্রভুর বিচ্ছেদ-কালসর্প দংশনে লক্ষ্মীর অপ্রাকট্য—

প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥ ২১ ॥

অন্তর্যামী প্রভুর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন—

অন্তরে জানিলা প্রভু, যাতে অন্তর্যামী।
দেশের আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি' ॥ ২২ ॥

প্রভু-মুখে তত্ত্বজ্ঞান-শ্রবণে শচীর দুঃখ-লাঘব—

ঘরে আইলা প্রভু বহু লঞা ধন-জন।
তত্ত্ব কহি' কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন ॥ ২৩ ॥

প্রভুর বিদ্যা-বিলাস—

শিষ্যগণ লঞা পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যা-বলে সবা জিনি' ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥ ২৪ ॥

রাজপণ্ডিত সনাতন-কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহ ও কেশব-কাশ্মিরীর পরাজয়—

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবে ত' করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয় ॥ ২৫ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনদাসকে সম্মান-দান—

বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার ॥ ২৬ ॥

কেশব-কাশ্মিরীর শ্লোকের দোষগুণ-বিচার—

সেই অংশ কহি, তাঁরে করি' নমস্কার।
যা শুনি' দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥ ২৭ ॥

দিগ্বিজয়ী-পরাজয়-বৃত্তান্ত ; দিগ্বিজয়ীর আগমন—

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥ ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নাম দিয়া অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥" এই কৃষ্ণনাম দিয়া বঙ্গবাসিগণকে ভক্ত করিলেন এবং শাস্ত্র পড়াইয়া অনেককে পণ্ডিত করিলেন ॥ ১৯ ॥

প্রভুর বিচ্ছেদক্লেশ সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লক্ষ্মীকে দংশন করিলে তিনি পরলোক অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-লোকরূপ স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

অনুভাষ্য

প্রশ্নের উত্তরে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎকালে তপনমিশ্র তথায় উপস্থিত থাকিয়া উহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় সংশয়ের মীমাংসা প্রাপ্ত হন। নানা শাস্ত্র ও নানা গুরুব্রুবের আনুগত্য-স্বীকারকারী অবোধ জীবের মঙ্গলের জন্য মহাপ্রভু স্বভক্ত তপনমিশ্রের চরিত্রে (এই সংশয়-মীমাংসা দ্বারা) শিক্ষা দিলেন ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তত্ত্ব কহি',—পাঠান্তরে, তত্ত্বজালে,—"কে কস্য পতি-পুত্রাদ্যাঃ" অর্থাৎ 'কে কাহার পতি, কে কাহার পুত্র, কে কাহার পত্নী' এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানরূপ জাল বিস্তার করিয়া শচীর দুঃখ বিমোচন করিলেন ॥ ২৩ ॥

দিগ্বিজয়ী,—কাশ্মীর-দেশীয় 'কেশব-মিশ্র' নামক পণ্ডিত। তিনি মহাপ্রভুর নিকট শিক্ষিত হইবার পর শ্রীনিম্বাদিত্যের সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করিয়া, তৎকৃত বেদান্তপারিজাতাদি ভাষ্যের টিপ্পনী করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

অনুভাষ্য

দিগ্বিজয়ী,—কাশ্মীর-দেশীয় 'কেশব' নামক পণ্ডিত। ইনি তৎকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ-প্রতিভা দ্বারা পণ্ডিতগণকে জয় করিবার মানসে বহির্গত হইয়া অবশেষে গৌড়দেশে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট পরাজিত হইবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হইয়া

হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঞি আইলা।
গঙ্গারে বন্দন করি' প্রভুরে মিলিলা ॥ ২৯ ॥

প্রভুর মানদ-ধর্ম্ম—

বসাইল তারে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ॥ ৩০ ॥

দিগ্বিজয়ীর অভিমানমূলে প্রভুকে তাচ্ছিল্য-প্রদর্শন—

ব্যাকরণ পড়াহ, নিমাঞি পণ্ডিত—তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম ॥ ৩১ ॥
ব্যাকরণ-মধ্যে, জানি, পড়াহ কলাপ।
শুনিনু ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥ ৩২ ॥

প্রভুর দৈন্যোক্তি ও গঙ্গার স্তব করিতে অনুরোধ—

প্রভু কহে, ব্যাকরণ পড়াই—অভিমান করি।
শিষ্যেতে না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥ ৩৩ ॥
কাহাঁ তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাহাঁ আমি সবে শিশু—পড়ুয়া নবীন ॥ ৩৪ ॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি' কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥ ৩৫ ॥

দিগ্বিজয়ীর শতশ্লোকে গঙ্গার স্তব-বর্ণন—

শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥ ৩৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক প্রশংসা ও মান-দান—

শুনিয়া কহিল প্রভু বহুত সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥ ৩৭ ॥
তোমার কবিতা-শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ, কিংবা সরস্বতী ॥ ৩৮ ॥

স্তবমধ্যে একটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ—

এক শ্লোকের অর্থ কর নিজ-মুখে।
শুনি' সব শ্লোক তবে পায় বড় সুখে ॥ ৩৯ ॥

অলৌকিক শ্রুতিধর প্রভুর শতশ্লোকের মধ্য হইতে একশ্লোক-আবৃত্তি—

তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শত-শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত' পড়িল ॥৪০॥

কেশব-কাশ্মিরীর গঙ্গা-মাহাত্ম্য-শ্লোক—

(দিগ্বিজয়ি-বাক্য)

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥ ৪১ ॥

'এই শ্লোকের অর্থ কর'—প্রভু যদি কহিল।
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তুমি 'কলাপ' নামক ব্যাকরণ পড়াইয়া থাক এবং তোমার শিষ্যদিগের ব্যাকরণের ফাঁকিতে অর্থাৎ জটিল প্রশ্ন-বিষয়ে সংলাপ অর্থাৎ বিশেষ আলাপ থাকে, তাহা শুনিয়াছি ॥ ৩২ ॥

ঘটি একে,—এক ঘটিকার মধ্যে ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে ভগবদ্ভজনের জন্য প্রবেশ করেন। তিনি নিম্বার্ক-রচিত বেদান্ত-দর্শনের 'পারিজাত' ভাষ্যের টীকাকার শ্রীনিবাসাচার্য্যের 'বেদান্ত-কৌস্তভ' টীকার 'কৌস্তভপ্রভা' নাম্নী টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে দ্বাদশ-তরঙ্গে—"নিম্বাদিত্যের শিষ্য-পরম্পরা—শ্রীনিবাসাচার্য্য, ২। বিশ্বাচার্য্য, ৩। পুরুষোত্তম, ৪। বিলাস, ৫। স্বরূপ, ৬। মাধব, ৭। বলভদ্র, ৮। পদ্ম, ৯। শ্যাম, ১০।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিল সৎকার,—সম্মান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

কিবা,—কিংবা, অথবা ॥ ৩৮ ॥

কোন্ শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪০ ॥

এই গঙ্গাদেবীর মহত্ত্ব সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, যেহেতু ইনি অতি সৌভাগ্যবতী। ইনি শ্রীবিষ্ণু-চরণ-কমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আর ইনি লক্ষ্মীদেবীর দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় সুর-নরগণ দ্বারা অর্চ্চিত-চরণ হইয়াছেন। ইনি অদ্ভুতগুণবতী, ভবানীস্বামী মহাদেবের উপর প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য

গোপাল, ১১। কৃপা, ১২। দেবাচার্য্য, ১৩। সুন্দরভট্ট, ১৪। পদ্মনাভ' ১৫। উপেন্দ্র, ১৬। রামচন্দ্র, ১৭। বামন, ১৮। কৃষ্ণ, ১৯। পদ্মাকর, ২০। শ্রবণ, ২১। ভুরি,

প্রভুর স্মৃতিশক্তি-দর্শনে দিগ্বিজয়ীর বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা—

ঝঞ্ঝাবাত-প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥ ৪৩ ॥

প্রভুর সবিনয় উত্তর—

প্রভু কহে, দেবের বরে তুমি—'কবিবর'।
ঐছে দেবের বরে কেহ—'শ্রুতিধর' ॥ ৪৪ ॥

দিগ্বিজয়ীর ব্যাখ্যা—

শ্লোকের অর্থ কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে, কহ শ্লোকের কিবা গুণ-দোষ ॥ ৪৫ ॥

প্রভুর অনুরোধে স্বীয় শ্লোকের নির্দোষত্ব-নির্দেশ ও গুণ-বর্ণনা—

বিপ্র কহে, শ্লোকে নাহি দোষের প্রকাশ।
উপমালঙ্কার-গুণ, কিছু অনুপ্রাস ॥ ৪৬ ॥

প্রভুর ও কবির উক্তি ও প্রত্যুক্তি—

প্রভু কহেন,—কহি, যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার শ্লোকে কিবা আছে দোষ ॥৪৭॥

প্রভুকর্ত্তৃক প্রশংসা ও কবিতার গুণ-দোষ-বিচারে অনুরোধ—

প্রতিভার বাক্য তোমার দেবতা সন্তোষে।
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ-দোষে ॥ ৪৮ ॥
তাতে ভাল করি' শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে,—যে কহিলে সেই বেদসার ॥ ৪৯ ॥

দিগ্বিজয়ীর প্রভুকে কাব্যরসে অনভিজ্ঞ-জ্ঞানে বিদ্রূপ—

বৈয়াকরণ তুমি, নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥ ৫০ ॥

প্রভুর উক্তি—

প্রভু কহেন,—অতএব পুছিয়া তোমারে।
বিচারিয়া গুণ-দোষ বুঝাহ আমারে ॥ ৫১ ॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার, করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ ॥ ৫২ ॥

কবির অনুরোধে প্রভুকর্ত্তৃক শ্লোকের গুণ-দোষ-বিচার—

কবি কহে,—কহ দেখি, কোন্ গুণ-দোষ।
প্রভু কহেন,—কহি, শুন, না করিহ রোষ ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উপমালঙ্কার,— উপমা দেখাইয়া আলঙ্কারিক গুণ প্রকাশ করা। অনুপ্রাস,— শেষপদে অনেকগুলি 'ভ'এর সন্নিকট সন্নিবেশদ্বারা যে শব্দ-চাতুর্য্য দেখান হইয়াছে, তাহা ॥ ৪৬ ॥

অনুভাষ্য

২২। মাধব, ২৩। শ্যাম, ২৪। গোপাল, ২৫। বলভদ্র ২৬। গোপীনাথ, ২৭। কেশব, ২৮। গোকুল, ২৯। কেশব কাশ্মীরী। (ঐ ভঃ রঃ)—"সরস্বতী-দেবীর করিয়া মন্ত্র জাপ। হৈল সর্ব্ববিদ্যাস্ফূর্ত্তি বাড়িল প্রতাপ॥ সর্ব্বদিশা জয় করি' 'দিগ্বিজয়ী' খ্যাতি। কাশ্মীর-দেশস্থ অতি শিষ্ট বিপ্রজাতি॥ সর্ব্ব ত্যাগ করি' প্রভু-আজ্ঞায় চলিলা। বর্ণি লীলাভোগ 'লঘুকেশব' নামেতে॥" বৈষ্ণব-মঞ্জুষা (১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য॥২৫॥

বাল্যশাস্ত্র,—ব্যাকরণ; যেহেতু সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যয়নের পূর্ব্বে ভাষাজ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অধ্যাপনা হইবার নিয়মই প্রচলিত ॥ ৩১ ॥

গঙ্গায়াঃ ইদং মহত্ত্বং সততং (নিত্যং) নিতরাং (নিঃসংশয়েন) আভাতি (প্রকাশতে); যৎ (যস্মাৎ) এষা (গঙ্গা) (শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলয়োঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নূতন নূতন প্রকারে বাক্য বিন্যাস করিবার যে বুদ্ধি-শক্তি, তাহাকে 'প্রতিভা' বলি। তুমি এই শ্লোকে সেই বুদ্ধির পরিচয় দিয়া দেবগণকেও সন্তুষ্ট করিয়াছ; অর্থাৎ তোমার প্রতিভাশক্তি এই বাক্যে প্রচুর। কিন্তু ভাল করিয়া বিচার করিলে গুণদোষ দেখা যাইবে ॥ ৪৮ ॥

বৈয়াকরণ অথবা ব্যাকরণবিৎ অর্থাৎ (কেবলমাত্র) বাল্য-বিদ্যায় বিশারদ—অলঙ্কারাদি শাস্ত্র-বিচারে অসমর্থ ॥ ৫০ ॥

আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্তু পণ্ডিতদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতেই এই শ্লোকে অনেক দোষ-গুণ দেখিতেছি ॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য

ভগবৎপাদপদ্মযোঃ উৎপত্তিঃ সৃষ্টিঃ, তয়া সুশোভনং ভগং ঐশ্বর্য্যং যস্যাঃ সা) দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব (সৌন্দর্য্যশালিনী দ্বিতীয়কমলা ইব) সুরনরৈঃ (দেবমানবাদ্যৈঃ) অর্চ্চ্যচরণাঃ (সেবিতপদাঃ) ভবানীভর্ত্তুঃ (ভবান্যাঃ ভর্ত্তা স্বামী তস্য গিরিশস্য ভবস্যেত্যর্থঃ) শিরসি (মস্তকে) যা (গঙ্গা)

পঞ্চ দোষ ও পঞ্চ গুণ—১

পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি, শুন, করহ বিচার॥ ৫৪॥

শ্লোকের পঞ্চ দোষ ; ১ম দোষের ব্যাখ্যা—

'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ'—দুই ঠাঞি চিহ্ন।
'বিরুদ্ধমতি', 'ভগ্নক্রম', 'পুনরাত্ত', দোষ তিন॥৫৫॥
'গঙ্গার মহত্ত্ব'—শ্লোকে মূল 'বিধেয়'।
'ইদং শব্দে 'অনুবাদ'—পাছে অবিধেয়॥ ৫৬॥
'বিধেয়' আগে কহি' পাছে কহিলা 'অনুবাদ'।
এই লাগি' শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ॥ ৫৭॥

(অলঙ্কারশাস্ত্রে)

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥ ৫৮॥

২য় দোষের ব্যাখ্যা—

'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী'—ইহাঁ 'দ্বিতীয়ত্ব' বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল শব্দার্থ গেল ক্ষয়॥ ৫৯॥
'দ্বিতীয়' শব্দ—বিধেয়, তাহা পড়িল সমাসে।
'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ করিল বিনাশে॥ ৬০॥
'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ'—এই দোষ নাম।
আর এক দোষ আগে, শুন সাবধান॥ ৬১॥

৩য় দোষের ব্যাখ্যা—

'ভবানীভর্ত্তুঃ' শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
'বিরুদ্ধমতি'-কৃত নাম এই মহাদোষ॥ ৬২॥
ভবানী-শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তাঁর ভর্ত্তা কহিলা দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি'॥ ৬৩॥
'শিবপত্নীর ভর্ত্তা'—ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
'বিরুদ্ধমতি'-শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ॥ ৬৪॥

ইহার অন্য একটী দৃষ্টান্ত—

'ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তা-হস্তে দেহ দান'।
শব্দ শুনিতে হয় দ্বিতীয়ভর্ত্তা-জ্ঞান॥ ৬৫॥

৪র্থ দোষের ব্যাখ্যা—

'বিভবতি' ক্রিয়ার বাক্য—সাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ।
'অদ্ভুতগুণা'—এই পুনরায় দূষণ॥ ৬৬॥

৫ম দোষের ব্যাখ্যা—

তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি, এই 'ভগ্নদোষ'-ক্রম॥ ৬৭॥

পঞ্চদোষে শ্লোকের মহিমা-হানি—

যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চদোষে শ্লোক কৈল ছারখার॥ ৬৮॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ" এই শ্লোকে পাঁচটী অলঙ্কার আছে, তাহা গুণ ; এবং পাঁচটী দোষ আছে অর্থাৎ দুই স্থানে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ, আবার তিন স্থানে বিরুদ্ধমতি, পুনরুক্তি ও ভগ্নক্রম-দোষ আছে। প্রথম অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ এই যে, এই শ্লোকে গঙ্গার মহত্ত্বই মূল বিধেয়, এবং 'ইদং' শব্দ—অনুবাদ ; এই স্থলে 'গঙ্গার মহত্ত্ব' আগে লিখিয়া 'ইদং' শব্দ পশ্চাৎ লেখা অবৈধ হইয়াছে। অনুবাদ অর্থাৎ পরিজ্ঞাত বিষয় আগে না লিখিলে, অর্থের হানি হয়। দ্বিতীয় অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ এই যে, 'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব' —এই প্রয়োগে 'দ্বিতীয়ত্ব'—বিধেয় অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত বিষয়, তাহা অগ্রে লিপিয়া, সমাস করায় অর্থ গৌণ হইয়া নষ্ট হইল ; অর্থাৎ লক্ষ্মীর সমতাপ্রকাশই অর্থের তাৎপর্য্য ছিল ; তাহা সমাস-দোষে বিনষ্ট হইয়া গেল। তৃতীয় দোষটী বিরুদ্ধমতি-কৃত, তাহা 'ভবানীভর্ত্তুঃ' এই শব্দে দৃষ্ট হইবে ; এরূপ প্রয়োগে 'ভবানী' শব্দে মহাদেবের পত্নীকে বুঝায়, 'ভবানীভর্ত্তা' শব্দে ভবানীর দ্বিতীয়ভর্ত্তা,—এইরূপ দ্বিতীয়-মতি উদিত হয়। এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে কাব্য বিরুদ্ধমতি-কৃত-দোষে দূষিত হইয়া পড়ে। চতুর্থ দোষ এই যে, 'বিভবতি' ক্রিয়ার বাক্য শেষ হইল, সে-স্থলে 'অদ্ভুতগুণ' বিশেষণ দেওয়া পুনরুক্তি-দোষ হইল। পঞ্চম দোষ—'ভগ্ন-ক্রম' ; ১ম, ৩য় ও ৪র্থ—এই তিনপাদে 'ত'কার, 'র'কার ও 'ভ'কারের অনুপ্রাস আছে, ২য়পাদে অনুপ্রাস নাই, ইহাই 'ভগ্নক্রম'-দোষ। পঞ্চালঙ্কার-গুণ-সত্ত্বেও এই পাঁচ দোষে

অনুভাষ্য

বিভবতি ; অতঃ (ইয়ম্) অদ্ভুত-গুণা (চমৎকারগুণশালিনী)।

আদি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৫৮॥

দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥ ৬৯ ॥

উপমা—

সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৭০ ॥

(ভরতমুনিবাক্য)

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ॥ ৭১ ॥

শ্লোকের পঞ্চগুণ—

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কার ॥ ৭২ ॥

১ম ও ২য় গুণ—উভয়ই শব্দালঙ্কার—

শব্দালঙ্কারে তিনপদে আছে অনুপ্রাস।
'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস' ॥ ৭৩ ॥
প্রথম-চরণে পঞ্চ 'ত'-কারের পাঁতি।
তৃতীয়-চরণে হয় পঞ্চ 'রেফ'-স্থিতি ॥ ৭৪ ॥
চতুর্থ-চরণে চারি 'ভ'-কার-প্রকাশ।
অতএব শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস ॥ ৭৫ ॥
'শ্রী'-শব্দে, 'লক্ষ্মী'-শব্দে—এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্তবদাভাসে নহে পুনরুক্ত ॥ ৭৬ ॥
'শ্রীযুত লক্ষ্মী' অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তবদাভাসে, শব্দালঙ্কার-ভেদ ॥ ৭৭ ॥

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম গুণ—তিনটীই অর্থালঙ্কার—

'লক্ষ্মীরিব' অর্থালঙ্কার—উপমা-প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে, নাম—'বিরোধাভাস' ॥৭৮॥
'গঙ্গাতে কমল জন্মে'—সবার সুবোধ।
'কমলে গঙ্গার জন্ম'—অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৯ ॥
'ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি'।
বিরোধালঙ্কার ইহার মহা-চমৎকৃতি ॥ ৮০ ॥
ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি, বিরোধ-আভাস ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির পরিচয়—

(শ্রীভগবৎ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদোক্ত শ্লোক)

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥ ৮২ ॥

গঙ্গার মহত্ত্ব—সাধ্য, সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি—অনুমান-অলঙ্কার ॥ ৮৩ ॥
স্থূল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥ ৮৪ ॥

অদোষদর্শী প্রভুকর্তৃক কবিকে উৎসাহ-দান—

প্রতিভা,কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে।
অবিচার কাব্যে অবশ্য পড়ে দোষ বাদে ॥ ৮৫
বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্লোকটী ছারখার হইল। দশালঙ্কারযুক্ত শ্লোকে যদি একটী দোষও থাকে, তাহা হইলে শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত, ভূষণ-ভূষিত সুন্দর শরীরের ন্যায় তাহা বিগীত অর্থাৎ নিন্দিত হয়। এখন গুণের কথা বলি—তোমার এই শ্লোকে দুইটী শব্দালঙ্কার ও তিনটী অর্থালঙ্কার আছে—(১ম) তিনপাদে যে অনুপ্রাস আছে, তাহা 'শব্দালঙ্কার'। (২য়) "শ্রীলক্ষ্মী" এই প্রয়োগে পুনরুক্তি-দোষ হয় না, পুনরুক্তিবদাভাসরূপ শব্দালঙ্কার হয়। 'শ্রী' ও 'লক্ষ্মীকে' একবস্তু বলিয়া জ্ঞান করিলে কোন প্রকার দোষ নাই; 'শ্রীযুতলক্ষ্মী'—এরূপ অর্থ করিলে অর্থের বিভেদ হয় বটে, তাহাতে পুনরুক্ত্যাভাস হয় না, উহা শব্দালঙ্কার-বিশেষ। (৩য়) 'লক্ষ্মীরিব' এই প্রয়োগে উপমালঙ্কাররূপ অর্থালঙ্কার। (৪র্থ) আর একটী বিরোধাভাস-রূপ অর্থালঙ্কার আছে, তাহা বিষ্ণুচরণ-কমলোৎপন্ন গঙ্গা-সম্বন্ধে। জল হইতেই কমলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কমল হইতে জলের উৎপত্তি—এইরূপ 'বিরুদ্ধ কথা হইতে বিরোধালঙ্কার উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হওয়ায় ইহাতে বিরোধমাত্র নাই, কেবল 'বিরোধাভাস' আছে, তাহাই অলঙ্কার। (৫ম) গঙ্গার মহত্ত্বরূপ সাধ্যবস্তুকে সাধন করিতেছে যে বাক্যে অর্থাৎ বিষ্ণু-পাদোৎপত্তি-বাক্যে, সেই বাক্যই 'অনুমান' অলঙ্কার ॥৫৪-৮৪

বিভূষিত সুন্দর বপু শ্বিত্রযুক্ত হইলে যেরূপ দুর্ভগ হয়, রসালঙ্কারযুক্ত কাব্যও দোষযুক্ত হইলে তদ্রূপ হয় ॥ ৭১ ॥

দিগ্বিজয়ী বিস্মিত মনে বিচার—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা—স্তম্ভিত ॥ ৮৭ ॥
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁফর ॥ ৮৮ ॥
পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ।
জানি, সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর অলৌকিক ব্যাখ্যাকে—বাগ্দেবীকৃত বলিয়া ধারণা—

যে ব্যাখ্যা করিল, সে মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাঞি-মুখে রহি' বলে আপনে সরস্বতী ॥ ৯০ ॥

প্রভুর প্রতি কবির উক্তি—

এত ভাবি' কহে,—শুন, নিমাঞি পণ্ডিত।
তব ব্যাখ্যা শুনি' আমি হইলাঙ বিস্মিত ॥ ৯১ ॥
অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এসব অর্থ করিলে প্রকাশ ॥ ৯২ ॥
ইহা শুনি' মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি' কহে করি' ভঙ্গী ॥ ৯৩ ॥

ব্যাখ্যা-নৈপুণ্যের কারণরূপে সরস্বতীকে প্রভুর নির্দ্দেশ—

শাস্ত্রের বিচার ভাল-মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যাহা বলায়, সেই বলি বাণী ॥ ৯৪ ॥

সরস্বতীর উপর দিগ্বিজয়ীর অভিমান—

ইহা শুনি' দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়।
শিশুদ্বারে দেবী মোরে করিল পরাজয় ॥ ৯৫ ॥
আজি তাঁরে নিবেদিব, করি' জপ-ধ্যান।
শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥ ৯৬ ॥

গ্রন্থকারকর্ত্তৃক ঘটনার মূলকারণ-নির্দ্দেশ—

বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার-সময় তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥ ৯৭ ॥

কবির পরাভবে শিষ্যগণের হাসি ও প্রভুর তন্নিবারণ—

তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল।
তা-সবা নিষেধি' প্রভু কবিকে কহিল ॥ ৯৮ ॥

কবিকে প্রভুর সম্মান-দান—

তুমি মহাপণ্ডিত হও, কবি-শিরোমণি।
যাঁর মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী ॥ ৯৯ ॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজল-ধার।
তোমা-সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥ ১০০ ॥

জয়দেব, কালিদাস ও ভবভূতির কবিত্বেও দোষ—

ভবভূতি, জয়দেব, আর কালিদাস।
তাঁ-সবার কবিত্বে হয় দোষের প্রকাশ ॥ ১০১ ॥

শ্লোক-রচনাই প্রকৃত গুণ—

দোষ-গুণ-বিচারে এই অল্প করি' মানি।
কবিত্ব-করণে শক্তি, তাঁহি সে বাখানি ॥১০২॥

প্রভুর দৈন্যোক্তি—

শৈশব-চাপল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হও তোমার ॥ ১০৩ ॥

প্রভুর তাঁহাকে সবিনয়-বাক্যে বিদায়-দান—

আজি বাসা' যাহ, কালি মিলন আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥ ১০৪ ॥

রাত্রে কবির সরস্বতী-আরাধনা—

এইমতে নিজ-ঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন ॥ ১০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জলেই পদ্ম জন্মে, পদ্ম হইতে কখনও জলের জন্ম হয় না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণে ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গা জন্ম লাভ করিয়াছেন ॥ ৮২ ॥

অনুভাষ্য

বি-গীত—নিন্দিত ॥ ৭০ ॥

বিভূষিতং (সমলঙ্কৃতং) সুন্দরং (মনোহরম্) অপি বপুঃ (শরীরং) যথা একেন শ্বিত্রেণ (শ্বেতাখ্যকুষ্ঠরোগেন) দুর্ভগং (শ্রী-রহিতং মলিনং) স্যাৎ, তথা রসালঙ্কারবৎ কাব্যং (রসঃ শৃঙ্গারাদিঃ) অলঙ্কারঃ অনুপ্রাসোপমাদিঃ, তাভ্যাং যুক্তং, কাব্যং (রসাত্মকং বাক্যং) চেৎ (যদি) দোষযুক্ ভবতি, তথা দুর্ভগং (শ্রীহীনং) জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭১ ॥

অম্বুনি (জলে) অম্বুজং (পদ্মং) জাতম্ (উৎপন্নম্); ক্বচিৎ (কুত্র) অপি অম্বুজাৎ (পদ্মাৎ) অম্বু (জলং) ন

সরস্বতীর উপদেশে প্রভুকে ঈশ্বর-বুদ্ধি—

সরস্বতী রাত্রে তাঁরে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি' প্রভুরে জানিল ॥ ১০৬ ॥

প্রাতে প্রভুপদে শরণ-গ্রহণ ও প্রভুর কৃপা—

প্রাতে আসি' প্রভুপদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০৭ ॥

দিগ্বিজয়ীর সুকৃতি—

ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল-জীবন।
বিদ্যা-বলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥

এসব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যে কিছু করিল ইহাঁ, বিশেষ প্রকাশ ॥ ১০৯ ॥
চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয়তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার ॥ ১১০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোরলীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বন্ধন,—পণ্ডিতাভিমানরূপ মায়া-বন্ধন ॥ ১০৭ ॥

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

জাতম্; কিন্তু মুরভিদি (মুরারৌ কৃষ্ণে) তদ্বিপরীতং (কার্য্যকারণ-ভাবয়োর্বৈষম্যং) দৃশ্যতে, যতঃ (কৃষ্ণপাদ-পদ্মাৎ) মহানদী (গঙ্গা) জাতা (নিঃসৃতা) ॥ ৮২ ॥

কাব্যের যদি বিচার করা না যায়, তাহা হইলে অবশ্য উহার দোষ সহজে দৃষ্ট হয় না ॥ ৮৫ ॥

ভবভূতি বা শ্রীকণ্ঠ,—ইনি 'মালতীমাধব', 'উত্তরচরিত', 'বীরচরিত' প্রভৃতি সংস্কৃতনাটক-প্রণেতা। ভোজরাজার রাজ্যকালে ইঁহারা উদয়-কাল। ইনি পদ্মনগর-নিবাসী ভট্টগোপাল-নামক কাশ্যপগোত্রীয় শোত্রীয় বিপ্রের পৌত্র নীলকণ্ঠের পুত্র।

কালিদাস—সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের সভার স্বনামপ্রসিদ্ধ নবরত্নের অন্যতম মহাকবি। ইঁহার রচিত 'রঘুবংশ', 'কুমার-সম্ভব', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল', 'মেঘদূত' প্রভৃতি প্রায় ত্রিশ-চল্লিশখানি সংস্কৃত মহাকাব্য, নাটক ও অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থ আছে।

জয়দেব—আদি, ১৩শ পঃ ৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০১ ॥

ইতি অনুভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সপ্তদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ষোলবর্ষ বয়স হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা সূত্ররূপে লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঐসকল লীলা বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তবে,যে যে স্থলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোন অংশ ছাড়িয়াছেন, তাহারই কিছু সবিশেষ-বর্ণন এই পরিচ্ছেদে দেখা যায়। আম্রমহোৎসব-লীলাটী ও কাজির সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। অবশেষে দেখাইলেন যে, যশোদানন্দন শচী-নন্দন হইয়া চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব আস্বাদন করিয়াছেন। রাধার প্রেমরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে রাধার ভাব অঙ্গীকার-পূর্ব্বক একান্তরূপে গোপীভাব স্বীকার করিয়াছেন। যত প্রকার ভক্তভাব আছে, তন্মধ্যে গোপীভাব শ্রেষ্ঠ; যেহেতু

গোপীভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত আর কাঁহারও ভজনীয়ত্বের প্রকাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকক্রমে চতুর্ভুজ হইলে গোপীসকল তাঁহাকে নমস্কার মাত্র করিয়া নিরস্ত হইলেন। সাধারণ গোপীভাবে কৃষ্ণমূর্ত্তি ব্যতীত অন্যান্য মূর্ত্ত্যাদির পরিত্যাগ হয় মাত্র। কিন্তু গোপীজনশিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। রাধাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজতা রাখিতে পারিলেন না। ব্রজেশ্বর নন্দ—এ (গৌর) লীলায় পিতা জগন্নাথ; ব্রজেশ্বরী যশোদা—শচীমাতা। চৈতন্য-গোঁসাই সাক্ষাৎ নন্দসুত অর্থাৎ নন্দসুতের প্রকাশ বা বিলাস নহেন, স্বয়ং নন্দসুত। নিত্যানন্দপ্রভুর—বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্য এই তিন ভাব; অদ্বৈতপ্রভুর—সখ্য ও দাস্য এই দুইটী ভাব। আর আর সকলে নিজ নিজ পূর্ব্বাধিকারক্রমে মহাপ্রভুর সেবা করেন। একই—তত্ত্ব বংশীমুখ, গোপবিলাসী, শ্যামরূপে কৃষ্ণ; আবার কভু দ্বিজ, কভু সন্ন্যাসিবেশে গৌররূপে কৃষ্ণচৈতন্য। এখন বিরোধের স্থল এই যে, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই গোপী হইতেছেন। অবশ্য এই চিন্তাটী সুদুর্ব্বোধ বটে; কিন্তু কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহাও সম্ভব হয়। ইহাতে তর্ক করা বৃথা, যেহেতু অচিন্ত্য ভাবেতে তর্কের যোজনা করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এই পরিচ্ছেদের শেষে কবিরাজ গোস্বামী ব্যাস যেরূপ ভাগবতে করিয়াছেন, তদনুকরণে এই আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের অনুবাদ পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

গৌরকৃপায় অশুচিজনেরও শুচিতা—

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎ প্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
কৈশোর-লীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥ ৩ ॥

যৌবনে বিবিধ লীলা-বিলাস—

বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশ-সম্ভোগ-নৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥৪

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাঁহার প্রসাদে যবনগণও সচ্চরিত্র হইয়া কৃষ্ণনাম জপ করিয়া থাকেন, সেই স্বচ্ছন্দ অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন, প্রেম ও নাম-দানদ্বারা গৌরচন্দ্র যৌবনকালে শোভা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

অনুভাষ্য

যৎ (যস্য চৈতন্যদেবস্য) প্রসাদতঃ (অনুকম্পয়া) যবনাঃ (ম্লেচ্ছাঃ) কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ (নামোচ্চারণনিষ্ঠাপরাঃ সন্তঃ) সুমনায়ন্তে (সুমনসঃ ইব আচরন্তি) তং স্বৈরাদ্ভুতেহং (স্বৈরা স্বতন্ত্রা অদ্ভুতা অলৌকিকী ঈহা চেষ্টা যস্য তং স্মার্ত্ত-বিধি-লঙ্ঘনসমর্থং) চৈতন্যম্ অহং বন্দে ॥ ১ ॥

গৌরঃ যৌবনে (পঞ্চদশবর্ষাতিক্রান্তে যৌবন-প্রাকট্যে)

যৌবন-লীলা—

যৌবন-প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্য বস্ত্র, দিব্য বেশ, মাল্য-চন্দন ॥ ৫ ॥
বিদ্যার ঔদ্ধত্যে কাহোঁ না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি' করে অধ্যাপন ॥ ৬ ॥
বায়ুব্যাধিছলে কৈল প্রেম পরকাশ।
ভক্তগণ লঞা কৈল বিবিধ বিলাস ॥ ৭ ॥

গয়ায় ঈশ্বরপুরীসহ মিলন ও দীক্ষাভিনয়—

তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অধ্যয়ন ও অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচার করিবার জন্য গৌরচন্দ্র কিছুদিন বায়ু-ব্যাধি ছল করিয়া ছাত্রদিগকে সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করিয়া, সকল ব্যাকরণ-সূত্রে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখাইয়া, তাহাদিগকে অধ্যয়ন-কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

'পরলোকগত পিতার গয়াশ্রাদ্ধ করিব' এই মানসে মহাপ্রভু অনেকগুলি ছাত্রের সহিত গয়া-যাত্রা করিলেন।

অনুভাষ্য

দীক্ষা-অনন্তরে হৈল প্রেমের প্রকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥ ৯ ॥

দীক্ষান্তে নবদ্বীপ-লীলা, অদ্বৈতের বিশ্বরূপ-দর্শন—

শচীকে প্রেমদান, তবে অদ্বৈত-মিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ-দরশন ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পথিমধ্যে জ্বর হওয়ায় ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করতঃ সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইলেন। এই লীলাদ্বারা সংসারি-লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণসম্মানের কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গয়ায় পৌছিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকটে কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেই মন্ত্রগ্রহণ হইতে মহাপ্রভুর প্রেম প্রকাশ পাইতে লাগিল। গয়া-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া প্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮-৯ ॥

একদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া বলিলেন যে, মদীয় জননী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বৈষ্ণবাপরাধ করিয়াছেন। সেই অপরাধ না ক্ষমাইলে অদ্বৈতকর্ত্তৃক ক্ষমাপিত না হইলে তিনি প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইবেন না। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া অদ্বৈত-প্রভুকে আনিলে পর, শ্রীঅদ্বৈত (আইর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে) প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শচীদেবী সেই অবসরে অদ্বৈতের চরণধূলি লইয়া নিরপরাধিনী হইলেন। তখন, "প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে। এখন সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমারে॥ অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর।" সেই হইতে শচীদেবী প্রেমভক্তি পাইলেন।

একদিবস প্রেমাবিষ্ট অদ্বৈত শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুকে কহিলেন যে, 'পূর্ব্বে আপনি অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা আমাকে দেখান'। তাহাতে প্রভু দয়া করিয়া বিশ্বরূপ দেখাইলেন ॥ ১০ ॥

অনুভাষ্য

বিদ্যাসৌন্দর্য্য-সদ্বেশসম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনৈঃ (পরমার্থজ্ঞানলাবণ্য-সাধু-সাধুবেশবসনমাল্যচন্দনাদিসম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনাদিঃ এতৈঃ) প্রেমনামপ্রদানৈঃ (প্রেম্না সহ কৃষ্ণনামবিতরণৈঃ) দীব্যতি ক্রীড়তি ॥ ৪ ॥

চৈঃ ভাঃ আদি, ৮ম অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥

প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস।
খাটে বসি' প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ১১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দসহ মিলন—

তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্ভুজ-দর্শন ॥ ১২

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

একদিবস শ্রীবাসের বাটীতে সকল ভক্তলোক মিলিয়া মহাপ্রভুকে অভিষেক করিলেন। মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া তাঁহার রাজরাজেশ্বর-ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। অনেক ভক্তগণ সেই সময় কীর্ত্তন করিলেন। এদিকে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে লাগিলেন। প্রভু, যাঁহার যে অভিলাষ, তাঁহাকে সেইরূপ, বর দান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বীরভূম-জেলায় 'একচক্র' গ্রামে পদ্মাবতী-গর্ভে হাড়াইপণ্ডিতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ একটু বড় হইলে একটী সন্ন্যাসী আসিয়া, হাড়াই-পণ্ডিতের নিকট হইতে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করিয়া লইলেন। তদবধি সেই সন্ন্যাসীর সহিত নিত্যানন্দ বহুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরামণ্ডলে অনেক দিন বাস করিলেন। মহাপ্রভুর আকর্ষণে প্রভুনিত্যানন্দ শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া নন্দন-আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত নিত্যানন্দকে তথা হইতে স্বীয় স্থানে আনয়ন করিলেন ॥ ১২ ॥

অনুভাষ্য

চৈঃ ভাঃ আদি, ১২শ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৮ ॥

চৈঃ ভাঃ আদি, ১২শ পঃ ও মধ্য ১ম অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৯ ॥

শচীকে প্রেমদান—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২২শ অঃ ও অদ্বৈত-মিলন—ঐ মধ্য, ৬ অঃ, অদ্বৈতের বিশ্বরূপ-দর্শন—ঐ মধ্য, ২৪ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

শ্রীবাসগৃহে বিষ্ণুখট্টায় প্রভুর 'সাতপ্রহরিয়া' ভাব—চৈঃ ভাঃ মধ্য, নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

নিত্যানন্দমিলন—চৈঃ ভাঃ মধ্য, তৃতীয় অধ্যায় এবং শ্রীবাসগৃহে শ্রীব্যাস-পূজা উপলক্ষে নিত্যানন্দের মহাপ্রভুকে

গাইকে প্রভুর ষড়্‌ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজরূপ-প্রদর্শন—

প্রথমে ষড়্‌ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গবেণুধর ॥ ১৩ ॥
পাছে চতুর্ভুজ হৈলা, তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায়, দুই হস্তে শঙ্খ-চক্র ॥১৪
তবে ত' দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫ ॥

গৌরই নিত্যানন্দ-বলরাম—

তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাসপূজন।
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষল ধারণ ॥ ১৬ ॥

শচীর স্বপ্নদর্শন ও জগাই মাধাইর উদ্ধার—

তবে শচী দেখিল, রামকৃষ্ণ—দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই ॥ ১৭ ॥

প্রভুর 'সাতপ্রহরিয়া' ভাব—

তবে সপ্তপ্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৮ ॥

মুরারিগৃহে বরাহাবেশ—

বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।
তাঁর স্কন্ধে চড়ি' প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৯ ॥

শুক্লাম্বরের মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল-ভোজন—

তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
'হরের্নাম' শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥ ২০ ॥

হরিনাম বিনা জীবের গতি নাই—

(বৃহন্নারদীয়বচন)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে শঙ্খ, চক্র, গদা, , শার্ঙ্গ ও বেণুধারী ষড়্‌ভুজ দেখাইয়া, পরে দুই হাতে -চক্র ও দুই হাতে বংশী ধারণপূর্ব্বক চতুর্ভুজ দেখাইলেন। শেষে কেবল বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখাইলেন—শ্রীচৈতন্য-ল, মধ্য ১৩-১৫ ॥

মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পূর্ণিমা-রজনীতে সপূজা করিবেন বলিয়া শ্রীবাসের দ্বারা দ্রব্যাদির য়োজন করাইলেন। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্যানন্দ-ভু পুষ্পমালা মহাপ্রভুর গলায় অর্পণ করিলেন। সেই নিত্যানন্দপ্রভু ষড়্‌ভুজ দেখিয়াছিলেন। ব্যাসপূজার র কিছুই হইল না।

বলরাম-আবেশে ব্যাসপূজার পূর্ব্বরাত্রে শ্রীবাসের গৃহে ীর্ত্তন-সময়ে মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া নিত্যানন্দের কট হলমুষল মাগিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু নিজের হাত হার হস্তে দিলে ভক্তগণ সে সময় হল ও মুষল ্যক্ষ করিলেন ॥ ১৬ ॥

একরাত্রে শচীদেবী স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার গৃহস্থিত -বলরাম, দুইমূর্ত্তি গৌরাঙ্গনিত্যানন্দের সহিত নৈবেদ্য ড়াকাড়ি করিতেছেন। পরদিন গৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে দেবী নিত্যানন্দকে তাঁহার গৃহে ভোজন করিতে বলিলেন। বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ যখন ভোজন করিতে-ছিলেন, তখন শচীদেবী দেখিলেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম ভোজন করিতেছেন, তদ্দর্শনে শচীর প্রেমমূর্চ্ছা হয়।

জগাই ও মাধাই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুবিধ পাপে রত ছিল। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ ও হরিদাস গৃহে গৃহে নাম প্রচার করিতে গিয়া ঐ দুই মদ্যপ ব্যক্তির কোপে পড়িলেন। তাহারা উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করিলে তাঁহারা পলাইলেন। অন্য দিবসে মাধাই নিত্যা-নন্দের মস্তকে ভগ্নভাণ্ড মারিয়া আঘাত করিল। জগাই সে-কার্য্যে কিছু দুঃখিত হইল। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া সশিষ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া জগাই-মাধাইকে দণ্ড দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। করুণাময় গৌরাঙ্গ জগাইর ভদ্রব্যবহার শ্রবণ করতঃ তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। ভগবৎদর্শন ও স্পর্শনক্রমে সেই দুই পাপীর চিত্ত-পরিবর্ত্তন হইলে প্রভু তাহাদিগকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন ॥ ১৭ ॥

একদিন শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসিলে, ভক্তগণ 'সহস্রশীর্ষপুরুষঃ সহস্রপাৎ' ইত্যাদি পুরুষসূক্ত পাঠ করিয়া গঙ্গাজলে তাঁহার অভিষেক ও বিবিধোপচারে পূজা করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। প্রভু সেই ভক্তদত্ত সামগ্রীসকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হরেন৴াম-শ্লোকের ব্যাখ্যা—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার ॥ ২২ ॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরেন৴াম'-উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ'এব'-কার ॥ ২৩ ॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ ॥ ২৪ ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার ॥২৫

নাম লইবার প্রণালী—

তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥ ২৬
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎ৴সনা-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥২৭॥
কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয় ॥ ২৮
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত-বৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খাবে ॥ ২৯ ॥
সদা নাম লবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ ॥ ৩০ ॥

শ্রীমুখের বাণী—

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত শিক্ষাষ্টকান্তর্গত পদ্য)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩১ ॥

এই শ্লোকানুযায়ী চলিতে কবিরাজ গোস্বামীর সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—

উর্দ্ধবাহু করি' কহোঁ, শুন, সর্ব্বলোক।
নাম-সূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেই দিবস তাঁহার সপ্ত প্রহর পর্য্যন্ত ঐ ভাবের আবেশ ছিল এবং সর্ব্বাবতারের ভাব দেখাইয়াছিলেন। ভক্তগণের পূর্ব্ব গুহ্য সংবাদসকল ব্যক্ত করিয়া সকলের সন্দেহ দূর করিয়া সকলকেই বর দান করিলেন। এই ভাবকে কেহ কেহ 'সাতপ্রহরিয়াভাব', কেহ কেহ 'মহাপ্রকাশ'ও বলে ॥ ১৮ ॥

একদিন মহাপ্রভু 'শূকর! শূকর!' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে স্বয়ং বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক মুরারিগুপ্তের ভবনে প্রবেশ করিলেন। জলপূর্ণ একটী পাত্রকে (গাড়ু) পৃথিবীর উত্তোলনের ন্যায় দশনদ্বারা উঠাইয়া জলপান করিয়াছিলেন। কোন দিন প্রভু আবার মুরারির স্কন্ধে চড়িয়া বহু নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাতীরবাসী। মহাপ্রভুর নৃত্যকালে তিনি ভিক্ষার চাউলের ঝুলির সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তবাৎসল্যবশতঃ প্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাউলসকল লইয়া মহাপ্রেমে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য

ষড়্‌ভুজ-(শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল ও মুষল হস্ত)-দর্শন—চৈঃ ভাঃ মধ্য, পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপরলোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী ॥৩১

গ্রন্থকার বলিতেছেন,—ওহে সর্ব্বজনগণ, আমি উর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। কৃষ্ণনাম-মালায় এই শ্লোককে গাঁথিয়া লইয়া কণ্ঠে ধারণ কর। তাৎপর্য্য এই যে, অধিকারী না হইয়া নামগ্রহণ করিলে 'নামাভাস' বা

অনুভাষ্য

নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা ও প্রভুর মুষলধারণ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

নিতাই-গৌরকে রামকৃষ্ণরূপে শচীর স্বপ্নদর্শন—চৈঃ ভাঃ মধ্য, অষ্টম অধ্যায়, এবং জগাই-মাধাই-উদ্ধার—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ১৭ ॥

শ্রীবাসগৃহে প্রভুর সপ্তপ্রহর-ভাব, তৎকালে প্রভুর অভিষেক-কালে জল-আনয়নকারিণী 'দুঃখী' নামক এক ভাগ্যবতী নারীকে প্রভুর 'সুখী'-নাম-প্রদান, খোলাবেচা শ্রীধরের মহাপ্রকাশদর্শন, মুরারিগুপ্তের রামরূপদর্শন, ঠাকুর হরিদাসের প্রতি প্রসাদ, অদ্বৈতের নিকট গীতার সত্যপাঠ-

প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥ ৩৩ ॥

এক বৎসর-ব্যাপি শ্রীবাসগৃহে সঙ্কীর্ত্তন—

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥ ৩৪ ॥

প্রতীপ পাষণ্ডীর প্রবেশ নিষেধ—

কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে, না পায় প্রবেশে ॥৩৫॥

শ্রীবাসকে হিংসা ও বিদ্বেষ—

কীর্ত্তন শুনি' বাহিরে তারা জ্বলি' পুড়ি' মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥৩৬॥

শ্রীবাসের বিরুদ্ধে গোপাল চাপালের কাণ্ড—

একদিন বিপ্র, নাম—'গোপাল চাপাল'।
পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ, বাচাল ॥ ৩৭ ॥
ভবানী-পূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥৩৮॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়-ফুল।
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল ॥ ৩৯ ॥
মদ্যভাণ্ড-পাশে ধরি' নিজ-ঘরে গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহা ত' দেখিল ॥ ৪০ ॥

শ্রীবাসকে শক্তির উপাসক-প্রতিপাদনে চেষ্টা—

বড় বড় লোকেরে আনিল বোলাইয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৪১ ॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী পূজন।
আমার মহিমা দেখ, ব্রাহ্মণ-সজ্জন ॥ ৪২ ॥

স্থানীয় ভদ্রলোকের মনঃক্ষোভ ও স্থান-শুদ্ধীকরণ—

তবে সব শিষ্টলোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন্ দুরাচার ॥ ৪৩ ॥
হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল।
জল-গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥ ৪৪ ॥

বৈষ্ণবাপরাধের ফলে গোপাল চাপালের কুষ্ঠ—

তিন দিন রহি' সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'নামাপরাধ' হয়। তাহাতে জীবের পক্ষে নামের ফল যে 'কৃষ্ণপ্রেম', তাহা লাভ হয় না। মহাপ্রভুকৃত এই 'তৃণাদপি' শ্লোকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আচরণ করিতে করিতে হরিনাম কর; তাহা হইলে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পাইবে ॥ ৩২-৩৩ ॥

যে সময়ে মহাপ্রভু শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতেন, সেই সময় নগরবাসী বহির্ম্মুখ অনেক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে পরিহাস করিবার জন্য অনেকপ্রকার চেষ্টা করিতেন। 'গোপাল চাপাল' নামক কোন বাচাল ভট্টাচার্য্য দেবীপূজার সজ্জা, কলাপাত, জবাফুল ও রক্তচন্দন ইত্যাদি মদ্যভাণ্ডের সহিত রুদ্ধদ্বারের বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাতঃকালে শ্রীবাসপণ্ডিত তাহা দেখিয়া পরিহাসপূর্ব্বক সকলকে কহিলেন,—'দেখ দেখ, আমি নিত্য রাত্রে ভবানীর পূজা করিয়া থাকি, ইহাতে আমার 'শাক্ত'-পরিচয়ের যে মহিমা, তাহা জানিতে পারিলে'। শিষ্টলোকসকল তাহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাড়ি ডাকাইয়া সেই মদ্যাদি কদর্য্য দ্রব্যসকল দূরে নিক্ষেপ করতঃ জল-গোময় দ্বারা সেই স্থান পরিশুদ্ধ করিলেন। সেই বৈষ্ণবাপরাধে গোপাল চাপালের গলৎকুষ্ঠ-রোগ হইয়াছিল ॥ ৩৫-৪৫ ॥

অনুভাষ্য

কথন ও মুকুন্দের প্রতি কৃপা প্রভৃতি—চৈঃ ভাঃ মধ্য, নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ১৮ ॥

মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহাবেশ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শুক্লাম্বরের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল-ভক্ষণ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৬শ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ২০ ॥

আদি, ৭ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২১ ॥

অন্ত্য, ২০শ পঃ ২২-২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৬-৩০ ॥

তৃণাদপি (সর্ব্বপদদলিত-গুরুভাবরহিতাৎ তৃণাদপি) সুনীচেন (সর্ব্বতোভাবেন নীচেন প্রাকৃতমর্য্যাদা-রহিতভাব-

সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীটে, কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা, দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥ ৪৬ ॥

গঙ্গাতীরে অবস্থান ও প্রভুর নিকট উদ্ধার-কামনা—

গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত' বসিয়া।
এক দিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥ ৪৭ ॥
গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা, মুই কুষ্ঠব্যাধিতে হঞাছি ব্যাকুল ॥৪৮॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥ ৪৯ ॥

উহার বৈষ্ণবাপরাধহেতু প্রভুর সক্রোধ বচন ও উদ্ধারে অসম্মতি—

এত শুনি' মহাপ্রভুর হইল ক্রুদ্ধ মন।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন-বচন ॥ ৫০ ॥
আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু ॥ ৫১ ॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৫২ ॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি' ভক্তি করিমু সঞ্চার ॥ ৫৩ ॥

বৈষ্ণবাপরাধীর নিয়ত কষ্টভোগহেতু সহজে মৃত্যু নাই—

এত বলি' গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ ॥৫৪॥

প্রভুর আগমনে উহার শরণাগতি—

সন্ন্যাস করিয়া যবে প্রভু নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়া-গ্রামে আইলা ॥৫৫॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিত উপদেশ কৈল হইয়া করুণ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকট অপরাধ-ক্ষমার জন্য প্রভুর উপদেশ—

শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ।
তথা যাহ, তিঁহো যদি করেন প্রসাদ ॥ ৫৭ ॥

শরণাগতির পর পুনরায় পাপাচরণ নিষেধ—

তবে তোমার হবে এই পাপ-বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য

সমন্বিতেন জনেন) তরোরপি (বৃক্ষাদপি) সহিষ্ণুনা (সহন-গুণযুক্তেন) জনেন অমানিনা (স্বয়ং মাননীয়োঽপি তাদৃশ-প্রাকৃতমর্য্যাদা-পরিত্যাগেন) মানদেন (অন্যেভ্যঃ মান-রহিতেভ্যঃ অযোগ্যেভ্যঃ অপি মানং গৌরবং প্রদেন, এবম্ভূতেন জনেন) সদা (নিত্যকালং) হরিঃ (এব) কীর্ত্তনীয়ঃ (অধরোষ্ঠজিহ্বাদৌ উচ্চারণীয়ঃ) ॥ ৩১ ॥

নামসূত্রে গাঁথি'—শ্রীহরিনামরূপ সূত্রে মালা বা রক্ষা-কবচ গাঁথিবার দ্রব্য—প্রাকৃতাভিমানরাহিত্যরূপ ভাব-চতুষ্টয়; যথা—(১) সুনীচত্ব, (২) সহিষ্ণুত্ব, (৩) অমানিত্ব, (৪) মানদত্ব। প্রাকৃতাভিমানে সর্ব্বদা হরিনামকীর্ত্তন সম্ভবপর নহে। জড়ের অভিমানগুলি হরিনামের প্রতিবন্ধক। অভিমান-চতুষ্টয়-রহিত হইলে শুদ্ধজীব সর্ব্বদা হরিনাম করিতে পারেন। এরূপ সাধন-ভক্তির অনুশাসনরূপ আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে হরিনাম-কীর্ত্তন-ফলে শ্রীকৃষ্ণচরণ অবশ্য পাইবে ॥ ৩২ ৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কুলিয়াগ্রাম—গঙ্গার পূর্ব্বপারে তৎকালে নবদ্বীপ ছিল, অপরপারে কুলিয়া-গ্রাম এক্ষণে 'নবদ্বীপ'নামে খ্যাত ॥৫৫ ॥

অনুভাষ্য

চৈতন্যভাগবতে 'গোপাল চাপালের' বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না ॥ ৩৭-৫৯ ॥

বোলাইয়া—ডাকিয়া ॥ ৪১ ॥

ভবানীপূজা যে অবৈষ্ণবের কৃত্য অর্থাৎ বৈষ্ণবের কৃত্য নহে, তাহা প্রভু গর্হণ পূর্ব্বক মানবকে অন্তরে বহ্বীশ্বরবাদ-পোষণকারী অর্থাৎ বহুদেবদেবীর উপাসনার পক্ষপাতী প্রাকৃত বিদ্ধবৈষ্ণবকে 'দুঃসঙ্গ' বলিয়া জ্ঞান করিতে শিক্ষা দিলেন ॥ ৫২ ॥

ভোগে,—ভোগে করে ॥ ৫৪ ॥

'কুলিয়া'গ্রাম—বর্ত্তমান 'নবদ্বীপ সহর'। "সবে মাত্র গঙ্গা, মধ্যে নবদ্বীপ-কুলিয়ায়"—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ; কুলিয়া—গঙ্গার পশ্চিম পারে ও নবদ্বীপ—পূর্ব্বপারে। 'ভক্তি-রত্নাকর'—দ্বাদশ তরঙ্গ, 'চৈতন্যচরিত' মহাকাব্য, 'চৈতন্য-

গোপাল চাপালের শ্রীবাস-চরণে শরণ-গ্রহণ ও অপরাধ-মোচন—

তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ-বিমোচন॥ ৫৯॥

আর এক দুর্ব্বুদ্ধি বিপ্রের প্রভুকে শাপ-প্রদান-কার্য্য—

আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কপাট,—না পাইল ভিতর যাইতে॥ ৬০॥
ফিরি' গেল বিপ্র ঘরে মনে দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় দেখিয়া॥ ৬১॥
শাপিব তোমারে মুঞি, পাঞাছি মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ॥ ৬২॥
সংসার-সুখ তোমার হউক্ বিনাশ।
শাপ শুনি' মহাপ্রভুর হইল উল্লাস॥ ৬৩॥
প্রভুর শাপ-বার্ত্তা শুনে হঞা শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ॥ ৬৪॥

মুকুন্দের দণ্ডানুগ্রহ—

মুকুন্দ-দত্তেরে কৈল দণ্ড-পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ॥ ৬৫॥

অদ্বৈতের দণ্ড-প্রসাদ—

আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি॥ ৬৬॥
ভঙ্গী করি' জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান॥৬৭॥
তবে আচার্য্য-গোসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল॥ ৬৮॥

মুরারিগুপ্তের ঐকান্তিকী শ্রীরামনিষ্ঠা—

মুরারিগুপ্ত-মুখে শুনি' রাম-গুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তাঁর 'রামদাস' নাম॥ ৬৯॥

শ্রীধরগৃহে লৌহপাত্রে জলপান ও বরপ্রদান—

শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান॥ ৭০॥

অনুভাষ্য

চন্দ্রোদয়' নাটকে ও 'চৈতন্যভাগবতে' গঙ্গার পশ্চিম-তীরস্থিত কুলিয়ার উল্লেখ দ্রষ্টব্য। কোলদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়া-গ্রামে অদ্যাবধি 'কুলিয়ার গঞ্জ' বলিয়া একটী পল্লী আছে, 'কুলিয়ার দহ' বলিয়া জলস্রোত আছে, তাহা বর্ত্তমান মিউনিসিপাল-সহর নবদ্বীপের মধ্যে। গঙ্গার পশ্চিম পারে শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে 'কুলিয়া' ও 'পাহাড়পুর' নামে গ্রাম ছিল। উহা 'বাহির দ্বীপে'র মাঠের মধ্যে; কিন্তু তৎকালে এবং তদবধি গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থিত 'অন্তর্দ্বীপে'ই নবদ্বীপ ছিল। উহা শ্রীমায়াপুরে 'দ্বীপের মাঠ' বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। কাঁচড়াপাড়ার নিকটে যে 'কুলিয়া' নামক গ্রাম আছে, উহা উপরিউক্ত কুলিয়া-গ্রাম বা 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' নহে। ধামবিদ্বেষমূলে কল্পনা ও ভ্রমবশে মাত্র কয়েক বর্ষ হইল, তাদৃশ মিথ্যা-ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে॥ ৫৫॥

মায়াধীশ প্রভুকে শাপাদির অধীন বা যমদণ্ড্য ও কর্ম্মফলাধীন জীব জানিয়া পাষণ্ডতা আবাহন করিবার পরিবর্ত্তে নিত্যসেব্য পরমেশ্বর বলিয়া জানিলেই জীবের অনাদি-কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূর হয়। এই ঘটনা চৈতন্যভাগবতে নাই॥ ৬৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রভুর মহাপ্রকাশের দিবস মুকুন্দদত্ত দ্বারের বাহিরে পড়িয়াছিলেন। প্রভু এক এক করিয়া অন্য ভক্তগণকে প্রসাদ করিলে, তাঁহারা, মুকুন্দদত্ত বাহিরে আছে, একথা প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু কহিলেন—'আমি মুকুন্দদত্তের প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হইব না, কেননা, সে ব্যক্তি ভক্তগণের নিকটে 'শুদ্ধভক্তি'র কথা বলে এবং মায়াবাদিদের নিকটে বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ-লিখিত 'মায়াবাদ' স্বীকার করে; তাহাতে আমার সর্ব্বদা দুঃখ হয়। মুকুন্দদত্ত বাহির হইতে সেই কথা শুনিয়া কহিল,—'ধন্য আমি, যেহেতু জগত্তারণ মহাপ্রভু শীঘ্র না করুন্, কোন কালেও আমার প্রতি কৃপা করিবেন'। মুকুন্দদত্তের মায়াবাদীর সঙ্গ-পরিত্যাগে দৃঢ়তা জানিতে পারিয়া প্রভু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটে আনাইয়া প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন। এই কার্য্যে মায়াবাদি-সঙ্গরূপ অপরাধের দণ্ড দানপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তসঙ্গের ফল-স্বরূপ প্রসাদ করিলেন॥ ৬৫॥

অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই; তন্নিবন্ধন প্রভু স্বীয় দাস হইলেও তাঁহাকে গুরুবৎ ভক্তি করেন।

ঠাকুর হরিদাসকে কৃপা, শচীর অপরাধ-মোচনাভিনয়—

হরিদাস ঠাকুরের করিল প্রসাদ।
আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥৭১॥

এক পাষণ্ড ছাত্রের শ্রীনামে অর্থবাদ—

ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল।
শুনিয়া পড়ুয়া তাহাঁ অর্থবাদ কৈল ॥ ৭২ ॥

নামে স্তুতিবাদ শুনি' প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবারে নিষেধিল,—ইহার না দেখিহ মুখ ॥ ৭৩ ॥

সগণ সবস্ত্র গঙ্গাস্নান ও একমাত্র অভিধেয় ভক্তির মহিমা-কীর্ত্তন—

সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহাঁ করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অদ্বৈত মহাপ্রভুর সেইরূপ গৌরবপ্রদানকার্য্যে দুঃখিত হইয়া, মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রসাদ লইবার জন্য শান্তিপুরে গিয়া কতকগুলি দুর্ভাগা ব্যক্তির নিকট জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈত-প্রভুকে উত্তমরূপে প্রহার করিলেন। সেই প্রহার লাভ করিয়া অদ্বৈতপ্রভু এই বলিয়া নাচিতে লাগিলেন—"দেখ, আজ আমার বাঞ্ছা সফল হইল। মহাপ্রভু কৃপণতাপূর্ব্বক আমাকে গুরুজ্ঞান করিতেন, অদ্য নিজদাস ও শিষ্যজ্ঞানে আমাকে মায়াবাদরূপ দুর্ম্মতি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন"। অদ্বৈতাচার্য্যের এই ভঙ্গি দেখিয়া প্রভু লজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন ॥ ৬৬-৬৮ ॥

একদিন মহাপ্রভু রামমন্ত্রোপাসক মুরারিগুপ্তকে শ্রীরামের স্তবপাঠ করিতে বলিলেন। মুরারি মহাপ্রেমে রামাষ্টকপাঠ করিলেন,—'ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহশ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ। বৈদ্যস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে ত্বং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎ-প্রসাদাৎ' ॥ ৬৯ ॥

প্রথম নগরকীর্ত্তনরাত্রে কাজিকে উদ্ধার করিলে পর চাঁদকাজি কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধরের অঙ্গন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। সেইখানে কীর্ত্তনবিশ্রাম হইলে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীধরের ফুটা-লৌহপাত্রে যে জল ছিল, তাহা 'ভক্ত-দত্ত জল' বলিয়া পান করিলেন। কাজি সেই স্থল হইতে ফিরিয়া গেলেন। মায়াপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশে সেই স্থানটীকে এখন পর্য্যন্ত কীর্ত্তন-বিশ্রামস্থান বলিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

মহাপ্রকাশ-দিবসে হরিদাসকে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে প্রহ্লাদের অবতার নির্দ্দেশ করতঃ বরদান করেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করায় শচীমাতা অদ্বৈত-আচার্য্যকে দোষারোপ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার যে বৈষ্ণবাপরাধ হয়, তাহা, জননীকে আচার্য্যের পদধূলি লওয়াইয়া খণ্ডন করেন ॥ ৭১ ॥

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট নামের অপার মহিমা বর্ণন করিলেন, তাহা শুনিয়া কোন দুর্ভাগা পড়ুয়া কহিল,—এই সকল নাম-মহিমা প্রকৃত নয়; শাস্ত্রে নামের স্তুতিবাদ মাত্র করিয়াছেন। এই প্রকার নাম-মহিমার অন্যার্থ করিলে নামে অর্থবাদরূপ নামাপরাধ হয়। নামাপরাধ-তুল্য অন্য কোনপ্রকার অপরাধ ভয়ঙ্কর নহে। সেই অপরাধী পড়ুয়ার মুখ দর্শন করিতে নিষেধ করিয়া প্রভু সগণে সচেলে অর্থাৎ সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করিলেন। তাৎপর্য্য এই,—নামাপরাধীর মুখ দেখিলে সবস্ত্রে স্নান করা উচিত—ইহাই শিক্ষা ॥ ৭২-৭৩ ॥

অনুভাষ্য

মুকুন্দের দণ্ড-কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৬৫ ॥

চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—'রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি।' এইমতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি'। মুরারি-মস্তকে পদ দিল ত' আপনি॥ 'রামদাস' বলি' নাম লিখিলা কপালে। মোর পরসাদে তুমি 'রামদাস' হইলে॥ ইহা বলি' রাম-রূপ, দেখাইল তারে। স্তব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে॥" মুরারিগুপ্তের প্রতি প্রভুর কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধরের লৌহপাত্রে প্রভুর জলপান—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৩ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৭০ ॥

ঠাকুর হরিদাসকে কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ম এবং শচীমাতাকে প্রভুর কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২২ অধ্যায় ॥ ৭১ ॥

সাক্ষাৎ কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনামপ্রভুর মহিমাকে 'অতিস্তুতি' 'অপ্রকৃত' অতএব 'অসত্য' জ্ঞানে ভেদবুদ্ধির নামই 'অর্থবাদ'

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস ॥ ৭৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ১৪ অ, ২০ শ্লোক)

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥ ৭৬ ॥

মুরারিকে প্রশংসা—

মুরারিকে কহে প্রভু কৃষ্ণবশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা ॥ ৭৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৮১ অ, ১৪ শ্লোক)

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৭৮ ॥

প্রভুর আম্রবৃক্ষ-রোপণ ও ফলদান-কাহিনী—

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা।
সংকীর্ত্তন করি' বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা ॥ ৭৯॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
ততক্ষণে জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৮০ ॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ লাগিল ফলিতে।
পাকিল অনেক ফল, সবেই বিস্মিতে ॥ ৮১ ॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি' কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥ ৮২ ॥
রক্ত-পীতবর্ণ,—নাহি অষ্ঠি-বল্কল।
এক জনের পেট ভরে খাইলে এক ফল ॥৮৩॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ-যোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্য-জ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায়, সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি দ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না ॥৭৬॥

কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ? অযোগ্য ব্রাহ্মণ-সন্তান জানিয়া তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন,—ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য

বা (মিথ্যা) স্তুতিবাদ, অথবা নিন্দাবাদ—উহা নিতান্ত পাষণ্ডতা বা নাস্তিকতা অর্থাৎ ঈশ্বর-বিরোধ মাত্র ॥ ৭২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—

হে উদ্ধব, যোগঃ (মরুন্নিয়মজ-যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামাদিঃ), সাংখ্যং (কপিলকথিতং তত্ত্বসংখ্যানং), ধর্ম্মঃ (বর্ণাশ্রমধর্ম্মঃ), স্বাধ্যায়ঃ (বেদাধ্যয়নং), তপঃ, ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ), তথা মাং ন সাধয়তি (বশীকরোতি) যথা মম উর্জ্জিতা (বর্দ্ধিতা) ভক্তিঃ মাং (বশীকরোতি) ॥ ৭৬ ॥

মহাপ্রভু মুরারিকে বলিলেন,—'তুমি তোমার নিজ-প্রেমভক্তিদ্বারা কৃষ্ণকে বাধ্য করিয়াছ'। মুরারি তদুত্তরে 'সুদামা'-বিপ্রকথিত ভাগবতোক্ত শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন।

গৃহগমনরত 'শ্রীদাম' বা 'সুদামা' বিপ্রের মনে মনে উক্তি।

"দরিদ্রঃ (সমৃদ্ধিরহিতঃ) পাপীয়ান্ (পাপসহিতঃ) অহং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কোনদিবস প্রভু ভক্তগণের সহিত নগরকীর্ত্তনে শ্রমযুক্ত হইয়া যে স্থানে পৌছিয়াছিলেন, তথাকার সেই ভক্তের

অনুভাষ্য

ক? শ্রীনিকেতনঃ (ঐশ্বর্য্যমূলবিগ্রহঃ নিখিলপুণ্যাশ্রয়ঃ) কৃষ্ণঃ ক? অহং ব্রহ্মবন্ধুঃ (শৌক্রবিপ্রাধমঃ) তয়া কৃষ্ণেন বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ (আলিঙ্গিতঃ)। (অযোগ্যে ময়ি ব্রহ্মবন্ধৌ কৃষ্ণালিঙ্গনং কদাপি ন সম্ভবতীতি কৃষ্ণস্য মহত্ত্বমেব দর্শিতং" বক্তুর্দৈন্যব্যঞ্জকঞ্চ) ॥ ৭৮ ॥

মহাপ্রভুর কথিত বাক্য অনুকূলভাবে স্বীকার করিলে কৃষ্ণবশকারিত্ব-শক্তি মুরারির নাই, কৃষ্ণের নিজ-ভক্তবাৎসল্য-গুণে তিনি অযোগ্য দাসকে অবান্তর গৌণ-বিষয়ান্তরের উপলক্ষণে অভাবনীয় সৌভাগ্যের অধিকারী করেন,—এইরূপ ভাবিয়াই ঐ শ্লোকের উচ্চারণ।

মহাপ্রভুর কথিত বাক্য নিজস্বার্থের প্রতিকূল জানিয়া তদ্রহিত করিবার উদ্দেশে এই শ্লোক উচ্চারিত হইয়া থাকিলে মুরারিগুপ্ত বলিলেন,—'আমি কৃষ্ণবশ করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য, কৃষ্ণবশ করিতে পারিলাম না'। শ্রীদামা-বিপ্র দরিদ্রতা, পাপপ্রবণতা, অব্রাহ্মণতা প্রভৃতি নিজ-অযোগ্যতা-সমূহ উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণালিঙ্গনরূপ নিজ-সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু মুরারিগুপ্ত ভাবিতেছেন,—'সেরূপ ভাবেও আমি অযোগ্য'।

দশম-টিপ্পনী 'বৈষ্ণব-তোষণী'তে শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ

দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।
সবাকে খাওয়াল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥ ৮৪ ॥
অস্থি-বল্কল নাহি,—অমৃত-রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥ ৮৫ ॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বারমাস।
বৈষ্ণব খায়েন ফল,—প্রভুর উল্লাস ॥ ৮৬ ॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ ॥ ৮৭ ॥
এই মত বারমাস কীর্ত্তন অবসানে।
আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৮৮ ॥

কীর্ত্তনকালে প্রভুর মেঘবর্ষণ-নিবারণ—

কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইলা মেঘগণ।
আপন-ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥ ৮৯ ॥

শ্রীবাসের বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ—

একদিন প্রভু শ্রীবাসে আজ্ঞা দিল।
'বৃহৎ সহস্র নাম' পড়, শুনিতে মন হৈল ॥৯০॥

প্রভুর নৃসিংহাবেশ-লীলা—

পড়িতে আইলা স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গুণধাম ॥ ৯১ ॥

পাষণ্ডের একমাত্রশাস্তা শ্রীনৃসিংহের আবেশে প্রভুর পাষণ্ডী-দ্রাবণ—

নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥ ৯২ ॥

লোকের ত্রাস—

নৃসিংহ-আবেশ দেখি' মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি' ভাগে' লোক পাঞা বড় ভয় ॥৯৩॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অঙ্গনে এক আম্রবীজ রোপণ করিলে তৎক্ষণাৎ ফল হইয়া আম্রমহোৎসব হইল। সেই স্থানটী সম্প্রতি 'আম্রঘট্ট' ('আমঘাটা') বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৭৯-৮৬ ॥

একদিন মহাপ্রভু দূরভূমিতে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল। প্রভু ইচ্ছা করিয়া সেই মেঘকে যাইতে আজ্ঞা দেওয়ায় মেঘ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল। এই কারণে সেই গঙ্গাচরভূমিকে 'মেঘের-চর' বলিয়া বলিত। সম্প্রতি গঙ্গার স্রোতের পরিবর্ত্তন-ক্রমে 'বেলপুখ্‌রিয়া' গ্রাম সেই 'মেঘের চরে' স্থানান্তরিত হইয়াছে। বেলপুখুরিয়া পূর্ব্বে যেখানে ছিল, সে-স্থানের বর্ত্তমান নাম 'তারণবাস' ও 'টোটা' হইয়াছে ॥ ৮৯ ॥

অনুভাষ্য

কথিত হইয়াছে—"কেতি। পাপীয়ান্ দুর্ভগঃ; কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎ ভগবান্; এবং কৃষ্ণত্ব-পাপীয়স্ত্বয়োস্তথা দারিদ্র্য-শ্রীনিকেতত্বয়োর্বিরোধঃ, তথাপি ব্রহ্মবন্ধুঃ বিপ্রকুলজাত ইতি বাহুভ্যাং দ্বাভ্যামেব পরিরম্ভিতঃ পরিরব্ধঃ। 'স্ম'—বিস্ময়ে। এবং পরিরম্ভে বিপ্রত্বমেব কারণমুক্তং ন তু সখ্যং, তত্রাত্মনোঽতীবাযোগ্যত্বমননাৎ। অতো ভগবতো ব্রহ্মণ্যতৈব শ্লাঘিতা, ন তু ভক্তবৎসলতাপীতি।

ইহার পূর্ব্বশ্লোকে সুদামার ভাব এরূপ লিপিবদ্ধ আছে যে, যে বক্ষে প্রাণাধিকা কমলা বিরাজ করেন, সেই বক্ষদ্বারা ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় প্রীতি-বশে ব্রহ্মণ্যদেব মাদৃশ লক্ষ্মীহীন দরিদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। এই শ্লোকের ভাবানুসারে উদ্ধৃত পরশ্লোকের টীকায় উক্ত হইয়াছে যে, 'বিপ্রত্বই আলিঙ্গনের কারণ,—সখ্যত্ব নহে, এবং দৈন্যক্রমে শ্রীদামা-বিপ্র স্বয়ং নিতান্ত অযোগ্য, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্ত নহেন, কেবল ভগবান্‌ই ব্রহ্মণ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজের উপাদেয়ত্ব-প্রদর্শনের জন্য একজন ব্রহ্মবন্ধুকেও তাদৃশ প্রীতি দেখাইলেন,—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। শ্রীদামা-বিপ্র নিজদৈন্য ও নিজের অমৃৎকর্ষতা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে আপনাকে 'ব্রহ্মবন্ধু' বলিয়া গর্হণ করিলেন এবং ব্রহ্মবন্ধুর প্রতিও কৃষ্ণের অসামান্য অনুগ্রহ আছে, ইহা ব্যক্ত করিয়া নিজের দৈন্য ও ব্রহ্মস্বভাবের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। এতদ্দ্বারা সুদামা-বিপ্র নিজের মাহাত্ম্য-ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ দেখাইলেন। ব্রহ্মবন্ধুত্ব—নিজত্ব বা নিজের কৃতিত্ব নহে, পরন্তু ব্রহ্মবন্ধুত্বরূপ বিষয়ান্তরই—যাহা সুদামা-বিপ্রের নিজ সম্পত্তি নহে, উহাই—কৃষ্ণপ্রীতির কারণ, নিজমহত্ত্ব বা নিজের কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণকে তাদৃশকার্য্যে বাধ্য করে নাই।

মুরারিগুপ্তও তাদৃশভাবাবলম্বনে নিজমহত্ত্ব আবরণ করিয়া দৈন্য প্রদর্শন করিলেন। মুরারিগুপ্ত তাৎকালিক

প্রভুর ক্রোধসংবরণ ও করুণা—

লোক-ভয় দেখি' প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাস-গৃহেতে গিয়া গদা ফেলাইল ॥ ৯৪ ॥

শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর উক্তি—

শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পায়,—মোর হয় অপরাধ ॥ ৯৫ ॥

শ্রীবাসের উক্তি, গৌরনামে অপরাধ-ক্ষয়—

শ্রীবাস বলেন,—যে তোমার নাম লয়।
তার কোটি অপরাধ, সব হয় ক্ষয় ॥ ৯৬ ॥

গৌরদর্শনে সংসার-ধ্বংস—

অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা' দেখিল, তার ছুটিল সংসার ॥৯৭॥
এত বলি' শ্রীবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন-ভবন ॥ ৯৮ ।

মহাভাগ্যবান্ শৈবের স্কন্ধে প্রভুর শিবাবেশ—

আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে, ডম্বুরু বাজায় ॥ ৯৯ ॥
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার স্কন্ধে চড়ি' নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ ১০০ ॥

নৃত্যপরায়ণ ভিক্ষুককে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান—

আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি' নৃত্য লাগিলা করিতে ॥১০১॥
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল, প্রেমরসে ভাসে ॥১০২॥

জ্যোতিষীকে প্রভুর নিজ-পূর্ব্বপরিচয়-জিজ্ঞাসা—

আর দিনে জ্যোতিষ এক সর্ব্বজ্ঞ আইল।
তাহারে সম্মান করি' প্রভু প্রশ্ন কৈল ॥১০৩॥
কি আছিলুঁ পূর্ব্বজন্মে আমি, কহ গণি'।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি' ॥১০৪ ॥

জ্যোতিষীর প্রভুকে পরমেশ্বর-জ্ঞান—

গণি' ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ,—মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ড,—সবার আশ্রয় ॥ ১০৫ ॥
পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, পরম ঈশ্বর।
দেখি' প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর ॥ ১০৬

জ্যোতিষীর বুদ্ধি-বিভ্রান্তি—

বলিতে না পারে কিছু, মৌন হইল।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল ॥ ১০৭ ॥

প্রভুর প্রশ্নে জ্যোতিষীর উক্তি—

পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি পরম-আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥ ১০৮ ॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবেহ সেরূপ।
দুর্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ—তোমার স্বরূপ ॥ ১০৯ ॥

প্রভুর নিজের গোপপরিচয়-প্রদান—

প্রভু হাসি' কৈলা,—তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি ছিলাম জাতিতে গোয়ালা ॥ ১১০ ॥
গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে হৈলাঙ আমি ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল ॥১১১॥

অনুভাষ্য

সামাজিক-দৃষ্টিতে শৌক্রশূদ্র মাত্র, 'ব্রহ্মবন্ধু'-শব্দবাচ্য নহেন। তবে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" এই (ভাঃ ১।৪।২৫)-শ্লোকের তাৎপর্য্য বিচারপূর্ব্বক মুরারিগুপ্ত শূদ্র-সাম্যে দ্বিজবন্ধুত্বেরও উপমা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ-টীকায় শঙ্করাচার্য্য 'ব্রহ্মবন্ধু'-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি ন স্বয়ং ব্রাহ্মণ-বৃত্তঃ"। (ভা ১।৭।৫৭)—"বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যা-পনং তথা। এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ॥" কূর্ম্মপুরাণে—"শূদ্রপ্রেষ্যো ভৃতো রাজ্ঞা বৃষলো গ্রামযাজকঃ। বধবন্ধোপজীবী চ ষড়েতে ব্রহ্মবন্ধবঃ॥" ব্রহ্মবন্ধু বা কেবল শৌক্রব্রাহ্মণস্ব নিজ-যোগ্যতার পরিচয় নহে, পরন্তু তাহাতে বস্তন্তর-সাপেক্ষত্বই সিদ্ধ হয় ॥ ৭৭-৭৮ ॥

এই ঘটনা শ্রীচৈতন্যভাগবতে নাই ॥ ৭৯-৮৬ ॥

চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—"দিন অবসান, সন্ধ্যা ধন্য দিগন্তর।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

গাভীদিগকে সেবা করিলে পুণ্য হয়; আমি রাখাল হইয়া পূর্ব্বজন্মে গাভী সেবা করিয়া যে পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলাম, তজ্জন্য (তৎফলে) আমি এবার 'ব্রাহ্মণ' হইয়াছি॥

শ্যামরূপদর্শনে জ্যোতিষীর বুদ্ধিবিভ্রম ও শরণ-গ্রহণ—

সর্ব্বজ্ঞ কহে, আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাঙ।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি' ফাঁফর হইলাঙ ॥ ১১২ ॥
সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি' এই মায়ায় তোমার ॥ ১১৩ ॥

জ্যোতিষীকে কৃপা ও প্রেমপ্রদান—

যে হও, সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিল, কৈল পুরস্কার ॥ ১১৪ ॥

প্রভুর বলদেবাবেশে যমুনাকর্ষণ-লীলা—

এক দিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
'মধু আন', 'মধু আন' বলেন ডাকিয়া ॥ ১১৫ ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল-পাত্র আনি' সম্মুখে ধরিল ॥ ১১৬ ॥
জল পান করিয়া নাচে হঞা বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ-লীলা দেখয়ে সকল ॥ ১১৭ ॥

চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের প্রভুকে বলদেবরূপ দর্শন—

মদমত্ত-গতি বলদেব-অনুকার।
আচার্য্য শেখর তাঁরে দেখে রামাকার ॥ ১১৮ ॥

বনমালী আচার্য্যের প্রভুহস্তে স্বর্ণমুষল-দর্শন—

বনমালী আচার্য্য দেখে সোণার লাঙ্গল।
সবে মিলি' নৃত্য করে আনন্দে বিহ্বল ॥ ১১৯ ॥

বার ঘণ্টাব্যাপি নর্ত্তন—

এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি' সবে গেলা ঘর ॥ ১২০ ॥

প্রভুর আজ্ঞায় সকলের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন—

নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলা ॥ ১২১ ॥

অনুভাষ্য

আচম্বিতে মেঘারম্ভ গগন-মণ্ডল ॥ ঘনঘন গরজয় গম্ভীর নিনাদে। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদে॥ তবে মহা-প্রভু সে মন্দিরা করি' করে। নামগুণ সংকীর্ত্তন করে উচ্চৈঃস্বরে॥ দেবলোক কৃতার্থ করিব হেন মনে। ঊর্দ্ধ-মুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে॥ দূরে গেল মেঘগণ প্রকাশ আকাশ। হরিষে বৈষ্ণবগণের বাড়িল উল্লাস॥ নিরমল ভেল শশী-রঞ্জিত রজনী। অনুগত গুণ গায় নাচয়ে আপনি॥" ৮৯ ॥

চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—"পিতৃকর্ম্ম করে সেই শ্রীবাস-পণ্ডিত। শুনয়ে 'সহস্রনাম' অতি শুদ্ধচিত॥ হেনকালে সেই ঠাঞি গেলা গৌরহরি। শুনয়ে 'সহস্রনাম' মনোরথ পুরি'॥ শুনিতে শুনিতে ভেল নৃসিংহ-আবেশ। ক্রোধে রাঙ্গা দু'-নয়ন ঊর্দ্ধ ভেল কেশ॥ পুলকিত সব অঙ্গ অরুণ বরণ। ঘনঘন হুঙ্কার সিংহের গর্জ্জন॥ আচম্বিতে গদা লঞা ধাইল সত্বর। দেখিয়া সকল লোক কাঁপিল অন্তর॥ সব সম্বরিয়া প্রভু বসিলা আসনে। না জানি, কি অপরাধ ভৈগেলা আমার॥" ৯০-৯৫ ॥

ভাগে—পলায়ন করে। এই ঘটনা চৈতন্যভাগবতে নাই॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য, অষ্টম অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৯৯-১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যমুনাকর্ষণলীলা,—বলদেব একদিন যমুনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হলমুষলদ্বারা যমুনাকে কর্ষণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলদেবাবেশে যখন "মধু আন, মধু আন" বলিলেন, সে সময়ে অপর সকলে পূর্ব্বোক্ত যমুনাকর্ষণ-লীলা দেখিতেছিল ॥১১৭॥

নগরে নাম প্রচার করিবার সময় প্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী নগরবাসীদিগকে প্রথমে করতালির সহিত হরি-নাম করিতে আজ্ঞা দেন; ক্রমশঃ মৃদঙ্গকরতালাদি বাজিতে লাগিল। সেই হইতে দ্বারে দ্বারে সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে ॥ ১২১ ॥

অনুভাষ্য

সর্ব্বজ্ঞ,—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই ত্রিকালবিৎ ॥১০৩॥

অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে (বিশেষতঃ ঢাকা-বিভাগে) 'ছিল', 'ছিলে' ও 'ছিলাম' প্রভৃতি ক্রিয়াবিভক্তিস্থলে 'আছিল', 'আছিলা' ও 'আছিলাম' ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে॥ ১০৪ ॥

সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষীর সহিত প্রভুর রহস্য-বাক্য ॥ ১১০-১১১ ॥

জ্যোতিষীর বৃত্তান্ত চৈতন্য ভাগবতে দৃষ্ট হয় না ॥১০৩-১১৪॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৫ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১১৬ ॥

বলদেব গোকুলে গমনপূর্ব্বক চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গোপীজনে পরিবৃত হইয়া বাস করেন। বারুণী পান

নামগীতি—

হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন' ॥ ১২২ ॥
মৃদঙ্গ-করতাল সংকীর্ত্তন-মহাধ্বনি।
হরি'হরি'-ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি ॥ ১২৩ ॥

কীর্ত্তন-বিরোধী যবন ও কাজী—

শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী-পাশে আসি' সব কৈল নিবেদন ॥ ১২৪ ॥

কাজীর খোলভাঙ্গা—

ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥ ১২৫ ॥

কাজীর কীর্ত্তন-বিরোধ ও নিষেধাজ্ঞা—

এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও, কার বল জানি ॥ ১২৬ ॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছোঁ ঘরে ॥ ১২৭॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥ ১২৮ ॥

কৃষ্ণ সজ্জনগণের প্রভু-সমীপে আবেদন—

এত বলি' কাজী গেল, নগরিয়া লোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর ক্রোধ ও সকলকে সংকীর্ত্তনে আদেশ—

প্রভু আজ্ঞা দিল যাই' করহ কীর্ত্তন।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন ॥ ১৩০ ॥
ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে, চমকিত মন ॥ ১৩১ ॥
তা-সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি' আনি' ॥১৩২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বক্তেয়ার খিলিজির আগমনের পর চাঁদকাজী পর্য্যন্ত নবদ্বীপে হিন্দুয়ানী অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহাদের বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মে আস্থা ছিল, তাঁহারা চুপেচাপে একবার "হরি হরি" বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। কাজি এইজন্য বলিয়াছিলেন, 'এতকাল হিন্দুয়ানি প্রকট ছিল না, এখন কাহার বলে এরূপ উদ্যম চালাইতেছ ?" ॥ ১২৬ ॥

অনুভাষ্য

ফলতঃ বলদেব জলক্রীড়ার জন্য যমুনাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। (ভা ১০।৬৫।২৫-৩০,৩৩)—"স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ। নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ। অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ ॥ পাপে ত্বং মামনাদৃত্য যন্নায়াসি ময়াহুতা। নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্ ॥ এবং নির্ভৎসিতা ভীতা যমুনা যদুনন্দনম্। উবাচ চকিতা বাচং পতিতা পাদয়োর্নৃপ ॥ রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে। পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্মামজানতীম্। মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল ॥ ততো ব্যমুঞ্চৎ যমুনাং যাচিতো ভগবান্ বলঃ। বিজগাহ জলং স্ত্রীভিঃ করেণুভিরিবেভরাট্ ॥ অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাকৃষ্টবর্ত্মনা। বলস্যানন্তবীর্য্যস্য বীর্য্যং সূচয়তীব হি ॥" ১১৭ ॥

চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—"বনমালী-নাম তার পুত্র এক সঙ্গে। বিপ্রকুলে জন্ম বৈসে পূর্ব্বদেশ বঙ্গে ॥ দেখিলেক কাঞ্চন-নির্ম্মিত কলেবর। রত্নবিভূষিত যেন সুমেরু-শিখর ॥ হলায়ুধ-বেশে নাচে তিন লোকনাথ ॥" আদি, ১০ম পঃ ৭৩ সংখ্যায় উল্লিখিত 'বনমালী পণ্ডিত' ও প্রভুর হস্তে সোণার হলমুষল দেখিয়াছিলেন। তাঁহার "পণ্ডিত"-পদবী, আর ইঁহার "আচার্য্য"-পদবী, উভয়েই কি এক, না, পৃথক্ ব্যক্তি ? ১১৯ ॥

নাগরিকগণের কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কাজীর ক্রোধ এবং কাজীর উদ্ধার—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৩ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১২৪ ॥

কাজী ফৌজদার চাঁদকাজী। পূর্ব্বে জমিদার,রাজা বা মণ্ডলেরাই ভূমির কর আদায় করিতেন। দণ্ডবিধান ও শাসনাদি-পর্য্যালোচনা কাজিগণের দ্বারা সম্পাদিত হইত। জমিদার বা কাজী—ইঁহারা উভয়েই সুবা-বাঙ্গালার সুবাদারের অধীনে ছিলেন। নদীয়া, ইস্লামপুর ও বাগোয়ান প্রভৃতি পরগণাই তৎকালে হরি হোড়ের বা তদধস্তন কৃষ্ণদাস হোড়ের ছিল। ইঁহারা ভূম্যধিকারী থাকিলেও

নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন ॥ ১৩৩ ॥
সন্ধ্যাতে দিউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখ, কোন কাজী আসি' মোরে মানা করে॥১৩৪॥
এত কহি' সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১৩৫ ॥

তিন সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন-বিভাগ—

আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য-গোসাঞি পরম উল্লাস ॥১৩৬॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি' চলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩৭ ॥
বৃন্দাবনদাস ইহা 'চৈতন্যমঙ্গলে'।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন চৈতন্য-কৃপাবলে ॥ ১৩৮ ॥

কীর্ত্তনমুখে নবদ্বীপ-নগর-ভ্রমণ—

এই মত কীর্ত্তন করি' নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজীদ্বারে গেলা ॥১৩৯॥
তর্জ্জ-গর্জ্জ করে লোক, করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র-বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল ॥ ১৪০ ॥

কাজীর আত্মগোপন—

কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি' না হয় বাহিরে ॥ ১৪১ ॥

অভদ্রলোকের কাণ্ড—

উদ্ধত লোক কাজীর ভাঙ্গে ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি' বর্ণিলা ইহা দাস-বৃন্দাবন ॥ ১৪২ ॥

ভদ্র সজ্জনদ্বারা কাজীকে আহ্বান—

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজী বোলাইলা ॥ ১৪৩ ॥

কাজীকে লৌকিকী মর্য্যাদা-দান—

দূর হইতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৪৪ ॥

কাজীর আচরণে প্রভুর বিস্ময়সূচক উক্তি—

প্রভু বলেন,—আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি' লুকাইলা,—এধর্ম্ম কেমত ॥ ১৪৫ ॥

কাজীর প্রত্যুত্তর—

কাজী কহে,—তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥ ১৪৬ ॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি' মিলিলাঙ।
ভাগ্য মোর,—তুমি-হেন অতিথি পাইলাঙ ॥১৪৭॥
গ্রামসম্বন্ধে 'চক্রবর্ত্তী' হয় মোর চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা ॥ ১৪৮ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৪৯ ॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥ ১৫০ ॥
এই মত দুঁহার কথা হয় ঠারে-ঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ১৫১ ॥

প্রভুর ও কাজীর উক্তি ও প্রত্যুক্তি—

প্রভু কহে,—প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।
কাজী কহে,—আজ্ঞা কর, যে তোমার মনে ॥১৫২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের বলে লোকেরা তখন প্রশ্রয়-প্রাপ্ত পাগল হইয়াছিল ॥ ১৪০ ॥

অনুভাষ্য

কাজীই শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, চাঁদকাজী বাঙ্গালার নবাব 'হোসেন সা'র গুরু ছিলেন। কোন মতে, ইঁহার নামান্তর—'মৌলানা সিরাজুদ্দিন'; কেহ বলেন, 'হবিবর রহমান'। ইঁহার অধস্তনগণ অদ্যাপি সেই স্থানে বর্ত্তমান আছেন এবং চাঁদকাজীর সমাধিও বর্ত্তমান।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'ব্রাহ্মণপুষ্করণী' গ্রামের একাংশে কাজিদিগের বাটী এখনও বর্ত্তমান। সেই গ্রামের অপরাংশে—'তারণবাস', যাহা পূর্ব্বে বিল্বপুষ্করণী ছিল। সেই গ্রাম ও কাজিদিগের 'ব্রাহ্মণপুষ্করণী' একই গ্রাম হওয়ায় চাঁদকাজির সহিত মহাপ্রভুর 'মাতুল' সম্বন্ধ হইল ॥ ১৪৮ ॥

অনুভাষ্য

অদ্যাপি 'খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ ভূখণ্ড শ্রীমায়াপুর-গ্রামে বিরাজমান আছে ॥ ১২৫ ॥

ইস্‌লাম-ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন—

প্রভু কহে,—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা ॥ ১৫৩ ॥
পিতা-মাতা মারি' খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ॥ ১৫৪ ॥

কাজীর উত্তর—

কাজী কহে,—তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব 'কোরাণ' ॥ ১৫৫ ॥
সেই শাস্ত্রে কহে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ।
নিবৃত্তি-মার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ ॥ ১৫৬ ॥
প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ-ভয় ॥ ১৫৭ ॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥ ১৫৮ ॥

পুনর্জীবনপ্রাপ্তিহেতু বেদ-বিহিত বধ-সমর্থন—

প্রভু কহে,—বেদে কহে গোবধ নিষেধ।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধ ॥ ১৫৯ ॥
জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী ॥ ১৬০ ॥
অতএব 'জরদ্গব' মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন ॥ ১৬১ ॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার ॥ ১৬২ ॥

কলিসম্ভব ব্রাহ্মণ নিঃশক্তিক—

কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে ॥ ১৬৩ ॥

(মলমাসতত্ত্বে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডের ১৮৫ অ, ১৮০ শ্লোক)

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ইস্‌লাম-ধর্ম্মাচারের সমালোচনা—

তোমরা জীয়াইতে নার,—বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥১৬৫॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

(কাজী কহিলেন,) সেই কোরাণশাস্ত্রে 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি'—এই দুইপ্রকার মার্গের ভেদ আছে। নিবৃত্তি-মার্গে জীববধের নিষেধ আছে, কিন্তু আমাদের ন্যায় যাহারা প্রবৃত্তিমার্গে স্থিত, তাহারা শাস্ত্র-আজ্ঞায় গোবধ করিয়া পাপী হয় না। আবার দেখ, তোমাদের বেদশাস্ত্রে গোবধের বিধিবাক্য পাওয়া যায়, এই জন্যই বড় বড় মুনিগণ চিরদিন গোবধ করিয়া আসিয়াছেন। মহাপ্রভু কহিলেন,—বেদ-শাস্ত্রে গোবধের বিধি নাই, তবে যে গোবধের দ্বারা যজ্ঞ করিবার বাক্য দেখা যায়, সে সকল 'জরদ্গব' অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধগরু সম্বন্ধে। মুনিগণ জরদ্গব মারিয়া বেদমন্ত্রে তাহা-দিগকে যুবাকারে পুনর্জীবিত করিতেন। সেরূপ বধ,—বধ নহে, জরদ্গবের উপকারমাত্র। কলির ব্রাহ্মণদিগের সেরূপ শক্তি না থাকায় এখন গোবধ হইতে পারে না ॥ ১৫৬-১৬৩ ॥

অনুভাষ্য

চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৩ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৮-১৪২ ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ পঃ—"তুয়া চরণে মন লাগহুঁরে। (শাঙ্গধর) তুয়া চরণে মন লাগহু রে॥ চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্ত্তন। ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন॥ "গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়। আগে সেই পথে নাচি' যায় গৌররায়॥ আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি'। তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি॥ 'নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর, ভাগীরথী-তীরে তীরে'। (ধ্রু)। বারকোণা-ঘাটে নাগরিয়া-ঘাটে গিয়া। গঙ্গানগর দিয়া প্রভু গেলা 'সিমুলিয়া'॥ নদীয়ার একান্তে—নগর 'সিমুলিয়া'। নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া॥ কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর। আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর॥ ১৭২

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি,—কলিকালে এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছেন ॥ ১৬৪ ॥

অনুভাষ্য

চক্রবর্ত্তী—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ; চাচা—খুল্লতাত, চলিত-ভাষায় 'কাকা' সাচা—খাঁটি, শুদ্ধ, সাচ্চা ॥ ১৪৮ ॥

গো-অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর।
গোবধে রৌরব-মধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৬৬ ॥
তোমা-সবার শাস্ত্রকর্ত্তা—সেহ ভ্রান্ত হৈল।
না জানি' শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥১৬৭॥

কাজী নিরুত্তর ও শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতা-স্বীকার—

শুনি' স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি' ॥ ১৬৮॥
তুমি যে কহিলে, পণ্ডিত, সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র, বিচার সহ নয় ॥১৬৯॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র,—আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥ ১৭০॥
সহজে যবন-শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।
হাসি' তাহে মহাপ্রভু পুছেন আরবার ॥১৭১॥

প্রভুর পুনরায় প্রশ্ন—

আর এক প্রশ্ন করি, শুন, তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা' ॥ ১৭২॥
তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্ত্তন।
বাদ্যগীত-কোলাহল, সঙ্গীত-নর্ত্তন ॥ ১৭৩ ॥
তুমি কাজী,—হিন্দু-ধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী।
তবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি ॥১৭৪॥

কাজীর উত্তর-প্রদানমুখে স্বীয় স্বপ্ন-কাহিনী—

কাজী বলে,—সবে তোমায় বলে 'গৌরহরি'।
সেই নাম আমি তোমায় সম্বোধন করি ॥১৭৫॥
শুন, গৌরহরি, এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥ ১৭৬ ॥

প্রভুর' আশ্বাস-দান—

প্রভু বলে,—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি' কহ তুমি, না করিহ ভয় ॥ ১৭৭ ॥

কাজীর' স্বপ্নবৃত্তান্ত-বর্ণন—

কাজী কহে,—যবে আমি হিন্দুর ঘরে গিয়া।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥ ১৭৮ ॥

স্বপ্নে নৃসিংহ-দেব হইতে বিভীষিকা—

সেই রাত্রে এক সিংহ মহা-ভয়ঙ্কর।
নরদেহ, সিংহমুখ, গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥ ১৭৯ ॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি'।
অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত-কড়মড়ি ॥ ১৮০ ॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর-স্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥ ১৮১ ॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্, করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি' কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥ ১৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যবনশাস্ত্র তিন প্রকার অর্থাৎ 'য়'(ইহুদি)দিগের পুরাতন পুঁথি, কোরাণ ও বাইবেল। এ সমস্ত পুঁথিরই আদি পাওয়া যায়; কেহই বেদবাক্যের ন্যায় অনাদি নহে। সুতরাং সেই সকল শাস্ত্রে যে বিচার আছে,—তাহার মূলে দৃঢ় না হওয়ায় সন্দেহপ্রবণ ॥ ১৬৯-১৭১ ॥

অনুভাষ্য

নানা—মাতামহ ॥ ১৪৯ ॥

অন্ন উপজায়—হলাকর্ষণপূর্ব্বক ধান্যাদি শস্যের বপন ও রোপণার্থ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া কৃষককে বীজ ও তণ্ডুলাদি-নির্ম্মাণ-কার্য্যে মুখ্যভাবে সহায়তা করে ॥ ১৫৩ ॥

এবং—ইহা ॥ ১৫৪ ॥

কেতাব—গ্রন্থ ॥ ১৫৫ ॥

'সরিয়ৎ', 'তরিকৎ' ও মারফৎ—তিনপ্রকার পথ ॥১৫৬॥

অনুভাষ্য

অশ্বমেধং (অশ্বহননযজ্ঞবিশেষং) গবালম্ভং (গোমেধং) সন্ন্যাসং (চতুর্থাশ্রমগ্রহণং) পালপৈতৃকং (মাংসেন পিতৃ-শ্রাদ্ধং) দেবরেণ (পত্যুঃ কনিষ্ঠভ্রাত্রা) সুতোৎপত্তিং (পুত্রোৎপাদনং)—(এতানি) পঞ্চ কলৌ (কলিযুগে) বিবর্জ্জয়েৎ (পরিত্যজেৎ) ॥ ১৬৪ ॥

ভ্রান্ত,—বৃথা জীবহিংসায় অনুমোদন-হেতু দ্বিতীয়াভি-নিবেশফলে বুদ্ধিবিপর্য্যয় বা বিভ্রমযুক্ত ॥ ১৬৭ ॥

আধুনিক,—নবীন, কালান্তর্গত, বেদবৎ অপৌরুষেয় নহে।

বিচারসহ নয়,—নিত্য-বাস্তবসত্য-প্রতিপাদক নহে বলিয়া যুক্তি দ্বারা সহজে নিরাস্য ॥ ১৬৯ ॥

কল্পিত—মনোধর্ম্মপ্রসূত, সুতরাং নিত্য সত্য নহে।
জাতি—সম্প্রদায় ও তন্নিষ্ঠা ॥ ১৭০ ॥

ভীত দেখি' সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈলু তোর পরাজয় ॥১৮৩॥
সে দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি, না করিনু প্রাণাঘাত ॥১৮৪॥
ঐছে যদি পুনঃ কর, তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে আর যবন নাশিমু॥ ১৮৫॥
এত কহি' সিংহ গেল, আমার হৈল ভয়।
এই দেখ, নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥ ১৮৬ ॥
এত বলি' কাজী নিজ-বুক দেখাইল।
শুনি' দেখি' সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥১৮৭ ॥
কাজী কহে,—ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন এক আমার পিয়াদা আইল ॥ ১৮৮ ॥
আসি' কহে,—গেলুঁ মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥ ১৮৯।
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায়, তার এই বিবরণ ॥ ১৯০ ॥
তাহা দেখি' রহিনু মুঞি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিয়া ঘরে রহোঁ ত' বসিয়া ॥১৯১॥
তবে ত' নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি' সব ম্লেচ্ছ আসি' কৈল নিবেদন ॥ ১৯২॥
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
'হরি' 'হরি' ধ্বনি বই নাহি শুনি আর ॥১৯৩॥
আর ম্লেচ্ছ কহে, হিন্দু 'কৃষ্ণ''কৃষ্ণ'বলি'।
হাসে, কান্দে,নাচে, গায়,গড়ি'যায় ধুলি ॥১৯৪॥
'হরি' 'হরি' করি' হিন্দু করে কোলাহল।
পাতসাহ শুনিলে তোমার করিবেক ফল ॥১৯৫॥
তবে সেই যবনেরে আমি ত' পুছিল।
হিন্দু 'হরি' বলে, তার স্বভাব জানিল ॥১৯৬ ॥
তুমিহ যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ ॥ ১৯৭ ॥
ম্লেচ্ছ কহে, হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহ কেহ—কৃষ্ণদাস, কেহ—রামদাস ॥১৯৮॥
কেহ—হরিদাস, সদা বলে 'হরি' 'হরি'।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ১৯৯ ॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে 'হরি' 'হরি'।
ইচ্ছা নাহি, তবু বলে,—কি উপায় করি ॥ ২০০ ॥
আর ম্লেচ্ছ কহে, শুন—আমি ত' এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈনু সে দিন হইতে ॥ ২০১ ॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে, না মানে বর্জ্জন।
না জানি, কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ ॥ ২০২॥

কাজীর নিকট স্মার্ত্ত পাষণ্ডীর অভিযোগ—

এত শুনি' তা-সবারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥২০৩॥
আসি কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥ ২০৪ ॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—যোগ্য আচরণ ॥ ২০৫॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥ ২০৬ ॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥ ২০৭॥
না জানি, কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায়।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায় ॥২০৮॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ ॥ ২০৯॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পাতসাহ তোমার আত্মীয় হইলেও তোমাকে দণ্ড' দিতে পারেন। পাতসাহ,—গৌড়ের পাতসাহ 'হোসেন' সা ॥১৯৫॥

কাজি কহিলেন,—হে গৌরহরি, আমি যে ম্লেচ্ছ পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে এই উত্তর করিল,—'আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম, 'তোমরা কেহ কেহ 'কৃষ্ণদাস' 'রামদাস' 'হরিদাস'—এই নাম-পরিচয়ে 'হরি' 'হরি' বল ; কিন্তু 'হরি' 'হরি' শব্দে 'চুরি করি' 'চুরি করি'—এই অর্থ হয় ; তাহাতে বোধ হয়, অন্যের ঘরে ধন চুরি করিবার অভিপ্রায়ে 'হরি' 'হরি' ('হরণ করি' 'হরণ করি') এই কথা বলিয়া থাক। আমি এই পরিহাস যে-দিন তাহাদিগের সহিত

'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি' ॥ ২১০ ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ২১১ ॥
হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥২১২॥

গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন ॥২১৩॥

তাহাদিগকে কাজীর সান্ত্বনা-দান—

তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সবারে।
সবে ঘরে যাহ আমি নিষেধিব তারে ॥ ২১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও 'হরি' 'হরি' বলিতেছে ; ইহার উপায় কিছু করিতে পারি না ॥ ১৯৬-২০২ ॥

নীচবাড়বাড়—অনেক নীচজাতি লইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেছে, ইহাতে নীচজাতির বাড় অর্থাৎ বৃদ্ধি হইতেছে ॥২১১॥

অনুভাষ্য

অদৃঢ় বিচার—যুক্তিদ্বারা ছেদন বা খণ্ডনযোগ্য বিচার ॥১৭১

স্ফুট—স্পষ্ট ॥ ১৭৭ ॥

নরদেহ, সিংহমুখ—শ্রীনৃসিংহ দেব, ইনি ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের বিদ্বেষ ও বিদ্বেষীকে বিনাশ করেন ॥ ১৭৯ ॥

ফাড়িমু—বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব ॥ ১৮১ ॥

পিয়াদা,—নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য, সংবাদ বা পত্র-বাহক, চলিত কথায় 'চাপরাসী' ॥ ১৮৮ ॥

ম্লেচ্ছ,—"গো-মাংস খাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহুভাষতে। সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ॥" ১৯২ ॥

পাতসাহ—আলাউদ্দীন সৈয়দ হুসেন সা (১৪৯৮-১৫১১ খৃঃ) এই সময় বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি। তিনি স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভু হাব্সীবংশীয় ভীষণ অত্যাচারী নবাব মুজঃফর খাঁকে নিহত করিয়া বঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাঙ্গালার মসনদে উপবেশন করিয়া তিনি 'সৈয়দ হুসেন আলাউদ্দীন সেরিফ মক্কা' নামধারণ করেন। 'রিয়াজ উস্-সলাতিন' নামক ইতিবৃত্তের প্রণেতা গোলামহুসেন বলেন যে নবাব হুসেন সাহের কোন পূর্ব্বপুরুষ মক্কার সেরিফ থাকায়, বোধ হয়, স্বীয় বংশগৌরব স্মরণ করিয়া তিনি নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, তবে গৌড়ের স্তম্ভ লিপি-সমূহে তিনি 'হুসেন শাহ' নামেই পরিচিত। ইঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎসাহ বাঙ্গালার নবাব হন

অনুভাষ্য

(১৫২১-১৫৩৩ খৃঃ) ॥ এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি নবাব বৈষ্ণবগণের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিতেন এবং স্বীয় পাপ-ফলে এক খোজা কর্ম্মচারীর হস্তে মসজিদে নিহত হন ॥১৯৫॥

পরিহাস,—চারিপ্রকার নামাভাসের অন্যতম ; যথা, (ভা ৬।২।১৪)—"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥" সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলামূলক নামাভাস কিন্তু জড়ীয় অক্ষর-উচ্চারণমাত্র নহে। নামাভাস নিত্যবাস্তববস্তুকে উদ্দেশ করিয়া বিষ্ণুর স্মৃতি-উৎপাদন করায়, জীবের বিষয়-বাসনা বিনাশ করে, তৎফলে সেবোন্মুখ মুক্তজীবের শুদ্ধ-নামোচ্চারণে অধিকার উদিত হয় ॥ ১৯৮-২০২ ॥

পাষণ্ডী—কর্ম্মজড়, বহ্বীশ্বরবাদী বিষ্ণু-বৈষ্ণব দ্বেষী পৌত্তলিক ॥ ২০৭ ॥

ঐ বহ্বীশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের নামকে 'কর্ম্মাঙ্গ'-জ্ঞান করিত বলিয়া 'পাষণ্ড'-শব্দ-বাচ্য। কৃষ্ণনামের মহৌদার্য্যময়ী মহিমা না জানিয়া প্রাকৃত উচ্চ আভিজাত্য ও সামাজিক পদবীর মোহে ভুলিয়া মনে করিত,—নীচ অর্থাৎ নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তির কৃষ্ণনাম-গ্রহণ—পাপাচরণ-বিশেষ। অতএব কৃষ্ণনাম-গ্রহণ সৎকুল বা উচ্চজন্ম-সাপেক্ষ। ঐ সকল বহ্বীশ্বরবাদী কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রকে অন্যান্য-মন্ত্রসমূহের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া মনে করিত,—সদা কীর্ত্তনীয় মহামন্ত্র উচ্চারিত বা কীর্ত্তিত হইলে হঠাৎ জিহ্বা-শ্রুতিপথে অবতীর্ণ হইলে স্বীয় অদ্বিতীয় পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব উদ্ধার করিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ং নিষ্ফল হইয়া যায় এতদুর শ্রৌতপন্থা-বিরোধী, অক্ষজ-হেতুবাদী !! ২১১-২১২ ॥

অতঃপর উহারা কাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—আপনি এই স্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা, গ্রামের সকলেই আপনার

প্রভুর প্রতি কাজীর উক্তি—

হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও,—হেন লয় মোর মন ॥ ২১৫ ॥

প্রভুর কৃপোক্তি—

এত শুনি' মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু কাজিরে ছুঁইয়া ॥ ২১৬॥

নামাভাসে পাপক্ষয়—

তোমার মুখে কৃষ্ণনাম,—এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম পবিত্র ॥ ২১৭ ॥
'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ'—লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড়—পুণ্যবান্ ॥ ২১৮ ॥

কাজীর দৈন্যোক্তি—

এত শুনি' কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই' বলে প্রিয়বাণী ॥ ২১৯ ॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর, যেন তোমাতে রহু ভক্তি ॥২২০ ॥

প্রভুর উক্তি—

প্রভু কহে,—এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায় ॥ ২২১॥

কাজীর প্রতিজ্ঞা—

কাজী কহে,—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে 'তালাক' দিব, কীর্ত্তন না বাধিবে ॥২২২॥

প্রভুর ও ভক্তগণের হর্ষ—

শুনি প্রভু হরি' বলি' উঠিলা আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি' হরি-ধ্বনি ॥ ২২৩ ॥

সগণ প্রভুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—

কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি' আইসে কাজী উল্লাসিত মন ॥ ২২৪॥
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন ॥২২৫॥
এই মতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥ ২২৬ ॥

শ্রীবাসভবনে প্রভুর কীর্ত্তনকালে শ্রীবাসপুত্রের দেহত্যাগ—

এক দিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥ ২২৭ ॥
শ্রীবাস-পুত্রের তাঁহা হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥ ২২৮॥

মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বকথা—

মৃতপুত্র-মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাস-নন্দন ॥ ২২৯॥

শ্রীবাসভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীকে স্বীয় উচ্ছিষ্ট-প্রদান—

তবে ত' করিলা সব ভক্তে বর দান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥ ২৩০॥

যবনকুলোদ্ভূত দরজীর প্রভুর রূপদর্শন ও উন্মাদ—

শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন ॥ ২৩১ ॥
'দেখিনু' 'দেখিনু' বলি' হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল ॥ ২৩২॥

প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী শ্রীবাসের মধুর কৃষ্ণলীলা-বর্ণন—

আবেশেতে মহাপ্রভু বংশী ত' মাগিল।
শ্রীবাস কহে, বংশী তোমার গোপী হরি' নিল ॥২৩৩

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তালাক,—গম্ভীররূপে যাহা প্রতিজ্ঞা ॥ ২২২ ॥

এক রাত্রে মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময় শ্রীবাসের একটী পুত্র পরলোকপ্রাপ্ত হইল। শ্রীবাস কীর্ত্তনের রসভঙ্গ-ভয়ে সকলকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করায় অধিক রাত্র পর্য্যন্ত মহাপ্রভু নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন-ভঙ্গ হইলে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন যে, এই গৃহে কোন বিপদ্ হইয়াছে। শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া প্রভু প্রথমে সংবাদ পূর্ব্বে না দেওয়াতে দুঃখ-

অনুভাষ্য

অধীন লোক, অতএব আপনি নিমাই-পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে বহিষ্কৃত করুন ॥ ২১৩ ॥

কাজীর মুখে নামাভাসের উদয় হইয়াছিল ॥ ২১৭-২১৮ ॥

কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন যেন নবদ্বীপে বাধাপ্রাপ্ত না হন ॥ ২২১ ॥

শুনি' প্রভু 'বল' 'বল' বলেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলারসে ॥ ২৩৪ ॥
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ ২৩৫ ॥
তবে 'বল' 'বল' প্রভু বলে বারবার।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥ ২৩৬ ॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তাঁ সবার সঙ্গে যৈছে বন-বিহরণ ॥ ২৩৭ ॥
তাহি মধ্যে ছয়ঋতুর লীলার বর্ণন।
মধুপান রাসোৎসব, জলকেলি কথন ॥ ২৩৮॥
'বল' 'বল' বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহেন তবে রাস-বিলাস ॥ ২৩৯ ॥
কহিতে, শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি' আলিঙ্গন কৈল ॥ ২৪০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রকাশ করিলেন এবং মৃতশিশুকে সম্মুখস্থ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ?' মৃতশিশু বলিল,—'আমার যে কয়দিন শ্রীবাসের গৃহে নির্ব্বন্ধ ছিল, সে কয়দিন অতিবাহিত হওয়ায় এখন তোমার ইচ্ছামতে অন্যত্র যাইতেছি; আমি তোমার নিত্যানুগত অস্বতন্ত্র জীব—তোমার ইচ্ছার অতিরিক্ত আমার কিছু করিবার অধিকার নাই'। মৃতশিশুর এই বাক্য শুনিয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞান হইল, আর শোক রহিল না। তদনন্তর মৃতশিশুর সৎকার হইল। প্রভু শ্রীবাসকে কহিলেন,—'তোমার যে পুত্র ছিল, সে ছাড়িয়া গেল। আমি ও নিত্যানন্দ—তোমার নিত্য-পুত্র, তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারিব না।' ॥ ২২৯ ॥

শ্রীবাসের নিকটবর্ত্তী কোন যবন-দর্জি তাঁহার বস্ত্র শেলাই করিতেন। সে শ্রদ্ধার সহিত মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, প্রভু তাহাকে নিজরূপের চিন্ময় ভাব দর্শন করাইলেন। সেই দর্জি "আমি দেখিনু! আমি দেখিনু!!" এই বলিয়া প্রেমে পাগল হইয়া নাচিতে লাগিল।

আগল,—অগ্রগণ্য ॥ ২৩১-২৩২ ॥

আচার্য্যরত্নের গৃহে প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য—

তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণ্যাদি-রূপ প্রভু যাতে আপনে হৈলা ॥ ২৪১ ॥
কভু দুর্গা, লক্ষ্মী হয়, কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি' ভক্তগণে দিল প্রেমভক্তি ॥ ২৪২ ॥

ব্রাহ্মণী প্রভুর পাদস্পর্শ করায় প্রভুর গঙ্গাপতন—

একদিন মহাপ্রভু নৃত্য-অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি' ধরিল চরণে ॥ ২৪৩ ॥
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥ ২৪৪ ॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি' উঠাইল ॥ ২৪৫ ॥
বিজয় আচার্য্যের ঘরে সে রাত্রে রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সবে ঘরে লঞা গেলা ॥২৪৬॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের ঘরে এক রাত্রে প্রভু রুক্মিণ্যাদির রূপ ধারণ পূর্ব্বক একটী লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহাতে অদ্বৈত, হরিদাস প্রভৃতি অনেকে নানা সাজ সাজিয়াছিলেন ॥ ২৪১ ॥

অনুভাষ্য

অদ্যাপি কাজীর বংশধরগণ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে যোগদান করেন, তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করেন না ॥ ২২২ ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ২২৮-২২৯ ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ দ্রষ্টব্য। কোন কোন চরিত্রহীন পাষণ্ডপ্রকৃতি প্রাকৃত সহজিয়া ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাসকে 'গোলক' বলিয়া প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট বা তাম্বূল-ভোজনফলে শ্রীমতী নারায়ণীর বিধবাবস্থায় ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। এরূপ প্রলাপ নিতান্ত অপরাধময়, সুতরাং অশ্রাব্য ॥ ২৩০ ॥

শ্রীবাসকর্ত্তৃক ব্রজের গোপীগণসহ কৃষ্ণের মধুর (শৃঙ্গার) রস-বর্ণন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় ॥ ২৩৫-২৩৯ ॥

রুক্মিণীভাবে ও বেশে প্রভুর প্রসঙ্গ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ২৪১ ॥

'গোপী' বলিয়া প্রভুর উচ্চরব—

কদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
গোপী' 'গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া ॥২৪৭॥

মর্ম্মানভিজ্ঞ পাষণ্ড ছাত্রের প্রভুকে নিবারণ—

পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
পী' 'গোপী' নাম শুনি' লাগিল বলিতে ॥২৪৮॥

াম না লও কেনে, কৃষ্ণনাম—ধন্য।
াপী' 'গোপী' বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য ॥২৪৯॥

প্রহারার্থ প্রভুর পশ্চাদ্ধাবন ; ছাত্রের পলায়ন—

নি' প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার।
গা লঞা উঠিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবার ॥২৫০॥

য় পলায় পড়ুয়া, প্রভু পাছে পাছে ধায়।
াস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥ ২৫১ ॥

প্রভুর সান্ত্বনা—

প্রভুরে শান্ত করি' আনিল নিজ ঘরে।
পড়ুয়া পলায়া গেল পড়ুয়া-সভারে ॥ ২৫২ ॥

ছাত্রসমাজে প্রভুর প্রতি কটূক্তি ও ক্রোধ—

পড়ুয়া সহস্র যাঁহা পড়ে একঠাঞি।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহাঁ যাই ॥ ২৫৩ ॥
শুনি' ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ার গণ।
সবে মেলি' করে তবে প্রভুর নিন্দন ॥ ২৫৪ ॥
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে, ধর্ম্মভয় নাই ॥ ২৫৫ ॥

প্রভুকে প্রহারার্থ ষড়যন্ত্র—

পুনঃ যদি ঐছে করে, মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে ॥২৫৬॥

প্রভুহিংসাফলে তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-লোপ—

প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারও না হয় প্রকাশ ॥ ২৫৭ ॥
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয় ॥ ২৫৮ ॥

পাষণ্ডগণের দুর্গতিদর্শনে প্রভুর করুণা—

সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি' সবার দুর্গতি।
ঘরে বসি' চিন্তেন তা-সবার অব্যাহতি ॥ ২৫৯ ॥

অভক্ত জনগণের পরিচয়—

যত অধ্যাপক, আর তার শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী, কর্ম্মী, তপোনিষ্ঠ, নিন্দক, দুর্জ্জন ॥ ২৬০॥

কৃষ্ণবিদ্বেষাপরাধ হইতে বিমোচনোপায়-চিন্তন—

এই সব মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি, না পারে লইতে ॥২৬১॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত।
এসব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥ ২৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দোষোদ্গার,—পরিহাসপূর্ব্বক দোষারোপ ॥ ২৫০ ॥

অনুভাষ্য

আত্মাশক্তিবেশে প্রভুর ভক্তগণকে স্তব ও প্রেমভক্তি-দানের প্রসঙ্গ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ২৪২ ॥

এই ঘটনা চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় না ॥ ২৪৩-২৪৬ ॥

প্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপের প্রাকৃতত্ব বুঝিতে না পারিয়া এক কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পড়ুয়ার ভুর সহিত বাদানুবাদ ও গোপীভাবময় প্রভু তাহাকে কৃষ্ণপক্ষপাতী-জ্ঞানে ক্রোধভরে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে ড়ুয়ার পলায়ন এবং তদ্দর্শনে কর্ম্মজড় হরিবিমুখ ব্রাহ্মণ-বগণের মোহবশতঃ প্রভুকে আঘাত করিবার পরামর্শ বং উহাদিগের দুর্গতি ও দুর্দ্দশা দূর করিয়া, প্রাকৃত

অনুভাষ্য

সমাজের চক্ষে শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য ও বর্ণাভিমানীর গুরুর তুর্য্যাশ্রম-স্বীকার করিবার অভিলাষ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৫ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ২৪৭-২৬২ ॥

কেননা, (শ্বেঃ উঃ)—"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" অর্থাৎ যাঁহার, পরমদেবতা বিষ্ণুর প্রতিও যেমন, তৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের প্রতিও তদ্রূপ পরমা (অহৈতুকী ও অব্যবহিতা) ভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মার শুদ্ধচিত্তেই এই সকল শ্রুতির প্রকৃত হরিভক্তিতাৎপর্য্যময় অর্থ প্রকাশ পায়, অন্য কোন হৃদয়ে পায় না। শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি (ভা ৭।৫।২৪)—"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥" শ্রীধরটীকা—"সা

আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লয়াইলে লয় ॥ ২৬৩ ॥

পাষণ্ডীগণের উদ্ধার-বাঞ্ছা—

মোরে নিন্দা করে যে, না করে নমস্কার।
এসব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ ২৬৪ ॥

লৌকিক মর্য্যাদাময় সন্ন্যাস-লীলাভিনয়ে সংকল্প—

অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ ২৬৫ ॥

যতিজ্ঞানে প্রভুকে নমস্কারফলে পাষণ্ড বিপ্রাদি উচ্চ-জাতিরও শুদ্ধচিত্তে সেবা-প্রবৃত্তির উদয়—

প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করাইব উদয় ॥ ২৬৬ ॥
এসব পাষণ্ডী তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি, এই যুক্তি সার ॥২৬৭॥

তৎকালে কেশবভারতীর নবদ্বীপে প্রভুগৃহে ভিক্ষাগ্রহণ—

এই দৃঢ় যুক্তি করি' প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া-নগরে ॥ ২৬৮॥

প্রভু তাঁরে নমস্করি' কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন ॥ ২৬৯ ॥

ভারতীর নিকট প্রভুর নিবেদন—

তুমি ত' ঈশ্বর বট,—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি' কর মোর সংসার মোচন ॥ ২৭০ ॥

ভারতীর উক্তি—

ভারতী কহেন,—তুমি ঈশ্বর, অন্তর্যামী।
যে কহ, সে করিব,—স্বতন্ত্র নহি আমি ॥ ২৭১॥

ভারতীর কাটোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রভুর তৎসমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণ—

এত বলি' ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা ॥ ২৭২ ॥

প্রভুর সন্ন্যাসকালে নিতাই, আচার্য্যরত্ন ও মুকুন্দ—

সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দদত্ত,—এই তিন কৈল সর্ব্ব কার্য্য ॥২৭৩॥
এই আদি-লীলার কৈল সূত্র গণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ২৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শাস্ত্রমত কোন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস করিলে সন্ন্যাসি-বুদ্ধিতে অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে প্রণম্য জানিয়া, গৃহস্থ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই প্রণাম করিয়া থাকেন। আমি সন্ন্যাস করিলে নিন্দক ব্রাহ্মণগণ অবশ্য প্রণাম করিয়া আমা হইতে সুবুদ্ধি লাভ করিবে ॥ ২৬৫ ॥

অনুভাষ্য

চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত, তদুত্তমমধীতং মন্যে, ন ত্বস্মাদ্‌গুরোরধীতং শিক্ষিতং বা তথাবিধং কিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ" অর্থাৎ পূর্ব্বে আত্মসমর্পণ, পরে হরিভজনক্রিয়া—ইহাই বিধি। এইরূপ হইলেই উত্তম শাস্ত্রাধ্যয়ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আত্মসমর্পণপূর্ব্বক বিষ্ণু-পূজা অপেক্ষা বা তদ্রূপ আর কিছুই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বা অধ্যয়ন হইতে পারে না। অবিদ্যার বশে সেই জড়বিদ্যাভিমানী পরা-বিদ্যাবধূজীবন বিষ্ণুর অবজ্ঞা করায় এবং সেই দাম্ভিকের নিত্য বাস্তববস্তু বিষ্ণুর নিকট আত্মসমর্পণের অভাবহেতু তাহার কলুষ-মলিন হৃদয়ে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় না, অতএব

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মহাপ্রভুর চব্বিশবর্ষের শেষে যে মাঘী শুক্লপক্ষ পড়িল, সেই উত্তরায়ণ-সময়ে সংক্রমণ-দিনে মহাপ্রভু রাত্রি-শেষে শ্রীনবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া 'নিদয়ার ঘাটে' গঙ্গা সন্তরণপূর্ব্বক কণ্টকনগর বা কাটোয়া-গ্রামে পৌছিয়া কেশব ভারতীর নিকট (এক) দণ্ড গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর-আচার্য্যরত্ন সন্ন্যাসের কর্ম্মাঙ্গসকল মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে অনুষ্ঠান করিলেন। সমস্ত দিন কীর্ত্তন করিতে করিতে দিবা অবসান-প্রায় হইলে ক্ষৌরকার্য্য সমাপ্ত হইল। পরদিন প্রাতে দণ্ডধারী সন্ন্যাসিবেষী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেশব ভারতী কতকদূর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন ॥ ২৭২ ॥

অনুভাষ্য

(ভাঃ ১১।১১।১৮)—"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥" যদি কেহ বেদাদি-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও পরব্রহ্ম বিষ্ণুতে ভক্তি-

প্রভুর শাস্ত ব্যতীত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভাবে উক্ত চিত্তবৃত্তি—

যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন ॥ ২৭৫ ॥

আশ্রয়জাতীয় ভাবময় বিষয়বিগ্রহই গৌরসুন্দর—"গৌর নাগর"-বাদ-নিরাস—

মাধুর্য্য রাধা-প্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৭৬ ॥
গোপী-ভাব যাতে প্রভু করিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥ ২৭৭ ॥
গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না জানয় ॥ ২৭৮ ॥

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণব্যতীত অন্যরূপে গোপীর প্রীতি নাই—

শ্যামসুন্দর, শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জা-বিভূষণ।
গোপ-বেশ, ত্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন ॥ ২৭৯ ॥
ইহা ছাড়ি, কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার ॥২৮০॥

(ললিতমাধবে ৬ষ্ঠ অঃ ১৩শ শ্লোকঃ)

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥২৮১॥

রাসকালে আত্মগোপনেচ্ছু কৃষ্ণের গোপীগণকে চতুর্ভুজ প্রদর্শন ও সংরক্ষণ

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি' রাধা সনে ॥২৮২॥
নিভৃতনিকুঞ্জে বসি' দেখে রাধার বাট।
অন্বেষিতে আইলা তাহা গোপিকার ঠাট ॥২৮৩॥
দূরে হৈতে দেখি' তাঁরে বলে গোপীগণ।
এই দেখ কুঞ্জ-ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব,—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত চারিপ্রকার ভক্তভাব ॥ ২৭৫ ॥

কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকসহকারে অদ্ভুত-রুচিযুক্ত চতুর্ভুজনারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে গোপীদিগের রাগোদয় সঙ্কোচিত হইয়া পড়িল। সুতরাং নন্দনন্দনে অনন্য-ভজনশীল দুর্গম পারকীয়-পথাবলম্বিনী গোপীগণের ভাবক্রিয়া কোন্ পণ্ডিত বুঝিতে পারে? ২৮১ ॥

অনুভাষ্য

পরায়ণ না হয়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত শাস্ত্রানুশীলন-শ্রম কেবল বৃথা পরিশ্রমেই পর্য্যবসিত হয় ॥ ২৫৭ ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৫ অঃ—"করিল পিপ্পলখণ্ড কফ নিবারিতে। উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে ॥" ২৬২ ॥

পাষণ্ডপ্রকৃতি ব্রাহ্মণব্রুবগণও বৈষ্ণবসন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধারণা ছিল; সেকালে সদাচারও তাহাই ছিল। একালে যাহারা ঐ সকল ব্রাহ্মণব্রুবগণের অপেক্ষাও অধিকতর দাম্ভিকতাক্রমে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে না, তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধি—"দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং চৈব ত্রিদণ্ডিনম্। নমস্কারং ন কুর্য্যাদ্যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ॥" (পাঠান্তরে, নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেদুপবাসেন শুদ্ধ্যতি ॥") অর্থাৎ পরম-দেবতা শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ এবং বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কোন ব্রাহ্মণব্রুব প্রণাম না করেন, তাহা হইলে ঐ প্রত্যবায়হেতু তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় অথবা উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হয় ॥ ২৬৫-২৬৬ ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ২৭৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর—শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত আশ্রয়জাতীয় শ্রীমতী রাধিকাদি গোপীগণের যে হৃদয়ভাব, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিষয়জাতীয়-চেষ্টাযুক্ত হইয়া অর্থাৎ ভোক্তার অভিমানে পরস্ত্রীদর্শনাদি দ্বারা 'লম্পট নাগরের' বৃত্তির পরিচয় দেন নাই। প্রাকৃত কামুক পরস্ত্রী-লম্পট সহজিয়া-সম্প্রদায় নিজ নিজ ঘৃণ্য কামপিপাসা ও ব্যভিচার জগদ্গুরু আচার্য্যের লীলাপ্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দরের স্কন্ধে আরোপ করিতে গিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীদামোদরস্বরূপ ও ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের শ্রীচরণে অপরাধ

গোপীগণ দেখি' কৃষ্ণের হইল সাধ্বস।
লুকাইতে নারিল, তাহে হৈলা বিরস ॥ ২৮৫ ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি' গোপী কহে নিকটে আসিয়া ॥২৮৬॥

গোপীগণের নারায়ণ-স্তব

ইহোঁ কৃষ্ণ নহে, ইহঁ নারায়ণ মূর্ত্তি।
এত বলি' সবে তাঁরে করে নতি-স্তুতি ॥ ২৮৭ ॥
'নমো নারায়ণ,' দেহ, করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ মোরে, ঘুচাহ বিষাদ ॥ ২৮৮ ॥
এত বলি নমস্করি' গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন ॥ ২৮৯ ॥

শ্রীমতী রাধিকার আগমনমাত্র চতুর্ভুজের অন্তর্দ্ধান, দ্বিভুজ মূর্ত্তি বা স্বয়ংরূপ—

রাধা দেখি' কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৯০ ॥
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ, নারিল রাখিতে ॥ ২৯১ ॥

শ্রীরাধার অচিন্ত্য কৃষ্ণপ্রেম—

রাধার বিশুদ্ধ-ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ স্বভাব ॥ ২৯২ ॥

শ্রীরাধার নিকট কৃষ্ণচাতুর্য্যের পরাভব, নিত্য স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দর—

(উজ্জ্বলনীলমণৌ ৬ষ্ঠ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং)

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয়বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষিগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং,
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥২৯৩॥

নন্দ—জগন্নাথ মিশ্র, যশোদা—শচী—

সেই ব্রজেশ্বর—ইহঁ জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী—ইহঁ শচীদেবী মাতা ॥ ২৯৪ ॥

অনুভাষ্য

বৃদ্ধি করে মাত্র। চৈঃ ভাঃ আদি, ১০ম অঃ—"সবে পর-স্ত্রী প্রতি নাহি পরিহাস। স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হন এক-পাশ॥ এই মত চাপল্য করেন সবা-সনে। সবে স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টি-কোণে॥ 'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণে না করিলা—বিদিত সংসারে॥ অতএব যত মহামহিম সকলে। 'গৌরাঙ্গনাগর' হেন স্তব নাহি বলে॥ যদ্যপি সকল স্তব সম্ভব তাহানে। তথাপিহ স্বভাবে সে গায় বুধগণে॥" এই তিনটী পদ্যে সুস্পষ্টভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী দুর্নীতিপুষ্ট কল্পিত "গৌর-নাগরীবাদ" নিরস্ত হইয়াছে ॥ ২৭৬-২৭৮ ॥

সূর্য্যপত্নী সবর্ণার প্রতি বিশাখার বাক্য।

গোপীনাং তুরুহপদবীসঞ্চারিণঃ (তুরুহায়াং পদব্যাং সঞ্চরিতুং শীলং যস্য তস্য) পশুপেন্দ্র-নন্দনজুষঃ (পশুপেন্দ্রস্য গোপরাজস্য নন্দস্য নন্দনং সূনুং জুষতে সেবতে যস্তস্য কৃষ্ণসেবাপরস্য) ভাবস্য তাং প্রক্রিয়াং বিজ্ঞাতুং (বোদ্ধুং) কঃ কৃতী ক্ষমতে (সমর্থবান্ ভবতি) ? যতঃ, হন্ত ! জিষ্ণুভিঃ (জয়শীলৈঃ) চতুর্ভিঃ ভুজৈঃ (ধৃতনারায়ণবিগ্রহৈঃ) অদ্ভুত-রুচিঃ (অদ্ভুতা রুচিঃ শোভা যস্যাঃ তাম্ অলৌকিকীং কান্তিময়ীং) বৈষ্ণবীং তনুং আবিষ্কুর্ব্বতি (প্রকটয়তি সতি) তস্মিন্ (কৃষ্ণে) অপি যাসাং (গোপীনাং) রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি (বিকাশং ন লভতে) ॥ ২৮১ ॥

বাট,—বর্ত্ম বা পথ। ঠাট,—শ্রেণীবদ্ধ সৈন্য ॥ ২৮৩ ॥

সাধ্বস—ভয়, ত্রাস, শঙ্কা, মনের আবেগ, সম্ভ্রম ॥ ২৮৫ ॥

মোরে,—আমাদিগকে ॥ ২৮৮ ॥

গোবর্দ্ধনোপত্যকায়াং (পরাসৌলীতি খ্যাতনাম্ন্যাং রাস-স্থল্যাং) বসন্তকালে রাসারম্ভবিধৌ (রাসস্য আরম্ভ-বিধৌ প্রবৃত্তিকল্পে) নিলীয়বসতা (সংলগ্নাবস্থিতেন) হরিণা (শ্রীকৃষ্ণেন) মৃগাক্ষিগণৈঃ (কুরঙ্গনয়নীভিঃ) গোপীভিঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কুঞ্জে রাসারম্ভে কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া লুক্কায়িত ছিলেন। মৃগনয়নী গোপীদিগের আগমন দেখিয়া শঙ্কিতভাবে স্বীয় মনোহর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। সাধারণ গোপী এইমাত্র কহিলেন যে, 'ইনি আমাদের প্রেম-বিষয় শ্রীকৃষ্ণ নহেন'। কিন্তু রাধাপ্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা! শ্রীরাধার আগমনমাত্রেই কৃষ্ণ চেষ্টা করিয়াও সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি রাখিতে পারিলেন না ॥ ২৯৩ ॥

কানাই বলাই—গৌরনিতাই

সেই নন্দসুত—ইহঁ চৈতন্য-গোসাঞি।
সেই বলদেব—ইহঁ নিত্যানন্দ ভাই ॥ ২৯৫ ॥

মধুররস ব্যতীত অন্যরসে নিত্যানন্দ রামের গৌরকৃষ্ণসেবা—

বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য—তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণচৈতন্য-সহায় ॥ ২৯৬ ॥
প্রেম ভক্তি দিয়া তেঁহো ভাসাল জগতে।
তাঁর চরিত্র-চিত্র লোকে না পারে বুঝিতে ॥২৯৭॥

ভক্তাবতার অদ্বৈতের শুদ্ধভক্তি-প্রচার—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারিয়া কৈল ভক্তির প্রচার ॥২৯৮॥

অদ্বৈতের দুই ভাবে গৌরকৃষ্ণসেবা—

সখ্য, দাস্য,—দুই ভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার ॥ ২৯৯ ॥

শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তের দাস্য—

শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন ॥ ৩০০ ॥

গদাধর-স্বরূপ-রামানন্দ-শ্রীরূপাদি শক্তিগণের মধুররসে গৌরকৃষ্ণসেবা—

পণ্ডিত গোসাঞি আদি যাঁর যেই রস।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ ॥ ৩০১ ॥

ব্রজে মুরলীবদন গোপসুত শ্যামলীলা, গৌড়ে ব্রাহ্মণ-যতিবেশী কীর্ত্তনবিগ্রহ গৌরলীলা—

তিহঁ শ্যাম,—বংশীমুখ, গোপবিলাসী।
ইহঁ গৌর—কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী ॥৩০২॥

গোপীভাবযুক্ত কৃষ্ণের গৌররূপে কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন—

অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি'।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে 'প্রাণনাথ' করি' ॥ ৩০৩ ॥

রূপানুগজনানুগত্য ব্যতীত গৌরের বিপ্রলম্ভরসের দুরবগাহত্ব—

সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী,—পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥ ৩০৪ ॥

গৌরের পরমবৈচিত্র্যচমৎকারময় অচিন্ত্যভাব তর্কাতীত—

ইথে তর্ক করি' কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত হয় ॥ ৩০৫ ॥
অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার।
চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ ৩০৬ ॥

তার্কিকের দুর্গতি—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—

তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে সেই, নাহিক নিস্তার ॥৩০৭ ॥

(মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ৫অ, ১২ শ্লোক)

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ৩০৮ ॥

অনুভাষ্য

(প্রবিষ্টকনামারণ্যে পেঠাখ্যে) দৃষ্টং স্বম্ (আত্মানং) গোপয়িতুং (বহ্বীভিস্তাভিঃ সর্ব্বতঃ আবৃতাৎ তস্মাৎ কুঞ্জাৎ সহসাপসর্পণাসম্ভবাৎ) উদ্ধুরধিয়া (উৎকৃষ্টবুদ্ধ্যা) যা চতুর্ব্বাহুতা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা, যস্য (কৃষ্ণপ্রণয়মহিম্নঃ) শ্রিয়া প্রভবিষ্ণুনা (কৃষ্ণেন) অপি যা চতুর্ব্বাহুতা রক্ষিতুং ন শক্যা আসীৎ—হন্ত! (ভোঃ!) রাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিমা (মাহাত্ম্যম্)—এতাদৃগচিন্ত্যম্! গৌতমীয়ে গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্। ভগবতোঽপি প্রেমাধীনত্বাৎ প্রেম্নোঽগ্রে ঐশ্বর্য্যং ন তিষ্ঠতীতি ন শক্যতে বক্তুং তস্য নিত্যত্বাৎ, কিন্তু তিরোভবতি) ॥ ২৯৩ ॥

এই সকল পদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের অপ্রাকৃত

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব, তাহাই অচিন্ত্যলক্ষণ। তর্ক—প্রাকৃত, সুতরাং সে তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব অচিন্ত্যভাব সকলে তর্ক যোজনা করিবে না ॥ ৩০৮ ॥

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

পরম চমৎকারময় গৌরসেবা-ভাব-বৈচিত্র্যের তারতম্য বর্ণিত হইয়াছে। গৌঃ গঃ ১১-১৬—ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ। ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ ॥ ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ। ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিণঃ। ভক্তশক্তির্দ্বিজাগ্রণ্যঃ

শ্রদ্ধাবানেরই সেবা-প্রাপ্তি—

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ-পাশ ॥ ৩০৯ ॥
প্রসঙ্গে করিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥ ৩১০ ॥

পুনরাবৃত্তি—

লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আস্বাদ ॥৩১১॥

ভাগবতে শ্রীব্যাসরীত্যনুসারে পরিচ্ছেদ-বর্ণন—

অতএব ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বার বার ॥ ৩১২ ॥

সংক্ষেপে পরিচ্ছেদসমূহের বর্ণনমুখে পুনরাবৃত্তি—

তাতে আদি-লীলার করি পরিচ্ছেদ গণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল 'মঙ্গলাচরণ' ॥ ৩১৩॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ'।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩১৪ ॥
তিঁহ ত' চৈতন্য-কৃষ্ণ—শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের 'সামান্য'কারণ ॥৩১৫॥
তহিঁ মধ্যে প্রেমদান—'বিশেষ' কারণ।
যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-প্রেম প্রচারণ ॥ ৩১৬ ॥
চতুর্থে কহিল জন্মের 'মূল' কারণ।
স্বমাধুর্য্য-প্রেমানন্দরস-আস্বাদন ॥ ৩১৭ ॥
পঞ্চমে 'শ্রীনিত্যানন্দ' তত্ত্ব নিরূপণ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩১৮॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'অদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার'।
অদ্বৈত-আচার্য্য—মহাবিষ্ণু-অবতার ॥ ৩১৯॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে 'পঞ্চতত্ত্বে'র আখ্যান।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি' যৈছে কৈল প্রেমদান ॥ ৩২০॥
অষ্টমে 'চৈতন্যলীলা-বর্ণন'-কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন ॥ ৩২১ ॥
নবমেতে 'ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন'।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥ ৩২২॥
দশমেতে মূল-স্কন্ধের 'শাখাদি-গণন'।
সর্ব্বশাখাগণ যৈছে ফল-বিতরণ ॥ ৩২৩ ॥
একাদশে 'নিত্যানন্দশাখা-বিবরণ'।
দ্বাদশে 'অদ্বৈতস্কন্ধ শাখার বর্ণন' ॥ ৩২৪ ॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর 'জন্ম-বিবরণ'।
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩২৫ ॥
চতুর্দ্দশে 'বাল্যলীলার' কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে 'পৌগণ্ডলীলার' সঙ্ক্ষেপে কথন ॥৩২৬॥
ষোড়শে কহিল 'কৈশোরলীলা'র উদ্দেশ।
সপ্তদশে 'যৌবনলীলা' কহিল বিশেষ ॥৩২৭॥
এই সপ্তদশ প্রকার 'আদি-লীলা'র প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ, তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ ॥ ৩২৮ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥ শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরাদ্বৈতনিত্যানন্দাবধূতকাঃ। অত্র ত্রয়ঃ সমুন্নেয়া বিগ্রহাঃ প্রভবশ্চ তে। একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ঃ শ্রীচৈতন্যো দয়াম্বুধিঃ। প্রভূ দ্বৌ শ্রীযুতৌ নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ মহাশয়ৌ। গোস্বামিনো বিগ্রহাশ্চ তে দ্বিজশ্চ গদাধরঃ। পঞ্চতত্ত্বাত্মকা এতে শ্রীনিবাসশ্চ পণ্ডিতঃ ॥ যদুক্তং তত্র গোস্বামিশ্রীস্বরূপপদাম্বুজৈঃ। ,ত্রয়োঽত্র বিগ্রহা জ্ঞেয়াঃ প্রভবশ্চাত্র তে ত্রয়ঃ। একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ো দ্বৌ প্রভূ সম্মতৌ সতাম্॥" ঐ ২৩-২৪ শ্লোক—শ্রীঈশ্বর পুরী শৃঙ্গার-রসের, অদ্বৈতপ্রভু দাস্য ও সখ্যরসের এবং শ্রীরঙ্গপুরী শুদ্ধবাৎসল্যরসের সেবক ছিলেন। আদি, ৭ম পঃ ১০-১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৯৬, ২৯৯, ৩০১ ॥

অনুভাষ্য

আদি, ১৭ পঃ ২৭৬-২৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩০৩-৩০৪ ॥

কুম্ভীপাক—নরক-বিশেষ। পাপিদিগকে 'কুম্ভী' নামক পাত্রবিশেষে পাক করা হয়। "যস্ত্বিহ বা উগ্রঃ পশূন্ পক্ষিণো বা প্রাণত উপরন্ধয়তি তমপকরুণং পুরুষাদৈরপি বিগর্হিতমমুত্র যমানুচরাঃ কুম্ভীপাকে তপ্ততৈল উপরন্ধয়তি।" প্রাণীবধকারী যমদণ্ড্য জীব কুম্ভীপাকে পচ্যমান হয় ॥ ৩০৭ ॥

নদী-পর্ব্বত-কাননাদি ভূতলাশ্রিত পদার্থসমূহের নাম-শ্রবণেচ্ছু ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে সঞ্জয় প্রত্যুত্তর করিলেন।

যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ (প্রাকৃত-ভোগময়-চিন্তাতীতাঃ) খলু (নিশ্চয়ং) তান্ অচিন্ত্যভাবান্ তর্কেণ ন যোজয়েৎ (তা, হেতুভিঃ ন হন্তব্যাঃ ইত্যর্থঃ); যৎ চ প্রকৃতিভ্যঃ পরং

পঞ্চপ্রবন্ধে পঞ্চবয়স চরিত।
সংক্ষেপে কহিল অতি,—না কৈল বিস্তৃত ॥৩২৯॥
বৃন্দাবনদাস ইহা 'চৈতন্যমঙ্গলে'।
বিস্তারি' বর্ণিলা নিত্যানন্দ-আজ্ঞা-বলে ॥৩৩০॥

গৌরলীলা অপার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা—অদ্ভুত, অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব-শেষ যাঁর নাহি পায় অন্ত ॥৩৩১॥

গৌরলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর চরম মঙ্গললাভ

যেই যেই অংশে কহে, যেই শুনে ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৩৩২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
শ্রীবাসাদি গদাধরাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥৩৩৩॥

বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের বন্দনা—

যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণে ॥৩৩৪॥

গুরুপ্রণাম—

শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস, আর শ্রীজীব-চরণ ॥৩৩৫॥
শিরে ধরি বন্দোঁ, নিত্য করঁ তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩৩৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ।

ইতি আদিলীলা সমাপ্তা।

অনুভাষ্য

(ভিন্নম্ অতীতম্ অপ্রাকৃতমিতি যাবৎ) তৎ এব অচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ৩০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের শেষভাগে দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে প্রকার সমগ্র ভাগবতের প্রতিসংক্রমণ বর্ণন করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন, সেই মহাজন-প্রদর্শিত পথানুসরণে গ্রন্থকারও শ্রীচৈতন্যের আদিলীলার প্রতিসংক্রমণরূপ অনুবাদ করিলেন ॥ ৩১২ ॥

আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদ বা প্রবন্ধ আছে, তন্মধ্যে প্রথম দ্বাদশ প্রবন্ধ—গ্রন্থের মুখবন্ধ বা উপক্রমণিকা-মাত্র। পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত 'জন্ম', 'বাল্য', 'পৌগণ্ড', 'কৈশোর' ও 'যুবা',—পঞ্চ প্রকার বয়সের চটী প্রবন্ধে পাঁচ পরিচ্ছেদ ॥ ৩২৯ ॥

২১শ পঃ ১০ ও ১২ সংখ্যা, এবং ভা ২।৭।৪১ ও ১০।১৪।৭ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩১ ॥

শ্রীস্বরূপ—শ্রীদামোদর স্বরূপ মধ্য, ১০ম পঃ ১০২-১২৭ সংখ্যা ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩৫ ॥

৩১৩ সংখ্যা হইতে ৩২৭ সংখ্যা পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদ গণনা লিখিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

প্রথম পরিচ্ছেদে—গুর্ব্বাদিবন্দন মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয়ে—গৌরতত্ত্ব নির্দ্দেশ মঙ্গলাচরণ।
তৃতীয়ে—অবতার সামান্য কারণ; প্রেমদান।
চতুর্থে—অবতার মূলকারণ।
পঞ্চমে—নিত্যানন্দ তত্ত্বনিরূপণ।
ষষ্ঠে—অদ্বৈততত্ত্ব নির্দ্দেশ।
সপ্তমে—পঞ্চতত্ত্ব নির্দ্দেশ ও প্রচার।
অষ্টমে—উপক্রমণিকা ও নাম-মহিমা।
নবমে—ভক্তিকল্পদ্রুম বর্ণন-প্রচার।
দশমে—গৌরগণ-সংখ্যান।
একাদশে—নিত্যানন্দগণ-সংখ্যান।
দ্বাদশে—অদ্বৈত ও গদাধরগণ সংখ্যান।
ত্রয়োদশে—গৌরজন্মলীলা।
চতুর্দ্দশে—বাল্যলীলা।
পঞ্চদশে—পৌগণ্ডলীলা।
ষোড়শে—কৈশোরলীলা।
সপ্তদশে—যৌবনলীলা।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

অনুভাষ্যে আদিলীলার কথাসার

গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মঙ্গলাচরণ—প্রথমে নমস্কার, পরে বস্তুনির্দ্দেশ ও তৎপরে আশীর্ব্বাদ। একই তত্ত্ব লীলাভেদে ছয়রূপে তাঁহার নমস্ত—গুরুদ্বয় (দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু), ঈশ্বরভক্ত, ভক্তাবতাররূপী ঈশ্বর, ঈশ্বর-প্রকাশ, ঈশ্বর-শক্তি ও স্বয়ং ঈশ্বর। উপাস্তবিচারে শ্রীকৃষ্ণের অবতারিত্ব বা স্বয়ং ভগবত্তা। উপাস্ত-তত্ত্বের অস্ফুট-প্রকাশরূপে 'ব্রহ্ম' এবং খণ্ডবিভূতিরূপে পরমাত্মার প্রতিপাদন। পরে শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকাশ, অবতার, বয়োভেদে লীলা-ভেদ, ত্র্যধীশত্ব ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব এবং সমগ্র জীব ও ঈশতত্ত্বের আশ্রয়ত্ব-বিচার প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীচৈতন্য, তাহা ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীগৌরাবতারের প্রয়োজন ও কারণ-নির্দ্দেশ। মধুর, বৎসল, সখ্য ও দাস্ত—এই চারিরসে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই জীবের কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ হয়; শান্তরসে সম্বন্ধজ্ঞান বা অনুভূতি নাই—ঔদাসীন্য ভাব, তজ্জন্য আনন্দের অভাব। শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম হইলেও স্বয়ং কৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহার অপরাপর অবতারগণে পূর্ব্বোক্ত চারিটী গাঢ় প্রীতিময় ভাব দান করিবার ক্ষমতা প্রদর্শিত না হওয়ায় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন।

এই বাহ্য কারণ ব্যতীত গৌরাবতারের আর একটী গূঢ় কারণ এই যে, কৃষ্ণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধুররসাশ্রিত সেবকের (শ্রীমতী বার্ষভানবীর) তৎপ্রতি প্রীতির, তৎসঙ্গজনিত তাঁহার সুখের সুগভীরত্ব ও পরমচমৎকারিতা—যাহা সেবাগ্রহণফলে কৃষ্ণের পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব—(অর্থাৎ সেব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবার মাধুর্য্য-মহিমা) জানিতে অভিলাষ হওয়ায়, স্বয়ং উহা আস্বাদন করিলেন এবং সেবা-রস-বঞ্চিত ভোগময় মরুবাসী জীবকে ঐ প্রকার কৃষ্ণ-সেবা-রসে অভিষিক্ত করাইবার জন্য অহৈতুকী দয়াপরবশ হইয়া আচার্য্যরূপে তাহাদিগকে তদনুগমন করিতে শিক্ষা প্রদান করিলেন। এবম্বিধ শ্রীগৌরসুন্দর হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেই জীবের চরম শ্রেয়োলাভ, ইহাই গ্রন্থকারের আশীর্ব্বাদ।

অতঃপর কবিরাজ গোস্বামী যাবতীয় চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরের মূল অধীশ্বর ও অংশী শ্রীভগবন্মুখ্যপ্রকাশ সাক্ষাৎ বলদেব-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব ও মহিমা এবং বিশ্বের উপাদান-বিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব-মাহাত্ম্য, তৎপর সমগ্র ভারতে পঞ্চ-তত্ত্বরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচারফলে চৈতন্য-ধর্ম্মের অনুগমনে ভক্তজনের আনন্দকাহিনী এবং ছর্ম্মতি, [illegible] পাষণ্ডীগণের উদ্ধার-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন।

[illegible] গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ প্রেমভক্তি-কল্পমহাটবী হইয়াও স্বয়ংই মালাকারস্বরূপ। কল্পবৃক্ষের আদি অঙ্কুর—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী; শ্রীঈশ্বরপুরীতে ঐ অঙ্কুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত, এবং স্বয়ং মহাপ্রভুরূপে উহাই মূল স্কন্ধ। উহার মধ্য মূল—শ্রীপরমানন্দপুরী, চতুষ্পার্শ্বে আটজন সন্ন্যাসী—আটটী মূল। মূল স্কন্ধ হইতে প্রধান শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-স্কন্ধদ্বয় হইতে বহু শাখা-প্রশাখা।

ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্মলীলা; চতুর্দ্দশে চঞ্চল শিশু নিমাইর হাতে খড়ি পর্য্যন্ত বাল্যলীলা; পঞ্চদশে বালক নিমাইর অধ্যয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মী দেবীর বিবাহ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড-লীলা এবং তন্মধ্যে অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস [illegible] মিশ্রের পরলোকপ্রাপ্তি; ষোড়শে নিমাই-পণ্ডিতের অধ্যাপনা, অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গে গমন ও নামকীর্ত্তনে পূর্ব্ববঙ্গ-উদ্ধার, ভক্ত তপনমিশ্রকে কাশীতে গমন করিতে আদেশ, লক্ষ্মী-দেবীর অপ্রাকট্য, শচী-মাতাকে সান্ত্বনা এবং 'কেশব-কাশ্মিরী' নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজয় প্রভৃতি কৈশোরলীলা; সপ্তদশে নিমাইর গয়ায় গমন করিয়া লৌকিক স্মার্ত্তাচারের শ্রাদ্ধ, ঈশ্বর পুরী সহ সাক্ষাৎকার, দীক্ষা ও প্রেমপ্রকাশসূচনা, নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন, পূর্ব্বক ও শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলন এবং শ্রীবাস-গৃহে নামসঙ্কীর্ত্তনারম্ভ, নানাবিধ বিষ্ণুতারাবেশে ভক্তগণকে কৃপা-প্রসাদ, কীর্ত্তনবিরোধী কাজীর দমন, কেশব ভারতীর সহিত সাক্ষাৎকার ও পাষণ্ডীগণের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-সঙ্কল্প প্রভৃতি বিস্তৃত যৌবন-লীলা। এইরূপে চারিটী লীলায় প্রভুর গা[illegible]লাত্মক 'আদিলীলা' বর্ণিত।